বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

তৃতীয় ভাগ

(দক্ষিণ-ভারত, পূর্ব্ব-ভারত ও বহির্ভারত)

চরিত্র গঠন, ঋদ্ধি, প্রাণীদের অন্তরের কথা, সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান,
ইহুদীয় ধর্ম্ম, ছাত্রপাঠ, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ, সাহিত্য
প্রবেশিকা, বাঘ-ভালুকের গল্প প্রভৃতি প্রণেতা,
সটীক সচিত্র মেঘনাদ বধ কাব্য সম্পাদক ও
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
সঙ্কলয়িতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত

১৯৩১

প্রকাশক—
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র,
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস,
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত,
নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস,
১এ, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

স্বজাতি-গৌরব-প্রয়াসী নরনারীর করকমলে

বিনীত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

পরম শ্রদ্ধাভরে

অর্পিত হইল।

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃতি জাতি—"

—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি-আই-ই।

নিবেদন

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী গ্রন্থের প্রথম ভাগ (উত্তর ভারত) মাত্র দুই সহস্র খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা স্কুল কলেজের অবশ্য-পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত না হইয়াও অপেক্ষাকৃত অল্প দিনেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পর, ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারিত; কিন্তু নানা কারণে তাহা হইতে পারে নাই। এই পুস্তকের প্রথম প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ও অন্যান্য ভাগ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল এবং তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে এ যাবৎ অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে বন্ধুবরের উপর্য্যুপরি কয়েকটি বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, আমরা বঙ্গীয় জনসাধারণকে তাঁহাদের জাতীয় গৌরবের ইতিহাস হইতে আর অধিককাল বঞ্চিত রাখা অপরাধ মনে করিয়া ইহার মুদ্রন ও প্রকাশের ভার বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব ইণ্ডিয়ান প্রেস ও ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউসের হস্তে ন্যস্ত করিলাম।

গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইহার উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। "প্রবাসীর" স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রবন্ধ "উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী"র প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করিয়া যে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই পৃথিবীব্যাপী বঙ্গীয় নরনারীর কীর্ত্তিকথার একাংশ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ—"দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও বহির্ভারতাংশ এক্ষণে প্রকাশিত হইল। উত্তর ভারতাংশের প্রথম সংস্করণের পর এই কয় বৎসরের মধ্যে এত অধিক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে যে ঐ অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইয়াছে। তাহার মুদ্রণ কার্য্যও শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

বর্ত্তমান পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থের অনেক স্থলে "তিনি বহু বর্ষ ধরিয়া এখানে বাস করিতেছেন," "আছেন" বা "করেন" ইত্যাদি বর্ত্তমানকাল বাচক ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। ইতিমধ্যে অনেকের প্রয়োজনবশে প্রবাস-ত্যাগ, মৃত্যু, কর্ম্মক্ষেত্রের

পরিবর্ত্তন ও সম্প্রসারণ এবং নব নব কীর্ত্তি অর্জ্জন ইত্যাদি নানা কারণে গ্রন্থের স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য ঘটাই সম্ভব। পুস্তক মুদ্রণের পূর্ব্বে এরূপ পরিবর্ত্তনের সংবাদ যত দূর আমাদের গোচরে আসিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষার্থ আবশ্যক সংশোধন ও সংযোজন করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব হয় না। পুনরনুসন্ধানের অবসর সুযোগ ও শক্তি অভাবে একজনের পক্ষে এই কার্য্য কত কঠিন তাহা অনুভব করিয়া সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ গ্রন্থকারের এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"র প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া কেহ কেহ এরূপ অনুযোগ করিয়াছেন, যে, কোন কোন কৃতী বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকথা বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে, আবার কাহার কাহার জীবনের বহু জ্ঞাতব্য কথা থাকা সত্ত্বেও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ কথাও আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে যে, "এখানে আরও অধিক পুরাতন ঔপনিবেশিক বা প্রবাসী বাঙ্গালী ও তাঁহাদের বংশধরগণ ছিলেন বা আছেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা লিখিত হয় নাই" ইত্যাদি। আমরা তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত এবং উহা আমাদের ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করি। এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই যে যাঁহার বা যাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা আছে, তাঁহার বা তাঁহাদের বিষয় জানেন এমন আত্মীয় বন্ধুগণ গ্রন্থকারের বিনীত প্রার্থনায় এবং সাময়িক ও সংবাদপত্রের সাহায্যে তৎসমুদয় জানাইবার জন্য সাদর আহ্বানে কর্ণপাত বড় করেন নাই। যাঁহাদের গৌরবময় জীবনী না থাকিলে স্থানীয় বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকে, হয় ত এমন অনেকের বিষয় অজ্ঞতাবশতঃ সংগ্রহ করা হয় নাই; যাঁহাদের বিষয় বিস্তৃত বা বিস্তৃততর ভাবে লেখা উচিত ছিল তাহা ঐ কারণেই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে; এবং অন্যত্র অধিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হওয়ায় কোন কোন জীবনী দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। জনশ্রুতি ও চিঠি পত্রের উপর নির্ভর করায় হয়ত কোন কোন স্থলে অত্যুক্তি দোষও ঘটিয়া থাকিবে। এই সকল দোষ এড়াইবার জন্য মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল, যাহাতে ভ্রম প্রমাদগুলি সংশোধিত হইতে পারে কিন্তু অল্প স্থান হইতেই তাহার সাড়া পাওয়ায় এরূপ মনে করা স্বাভাবিক, যে হয় পাঠকগণ ভ্রমপ্রমাদ বিশেষ না পাওয়ায় লিখিবার আবশ্যকতা

বোধ করেন নাই, অথবা তাহা দেখিয়াও প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থ লেখকের অপরাধ অনেকটা লঘু হইলেও, "অনেকের জীবনী বাদ পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে ভুল আছে" এরূপ কটাক্ষের হাত এড়াইতে পারাও যায় নাই। সে যাহা হউক এক্ষণে যাহা বাদ পড়িয়াছে এবং যে যে স্থলে ভ্রমপ্রমাদ আছে, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ তৎসমুদয় জ্ঞাত করিয়া যে কেবল গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন তাহাই নহে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর ইতিহাস নির্ভুল ও সম্পূর্ণ করিতে সাহায্য করিয়া তাঁহারা জনসাধারণেরও উপকার করিবেন।

সাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে যাঁহাদের জীবনী এবং ফটো গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে মাত্র তাঁহাদেরই জীবনী ও চিত্র প্রকাশযোগ্য এবং যাঁহাদের তাহা গ্রন্থে নাই তাঁহাদের উপেক্ষা করা হইয়াছে এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। সকলের প্রতিকৃতি সকল স্থানের প্রবাস ও উপনিবেশের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সংগ্রহ করিবার সময়, শক্তি ও সুযোগের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ, উপেক্ষা বা অবহেলা নহে।

যাঁহাদের জীবনী বিস্তৃতভাবে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকে প্রায় তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী, জননায়ক, প্রচারক প্রভৃতি যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে ভ্রমণ বা স্বল্প প্রবাস বাস করিয়া আসিয়াছেন বা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জীবনী একস্থানে লিপিবদ্ধ যেমন পাওয়া যাইবে না, তাঁহাদের অল্পাধিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র তদ্রূপ অপরিহার্য্য হইবে।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" ইতিহাস, উপন্যাস নহে। সুতরাং অতিরঞ্জন, সত্যগোপন এবং কপোল কল্পনা আমাদের কার্য্যধারার বহির্ভূত। রায়, মজুমদার, দাস, সরকার প্রভৃতি বহু পদবী আছে যদ্বারা বাঙ্গালী জাতির উপজাতি নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বার্ণিক-গৌরব-প্রতিপাদক জীবনী-সংগ্রহ বা জাতি উপজাতি বিশেষের কীর্ত্তি-প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার কাহিনী নহে। সুতরাং সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ঐরূপ সংকীর্ণ দিক্ বর্জ্জন করিয়া ইহাকে সমগ্র বা অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তিকথা বলিয়া যেন গ্রহণ করেন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

"বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য নূতন শব্দ সঙ্কলন ও সংযোজনাদি কার্য্য এবং অন্য কতিপয় পুস্তক প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ করিতে হইয়াছে এবং অভিধানের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াই ইহার প্রুফ দ্রুত দেখিয়া দিতে হইয়াছে। তাহার ফলে গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। যদি ইহার পুনঃ সংস্করণের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে তৎসমুদয় সংশোধিত হইবে। উপস্থিত যে গুলি নয়ন পথে পতিত হইয়াছে চক্ষুর পীড়াদায়ক সেই সকল ভ্রমপ্রমাদের জন্য একটি শুদ্ধিপত্র পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমি যাঁহাদের নিকট ঋণী, প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণে তাঁহাদের কয়েকজনের নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কাণপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এল্, এম্, এস্, কেরৌলী রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্বর্গীয় রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, বিএ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ, ডিলিট্ (লণ্ডন), জব্বলপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় তড়িৎকান্তি বক্সী, এম্ এ, পাটনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সঙ্গীত ও শিল্পশিক্ষক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাশ, দিল্লী প্রবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম, ইন্দোর প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, আভাগড়ের মহারাজার ভূতপূর্ব্ব গৃহ চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন মহাশয়গণ প্রমুখ আরও কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু যাঁহারা তাঁহাদের পরিজ্ঞাত প্রবাসী ও ঔপনিবেশিক বহু কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার উত্তমর্ণের তালিকা সুদীর্ঘ করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আগড়পাড়া
পোঃ কামারহাটী
২৪ পরগণা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

ভূমিকা

"Out of the past is built the future..........Our ancestors were great. We must first know that, we must learn the elements of our being, the blood that courses in our veins, we must have faith in that blood, and in what it did in the past, and out of that faith, and consciousness of past greatness, we must build an India yet greater than what she had been."

"If, therefore a nation in the days of its decadence has a right to look back upon its past and to draw hope therefrom for its future, the Bengalee has a past to look back upon of which he may indeed be proud, and from which he may set-up as an ideal before himself for the pupose of building up his future national character."

—*The Bengalee.*

যে জাতির অতীত অন্ধকার, তাহার ভবিষ্যতের আশা অল্প। বাঙ্গালীর অতীতই সমধিক উজ্জ্বল। কিন্তু বঙ্গের ইতিহাস অধিকাংশ বিক্ষিপ্ত, আংশিক অজ্ঞাত ও বিস্মৃত এবং অবশিষ্ট ধ্বংস প্রাপ্ত। বঙ্গদেশের সেই নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবার ভার লইয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বাঙ্গালীমাত্রকেই আশ্বস্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। বঙ্গের প্রাচীনত্ব; পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ম্মাণযুগে ইহার অস্তিত্বাভাব *; বঙ্গে প্রথম সাঁওতাল, কোল,

---

* ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গণনায় পৃথিবীর ভূপঞ্জর সৃষ্ট হওয়ার যুগে (Eosene Period) হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। শুদ্ধ তটভাগ কেন, বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যখন দিগ্বিজয়ার্থ গৌড়ে আসেন অর্থাৎ প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়নগর হইতে অনতিদূর পরেই সাগর তরঙ্গ প্রবাহিত হইত।—রাজতরঙ্গিনী, ৫ম তরঙ্গ। নদীয়া যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশের তখন অস্তিত্বই ছিল না। ক্রমে ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমিতে পরিণত হওয়ায় এ সকল স্থানের—অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, সাগরদীয়া, কালাদীয়া, শিবচর, গোপালচর প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস্ নামে যে গ্রীক রাজদূত ছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র (পাটনা) হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ন্যূনাধিক ৩০০ মাইল। এক্ষণে রেলপথের মাপ ৪৫০ হাটা পথে ৫০০ মাইল হইবে।—বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বাউরী, ওরাওঁ প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস ; কোল, মঙ্গল, দ্রাবিড়, আর্য্যের মিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি ; বঙ্গে আর্য্যনিবাসের আধুনিকত্ব ; * আদিম সাঁওতাল, কোলদিগের দেবতা "বঙ্গা" ও দেবী "বঙ্গী" হইতে দেশের বঙ্গ † এই নাম প্রাপ্তি প্রভৃতি অর্থাৎ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী কতকাল এবং বাঙ্গালী আর্য্য কি অনার্য্য তাহার মীমাংসার স্থান ইহা নহে। প্রাচীন স্মার্ত্তগণ, তন্ত্রকারগণ, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রমুখ কবিগণ, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ, চীনা পরিব্রাজকগণ, মধ্যযুগের মুসলমানগণ, পরবর্ত্তীযুগের য়ুরোপীয় পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণ যে বাঙ্গালীর পরিচয় দিয়াছেন, বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মজগতে যে বাঙ্গালীর দিগ্বিজয় ও উপনিবেশিকতার কথা শুনা যায়, বর্ত্তমান বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীর স্বজাতি কিনা, যে বাঙ্গালী আজ বিলাতের মন্ত্রিসভায় বসিয়া

---

* হজসন্ সাহেবের (Mr. Hodgson) মতে পূর্ব্বে কোচ, চিরো, থারবার এবং কোল (Kolarian) জাতির বাস ছিল। মিঃ লোগান (Logan), বুকানন (Buchanan), হ্যামিলটন্ (Hamilton) ও ডাল্টন সাহেবদিগের মত এই যে, বঙ্গে আর্য্যনিবাসের পূর্ব্বে মুণ্ডা জাতির বাস ছিল। ইহারা কোলারিয়ান্ বংশোদ্ভব :—"* * * The Kolarian or Munda language is the only pre-Aryan tongue now spoken in Behar and Bengal Proper. It has been wonderfully preserved by different tribes, some massed together as the Munda, Santal and Bhumij. * * * The tribes * * * lead to the conclusion that they are the remnants of a people who, together with the Kolarian races occupied Behar and great part of Bengal proper prior to the appearance of the first Aryan invaders and as the Munda or Kol language is common to so many of the tribes who may be thus linked together, and as those who do not speak it can only converse in the tongue of the conquerors, it is highly probable that the Munda was at one time the spoken language of all Behar and Bengal."—Dalton's Ethnology of Bengal, P. 125.

যে গৌড়ীয়গণ কাশ্মীরে গিয়া গৌড়রাজ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রামস্বামীর মূর্ত্তি ও মন্দির চূর্ণ করিয়াছিল তাহারা নীলাঞ্জনের পর্ব্বত সদৃশ বলিয়া রাজতরঙ্গিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যপূর্ব্ব জাতি না হইলে গৌড়ীয় বীরগণ ওরূপ কৃষ্ণকায় হইত না।—গ্রন্থ মধ্যে কাশ্মীর অংশ দ্রষ্টব্য। বঙ্গে মোট লোকসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু। বঙ্গের অধিবাসীরা ৭৪টী ভাষায় কথা বলে। প্রতি ১০০০ মধ্যে ৫২৮ জন বাঙ্গালা বলে এবং উক্ত ৭৪টী ভাষার মধ্যে ১৫টী আর্য্যভাষা, ১৬টী মুণ্ডা ভাষা, ৯টী দ্রাবিড়ী এবং অবশিষ্ট ৩৪টী তিব্বত ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত। Census Report of India—1891.

† দাসী, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১৯৬।

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক মন্ত্রণায় যোগ দিতেছেন, যে বাঙ্গালী আজ ক্যারাডে কেল্‌ভিনের আসনে বসিয়া নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্য শুনাইয়া বৈজ্ঞানিক য়ুরোপের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, যিনি সমগ্রজগতের ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে বাঙ্গালীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিয়াছেন, যে বাঙ্গালী আজ সভ্যজগতে প্রতিভার প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন—সেই বাঙ্গালীই তিব্বতের প্রধান লামার আসন অধিকার করিয়া কোটি কোটি নরনারীর পূজ্য হইয়া গিয়াছেন কিনা, সেই বাঙ্গালীই আসমুদ্র হিমালয় স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া কখন দিল্লী কখন কাশী এবং কখন বা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা, তাঁহাদের চতুরঙ্গিনী সেনা গ্রীকবীর আলেক-জাণ্ডারের বিজয়ীসেনাকে ভীত ও সমরবিমুখ করিয়াছিল কিনা, যে বঙ্গীয় নরপতিগণ রণতরীতে আরোহণ করিয়া রঘুরাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং মহাবীর ভীমসেনের গতিরোধ করিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সমবেত হইয়াছিলেন, যাহারা পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সভায় রাজসূয় যজ্ঞস্থলে এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, হলায়ুধের * সমসাময়িক বাঙ্গালীরা তাঁহাদেরই বংশধর কিনা, সেই বাঙ্গালীই ইন্দ্রপ্রস্থ-বিজয়ী পালরাজ্য ও পরবর্ত্তী সেনরাজ্য সংস্থাপক কিনা, তাঁহাদেরই বংশধরগণ সিংহলবিজয়ী বাঙ্গালী বিজয়সিংহ, সওদাগর চাঁদ, ধনপতি প্রভৃতি ও প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বা আধুনিক তমলুকের নাবিক ও বীরগণের স্বজাতি কিনা—এক কথায়, বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, মহম্মদ-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালী কিনা, তাঁহারাই আবার খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের এবং সেই বাঙ্গালীই বুদ্ধ-পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালী কিনা আমরা তাহারও বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। সে সকল তথ্য নির্ণয়ের ভার ভূতত্ত্ববিদ্‌, পুরাতত্ত্ববিদ্‌, বর্ণ বা জাতিতত্ত্ববিদ্‌ এবং নরদেহ তত্ত্ববিদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া—বাঙ্গালী বলিলে জন্ম, জলবায়ু, ভাষা, সমাজ এবং সংস্কার ও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হিসাবে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহাদের

---

* ইনি ১০০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১১০০ অব্দের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া চট্টোবংশজ কাশ্যপ, মতান্তরে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশধর হন। "বহু রূপ সূচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ। বাঙ্গালাশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টোবংশজাঃ॥"—কুলরামঃ। হলায়ুধ গৌড়েশ্বর লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত পরে ধর্ম্মাধিকরণ হন। তিনি গীতগোবিন্দ রচয়িতা পণ্ডিতকুলভূষণ জয়দেব গোস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন।

কথাই বলিব। তাঁহাদের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার নিদর্শন আছে। হিন্দুস্থানী, কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, দক্ষিণী, দ্রাবিড়ী ও ভারতের বাহির হইতে আগত শক, পারসীক, পাঠান, প্রভৃতি বহুজাতি বঙ্গে আসিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতে করিতে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিল এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উত্তর পশ্চিমে হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবে পঞ্জাবী, রাজপুতনায় মাড়বারী, উৎকলে উড়িয়া এবং দক্ষিণে তামিল হইয়া গিয়াছে। জয়পুরের ঝাড়খণ্ডী, কেরৌলীর গোস্বামী, সুকেত, মণ্ডী, কুলু প্রভৃতির সেন ও পাল বংশীয়গণ, কুরুক্ষেত্রের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ, দক্ষিণে তামিলজাতির পূর্ব্বপুরুষ তমলুকের বাঙ্গালিগণ, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, সুমাত্রা * কাম্বোডিয়া, সিংহলাদিতে † ও জাপানে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীর বংশধরগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ‡ বঙ্গের বর্ত্তমান প্রধান প্রধান রাজা, রাজন্য ও জমীদার বংশের আদিপুরুষ বঙ্গের বাহির হইতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কোয়েলকোটের সূর্য্য বংশীয় রাজা সাগরের বংশধর তারাচাঁদ পাণিপথে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারই কোন বংশধর দেবীসিংহ ১৭৫৬ অব্দে বঙ্গে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। নসীপুর রাজবংশ তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায় এই বংশোদ্ভব, এই রাজবংশ-তালিকা দেখিলেই জানা যাইবে হিন্দুস্থানী নামগুলি কেমন ধীরে ধীরে বাঙ্গালী আকার ধারণ করিয়াছে। গোস্বামী সনাতন, রূপ ও বল্লভ কর্ণাট-রাজ জগদ্‌গুরুর বংশধর ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা উপনিবিষ্ট হন। বর্দ্ধমান রাজবংশ পঞ্জাবের কাপুর ক্ষত্রিয় আবুরায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি বাণিজ্যার্থে আসিয়া বর্দ্ধমানে বাস করেন এবং ১৬৫৭ অব্দে পরগণার

---

* "The Hindu Settlement of Sumatra, was almost entirely from the coast of India, and that Bengal, Orissa and Masulipatam had a large share in colonizing both Java and Cambodia." —Bombay Gazetteer, vol. i. Part I., p. 493.

† খ্রীষ্টজন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত রাখিয়াছিলেন।—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, ১৮৯২। "ইনি রাজা সিংহবাহুর পুত্র। হুগলীর সিঙ্গুর তাঁর রাজধানী ছিল"।—কুরুক্ষেত্র, ১৩৩০।

‡ "Foreign Elements in the Hindu Population" by D. R. Bhandarkar, M.A., Poona—Indian Antiquary, vol. xl., part viii., January, 1911, Bombay.

ফৌজদারের অধীনে চৌধুরী ও কোতওয়াল নিযুক্ত হন এবং বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বাবু রায় বর্দ্ধমানে জমীদারী ক্রয় করেন। চকদীঘির জমীদার বংশের আদিপুরুষ নল সিংহ প্রথম রাজপুতানা হইতে আসিয়া বর্দ্ধমান চকদীঘিতে বাস করেন। তাঁহারা চকদীঘির নিকট মনিরাম বাটী নামক গ্রামের পত্তন করেন। জগৎ শেঠ জগতের মধ্যে প্রধান ধনী বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তিনি ও তদ্বংশীয়গণ ভারত সম্রাটের ব্যাঙ্কার ছিলেন ও রাজকীয় খাজনাখানার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বঙ্গের অর্থে ভারতের সকল প্রদেশের দুর্ভিক্ষ মহামারী যুদ্ধকষ্ট প্রভৃতিতে অভাব দূর হইয়াছে। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকেই তাঁহাদের বাণিজ্য কুঠী ছিল। আধুনিক য়ুরোপীয় বণিক্‌দিগের ন্যায় তাঁহারা তখন সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত কারবার চালাইতেন। তাঁহারা রাজপুতনায় নাগর নামক স্থান হইতে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে পাটনায় ও পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করেন এবং অন্যান্য প্রাচীন বংশীয়দের ন্যায় তাঁহারাও ক্রমে বাঙ্গালী হইয়া যান। পাচেটী রাজবংশের আদিপুরুষ পঞ্জাব হইতে আসিয়া মানভূমের ঝালদা নামক স্থানের অধিবাসী হন।

ত্রিপুরার রাজবংশ যযাতির পৌত্র ত্রিপুর হইতে উৎপন্ন। এই বংশের ১৩শ পুরুষের নাম ধর্ম্মাঙ্গদ, ২৮শ পুরুষের নাম ঈশ্বর ফা, ৫২ তমের নাম উতঙ্গফণী, ৯৫ তমের নাম সংখ্যা চাগ। কিন্তু ১৩০তম পুরুষের নাম চন্দ্রমণি। তাঁহার প্রপৌত্র রামগঙ্গা মাণিক্য, তৎপুত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, তাঁহার ৯ পুত্র,—ঈশানচন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্রধ্বজ, নীলকৃষ্ণ, বীরচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও যাদবচন্দ্র মাণিক্য। পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের আদি-পুরুষদিগের মধ্যে বিভু, হলায়ুধ, পোষো, বিদ্যাধর, নোখো, প্রহর্ষ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। শুষঙ্গের রাজবংশের আদিপুরুষ শঙ্কর ঠাকুর। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। শ্রীপতি কুঁয়র, রামসিং প্রভৃতি নামের পর এই বংশে এক্ষণে বিশ্বনাথ, প্রাণকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হইতেছে। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ও চোরবাগানের বিখ্যাত মল্লিকবংশের আদিপুরুষের নাম ছিল মটু শীল তৎপুত্র গজাশীল এবং পৌত্র সুমের শীল। ইঁহার অধঃস্তন ৭।৮ তম পুরুষ পর হইতে বাঙ্গালী ধরণের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের অধঃস্তন ২০তম পুরুষ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর। এই

বংশের আদিপুরুষ সনক আঢ্য অযোধ্যার রামগড় হইতে আসিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্র তীরে ভূমিদান করায় তিনি সপরিবারে ও স্বীয় কুলপুরোহিত জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র সহ তথায় বাস করেন। বঙ্গাধীপ আদিশূর তাঁহার সম্মান বর্দ্ধনার্থ সুবর্ণ উপাধি দান করিয়াছিলেন এই হেতু তাঁহার প্রধান বাণিজ্য স্থানের নাম হয় সুবর্ণগ্রাম বা সোণার গাঁও। বঙ্গীয় রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বৃদ্ধ পিতামহের নাম ছিল অনিরুদ্ধ। তাঁহার প্রপিতামহ ফুলিয়া গ্রামে বাস করিয়া ফুলের মুখুটী ও মুখোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ হন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শিয়ো (শিব) ও পিতামহের নাম উধো (উদ্ধব), প্রপিতামহের নাম আয়িত এবং অতিবৃদ্ধ পিতামহের নাম মাধবাচার্য্য। মাতৃকুলেও দেখা যায় তাঁহার মাতামহের নাম ছিল মুরারী ওঝা। তিনি ভাষার মধ্যে কুমার অর্থে "কোঙর" (হিন্দী-কুঁয়র) এবং সন্তোষ অর্থে "সন্তোক" শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যে দেবীবর ঘটক বাঙ্গালীদের মেল-বন্ধন কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে লথাই, পিথাই, লেঙ্গুড়ী ভেঙ্গুড়ী, তিকো প্রভৃতি অবঙ্গীয় নাম পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ময়মনসিংহ রাজবংশের আদিপুরুষ উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ীর কোন পূর্ব্ব পুরুষের নাম ছিল ভল্লকাচার্য্য। বঙ্গের ভূঁইয়া রাজাদিগের অন্যতম তমলুক রাজবংশে ধাঙ্গড় রায়, ভাঙ্গড় রায় ধিতাই রায়, প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ বাহির হইতে প্রধানতঃ শ্যামদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। ওঝা, মিশ্র, পাঠক, ঘটক, আচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাদের উপাধি। বঙ্গে তাঁহারা মধ্যদেশ হইতে আগমন করেন। বঙ্গের সেন রাজবংশীয় সামন্ত সেন ১০ম শতাব্দীতে কর্ণাটের সামন্ত রাজা ছিলেন। তিনি কর্ণাটরাজের কোপে পতিত হইয়া দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হন এবং ক্রমে রাজা হইয়া বসেন। মুর্শিদাবাদের বাবু মহেশনারায়ণ রায় ও শিবচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষ ছত্তর রায় অযোধ্যার বৈশওয়ারা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আসিয়া নদীয়ায় বাস করেন। ইঁহারা বৈশওয়ারা ক্ষত্রিয়। বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে রায় উপাধি পান।

আন্তর্জাতিক বিবাহেরও তখন প্রচলন ছিল। আধুনিক যুগেও কি তাহা নাই? ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের কন্যা কুচবিহারের মহারাণী এবং পৌত্রী পাটিয়ালার ব্যারিষ্টার মিষ্টার ধিংরার সহিত পরিণীতা। স্বনামখ্যাতা সরলা দেবী

লাহোরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কটকের স্বনামখ্যাত মধুস্থদন রাও মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্র কন্যা স্বনামধন্যা স্বর্গীয়া পণ্ডিতা রমাবাঈ, শ্রীহট্টের স্বর্গীয় বিপিনবিহারী দাস, এম-এ, বি-এল মহাশয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। লাহোরের ব্রাহ্ম প্রচারক ভাই প্রকাশ দেব জনৈকা বাঙ্গালী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জনৈকা বাঙ্গালী বিধবার সহিত সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রীর বিবাহ হয়; লক্ষ্ণৌ প্রবাসী পরে কলিকাতাবাসী ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষের পরিণীতা জনৈকা য়ুরোপীয় মহিলা এবং তাঁহার সহোদরা শ্রীমতী ভক্তিসুধা ঘোষ বি, এ, শিমলা শৈলের meteorologist রায় হেমরাজ বাহাদুরের সহিত পরিণীতা হন। বোম্বাইবাসী মিঃ ওয়েলিংকার (Mr. Wellinker) ঢাকার এক বাঙ্গালী বালিকাকে বিবাহ করেন। বঙ্গ মহিলা সঙ্গীতকলা বিশারদা শ্রীমতী সত্যবালা বোম্বায়ের জনৈক গুজরাটী ডাক্তার দেশাইকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী নলিনী রায় বি, এ, জনৈক মান্দ্রাজী ভদ্রলোককে বিবাহ করেন।

স্বনামখ্যাত রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে যে মহিলাকে বিবাহ করেন তিনি শ্রীমতী সোফিয়া হায়াস (Miss Sophia Haas) নাম্নী প্রুশিয় মহিলার এবং প্রথম পারসী খৃষ্টান রেভারেণ্ড হোরমজ্‌দ্‌জী পেষ্টনজীর কন্যা ছিলেন। পেষ্টনজী ১৮৫২ অব্দে জর্ম্মণীতে গিয়া উক্ত প্রুশিয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। হায়দ্রাবাদ নিবাসী ডাক্তার ৺অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাতা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তাঁহার স্বামী সামরিক ডাক্তার মোতিআলা গোবিন্দন্ রাজুলু নাইডু। মিষ্টার এলফ্রেড নন্দীর সহোদরা মিষ্টার এস্ টহলরাম গঙ্গারাম নামধেয় জনৈক পঞ্জাবী ভদ্রলোককে বিবাহ করিয়াছেন। জর্ম্মান এঞ্জিনীয়র সমিতির সদস্য এঞ্জিনীয়র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু কুমারী ক্লারা হিপ্লার নাম্নী জর্ম্মণ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। দেশবন্ধু দাসের কনিষ্ঠা জ্ঞাতি ভগিনী প্রভা আইয়েঙ্গার মৈসুর রাজ্যের বৈদ্যুতিক এঞ্জিনীয়র মিষ্টার এস আইয়েঙ্গারের সহধর্ম্মিনী। ইনি বাঙ্গালোরে বাস করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জনৈক মৈসুরীয় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াছে। স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুশীলা দেবী বোম্বাই

হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় গুজরাটী মিঃ সি. দপ্তরীকে বিবাহ করিয়াছেন। এরূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ আন্তর্জাতিক বিবাহ হিন্দু সমাজ অল্প কয়েক শত বৎসর হইতে বিসদৃশ বোধ করিয়া আসিলেও প্রাচীন স্বাধীন হিন্দু ভারতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না।

কাশ্মীরপতি গৌড়রাজ দুহিতা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পট্টমহিষী করিয়াছিলেন। গৌড়রাজ আদিশূর কাণ্যকুব্জরাজ কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ নীলকণ্ঠের কন্যা গৌড়রাজ বিমল সেনের পুত্র রাজা শ্যামলবর্ম্মাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শ্যামলবর্ম্মা নববধূকে গৌড়ে আনিবার পর একটি যজ্ঞ কার্য্যের জন্য কাশী হইতে ১০০১ শকে সাগ্নিক বৈদান্তিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারাই বঙ্গের পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্ব্ব-পুরুষ। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, শ্যামলবর্ম্মা কাশ্মীরের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা সুশীলার পাণিগ্রহণ করিবার পর যজ্ঞার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাশ্মীর হইতে বঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। অম্বর পতি মহারাজা মানসিংহ বাঙ্গালী ভৌমিক কেদার রায়ের কন্যা ও "মহলরাজ কন্যা" প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যাইবে ভারতীয় হিন্দুসমাজে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ, ঔপনিবেশিক আদান প্রদান অর্থাৎ বিদেশে গিয়া (emigration) অথবা দেশান্তর হইতে আসিয়া (immigration) বাস স্থাপন জাতি দেশ বা কালে বদ্ধ নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারেও এরূপ নিদর্শন আছে। চৈতন্যদেবের শিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধর মাধবদাস বাবাজীর ভগিনী বিদুষী হরিদেবীর সহিত এলাহাবাদের পণ্ডিত বেণী প্রসাদের সহিত বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র মতেই হইয়াছিল। কাশীর রঘুনাথ মিশ্রের সহিত ফরীদপুর কোটালিপাড়ার শিবরাম সার্ব্বভৌমের বিদুষী কন্যা প্রিয়ম্বদার পরিণয় হইয়াছিল। হরিদেবী প্রয়াগ প্রবাসিনী হন। রঘুনাথ মিশ্র ফরীদপুর নিবাসী হন। তাঁহার বঙ্গদেশে জাত সন্তানগণ বাঙ্গালী। শুদ্ধ বঙ্গে নহে, শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে এই লীলা নিত্য সংঘটিত হইতেছে। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে আর্ল গার্ডনারের কনিষ্ঠ পুত্র সৈন্যদলে যোগ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া এক ভারতীয় রমণীকে বিবাহ করিয়া ভারতেই

বাস করেন। ইঁহার বংশধরেরাও ভারতীয়া পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ ফয়জাবাদে আজিও বিদ্যমান। তাঁহারা হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী ঐ বংশের এক সন্তান পুরাতন দলিল দেখাইয়া লর্ড উপাধির অধিকারী হইয়াছেন।* মানবজাতির উপনিবেশ ও পরিব্রাজনের হেতু-প্রদর্শক গ্রন্থ সংলগ্ন তালিকা হইতে ইহার কারণ দৃষ্ট হইবে। যে কারণে সকল জাতি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন করে বাঙ্গালীও সেই সকল কারণে বাহিরে যায়। অনেকের ধারণা বাঙ্গালী মসীজীবী বা চাকরিজীবী; সুতরাং চাকরিই বাঙ্গালীকে গৃহের বাহির করে। ইহা বর্ত্তমানকালে অনেকটা সত্য হইলেও পূর্ব্বে বাঙ্গালীর উপনিবেশ ও প্রবাসের বহু কারণ বিদ্যমান ছিল।† তখন ভারতের মধ্যে উপনিবেশিকতায় বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রধান ছিল ‡। এথিনীয় জাতি য়ুরোপখণ্ডে এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ। তাহারা গ্রীস ও ফিনিশিয়া হইতে টায়ার, হিপো, হড্রুমেৎ, সিসিলী, স্পেন, কার্থেজ ও আফ্রিকার বহুদূর পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাই লিখিয়াছেন "ক্যাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতির সদৃশ।" তিনি যদি বাঙ্গালীর সিংহল, বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপনের কথা জানিতে পারিতেন এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর তথ্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে এ বিষয়ে বাঙ্গালী যে এথিনীয়দিগের অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহাই বলিতেন। শুদ্ধ উপনিবেশে নহে, প্রাচীন বঙ্গীয়গণ কি উপনিবেশ, কি কৃষি, কি শিল্পবাণিজ্য এমন কি সমর কুশলতা ও রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনাতেও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন

---

* হিতবাদী, ১৪ ফাল্গুন ১৩২০।

† ভূমিকার পর মানবজাতির উপনিবেশ, প্রবাস ও পরিব্রাজকের কারণ সমূহের যে জীবিকা সংযোজিত হইল তাহা দ্রষ্টব্য।

‡ "Down to the days of the Mahamedan conquest, went by the ancien thigh ways of the Sea, the intrepid mariners of the Bengal coast founding their colonies in Java, Sumatra, leaving Aryan blood to mingle with that of the seaboard races of Burma and Sham and binding Cathay (China) and India in mutual intercourse."—Ideals of the East, by Okakura.

তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই ঔপনিবেশিক ও প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসে প্রধান ছয়টী যুগ নির্ণয় করা যাইতে পারে, যথা—

প্রথম যুগ।—প্রাচীন আর্য্যপূর্ব্ব যুগ অর্থাৎ বৈদিক কাল হইতে রামায়ণ মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় যুগ।—গৌড়ীয় আর্য্যপূর্ব্ব ও আর্য্য যুগসন্ধি অর্থাৎ গ্রীক-পূর্ব্ব ও গ্রীক যুগ, খৃষ্টযুগারম্ভ ও বৌদ্ধযুগ (কুরুক্ষেত্র সমরের পর হইতে ৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)।

তৃতীয় যুগ।—পরবর্ত্তী আর্য্যযুগ অর্থাৎ কাব্য, পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ; পাল ও সেন সাম্রাজ্যকাল (৮০০ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)

চতুর্থ যুগ।—মুসলমান যুগ অর্থাৎ পাঠান ও মোগল শাসনের যুগ; চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবযুগ (১২০০-১৭৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)।

পঞ্চমযুগ।—ইংরেজ যুগ, কোম্পানীর আমল (১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত)।

ষষ্ঠ যুগ।—ইংরেজ যুগ, রাজপ্রতিনিধি শাসিত বর্ত্তমান যুগ (১৮৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে)

প্রাচীন আর্য্যপূর্ব্ব যুগের ইতিহাস আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; যাহা আছে তাহা বঙ্গ ও বাঙ্গালীর অস্তিত্বমাত্র সূচিত করে।

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রেমগধেষুচ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

ইহা আর্য্য উক্তি *। সুতরাং আর্য্যপূর্ব্ব বঙ্গের কথাই হইতেছে। শ্লোকের শব্দবিন্যাস ও ভাষাপদ্ধতিতে প্রাচীনত্বের লক্ষণ না থাকায় বঙ্গদেশে আর্য্য-উপনিবেশ যে অধিক দিনের নহে তাহাই সূচিত করে †। কিন্তু যদি ইহা

---

* বোধায়ন ধর্ম্মসূত্রে আছে বঙ্গ কলিঙ্গ সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। সুতরাং বোধায়ন সূত্র রচনাকালেও বঙ্গে আর্য্যবাস হয় নাই।

† আর যদি ইহা বৌদ্ধ প্লাবিত বঙ্গের সমসাময়িক আর্য্যবর্ত্তের কোন স্মার্ত্তের রচনা হয় তাহা হইলে বঙ্গে আর্য্যবাস বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে হইয়াছে, পরে যে নহে, তাহাই বলিতে হয়। কিন্তু "শত পথ ব্রাহ্মণ" রচনা কালে মিথিলায় আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইলেও মগধ ও বঙ্গে আর্য্যজাতিরা প্রবেশ করে নাই।

প্রাচীন স্মৃতির বচন বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে রামায়ণের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই বলিতে হয়; কারণ, যে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ ব্যতীত গমনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত রামায়ণের সময় তথায় কেবল অঙ্গদেশে আর্য্য বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজা দশরথের বন্ধু রোমপাদ অঙ্গাধিপতি ছিলেন। তাঁহার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গমুনি ও ও তাঁহার পত্নী রামচন্দ্রের ভগিনী শান্তা অঙ্গদেশেই বাস করিতেন *।

মহাভারতের সময়েও সমগ্র বঙ্গ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উপনিবিষ্ট হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের সহিত তৎকালীন বাঙ্গালীদিগের রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ থাকিলেও মহাভরতেই বঙ্গদেশকে অনার্য্য ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হইয়াছে এবং ইহার অন্তর্গত বগড়ি যাহা পুর্ব্বে বাগ্দিদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া অনুমিত হয় তাহা বক রাক্ষসের রাজ্য বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু আর্য্য সংস্রবের কথা মহাভারতে অনেক পাওয়া যায়। পঞ্চালদেশে যখন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উৎসব হয়, তখন দ্রুপদকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া বঙ্গের অধিপতিও তথায় গমন করিয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন পাঞ্চালীকে সমাগত ভুপালগণের পরিচয় দিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন "পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি * * হে ভদ্রে! ভূমণ্ডলবিখ্যাত বিক্রমশীল এই সকল রাজা * * তোমার নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিবার মানসে আগমন করিয়াছেন †।" মহাবীর ভীমসেন যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে সমুদ্রকুলবর্ত্তী রাজ্য জয় করিতে যান তখন বঙ্গের রাজাদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, "পরে পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা, প্রখরপরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ণাটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত

---

* রঘুবংশে বাঙ্গালীদের "নৌবল গর্ব্বিত (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ) বলা হইয়াছে। যদি মহাভারত ও রাময়ণের ঐতিহাসিকতা এখনও তর্কের বিষয়ই হইয়া থাকে (বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত), তাহা হইলে, রঘুর সময়ে বা হইলেও অন্ততঃ কবি কালিদাসের সময়ের যে বহু বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা নৌ-যুদ্ধ পটু ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

† মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

করিলেন" *। অতঃপর যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হয় তখন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজাদিগের মধ্যে পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গেশ্বর নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। ধর্ম্মরাজের আদেশে তাঁহাদিগকে বহু ভক্ষ্য-ভোজ্য সম্বলিত দীর্ঘিকা ও বৃক্ষসমূহ সুশোভিত বাসগৃহসমূহ প্রদত্ত হইয়াছিল। "ধর্ম্মনন্দন স্বয়ং সেই মহাত্মা নরপতিগণের পূজা করিলেন" †। বঙ্গাধিপ যে পরে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যোগদান করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ মহাভারতে আছে। মহাভারতেই উক্ত হইয়াছে মগধে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল। অঙ্গ বঙ্গাদির নৃপতিগণ তথায় গিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। কর্ণ অঙ্গরাজ ছিলেন। এই যুগে আর্য্যদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন বঙ্গে তখন আর্য্যবাস স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে মনে হয়, মহাভারতের কিছু পূর্ব্ব হইতে আর্য্যবাসের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসিগণ বিজেতার ধর্ম্ম ও সভ্যতায় দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এক অন্যের মধ্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়া উভয়েই এক বাঙ্গালীজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সকল জনপদই আর্য্য রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও রাষ্ট্রশক্তি অধিকাংশই আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসীদিগের দ্বারাই পুষ্ট ছিল। গৌড়ীয় যুগে সুতরাং বাঙ্গালিগণ ভারতের চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন, ধর্ম্মপ্রচার, যুদ্ধযাত্রা ও বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে গমন করিলে বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক তাহারা প্রায়ই কৃষ্ণকায় বলিয়া বর্ণিত হইত। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে বঙ্গের এই কৃষ্ণকায় জাতি দ্রাবিড় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। নৃতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বাঙ্গালীদের মস্তক ‡ ও নাসিকা পরীক্ষার ফলে সিদ্ধ ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালীরা শুদ্ধ দ্রাবিড়ই নহে কিন্তু দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ঐতিহাসিক

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩০ অধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

† মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩৪ অধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

‡ এদিকে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের ভূতত্ত্ববিদ্ Dr. Pritchard, খাঁটি আর্য্যজাতির মস্তকের আদর্শস্বরূপ বাঙ্গালী রামরতন মুখোপাধ্যায়ের মস্তকের ফটো তাঁহার লিখিত মানবজাতির ইতিহাসে (History of mankind) গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছেন।

৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্য্য জাতীয় অথবা আর্য্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতি নির্ব্বিশেষে দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।" তাহা হইলে বলিতে হয়, যে দ্রাবিড় জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, যাঁহারা ঋগ্বেদের দস্যু এবং ঐতরেয় আরণ্যকের পক্ষী, যাঁহারা অত্যতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের অধিবাসী ছিলেন, যাঁহারা খৃষ্ট জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আসীরিয়া ও ব্যাবি-লোলিয়ায় প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সভ্যতা ভারতের আর্য্যপূর্ব্ব যুগে ভারত ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপ পুঞ্জে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, বঙ্গের সেই দ্রাবিড় জাতির রক্তের সহিত আর্য্য রক্ত মিশ্রিত হইয়াছিল, তাহার কতকাল পূর্ব্বে কোল রক্ত মিশিয়াছিল কে জানে, কিন্তু সেই মিশ্র রক্তের সহিত মেঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল। কত রাষ্ট্র বিপ্লব, কত দৈব উৎপাত কত আবর্ত্তনের ফলে কোন্ কোন্ যুগে তাহা হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার মত মাল মসলা এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু রক্ত মিশ্রণ যে ঘটিয়াছিল, মধ্যে মধ্যেই বংশ নির্ণয় মেল বন্ধন, কুলপঞ্জী, কারিকা ইত্যাদির প্রয়োজনবোধই তাহার অনেকটা প্রমাণ দেয়।

দেবীবরোক্ত যবন দোষ প্রভৃতি একালের বলিয়াই এখনও লোকের দৃষ্টি বহির্ভূত হয় নাই। কিন্তু মৌর্য্যযুগের যবন দোষ আর এখন খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। তাহারও বহু পূর্ব্বের মোঙ্গোল ও দ্রাবিড় দোষ কে সন্দেহ করিবে? নৃতত্ত্বের দিক্ ছাড়িয়া ভাষা-তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলেও বাঙ্গালীর দ্রাবিড়ত্ব ঘুচে না। আর্য্য ভাষার ভিতর বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার ভিতর দ্রাবিড় শব্দের মিশ্রণ বড় বেশী এবং শুদ্ধ শব্দই বা কেন, ভাষার ছাঁচটিও যে আর্য্য অপেক্ষা দ্রাবিড়ের সঙ্গেই মেলে তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত "বাঙলা ভাষার কুলজী" পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন। ঐ পুস্তিকার ভাষার ভিতর দিয়াই তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালীর অনার্য্যত্ব বা মিশ্র আর্য্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা অবশ্য উৎপত্তির কথা, কিন্তু, যেমন বাঙ্গালী বিদ্যাধর মাড়ওয়ারী ও কনোজীয়া বাঙ্গালী হইয়া

গিয়াছিলেন, কোল-দ্রাবিড়-মোঙ্গোল-আর্য্য-মিশ্রণোদ্ভূত জাতির মধ্যে যিনি আর্য্য ভাষা ও সাহিত্য, আর্য্য ধর্ম্ম ও সভ্যতা, এবং আর্য্য আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যতটা আর্য্য ভাব ও প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন তিনি বা তাঁহার বংশ আকৃতি প্রকৃতি ও প্রতিভায় ততটাই আর্য্যত্বে পরিণত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় যুগ। কুরুক্ষেত্র সমর হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

মহাভারতের যুদ্ধের পর বঙ্গের দ্বিতীয় যুগারম্ভ। এই সময় হইতে গৌড়ের নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে মান্ধাতার দৌহিত্র রাজা গৌড়ের নামে এই দেশের নাম গৌড় হয়। কানিংহাম সাহেবের সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্যরূপ *। যাহা হউক আর্য্যগণ যে বঙ্গের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া এই সময় নূতনরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাংশ চিরদিনই বঙ্গ নাম বজায় রাখিয়াছিল। এই জন্যই এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ আজিও বঙ্গাল বা বাঙ্গাল নামে অভিহিত। ইতিহাসে ৭৩০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গৌড়রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরে গৌড়সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে আরও চারিটী প্রদেশ গৌড়রাজের অধীন থাকায় গৌড় আখ্যা গ্রহণ করে এবং গৌড়াধিপ পঞ্চগৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু মূল বা আদি গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য চিরদিনই রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। স্কন্দ পুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বচন হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ;—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা— ॥"

অঙ্গ তখন গৌড়রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। অঙ্গ বলিতে তখন বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পুরী বা শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বুঝাইত। এই সমুদায় ভূভাগ তখন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে অঙ্গদেশে গমন করিলে কোন দোষ নাই ;—

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে ॥"

---

* "The name of Gauda or Gaur is, I believe, derived from Guda or Gur, the common name of molasses, or raw sugar, for which this Province has always been famous * * * "—Archæological Survey of India Reports, vol. xv. (Cunningham).

মগধ কিন্তু তখন অঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাহা না হইলে মহাভারতে কখনই উক্ত হইত না যে মগধে গৌতম ঋষির আশ্রমে অঙ্গ বঙ্গাদির নৃপতিগণ গমন করিতেন। গৌড়ের ঐশ্বর্য্য ও শক্তিবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্বাংশস্থ বঙ্গের নাম গৌড়ের পর উক্ত হইত অর্থাৎ সাধারণে পূর্ব্বের "অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ" স্থলে "গৌড়বঙ্গ"* বলিত। ক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া মিলিত গৌড়বঙ্গ গৌড় এবং অধিবাসী গৌড়ীয় নামে অভিহিত হয়। তখন তাহারা অতিশয় দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়া ছিল। এই সময় গৌড়ীয়গণ পৃথিবীর নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন, ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। এই যুগের প্রারম্ভকালে অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আহুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর বঙ্গে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহাদেরই

---

* তখন সমগ্রদেশ করতোয়া এবং গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ বঙ্গদেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পুনরায় মোগলশাসনকালে মিলিত "গৌড়বঙ্গ" বাঙ্গালা নাম প্রাপ্ত হয়। —Major Kennell's Memorandum and Map of Inland Navigation.

সপ্তম শতাব্দীর বাঙ্গালার বিস্তার কম ছিল না। যুআন চুআং দেখিয়াছিলেন তখন বাঙ্গলার পাঁচটি সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য ;—(১) দিনাজপুরাদি প্রদেশ লইয়া পুণ্ড্রারাজ্য, (২) ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া বঙ্গ, (৩) কামরূপ রাজ্য, (৪) তাম্রলিপ্তিরাজ্য এবং (৫) ভাগলপুর প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া কর্ণসুবর্ণ।

"A few centuries after the Christian era the fertile province of Bengal, or the country occupied by people speaking the Bengali language, was divided into four separate districts of Barendra and Banga to the north of the Ganges, and Rarh and Bagdi (Samatata) to the south of the river. The first two were sepera-ted by the Brahmaputra, and the other two by the Jalinghi branch of the Ganges." —Cunnigham, vol xv. p. 145.

"From the 14th. century onwards the term Bangalah (Bengal) was always applied to the United Provinces of Lakhnauti (Barendra) north of the Padda, and Bagdi (Samatata on the delta of the Ganges) and Sunnargaon (Banga Proper, the country to the East and beyond the Gangetic Delta) to the limits of the districts of Chittagong, Sylhet and Kamrup.

"Previous to the Mahamedan period, these very provinces made up the Bengal proper of the Sen Kings and formed the basis of the caste classifictions mentioned before.

"According to redistribution Bengal would correspond with Banga of the Indian Epics ; with Gangaride, Prasidæ and Kamrup of the Greek historians ; with Kamrup, Paundra and Samatata of Huen-Thsang's time, and to the Subah of Bangala of the Moghul,"—The Map of India from the Buddhist to the British period by Prithwis Chandra Rae—1904.

বংশাবলী আজি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।* দিল্লী রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানে যে "গৌড়তগা" ব্রাহ্মণ পরিচয়ে অনেকে বাস করেন তাঁহারাও এই সময় গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা রাজার দান প্রতিগ্রাহী হইয়া গৌড়দেশ ও গৌড়ের ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করায় "গৌড়তগা" নাম প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্রবাসী আদিগৌড়গণও আপনাদিগকে জনমেজয় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে আনীত বলিয়া থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গের আর্য্য-পূর্ব্ব অধিবাসীদিগের সংস্রবে সর্পবশীকরণ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বাঙ্গালীরা এজন্য নানাবিধ যাদুমন্ত্রজ্ঞানের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ †। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমের অনেক গ্রামবাসীর আজিও এই ধারণা যায় নাই। এমন কি পঞ্জাবে সাপুড়ের ন্যায় এক অনার্য্য জাতি আছে তাহাদের সহিত বঙ্গের কোন সম্বন্ধই নাই, অথচ তাহারা নানাবিধ তন্ত্রমন্ত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে বলিয়া, এখানে "বাঙ্গালী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমান "হোসেন খাঁ"র অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এতদ্দেশীয়গণের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। এই যুগে বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগ তাম্রালপ্তি হইতে বাঙ্গালিগণ দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান তামিলজাতি তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া উক্ত হয় ‡। তাম্রলিপ্তি (পালি তামলিট্টি ও আধুনিক তমলুক) কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত §। ৪১১ খৃঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান

---

* Census of the N.W.P., 1865.

† Do Do

‡ "The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to, along with the Kosalas and Odras, as inhabitants of Bengal and adjoining sea coasts in the Vayu and Vishnu Puranas." "They were known as Tamil, most probably because they had emigrated from Tamilitti (Tamralipti) the great sea-port at the mouth of the Ganges."- The Tamils Eighteen Hundred Years Ago by Kanankasabhai Pillay. (2) A History of Tamluk by Sebananda Bharati.

§ তমলুক বঙ্গের প্রধান বন্দর ছিল, এবং কেবল বঙ্গের কেন, প্রায় ভারতব্যাপী মগধ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে দুইটি প্রধান বন্দর ছিল তন্মধ্যে পূর্ব্বেরটি তমলুক এবং পশ্চিমেরটি ছিল ভরুকচ্ছ বা ভরোচ (Broach)। ভরোচ বন্দর হইতে বণিক্‌গণ জাহাজে করিয়া আরাল্ (Sea of Aral) সাগর

বঙ্গের এই প্রধান বন্দর হইতে বাঙ্গালীর অর্ণবপোতে চড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তামিলদিগের ভাষায় বহু বাঙ্গালা শব্দও গৃহীত হইয়াছে। * ইহা খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। ইহার কিছুকাল পরেই গ্রীকদিগের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা ভারতের এই পূর্ব্বাঞ্চলস্থ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে প্রাচ্যদেশী বা প্রাসী (Prasii) † বলিত; এবং গঙ্গা বিধৌত প্রদেশের লোক বলিয়া গাঙ্গেয়দেশী বা গঙ্গারিদেই (Gandaridae—গঙ্গারাঢ়ী ?) বলিত। তাহারা গৌড়দেশী বলিয়া গ্রীকগণ তাহাদিগকে গঙ্গারিডেই (Gangaridae ‡ এবং কলিঙ্গবাসী বলিয়া কলিঙ্গী (Calingee, Kalingee) বলিত। ব্রহ্মদেশবাসীরা তাহাদের পশ্চিমদিকস্থ সমগ্র দেশের

অতিক্রম করিত এবং উত্তর ও পশ্চিম এশিয়া এবং য়ুরোপে বাণিজ্য করিত। তমলুক হইতে বণিক্‌গণ পূর্ব্ব এশিয়া, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত সাগর উপকূলবর্ত্তী দেশ ও দ্বীপ সমূহে বাণিজ্য করিতে যাইত। তমলুক হইতে জাহাজে করিয়া রাক্ষসদ্বীপে উপস্থিত হওয়া এবং রামেষু নামক যবনের সহিত যুদ্ধ করার কথা "দশকুমার চরিতে" দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের সময়ও তমলুক পূর্ব্বভারতের প্রধান বন্দর ছিল।

* প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

† "The people * * is the most distinguished in all India, and is called the Prasii." The largest tigers are found in the country of the Prasii."—Ancient India as described by Megasthenes and Arian and translated by J.W. Mc. Crindle, M.A., pp. 66—67 *Vide* also Justin 12, c. 8 ; Curtius, 9. c. 2 ; Verg. Æn. 3. v. 27. Flaccus. 6. v. 67. (quoted in Lemprier's Classical Dictionary.

"* * * This great people occupied all the country about the mouths of the Ganges * * * They must have been powerful people, to judge from the military force which Pliny reports them to have maintained and their territory could scarcely have been restricted to the marshy jungles at the mouth of the river now known as the Sundarbans but must have been comprised a considerable portion of the Province of Bengal."—Ancient India as described by Ptolemy and translated by J. W. Mc Crindle, M.A., R.A.S., pp. 173—175.

‡ "Having therefore requested Phegeus to tell him what he wanted to know, he (Alexander) learned the following particulars : beyond the river lay extensive deserts which it would take eleven days to traverse. Next came the Ganges the largest river in all India, the farther bank of of which was inhabited by two nations, the Gangaridae and Prasii, whose King Agrammes' kept in the field for guarding the approaches to his country, 20,000 cavalry and 200,000 infantry, besides 2,000 four-horsed chariots, and what was the most formidable force of all, a troop of elephants which he said ran up to the number of 3,000. All this seemed to the King to be incredible, and he therefore asked Porus, who happened to be in attendance, whether the account was true. * * *

অধিবাসীকেই ক্লীং বা কালেন বলিত *। তাহাদের সামরিক শক্তির যশ এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে মহাবীর এলেকজাণ্ডার তাঁহার সৈন্যদলকে কোন মতেই বঙ্গাভিমুখী করিতে পারেন † নাই। ইহা ৩২৭ খৃঃ অব্দের কথা। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে ‡ বাঙ্গালীরা বঙ্গোপসাগর পার হইয়া দেশবিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এলেকজাণ্ডারের সেনাপতি মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শ্বশুর সেল্যুকস্ (Selucus) কর্ত্তৃক পাটলিপুত্র প্রেরিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস্ (Megasthenes) গৌড়ের ঐশ্বর্য্য ও বিস্তৃত বাণিজ্য স্বচক্ষে দেখিয়া তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক, মহাবীর এলেক্‌জাণ্ডারের জীবনীলেখক মিশররাজ প্রথম টলেমী বঙ্গের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি বঙ্গীয় বণিক্‌গণ এবং নানাদেশীয় বঙ্গাগত বণিক্ ও ভ্রমণকারীর নিকট হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন §। বর্দ্ধমান সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা, যশোহর, গৌড়, মালদহ, তমলুক প্রভৃতি স্থান বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল ¶।

The attestation of Porus to the truth of what he had heard made the King anxious on manifold grounds. * * "—Extract from the History of Alexander the Great by Q. Curitus Rufus. IXth book, Chap. II., also in 'Bibliothica Historica" of Diodorus Seculus,—trsnslated by J. W. Mc Crindle in Ancient India, pp. 221, 281.

* "* * The term Kling or Kalen is used in Burma to designate the people of the west of Burma."—Bolfour's Cyclopædia of India, vol. ii. p. 481.

† "......When the soldiers who had found a rich and amble booty returned to the camp, he (Alexander) gathered them all together, and in a well-weighed speech addressed the assembly on the subject of the expedition against the Gangaridae ; but when the Macedonians would by no means assent to his proposal renounced his contemplated enterprise."—Extract from the History of Alexander the Great, translated by J. W. McCrindle, M.A. in "Ancient India," p. 283.

‡ "Long before Hippalus ventured upon the voyage from the mouth of the Red Sea, to directly cross Barygaza and Musiris, did Indian vessels cross the Bay of Bengal to Ceylon, to Burma, to Malacca, and to Sumatra. No Greek nor Roman ship visited those places. No Arab settlers were found there prior to the birth of Mahomed. The earth in these quarters was unknown to them.—"Mookerjee's Magazine," 1873, p. 270—72.

§ "It is evident that he was indebted for his materials here chiefly to native sources of information and itinerary merchants or caravans.—McCrindle's "Ancient India," p. 105.

¶ History of Indian Shipping by R. K. Mukherjee, M.A.

বঙ্গের শিল্পজাত, যদিও প্রকারভেদে অধিক ছিল না, তথাপি যেগুলি ছিল তাহাতেই বাঙ্গালী, ভারত কেন, জগতের সকল জাতিকেই পরাস্ত করিয়াছিল। আজিও কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। * গ্রীস, রোম, মিশর, পারস্য, তুরস্ক, চীন প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী সওদাগরগণ এই সকল দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত †, এসিয়ামাইনর এবং মিশর হইয়া ঢাকাই মসলিন্ পশ্চিম য়ুরোপে রপ্তানি হইত। কতিপয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রোমের বাদশাহের নিকট তৎকালীন বঙ্গাধিপের পত্র ও উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিলেন। বোগদাদের খালিফ্‌গণের বিলাসভবন বঙ্গের কারুকার্য্যখচিত শিল্প-সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত হইত।

খৃষ্টজন্মের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রোমসম্রাট কৈসর অগষ্টসের অভ্যুদয়কাল মহাকবি সেকস্‌পীয়র প্রণীত এণ্টণী ও ক্লিওপেট্রা নাটকের নায়ক মহাবীর এণ্টণীর সহিত এই অগষ্টসের বিরাট যুদ্ধ হয়। তখন সমগ্র ইটালী অগষ্টসের এবং সন্ধিসূত্রেবদ্ধ প্রাচ্যদেশীয়গণ এণ্টনীর পক্ষাবলম্বন করে। এই যুদ্ধে গঙ্গারিদেইগণ যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে সম্রাট অগষ্টসের পৃষ্টপোষিত মহাকবি ভার্জ্জিল রোমে বসিয়া তাঁহার জর্জ্জিকস্ নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্যে (Georgics iii) আবেগময়ী ভাষায় লিখিয়াছিলেন যে তিনি স্বীয় জন্মস্থান মাণ্টুয়া নগরীতে ফিরিয়া মর্ম্মর পাষাণে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারফলকে সুবর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারিদেইগণের সমর-দৃশ্য সম্রাটের রাজ চিহ্নসহ অঙ্কিত করিবেন। বহু পরবর্ত্তী পণ্ডিতবর প্লিনী (Pliny) বাঙ্গালীর সামরিক শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। দিল্লীর কুতবমিনার যথায় বিদ্যমান, সেই প্রাঙ্গনে একটী ২২ ফুট উচ্চ ঢালাইকরা লৌহের নিরেট স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভ ৪১৫ খৃঃ অব্দে গুপ্ত বংশীয় কুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, ঐ স্তম্ভে তাঁহার সহিত বঙ্গদেশের অধিপতিগণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে ‡।

---

* "......Although the manufactures of Bengal were not of a varied character, still a high excellence was attained in certain branches in which to this day the Bengalis have not been surpassed by any nation in the world." "A Hand Book of Indian Products" by T. N. Mukerjee, Cal. 1883

† History of Indian Shipping by Radha Kumud Mukerji, M. A.

‡ Valentine Ball's "Economic Geology of India."—P. 338, and Vincent

বাঙ্গালীর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের তৃতীয়যুগ পালরাজগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময় গৌড়ে বৌদ্ধযুগের প্রভাব সমধিক বৰ্দ্ধিত হয়। এইযুগে বৌদ্ধ পাল নরপতিগণ এবং পরবর্ত্তী সেনরাজগণ পঞ্চগৌড় এবং প্রায় সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুলাংশ এক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন *। এই সময়ই পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী বিহার জয় করিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সেন রাজগণ বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয়গণ উদ্ধত পাঠানগণকে তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপে শাসিত রাখিয়াছিলেন সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন †।" বাবু নন্দলাল দে তাঁহার "Civilization of Ancient India" গ্রন্থে যে স্তম্ভ লিপি ‡ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রফলক § হইতে চার্লস্ উইল্কিন্স্ সাহেব যে লিপির অনুবাদ এসিয়াটিক রিয়ার্চের্স্ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় গৌড়েশ্বরের প্রতাপ কিরূপ দোর্দ্দণ্ড ও গৌড়সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

তৃতীয় যুগ।
৮০০—১২০০ খৃঃ অব্দ।

Smith's "Ancient History of India"—published at page 8 of the Journal of the Royal Asiatic Society, 1897.

".....,We have already seen how in the 15th. century ambassadars from China to Bengal and from Bengal to China used to carry presents as tokens of mutual friendship between the sovereigns of both the countries."—ibid.

* বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

† প্রচার, শ্রাবণ সংখ্যা ১২৯১।

‡ "উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূন গর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর রাজ-দর্পং।
ভূপীঠমব্ধি রসনাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বরঃ শিবমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং॥"

Quoted in the Asiatic Society's Journal, 1874, by Babu Protap Chandra Ghosh, B.A. from Buddal Pillar inscription.

§ Inscription on a copper plate found at Monghyr and translated by Chas. Wilkins in the Asiatic Researches, Vol. I. (২)গৌড়রাজমালা।

অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ সমগ্র এসিয়ায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন *। সেই সূত্রে, তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্ম, জাপান, চীন, মাঞ্চুরীয়া মঙ্গোলিয়া প্রভৃতিতে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা এই সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়বাসী শান্ত রক্ষিত ও পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। নবম শতাব্দীতে অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত হইতে ধর্ম্মগ্রন্থগুলি তথায় তিব্বতী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরবাসী কল্যাণশ্রীর পুত্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রগর্ভ পরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যিনি তিব্বতের দেবতাস্থানীয় হইয়াছিলেন, দশম শতাব্দীতে তিব্বত গমন করেন। রাজা মহীপাল তখন গৌড়েশ্বর ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী বরেন্দ্রভূমি হইতে সিংহল গমন করিয়া তথায় রাজা পরাক্রমবাহু কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত ও একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধিনায়ক পদে বৃত হন। বাঙ্গালী বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের তিব্বত গমন ও কার্য্য সম্বন্ধে রায় শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই বাহাদুর তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ কাহিনীতে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন †।

পাল রাজাদিগের সময় বঙ্গের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। জয়পাল ওড়িষ্যা এবং এলাহাবাদ তাঁহার ভ্রাতার শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন ‡। বঙ্গাধীপ দেবপাল ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল হিমালয় হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত

---

* "The third period was remarkable on account of the patt that Bengal played towards the spread nay, revival of Buddhism in Tibet, and also for the part that Tibetan Buddhism played in civilizing the rude people of Zungaria, the blood-thirsty Mongals and the warlike Man-tchus from the foot of the Himalaya to the Arctic Ocean"—Indian Pandits in the Land of Snow by Sir Sarat Chandra Das, C.I.E. P. 22.

† "After the religious zeal and energies of the nations of Western and North-Western India had become paralyzed, if not altogether extinct, the superior intellect of the people of the province of Bengal shone pre-eminently in the domain of philosophy and religion. The Pandits of Bengal became the spiritual teachers of the Buddhist world. The sovereign rulers of Eastern India, Tibet, Ceylon and Suvarnabhumi vied with each other in showing veneration to them."—Ibid. P. 47.

‡ Indo-aryans, by Rajendra Lal Mitra L. L. D. C. I. E. Vol II P. 218.

এবং পশ্চিমে বিন্ধ্য ও কম্বোজ (Cambay) পর্য্যন্ত শাসনাধীন রাখিয়াছিলেন *। গৌড়রাজ মহীপাল কাশীতে শত শত কীর্ত্তি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন †। তিনি, বিগ্রহপাল, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন যখন আসমুদ্র হিমাচল একচ্ছত্রা করিয়াছিলেন, তখন হিমালয় প্রদেশে বহু বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুকেত, মণ্ডী, কেঁওথাল, কাঙ্গড়া প্রভৃতির রাজবংশ এবং তথাকার সাধারণ প্রজার মধ্যে অনেকেই সেই সকল বাঙ্গালীরই বংশধর ‡। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেন § দিল্লীতে দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসী প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী পরিব্রাজকের বেশে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি জাতি ভেদের উচ্ছেদ করতঃ নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ‖। তাঁহার ভ্রমণের মধ্যে বৃন্দাবন ও জয়পুর প্রবাসের উল্লেখ দেখা যায় ¶। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ রাজত্ব করেন, তাঁহার জীবন চরিত লেখক চাঁদবর্দ্দাই পৃথ্বিরাজ রায়সাতে জয়দেবের নাম পরমভক্তিভরে উল্লেখ করিয়াছেন। জয়দেবের প্রসিদ্ধির কথা এই বলিলেই হইবে যে তাঁহার যশঃসৌরভ সুদূর কাশ্মীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, তথায় তাঁহার গীতগোবিন্দের গান হইত। রাজতরঙ্গিনী ও রাজস্থানে তাঁহার বিষয় উল্লিখিত আছে। মহারাজা বল্লালসেন পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন। ভট্টপদসিংহ $ জনৈক মহাশিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ও গৃহত্যাগ করিয়া

---

* Ibid, P. 241.

† Ibid, P. 222.

‡ "The Rajas of Suket, Kisnawar, Mundi and Keonthal, in the Himalayas, between Simla and Kashmir. * * They all state that the families came originally from Bengal.—Rev. Sherring's "Hindu Tribes and Castes. PP 171—173.

§ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

‖ জয়দেব চরিত, পৃ ৩০ (রজনীকান্ত গুপ্ত)।

¶ ভক্তমাল, দ্বাদশমালা।

$ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ মহাশয় লিখিত "শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট বিরচিতং বল্লালচরিতং" গ্রন্থের ইংরেজী ভূমিকা।

ভট্টসিংহ গিরি নামে খ্যাত হন। ঘটনাক্রমে তিনি বৌদ্ধ বল্লালকে শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে বঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব নিষ্প্রভ হইয়া ক্রমে বিকৃত এবং লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সন্ন্যাসী পুরাণপুরী * সকল দেশ পদব্রজে বহুদিন ভ্রমণ করিয়া কাস্পীয় হ্রদের উপকূলে বহু হিন্দু সন্ন্যাসীর অস্তিত্বের সংবাদ দিয়াছিলেন। কলিকাতার অপর পারে গঙ্গার উপকূলে তাঁহার আশ্রম ছিল। এইরূপে দেখা যাইবে পূর্ব্বে বাঙ্গালী কি গৃহী কি সন্ন্যাসী, সকলেরই মধ্যে পরিব্রাজনের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি সতেজ ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাহা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কল্পে তাঁহারা এসিয়া অতিক্রম করিয়া পৌরাণিক পাতালপুরী মার্কিন মহাদেশেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে একে একে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মূর্ত্তি, তাঁহাদের বিরচিত এবং অনুবাদিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও বিবিধ নিদর্শন এক্ষণে বাহির হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু সম্রাট অশোক যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মগধের পুরাতন ইতিহাস ও সাম্রাজ্যের প্রাচীন মানচিত্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ গৌড়েশ্বর বৌদ্ধ বল্লাল হিন্দুধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া বঙ্গের মানচিত্র ও বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গৌড়রাজগণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানের সহায়তাই করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে এবং পরবর্ত্তী মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দুর আত্মরক্ষার চেষ্টা ও সংরক্ষণ নীতির কঠোরতা সর্ব্বত্রই বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে একদিকে ম্লেচ্ছস্পর্শ এবং অন্যদিকে সমুদ্রযাত্রা, নিষিদ্ধ হয়। অবশ্য পরিবর্ত্তন একদিনে সাধিত হয় না। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় হওয়ায় বহির্বাণিজ্য রহিত হইল। ভাগ্যান্বেষণ (adventure) নির্ভীকতা এবং মরিয়া ভাব একে একে অন্তর্হিত হইয়া গেল †। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সহিত বঙ্গে চতুর্থ যুগের আবির্ভাব হয়। তখন গঙ্গার উত্তর, বরেন্দ্র ও বঙ্গ এবং দক্ষিণ রাঢ় এবং সমতট বা

চতুর্থ যুগ।
বাদসাহী ও নবাবী আমল
১২০০—১৭৫৭ খৃঃ অঃ

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (অক্ষয়কুমার দত্ত)।

† "The ruin of Tamluk as a seat of Maritime Commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be a sea-going people."

বগড়ি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ বরেন্দ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছিল এবং দক্ষিণে জলঙ্গী নদী সমতট হইতে রাঢ়কে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিল *। পূর্ব্ব হইতেই এই সমগ্র প্রদেশ গৌড়বঙ্গ এবং সাধারণতঃ গৌড় দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমান গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও সমগ্র দেশ বহুবর্ষ সংগ্রাম করিয়াও অধিকার করিতে পারেন নাই; তাহার ইতিহাস আছে। হিন্দুরাজত্বের ধ্বংশাবশেষ হইতে ক্রমে বারভূঁইয়া বা দ্বাদশ রাজার উদ্ভব হইয়াছিল। এই যুগ ১২০০ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৫৭ অব্দে শেষ হয়। ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর ইতিহাস এই যুগে ভারতবর্ষের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ হয় এবং এই যুগ হইতে বাঙ্গালীর ইতিহাস বিজেতাদিগের দ্বারা লিখিত হইতে থাকে। এই সময়ের আংশিক সত্যমিশ্রিত, অতিরঞ্জিত এবং বিকৃত ইতিহাস পরবর্ত্তী বৈদেশিকগণ লিখিত ইতিহাসের ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল। ধর্ম্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, স্বার্থবুদ্ধি অহিন্দুকে দিয়া হিন্দুর নিন্দা করাইয়াছে, হিন্দুদ্বারা অহিন্দুর নিন্দা করাইয়াছে, হিন্দুর মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির হীনতা সূচক প্রবাদ ও বিদ্রূপোক্তির সৃষ্টি করাইয়াছে। শাসক জাতি শাসিতের ইতিহাস লিখিবার কালে প্রায়ই কূটরাজনীতি ও স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকে। ফলে, শাসিতের জাতীয় চরিত মলিন করিয়া বর্ণিত হয়। পূর্ব্বকালে যাঁহারা বঙ্গদেশ জয় করেন নাই অথচ দেশ ভ্রমণ করিয়া বা বন্ধুত্ব ভাবে, ছাত্র ভাবে বা সহকর্ম্মী ভাবে জাতীয় চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর প্রশংসাই করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা দেশ জয় করিয়া শাসনাধীন রাখিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের স্বজাতীয় লেখকগণ বিজীতের গুণাবলী খর্ব্ব করিয়া প্রকৃত দোষের সহিত বহু অপ্রাকৃত দোষ কল্পনা করিয়া নিন্দাই অধিক করিয়াছেন। যখন আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া-

"In the Buddhist era they sent warlike fleets to the East and the West and colonised the island of the archæpelago * *

"Such voyages were associated chiefly with the Buddist era and became alike hateful to the Brahmans * * * Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the Ocean. But what they have been they may under a higher civilization again become."—Sir W. W. Hunter's Orissa, pp. 314—15.

* Cunningham.

ছিলেন, কিন্তু কীকট-বঙ্গাদিদেশে বাস বিস্তার করেন নাই, তখন বঙ্গ সভ্যতার গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনও বঙ্গের শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য কম ছিল না। তাহার শিক্ষা শিল্প ও সভ্যতার ধারা স্বতন্ত্র হইলেও তাহা আর্য্যদিগের হইতে কোন অংশে হীন ছিল না; তথাপি আর্য্যামি ও ঈর্ষা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি দান করিয়াছিল।

তথাপি এই সময়ে সংরক্ষিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণ হইতে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। এই যুগের মধ্যে উৎকল কাশী, বৃন্দাবন, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী উপনিবিষ্ট হন। জয়দেব এবং চৈতন্য দেবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কুল্লকভট্ট কাশীবাসী হন এবং তথায় মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ণ করেন *। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত "গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নী সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে" ইত্যাদি শ্লোকই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রোহিলখণ্ডস্থ মুরাদাবাদের কলেক্টর মেল্‌ভিল্‌ সাহেব, সেন্সস্‌ কমিশনরকে যে রিপোর্ট লিখিয়া পাঠান, তাহা হইতে জানা যায় উক্ত জেলার "সম্বল" নগরে ৫০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বে এবং আমরোহা নগরে প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পুর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর বলবনের পুত্র নসীরউদ্দীন প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে সুখসমৃদ্ধির আগার † বঙ্গদেশ হইতে কয়েক ঘর গৌড় কায়স্থ লইয়া গিয়া এলাহাবাদ সুবার নিজামাবাদ, ভাদোই কোলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজামাবাদ প্রবাসবাসের কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া তাঁহারা নিজামাবাদী আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা প্রায় সকলেই গুরু নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গতিবিধির সূত্রপাত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছিল। মথুরামণ্ডলের বিশেষতঃ বৃন্দাবনের বৈষ্ণব উপনিবেশের বহুদিন পরে সনাতন

* "Kulluk Bhatta wrote his famous commentary on 'Manu' in the 14th Century almost 5 centuries after Mithila had learning enough to send Medhatithi the second commentator of the same sacred law-book of the Hindus."—A Literary History of India by R. W. Frazer, LL.B, (London) 1898,

† "Bengalla is described by Vertomannus in the year 1503 as a place that in fruitfulness and plentifulness of all kinds may in manner contend with any city in the world."—Cunningham.

গোস্বামী রাজপুতানায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত করেন। অম্বররাজ মানসিংহ শিলাদেবীর সহিত বাঙ্গালী পুরোহিত-গণকে আনিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটদিগের শাসনকালে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ও সম্রাট দরবারে বিশিষ্ট বঙ্গসন্তান-গণ প্রায়ই গমন করিতেন এবং সম্মান ও গৌরবমণ্ডিত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইতেন। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন ও প্রবাসগমন প্রবৃত্তি এবং বঙ্গের বাণিজ্য এক প্রকার অক্ষুন্ন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ভার্টোম্যানাস্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্ম (Orme) তাহার সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। অর্ম্ম লিখিয়াছেন—"অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের বাণিজ্যই সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল।" বঙ্গের শিল্পিগণ যে অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারিত এবং তাহাতে কামান বন্দুক খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকৃষ্ট ছুরী কাঁচি ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিত তাহার ইতিহাস আছে। বাঙ্গালী জনার্দ্দন কর্ম্মকার বাঙ্গালী তত্ত্বাবধায়ক হরবল্লভ দাসের অধীনে কিরূপ দৃঢ়কায় কামান নির্ম্মাণ করিত "জাহানকোষা" নামক ঐতিহাসিক কামান ফলকে তাহা খোদিত আছে। *

বাঙ্গালী যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যুদ্ধবিদ্যার ও সামরিক সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহা বৈদেশিকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন † কিন্তু বিলাতের স্পেক্টেটর পত্রে একবার লিখিত হইয়াছিল যে এসিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালীকেই নিজমুখে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে দেখা যায় যে তাহার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার সাহস নাই। তাহা ছাড়া অনেকেই বাঙ্গালীর অপযশের কথা অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে

* মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

† "The native Bengalees are generally stigmatised as pusillanimous and cowardly, but it should not be forgotten, that, at an early period of our military history in India, they almost entirely formed several of our battalions, and distinguished themselves as brave and active soldiers."—A Geographical, Statiscal and Historical Description of Hindustan and Adjacent Countries by Walter Hamilton, Chap. VII. vol. i., p. 95. Also, William's, "Bengal Native Infantry," Malleson's "Decicive Battles of India." (২) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "ক্লাইবের লাল পল্টন।"

বাঙ্গালী সমর-ভীরু, দুর্ব্বল, শ্রমবিমুখ, পরনির্ভরশীল এবং বিলাসী। কিন্তু বাঙ্গালী বলিলেই শুদ্ধ ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা, ছিপ্‌ছিপে দেহ বিলাসী বাবুর দলকেই বুঝায় না, আর দিবারাত্র দাঙ্গা হাঙ্গামা সামরিক অভিযান লইয়া থাকাকেও সাহস ও পৌরুষের লক্ষণ বলা যায় না। আত্ম ও আশ্রিত রক্ষার অসামর্থ্যই প্রকৃত দুর্ব্বলতা এবং অধর্ম্মাচরণে বাধা দিবার সাহসাভাবই প্রকৃত ভীরুতা। বাঙ্গালীর মানসিক দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি যে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই অবনতির ইতিহাস নিতান্তই অর্ব্বাচীন। এই চতুর্থ যুগের ভিতরেই বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রাদির নিদর্শন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আইন-ই-আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে "ভারতবর্ষে বাঙ্গালাদেশে, * * * এবং ঢাকা প্রদেশেই ভাল ভাল নৌকা তৈয়ারী হয়। * * * পাদশাহ ভাল কারীগর আনাইয়া এলাহাবাদে এবং লাহোরে বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। এই সকল জাহাজ সমুদ্র পথে যাতায়াত করিত। পূর্ব্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ কেবল বাঙ্গালাদেশেই তৈয়ারী হইত। পাদশাহ বহু অর্থব্যয় করিয়া জাহাজী কারিগরদিগকে এলাহাবাদে ও লাহোরে আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন।" মোগল রাজ্যের জলযুদ্ধের জন্য শ্রীহট্টে রণতরী নির্ম্মিত হইত। ঢাকায় জলযুদ্ধোপযোগী নৌসেনা সুরক্ষিত হইত। এই নৌবল পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "নৌয়ারা" নামে জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইত। বাঙ্গালী পাইলট সার্ব্বিসও ছিল। ইংরেজের আমলে তাহার নাম হয় লস্কর।

পঞ্চম যুগ—
কোম্পানীর আমল
১৭৫৭—১৮৫৭খৃঃ অঃ

সংস্কৃত কাব্য যুগের বঙ্গবাসীই গ্রীকযুগের গঙ্গারিদেই ও প্রাসিদেই এবং য়ুআনচুআঙের পৌণ্ড্র ও সমতটবাসী। তাহারাই মোগল-যুগের বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী * এই মহাজাতি সেই প্রাচীন যুগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বীয় গৌরবমণ্ডিত জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সেই মহাজাতির কোন কোন বংশধর যদি নিজ মুখে আত্মকলঙ্ক

* "According to redistribution Bengal would correspond with Banga of Indian Epics, with Gangaridai, Passidai and Kamrup of the Greek historians; with Kamrup, Paundra and Samatata of Huen Thsang's time, and to the Subah of the Moghul."—The Map of India from the Buddhist to the British Period by Prithwis Ch. Ray, 1904.

ঘোষণা করেন বা পরের কাছে আপনাদের কাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহারা জাতীয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, আত্মবিস্মৃত এবং পরের কথায় সরল-বিশ্বাসী। অন্যের কথা কি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা লর্ড মিণ্টো বাহাদুর তখনকার বাঙ্গালীদের পুরুষোচিত অঙ্গসৌষ্ঠসম্পন্ন সুন্দরমূর্ত্তি এবং সুস্থ, সবল উন্নত দেহ দেখিয়া সুখ্যাতি করিয়াছিলেন *, কিন্তু সে বাঙ্গালী এখন কোথায়?

প্রকৃত কথা এই যে, ইংরেজ যখন ভারতে আবির্ভূত হন, তখন এক সাম্রাজ্যের পতন ও অন্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সূচনা কাল, উহা নবযুগের উষার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকারের কাল। তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে বাঙ্গালীর কথা নাই বলিলেও চলে; তথাপি যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাও পরহস্তে লিখিত হইয়াছিল। সেই অন্ধকারের যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য অথবা তাহার গুরুত্ব অনুভব করিবার শক্তি ও শিক্ষারও অভাব হইয়াছিল। অন্যথা গোলাম হোসেন বা মিনহাজ প্রমুখ লেখকগণের আষাঢ়ে গল্পের প্রতিবাদ করিবার মত একজনও অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিত। রাষ্ট্রনৈতিক জগতে বাঙ্গালীর তখন প্রকৃত অজ্ঞাতবাস ও অবসাদের দিন চলিতেছিল। ইংরেজ বাহাদুর তাই সুবর্ণরেখা পার হইয়া বঙ্গে আসিয়াও প্রথমে প্রকৃত বাঙ্গালীকে খুঁজিয়া পান নাই এবং রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় মনস্বীর অভ্যুদয় হইলেও মেকলে প্রমুখ সাহেবগণের বাঙ্গালী-চরিত্র-জ্ঞান তৎকালীন অর্দ্ধশিক্ষিত কেরানী ও অশিক্ষিত বেনিয়ান সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে বড় যায় নাই †। কিন্তু এরূপ

* "I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people, whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models, with great variety at the same time.—"Extract from Lord Minto's letter, dated 20th September, 1807, quoted in 'A Dying Race—How Dying ?" by Babu Kishori Lal Sarkar.

† "When Burke impeached Hastings and Macaulay impeached Impey and the Bengalees and Sir Henry Maine extolled Indian institutions, there was as much dense ignorance in Europe about the country as prevailed there 3 centuries before." "The Sepoy Revolt of 1857 first thurst India before the attention of the Western World."—India of To day by Walter Del Mar and Modern India" by W. E. Curtis.

অবস্থা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালীর বাহুবল, সাহসিকতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি সামরিক জাতিসুলভ গুণাবলীর চিহ্ন যাহা কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহার পরিচয় পাইয়া সুযোগগ্রাহী কোম্পানী বাঙ্গালী বর্কন্দাজ লইয়া একটি পল্টন গঠন করেন। ঐ বর্কন্দাজ সৈন্যদল "লাল পল্টন" নামে খ্যাত *। কণ্ডুরের যুদ্ধে (battle of Condore) এই লাল পল্টনের বাহুবল প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক কাপ্তেন ব্রুম তাহার পরিচয় † দিয়াছেন। ১৭৫৮ অব্দের ১২ই অক্টোবর এই বাঙ্গালী পল্টন জাহাজে আরোহণ করিয়া দক্ষিণে যাত্রা করে। তাহার উল্লেখ করিয়া কাপ্তেন সাহেব লিখিয়াছেন—"This is the first occasion on which the Bengal sipahis were required to serve beyond sea, and not the slightest objection appears to have been made on their part, to so doing" যে বাঙ্গালী সিপাহীরা কর্ণেল ফোর্ডের সহিত দক্ষিণের যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিল, তাহাদের উল্লেখ করিয়া লর্ড ক্লাইব মাদ্রাজের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল লরেন্সকে লিখিয়াছিলেন—"Colonel Forde is in the Deckan with a very fine detachment of men." যেরূপ বীরবিক্রমে বাঙ্গালী সিপাহীরা মস্‌লিপত্তনের ফরাসী দুর্গ জয় করিয়াছিল তাহা ইতিহাসের এক বিস্ময়জনক সত্য। ঐতিহাসিক ম্যালিসন সাহেবের সহিত কাপ্তেন ব্রুমও তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন‡। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসমুখে বঙ্গের নবাবী আমলে বাঙ্গালীর বাহুবল এককালে অন্তর্হিত হয় নাই; তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মুসলমান ও য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদিগেরও গ্রন্থ পত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। যে সময় দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে নবাব ব্যতিব্যস্ত তখন মহারাষ্ট্র দমনে মোগলবাহিনীই যথেষ্ট

* Clive's Red coats. (ক্লাইবের লাল কুর্ত্তিওয়ালা)—William's Bengal.
"Such was the origin of the first Regiment of Bengal Native Infantry, called from its equipment the Lall Paltan or 'Red Regiment,' —Broom's Bengal army.

† Capt. Broom's Native Infantry: History of the Rise and progress of the Bengal army," vol. I. P. 220.

‡ Mallesons' Decisive Battles of India, pp. 94, 102, 105.

বিবেচিত হয় নাই। তখন বাঙ্গালী সামন্ত রাজগণের সাহায্য মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হইত। বীরভূম বিষ্ণুপুরের সামন্ত রাজগণ তাঁহাদের অন্যতম। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব, মহারাষ্ট্র বিজয়ী বিষ্ণুপুরের রাজার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"At the time when the Nabob was engaged in conflict with the Marhattas he requested his dependent kings to give every support in their power. Accordingly the Raja of Bishanpur despatched a band of his bravest heroes to the assistance of the Nabob. By their valour the Marhattas were subdued ; **"। তাহারও পূর্ব্বে মোগল সম্রাটমণি আকবরের সময় সেনাপতি তোডর মল্ল বঙ্গের কিয়দংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার কালে বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় কিছু পাইয়াছিলেন। এবং তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মোগল পতাকা উৎখাত হইয়াছিল ইহা ইতিহাসের কথা। চাঁদ রায় কেদার রায় প্রতাপাদিত্য এবং সীতারাম রায়ের বাহুবলের পরিচয় দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি মানসিংহ এবং মোগলবাহিনী বিলক্ষণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ য়ুরোপের যখন মধ্য যুগ তখন বাঙ্গালীর ইতিহাস তাহাদের বাহুবল-গৌরবে সমুজ্জ্বল। এই বাঙ্গালীর বাহুবল এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব কিরূপে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে আধুনিক যুগে অদৃশ্য-প্রায় হইয়া গেল তাহার ইতিহাস দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে যতটা, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের অভ্যুদয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতির মধ্যে নিহিত।

ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বের অসংখ্য বাঙ্গালী পাইক বরকন্দাজ হইতে নায়ক, হাবিলদার, জমাদার, মনসবদার, কিল্লাদার এবং সিপাহসালার প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহারা অসিজীবী ছিল কোম্পানীর আমলে সমর বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদ পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া * সমরক্ষেত্র হইতে

---

* "No Native (of Bengal) has any motive to distinguish himself. Greatly in the army, as he cannot rise higher than a subaltern, a rank inferior to an ensign—Walter Hamilton's Description of Hindustan, vol. I. P, 91.

চিরবিদায় গ্রহণ করিল। অন্যান্য বিভাগেও কালা বাঙ্গালীর কর্ম্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা না দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আশ্রয় লইল।*

তখন যদি ইংলণ্ড হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে আনয়ন বহু ব্যয় সাধ্য না হইত তাহা হইলে বাঙ্গালী লাল পল্টনের আবির্ভাব হইত কি না সন্দেহ। ১৭৯৫ অব্দ হইতে কোম্পানী বাহাদুর এই কারণে এবং আরমানি ফিরিঙ্গী প্রভৃতি টুপীওয়ালা সেনাদলের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারায়† বাঙ্গালী সেনা ভর্ত্তি করিতে বাধ্য হইলেও, বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব সংস্থাপন করিবার মূল লাট ক্লাইভ যাহাদের সাহায্যে স্বীয় নাম অমর করিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিক ম্যালিসান কর্ত্তৃক তাঁহার "Decisive Battle of India" গ্রন্থে উপনীত এই সিদ্ধান্তই কি পরে বাঙ্গালীর পল্টনে প্রবেশের পথ রোধ করিয়া বসিল? সে লাল পল্টনের পদাতিক সৈন্যই বা গেল কোথা আর "Black gunners" নামক বাঙ্গালী গোলন্দাজ সেনাই বা কোথা অদৃশ্য হইল?

বাঙ্গালীর সেই প্রাচীন মধ্যযুগের ক্ষাত্রতেজঃ আধুনিক যুগে মন্দীভূত এবং বর্ত্তমানে নির্ব্বাপিত হইলেও তাহা যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকণাবৎ আজিও বিরাজ করিতেছে, তাহাতে ফুৎকার দিলে আজিও যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হয় ও বাঙ্গালীর সামরিক সংস্কারে অবিশ্বাসীদিগের ও যে বিস্ময় উৎপাদন করে, তাহা বিগত য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রে ইংরেজের আহ্বানে বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায় যে ভাবে সাড়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই জানা গিয়াছে। বাঙ্গালার মত ডবল কোম্পানী ভারতের আর কোন প্রদেশেই গড়িয়া উঠে নাই। য়ুনিভারসিটি কোরে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলে যত ভর্ত্তি হইয়াছিল এত আর কোন প্রদেশেই হয় নাই। তাহাদের যোগ্যতাও প্রমাণিত হইয়াছে। কর্ণেল ডায়েল প্রমুখ বড় বড় সেনাপতি বাঙ্গালী পল্টনের শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

* "With a particular class of the natives it is a very general complaint that they cannot now procure a livelihood in the British Provinces. They allege that under former Governments, the number of troops entertained and the various description of servants required for State and the Revenue collections, afforded means of employment which are now lost, the troops and officers under the British Government being circumscribed to the smallest possible scale.—Walter Hamilton's Description of Hindustan, Vol. I. P. 91.

† Orme's India, vol. II., P. 59.

সে যাহা হউক ইংরেজযুগ হইতে বাঙ্গালীর নব অভ্যুদয়ের যুগ শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইল। এই নব যুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় এবং ইংরেজ—ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজ চরিত্র। ইংরেজ নব্য বাঙ্গালীকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার সকল কার্য্যবিভাগে বাঙ্গালীকে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সমগ্র ইংরেজাধিকৃত ভারতে এবং পরে পুনরায় দেশীয় রাজ্যসমূহে বিস্তারলাভ করিল। ক্রমেই রাজায় প্রজায় ঘনিষ্ঠতা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত হইল। ১৮৫৭ অব্দের দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া ইংরেজ বাহাদুর সমগ্র ভারতে দেশীয়দিগের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তারের ক্ষেত্র সুগম করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র গমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে শিক্ষাদান, তাহাদের মধ্যে আধুনিক যুগোচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার, রাজভক্তি ও ধর্ম্মনীতি প্রচার, স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, য়ুরোপীয় চিকিৎসা প্রবর্ত্তন, ঔষধালয়, রুগ্নাবাস, সভা সমিতি, পুস্তকালয়াদি সংস্থাপন, রাজনৈতিক সংস্কার ও সংবাদপত্র গ্রন্থ প্রচারাদি দ্বারা লোকমত গঠন, প্রাদেশিকতা হইতে রাষ্ট্রীয়তা বা ভারতীয়ত্বের উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা ও জ্ঞানদান, রাজ্যশাসনে রাজার সহায়তা, উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে সামান্য বেতনভোগী কেরানীর কার্য্য দ্বারাও রাজসেবা প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাঙ্গালী দেশপতির অদ্বিতীয় সহায় স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালী এই যুগে কি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় রাজ্য উভয়ত্রই সমাদৃত ও পুরস্কৃত এবং দেশবাসিগণের নিকট সম্মানিত হইলেন। এই বাঙ্গালীকে দেখিয়াই ঐতিহাসিক এবং শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ বাঙ্গালীর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। *

ষষ্ঠ যুগ—ইংরেজ যুগ।
১৮৫৭ খৃঃ অঃ হইতে—

* "Bengalees belong to an intelligent and well-educated nationality and have spread far and wide over India as clerks, or in the practice of the learned professions."—P. 19. part I., vol. v.—"Linguistic Survey of India, Bengal" by G. A. Grierson, C.I.E., Ph.D., D.Lit., I.C.S.

"The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshwar to Chittagong ; a quarter of a century ago there was no trace of this ; the idea of any Bengali influence in the Punjab would have been a conception incredible to Lord Lawrence, to a Montogomery, or a Mac Leod ; yet it is the case * * "—pp. 14—15. "New India" by Mr. Cotton.

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বর্ত্তমান উন্নতি, শিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যাধিক্য সমস্তই ঔপনিবেশিক এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বহস্ত গঠিত। বর্ত্তমান গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। তাহারই অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বাঙ্গালীর সহিত বর্ত্তমান ভারতব্যাপী প্রতিযোগিতার ভাব এবং তাহারই ফলে সর্ব্বত্রই প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস। এক্ষণে শিক্ষিত দেশ বাসী সহজেই প্রাপ্য হওয়ায় একদিকে যেমন বাঙ্গালীর প্রয়োজনাভাব অনুভূত হইতেছে পক্ষান্তরে তেমনি পুরাতন প্রবাসীর কার্য্যকাল এবং অনেকের

"The most cultured races and indisputably the most intelectually advanced are the Bengalees (with whom may be associated the Marhatta Brahmans) and the Parsis."—"India by Col. Sir Thomas Hungerford Haldich, K.C.M , G.K,C.I.E., C.B.F.R. (London), p. 214.

"The majority of the native of Bengal belong to the Hindu stock of the Aryan family, which was Probably the first to devolop a true civilisation and a great literature (in the ancient Sanskrit tongue). The typical Bengali is quick-witted, versatile and successful in the arts of peace, but not warlike– though the native army of the old East Indian Company was largely recruited from Bengal. The Bengali Babu, of the professional or lower official class, is well-known.—An Alphabhet of the Worlds Races, Harmrworth's History of the World, P. 323. vol, I.

* * * Under the comparatively brief period of British rule, Bengal has shown that she can retain her intellectual pride of place. * * A race so versatile, so receptive, so sensitive to a foreign and uncongenial culture may yet surprise the world * * and * * must be beyond the common in intelligence."—The Pioneer, dated 3rd Now. 1902.

"A New generation of Bengalees has arisen, hardy, resourceful and self-reliant."—"Times of India," dated 22nd May, 1907.

"The Bengali is the maker of new India * * * They have learnt our ways and grown into our system. British India without the Bengali is indispensable. He is ubiquitous and indispensable * * * An unwritten chapter in the history of Modern India is the record of what has been done for the people by men of Indian race, and in that record a commanding share has fallen to Bengal."—Extract from the report of the Special Commissioner deputed by thə "Daily News" and quoted in "Prabuddha Bharat" of May 1908.

"The Bengali has a glorious future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and of intellectual and social progress among all the varied nationalities of the Indian Empire."—Rev. Mr. Sherring's "The Hindu Tribes and Castes,—Benares."

"Let some of those narrow minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem" (an English poem by Babu Kashi Prosad Ghosh.) "with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language, but even in their own."—"Selection from the British Poets." by capt. Richardson.

আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের স্থান দেশীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত হইতেছে। অবসরপ্রাপ্ত অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং গত ত্রিশ বৎসর হইতে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। প্রতি দশমবার্ষিক আদমসুমারীর বিবরণী দেখিলেই তাহা জানা যাইবে। বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী বেহারে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ১, ৭৯,৪০০ বাঙ্গালীর বাস ছিল কিন্তু তখন বেহার হইতে খাস বঙ্গে প্রায় ৫ লক্ষ লোক বাস করিতেছিল। এইরূপ অনুপাতে মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর নিকট বেহার কি পরিমাণ ঋণী তাহা সে দিন রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের অভিভাষণে সাধারণে অবগত হইয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, ভাগলপুরনিবাসী রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকীপুর বালিকাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা ও বোর্ডিং প্রতিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয়া অঘোর কামিনী দেবী ও তাঁহার স্বামী বেহারের সকল সাধুকার্য্যের উৎসাহদাতা ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কলেক্টর স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায়; বৈদ্যনাথ দেবগৃহে রাজকুমারীকুষ্ঠাশ্রম স্থাপয়িতা বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সদাশয় ব্যক্তিগণ বেহারের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা বেহারবাসী সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। মুসলমানযুগেও বেহারে বাঙ্গালীর প্রভাব অল্প ছিল না। নবাব আলবর্দ্দী খাঁর আমলে রাজা জানকীনাথ সেন সুবে বিহারের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই রাজনৈতিক প্রতিভাবলে বঙ্গ ও বিহারকে মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে বহুদিন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি প্রথমে "দেওয়ান-ই-তন্" উপাধি ও পরে সামরিকবিভাগীয় প্রধান দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। সিরাজউদ্দৌলার সময় তিনি সুবাদার বলিয়া পরিচিত থাকিলেও নিজেই বিহার শাসন করিতেন। তাঁহার শাসন দক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি ও ৬ হাজারী মনসবদারী, ঝালরদার পালকী, নহবৎ, সমসের, ঢাল, চামরাদি ব্যবহারেরও স্বাধীনতা দান করেন। পলাসীযুদ্ধের ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গেতিহাসের অন্যতম নায়ক রাজা রাজবল্লভ তাঁহারই বংশধর। বিশ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবে স্ত্রী পুরুষ লইয়া ২,২৬৩ জন বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তখন বঙ্গে পঞ্জাবী ছিলেন ১৭,০০০। রাজপুতনায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এক সহস্র মাত্র বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন কিন্তু সেই সময় বঙ্গে ছিলেন

চল্লিশ সহস্র রাজপুত। * আর যুক্তপ্রদেশ? তথায় ১৮৯১ অব্দে ২৪,১২০ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গে হিন্দুস্থানীর সংখ্যা ছিল ১৪,২২,৮০০। বঙ্গে সকল হিন্দীভাষার সংখ্যা যে ইহার চতুর্গুণেরও অধিক তাহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গের উত্তর পশ্চিমে বিহার, দক্ষিণ পশ্চিমে ওড়িষ্যা, উত্তর পূর্ব্বে আসাম এবং দক্ষিণ পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। বঙ্গের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী এই কয়টি প্রদেশের মধ্যে যাওয়া আসার নিত্য সম্বন্ধ। তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে কত লোক ঐ সকল প্রদেশে যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হইতে কত লোক বঙ্গে আসিয়া থাকে তাহার হিসাব সেন্স রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়। ১৯১১ হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে দেখা যায় বঙ্গদেশ হইতে ১,১৬,৯২২ জন লোক বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে গিয়াছিল এবং ১২,২৭,৫৭৯ জন বঙ্গে আসিয়াছিল। ৩,৭৫,৫৭৮ জন বঙ্গদেশ হইতে আসামে গিয়াছিল এবং ৬৮,৮০২ জন মাত্র আসাম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। এবং ১,৪৬,০৮০ জন বঙ্গ হইতে ব্রহ্মে গিয়াছিল ও ২,৩৩১ জন মাত্র ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু মাথাগুন্‌তিতে বড় আসে যায় না,—"কীর্ত্তিযস্য স জীবতি"। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি মুছিবার নহে। যে যুগে রাজা রামমোহন রায়, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, স্যর রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যর কে, জি, গুপ্ত, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লর্ড সিংহ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আনন্দ মোহন বসু, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় শত শত মনস্বীর জন্ম হইয়াছে, সেযুগের ইতিহাস বাঙ্গালীবর্জ্জিত হইতেই পারে না। উক্ত স্বনামপ্রসিদ্ধ মনস্বিগণ জগতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে জনৈক বিশিষ্ট রাজপুরুষের মত এই যে তাঁহাকে ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারাল হইতে দেখিলে তিনি গৌরবান্বিত মনে করিবেন। মরিয়ার্টি

* Rajputana sends about 40,000 persons to Bengall, almost all of whom are traders and receives barely 1,000 in exchange."—Census Report of India, 1891.

সাহেবের মতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, * কামা এবং এস্ মল্লিক যেরূপ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর প্রতিভাশালী শাসন-কর্ত্তাদের উৎকৃষ্ট লোকদের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য †। এই সকল আধুনিক ও তাঁহাদের পূর্ব্বগামী প্রবাসী এবং ঔপনিবেশিকগণের কীর্ত্তিকাহিনী এখনও প্রাপ্তব্য কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমে যেরূপ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া আসিতেছে তাহাতে উপকরণ সংগ্রহের সুযোগ অচিরেই লোপ পাইতে পারে। সুতরাং জাতীয় কীর্ত্তি যাহাতে রক্ষা পায় বঙ্গের বাহিরে প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেকেই যে ইতিহাস সঙ্কলনে অথবা অনুসন্ধান বিষয়ে সহায়তা করিবার সুযোগ এবং অবসর পাইবেন সেরূপ আশা করা যায় না, কিন্তু স্ব স্ব উন্নত জীবন ও সাধুচরিত্র দ্বারা স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবার শক্তি সকলেরই আছে। তাঁহারা পৃথিবীর যে খানেই থাকুন না কেন, একথা যেন বিস্মিত না হন, যে যে জাতিতে তাঁহাদের জন্ম, সেই মহা জাতির জন্মভূমি বঙ্গদেশ, যথায় উত্তর পশ্চিম হইতে জাহ্নবী প্রবাহ পথে দ্রাবিড় এবং আর্য্য, উত্তর পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ পথে মঙ্গোলীয় এবং দক্ষিণের সর্ব্বতীর্থবারিপূত সমুদ্র পথে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জীবন, সভ্যতা ও ভাবধারা আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ সরস, উর্ব্বর এবং বৈচিত্র্যময় করিয়াছে; ইহা তাঁহাদের সেই জন্মভূমি—জ্ঞান, বুদ্ধি কলা, বিদ্যা, সর্ব্ব ভাব ও সকল শক্তি অজস্রধারে আসিয়া, বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে, যাহাকে, প্রাচুর্য্য ও প্রতিভার ত্রিবেণী তীর্থে পরিণত করিয়া 'স্বর্ণ প্রসূ'‡

---

* শান্তিপুর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ভারতীয় ছাত্রগণ গ্রীক ল্যাটীন, গ্রীক ও রোমান ইতিহাস এবং রোমীয় আইন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন না। তাহাতে ২৯০০ নম্বর তাঁহাদের কাটা যায়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ২০০ নম্বর অধিক পাইয়াছিলেন। † সঞ্জীবনী।

‡ "Bengal is described by Vertomannus in the year 1503 as a place that in fruitfulness and plentifulness of all kinds may in manner contend with any city in the world! The region, he further says, is so plentiful in all things, that there lacketh nothing that may serve to the necessary uses or pleasure of men, for there are, in manner, all sorts of beans and wholesome fruits, and plenty of corn, spices also in all sorts. Likewise of bombasin and silks in so exceedingly great abundance, that in all these things, I think there is none other region comparable to this"—Cunningham, Vol XV. P. 128.

আখ্যা দান করিয়াছে ; যে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে তাঁহারা "বঙ্গ আমার জননী আমার আমার দেশ" বলিয়া গৌরব করিতে পারেন। আমাদের সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে যখন বঙ্গে, তখন আমরা সর্ব্বাগ্রে এসিয়াসী তৎপরে ভারতীয় ও সর্ব্বশেষে বাঙ্গালী বলিয়া এবং যখন বঙ্গের বাহিরে, তখন সর্ব্বাগ্রে আমরা বাঙ্গালী, তৎপরে ভারতীয় এবং সর্ব্বশেষে এসিয়াবাসী বলিয়া আমাদের আত্মবোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রৎ রাখা উচিত। ইহা বিস্মৃত হইলে, আত্ম-বিস্মৃত জাতি আমরা ঘরে থাকিয়া দেশের কাজ করিতে পারিব না এবং বাহিরে থাকিয়া আমাদের অস্তিত্ব—বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখিতে পারিব না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[১]	১ (পাদ টীকা)	Eosene	Eocene
[৮]	৭	কাণ্যকুব্জরাজ	কান্যকুব্জরাজ
„	২১	হবিদেবী	হরিদেবী
[১৩]	৯	ব্যাবিলিয়ার	ব্যাবিলোনিয়ার
[২০]	১৪	রিয়ার্চেস্	রিসার্চেস্
[২৪]	১০	প্রণয়ণ	প্রণয়ন
৫৫	১৪	১৫৩২	১৫৭২
৭৯	১৪	গৃহের	শৃঙ্গের
১৬২	১৩	শ্রীযুক্ত	স্বর্গীয়
১৭০	শীর্ষে	বহ্বাড়	বহ্বাড় বা বেরার
১৭১	„	„	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
১৭৩	„	„	„
১৮৫	১২	এন বার্ণ্‌লে	এল বার্ক্‌লে
২১০	১	আছে	ছিল
২১৫	৯	বাল্মীক	বাল্মীকি
২৪০	৭	কন্ট্রাক্টরী	কন্ষ্ট্রাক্শন
২৫৩	২৩	এচ্	এক্
„	২৭	মাদ্রাজ	ইণ্ডিয়ান
২৯৭	১৭	১৮২৪	১৮—২৪
৩১০	১২	স্ত্রী	শ্রী
৩২৪	৫	মাল্লার	মান্নার
৩২৯	৯	কউইমাপোৎ	কডইমপোৎ
৩৩০	১	মুদলীয়া	মুদলীয়র
৩৩৫	৫	চিহ্ন	চিত্র
„	১৯	তিস্কের	তিস্‌সের
৩৩৭	৫	তিসেসর	তিস্‌সের
৩৪০	১৩	শরৎচন্দ্র দাস	শরচ্চন্দ্র দাশ
৩৪৪	১৭	সহধর্ম্মিনী	সহধর্ম্মিণী
„	„	গুড়উইন্	গুড উইন্
৩৫৩	১	ভারভের	ভারতের

৩৬১ …	১৯ …	সংলগ্ন …	সংলগ্ন
৩৬৮ …	৮ …	চৈতন্যদেবের …	দৈতন্যদেবের
„ …	১৫ …	ভক্তদেব …	ভট্টদেব
৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৩ …	শীর্ষে …	লুসাই …	আসাম প্রদেশ
৩৮৮ …	২২ …	হিন্দু …	হিন্দু
৩৯০ …	৬ …	এসিষ্টান্ট …	এসিষ্টান্ট
৪১০ …	৭ …	ডালাহৌসী …	ডালহৌসী
৪১৪ …	২৪ …	এক্সষ্ট্রা …	এক্সট্রা
৪৩১ …	পাদটীকা …	জ্যোতিশরঞ্জন …	যতীশরঞ্জন

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

দক্ষিণ ভারত

অতি পূর্ব্বকাল হইতে বিন্ধ্যগিরিমালাকে বিভাগ-রেখা স্বীকার করিয়া আর্য্যগণ বিন্ধ্যের উত্তর ভাগকে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ ভারত, বা উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বিন্ধ্যগিরি ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত, এবং বিন্ধ্য হইতে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে দক্ষিণাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এই বিভাগানুসারে ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্র দক্ষিণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিভাগমতে মহারাষ্ট্র উত্তর-ভারতব্যাপী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর, বিদর্ভ মধ্য প্রদেশের, ও মধ্য প্রদেশের উত্তরাংশ বিন্ধ্যগিরিমালার উত্তরভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় এবং ওড়িষ্যা বিহার প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ইহাদের কিয়দংশ উত্তর এবং কিয়দংশ দক্ষিণ ভারতের সীমাগত হইয়া আছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাপ্তী হইতে কৃষ্ণার মধ্যস্থ ভূভাগকে দক্ষিণ (Deccan) নামে অভিহিত করেন। এই নাম মুসলমানদের প্রদত্ত 'দক্‌খন্'এর অনুকৃতি। দেশীয় সংস্কারানুযায়ী পৌরাণিক বিভাগমতে দক্ষিণাবর্ত্ত বা দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য নামে অভিহিত ভূখণ্ডের মধ্যে থাকে—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত বর্ত্তমান কালের ওড়িষ্যা প্রদেশ, মধ্য প্রদেশসমূহ, বেরাড় (the Berars), হায়দ্রাবাদ বা নিজাম-

রাজ্য, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খানদেশ এবং পশ্চিম সাগর-তীরবর্ত্তী ভরুকচ্ছ বা ভরোচ। এই উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর তীর হইতে পশ্চিমে আরবসাগর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ দক্ষিণ ভারত। আমরা উত্তর ভারতের সংবাদ যতটা রাখি দক্ষিণ ভারতের সংবাদ তত রাখি না। অথচ পূর্ব্বকালে দক্ষিণ ভারতের সহিত আমাদের সংশ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

এই বিস্তীর্ণ উপদ্বীপের পূর্ব্বভাগে ওড়িয়া ভাষার দেশের দক্ষিণে তেলেগু বা তৈলঙ্গী ভাষার দেশ। ইহার অন্য নাম অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম উপকূলে কুইলন পর্য্যন্ত মালয়ালম বা মালোয়ালী ভাষার দেশ। তাহার পশ্চিমে উত্তর কানাড়া, মৈসুর ও নিজামরাজ্যের বিদর পর্য্যন্ত কানাড়ী বা কর্ণাটী ভাষার দেশ। ইহার উত্তরে পশ্চিম-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সৌরাষ্ট্র সীমা ও হায়দ্রাবাদের পশ্চিমার্দ্ধ পর্য্যন্ত মরাঠী এবং তদুত্তরে গুজরাটী ভাষার দেশ। দক্ষিণ ভারতের ঐ সকল ভাষার মধ্যে গুজরাটী, মরাঠী এবং ওড়িয়া আর্য্য-ভাষা এবং তৈলঙ্গী, তামিল, মালোয়ালী ও কানাড়ী দ্রাবিড় ভাষা। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতে আর্য্যদিগের বহু পূর্ব্বে ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ কোলারিয় জাতির বাস ছিল। তাহারা ছিল বর্ত্তমান আন্দামান দ্বীপের অসভ্য জাতিদের স্বজাতি বা সদৃশ জাতি। তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ সমাধি-মধ্যে রক্ষিত মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, তাহাদের অর্দ্ধদগ্ধ দেহাস্থি, মৃৎপাত্রাদিপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ কুণ্ড, লৌহাস্ত্র প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যাইতেছে। এই আদিম অধিবাসীদের অনেক পরে উত্তর ভারত হইতে দ্রাবিড় জাতি এখানে প্রবেশ লাভ করে। তাহারও সুবহু পরে রামায়ণ-যুগের অনতিপূর্ব্ব হইতে এতৎ প্রদেশে আর্য্যবাসের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের ফলে কোলারিয়গণ ক্রমে দ্রাবিড় ও আর্য্য জাতির মধ্যে অদৃশ্য এবং কতক মধ্যভারতাদির নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। উত্তর ভারতে আর্য্য-প্রাধান্য এবং দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়-প্রাধান্য স্থাপিত হয়, কলিঙ্গের দক্ষিণ হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভূভাগ দ্রাবিড় দেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ও আর্য্য ভাষা প্রচলিত হয়। কিন্তু পরে এখানে আর্য্য ভাষা লুপ্ত এবং দ্রাবিড় ভাষা

যেমন বলবতী হইয়া উঠে, উত্তর ভারতে সেইরূপ আর্য্যদিগের আগমনের পর হইতে দ্রাবিড় ভাষা লোপ পাইয়া তথায় আর্য্য ভাষাই প্রচলিত হয়।

প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্য বেদপুরাণাদিতে বিন্ধ্যগিরিমালা, নর্ম্মদা ও মহানদীর দক্ষিণস্থ সাগরবেষ্টিত ভূভাগ দস্যু, রাক্ষস, দৈত্য, বানর প্রভৃতিতে পূর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে তাহার বহুপরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের জ্ঞান বড় ছিল না। খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণাপথের অশ্বক ব্যতীত বৈয়াকরণ পাণিনি* আর কোন স্থানের নাম সম্ভবতঃ শুনেন নাই; কারণ, তিনি কচ্ছ, অবন্তী, কোশল, করুষ এবং কলিঙ্গকে ভারতের দক্ষিণতম দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির সার্দ্ধ তিন শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের (৩৫০ খৃঃ পূঃ) কাত্যায়ন মুনি দক্ষিণাপথের নানা স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার বার্ত্তিকে পাণিনিকৃত পাণ্ড্যচোলাদির অনুল্লেখের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দুই শতাব্দী পরে মুনি পতঞ্জলি (১৫০ খৃঃ পূঃ)† মাহিষ্মতী, বিদর্ভ প্রভৃতি বিন্ধ্যের দক্ষিণস্থ প্রদেশের নাম করিয়াছেন, এমন কি তিনি দক্ষিণের প্রায় শেষ সীমাস্থ কাঞ্চিপুরম ও কেরলের পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতেই যে দক্ষিণে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ‡ ভীম নামক রাজকুমারকে “বৈদর্ভ” অর্থাৎ বিদর্ভ রাজকুমার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিদর্ভই বর্ত্তমান বেরার। রামায়ণের যুগে দক্ষিণাপথের নানা স্থানে আর্য্যনিবাসের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। রামচন্দ্র দক্ষিণাপথের নানা স্থানে ঋষিগণের আশ্রম দর্শন করিয়াছিলেন ॥। তিনি অযোধ্যা হইতে মধ্যভারতের অন্তর্গত চিত্রকূট পর্ব্বতে

* Sir R. G. Bhandarkar, Bom. Gaz., vol. 1, pp. 138-39.

† মতান্তরে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

‡ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৫ অধ্যায়, ৮ম খণ্ড।

§ স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ।

॥ "Ram spent more than 13 years of his exile in wandering amongst the different Brahminical settlements, which appear to have been scattered over the country between the Ganges and the Godaveri; his wanderings extending from the hill of Chitrakuta in Bundelkhand to the modern town of Nasik."
—ত্রেতাবতার রামচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৭৬, পাদটীকা।

আগমন করিলে অত্রিমুনি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। অত্রি-আশ্রম হইতে তাঁহারা মহর্ষি-নির্দ্দিষ্ট দণ্ডকারণ্যপথে ক্রমাগত দক্ষিণে গমন করিয়া তেজস্বী মুনিগণ-সেবিত এক আশ্রমে উপনীত হন। অতঃপর মুনিগণের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহারা যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসসমূহের বধার্থ গভীরতর কাননমধ্যে প্রবেশ করেন। এখানে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে, পরে অপরাপর মুনিগণের নিকট সংপূজিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে গমন করেন। রামচন্দ্র সভ্রাতৃক ও সস্ত্রীক এই আশ্রমে থাকিয়া নিকটস্থ তপোধনদিগকে দর্শন করিতে করিতে দশ বৎসর বনবাসের কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিবার পর মহামুনি অগস্ত্যের সাক্ষাৎকার মানসে আরও দক্ষিণে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে অগস্ত্য-ভ্রাতা ইধ্মবাহ ঋষির আশ্রম হইয়া অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হন। তথা হইতে দ্বিযোজন দক্ষিণে গোদাবরীর নিকটস্থ পঞ্চবটী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিয়া কাননের এক রম্য স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। দণ্ডকের এই অংশেই সম্ভবতঃ আর্য্য-ঋষিগণের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেইজন্যই ইহার নাম "জনস্থান"* হইয়াছিল। রামচন্দ্র এখানে বহু রাক্ষস ধ্বংস করিয়া সীতাহরণের পর ঋষ্যমূক, পরে কিষ্কিন্ধ্যা এবং তথা হইতে ক্রমেই দক্ষিণাভিমুখে জনপদসমূহ ত্যাগ করিয়া অসংখ্য নদী-পর্ব্বত-কানন-প্রান্তরাদি অতিক্রম করিয়া মদুরা ও তাহার ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে রামেশ্বর দ্বীপে এবং শেষে রামেশ্বর হইতে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা দক্ষিণ ভারতে আর্য্য-সভ্যতা প্রথম প্রচার করেন, মহর্ষি অগস্ত্য, সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণ গুরু বভরিণ, ঋক্‌রচয়িতা ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ তাঁহাদের অন্যতম, কিন্তু অগস্ত্য ঋষিই সকলের অগ্রণী। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্ব্বত লঙ্ঘন করেন, তিনিই প্রথমে অনার্য্য ভাষাগুলির চর্চ্চা করেন, দক্ষিণ দিকের নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রথম আলোচনা করেন। তিনিই প্রথমে এ অঞ্চলে বিজ্ঞান, দর্শন এবং আর্য্যধর্ম্ম প্রচার ও তামিল ব্যাকরণ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। তৎপ্রণীত বহু গ্রন্থ এদেশে আজিও সুপ্রচলিত আছে।

* "জনস্থান was a tract which forms a part of Central Bombay Division including Nasik wherein was পঞ্চবটী, Poona, Satara, Concan, and also Aurangabad. The earliest settlements were probably made here. Hence its name জনস্থান as distinguished from the wilds of দণ্ডক."—ত্রেতাবতার রামচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৭৭, পাদটীকা।

আর্য্যগণ অবন্তী দেশের মধ্য দিয়া বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া বিদর্ভে এবং তথা হইতে মূলক, মূলক হইতে অশ্বক, পরে রাইচুর এবং তথা হইতে বর্ত্তমান মৈসুরের চিতলদ্রুগের ভিতর দিয়া মদুরা জেলায় উপনীত হন। দক্ষিণাপথের ইতিহাসলেখক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় আর্য্যদিগের আর একটি পথ নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন, তাঁহারা জলপথে সিন্ধুনদ দিয়া প্রথমে বঙ্গে, পরে সুরাষ্ট্রে, অর্থাৎ কাঠিয়াবাড়ে এবং শেষে বর্ত্তমান ব্রোচ হইয়া বোম্বাই প্রদেশের ঠানা জেলার অন্তঃপাতী সোপারায় আগমন করেন। দক্ষিণ-দেশবাসী এবং ভূগোলে বিশেষজ্ঞ রাজা সুগ্রীব সীতান্বেষণে যে সকল অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দক্ষিণের বিস্তৃত বিবরণ* দিয়া মধ্য-দেশস্থ সরাবতী নদীর উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে যাইতে বলেন। তিনি এই অংশ তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—(১) দণ্ডকারণ্যের উত্তর এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিহিত দেশ, (২) সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূল হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ এবং (৩) কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ ভাগ। তিনি বিন্ধ্যের দক্ষিণে দ্বিতীয় ভূভাগের এক দিকে বলেন বিদর্ভ, ঋষিক, মাহীষক এবং অন্যদিকে বলেন কৌশিক, কলিঙ্গ ও বঙ্গ। তৎপরে বর্ণন করেন দণ্ডকারণ্য, যাহার মধ্য দিয়া নদী গোদাবরী প্রবাহিতা। এই দণ্ডকারণ্য বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমে বহু দূর বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান গোয়াও তাহার অন্তর্গত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যে শূদ্র-তাপসের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তিনি শৈবল পর্ব্বতের পাদমূলে সরোবরের তীরে বাস করিতেন। তীর্থ গোকর্ণ এই পর্ব্বতের উপর এবং এই তীর্থ বর্ত্তমান গোয়ার দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই মহারণ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত ছিল। ক্রৌঞ্চারণ্য তাহার অন্যতম। এই ক্রৌঞ্চারণ্যের তিন ক্রোশ পশ্চিমে মতঙ্গাশ্রম। নিকটেই ছিল সিদ্ধা শবরী শ্রমণার আশ্রম। স্থানে স্থানে তপোবন, মধ্যে মধ্যে অসুর ও রাক্ষসাদির বাস। এই অরণ্যের মধ্যে সমুদ্রতটে নদীবহুল স্থানে তিমিধ্বজ সম্বরাসুরের রাজত্ব ছিল। তাহার রাজধানী ছিল বৈজয়ন্ত। এখানেই আর্য্যগণের সহিত সম্বরের যুদ্ধে রাজা দশরথ ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

* রামায়ণ, বাল্মীকি, ৩, ৪১, শ্লোক ৮—২১।

অতঃপর সুগ্রীব আরও দক্ষিণে অন্ধ্রদেশ, পৌণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য এবং চেরদিগের দেশের উল্লেখ করেন। পরে কাবেরী নদী যে দেশের মধ্য দিয়া মলয় গিরি-স্থিত অগস্ত্য ঋষির আশ্রমতল ধৌত করিয়া প্রবাহিত তাহার বর্ণনা করেন। সুগ্রীব পরে তাহাদিগকে তাম্রবর্ণী নদী অতিক্রম করিতে বলিয়া "পাণ্ড্য কবতম্", তামিল "কাগত পুরম" নামক প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণন করেন। পরিশেষে সুগ্রীব এই স্থান হইতে সাগর পার হইয়া দ্বীপমধ্যস্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতের কথা তাহাদিগকে বলেন।

সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সহদেব দক্ষিণ দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া প্রথমে পুলিন্দদিগকে জয় করিয়া আরও দক্ষিণে গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি পাণ্ড্যদের জয় করিয়া দক্ষিণাপথের দিকে যান। এই দক্ষিণাপথের সীমান্তস্থ প্রথম রাজ্য ছিল কিষ্কিন্ধ্যা, বর্ত্তমান হাম্পি*। এখান হইতে তিনি পরবর্ত্তী রাজ্য মাহিষ্মতীতে গিয়া উপস্থিত হন। নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী মান্ধাতাই মাহিষ্মতী†। সম্রাট যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ-কালে নাগপুরের সন্নিহিত বিদর্ভদেশের রাজধানী কৌণ্ডিন বা কুণ্ডিন নগরে অর্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণের আগমন মহাভারতে বর্ণিত আছে। বিদর্ভের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী চেদীরাজ্য জব্বলপুর ও নাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার রাজধানী ছিল পূর্ব্বোক্ত মাহিষ্মতী। ইহাই অধুনা চুলিমহেশ্বর নামে খ্যাত। ইহা হইতে জানা যায়, মহাভারতের যুগে বিন্ধ্যের দক্ষিণ হইতে কিষ্কিন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূভাগ দক্ষিণাপথ‡ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মৎস্য-বায়ু-মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণে দক্ষিণ ভারতের বিবরণ রামায়ণের বিবরণের প্রায় অনুরূপই দেখা যায়। ঐতিহাসিক যুগেও ভোজ, ইক্ষ্বাকু ও যাদববংশীয় আর্য্যগণ দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ

---

* মৈসুর রাজ্যের উত্তরে বর্ত্তমান বেল্লারী (Bellary)র ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হাম্পি ও আনিগন্ধিতে কিষ্কিন্ধ্যাদি পর্ব্বত।

† "তাংস্তানাটবিকান সর্ব্বানজয়ৎ পাণ্ডুনন্দনঃ.....................পুলিন্দাংশ্চ রণে জিত্বা যযৌ দক্ষিণতঃ পুনঃ। যুযুধে পাণ্ড্যরাজ্যেন ....॥ তং জিত্বা স মহাবাহুঃ প্রযযৌ দক্ষিণাপথম্। গুহামাসাদয়ামাস কিষ্কিন্ধ্যাং......... ॥ ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ। .... ॥
—মহাভারত ২,৩২।

‡ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তাপ্তী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ Deccan (দক্ষিণ) নামে অভিহিত।

স্থাপন করিয়াছিলেন ; তাহার প্রমাণ কৃষ্ণা জেলায় প্রাপ্ত 'জগজ্জপেত' তাম্রলিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের এবং অন্যান্য আর্য্যদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ রাজ্য-বিস্তার এবং দ্বিতীয়তঃ আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার।

আর্য্যগণ যখন দক্ষিণের অনার্য্যদিগের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তখন তাঁহারা সেই অসভ্য জাতিকে চোড় অথবা চোর আখ্যা দেন। চোড় অর্থে অনার্য্য অসভ্য। 'চোড়'ই পরে 'চোল' নামে পরিচিত হয়। ঋগ্বেদের যুগের পর দক্ষিণ ভারতে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সময় হইতেই চোর শব্দের অর্থবিকার ঘটিয়া উহা তস্কর অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ঋগ্বেদে তস্কর অর্থে চোর শব্দের ব্যবহার নাই। পূর্ব্ব উপকূলে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ হইতে রামনদ রাজ্যের অন্তর্গত তোন্দি (Tondi) পর্য্যন্ত ভূভাগ চোল দিগের দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল 'উরায়ুর'।

উত্তর ভারতীয় মথুরার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের পাণ্ডুনামক জাতি দক্ষিণ ভারতে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা চোলদিগের দক্ষিণে উপনিবিষ্ট হন এবং ক্রমে পূর্ব্ব উপকূলস্থ চোল-রাজ্যান্তর্গত কালীমের অন্তরীপ (Pt. Calimere) হইতে পশ্চিম উপকূলস্থ কোট্টয়ম পর্য্যন্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূভাগ অধিকার করিয়া পাণ্ড্যরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রথম উপনিবেশের নাম হয় মথুরা। পরে ইহা পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী হয় এবং ক্রমে মথুরা পরে মদুরা (Madura)* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গ্রীকদিগের সময়েও পাণ্ড্যদেশের প্রসিদ্ধি ছিল। মেগাস্থেনেস লোকমুখে শুনিয়া তাঁহার ভারত-বিবরণের মধ্যে লিখিয়াছিলেন যে, হিরাক্লিসের কন্যা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল "পাণ্ডেইয়া"। হিরাক্লিস তাঁহাকে দক্ষিণ-ভারতের অধিকার দান করিয়াছিলেন। ঐ দেশ তিনি পাণ্ডেইয়ার শাসনাধীন প্রজাবর্গের মধ্যে ৩৬৫ খানি গ্রাম বা মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া নিয়ম করিয়া দেন যে প্রতি দিন একটি করিয়া গ্রামের লোক রাজস্ব আনিয়া রাজকোষে দাখিল করিয়া যাইবে। কথিত আছে রাণী পাণ্ডেইয়ার পাঁচ শত হস্তী, চার হাজার

* পাণ্ড্য জাতি সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহারও নাম রাখেন 'মথুরা' এবং তথা হইতে পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে (Eastern Archipelago) যাত্রা করিয়া তথায়ও একটি "মদুরা" নামক উপনিবেশ স্থাপন করেন।

অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পদাতী সৈন্য ছিল। তাঁহার রাজ্যে মুক্তা উত্তোলনের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল এবং তাঁহার ভাণ্ডার মুক্তায় পূর্ণ থাকিত। সেই সকল মুক্তার প্রধান ক্রেতা ছিল গ্রীস ও রোম। গ্রীকগণের নিকট ভরুকচ্ছ (Barigaza) বা ভরোচ (Broach) হইতে দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী পশ্চিম উপকূলভাগব্যাপী দেশ দক্ষিণাবদেশ (Dachinabades) নামে অভিহিত ছিল। শুদ্ধ এই অংশই নহে দক্ষিণভারতের সমস্ত ভূভাগই তাঁহারা জানিতেন*। কথিত আছে পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী মদুরা খৃষ্টজন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। উত্তরের চোলদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। এজন্য পাণ্ড্যগণ ৭২ জন সেনানায়ককে বেতনের পরিবর্ত্তে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে দিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই নায়কদের বংশধরগণ আজ 'পল্লীগার' নামে খ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশে তিরুমল্ল নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে জেসুট নামক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ এই প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিয়া বিদ্যালয়াদি স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে রবার্ট ডিনোফিলিস্ নামক প্রথম প্রচারক বলেন, ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মদুরা কলেজে দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিরুবল্লী (Tinnevelly), ত্রিবঙ্কুড় (Travancore), কইম্বটোর (Coimbatore) ও কোচিনের অধিকাংশ পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্য পূর্ব্ব-উপকূলের কালিমের অন্তরীপ হইতে পশ্চিম-উপকূল-সন্নিহিত কয়েম্বটোর পর্য্যন্ত সাগরবেষ্টিত ভূভাগে বিস্তৃত ছিল। পাণ্ড্য-রাজ্যের উত্তরে পশ্চিমঘাট দিয়া সাগরকূলব্যাপী 'চের' রাজ্য। কিন্তু কালে

---

* "In Periplus we find Barigaza, the adjoining coast, extends in a straight line from north to south and so this region is called Dachinabades, for Deccan in the language of the natives means "South". The inland country back from the coast towards the east comprises many desert regions and great mountains and all kinds of wild beasts, leopards, tigers, elephants, enormous serpents, hyenas and baboons of many sorts, and many populous nations as far as the Ganges. This clearly indicates that he describes the whole of the region known as the 'Dakshinapath or the Deccan, and the Dandakaranyam of the Sanskrit writers, the central region of India corresponding to our modern division of the Deccan.'—Periplus of the Erythraean Sea (written in the 1st century A. D.) quoted in "The Beginnings of South Indian History" by Krishnaswamy Aiyangar, Professor of Indian History and Archaeology, University, Madras.

ত্রিবঙ্কুড়, মালাবার এবং কয়েম্বটোর চের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই রাজ্য পালঘাট হইয়া কয়েম্বটোর এবং সালেমের ভিতর দিয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল অমরাবতী-নদীতীরস্থ 'কারুর'। তাহার পূর্ব্বে ছিল বাঞ্জী (Vanji)। সাগরবেষ্টিত দক্ষিণভারতের পশ্চিম উপকূলের চের রাজ্য, পূর্ব্ব উপকূলের চোল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ এবং উত্তরের সীমান্ত প্রদেশ (দক্ষিণের মৈসুর) নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সামন্ত রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হইত। সেই সকল সামন্ত রাজাকে আপনার আপনার অধিকারে বা অনুকূলে আনিবার জন্ম চের এবং চোল রাজাদিগের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বাধিত। চের এবং চোল রাজ্যের উত্তরে ছিল আর্য্যদিগের দেশ এবং দণ্ডকারণ্য। তামিল দেশ চোল, পাণ্ড্য ও চের এই তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে চের জাতির নাম আছে। চের দ্রাবিড় জাতির বা তাহার অন্তর্গত এক বিস্তীর্ণ শাখার সাধারণ নাম। পরবর্ত্তী কালে তামিল রাজ্য বলিতে দক্ষিণতম চোল এবং পাণ্ড্য রাজ্যদ্বয়কেই বুঝাইত। দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূল-ভাগে ছিল দুইটি রাজ্য 'কেরলপুত্র' ও 'সত্যপুত্র'। শেষোক্ত রাজ্য পরে সম্ভবতঃ তুলু রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। পূর্ব্ব উপকূলে বর্ত্তমান নেলোরের উত্তরে পেন্নার নদীর মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে কাদ্দাপা হইয়া মৈসুরের চিতলদ্রুগের দক্ষিণ দিয়া পশ্চিম উপকূলস্থ কল্যাণপুরী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিলে তাহা প্রাচীন তামিল দেশের উত্তর সীমা হয়*; কিন্তু তামিল জাতি পরে উত্তরে পুলিকট পর্য্যন্তই তামিল দেশের সীমা নির্দ্দেশ করেন। পুলিকট নামটি তামিল "পলরেকাড়ু"র (পুরাতন বিল্ববন) ইঙ্গ-ভারতীয় অপভ্রংশ। প্রাচীন তুলু রাজ্য পরে কানাড়া নামে অভিহিত হয়। কানাড়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে, মৈসুরের দক্ষিণে এবং মালাবারের উত্তর-পূর্ব্বে ক্ষুদ্রতম রাজ্য কুর্গ। ইহার প্রধান পর্ব্বত পশ্চিমঘাটের অংশ ব্রহ্মগিরি; ইহার প্রধান নদী কাবেরী; ইহার প্রধান নগর মধুকরী (১৬৮১ অব্দে স্থাপিত বর্ত্তমান মর্করা)। প্রাচীন ভারতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। ইহা চের রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। চের রাজ্যের উত্তরে অপর খণ্ড অর্থাৎ উত্তর কোঙ্কণ উপকূল-ভাগ, তাহার উত্তরে মহারাষ্ট্র, পশ্চিম উপকূলে

* Early History of India by Mr. Vincent A. Smith, 3rd Edn., p. 163.

যথায় পাণ্ড্য রাজ্যের অবসান হইয়াছিল তাহার উত্তরবর্ত্তী পশ্চিম উপকূল-ভাগ (মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ বা তুলু রাজ্য) কেরল নামে অভিহিত হইয়াছিল। ত্রিবঙ্কুরের উত্তরাংশ (কোচিন রাজ্য) এবং মালাবারের অনেকাংশ কেরলের অন্তর্গত। তাহার পর মহিষমণ্ডল বা মৈসুর। এক সময় এই মহিষমণ্ডল, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র এবং ধারওয়ার "বনবাস" নামে অভিহিত ছিল। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশের অনেকটা ইহার অন্তর্গত ছিল। চোল রাজ্যের রাজধানী উরায়ুর হইতে পরে বর্ত্তমান আর্কট বিভাগের অন্তর্গত কাঞ্চীপুরে স্থাপিত হয়। উরায়ুর যখন রাজধানী ছিল, তখন কাঞ্চীপুরম্ (Conjeeveram) চোলরাজের জনৈক সামন্ত কর্ত্তৃক শাসিত ছিল। পাণ্ড্য রাজাদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া হীনবল হইলে চোল রাজ্য বিজয়নগরের অধীন হয় এবং ক্রমে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। চের মহারাষ্ট্রের কবলিত এবং পাণ্ড্য রাজ্য মান্দ্রাজ প্রদেশের কুক্ষিগত হইয়া বিলুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় দশ, মতান্তরে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চের রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। কথিত আছে পশ্চিম উপকূলে পরশুরাম এই রাজ্য প্রথম স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে কালিকট একটি খণ্ড রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন মানবিক্রম। তাঁহার উপাধি ছিল জামোরিন। জামোরিন বংশ ১৭৬৬ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। যখন ভারতের দক্ষিণতম ভাগ চোল, পাণ্ড্য এবং চেরদিগের অধিকৃত ছিল, তখন চের রাজ্যের উত্তরে ছিল কেরল, পাণ্ড্য রাজ্যের উত্তরে ছিল কিষ্কিন্ধ্যা এবং চোল রাজ্যের উত্তরে কর্ণাট রাজ্য। কেরলের উত্তরে ছিল সাগরতীরবর্ত্তী জনস্থান ও তাহার উত্তরে সৌরাষ্ট্র; কিষ্কিন্ধ্যার উত্তরে ছিল বিদর্ভ এবং পূর্ব্ব-উপকূলবর্ত্তী কর্ণাটের উত্তরে অন্ধ্ররাজ্য। অন্ধ্রের উত্তরে কলিঙ্গ, কলিঙ্গের উত্তরে উৎকল এবং এই সমুদয় ভূভাগের উত্তরে ছিল বিন্ধ্যগিরিমালা এবং নর্ম্মদা ও মহানদী। হায়দ্রাবাদ তখন জনস্থান, মহিষমণ্ডল ও বিদর্ভের মধ্যে বিলীন ছিল। মহিষমণ্ডল কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এবং সেই প্রাচীনযুগে বিন্ধ্যের পশ্চিমে সাগরকূলে ছিল সৌরাষ্ট্র এবং গুর্জ্জর। উত্তরে ছিল চেদি, অবন্তী ও নিষধ। উৎকলের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-কোশল-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল মগধ। তখন পূর্ব্বদিকে মগধ, অঙ্গ ও বিদেহ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছিল। তাহার

বাহিরে বঙ্গ, পৌণ্ড্র এবং উৎকলের উত্তরস্থ "প্রাচী" ছিল পাণ্ডববর্জ্জিত অনার্য্যদেশ। তাম্রলিপ্তি ছিল 'প্রাচী'র অন্তর্ভুক্ত।

অল্পদিন হইল নিজামরাজ্যের অন্তর্গত মাস্কি নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি অশোক-অনুশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে সম্রাট অশোকের রাজত্ব দক্ষিণে মৈসুর সীমান্ত এবং মাদ্রাজ প্রদেশের নেল্লোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল*। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, হয় চন্দ্রগুপ্ত না হয় বিন্দুসার দক্ষিণ ভারত জয় করিয়াছিলেন; কারণ, কলিঙ্গ-বিজয় ব্যতীত অশোকের দক্ষিণাভিযানের নিদর্শন ইতিহাসে নাই। লামা তারানাথের মতে বিন্দুসারই দক্ষিণ জয় করিয়াছিলেন†। তামিল মহাকবি নামুলঙ্কার মৌর্য্যগণ কর্ত্তৃক দক্ষিণাপথ আক্রমণের বহু উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মৌর্য্যগণ মদুরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নামুলঙ্কার অগস্ত্যঋষির বংশীয় বলিয়া তাঁহার টীকাকার কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছেন। মদুরার দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চিমঘাট গিরিমালার (পদিয়ীল, Podiyil Hill) পার্ব্বত্য প্রদেশ তাঁহার জন্মস্থান। এই অঞ্চল এবং মাদ্রাজ প্রদেশের তিরুবল্লী (Tinnevelly) জেলা মহর্ষি অগস্ত্যের আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছিল। মৌর্য্যদিগের সমসময়ে তামিল দেশের উত্তর-সীমান্ত প্রদেশ স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা নান্নানের অধিকৃত ছিল। এই নান্নানের রাজত্বকালে কোসার নামক এক জাতি তুলুরাজ্যে প্রবেশ করে‡। ইতিহাসে এই কোসারগণ পূর্ব্ববঙ্গের সমর-কুশল জাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয়, দুই সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা কানাড়া দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল§।

---

* Hyderabad Archæological Series No. 1, p. 8.

† "Mr. Vincent A. Smith also notes that the Tibetan Historian Taranath (Sheifuer, p. 89) attributes to Bindusar and Chanakya the conquest of the country between the Eastern and Western Seas."—Mr. Krishnaswamy Aiyangar.

‡ "The corresponding frontier on the western side seems to have extended to the north of the Tulu country into which as was noticed already a few tribes with the name *Kosar* effected entry in the days of Nannan (contemporary of the Mauryas)".—Mr. Krishnaswamy Aiyangar ("The Beginnings of South Indian History").

§ "The city of the Kosakar finds mention among the states towards the east to which Sugriva directed one section of his great search party......... The term

পূর্ব্ব উপকূলে পুলিকট হইতে চিকাকোল এবং সমুদ্রতীর হইতে উপদ্বীপের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তেলুগুভাষীদের দেশ। অতি প্রাচীন কাল হইতে তেলুগুভাষীরা অন্ধ্র ও কলিঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন আর্য্য-জগতে অন্ধ্ররাই অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা গোদাবরী হইতে কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের স্বাধীন রাজা ছিলেন। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্রের উল্লেখ আছে। ঋষি বিশ্বামিত্রের শত পুত্রের মধ্যে মধুচ্ছন্দার কনিষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্রের অন্যতম অন্ধ্র এই দেশে বাস করায় ইহা অন্ধ্রদেশ নামে খ্যাত হয়। পরবর্ত্তীকালে অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ উত্তর ভারতেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য অন্ধ্ররাজবংশীয় ছিলেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল ও বিক্রমাব্দের আরম্ভ ৫৬ খৃষ্টাব্দ। বরঙ্গল (Warangal) ইঁহাদের দক্ষিণের রাজধানী ছিল। প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী ছিল কৃষ্ণাতীরে শ্রীকাকুলম্ নগর।

বৌদ্ধ যুগের অবসানে সর্ব্বত্র রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ফলে মধ্যযুগে উত্তরে নর্ম্মদা ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর মধ্যে দুইটি রাজ্য ছিল—পূর্ব্বের রাজ্যের রাজধানী পূর্ব্বোক্ত বরঙ্গল, এবং পশ্চিমের রাজ্য যাহা বর্ত্তমানে মহারাষ্ট্র ও কঙ্কণদেশ নামে অভিহিত। অতঃপর অন্ধ্রবংশীয়গণ নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত যে আর একটি রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা এক সময়ে সমগ্র ভারতে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে রাজত্ব ত্রৈলঙ্গ দেশে ১০৮৮ হইতে ১৩২২ অব্দ পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। মগধ পর্য্যন্ত অন্ধ্রদের শাসনাধীন ছিল। কাণ্ব-বংশের উচ্ছেদকারী অন্ধ্র পুলুমায়ী মগধ জয় করিয়াছিলেন। শকদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অন্ধ্র রাজ্যের পতন হয়। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রে মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয় ও ১৪৩৫ অব্দে আহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ধ্বংস পায়। ১৭৬৫ অব্দে ইংরেজ কোম্পানী নিজামের নিকট হইতে উপকূলবর্ত্তী দেশগুলি প্রাপ্ত হয়।

Kosakara is explained by the commentary called Tilaka, as a people engaged in the work of raising silk-worms and manufacturing silk. If the interpretation is correct then there must have been in East Bengal a warlike people whose usual peaceful avocation was silk manufacture and who might have formed part of the Mauryan Army. It seems to be these people who had laid hold of the hill fort Pali of Nannam from which these were dislodged by the Chola King."—"The Beginnings of South Indian History," pp. 94-95.

মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে উক্ত ত্রৈলঙ্গ* (Telingana) বা অন্ধ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় ও কর্ণাট (কানাড়া বা তুলু রাজ্য) এই চারিটি বৃহৎ বৃহৎ স্বাধীন রাজ্য ছিল ; এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরই অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল। ১২৯৪, মতান্তরে ১২৯৭ অব্দে মুসলমান পতাকা প্রথম প্রবেশ লাভ করে। ঐ বৎসর আলাউদ্দীন খিল্‌জী আট হাজার সৈন্যসহ বিন্ধ্যাচল উত্তীর্ণ হইয়া মহারাষ্ট্রদেশের তৎকালীন রাজধানী দেবগিরি আক্রমণ করিয়া দেবগিরি, এলিচপুর প্রভৃতি জয় করেন। এলিচপুর এক্ষণে বেরার এবং দেবগিরি নিজামরাজ্যের অন্তর্গত। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার শেসবারে মধুরা (Madura) তাঁহার হস্তগত হয়। কিন্তু আলাউদ্দীন দক্ষিণে কোন রাজ্যস্থাপন করেন নাই। মহম্মদ তোগলকই দক্ষিণাপথের কিয়দংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্রদেশের রাজধানী দেবগিরিতে যাদববংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই যাদববংশীয়গণ ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রৈলঙ্গ দেশও শাসনে রাখিয়াছিলেন। মহম্মদ তোগলক এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া দেবগিরির নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনিই দেবগিরির যাদব-বংশ ধ্বংস করেন। তাঁহার সময় হইতে এদিকে মুসলমান অত্যাচার আরম্ভ হয়, এবং তাহার ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে দুইটি বিশাল রাজ্যের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণানদীর শাখা তুঙ্গভদ্রা সেই দুই রাজ্যের সীমা-রেখা হইয়াছিল। নদীর উত্তর উপকূল-ভাগে মুসলমান বহমণী রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূল হইতে কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত হিন্দু বিজয়নগর রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর-তীরস্থ আনাগুণ্ডী গ্রাম এক ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক সেই রাজাকে হত্যা করিয়া মন্ত্রী হরিহর দেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যান। রাজা হরিহর দেব, মন্ত্রী শ্রীঙ্গেরী মঠের মোহন্ত মহাপণ্ডিত মাধব বিদ্যারণ্যের পরামর্শে পরে আনাগুণ্ডী হইতে রাজধানী

* এই দেশের ত্রিসীমায় অবস্থিত তিনটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ হেতু দেশের নাম ত্রৈলিঙ্গ বা ত্রৈলঙ্গ, বিকারে তেলেঙ্গ, আর তাহাদের দেশ-ভাষা 'তেলেগু'। ত্রৈলঙ্গরা অধিকাংশ শৈব।

স্থানান্তরিত করিয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে একদিকে নদী এবং অন্য দুই দিকে দুর্গম পর্ব্বত দ্বারা সুরক্ষিত স্থানে বিজয়নগর নামে যে রাজধানী স্থাপন করেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়া পরে বিজয়নগর নামক বিশাল হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হয়। এই রাজ্য ২৫০ বৎসর পর্য্যন্ত দক্ষিণে মুসলমানদিগের গতিরোধ করিয়াছিল এবং এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদয় রাজ্য বিজয়নগরের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া মুসলমান আক্রমণ-ভীতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। গোকর্ণ বা গোয়া-বন্দরপ্রমুখ ৩০০ বন্দর বিজয়নগরের অধীন হইয়াছিল। রাজা হরিহর দেব যেমন বিচক্ষণ মন্ত্রী পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় হরিহর দেবও সেইরূপ স্বনামধন্য সায়ণাচার্য্যের ন্যায় সুযোগ্য মন্ত্রী পাইয়া বিজয়নগরকে আদর্শ হিন্দুরাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের বহু নষ্টরত্ন এখানে রক্ষিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৫০৯-৩০) দাক্ষিণাত্যের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময়েই বিজয়নগর উন্নতির এবং প্রতাপ-ঐশ্বর্য্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক পাএস্ (Paes) নামক পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন—"In this city you will find men belonging to every nation and people, because of the great trade which it has, and the many precious stone there, principally diamonds. The size of this city I do not write here because it cannot all be seen from any one spot, but I climbed a hill whence I could see a great part of it. What I saw from thence seemed to me as large as Rome, and very beautiful to the sight..." ইতঃপূর্ব্বে বিজয়নগরস্থিত পারস্য রাজদূত ১৪৪৩ অব্দে লিখিয়াছিলেন—"The city of Bidjanagar is such that the pupil of the eye has never seen a place like it, and the ear of intelligence has never been informed that there existed anything to equal it in the world."

তুঙ্গভদ্রার পরপারে বিজয়নগরের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান বাহমণী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসান ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গঙ্গু নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। একদিন হাসান গঙ্গুর ক্ষেত্র খনন করিতে গিয়া প্রাচীন মুদ্রার কলস

পাইয়া প্রভুর নিকট লইয়া যান। গঙ্গু তাঁহাকে মুদ্রাসহ সুলতানের নিকট পাঠান। সুলতান অর্থের বিনিময়ে হাসানকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তাহাতে দিন দিন হাসানের উন্নতি হইতে থাকে। গঙ্গু তাঁহার কোষ্ঠী গণনা করিয়া বলেন ভবিষ্যতে রাজটীকা তাঁহার ললাটে অঙ্কিত হইবে। ক্রমে হাসান শক্তি সঞ্চয় দ্বারা তোগলকের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সসৈন্যে দৌলতাবাদে প্রবেশ করেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন হাসান গঙ্গু নামে রাজা হইয়া পূর্ব্ব-প্রভু গঙ্গুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেন। কৃতজ্ঞ হাসান স্বীয় নামের সহিত প্রভুর নাম যুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এমন কি ব্রাহ্মণ প্রভুর প্রতি চিরকৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ স্বীয় রাজ্যের নাম দেন বাহমণী রাজ্য। কিন্তু গুলবর্গার শিলা-লেখে "হসনকাঁগূ বহমনশাহ" নাম পাইয়া অনেকে এ কাহিনী অলীক বলেন। হাসান গঙ্গুর ন্যায় প্রজা-রঞ্জক দেশ-হিতৈষী রাজা বিরল। প্রথমে গুলবর্গা পরে বিদর এই রাজ্যের রাজধানী হয়। উভয় স্থানই এক্ষণে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। বাহমণী রাজ্য সমগ্র ত্রৈলঙ্গ বা অন্ধ্র রাজ্য গ্রাস করিয়া বিজয়নগরের অনেকটা আত্মসাৎ করিয়াছিল এবং মহারাষ্ট্র দেশও বহুদিন শাসনে রাখিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে গৃহবিবাদ বাহমণী রাজ্যকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ফেলিল। বাবর যখন ভারতে আগমন করেন, তখন বাহমণী রাজ্য ভাঙ্গিয়া বিজয়পুর, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডা এই তিনটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য গঠিত হয়। ক্রমে এই রাজ্য অধিকতর হীনবল হইয়া পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। মুসলমান-দিগের মধ্যে এই অনৈক্যের ফলে বিজয়নগর রাজ্য, নষ্ট রাজ্যাংশগুলিও উদ্ধার করিয়াছিল এবং দক্ষিণ ভারতে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া-ছিল। এই সময় রাজা কৃষ্ণদেব রায় রায়চুড় নামক স্থানে এক যুদ্ধে বিজাপুরের আদিলসাহী রাজাকে এরূপভাবে পরাজিত করেন, যে বিজাপুর-রাজ বিজয়-নগররাজের পদচুম্বন করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই অপমান মর্ম্মান্তিক হওয়ায় দক্ষিণের বিভিন্ন মুসলমান রাজ্যগুলি ক্রমে মিলিত হয়। সকলে তখন জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণার্থ বিজয়নগর আক্রমণে অগ্রসর হয়। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটে ঘোর যুদ্ধ বাধে, কিন্তু সে যুদ্ধে সমবেত মুসলমান-শক্তির জয়লাভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে জগতের মানচিত্র হইতে বিজয়-নগরের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। তুঙ্গভদ্রাতীরে তাহার ধ্বংসাবশেষ

আজিও বিদ্যমান আছে। বিজয়নগর স্বীয় গৌরবোজ্জ্বল নাম লুপ্ত করিয়া নিকটস্থ ক্ষুদ্র হাম্পি গ্রামের নামে পরিচিত হইয়া আছে। কিন্তু মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে একতা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীরই শেষার্দ্ধে খণ্ডীকৃত বাহমণী রাজ্য আটটি পৃথক্ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে বাহমণী, আদিলশাহী, নিজামশাহী, কুতবশাহী, ইমাদশাহী ও বারিদশাহী এই ছয়টিই প্রাধান্য লাভ করে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে সম্রাট আকবর এবং তাঁহার প্রপৌত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব উক্ত মুসলমান খণ্ড-রাজ্যগুলির উচ্ছেদ সাধন করেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, ফরুখসিয়ারের রাজত্ব-কালে নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ কর্ত্তৃক ১৭২১ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্য স্থাপিত হয়।

কানড় প্রদেশে বল্লাল নামক রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল দ্বারসমুদ্র। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মুসলমামগণ তাহা অধিকার করেন। মোগলদিগের মধ্যে সম্রাট আকবরই প্রথম দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করেন। এই সময়ের মধ্যে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য প্রতিবেশী মুসলমান রাজাদিগের হস্তে স্বাধীনতা হারায়। সাহজাহান আহমদনগর এবং আওরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেন। মুসলমান অধিকার দক্ষিণে এইরূপ বিস্তার লাভ করিলে ও হিন্দুরা বহুবার যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিলেও দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণরূপে কখনই মুসলমানদিগের অধীন হয় নাই। ত্রৈলঙ্গের হিন্দুরাজ্য অনেক যুদ্ধের পর স্বাধীন হয়। কর্ণাট ও দ্রাবিড় রাজ্যের নাম লুপ্ত হইলেও তথায় হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর স্থাপিত হইয়াছিল। অবশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়েই মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের পুরাতন সমুদয় মুসলমান-রাজ্য লোপ করিয়া বিশাল হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। বম্বে, গোয়া ও জিঞ্জিরা ছাড়া সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবাজীর অধিকারগত হয়। এদিকে ফরাসীদিগের অধীন জনৈক মুসলমান সৈনিক হায়দার আলি নানা কৌশলে নাবালক হিন্দু-রাজা-শাসিত মৈসুর রাজ্য অধিকার করিয়া হিন্দুরাজ্যের পাশাপাশি হায়দ্রা-বাদের ন্যায় আর একটী প্রবল মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। ভারতে তখন পরিবর্ত্তনের যুগ। চতুর্দ্দিকেই পুরাতনের ধ্বংসের উপর নূতন রাজ্যসমূহ গড়িয়া উঠিতেছিল। পশ্চিম উপকূলে মারাঠারা প্রবল শক্তি হইয়া উঠিলেন ;

পূর্ব্ব উপকূলে ফরাসীকে হীনপ্রভ করিয়া ইংরেজ মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্জাবে শিখ শক্তি, অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে মুসলমান শক্তি এবং গুজরাট ও মধ্যভারতে মহারাষ্ট্র শক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। দিল্লীর সম্রাট পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপতির হস্তগত। এদিকে বাঙ্গালা বিহারে পুরাতন মুসলমান রাজ্য অস্তপ্রায় এবং ১৪৯৮ অব্দ হইতে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ জাতিসমূহের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্য-সূত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া স্ব স্ব অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা।* ফলে কিন্তু, ইংরেজই একে একে সকলকে নিষ্প্রভ ও লুপ্তপ্রায় করিয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। †

---

* পর্ত্তুগীজরা ১৪৯৮ অব্দে লিস্‌বন হইতে ভাস্কো-দা-গামার সহিত আসিয়া মালাবার উপকূলে কালিকট সহরে নামিয়া হিন্দুরাজা জামোরিণের অনুগ্রহ ও বন্ধুতা লাভ করেন। তখন দাক্ষিণাত্যে (আমেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায়) মুসলমান রাজারা বিদ্যমান ছিলেন। পর্ত্তুগীজদের আসিবার এক শত বৎসর পরে আসিয়াছিলেন ওলন্দাজ। চুঁচুড়ায় তাঁহাদের প্রধান সহর ছিল। ওলন্দাজ আসিবার কিছুদিন পরে আসিয়াছিলেন দিনেমার। শ্রীরামপুর তাঁহাদের প্রধান সহর ছিল। Francois Martin মাদ্রাজ হইতে প্রায় শত মাইল দক্ষিণে ১৬৭৪ অব্দে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৬০০ অব্দে একজন ইংরেজ বণিক রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি লইয়া ১৬০২ অব্দে সুরাট বন্দরে বাণিজ্যকুঠী খোলেন।

† "It is open to conjecture that our Anglo-Indian Empire might never have been instituted—it is certain that its growth would have long been delayed—but for the currents of action created by the impulse of national rivalry and the thirst for territorial dominion which the example of France awakened and encouraged. But it was owing to the condition of *India alone* that such a struggle was possible. If the peninsula, with its immense population, had formed one compact and homogeneous state, under a single authority, which had power to wield at will all its vast resources, and promptly direct them towards any particular point, I imagine that no European nation would ever have succeeded in planting its feet within its borders. But it so happened that when European enterprise was attracted towards it, it was divided among several hostile races, and broken up into several distinct provinces, the interests of which were often antagonistic, and each of which was prepared to reward abundantly any European adventurer that came to its assistance against its neighbours. The Muhammadan Empire still preserved the shadow of its past renown, and its rulers still occupied the august throne of Delhi; but Oudh was governed by its own sovereign, while Bengal, Behar and Orissa had each its Nawab, who yielded but a nominal obedience to the Great Moghal.

In like manner the South of India was virtually independent of the Moghal.

কি আর্য্যপূর্ব্ব ও বৈদিক যুগে, কি বৌদ্ধপূর্ব্ব বৌদ্ধ ও পরবর্ত্তী হিন্দু-মুসলমান যুগে, কিবা য়ুরোপীয় অধিকারারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সকল সময়েই আমরা দক্ষিণ ভারতের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ-নিদর্শন এবং বাঙ্গালীর উপনিবেশ ও প্রবাস-বাসের প্রমাণ পাই।

দ্রাবিড় যুগেই বঙ্গের তাম্রলিপ্তি বা তমোলুক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালীরা দক্ষিণ ভারতে, বহির্ভারতে এবং ভারত মহাসাগরে ভাসমান অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্বন্ধ ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অধুনা ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিতেছেন যে, প্রাচীন তমোলুক বা তাম্রলিপ্তি বা পালি তামলিপ্তির বাঙ্গালীরা সুদূর দক্ষিণে বাস করিয়া উত্তরকালে তামিল নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কনকসভাই পিলে মহাশয় তাঁহার ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। মৌর্য্যযুগে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের দক্ষিণাভিযান এবং উপনিবেশের কথা ঐতিহাসিক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয়ের গ্রন্থে দেখিতে পাই। অন্যান্য সময়ের বাঙ্গালী উপনিবেশ ও প্রবাসের কথা যথা-স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবকাল বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মার্জ্জন করা তখন লোকের প্রধান কর্ম্ম ছিল। তীর্থ পর্য্যটন ভদ্রলোকের অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত থাকিলেও তখন তীর্থ পর্য্যটন বড় কষ্টকর ছিল। পথ ঘাট বড় ছিল না; বিশেষতঃ অরাজকতার নিমিত্ত সকল স্থানেই দস্যুভয় ছিল। তখন লোকসমুদয়

In the Deccan proper, the Nizam-ul-mulk had founded a hereditary dynasty, with Haidarabad for its capital, which claimed to exercise authority over the entire south. The Karnatic—that is, the lowland tract between the central plateau and the Bay of Bengal was ruled by the Nizam's Deputy, the Nawab of Arcot. Farther to the south, a Hindu raja reigned at Trichinopoli and another Hindu Kingdom had its seat at Tanjore. Inland, Mysore was rapidly developing into a third Hindu state ; while everywhere lived chieftains, called Palegars or naiks, in semi-independent lord-ship of citadels or hill-forts, representing the fief-holders of the ancient Hindu kingdom of Vijayanagar ; and many of them having maintained a practical independence since its fall in 1565."—p. 24-25, The Makers of British India, by W. H. Davenport Adams, London.

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব (সপার্ষদ)। পৃঃ ১৮

এখন অপেক্ষা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহিষ্ণু ছিল। তখনকার বাঙ্গালীরা এখনকার অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন। ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে পটু ছিলেন না, কেন না বিদ্যা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বিব্রত থাকায় রক্তারক্তিতে তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। যদিও তখন পথ দুর্গম ছিল, তবু বহুতর লোক তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। ক্লেশ সহ্য করা তখন এমন অভ্যাস ছিল যে, দুই চারি দিনের উপবাসেও কেহ বিশেষ ক্লিষ্ট হইতেন না।

গৌড় দেশ হইতে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রায় দক্ষিণ দেশেই যাইতেন। তাহার কারণ তখন পশ্চিমে হিন্দু মুসলমানে সর্ব্বত্রই বিবাদ চলিতেছিল। কাজেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে শ্রীবৃন্দাবন, তাহাও মুসলমানদের উৎপাতে জঙ্গলময় হইয়াছিল। সুতরাং তখন প্রায় কেহই বৃন্দাবনে যাইতেন না। তখন যাঁহারা তীর্থে যাইতেন তাঁহারা শ্রীক্ষেত্র হইয়া বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করিয়া কন্যাকুমারী যাইতেন। পরে সেখান হইতে নাসিক, পাণ্ডুর, সৌরাষ্ট্র ও দ্বারকা দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণদাস নামে জনৈক অনুচরকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন এবং আলালনাথ, কূর্ম্মক্ষেত্র, জিয়ড়, নৃসিংহক্ষেত্র হইয়া গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরাধিকারী রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হন। অতঃপর গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রমুখ নদীবিধৌত যাবতীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া এবং সিদ্ধবট, ত্রিমল্ল, ত্রিপদী শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী হইয়া শ্রীরঙ্গমে উপনীত হন এবং বেঙ্কট ভট্টের গৃহে ৪ মাস অবস্থান করিয়া শ্রীরঙ্গম হইতে নীলগিরি, কুম্ভকোনম্, মদুরা সেতুবন্ধ, পাণ্ড্যদেশ, মলয়পর্ব্বত প্রমুখ অসংখ্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণতম সীমা কন্যাকুমারী আসিয়া উপনীত হন। এখান হইতে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমভাগে পরশুরামক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ক্রমে উত্তরে মল্লার দেশ এবং পাপনাশিনী, পয়োষ্ণী, তুঙ্গভদ্রা, ভীমা, তাপ্তী ও নর্ম্মাদি নদীতীরবর্ত্তী শৃঙ্গেরী মঠ, মৎস্যতীর্থ, গোকর্ণ, শূর্পারক প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করিয়া কোহ্লাপুর, শোলাপুর, পাণ্ডুপুর প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া গমন করেন। পাণ্ডুপুরে আসিয়া তিনি মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর গৃহে বিশ্রাম করেন এবং এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপের সন্ধান পান। শ্রীরঙ্গপুরী বলেন তিনি তাঁহার গুরু মাধবপুরীর সহিত

পূর্ব্বে নদীয়া নগরীতে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তথায় যে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট খাইয়া আসিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। পুরী মহাশয় তখন বলেন—

"জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহ যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে॥
তার এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈলা।"—(চৈ, চ, মধ্যলীলা)।

এখানে গৌরাঙ্গদেব আত্মপরিচয় দিয়া শ্রীরঙ্গপুরীকে পরমানন্দ দান করেন এবং এখান হইতে পুণা, দমন, নাসিক প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া সৌরাষ্ট্র, সুরথ, ভরোচ, বরোদা ও দ্বারকাধাম হইয়া হায়দ্রাবাদের উত্তর পশ্চিমে মাহিষ্মতীপুরে ও নর্ম্মদাতীরস্থ নানা তীর্থে উপনীত হন। অতঃপর উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী বিন্ধ্যগিরিনিঃসৃতা নির্ব্বিন্ধ্যা বা কালীসিন্ধুতে স্নান করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সপ্ততাল, পম্পাসরোবরাদি দর্শন করিয়া পুনরায় গোদাবরীতীরে বিদ্যানগর ও পরে আলালনাথ হইয়া শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময় দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রভাব অল্প ছিল না। এক দিকে শূন্যবাদ ও তান্ত্রিকতা, অন্য দিকে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত-দিগের শুষ্ক ব্রহ্মবাদ ও নাস্তিক্য মত দক্ষিণ-ভূখণ্ডকে কূট তর্ক-কোলাহলে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। পাণ্ডিত্যের অভিমান আচারানুষ্ঠানের আড়ম্বর এবং ঘোর ধর্ম্মান্ধতার যে দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর এতদিন প্রেমভক্তির অমৃত সিন্ধুকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল, বঙ্গের বালক-সন্ন্যাসী নদীয়ার নিমাই-পণ্ডিত আজ চারি শত বৎসরাধিক পূর্ব্বে তথায় পদার্পণ করিতেই পাষাণ বিগলিত হইয়া প্রাচীর অদৃশ্য হইল; লক্ষ্য লক্ষ্য নরনারী ভক্তির প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া প্রেমের সিন্ধুতে ডুব দিল।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার তাই লিখিয়াছেন—

"নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিজান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরচন্দ্রে স বৈষ্ণবান্।"

অর্থাৎ সেই গৌরচন্দ্র নানা মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে স্বীয় করুণাস্ত্র দ্বারা মুক্ত করিয়া বৈষ্ণব করিলেন।

"দক্ষিণ গমনে প্রভুর অতি বিচক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, পাষণ্ডি অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব॥
সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণ নামে॥"

তাঁহার দেবদুর্লভ মূর্ত্তি, অলৌকিক চরিত্র, অপ্রমেয় জ্ঞান এবং অনন্ত প্রেমের লীলা দাক্ষিণাত্যবাসী আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই চিত্ত হরি-নামামৃত পানে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গের এই বালক-সন্ন্যাসীর কৃপা লাভ করিয়া কত জ্ঞানমার্গী বৈদান্তিক, শৈব, বৌদ্ধ, কত তপঃশুষ্ক যোগী ও কত কুতার্কিক দাম্ভিক প্রেম-ভক্তিতে বিগলিত হইয়া হরিপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। কত বিষয়মত্ত ধনী অতুল ধনসম্পদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছিলেন। এইরূপে শচীমা'র দুলাল, নানা মতের নানা সম্প্রদায়ের নরনারীকে বৈষ্ণব করিয়া, মানব সমাজের সুখশান্তিহারী দুর্বৃত্ত 'জগাই মাধাই'দিগকে উদ্ধার করিয়া সমস্ত দক্ষিণ ভারতকে হরিনামে প্লাবিত করিয়াছিলেন। আজি তাহা ভাবিতেও প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে।

কি ভাবে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, "চরিতামৃত" এইরূপে তাহার আভাস দিয়াছেন,—

"লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি ॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ ॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দৈবে যত জন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম ॥
সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ ॥
এই মত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন ॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের লোক আসে প্রভু দেখিবারে ॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ ॥
এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতু বন্ধে।
সর্ব্বদেশ ভক্ত হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে ॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে ॥

* * *

প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধ বাহু করি ॥

* * *

কৃষ্ণনাম লোক মুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥
এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব কৈল।
কৃষ্ণ কথামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইসে দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥
হারি হারি প্রভু-মতে করেন প্রবেশ ॥
এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈলা দক্ষিণ দেশ।'—চৈ, চৈ, মধ্যলীলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আর এক যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। এই অলৌকিককীর্ত্তি জগদ্বিখ্যাত পুরুষ অল্পবয়সে ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন কালে এই উপদ্বীপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার অভিন্নহৃদয় সহকর্ম্মী বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক দক্ষিণ ভারতে প্রচার লাভ করিয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম্ম জীবন, মাদ্রাজে তাঁহার বক্তৃতা এবং মজুমদার মহাশয়ের প্রাণপাতকারী প্রচারকার্য্য আন্ধ্র, তামিল ও মহারাষ্ট্র দেশে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশই মজুমদার মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মের যে ভিত্তি এদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শত সহস্র নরনারীর হৃদয়ে রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ঐ ধর্ম্মের আলোক বিকিরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে প্রার্থনা-সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক সাধারণ ও স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারক সাম্যসংস্থাপক জাতীয়

উন্নতিবিধায়ক সমাজ ও সঙ্ঘ স্থানে স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের বহু দেশ-বিখ্যাত মনীষী, জননায়ক, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু নরনারী আজ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং সমাজ সংস্কারে ব্রতী।

বিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্ব দশকে এবং শ্রীচৈতন্য দেবের তিরোভাবের সার্দ্ধ তিন শতাব্দাধিক কাল পরে বঙ্গের অন্যতম মহাপুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণ-দেবের প্রধান শিষ্য দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালীর নাম চিরগৌরবান্বিত করিয়া-গিয়াছেন। তিনি জগদ্‌বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি অল্প-বয়সেই সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া ভারতের সকল তীর্থ ও হিমালয়প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া সিদ্ধ মহাত্মার দর্শনের জন্য ফিরেন এবং কিছুকাল ঈশ্বরের ধ্যানে অতিবাহিত করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কথায় বলিতে গেলে "a man who had met starvation face to face for four years of life, had not known what to eat the next day, and where to sleep, a man who dared to live where the thermometer registered thirty degrees below zero, almost without clothes." এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামীজী পুণা সহরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ১৮৯৩ অব্দে মাদ্রাজে উপস্থিত হন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তীর্থ ভ্রমণে আর একবার এ অঞ্চলে তিনি আসিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণ সন্ন্যাসী-জ্ঞানে দাক্ষিণাত্যবাসীরা তাঁহার বড় সংবাদ রাখেন নাই। এবার স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া মাদ্রাজের গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অগাধ জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রগাঢ় শাস্ত্রদর্শিতায় মুগ্ধ হন। এই সময় শিকাগোর ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হইবার উদ্যোগ এমেরিকায় চলিতেছিল। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বা প্রধান ব্যক্তিগণ তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেছিলেন। এই সময় স্বামীজীর শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইয়া রামনদের রাজা প্রমুখ মাদ্রাজের বহু সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মৈসুরের মহারাজার সহযোগে পাথেয় দিয়া স্বামীজীকে সেই মহাসভায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপিত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। আমেরিকায় তিনি অনিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া কিরূপে মহাসভায় প্রবেশ লাভ করেন এবং তথায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপাদনে জয়মাল্য ধারণ করিয়া আমেরিকা এবং য়ুরোপে বেদান্ত প্রচার করেন, তাহার বিবরণ তাঁহার আমেরিকা-প্রবাস কাহিনীতে দৃষ্ট হইবে। ১৮৯৭ অব্দের ২৬ জানুয়ারী স্বামীজী বিলাত হইতে সিংহল এবং তথা হইতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপ পাম্বানে আসিয়া অবতরণ করেন। স্বামীজী প্রথম যে ভূমিতে পদার্পণ করেন রামনদের রাজা তথায় তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়া ও প্রভু (Lord) বলিয়া সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সযত্ন-সজ্জিত অভ্যর্থনা মণ্ডপের এরূপ শোভা হইয়াছিল, তথায় এমন বিরাট আয়োজন ও সমারোহ হইয়াছিল যে জলধি-বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র দ্বীপ পাম্বান সেদিন মহামহোৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। স্বামীজী অভিনন্দনের উত্তরে প্রথমেই বলিয়াছিলেন "সিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় যাইবার কল্পনা যিনি তাঁহার মনে প্রথম জাগাইয়াছিলেন, যাঁহার উৎসাহবাণীতে তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তিনি ভারতভূমী স্পর্শ করিয়াই সর্ব্ব প্রথমে সেই রামনদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।" স্বামীজী এখান হইতে আশ্রমাভিমুখে যাত্রাকালে গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া আর সকলের সহিত স্বয়ং রামনদরাজ সহরের মধ্য দিয়া শকট টানিয়া লইয়া যান। পাম্বান এবং রামেশ্বরের বহু অধিবাসী এইরূপে তাঁহাকে সম্মানিত এবং তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। রামেশ্বরতীর্থ-দর্শনে গমন কালে স্বামীজীর গাড়ী মন্দির সন্নিধানে পৌছিলে, এক বৃহৎ জনতা হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেশী সঙ্গীত এবং অন্যান্য সম্মানের চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হয় ও মন্দিরের মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য সকল প্রদর্শিত হয়। স্বামীজী সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটিও দর্শন করেন। অতঃপর তিনি এখানে ইংরেজীতে একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। নাগলিঙ্গম মহাশয় তাহা তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। পরদিন স্বামীজীর সম্মানার্থ রাজা স্বয়ং সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান করেন এবং স্বামীজী পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়া প্রথম পাম্বানে পদার্পণ করেন

বলিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরনীয় করিবার জন্য রাজা এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। স্তম্ভগাত্রে লিখিত হয় "Satyameva Jayate. This monument, erected by Bhashkara Sethupathi Raja of Ramnad marks the sacred spot, where his Holiness Swami Vivekananda's blessed feet first trod on Indian soil together with the Swami's English disciples, on His Holiness' return from the Western hemisphere, where glorious and unprecedented success attended His Holiness' philanthrophic labours to spread the religion of the Vedanta, on the 26th January 1897."

পাম্বান হইতে তিরুপিলানী এবং তথা হইতে সন্ধ্যার পর বৃহৎ হ্রদের মধ্য দিয়া রাজতরণী করিয়া স্বামীজী রামনদ যাত্রা করেন। হ্রদের তীরে রাজা মহাসমারোহের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। রামনদ পৌছিতেই তোপধ্বনি হইতে থাকে এবং আতসবাজী পোড়ান হয়। স্বামীজীকে রাজার গাড়ীতে রাজভ্রাতা পরিচালিত রাজার শরীর রক্ষকগণের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। রাজা সমবেত জনতার নেতৃস্বরূপ হইয়া পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করেন। পথের দুই পার্শ্বে মশাল জ্বলিতে থাকে, দেশী ও বিলাতী বাদ্য বাজে। বিলাতী ব্যাণ্ড "হের এসেছেন বিজয়ী বীর" (See the Conquering hero comes) এই সঙ্গীত বাজাইতে থাকে। অর্দ্ধ পথ এই ভাবে আসিবার পর রাজার অনুরোধে স্বামীজী সুসজ্জিত সুন্দর রাজ শিবিকায় আরোহণ করিয়া শঙ্কর ভিলায় আগমন করেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পর সুবৃহৎ বক্তৃতা-হলে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যেই তথায় দর্শক ও শ্রোতার ভিড় হইয়াছিল। স্বামীজীকে দর্শনমাত্র সকলে উচৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে থাকে। এবং বহুল সম্বর্দ্ধনার পর রাজভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতি সুদীর্ঘ সুরচিত অভিনন্দন অতি সুন্দর কারু-কার্য্যখচিত বাক্সে করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। সেই পত্রের প্রারম্ভে আছে—

"শ্রীপরমহংস যতিরাজদিগ্বিজয়কোলাহল সর্ব্বমতসম্প্রতিপন্ন পরম যোগেশ্বর

শ্রীমদ্ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসকরকমলসঞ্জাতঃ রাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী পূজ্যপাদেষু”

স্বামীজী ইহার সুদীর্ঘ সারবান উত্তর দান করিলে সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে রাজার প্রস্তাবে স্বামীজীর রামনদে শুভপদার্পনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সেই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিতে হয়।

কয়েকদিন রামনদে অবস্থিতি করিয়া বহুলোকের সহিত ধর্ম্মালাপ, খৃষ্টান স্কুলগৃহে বক্তৃতা, বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু ও ইংরেজী ভাষায় ২০টি অভিনন্দন গ্রহণ ও প্রত্যেকের উত্তর দান করিয়া অতিবাহিত করেন। সে দিন স্বামীজীর বক্তৃতা ফনোগ্রাফে ধরা হয়। স্বামীজী রামনদ হইতে যাত্রা করিয়া পরমাকুড়ি মনমাদুরা, মাদুরা, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, কুম্ভকোনাম মায়াবরম প্রভৃতি হইয়া মাদ্রাজে উপনীত হন। বলা বাহুল্য প্রত্যেক স্থলেই তাঁহার অভ্যর্থনা এবং সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। কুম্ভকোনামে স্বামীজী তিন দিন ছিলেন। তথায় সমগ্র হিন্দুর এবং স্থানীয় হিন্দু ছাত্রগণের পক্ষ হইতে দুইটি স্বতন্ত্র অভিনন্দন দেওয়া হয়। বেদান্ত সম্বন্ধীয় এক সুদীর্ঘ এবং সুচিন্তিত বক্তৃতায় তাহার উত্তর দিয়া স্বামীজী সকলকে মুগ্ধ করেন। মাদ্রাজে তাঁহার অভিনন্দনার্থ সহস্র সহস্র লোক অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সহরের মধ্যে তাঁহার গন্তব্য পথে স্বামীজীর সম্মানার্থ স্থানে স্থানে ১২টি বৃহৎ বৃহৎ তোরণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং ঘোড়া খুলিয়া দিয়া লোকে তাঁহার গাড়ী টানিয়া কার্ণাল ক্যাস্‌ল্ নামক বৃহৎ প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিল। রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়ীর রাজা অজিৎ সিং স্বামীজীর আমেরিকা গমনের পূর্ব্বেই শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর মাদ্রাজ আগমনের সংবাদ পাইয়াই আপনার প্রাইভেট সেক্রেটরী মুন্সী জগমোহন লালকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অভিনন্দন-পত্রসহ পাঠাইয়াছিলেন। মাদ্রাজ অভ্যর্থনা সমিতি যখন স্বামীজীকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন সেই সময় খেতড়ী-রাজের পত্রও প্রদত্ত হয়। এই উপলক্ষে দশসহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা সে দিন শেষ করিতে না পারিয়া উপর্য্যুপরি পাঁচটি বক্তৃতায় স্বীয় বক্তব্য সমাপ্ত করেন। সেই সকল

বক্তৃতা এক্ষণে ধর্ম্ম ও সমাজ সাহিত্যকে মহারত্নরাজিতে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে স্বামীজীর এই অভ্যর্থনার জন্য যে আয়োজন যে ধূমধাম, যেরূপ লোক সমাগম ও সমারোহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল এবং ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলভাগে সহস্র সহস্রকণ্ঠে গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ও শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নামে যেরূপ ঘনঘন উচ্চ জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সমসাময়িক সংবাদ পত্রাদিতে লিখিত হইয়াছিল যে তাহা "কল্পনাতীত।" "লর্ড রিপণের মাদ্রাজ আগমনেও এরূপ ধূমধাম হয় নাই। ষ্টেশন হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বড় বড ধ্বজা, বড় বড় কদলীবৃক্ষ বড় বড় জলকুম্ভ রাস্তার দুই পার্শ্বে স্থাপিত ছিল, এক মাইল পর্য্যন্ত সুন্দর বনাত ও কার্পেটে রাজপথ মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজা, মহারাজা, নবাব, রায় বাহাদুর, বড় বড় রাজকর্ম্মচারী মহাজন প্রভৃতি রাস্তার পার্শ্বে প্রণাম করিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। অসংখ্য স্ত্রীলোক বড় বড় অট্টালিকার ছাদ হইতে শঙ্খ বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, সমগ্র রাস্তায় দেশীয় ও ইংরেজী বাদ্যকরেরা বাদ্য বাজাইয়াছিল।"

১৮৯৬ অব্দের শাসন বিবরণীতে গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন কলিকাতার বাঙ্গালী স্বামী বিবেকানন্দকে লইয়া গতবর্ষে মাদ্রাজী সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বিলাতী বক্তৃতা, আমেরিকার বক্তৃতা ইঁহার জীবনচরিত, ইঁহার উপদেশমালা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া গিয়াছে।*

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের ফলে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাইলাপুরে রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোম, বাঙ্গালোরে (মৈসুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ কেরল মিশন থিরুবেল্লা, হরিপদ (ত্রিবঙ্কুর) প্রভৃতি আশ্রম, ও ত্রিবন্দ্রমে (Trivandrum) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৈসুর রাজ্যের নানা স্থানে ও সমগ্র মালাবার প্রদেশের সর্ব্বত্রই এই সম্প্রদায়ের আশ্রম, মঠ ও

* ১৮৯৬ অব্দে মাদ্রাজে প্রায় ১১০০ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৬৯ খানি দেশীয় ভাষায় লিখিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ২৭১ খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ১৩৮, খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে ৬৮, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে ১০ এবং মহম্মদী ধর্ম্ম সম্বন্ধে ৭ খানি।—সরকারী বিবরণী, ১৮৯৬।

সেবা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কেরল প্রদেশস্থ কুইলাণ্ডী, কুইলন এবং ত্রিবন্দ্রম্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইতে স্বামী নির্ম্মলানন্দ, স্বামী সোমানন্দ প্রমুখ বাঙ্গালী সন্ন্যাসীগণের কৃপায়, তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন এবং অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে পরমহংস দেবের উপদেশামৃত, বেদান্ত শিক্ষা ও সেবা ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ভাবধারা দক্ষিণভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিতেছে। মালাবার উপকূলস্থ কুইলন হইতে ৫৫ লক্ষ নরনারীর ভাষা মালয়ালমে প্রকাশিত মাসিকপত্র "প্রবুদ্ধ কেরল" আজ বহু বৎসর ধরিয়া জন সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের অদ্বিতীয় সহায়স্বরূপ হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ স্বামীজীর প্রভাবে গঠিত হইয়াছে বা হইয়া উঠিতেছে। এ কথা যদি সর্ব্বগ্রাহ্য না হয় তথাঁপি বলিতে পারি, এই যুগ তাঁহার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই, পারিবেও না। স্বামীজীর জীবনের স্পর্শে ঘুমন্ত দেশের সুপ্ত সিংহ নয়ন মেলিয়াছে, তাঁহার বাণী বর্ত্তমান যুগের আহ্বানবাণীস্বরূপ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহার প্রতিধ্বনি জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, তথা সুদূর পশ্চিমে পৌঁছিয়াছে। এখন জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক সেই বীর বাণী দেশের নর নারীর হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর করিয়াছে; আজ দেশের ডাকে সন্তানগণ সাড়া দিতে শিখিয়াছে।

ওড়িষ্যা

বর্ত্তমান ওড়িষ্যা প্রাচীন কলিঙ্গের একাংশ এবং প্রায় অযোধ্যার সমান। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমা হইতে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগর-কূলবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগের নাম ছিল ত্রিকলিঙ্গ। ইহাই গ্রীক পণ্ডিত টলেমীর "কলিঙ্গী" অর্থাৎ কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও মহাকলিঙ্গ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উহাকে কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ এবং উৎকলিঙ্গ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান দক্ষিণ আসাম, বঙ্গ, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজের উত্তরস্থ অংশ এবং সম্বলপুর প্রভৃতি মহাকলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং মহাকলিঙ্গই ক্রমে ত্রিকলিঙ্গ নামে অভিহিত হইতে থাকে।

বর্ত্তমান ওড়িষ্যা পূর্ব্বে উৎকলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হরিবংশের* মতে সুদ্যুম্নের পুত্র উৎকল এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতে উৎকলের নানা স্থানের উল্লেখ আছে। পরে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। উৎকলের নামান্তর উড্র বা ওড্রদেশ। ঋষিকুল্যা ও বৈতরণী নদীদ্বয়ের মধ্যে ইহার অবস্থিতি। ইহা তীর্থবহুল হওয়ায় অতি পবিত্রস্থান বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত। ওড্রদেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীরবর্ত্তী পঞ্চ ক্রোশ ভূমি এবং তন্মধ্যে ক্রোশত্রয় পরিমিত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খাকৃতি স্থান পুণ্যতম বলিয়া উক্ত। ব্রহ্মপুরাণে আছে—"তত্রাস্তে ভারতবর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ। উড্র-দেশ ইতিখ্যাতঃ স্বর্গমোক্ষ প্রদায়কঃ। সমুদ্রাদুত্তরে তীরে যাবৎ বিরজমণ্ডলং॥" উৎকলে সতীর নাভী পতিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত ভূগর্ভ বিরজাক্ষেত্র নামে একটি পীঠস্থানে পরিণত। এখানকার দেবী বিমলা এবং ভৈরব জগন্নাথ। বিরজামণ্ডল হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র চারি মণ্ডলে বিভক্ত। নীলাচলসহ সমুদ্রতীরবর্ত্তী পাঁচ ক্রোশ স্থান শঙ্খমণ্ডল। মহানদী তীরস্থ ভুবনেশ্বর চক্রমণ্ডল, বৈতরণী তীরবর্ত্তী জাজপুর গদামণ্ডল এবং চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্ত্তী অর্কক্ষেত্র পদ্মমণ্ডল। উৎকল খণ্ডে আছে—"ওড্রক্ষেত্রং সুপ্রসিদ্ধং

---

* হরিবংশ, ১০ম অধ্যায়।

৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৬

পুরুষোত্তম সংজ্ঞকং।" এই ওড্‌ বা উৎকল এক্ষণে উড়িষ্যা বা ওড়িষ্যা নামেই খ্যাত। চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াং ইহাকে উচ (U-cha) এই নাম দিয়াছেন। ইহা দীর্ঘে ৫৩০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৯০ ক্রোশ ছিল। উত্তর-দক্ষিণে গঙ্গানদীর মুল হইতে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর হইতে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওড়িষ্যার মধ্যভাগস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দুর্গম অরণ্য ও ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বত-বহুল এবং হিংস্রজন্তু-সমাকুল। সাগর তীরবর্ত্তী ইংরেজশাসিত জেলাগুলির অধিবাসী উৎকল বা ওড়িয়া এবং শৈলময় করদ রাজ্যগুলির নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরা সাধারণতঃ আদিম বা অনার্য্য বলিয়া পরিচিত। ওড়িয়াদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, অল্প মুসলমান ও খৃষ্টান * কিন্তু ওড়িয়া বৌদ্ধ নাই বলিলেই হয়। অথচ এই স্থান এক সময় বৌদ্ধ-প্রধান ছিল। ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত পুরীতে আনীত হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬৫ অব্দে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ১৪৭ তম বর্ষে উদয়গিরির হস্তিগুম্ফ, স্বর্গপুরগুম্ফ প্রভৃতি নির্ম্মিত ও খোদিত হইয়াছিল। পুরীর এবং ভুবনেশ্বরের মন্দির বৌদ্ধ স্তূপাকৃতি বলিয়া ইহা তাহার প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শিত হয়। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান চতুর্থ শতাব্দীতে ভারত-ভ্রমণে আসিয়া এখানে বৌদ্ধ প্রাধান্য দেখিয়া যান। তিনি আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ৩০ ফুট উচ্চ গৃহের ন্যায় আকৃতি, সুসজ্জিত, সপ্তরত্ন ও পুষ্পাদিদ্বারা ভূষিত রথ এবং রথ-যাত্রার উৎসব দেখেন। তখন রথ মধ্যস্থ দেবতার দুই পার্শ্বে দুই বুদ্ধ মূর্ত্তি এবং রথের চতুষ্পার্শ্বে অনেক পাষাণ-ধাতু-রত্নময় মূর্ত্তিও থাকিত। আধুনিক প্রত্নপণ্ডিতগণ পুরীকে বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া অনুমান করেন। বিশেষতঃ এখানে জাতিভেদ ও অন্নবিচার-রাহিত্য তাঁহাদের মতের পোষকতা করে। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৩ সালের চৈত্রের "নারায়ণ" পত্রে "উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রভূতির পর সোম বংশ, গঙ্গ বংশ, গজপতি বংশ ও সর্ব্বশেষে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধও ছিল, হিন্দুও ছিল। কিন্তু

* ১৯০১ অব্দের সেন্সাস গণনায় ছয় সহস্রাধিক খৃষ্টান সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

† পুরীর মন্দির ও বিগ্রহ যে বৌদ্ধ নহে তাহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও বিপরীত প্রমান কিছুদিন হইল সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি।—জ্ঞা।

রাজা হিন্দু হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে ভেদ করিতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলিয়াই পরিচিত হইত। × × প্রতাপরুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যায় অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। বড় বড় বৌদ্ধগণ বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া থাকিতেন × × × তাঁহারা শূন্যপুরুষ মানিতেন। × × × তাঁহারা অলেখ শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। × × অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ও চৈতন্য দাস—ইঁহারাই এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান কবি। × × × রাজা × × × বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধ হয় বলরাম দাসকেও পলাইয়া যাইতে হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হইলে, বলরাম আবার ফিরিয়া আসিলেন —কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে আদর করিতেন। মঙ্গোলিয়ার উর্গা নগরের প্রধান লামা তারানাথ এই সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা জানিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চশত বৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমা ধর্ম্ম নামে এক নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, এই ধর্ম্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্ম্মেও অলেক পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই। ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মেও ভিক্ষা করিয়া লইতে হয়। এ ধর্ম্মের প্রধান গুরু ভীমভোই—ইহার পূরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিত দাস। ধেকানল রাজ্যে জুরন্দা গ্রামে ইহার জন্ম। × × × তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম 'কলি-ভাগবত'। × × বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয় পিটকের নিয়মের সহিত ভীমভোইর প্রবর্ত্তিত নিয়মের অনেক মিল আছে। × × ইহাদের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং উদ্ধারের জন্য বোধমহলের গোলসিংহা নামক স্থানে বাস করেন।" ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। পুরাবিদ্‌-গণের অনুসন্ধানের বিষয় এবং উপকরণ ওড়িষ্যায় বহুল বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইহার পার্ব্বত্যপ্রদেশের জুয়াং নামক আদিম জাতি। তাহারা

বলে তাহারাই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট মানব। অনেকে মনে করেন তাহারাই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা আদিম অধিবাসী। আজিও তাহারা তাহাদের আদিম অসভ্য অবস্থা পরিহার করিতে পারে নাই। ওড়িষ্যার খণ্ডজাতির সংখ্যা ৪৩০,০০০। তাহারা ওড়িষ্যার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশের ওড়িষ্যা সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য স্থানে বাস করে। খণ্ড অর্থে পাহাড়ী। খণ্ডরা দ্রাবিড় শাখার অন্তর্গত। দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া তাহারা একই স্থানে বাস করিতেছে। তাহাদের ভাষার নাম খণ্ড বা কু। ইহার সহিত সামান্ত তেলেগু ও কতক তামিল এবং কানাড়ীর মিল আছে। পূর্ব্বে ইহারাও বড় কম অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ ছিল না। অধুনা ইহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহারা সমতল ভূমির অধিবাসীদের শিশুগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বলি দিত এবং যাহাতে তাহারা পলাইতে বা বাধা দিতে না পারে তজ্জন্য পূর্ব্বেই তাহাদের হস্তপদ ভগ্ন করিয়া দিত। খণ্ড পুরোহিত প্রথমে তাহাদের দেহ হইতে কিছু মাংস কাটিয়া লইয়া ধরিত্রী দেবীকে নিবেদন করিয়া দিলে অন্যান্য উপাসকগণ তাহার হাড় হইতে মাংস কাটিয়া কাটিয়া লইয়া যাইত এবং আপনাপন কৃষিক্ষেত্র উর্ব্বর করিবার জন্য প্রোথিত করিত। এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। বসন্তের প্রাদুর্ভাব ইহাদিগের মধ্যে মাতাদেবীর পূজার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে।

ওড়িষ্যায় ১৯০১ সালে সেন্সসে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ইংরেজাধিকারে ৪১০৯৬ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে ৬৬৫৪৪ মোট ১০,৭৬৪০ জন নরনারী। দশ বৎসরের পরে অর্থাৎ ১৯১১ অব্দের সেন্সাস গণনায় জানা গিয়াছিল তথায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ১১৩,০০০। কিন্তু যে পরিমাণ বাঙ্গালী ওড়িষ্যা-প্রবাসী হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ওড়িষ্যাবাসী যে বঙ্গে বাস করে তাহা সেন্সাস রিপোর্ট দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রতি দশ বৎসরে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে বিহার-ওড়িষ্যা প্রদেশে ১,১৬,৯২২ জন বাঙ্গালী গিয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় ওড়িষ্যা হইতে ১২,২৭,৫৭৯ ওড়িয়া বঙ্গে আসিয়াছিল।

যে সকল বাঙ্গালী ওড়িষ্যায় আসিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিল তন্মধ্যে অনেকেই ওড়িয়া ভাষায় এবং অন্য অনেকে ওড়িয়া মিশ্রিত বাঙ্গলায়

কথা কহে। এই মিশ্র বাংলাকে ওড়িয়ারা 'কেরা' বলিয়া থাকে। এবং এই ভাষাভাষীরাও 'কেরা বাঙ্গালী' নামে অভিহিত হয়। এইরূপ ভাগলপুরে 'ছেকাছেকি' ভাষার প্রচলন আছে।

কথিত আছে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তোড়লমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্ত স্থায়ী করিবার জন্ম সম্রাট অকবর কটক, ভদ্রক ও জলেশ্বর সরকারের সদর কানুনগো এবং প্রত্যেক পরগণার গোমস্তাপদে বাঙ্গালী কায়স্থগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ওড়িষ্যাবাসী কায়স্থগণ তাঁহাদেরই বংশধর। তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র ওড়িষ্যায় ৯০০০ সহস্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।* মোগল যুগের পূর্ব্বেও অনেক বাঙ্গালী ওড়িষ্যার উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে অবস্থিত ছিলেন। সর্ব্বাধিকারী বংশীয় পুরন্দর বসু তোগলক বাদশাদিগের সময় ওড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বহু বাঙ্গালী তথায় প্রবাসী, পরে স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ জানকীনাথ যখন বিহারের সুবাদার ছিলেন, ওড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা তখন ছিলেন তাঁহার পুত্র সুবাদার দুর্লভরায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৮০৩ খৃঃ) ইংরেজ কর্ত্তৃক ওড়িষ্যা অধিকারের বৎসরে যখন কর্ণেল হারকোর্ট ওড়িষ্যায় রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে ছিলেন তখন কটকের নরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় নামক জনৈক বাঙ্গালী তাঁহাকে ওড়িষ্যার সমুদয় জমিদারী ও তাহাদের রাজস্বের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।† ইংরেজ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বন্দোবস্ত সেই তালিকা অবলম্বনেই সমাধা হইয়াছিল। গড়জাত মহল বা করদ রাজ্য-সমূহ বাদ দিলে ওড়িষ্যায় এক-তৃতীয়াংশ ভাগ প্রবাসী বাঙ্গালীগণের দ্বারা এবং কতিপয় বাঙ্গালী জমিদারকর্ত্তৃক অধিকৃত। ওড়িষ্যায় এমন এমন গ্রাম আছে যেখানে উপনিবেশিক বাঙ্গালীগণ স্বীয় মাতৃভাষা ও জাতীয় রীতিনীতি বজায় রাখিয়াছেন। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তজ্জন্য প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন—

"There are villages in Orissa where the Bengali colonists settled (some of them came to Orissa before the British

* Sterling's History of Orissa Ap. p. 16, Para, 13.

† Vide Maddox, Vol. 1. P. 160.

advent in 1803) which all know as Bengali villages and where they have retained Bangalee as their mother tongue."—Presidential address by Rai Purnendu Narayan Singha Bahadur at the Bengali Settler's Association, Behar and Orissa.

ভারতবর্ষে যে সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী আছে ওড়িষ্যায় বঙ্গোপসাগর তীরবর্ত্তী পুরীধাম তাহার অন্যতম। এই পুরীর অপর নাম শ্রীক্ষেত্র বা জগন্নাথক্ষেত্র। স্বয়ং পুরুষোত্তম নারায়ণ এই পুরীতে অবস্থান করেন বলিয়া এই ক্ষেত্র এবং তাহারই মাহাত্ম্যে সমগ্র উৎকল পুরুষোত্তমক্ষেত্র নামেও অভিহিত হয়। বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে—"পুরুষোত্তমাৎ পরং ক্ষেত্রং নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে। ভূস্বর্গমিতি বিখ্যাতং দেবানামপি দুর্লভং॥" মহাভারতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নাম নাই, কিন্তু সম্রাট যুধিষ্ঠির হইতে রাজা রামচন্দ্রদেব (১৭৩৪—১৭৮১ শক) পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদিগের তালিকা মাদলা পঞ্জীতে পাওয়া যায়। পুরীর মন্দির ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রথমে অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক স্থাপিত হইবার কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। তিনি জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে সত্যযুগের রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মহাভারতে স্মৃতি ও পুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা কোথায় তাহার নির্ণয় নাই।

ওড়িষ্যার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অনেক আছে। তন্মধ্যে পুরী সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ২০ ফুট উচ্চ একটি বালুকাময় পাহাড়ের নাম নীলভূধর। শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র নীলগিরি* নামক পার্ব্বত্য ভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া জগন্নাথক্ষেত্রের অন্য নাম 'নীলাচল'। ইহা বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে মহানদী। উক্ত নীলভূধরের উপর ২০ ফুট উচ্চ ভুবন-বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। শ্রীক্ষেত্র প্রথমে নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত ছিল এবং স্বয়ং নারায়ণ নীলমাধব যে নীলভূধরের চূড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, সত্যযুগে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ তাহার সন্ধান জানিতেন না। মধ্যভারতের অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বহু তপস্যার ফলে তাহা অবগত হইয়া ৺জগন্নাথ দেবকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই প্রবাদ। যাহা হউক,

* ইহা Nilgiri Hills নহে। সে নীলগিরি পর্ব্বতমালা মৈসুরের দক্ষিণে অবস্থিত।

পুরীর প্রসিদ্ধির বহু পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কেশরী বংশীয় রাজা যযাতি হইতে ষষ্ঠ ভূপতি ললাটেন্দু কেশরী ৫৮৮ শক অর্থাৎ ৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের সহিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের আকারগত সাদৃশ্য আছে। বিস্তারেও প্রায় তাহার অনুরূপ এবং তাহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। এখানেও অশ্লীল মূর্ত্তির অভাব নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রাচীনত্বে, শিল্পচাতুর্য্যে ও ললিতকলায় ভুবনেশ্বরের মন্দির অধিক প্রশংসিত হইয়া থাকে।

যাঁহার পদ্ধতিমতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে দশকর্ম্ম ক্রিয়া আজিও চলিতেছে, স্মৃতি, তন্ত্র, গণিত, জ্যোতিষাদি বিবিধ-শাস্ত্র-পারদর্শী 'বালবলভী ভুজঙ্গ' উপাধিক স্বনামপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় ভবদেব ভট্ট এখানে স্বকীয় কীর্ত্তি এবং জাতীয় গৌরব অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। রাঢ়দেশের জলাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত জলাশয় সমূহ যেমন তাঁহার পরদুঃখকাতর উদার হৃদয়ের পরিচায়ক, ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির এবং তৎসন্নিহিত বিন্দু সরোবর ও তাঁহার অমর কীর্ত্তি।

ওড়িষ্যার দক্ষিণ-সীমাবর্ত্তী মহেন্দ্র-পর্ব্বত-নিকটস্থ উৎকলের কোনও এক অংশে গোকর্ণেশ্বরের ঔরসে ও গঙ্গাদেবীর গর্ভে চৌড়গঙ্গ নামক জনৈক প্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া কেশরীবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং ৯৩১ শকাব্দ হইতে ওড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হন। তিনি ত্রিকলিঙ্গ জয় করিয়া গৌড় বঙ্গ এবং অঙ্গদেশের রাজগণকে কর দিতে বাধ্য করেন। এই গঙ্গা-বংশীয় ৬ষ্ঠ পুরুষ অনঙ্গভীমদেব পরম বিষ্ণুভক্ত ও প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণানদী হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর হইতে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ স্বীয় শাসনাধীন করিয়াছিলেন এবং কর্ণাট বা কাঞ্চীদেশাদিকেও করদ করিয়াছিলেন। রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়েই জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইতিপূর্ব্বে মন্দির নীলভূধরের বালুকায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি সন্ধান পাইয়া বালুকা খনন করিয়া পুরাতন মন্দির বাহির করেন এবং বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দির ভূমিসাৎ করা হইয়াছে এবং পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সংস্কার ১৫০৪-১৫০৩২ খৃষ্টাব্দমধ্যে

রাজা প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক এবং শেষ সংস্কার মহারাষ্ট্রদিগের দ্বারা সাধিত হয়। মুসলমান আক্রমণে ইহা যতবার ভগ্ন হয় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজার সাহায্যে ততবারই মন্দিরের সংস্কার করা হয়। তাহার ফলে মন্দির যথাস্থানে রক্ষিত হইলেও তাহার প্রাচীন শিল্প রক্ষিত হয় নাই। এই মন্দির গাত্রে যে সকল অশ্লীল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে তাহা চিররহস্যময়। এই মন্দির এবং জগন্নাথ-দেবের মূর্ত্তি শাস্ত্রার্থদর্শী দার্শনিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ও ভক্তগণের স্ব স্ব অনুভূতি, চিন্তা এবং কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা এ পর্য্যন্ত সেই নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আজিও গুহাগত থাকিয়া ইহাও লৌকিক ধর্ম্ম-জগতের চিরবিস্ময়কর হইয়া আছে। বৈদান্তিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ওঁ মূর্ত্তি নিরাকার ব্রহ্মের পূর্ণ বিরাট মূর্ত্তির পরিচায়ক করচরণ বিহীন হইয়াছেন। ওঁকার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিমূর্ত্তির সংগঠন হইয়াছে। ইহা দ্বারা উপনিষদের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরমাত্মা, আত্মা বা জীবন এবং মায়া অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যাভাস ও প্রকৃতির চিত্র মহর্ষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন।" ভক্ত সাধকের ব্যাখ্যা অনুরূপ—"একদা দ্বারকার অন্তঃপুরে দেবীগণ রাসলীলা শ্রবণপিপাসু হইয়া রোহিনী দেবীর শরণাগত হন। কারণ তিনিই তাহা আদ্যোপান্ত অবগত ছিলেন। দেবী সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেই মধুর লীলা বর্ণন আরম্ভ করেন এবং তথায় পুরুষের আগমন না হয় এজন্য সুভদ্রা দেবী দ্বার রক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু রাসলীলা বর্ণনা ত দূরের কথা তাহা চিন্তা বা মনন মাত্রেই তথায় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাঁহারাও অচিরে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারে সুভদ্রাকে দেখিয়া তাঁহারই দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাসলীলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রমণীমণ্ডলী ভগবানের অলৌকিক লীলা শুনিতে শুনিতে এমনই তন্ময় হইয়া গেলেন যে, তাঁহাদের আগমন কেহই জানিতে পারিলেন না। ক্রমে স্বয়ং কৃষ্ণ বলরামও এমন তন্ময় হইলেন যে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান ত লুপ্ত হইলই, অবশেষে আপনাতে আপনারাই মগ্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সঙ্কুচিত হইতে হইতে * জগন্নাথ-

* এইরূপ তন্ময়তা গৌরাঙ্গদেবেও লোকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কখন সঙ্কুচিত হইত কখন শিথিল হইয়া অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ হইত। "স্বরূপ কহে শুন হয় প্রেমের

দেবের বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইল। সুদর্শন চক্রও বিগলিত হইয়া পার্শ্বে দণ্ডাকারে পরিণত হইল। এমন সময় নারদ ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোথাও হরিবাণী হইলেই তাঁহার টনক নড়ে। তিনি ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-পুলকিতচিত্তে বলিলেন, ঠাকুর এ আবার কি ব্যাপার। এরূপ ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ আপনার এই মূর্ত্তিরও প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্তবৎসল নারায়ণ নারদের কথায় সম্মত হইলেন। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মূর্ত্তিই ভগবানের সেই অবস্থার প্রতিকৃতি।"

পুরী এবং ভুবনেশ্বর মন্দিরের ন্যায় স্থাপত্যশিল্পের গৌরবস্বরূপ জগদ্বিখ্যাত আর একটি মন্দির ওড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা গঙ্গা বংশীয় সপ্তম রাজা নরসিংহদেবের প্রধান কীর্ত্তিস্বরূপ শিবাই সামন্ত রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত পুরাণ-প্রসিদ্ধ কোণার্কের মন্দির। প্রাচীন উৎকলের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের দিন গত হইলেও বর্ত্তমান ওড়িষ্যার পুরী ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের মন্দিরত্রয় তাহার পূর্ব্ব গৌরবের প্রমাণ নিদর্শন রক্ষা করিতেছে। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরই সমগ্র ওড়িষ্যাদেশকে চিরউৎসবময় করিয়া রাখিয়াছে। এবং ইহারই উপর আক্রমণকারীদিগের আক্রোশ উপর্য্যুপরি পতিত হইয়াছে।

১৫০৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র দেব সিংহাসনাধিরোহণ করেন। তিনিই ওড়িষ্যার শেষ প্রতাপান্বিত স্বাধীন হিন্দু রাজা। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত দেশ বিস্তারার্থ অস্ত্রচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে মুসলমান আক্রমণের সূত্রপাত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ইস্মাইল গাজী ওড়িষ্যায় স্বীয় অধিকার স্থাপন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বিতাড়িত হন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপ সোলেমান কিরাণী ওড়িষ্যা আক্রমণের জন্য তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়কে প্রেরণ করেন। এই দেবমূর্ত্তিচূর্ণকারী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সন্তানের নাম ছিল রাজেন্দ্র কিন্তু পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করায় কালযবন বা কালা-পাহাড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী এবং দক্ষিণে ওড়িষ্যার মধ্যে হিন্দুর দেবমন্দির ও বিগ্রহ মূর্ত্তি কালাপাহাড়ের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। কালাপাহাড় ওড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া রাজা মুকুন্দদেবকে পরাস্ত

বিকার ; অস্থিসন্ধি ছাড়ে, হয় অতি দীর্ঘাকার'।" "তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ;" "সপ্তদশে গবী মধ্যে প্রভুর পতন, কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম।"—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (অন্ত্যলীলা)।

করেন। মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় ১৫৬৭ অব্দে ওড়িষ্যা অধিকার করিয়া জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তি জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করেন এবং ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরমধ্যস্থ দেবদেবীর সমুদয় মূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। পাণ্ডারা দগ্ধ মূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করিয়া তাহা নূতন মূর্ত্তির মধ্যে স্থাপন করিয়া জগন্নাথ দেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবর তাঁহার সেনাপতি মুনিম খাঁকে ওড়িষ্যা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন কিন্তু মোগলবাহিনী সে বার ওড়িষ্যা জয়ে সমর্থ হয় নাই। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তোড়লমল্ল এখানে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে আসেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গলা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়া বর্ষাকালে বর্দ্ধমানের দক্ষিণ পশ্চিমে গড়মান্দারণ নামক দুর্গে অবস্থান করেন। সেই সময় ওড়িষ্যা বিজয়াশায় তিনি ধরপুরে কুতলু খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এবারও মোগল পক্ষ পরাজয় স্বীকার করেন। কুতলু খাঁ বিষ্ণুপুর অধিকার করেন এবং মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বন্দী হন।* ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ কুতলু খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ঈশা খাঁ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তাহাতে জগৎসিংহ মুক্ত হন এবং পুরী অকবরের অধিকারভুক্ত হয়। মানসিংহ সুবে বাঙ্গালা, বিহার ওড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ওড়িষ্যা স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলা বঙ্গ আক্রমণ করিবার কালে ওড়িষ্যা জয় করেন। তদবধি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওড়িষ্যা মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে থাকে। এবং পুরীর মন্দির ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কটকের দুর্গ এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাণিজ্য-প্রধান স্থানগুলি এবং সম্বলপুর অধিকার করেন তখন ওড়িষ্যা বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত ও এক শাসনাধীন হয়। তৎপূর্ব্বে ১৭৩৩ সালে মিষ্টার কার্টরাইট মসলীপট্টন হইতে ওড়িষ্যায় আগমন করিয়া এই দেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করেন।

বালেশ্বর, কটক, পুরী, আন্দুল এবং সম্বলপুর ব্রিটিশশাসিত এই চারিটি

* এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" রচিত হয়।

জেলা ব্যতীত ওড়িষ্যার সমস্ত ভূভাগ দেশীয় রাজাদিগের দ্বারা অধিকৃত। দেশীয় রাজ্যগুলি গড়জাতমহল বা করদ রাজ্য বলিয়া অভিহিত। দেশীয় রাজাদিগের সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এরূপ চুক্তি আছে যে ওড়িষ্যার আদিম জাতি খণ্ডদিগের উপর কোন কর ধার্য্য করা হইবে না। কিন্তু তাহাদের শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী থাকিবেন। করদ রাজগণ রীতিমত কর দিবেন কিন্তু তাহা বৃদ্ধি হইবে না। কটক পুরী ও বালেশ্বর গবর্ণমেণ্ট খাসমহলে রাখিয়া তাহার উপসত্ব ভোগ করিবেন।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বিহার ও ছোট নাগপুরের সহিত ওড়িষ্যাকেও বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহার-ওড়িষ্যা নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের সৃষ্টি করিয়াছেন। ওড়িষ্যা এক্ষণে উক্ত প্রদেশের একটি বিভাগ। ইহা ছোটনাগপুরের দক্ষিণে মেদিনীপুর ও বঙ্গোপাসাগরের পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বে ও মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত।

ওড়িষ্যা প্রাচীন কালে সময়ে সময়ে গৌড় ও মগধের শাসনাধীন, বহুদিন বঙ্গের সহিত এক শাসনতন্ত্রের অধীন, এবং প্রাকৃতিক সংস্থানে বাঙ্গালা দেশের সহিত মিলিত থাকায় অতি প্রাচীন কাল হইতে ওড়িয়াদের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গের হিজলী, কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চলেই বাঙ্গালীর মধ্যে ওড়িয়া প্রভাব এবং ওড়িষ্যার উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলস্থ স্থান সমূহে ওড়িয়াদের মধ্যে বঙ্গীয় প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এক সময় সমগ্র মেদিনীপুর জেলাই ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। সম্বলপুর এইরূপ ওড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। এক্ষণে উহা পুনরায় ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা উভয় প্রদেশের সীমাতে অবস্থিত থাকায় উভয় দেশের প্রভাবই ইহার উপর পতিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেই অধিবাসীদের আকৃতি ও ভাষার পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ওড়িষ্যার ভাষার নাম ওড়িয়া। কিন্তু তাহা বাঙ্গালারই রূপান্তর মাত্র। অক্ষরগুলি বঙ্গাক্ষরেরই অনুরূপ; কেবল তালপত্রে লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রথা হেতু তালপত্রাকৃতিও গোল ছাঁদের। ধর্ম্মে, আচারে সংস্কারে ও অন্যান্য বহু বিষয়ে বাঙ্গালীর সহিত ওড়িয়ার যেরূপ মিল দেখা যায়, ভারতের অন্য জাতির সহিত

এমন কি ওড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী আর কোন জাতির সহিত তদ্রূপ নহে। ওড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয়গণ যে বাঙ্গালীরই বংশধর ঐতিহাসিকগণ তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। আর্য্য পূর্ব্বযুগে বাঙ্গালী ও ওড়িয়াদের মধ্যে কিরূপ আদান প্রদান ছিল বৌদ্ধ যুগে ওড়িষ্যার কোন্ কোন্ স্থানে বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু এই পৌরাণিক তীর্থ ভূমিতে ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীদের গতিবিধি বহুদিন হইতে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে বালেশ্বর একটি প্রধান বন্দর ছিল। এজন্য বাঙ্গালায় বালেশ্বরের নামই ছিল 'বন্দর'। ইহা বাঙ্গালায় এবং ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর তমলুকের অনতিদূরবর্ত্তী। ওড়িষ্যা সাগরকূলবর্ত্তী ও বাণিজ্যপ্রধান দেশ বলিয়া এখানে পূর্ব্বে মুদ্রার পরিবর্ত্তে কড়ি ও মুক্তার প্রচলন ছিল। এই প্রথা বাঙ্গালায়ও বর্ত্তমান ছিল এবং এই উভয় দেশের মধ্যে তাহার বিনিময় এবং বাণিজ্য-সম্বন্ধ চলিত। যাহা হউক অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্ম লাভার্থে, বাণিজ্যব্যপদেশে, সামাজিক ও রাষ্টীয় কারণে এবং শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারার্থ বাঙ্গালী ওড়িষ্যাবাসী হইয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই স্মার্ত্ত ভবদেব ভট্টের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরে তাঁহার কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বীরভূম কেন্দুলীনিবাসী এবং গৌড়াধীপ লক্ষ্মণ সেনের সভার রাজ-কবি গীতাগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী উৎকল রাজের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। নাভাজী লিখিত ভক্তমালে কিন্তু লিখিত আছে, তিনি যৌবনে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন।

কলিকাতার বিখ্যাত সর্ব্বাধিকারী বংশের পূর্ব্ব পুরুষ স্বর্গীয় সুরেশ্বর সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওড়িষ্যার দেওয়ান বা গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি এরূপ দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত ওড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন যে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেণীর বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ের অধিকারী এই অর্থে তাঁহাকে সর্ব্বাধিকারী এই উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সেই উপাধি বংশগত করিয়া দেন। বাদশা তাঁহার এই উচ্চ সম্মান রক্ষা

করিবার উপযোগী রাজোচিত জায়গীর দান করেন। ওড়িষ্যার অন্তর্গত রঘুনাথপুরের সেই প্রসিদ্ধ জমীদারীর বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় দুই লক্ষ টাকা। তখনকার দুই লক্ষ টাকা এখন কত হয় অভিজ্ঞগণ অবগত আছেন। সুরেশ্বর সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের শাসনকালেই জগন্নাথদেবের জগদ্বিখ্যাত মন্দিরের চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয় এবং পূজার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য বিবিধ উন্নতি সাধিত হয়। পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার এবং দেবদর্শন করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সেই অবধারিত সময় লঙ্ঘন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহশয়ের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনার্থই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করিতে এবং তাঁহার মস্তকে একজন ছত্র ধরিয়া যাইতেও দেওয়া হইত। ইহাও তাঁহার বংশগত অধিকার। উত্তর কালে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার সদর স্থানান্তারিত করিয়া স্বীয় জমীদারী রঘুনাথপুরেই স্থাপন করেন। রঘুনাথপুরে সুরেশ্বর সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বংশধরগণ বহুকাল ধরিয়া আপনাদের সম্মান প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। সুরেশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানেশ্বর প্রায় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের উজীরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন। এই বংশেই ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী আর তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ পুত্রদ্বয় মাননীয় দেবপ্রসাদ এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর জন্ম।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানের উৎপীড়নে নদীয়ার মহেশ্বর বিশারদ কাশীপ্রবাসী হন এবং তাঁহার পুত্র বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক ও চৈতন্য-দেবের ন্যায়শিক্ষক গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌম উৎকলবাসী হন। সার্ব্বভৌম মহেশ্বরের সহোদর রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি এবং তাঁহার খুল্লতাত ধনঞ্জয় মিশ্র গৌড় দেশেই থাকিয়া যান। বঙ্গদেশবাসী ধনঞ্জয় মিশ্রের বংশধরগণ হরিহর ভট্টাচার্য্য, গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও বিদ্যাবাচস্পতি বংশ শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ তর্ক পঞ্চানন প্রভৃতি বঙ্গীয় নামে পরিচিত হন, কিন্তু ওড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী সার্ব্বভৌম বংশে জলেশ্বর বাহিনীপতি, ভগীরথ মহাপাত্র, রঘুনাথ মহাপাত্র, রাঘব মহাপাত্র প্রভৃতি ওড়িয়া নামের উদ্ভব হয়। সার্ব্বভৌম মহাশয় পুরী-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পুরীতে অবস্থান কালে তিনি সার্ব্বভৌম

ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। পুরীধামে ইঁহার অশেষ সম্মান এবং পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ছিল। ইনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার বিচার হয়। কথিত আছে ভাগবত শুনাইবার কালে সার্ব্বভৌম মহাশয় একটি শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করিলে চৈতন্যদেব তখনি তাহার অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে চমৎকৃত করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দ্বৈতবাদী পরম বৈষ্ণব হন। পুরীর গঙ্গামঠ সার্ব্বভৌম মহাশয়েরই ভবন।

রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে জননীর অনুরোধে নীলাচলবাসের জন্য শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র যাজপুরনিবাসী ছিলেন। কোন কারণে উৎকল রাজের বিরাগ ভাজন হওয়ায় তিনি যাজপুর ত্যাগ করিয় শ্রীহট্টে গিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিদ্যানুরাগী জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে আসিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করিলেও তাঁহার পৌত্র পুনরায় উৎকলবাসী হন। গৌরাঙ্গদেব আঠার বৎসর নীলাচল বাস করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে এখানেই অপ্রকট হন। তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্য ও ভক্তগণের অনেকে তাঁহার সহিত নীলাচলবাসী হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েক জনের উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার নিত্যসঙ্গী অবধূত নিত্যানন্দদেব প্রথমে শ্রীক্ষেত্র-বাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গৌড়ে আসিয়া দ্বার পরিগ্রহ করেন এবং সংসারী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদর্শ হন। কাঁচড়া-পাড়ানিবাসী শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত পরমানন্দ দাস ৭ বৎসর বয়সে পিতার সহিত পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবকে দর্শন করেন। গোস্বামী রঘুনাথদাস ও বাঙ্গালী মুসলমান পরম বৈষ্ণব হরিদাস এখানে বাস করিয়াছিলেন। ভক্ত চূড়ামণি যবন হরিদাস বৈষ্ণবগণ পরিবৃত হইয়া নীলাচলেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ সপ্তগ্রামের ধনীর সন্তান। বিশ বৎসর বয়সে ১৪৩৯ শকে ১২ লক্ষ টাকার পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকার, রূপ-যৌবন-সম্পন্না পত্নী এবং সাংসারিক সকল সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হন এবং দীর্ঘকাল এখানে বাস করিয়া তাঁহার আরাধ্যের তিরোভাবের পর বৃন্দাবনবাসী হন। তিনি

প্রধান ছয়জন গোস্বামীর অন্যতম। স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য। উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ভবানন্দ রায়ের পুত্র রায় রামানন্দ বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল বাসের যে ছয় বৎসর তীর্থ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন তন্মধ্যে এক বৎসর আটমাস ছাব্বিশ দিন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরস্থ বন প্রদেশে রায় রামানন্দের সহিত প্রথম মিলন হয় এবং তিনি পুরী প্রত্যাগমন করিলে রায় রামানন্দ তাঁহার অতুল বিভব ত্যাগ করিয়া নীলাচলবাসী হন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে তাহার তিরোভাব হয়। এই বৎসর পরম বৈষ্ণব শ্যামানন্দের পিতা উৎকলবাসী হন। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। তাঁহার পত্নীর নাম দুরিকা। তাঁহাদের সন্তানগণ অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া উৎকলে আসিয়া বাস করেন। উৎকলের দণ্ডকেশ্বরে ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে এই বৎসরই তাঁহাদের এক পুত্রের জন্ম হয়। পিতামাতা এই পুত্রের নাম রাখিয়া ছিলেন দুঃখী। পরে গুরু তাঁহার নাম দেন কৃষ্ণদাস। বৃন্দাবন বাসকালে তাঁহার নাম হয় শ্যামানন্দ। কৃষ্ণদাস অল্প বয়সেই বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং কৃষ্ণভক্ত হন। কথিত আছে, তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং গুরুর আদেশে বৃন্দাবনে আসিয়া জীব গোস্বামীর শরণাপন্ন হন। দুঃখী কৃষ্ণদাস, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। হরি-ভক্তি এবং পাণ্ডিত্যে তিন জনেরই প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। দুঃখী কৃষ্ণদাস অদ্বৈত তত্ত্ব, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহপাঠীদ্বয় সহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শেষ জীবন নৃসিংহপুর নামক স্থানে থাকিয়া উৎকলখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে অতিবাহিত করেন। এইরূপে নরহরি, বাসুদেব দত্ত; মুরারি গুপ্ত, বুদ্ধিমন্তখান, শ্রীমান সেন, রামচন্দ্র পুরী গোপীনাথ আচার্য্য, রাম ভট্টাচার্য্য, শ্রীকান্ত সেন, প্রভৃতি অনেকের নাম চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা খণ্ডে এবং গৌরাঙ্গ লীলা বর্ণনাত্মক অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়;—

"বৃন্দাবন হইতে প্রভু নীলাচলে আইলা ;
স্বরূপ গোঁসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা।
শুনি শচী আনন্দিতা ; সব ভক্তগণ
সবে মিলে নীলাচল করিল গমন।
কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী ;
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিয়া সবে আসি।

* * *

রূপ গোসাঞি প্রভু পাশ করিলা গমন ;

* * *

উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম ;
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম।

* * *

গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ ;
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন।

* * *

গৌড় দেশের ভক্তগণ প্রত্যহ আসিয়া
পুনঃ গৌড় দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া।
আর নানা দেশের লোক আসি জগন্নাথ ;
চৈতন্য চরণ দেখি হইল কৃতার্থ।
সপ্ত দ্বীপের লোক আর নবখণ্ড বাসী ;
দেব গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্য বেশে আসি।
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া ;
কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা।

* * *

নীলাচল হইতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ;
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা।

* * *

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর ;
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ;
পুরী, ভারতী, স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর ;
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ জগদানন্দ, শঙ্কর ;
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ ;
সভাসনে সনাতনের করাইল মিলন।

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যলীলা)।

চৈতন্যদেব স্বীয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হরিনাম ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে থাকিলে ওড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু মহাপ্রভু বিষয়ীর সংসর্গে যাইতে অস্বীকার করিলে রাজা স্বয়ং পথিমধ্যে তাঁহাকে দর্শন করেন এবং তাঁহার ভক্তিভাবে বিমোহিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করেন। রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরে সংসারে বীতস্পৃহ হন এবং ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন। রাজা প্রতাপরুদ্রের যত্নাতিশয়ে উৎকলে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়। এখানে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মত অপেক্ষা তাঁহার মতই প্রবল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ধর্ম্মের প্রবল স্রোত শুধু যে বঙ্গদেশেই প্লাবন আনিয়াছিল, শুধুই যে 'শান্তিপুর ডুবুডুবু' হইয়াছিল আর 'নদীয়া ভাসিয়া' গিয়াছিল তাহাই নয়, উত্তরে বৃন্দাবনের এবং দক্ষিণে নীলাচলেরও সেই দশা হইয়াছিল ; তাহার তরঙ্গ পূর্ব্বে আসাম ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেমন পৌছিয়াছিল, নীলাচল হইতে সে তরঙ্গ তেমনি সমগ্র উৎকলকে প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। ফলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বাঙ্গালী এবং ওড়িয়ার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল।* শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বঙ্গে আমরা কেহ পূর্ণাবতার, কেহ

* "Orissa to a very large measure indebted to Bengal. They are indebted to the religions of Bhakti Preached by Chaitanya for the religious trend of life of its people."—Presidential Address by Rai Purnendu Narayan Sinha Bahadur at the Bengal Settlers' Association, Behar and Orissa,

অংশাবতার কেহ ভগবদ্ভক্ত আর সকলেই তাঁহাকে শচী মাতার অঞ্চলের নিধি, নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত বলিয়াই জানি কিন্তু ওড়িয়ারা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়াই জানেন এবং সমগ্র উৎকল তাঁহার চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী প্রদানে তৃপ্ত হন। একথা পূতশীলা ব্রহ্মচারিণী ভগিনী নিবেদিতাই বলিয়া গিয়াছেন,—"as for chaitanya, he spent the next twentysix (24?) years of his life, first in wandering, then at Brindaban, and then in the temple of Puri. He lived there for eighteen years and there is not a village in Orissa where he is not worshipped. We of Bengal know him as a poor Brahman, we have his Pedigree, and can tell you of his family. But they in Orissa know him as God."—Studies from an Eastern Home, pp. 89 90.

এই সময় হইতে অল্পদিনের মধ্যে পুরীর স্থানে স্থানে গৌড়ীয় মঠসমূহ স্থাপিত হয় এবং অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব বাঙ্গালীর নীলাচলবাস আরম্ভ হয়। পুরীতে গৌড়ীয় এবং রামানুজাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ৭৫২টি মঠ এক্ষণে বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে স্বর্গদ্বার নামক পল্লীতে শাঙ্কর বা গোবর্দ্ধন মঠ, রামানুজ মঠ, রামানন্দ মঠ, গুরু নানক ছাত্ত বা কাউলী মঠ, কবীর মঠ, মুলুক দাস মঠ, বিদুর মঠ এবং গৌরাঙ্গদেব প্রতিষ্ঠিত "রাধাকান্ত মঠ" প্রধান। মহাপ্রভুর গুধড়ী" বলিয়া আর একটি স্থান তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহা ছাড়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অন্তঃ প্রাঙ্গন মধ্যে পূর্ব্ব-উত্তর দিকে একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ যুগলের চিহ্ন রক্ষিত হইতেছে, কথিত আছে জগন্নাথদেবের জগমোহনে যে গরুড় স্তম্ভ আছে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া চৈতন্যদেব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে ভাবে বিগলিত হন। তখন পাথরের উপর তাঁহার পাদপদ্মের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায়। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে জনতা হইলে ঐ পদচিহ্নের উপর দিয়া লোক চলাচল হইত। পুণ্য চরিত পুরীর বড় বাবাজী অর্থাৎ পূজ্যপাদ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয় পুরীর রাজাকে বলিয়া উক্ত চরণ-চিহ্নিত প্রস্তরখানি উঠাইয়া পুরীর মন্দিরের উত্তর দরজায় ছোট একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে উহা স্থাপন করেন। পুরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য

বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত মঠ 'গঙ্গামাতা মঠ' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে প্রতিষ্ঠাতৃ গঙ্গাদাসী নবদ্বীপনিবাসিনী ছিলেন। তিনি পুরীতে আসিয়া সাধন ভজন করিতে থাকেন এবং চাউল ভিক্ষা করিয়া তাহাতে রুটী গড়িয়া জগন্নাথ দেবকে নিবেদন করিয়া আহার করেন। একদা এক ব্রাহ্মণ অন্ন প্রার্থনা করিলে তিনি সেই রুটী তাঁহাকে দিবার সময় একখানি পড়িয়া যায়, গঙ্গা তিনখানি রুটী ব্রাহ্মণকে দেন। সেই অপরাধে পুরীরাজ গঙ্গাদাসীকে ১৮ নালার পার করিয়া দেন। বৃদ্ধা এক কুম্ভকারের গৃহে লুকাইয়া থাকেন! রাজা রামচন্দ্র দেব স্বপ্নে ভয় পান এবং 'গঙ্গামাতার শিষ্য হও' এই দেবাদেশ পাইয়া গঙ্গা মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পুরীর যত পাণ্ডা ও দক্ষিণের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার প্রথম চেলা। গঙ্গামাতা তাঁহার পোষ্যপুত্রকে মঠাধিকার দিয়া যান। শ্বেত গঙ্গার দক্ষিণ ঘাটের উপর গঙ্গামাতার মঠ অবস্থিত। গঙ্গামাতার পাকা সমাধি এখানে বিদ্যমান আছে। অক্ষয় বট ও সমুদ্রতট মধ্যে যে সরোবর আছে, তাহারই নাম শ্বেত গঙ্গা। ইহা সরোবর সন্নিহিত শ্বেত মাধবের নামানুসারে অভিহিত।

বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ আর একটি আধুনিক মঠ পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দন সরোবরের উত্তর তীরে অবস্থিত 'গোস্বামী' বা 'জটিয়া বাবাজীর মঠ'। পুরীতে জটাধারী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নাম সাধারণের ভাষায় 'জট্যা বাবাজী'। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর অদ্বৈত বংশে নদীয়া দহকুল গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামী, জননী স্বর্ণময়ী দেবী। পিতা পরম পণ্ডিত ও ধর্ম্মাত্মা, মাতা ভক্তিমতী দয়াবতী ও বিবিধ গুণে গুণান্বিতা। বালক বিজয় কৃষ্ণ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি প্রভাবে এক বৎসরেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়া সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অলঙ্কার অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং পরে বেদান্তে মনোনিবেশ করেন। সত্য বলিয়া তাঁহার যাহা ধারণা হইত তিনি তাহা হইতে একপদও বিচ্যুত হইতেন না। কপটতা তাঁহাতে স্থান পাইত না। জাতিভেদ না মানিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন। কিন্তু জননীর ক্লেশ দেখিয়া তাহা পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ "যোগ সাধনায়" লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম সত্য, কিন্তু কেন জানি না, এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, অনেক সময়ই তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইতে হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

বাগআঁচড়া গ্রামে একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয়, এবং তাহাতে দেখি যে, জীবনের প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এতকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াও আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে, ব্রহ্মলাভ ও দিন-যামিনী তৎসহ বাস ব্যতীত ইহার আর কোনও উপায় নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ঔষধি নাই। তখন নানাস্থানে ঔষধির অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম। নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম, অঘোরপন্থীর কাছে গেলাম। তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিকদিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকীর এবং বৌদ্ধ যোগী, সকলের নিকটই গেলাম—কিন্তু কোথাও প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা-নামক পর্ব্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।"

গোস্বামীজী সাধন পাইবার পর গয়া হইতে ঢাকায় আসিয়া কিছু দিন ব্রাহ্ম সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহার তৎকালীন উপদেশ ও কার্য্য নিয়মবিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়ায় তাহার প্রতিবাদ হয় এবং তিনি সমাজ ত্যাগ

করিয়া গেণ্ডারিয়া-নামক স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে তিনি এক বৎসরের জন্য বৃন্দাবনে বাস করেন। এখানে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি গেণ্ডারিয়াতে ফিরিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ১৮১৫ শকে তিনি প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গমন করেন, তথায় বড় বড় সাধু কর্ত্তৃক তিনি মহাপুরুষ বলিয়া গৃহীত হন। কুম্ভমেলার সময় হইতে তিনি রাত্রিতে আর শয়ন করিতেন না। আহার শৌচাদি নিত্যকর্ম্মগুলি অভ্যাসমত যথাসময়ে নির্ব্বাহ করিয়া অহোরাত্র একাসনে বসিয়া কেবল ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ১৮১০ শকের শেষভাগে তিনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করেন। তিনি সম্বলহীন হইয়াও পুরীতে দানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করেন। এই দানব্রত উদ্‌যাপিত হইলে ১৮২১ শকে ৫৮ বৎসর বয়সে এখানেই দেহরক্ষা করেন। তাঁহার দেহ যথারীতি ভস্মীভূত করিয়া নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরে মৃত্তিকার ৬।৭ হাত নিম্নে ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সমাধিস্থ করা হয়। পরে সেই সমাধির উপর এক মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরসংলগ্ন বিস্তীর্ণ উদ্যান এবং গৃহাবলী 'গোস্বামী মঠ' নামে পরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মঠের সেবাইত বা ম্যানেজার দেখিয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক জীবন-কাহিনী, তাঁহার ভারত-ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং অমূল্য উপদেশাবলী তাঁহার কোন কোন ভক্ত শিষ্যদ্বারা বিস্তৃত ভাবে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরীতে বাঙ্গালীদের অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে পুঁটিয়ার রাণীর মন্দির এবং সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী 'রত্নাকরপাড়া'-নামক বাঙ্গালী পল্লী উল্লেখযোগ্য। এখানে, 'স্বর্গদ্বার' নামক পল্লীতে ও পুরীর সমুদ্রকূলবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে বাঙ্গালীদের নিজস্ব ভদ্রাসন আছে। স্বর্গদ্বারে 'নীলাচল কুটির' নামে নিগমানন্দ পরমহংসের আশ্রম অবস্থিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এখানে প্রবাস-বাস করিয়া গিয়াছেন। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে ৩৯ বৎসর বয়সে বঙ্গের কবিগুরু বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া কটকে আসিয়া উপস্থিত হন। ১১১৯ সালে তিনি ভুরস্থট পরগণার অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুরে জমিদার-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ভারতচন্দ্র স্বীয়

বাবু প্রমথনাথ বসু, বি-এস্-সি (লণ্ডন)। পৃঃ ৮৫
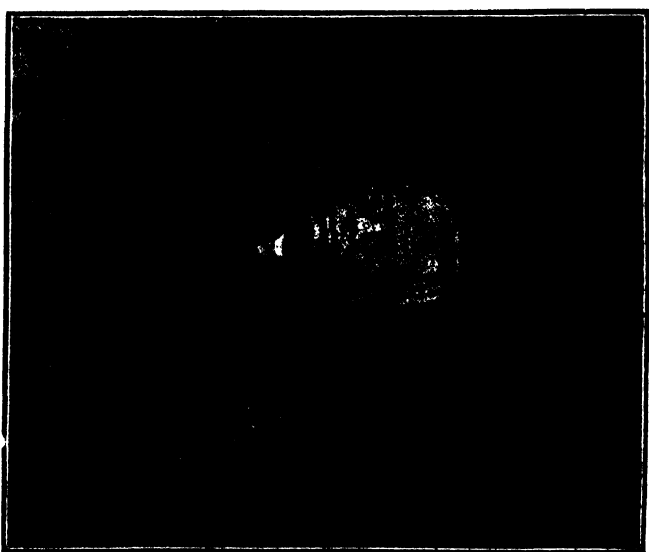
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, রায়সাহেব। পৃঃ ৬১

জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। কিন্তু কারারক্ষী কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া গোপনে পলায়ন করিয়া মহারাষ্ট্রাধিকারে ওড়িষ্যার রাজধানী কটকে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে মহারাষ্ট্র সুবাদার দয়াশীল শিবভট্টের আশ্রয় লইয়া পরে পুরীতে বাস করেন। সুবাদার তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া কর্ম্মচারী, মঠধারী ও পাণ্ডাদিগের উপর এরূপ আজ্ঞা ঘোষণা করিয়া দেন যে ভারতচন্দ্র বিনা করে তীর্থবাসী হইবেন এবং যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে সম্মানের সহিত থাকিবেন। সুবাদার তাঁহার জন্য বলরামী আটকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ভারত শঙ্কর-মঠে বাস করিয়া ভাগবতাদি বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থসকল পাঠে ও সদালাপে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি এখানে উদাসীন বেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা যোগসাধনাদিতে নিরত থাকেন এবং 'মুনি গোঁসাই' নামে প্রসিদ্ধ হন। কিছুদিন পরে তিনি এখান হইতে বৈষ্ণবগণ-সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনধাম দর্শনার্থ যাত্রা করিয়া পদব্রজে হুগলির অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণ-নগরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় গোপীনাথজীর মন্দিরে মনোহরসাহী কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার কালে খানাকুলনিবাসী আত্মীয়গণের দৃষ্টিতে পতিত হন। তাঁহারা তাঁহাকে বহু অনুনয় করিয়া পুনরায় সংসারী করেন। ভারত-চন্দ্র প্রথমে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে থাকিয়া পরে ৪০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-পণ্ডিত হন। এবং তখন নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করিয়া মূলাযোড়ে সপরিবারে বাস করেন। ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র ও ভস্মক রোগে তাঁহার দেহান্ত হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ভ্যান্সিটার্ট বঙ্গের গবর্ণর হন। কলিকাতা হাট-খোলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের মদনমোহন দত্তের বংশধর জগৎরাম দত্ত এই গবর্ণর বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁহার সহিত রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য কটকে আসিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গের জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সুলেখক জমিদার শ্রীক্ষেত্রপ্রবাসী হন। তিনি হুগলী সেনহাটী গ্রামের জমিদার বিশ্বম্ভর পাণি। তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ২৭।২৮ বৎসর বয়সে এখানে

আসেন। ১৭৮৫ অব্দে তাঁহার জন্ম। তিনি দেশে বাঙ্গালা ভাষা ও গণিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পুরীতে আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা এবং উৎকলখণ্ড অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়া তাহার 'জগন্নাথ মঙ্গল' নাম দিয়া মুদ্রিত করেন এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি অতঃপর কলাবতী পদ্ধতিতে খেয়াল ধ্রুপদাদি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত রচনা করেন ও পরে বহুসংখ্যক পদাবলী সঙ্কলন করিয়া কয়েকজনকে বেতন দিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দেন। এই কার্য্যে তিনি অন্যূন চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয় করেন। তিনি পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডের অনুবাদ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত পুস্তকের অনুবাদ, ভক্তগণের চরিত্র সঙ্কলন এবং আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেন। তাঁহার 'বৃন্দাবনপ্রত্যুপায়', 'প্রেমসম্পুট', 'ভক্তরত্নমালা' ও 'কন্দর্পকৌমুদী' সাহিত্য-জগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বঙ্গের একজন সঙ্গতিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও সুপণ্ডিত ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি জমদিারিসংক্রান্ত বিষয়কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করিয়া যে অবকাশ পাইতেন তাহা বৃথা আমোদ-প্রমোদে ব্যয় না করিয়া ধর্ম্মালোচনা, বিদ্যাভ্যাস এবং গ্রন্থরচনায় ক্ষেপণ করিতেন। তিনি কয়েক বৎসর শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবার পর মধ্যে মধ্যে স্বীয় জমিদারি-পরিদর্শন, গ্রন্থ-মুদ্রণাদি কাজে বঙ্গদেশে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পুরীবাস করিতেন। ১৭৭৬ শকের (১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দ) ২৭শে আষাঢ় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ৬ বৎসর পরে তাঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'সঙ্গীতমাধব' ও 'কৃষ্ণলীলাবর্ণন' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুরীদর্শন-মানসে এখানে কিছুদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। উত্তর ভারতের বারাণসীর ন্যায়, পুরী বাঙ্গালীর ওড়িষ্যাপ্রবাস ও উপনিবেশের প্রাচীনত্ব হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। পুরী চিরদিনই নব নব ধর্ম্মান্দোলন এবং প্রচারের কেন্দ্রস্থল। ইহা নানা প্রদেশের এবং প্রধানতঃ বাঙ্গালীর প্রধান তীর্থস্থান। পুরীর সাগর-তীরবর্ত্তী রত্নাকরপাড়া প্রকৃতই স্বাস্থ্যনিবাস। বৎসরের সকল সময়েই বঙ্গের সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ কলিকাতা হইতে দলে দলে আসিয়া এখানকার নাতি-শীতোষ্ণ সামুদ্রিক বায়ুসেবন, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যদর্শন এবং স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর সমুদ্রস্নান করিয়া চরিতার্থ হন। প্রতি পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষতঃ

দোলযাত্রা ও রথযাত্রার সময় এখানে ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়; তন্মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। সুন্দর বিশাল এবং মনোহর সাগরতটশালিনী পুরীর চিরউৎসবময় জনবহুল দৃশ্য দেখিয়া ইংরেজগণ ইহাকে ভারতের ব্রাইটন (the Brighton of India) নামে অভিহিত করেন।

স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সাধারণতঃ টি, এন্, মুখার্জ্জী সাহেব পুরীর সমুদ্রতীরে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া প্রায় বার বৎসর হইল সত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি একজন আদর্শ কর্ম্মী। পুরুষকারদ্বারা যাঁহারা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং দারিদ্র্যকে জয় করিয়া আপনার ভাগ্য গঠন করিয়া লইয়া থাকেন, স্বয়ংসিদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। চব্বিশ পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে ১২৫৪ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র বেতনে পাহারাওয়ালার কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া পুলিশ বিভাগেরই অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হন এবং মাসিক ছয়শত টাকা বেতনে কলিকাতা মিউজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে কর্ম্ম করিতে করিতে ১৮৯৬ অব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন এবং ত্রিশ বৎসরাধিককাল তাহা ভোগ করিয়া যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি তাঁহার কিছুই ছিল না। গৃহে অধ্যয়ন করিবার এবং স্বাভাবিক প্রতিভার ফলে তিনি স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন যে তাহা জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। স্বকীয় চেষ্টায় তিনি ইংরেজী এবং বাঙ্গালায় অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনা ও তপস্যার ফল ভোগ করিয়া বঙ্গবাসী ধন্য হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যকে তিনি তাঁহার নিকট চিরঋণী রাখিয়া গিয়াছেন। পুলিশের দারোগাগিরি করিবার কালে স্যর উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব তাঁহার প্রতিভা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপনার অফিসে কর্ম্ম দেন। পরে ত্রৈলোক্যবাবু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কৃষি-বাণিজ্য-সংক্রান্ত অফিসে হেড ক্লার্ক হন। তাঁহার দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির অনেক পথ প্রদর্শিত ও উপায় উদ্ভাবিত হয়। বর্ত্তমানে ভারতের বড় বড় রেল ষ্টেশনে দেশীয় কারু-কলার যে সকল দোকান দৃষ্ট হয়, তিনিই ছিলেন তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার বহুদর্শিতা ও

ভবিষ্যদ্দৃষ্টির দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন বহু লোকের প্রাণরক্ষার উপায়স্বরূপ গাজরের চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে তিনি উপদেশ দেন। তাঁহার পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইলে পরবর্ত্তী অজন্মার কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসংখ্য লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। ১৮৮২ অব্দে তিনি ভারত সরকারের রাজস্ব-বিভাগে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া তথাকার শিল্পোন্নতি-সাধনে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য্য হন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে 'Art Manufacture of India' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ বৎসর (১৮৮৬) ইংলণ্ডে প্রদর্শনী হইলে তিনি বিলাত যান এবং য়ুরোপের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহার বহুদর্শনের ফল 'Visit to Europe' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। 'জন্মভূমি' পত্রিকায় তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'কঙ্কাবতী'তে তিনি সমাজের ক্ষত আমোদজনক করিয়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 'বিশ্বকোষ' প্রথমে তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভিক খণ্ডগুলিতে তাঁহার কৃতিত্ব বিদ্যমান আছে।

পুরীর পরই ভুবনেশ্বর একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছে। ইহার স্থাপত্য শিল্প দর্শন করিতে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ও বহু শিল্পী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময় ভুবনেশ্বর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী রাজনগর ছিল। কালের কুটিল গতিতে এক্ষণে ইহার চতুর্দ্দিক জনশূন্য অরণ্যে পরিবৃত হইয়া আছে ও ইহার জগদ্বিখ্যাত পাষাণ মন্দির অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ এই সাধনভজনোপযোগী নির্জ্জন কোলাহলশূন্য স্থানে বিরাজিত আছে। স্বামীজী দেহ রক্ষা করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে অধিকাংশ কাল ধ্যান-নিরত থাকিতেন। এই স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে উদয়-গিরি ও খণ্ড-গিরি নামক প্রসিদ্ধ দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল। উদয়-গিরির পাদমূলে 'বৈরাগীর

মঠ' নামে একটি পর্ণকুটির আছে। ঐ কুটিরে যে মঠধারী বাস করেন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কুটিরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মূর্ত্তিও অঙ্কিত আছে।

পুরীর পরই রাজধানী কটকের উল্লেখ করিতে হয়। ওড়িষ্যার এই প্রাচীন রাজধানীতে বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন ব্রিটিশের অভ্যুদয়কাল হইতেই কর্ম্ম লইয়া বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর প্রবাস-বাসের সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহারা ওড়িষ্যার ইতিহাসে দেখিবেন যে মোগল-রাজত্ব-স্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালীরা ওড়িষ্যায় বহু দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তোগলক বাদসাহদিগের রাজত্বকালে পুরন্দর বসু সর্ব্বাধিকারী ওড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালীরা কটক অঞ্চলে বাস স্থাপন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুরেশ্বর সর্ব্বাধিকারী ওড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রথমে কটকে, পরে জমিদারি রঘুনাথপুরে রাজধানী স্থাপন করেন, তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবরের সময় ওড়িষ্যার রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে ও সেই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে যে সকল বাঙ্গালী কটক প্রভৃতি স্থানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাও ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনবংশীয় রাজা জানকীরামের পুত্র দুর্লভরাম ওড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কটক তাঁহার রাজধানী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্বনামধন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের খুল্লতাত বাবু শ্যামমোহন রায় কটক-প্রবাসী হইয়াছিলেন। কবিবর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কটকে আসেন এবং খুড়ার বাটীতে একজন দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি শিক্ষা করেন। তিনি অল্পদিন শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরিদপুরনিবাসী বাবু বিপিন-বিহারী সরকার শেষ জীবনে কটকের পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন কুচবিহারের দেওয়ান ছিলেন তখন ভূটানের সঙ্গে কুচবিহারের এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। তিনি মিত্র মহাশয়কে 'নীলদর্পণ' নাটক লিখিতে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'কুমারী কুমার'-

নামক পদ্য গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন যে আত্মারাম সরকার তাঁহার বৃদ্ধ-মাতামহ ছিলেন। ফরিদপুর জেলায় ঘোপঘাট গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি ভোজবাজিতে এত দক্ষ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন যে বাজিকরগণ তাঁহার সমক্ষে বাজি বা ভেল্কি দেখাইতে সমর্থ হইত না। সেই জন্য বাজিকর-গণ তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিত এবং খেলার আরম্ভেই আত্মারাম সরকারের দোহাই দিয়া খেলা আরম্ভ করিত *।

এ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিহার-ওড়িষ্যা প্রদেশে বিহারী, ওড়িয়া এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গালীই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইবার পর হইতে এখানে বাঙ্গালীদের শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার সুযোগ ক্রমশঃই ভয়াবহরূপে হ্রাস পাইতেছে। প্রাচীন কটক-প্রবাসীদের মধ্যে বর্দ্ধমানের চেনাপুরের রায় চৌধুরীদিগের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ বংশজ রাধাগোবিন্দ এবং বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয় কটকের প্রতিপত্তিশালী নাগরিক ছিলেন। কটকের 'চৌধুরী বাজার' আজিও তাঁহাদের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই বংশের সন্তানসন্ততিগণ এখনও কটকে বাস করিতেছেন †।

বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ক্ষণজন্মা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর শেষ জীবন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কাশীপ্রবাস-কাহিনী যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ সম্রাট অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন এবং ঐ সময়ে নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ দর্শনে মহাপণ্ডিত ও বঙ্গদেশ মধ্যে অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্বগ্রামে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া ১৪ বৎসর সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও

* প্রবাসী ১৩২৭।

† প্রবাসী ১৩২২।

সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। এখানে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ৫ বৎসরের জন্য সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৭ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; এবং দেড় বৎসর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে সাহিত্য, আইন ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ঐ সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুল্‌স্' পদ প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার মডেল স্কুলগুলির তত্ত্বাবধান করেন এবং অল্পদিন কার্য্য করিয়াই তিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। অতঃপর তিনি ১৮৫৮ অব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লা ও বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত নানা জেলায় কর্ম্ম করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জি এল বার্লো ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাৎসরিক পুলিশ রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন—

"Babu Ramakhoy Chatterjea has been of the greatest assistance to me; he has had charge of the Magistrate's office both on occasion of my leaving my office to Cuttack and also on my leaving the station on tour and he has generally disposed of the most important judicial duty throughout the year; in every manner he has given complete satisfaction by his quick and yet thoroughly methodical habit of doing his work; his judgments are unusually good and I believe gave general satisfaction to the public."

ঐ বৎসর কমিশনর আর এন শোর সাহেব স্বীয় রিপোর্টে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Babu Ramakhoy Chatterjea is spoken of highly by the Collector and with good reason. He happens to be a man of considerable talent and very good judgment—knows his work thoroughly and has great independence of character. He would be well placed in charge of a troublesome sub

division but I should deprecate any more changes in the Pooree subordinate staff for the present."

১৮৬৮ অব্দে একবার রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্য্যের জন্য দক্ষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইলে রামাক্ষয় বাবুই নির্ব্বাচিত হন। কলেক্টর মিঃ হার্শেল রেভেনিউ কমিশনরকে তাঁহার সম্বন্ধে এই সময় এক পত্রে লেখেন—

"Babu Ramakhoy Chatterjea has expressed a wish to have such work. . . . I would not recommend him for it on the ground of his experience alone, but that I have found him an officer of discrimination and carefulness for the interests of the parties before him as well as for those of Government. He has earned a good character as an executive officer at Cuttack and I have confidence in his general judgment." —(*Extract from letter No. 449 of 22-1-1868 from W. J. Herchel, Collector of Midnapur, to Commissioner of Revenue, Burdwan Division.*)

১৮৬৬-৬৭ অব্দে ওড়িষ্যায় এবং ১৮৭৪ অব্দে বিহারে দুর্ভিক্ষ হইলে অসহায় নরনারীর সাহায্যার্থ অন্নবিতরণাদি কার্য্যে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল, সার রিচার্ড টেম্পল্ এবং সার্ রিভার্স টমসন্ প্রমুখ উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের শাসন-বিবরণীতে বঙ্গদেশের রিলিফ অফিসরদিগের মধ্যে রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরকে সকলের অগ্রগণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে একখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"The camp, I have no hesitation in saying, is the best Aunnochutter that I have seen in the Division ; the credit of its construction and management is mainly due next to the late energetic Collector, to the Deputy Collector Babu Ramakhoy Chatterjea and Babu Woodoy Churn Dutt, Sub-Assistant Surgeon. I heard but one opinion of the assiduity

and zeal with which these gentlemen had labored in the work of relief and my intercourse with them during the few days I was at Pooree led me to conclude that the praise was fully deserved ; they are both natives of Bengal. I am sorry to say that I heard nothing of similar report having been made of the Oriah members of the Committee."—(*Extract from Mr. Macneit's Report.*)

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই তাঁহার অবসরগ্রহণের ঘোর বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মকাল দুই বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া ৫৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাখিবার পর ১৮৮৭ অব্দে কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট ওড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর বাহাদুরকে এক সুদীর্ঘ পত্রে আরও এক বৎসর তাঁহাকে কার্য্যে বহাল রাখিতে অনুরোধ করেন। কলেক্টর মিষ্টার ই আর হেন্‌রী লেখেন—

"Babu Ramakhoy Chatterjea is now 57 years of age, but he is of good physique, active and full of energy and is the most experienced subordinate under the Magistrate-Collector of Cuttack . . . I have a high opinion of his qualification and of his personal character. I venture to strongly recommend that Government be pleased to grant him an extension of service until the 25th August 1888.

In the event of his retirement being insisted on there is no officer locally available to fill his post. . . . By compelling Babu Ramakhoy Chatterjea to retire the Government would I have no hesitation in saying be depriving itself of the valuable experience of a really efficient native officer."

যাহা হউক তিনি বহুকাল সুনামের সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৯২ অব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন। পেন্সন লইবার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৬ অব্দে তিনি

গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ অব্দে তিনি তাঁহার নিজ গ্রামে একটি দীর্ঘিকা-সংস্কার-কার্য্যে নয় হাজার দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন।—(*Bengal Govt. Resolution No. 2975.M., 24-9-1900.*)

এতদ্ভিন্ন তিনি স্বগ্রামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত করিয়া বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ জন্য গবর্ণমেণ্টকৃত সাহায্য ব্যতীত যাহা ব্যয় হয় তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই স্কুলগৃহ ও স্থানীয় ডাকঘরের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নিজব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল সদনুষ্ঠানে, ধর্ম্মালোচনায় এবং গ্রন্থরচনায় তাঁহার অবসরকাল অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি ১৮৯২ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী প্রকাশ এবং ঐ বৎসর 'পুলিস ও লোকরক্ষা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'আত্ম-চিন্তন' ও 'আচার-চিন্তন' নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লিখিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনচরিত বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। তাঁহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের এবং উচ্চ উচ্চ রাজপুরুষের ত এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি, এ দিকে ওড়িষ্যাবাসী ওড়িয়া ও বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার প্রতি কতটা অনুরক্ত এবং কতদূর কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাহা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কটক হইতে স্থানান্তরে গমনকালে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহারা বাঙ্গালী এবং ওড়িয়া নাগরিকগণের এক বিরাট সভা করিয়া তাঁহাকে বহুলোকের স্বাক্ষরিত যে বিদায় অভিনন্দন* দেন ও কটকপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বাবু

---

* We the undersigned residents of Cuttack take this opportunity to express our deep regret at your departure from this place, and also to communicate to you our feelings of respect and gratitude for the kindly smile you always had for everybody, the sound advice and counsel you gave to all who sought them, and for the devotion with which you ministered to the wants of the sick. In your departure we lose a devoted friend of suffering humanity, and a most warm-hearted member of society. Let us assure you, that wherever you may be, you carry with you our sincere prayer to the Almighty that everything that is a blessing from Heaven may be yours and of your beloved partner in life.

যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী যে সঙ্গীত* রচনা করেন তাহাতে কটকবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায় ছিল তাহা অবগত হওয়া যায়।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা, পরোপকারিতা, পাণ্ডিত্য, বন্ধুবাৎসল্য এবং অমায়িকতাদি স্বভাবসিদ্ধ গুণে এ অঞ্চলে যেমন সর্ব্বজনপ্রিয় ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাশীপ্রবাসেও সেইরূপ অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী দিঘড়া গ্রামনিবাসী রায় সাহেব যোগেশ-চন্দ্র রায় এম এ বিদ্যানিধি মহাশয় কটক কলেজের অধ্যাপক হইয়া ওড়িষ্যা-প্রবাসী হন। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি আইনের জন্য প্রস্তুত হইবার কালে কোন নব্য উকীলের সঙ্কীর্ণতায় ঘৃণার সহিত আইনঅধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা ও বিজ্ঞান-শিক্ষাই জীবনের পথ স্থির করিয়া তাহাই অবলম্বন করেন। তখন কটক কলেজে ৺উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যের ও শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু মহাশয় গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। উপেন্দ্র বাবুর ন্যায় অধ্যয়নশীল সুপণ্ডিত অধ্যাপক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কালীপদ বাবু পরে ঢাকা কলেজে চলিয়া যান। বিজ্ঞানের অধ্যাপক যোগেশ বাবু তিন বৎসর কটক কলেজে অধ্যাপকতা করিবার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে বদলি হন। এখানে তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও গবেষণা কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯ অব্দে ক্রফট্ সাহেব যোগেশ বাবুকে পুনরায় কটকে পাঠান। যোগেশ বাবু তদবধি তাঁহার পেন্সন গ্রহণ পর্য্যন্ত ঐ স্থানেই ছিলেন। এখানে অধ্যাপনা-কালে তিনি মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যকে বিবিধ রত্নে মণ্ডিত করেন।

---

* ভক্তি উপহার

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

*　　　*　　　*

এ হেন উদার ভাব, আত্মীয়তা অনুরাগ, পাইব না কভু আর, নানা দেশ ফিরে।
পরহিত ব্রতে রত, আছ তুমি অবিরত, পরদুঃখকাতরতা দেখিনি এমন ;
রোগ শোক সঙ্কটে, থাকি সদা সন্নিকটে, সান্ত্বনা ঔষধ দানে সবল কর কাতরে।

*　　　*　　　*

যাইছে কটক বন্ধু, রামাক্ষয় গুণসিন্ধু,

*　　　*　　　*

কটক, ২০শে জানুয়ারি, ১৮৯০

তাঁহার লিখিত 'সরল পদার্থ বিজ্ঞান', 'সরল প্রাকৃত ভূগোল', 'সরল রসায়ন', 'রসায়ন প্রবেশ' ও 'বিজ্ঞান কলিকা' পাঠ্য-পুস্তক-রচনায় যুগান্তর আনয়ন করে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচিত্ত মৌলিক লেখকের পক্ষে পাঠ্য-পুস্তক-রচনা পণ্ডশ্রম দেখিয়া তিনি লোক-শিক্ষার্থ এবং ছাত্রগণের হিতার্থ বাঙ্গালা মাসিক পত্রে সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ক্রমাগত লিখিতে থাকেন। এমন বিজ্ঞান অতি অল্পই আছে যাহার সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু লেখেন নাই। তিনি সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করিবার জন্য অতি সরল ভাষায় তাঁহার 'পত্রালী' পুস্তক রচনা করেন। 'প্রবাসী' লিখিয়াছিলেন 'ইহাকে জ্ঞানমন্দিরের সোপান বলা যাইতে পারে।' তাঁহার ন্যায় শিক্ষক অধিক নাই। এদেশে এ পর্য্যন্ত যে দুই দশ জন হইয়াছেন যোগেশ বাবু তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। আত্মশিক্ষা ও শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই আদর্শ। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যপ্রণালীতেই স্বাতন্ত্র্য এবং মৌলিকতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। প্রথম শিক্ষার্থীকে তিনি উন্নত প্রণালীর জটিল এবং সুদৃশ্য বিলাতী যন্ত্র দেখাইতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার মতে ইহাতে ছাত্রের চিত্ত, বিষয়ে নিবদ্ধ না হইয়া যন্ত্রেরই প্রতি ধাবিত হইয়া প্রকৃত শিক্ষায় ব্যাঘাত জন্মায়। শিক্ষার্থী ব্যবহৃত যন্ত্রের দোষ বুঝিতে পারিয়া সেই দোষ সংশোধিত দেখিতে অভিলাষী হইলে তবে উন্নত যন্ত্র দেখিবার ও ব্যবহার করিবার অধিকারী হয়। এ জন্য তিনি কলেজে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কাজ করিয়া আবার গৃহে নানা প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিতেন।

কলেজে প্রবেশ করিবার কালেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যন্ত্র নির্ম্মাণ না জানিলে বিজ্ঞান শিক্ষা চলিবে না। সুতরাং তিনি আপনাকে এ বিষয়ে শিখাইয়া লইতে লাগিলেন। তিনি ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, টিন পিতলাদির কাজ হাতে কলমে শিখিয়া লন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে 'চরকা'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ছয়-মাসব্যাপী পরীক্ষার ফল। তিনি পবন-চক্র (wind-mill) নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা কূপ হইতে জল তুলিবার যে সহজ উপায় অনুসন্ধান করেন, তাহার ফলে গ্রাম্য কামার দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে এমন পম্প নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি ধানভানা, কলাইভাঙ্গা এবং এইরূপ কাজের উপযোগী ছোট বড় কল তৈয়ার

করিয়াছেন। সূক্ষ্ম এবং উচ্চশ্রেণীর যন্ত্র নির্ম্মাণেও তাঁহার দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি জ্যোতিষচর্চ্চার জন্য দূরবীণের কাচ কিনিয়া দূরবীণ তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতেন। একবার কলেজের রঞ্জনালোক দেখিবার বহুমূল্য ইণ্ডাক্‌শান্ কয়েল (induction coil) নামক যন্ত্র বিগড়াইয়া গেলে তাহা নূতন করিয়া গড়িবার আবশ্যক হয়, কারণ ঐ যন্ত্র বিগড়াইলে নূতন করিয়া না গড়িলে আর তাহাতে কাজ হয় না। গবর্ণমেণ্টের ও রেলের যন্ত্র নির্ম্মাণ অফিসও সে যন্ত্রে হাত দিতে সাহস করিল না। ডিরেক্টর পেড্‌লার সাহেব কলেজ পরিদর্শনে আসিয়া বলিলেন "এ যন্ত্র মেরামত এদেশে হইতে পারিবে না। ইহা বিলাত পাঠাইয়া দিন।" "এদেশে হইতে পারিবে না" একথা দেশবৎসল যোগেশ বাবুর মনে আঘাত দিল। তিনি পূজার অবকাশে যন্ত্রটি খুলিয়া স্বয়ং নির্ম্মাণসূত্র সঙ্কলন করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়িলেন এবং তাঁহার সূত্র ঠিক কি না পরীক্ষার জন্য অন্য দুইটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। পর বৎসর পেড্‌লার সাহেব কলেজ পরিদর্শনে আসিয়া উক্ত যন্ত্রের কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। বিজ্ঞানের যে যে শাখায় তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে হইয়াছে, তাঁহাকে সেই সেই বিষয়ের সংসৃষ্ট বা সহায়ক বহু শাখা-বিজ্ঞান বিষয়েও জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইয়াছে এবং এক একটি ক্ষুদ্র প্রয়োজনে বিদ্যা হইতে কলা অভ্যাস করিতে হইয়াছে। তিনি একদা এক গায়কের গানে মুগ্ধ হইয়া কয়েক বৎসর অবসরকালে দেশীয় গীত-বাদ্যের বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি বলেন নিজে গাইতে বাজাইতে না পারিলেও অপরে গাহিলে বাজাইলে তাহা বুঝিতে ও তাহার রস গ্রহণ করিতে পারা চাই। তিনি 'প্রাকৃত ভূগোল' লিখিবার কালে ফটোগ্রাফ তুলিতে শেখেন, এবং সেই সঙ্গে চিত্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অভ্যাস করেন। তিনি দেশীয় গাছের রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র দেখিয়া কয়েক বৎসর রঞ্জনবিদ্যা ও রঞ্জনকলা অনুশীলন করেন। জনৈক কবিরাজকে তৈলপাকের উপযোগী হাঁড়ী না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়া তিনি গৃহে কুম্ভকার রাখিয়া নানাবিধ মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়া দুই বৎসর পরে তাহা তৈয়ার করিতে সমর্থ হন। তিনি আবকারী বিভাগের জনৈক বন্ধুর অনুরোধে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত করিবার দেশীয় কলা আমূল ব্যাখ্যা করেন, সেই ব্যাখ্যা পরে ইংরেজীতে লিখিত হইয়া বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে বাহির

হয়। দধি বীজ ও দধি কি, তাহা তিনিই এদেশে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি বহু অধ্যয়ন, বহু গবেষণা এবং বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কটকে থাকিতে ঘটনাক্রমে জ্যোতির্ব্বিদ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহের পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া যোগেশ বাবু সংস্কৃত জ্যোতিষের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন। এবং এই সূত্রে সংস্কৃত জ্যোতিষের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া চন্দ্রশেখরকৃত 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' ইংরেজী মুখবন্ধ সহ প্রকাশ করেন। যোগেশ বাবুর লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু-তথ্যমূলক দীর্ঘ মুখবন্ধ পড়িয়া বিলাতের ও দেশের পণ্ডিতসমাজ চন্দ্রশেখরের ধীশক্তি এবং উদ্ভাবনপটুতায় যেমন চমৎকৃত হন, সম্পাদকের গভীর পাণ্ডিত্যেও তেমনি মুগ্ধ হন। বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্র 'নেচার' (Nature) চন্দ্রশেখরকে "greater than Tycho Brahe" অর্থাৎ বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ টাইকো ব্রা হইতেও বড় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি এই সময় 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', 'শঙ্কুনির্ম্মাণ' এবং 'রত্নপরীক্ষা' নামক গ্রন্থগুলি রচনা করেন। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

"You have done an invaluable service by compiling such an exhaustive account. I appreciate your lucid and exhaustive account of our astronomical systems—our *Samhitas* and *Siddhantas*, and our later astronomical works down to the present time . . . The value of a compilation such as yours cannot be exaggerated, and I wish once more to express my high sense of the obligation you have conferred on all of us—on all Indians—by your patriotic labour."

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার 'রত্নপরীক্ষা'র বহুল প্রশংসা করেন। 'শঙ্কু নির্ম্মাণ' পুস্তকের সাহায্যে যে কেহ স্বহস্তে সূর্য্যঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়া আপনার বাড়ীতে স্থাপন করিতে পারেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"যোগেশ বাবু অনেক রকম লোকহিতকর

বিদ্যা এবং কার্য্যগত নানাবিষয়ক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাহারই অন্যতম।”

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দেশের পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ে আলোচনার জন্য বোম্বাই নগরে ভারতের সকল প্রদেশের জ্যোতিষীদিগের এক সভা হয়। যোগেশ বাবু সেই সভায় নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহাতে উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার অভিমত (Hindu Almanac Reform (হিন্দু পঞ্জিকা সংস্কার) নামে পুস্তিকা) লিখিয়া পাঠান। ঐ পুস্তিকায় পুরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত দেশীয় পঞ্জিকা-সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়া বর্ত্তমানে কোথায় সংস্কারের প্রয়োজন তাহা প্রদর্শিত হয়। ‘সিদ্ধান্ত দর্পণ’ গ্রন্থের ভূমিকার উপাদেয়ত্ব, উৎকর্ষ এবং গবেষণার গভীরতা ও সারবত্তা হেতু তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এষ্ট্রনমিকাল সোসাইটীর (Royal Astronomical Society) সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং লীডেন নগরের উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের আন্তর্জাতিক সভার (International Association of Botanists) সদস্য, লণ্ডনের রাজকীয় আণুবীক্ষণিক সভার (Royal Microscopical Society) সদস্য, লয়েড লাইব্রেরীর (Loyd Library) ছত্রাকবিজ্ঞান (Mycology) সম্বন্ধে পত্রব্যবহারকারী সদস্য (corresponding member) হন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আমরণ সদস্য (life member) থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করেন এবং ব্যাকরণ ও কোষ প্রণয়ন দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে যে অভাব ছিল তাহা মোচন করেন। তাঁহার ‘বাঙ্গালা ভাষা’ ও ‘বাঙ্গালা শব্দকোষ’ একদিকে যেমন তাঁহার মৌলিকতা, ধৈর্য্য, কর্ম্মশক্তি এবং ভাষাবিজ্ঞানাভিজ্ঞতার পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মীদিগের পথপ্রদর্শকস্বরূপ হইয়াছে। বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ-রচনায় সিদ্ধহস্ত যোগেশ বাবু, আচার্য্য রায় এবং ত্রিবেদী মহাশয়-প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের ন্যায় পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহার উদ্ভাবিত অসংখ্য শব্দ প্রকাশ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখক এবং অনুবাদকের পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও সাহিত্যানুরাগ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং অনন্ত জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা তাঁহাকে অধ্যাপনা কার্য্যের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কঠোর শ্রমের পর এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিত—এ সকল তাঁহার ক্লান্তি-অপনোদক বিশ্রামদায়ক অবসরকালীন কার্য্য। তাঁহার ন্যায় ছাত্রবন্ধু বর্ত্তমান

যুগে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ছাত্রগণও তাঁহার প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধান্বিত এবং অনুরক্ত। ইঁহার ন্যায় অধ্যাপকের স্থান য়ুরোপে বহু উচ্চে। তথায় তিনি জন্মগ্রহণ করিলে আজ কিরূপ উচ্চ উচ্চ সম্মান তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইত, তাহা অভিজ্ঞগণ অনুমান করিতে পারিবেন। কটক কলেজে অধ্যাপনা করিবার কালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি দেন। কিন্তু ওড়িস্যার পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতের মহাতীর্থ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুরাণপ্রসিদ্ধ মন্দিরগৃহে মুক্তিমণ্ডপ সভায় মহাসমারোহ ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদ্যানিধি উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে তিনি ১৩১৬ সালের সরস্বতী-পূজার সময় মুক্তিমণ্ডপ সভায় পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সাদরে ও সসম্ভ্রমে অভ্যর্থিত হন। পুরীর বেদ বিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিদ্যার্থী এবং মঠবাসিগণ তথায় সমবেত হন ও দণ্ডী শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামী সশিষ্য তথায় আগমন করেন। যথাসময়ে সামগান ধ্বনিত এবং শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হইলে স্বাভাবিক বিনয়ে ভূষিত অধ্যাপক রায় মহাশয় কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হন। তখন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আশীর্ব্বচন সহ তাঁহার হস্তে নিম্নমুদ্রিত উপাধি-পত্র প্রদত্ত হইলে রায় মহাশয় তাহা শিরে ধারণ করিয়া প্রণত হন।

ওঁ

শ্রীজগন্নাথো বিজয়তেতরাম্

উপাধিদানপত্রম্

শ্রীযুত কটকবিদ্যামন্দিরবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়মহাশয়েন হুগলী-মণ্ডলান্তর্গতদিঘড়াগ্রামনিবাসিনা বিদ্যানিধিরিতি উপাধিঃ প্রাপ্তঃ।

গণিতজ্যোতিবিজ্ঞানম্ অরণ্যকুসুমায়িতম্।
বীক্ষ্য চন্দ্রশেখরস্যালৌকিকং তদ্ রসাতলে॥
প্রকাশিতং যেন যত্নাৎ যশ্চ সর্ব্বগুণাকরঃ।
নানাবিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞো ভারতে ভাতি জীববৎ॥
যোগেশচন্দ্ররায়স্য প্রত্নতত্ত্ববিদোঽস্য তু।
অসাধারণ-পাণ্ডিত্যং দৃষ্ট্বা তুষ্টিম্ উপাগতঃ॥

বিদ্বদ্‌বৃন্দো ব্রহ্মবেত্তো হরের্‌ দক্ষিণভাগতঃ।
তস্মৈ "বিদ্যানিধি"রিতি প্রীত্যোপাধিং প্রযচ্ছতি ॥
উপাধিনা ভূষিতঃ সন্‌ চিরং জীবতু তেন সঃ।
নীলাদ্রিনাথস্‌ তস্যাস্তু সদা মঙ্গলদায়কঃ ॥

শ্রীশঙ্করজগন্নাথতীর্থস্বামী
সভাপতিঃ।
শ্রীসদাশিব মিশ্রশর্ম্মা
(মহামহোপাধ্যায়)
সম্পাদকঃ।
শ্রীমুক্তিমণ্ডপ-পণ্ডিতসভায়াঃ।

শ্রীমুক্তিমণ্ডপ-পণ্ডিতসভা-
কার্য্যালয়ঃ
শ্রীজগন্নাথমন্দিরম্‌
পুরুষোত্তমক্ষেত্রম্‌
২৪দিনে জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৮৩১
শকাব্দে গতে।

অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় স্বামীজীর আদেশে প্রাচীন দেশীয় ও নব্য য়ুরোপীয় মতে ধূমকেতু ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা এরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে কটকের টাউন হলে তাঁহাকে উহা দুইবার শত শত শ্রোতার নিকট আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। তাহা পরে 'প্রবাসী' ও 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কটক কলেজে বহুদিন অধ্যাপনা করিয়া কয়েক বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিক মস্তিষ্কচালনা এবং পরিশ্রমের ফল অবশ্যম্ভাবী অজীর্ণ রোগে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তিনি বিলাতী সভাগুলির সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। ওড়িষ্যার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই তাঁহার ছাত্রশ্রেণীভুক্ত। তিনি এক্ষণে কলেজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উৎকলবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং কটক কলেজে তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি জীবনে যেমন অনাড়ম্বর, ব্যবহারেও সেইরূপ সরল। ওড়িষ্যা প্রবাসে তিনি বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ ছিলেন। জ্ঞান-আহরণ এবং জ্ঞান-বিতরণ তাঁহার জীবনের আদর্শ ও ব্রত। এই ব্রত প্রকৃত তপস্বীর ন্যায় তিনি পালন করিতেছেন। তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে বঙ্গের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"সংযমী নিষ্ঠাবান দৃঢ়ব্রত তপস্বী পুরুষ সকল সময়ে সকল দেশেই অল্প, বঙ্গদেশে অত্যল্প। মাতৃভাষার হিতকামনায় অঙ্গুল্যগ্রে গণনীয় যে কতিপয় সুশিক্ষিত আছেন, তন্মধ্যে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ। . . . আপনি যে বঙ্গ-সরস্বতীর জন্য একখানি সুবৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় মুকুটের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই আকাশোদ্ভাসি-মহামূল্য-মুকুট মস্তকে সগর্ব্বে পরিধান করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর নির্ম্মল মুখমণ্ডল আজ স্মিত-রেখায় উদ্ভাসিত। মাতাকে এই হার পরাইয়া, এই মুকুটে মাতাকে বিভূষিত করিয়া, আপনি ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকে গর্ব্বিত হইবার অধিকার দিয়াছেন।"*

এক সময় ওড়িষ্যার শক্তিস্বরূপ অধুনাবিলুপ্ত 'Star of Utkal' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বহু বৎসর শিক্ষা-বিভাগে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসর-গ্রহণ-পূর্ব্বক ওড়িষ্যা বাস করিতেছিলেন। উৎকলের হিতের জন্য তিনি জীবনান্ত পর্য্যন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুপরিচালিত 'উৎকল-তারকা' দ্বারা উক্ত প্রদেশের অনেক উপকার হইতেছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন কারণে তাঁহার কাগজের জন্য জামিন চাহিলে তিনি প্রেস বন্ধ করিয়া কাগজখানি উঠাইয়া দেন। ইহার পর ক্ষীরোদ বাবু একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'মানব প্রকৃতি' এই বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থ। তিনি জাতি-বিজ্ঞান (Ethnology) এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' এক সময় বঙ্গ-বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি কটক হইতে একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রও বাহির করিয়াছিলেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।† কটকপ্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং উৎকলবাসী সকল শ্রেণীরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন

* রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায়, এম এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই জীবনবৃত্তান্তের উপকরণ এবং অধিকাংশ স্থলে ভাষার জন্য আমি ১৩১৯ ফাল্গুনের এবং ১৩২১ আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'প্রবাসী বাঙ্গালী' ও 'অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি' শীর্ষক উপাদেয় প্রবন্ধ দুইটির লেখকের নিকট ঋণী।

† প্রবাসী, ১৩২৩। জ্যৈ।

করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আর একজন কটকপ্রবাসী বিশিষ্ট বাঙ্গালী ইহ-ধাম ত্যাগ করেন। তিনি স্বর্গীয় বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ। অক্ষয় বাবু কটক কমিশনর অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি বহুদিন উৎকল কায়স্থ-সভার সম্পাদক থাকিয়া দরিদ্র কায়স্থ-সন্তানগণের বহু সহায়তা ও হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদের বিবিধ কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা এবং নিঃস্বার্থ ব্রত এখানে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ওড়িষ্যায় প্রবাসী এবং ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর হইল All Orissa Bengalee Settlers' Association নামে একটি সভা গঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান কর্ম্মীদের মধ্যে কটকের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম। যোগেন্দ্র বাবু উক্ত পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভার অন্য অধিবেশনে রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর সভাপতির পদে বৃত হন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে যে সকল সারোক্তি করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। তিনি প্রথমে রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি বলেন জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে ওড়িষ্যাদেশবাসী সকলের বিশেষতঃ ওড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের হিতসাধন সভার উদ্দেশ্য। কারণ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি হয় না। এককালীন সকলের উন্নতি না হইলে তাহাকে উন্নতিই বলা যায় না। পরে তিনি বাঙ্গালা ও ওড়িষ্যা দেশের মধ্যে যথার্থ যে ঐক্য বন্ধন বিদ্যমান আছে তাহা প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন কিছুদিন পূর্ব্বেও মেদিনীপুর ওড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। উত্তর বালেশ্বরকে বাহ্যতঃ বঙ্গদেশের জেলা বলিয়াই অনুমিত হয়। পরে তিনি ভাষাগত, আহার ও পরিচ্ছদগত, প্রকৃতিগত ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিবৃত করেন। তিনি বলেন বাঙ্গালা ও ওড়িয়া ব্যতীত অপর কোন দুইটি ভারতীয় ভাষায় এতদূর সাদৃশ্য নাই। ওড়িষ্যার লেখ্য ভাষা বুঝিতে কোন বাঙ্গালী কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করেন না। অল্প অভ্যাসে কথ্য ভাষাও প্রত্যেকে বুঝিতে পারেন। পক্ষান্তরে

ওড়িয়ারাও বাঙ্গালীদের ভাষা অতি সত্বর বুঝিতে পারেন। আমাদের শিক্ষিত ওড়িয়া ভাইরা অনেকেই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বহু শতাব্দী যাবৎ রাষ্ট্রীয় কারণে ও ধর্ম্মার্থে বহু বাঙ্গালী এই দেশে আগমন করিয়া এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। ঐরূপ ওড়িয়ারাও বঙ্গদেশে গমন করিয়া বাস করিতেছেন। ওড়িয়া ও বাঙ্গালী উভয় জাতিই ভাবপ্রধান। এই ভাবগত ঐক্যের মূলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিদ্যমান আছেন। তাঁহার ভক্তি-ধর্ম্ম নবদ্বীপে জন্মলাভ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে চরম পরিণতি লাভ করে। ওড়িষ্যায় এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী প্রত্যেক বৎসর জগন্নাথক্ষেত্রে আগমন করিয়া থাকেন। আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুসারে কটক, পুরী, বালেশ্বর ও সম্বলপুর জেলায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার বাঙ্গালী বাস করেন। এই চারিটি জেলায় এতগুলি লোক বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছেন, অথচ ইঁহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত কোন সভা-সমিতি নাই। ওড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে যদি এই সভা ভ্রাতৃত্ব-বোধ জাগাইয়া দিতে পারে, তাহাহইলে এই সভার জন্ম সার্থক হইবে। বাঙ্গালী বালকবালিকাদিগকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ (১) যাঁহারা সুদীর্ঘকাল এই দেশে আছেন তাঁহারাও এখন মাতৃভাষা বাঙ্গালাতেই কথোপকথন করেন; (২) আধুনিক সমৃদ্ধ ও মহোচ্চ বাঙ্গালা ভাষার সহিত বাঙ্গালীমাত্রেরই পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা বাঙ্গালীরা ওড়িয়া ভাষার হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে। ওড়িয়া তাঁহাদের অন্যতম অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। পরলোকগত রায় বাহাদুর রাধানাথ রায় ওড়িয়া ভাষার আধুনিক লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে অনেক মূল্যবান্ কাজের কথাই বলিয়াছিলেন; তৎসমুদয়ের উল্লেখ এখানে অসম্ভব।

রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর রায় বহু সম্মান অর্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকস্বরূপ তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ওড়িষ্যা প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র তিনি অর্দ্ধশতাব্দ্যাধিক কাল অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছেন এবং অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ। পৃঃ ৭৫

পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কটক প্রিণ্টিং কোম্পানী আজিও সার্থকতার সহিত কার্য্য করিতেছে। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বদান্যতায় ওড়িষ্যাবাসী সকলেই, বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙ্গালীসম্প্রদায় বিশেষভাবে উপকৃত। এই জনহিতৈষী স্বদেশপ্রেমিকের কর্ম্মময় জীবন সাধারণের শিক্ষাস্থল হইয়া থাকিবে।

কটক রাভেন্‌শ কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বাঙ্গালী ছাত্র এবং অধ্যাপক কটকপ্রবাসে থাকিয়া গিয়াছেন। স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় কটকের গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু ১৮৭৭ অব্দে কলিকাতা স্কুল হইতে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া কটকে তাঁহার ভ্রাতার নিকট থাকিয়া রাভেনশ কলেজ হইতে এফ এ পাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮২ অব্দে বি এ পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন Albert Collegeএ অধ্যাপনা করেন এবং পরে আইন পরীক্ষা দিয়া জয়নগর স্কুলে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কটক-প্রবাসী হন। এখানে তিনি সরকারী উকীল এবং পাব্‌লিক প্রসিকিউটর হন। তিনি কটক মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন্ এবং বঙ্গের শাসন পরিষদের সদস্য হইয়া দেশের কার্য্যে দেশবাসীর ও সরকারের সন্তোষ উৎপাদন করেন। ওড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালী ও স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গলকর বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

রাজধানী কটকের রাভেন্‌শ কলেজ সমস্ত ওড়িষ্যার মধ্যে একটিমাত্র কলেজ। যে কয়েকটি মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাহা লোকসংখ্যা হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং শিক্ষায় এই প্রদেশ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীসম্প্রদায় লোকশিক্ষা দানের এবং জ্ঞানালোক বিতরণের জন্য চিরদিনই প্রযত্নপর। বাঙ্গালী-পরিচালিত ও কটক হইতে প্রকাশিত একমাত্র সাপ্তাহিক 'Star of Utkal'এর উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। ওড়িষ্যা ভাষার সাপ্তাহিক 'উৎকলদীপিকা' কটকের আর এক-খানি কাগজ। ইহা ওড়িষ্যাবাসীদের সমূহ হিতসাধন করিয়াছে ও করিতেছে।

ইহার সম্পাদকও বাঙ্গালী, বাবু গৌরীশঙ্কর রায়। তিনি 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী', 'কথামালা' প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য পুস্তক ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। কটকের শ্রীমতী শৈলবালা দাস এবং পুরাতন মাসিক পত্রিকা 'প্রভাত' সম্পাদিকা শ্রীমতী রেবা রায় ওড়িষ্যায় স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। 'প্রভাত' ব্যতীত কটক হইতে অন্য দুইখানি মাসিক বাঙ্গালীর দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। 'উৎকল সাহিত্য'খানি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর দ্বারা সম্পাদিত এবং 'মুকুর' শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

যাজপুর কটকের এক মহকুমা। এখানে বিরজার মন্দির বিরাজিত। বিরজাক্ষেত্র মহাভারতের বনপর্ব্বে উল্লিখিত আছে। এখানকার মন্দির চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। একবার বঙ্গের ন্যায় উৎকলে ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের অভাব হইলে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি কেশরী কান্যকুব্জ হইতে বহু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই যজনশীল ব্রাহ্মণগণ যথায় বসতি করেন সেই স্থানের নাম হয় যজনপুর। এক্ষণে তাহাই যাজপুর নামে খ্যাত। বঙ্গের দীপ্ত প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃব্য কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আবগারি বিভাগের দারোগা হইয়া কিছু কাল যাজপুর-প্রবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বঙ্কিম বাবুর পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকটেই থাকিতেন। তিনিও প্রথমে নিমকীর দারোগা ও পরে ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি করিবার কালে আলিপুর হইতে বদলি হইয়া যাজপুরে গমন করেন, কিন্তু শীঘ্রই হুগলী ও আলিপুরে বদলি হন ও অল্পদিন পরেই (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) পেন্সন গ্রহণ করেন।

কটকের উত্তরে বঙ্গের সহিত সংলগ্ন বালেশ্বর জেলা অতি প্রাচীন আর্য্য-নিবাস-স্থান। কুরুরাজ দুর্য্যোধন গোগৃহ সংগ্রামে পরাস্ত হইবার পর কৃপাচার্য্য এখানে হোম করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার স্মারক স্বরূপ এক পাষাণ-মন্দির নির্ম্মিত হয়। তাহার বর্ত্তমান নাম 'কুপারী'। বালেশ্বরে কয়েকজন বাঙ্গালীর জমিদারি আছে। ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, বাবু মন্মথনাথ দে (রাজবাটী), বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু, এম্ এম্ ঘোষ

(বটেশ্বর), হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় (লক্ষ্মণনাথ) এবং রাধাকান্ত রায় মহাশয় (কাউপুর) দিগের নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথ্যসংগ্রহকালে আমরা দেখিয়াছিলাম যে, এখানে স্কুল ও আদালত গুলিতে বেসরকারী অনুষ্ঠান এবং সরকারী বিবিধ বিভাগীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক বাঙ্গালী বালেশ্বরবাসী হইয়াছেন। স্থানীয় কৃশ্চান হাই স্কুল, লক্ষ্মণনাথ হাই ইংলিশ স্কুল, নাম্পো সংস্কৃত টোল ও জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পণ্ডিত বাঙ্গালী। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবডিভিসন্থাল অফিসর বাঙ্গালী। গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু বি. এল, বার লাইব্রেরীর সেক্রেটরী; তিনি স্থানীয় সামাজিক সভারও সম্পাদক। তখন এখানে প্রায় ১৪।১৫ জন বাঙ্গালী উকীল ছিলেন। নিমক ও আবগারি মহলের সুপারিণ্টেণ্ডেট বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বি.এ, ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়র বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, বি. ই, সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার শরৎচন্দ্র সুর, 'গ্রাউস-রাজা শ্যামানন্দ দে-রাণী শ্রীমতী' হাঁসপাতালের সিবিল এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ হরিপদ সরকার এল. এম. এস, এখানকার পুরাতন প্রবাসী। বালেশ্বরে বাঙ্গালীদের ঔষধালয় ও সামান্য ব্যবসায়ও আছে। স্থানীয় সঙ্গীত সমাজ, সঙ্কীর্ত্তন সমিতি, সুবর্ণ বণিক এসোসিয়েশন প্রভৃতি বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান। বালেশ্বরে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে দুই জন ওড়িয়া, একজন সাহেব, একজন দেশী খৃষ্টান এবং অবশিষ্ট সব বাঙ্গালী ছিলেন।

বালেশ্বরের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে মহাশয়ের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। রায় ৺পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর বিহার ও ওড়িষ্যার বেঙ্গলী সেটলার্স এসোসিয়েশনের অধিবেশনে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"Maharaja Baikuntha Nath Dey of Balasore . . . . . His wisdom, his moderation, his influence and position were invaluable to us at the start of our separation from Bengal. His genial manners, his suavity of temperament, his large-heartedness soon endeared him to all and made him a popular leader." ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে

মিষ্টার এ. কে. রায়, এম. আর. এ. সি, সাইরেনসেষ্টার রয়াল এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া আসিয়া পরে বালেশ্বরের কলেক্টর হন। ১৮৮২ অব্দে তিনি রাজসাহী কলেজ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৯১৫ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট সমগ্র জেলা পরিদর্শন করিয়া বাসুদেবপুর, ভদ্রক এবং বাঁঠ থানার এলাকার লোকদের অতি শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করেন এবং বাঁঠে সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। পরে ভদ্রকের এলাকায় অক্ষয়পদা, কেন্দুয়াপদা প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদের চাউলাদি বিতরণ করিয়া সাহায্য করেন। বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও বাবু তুলসীরাম ঘোষ ভদ্রকের পুরাতন প্রবাসী। উভয়েই অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট।

জেলা আঙ্গুল কটকের পশ্চিম-উত্তরে এবং বামড়া রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। আঙ্গুল এবং খন্দমহল এই জেলার দুইটি মহকুমা। এখানকার ভাষা ওড়িয়া। এখানেও বাঙ্গালীর অসদ্ভাব নাই। কর্ম্মোপলক্ষে এখানে যাঁহারা প্রবাস-বাস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ রায়, সব-এঞ্জিনীয়র বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুল্‌স্ (Eastern Feudatory States) বাবু অনন্তপ্রকাশ গুপ্ত অন্যতম।

আঙ্গুলের উত্তর-পশ্চিমে মহানদী তীরে সম্বলপুর অবস্থিত। এই জেলা পূর্ব্বে ওড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল, পরে মধ্য প্রদেশের ব্রিটিশ ছত্রিশগড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়; এক্ষণে বিহার ও ওড়িষ্যা পুনর্গঠিত প্রদেশ হওয়ায় ইহা ওড়িষ্যার একটি জেলায় পরিণত হইয়াছে। এ অঞ্চল বহুমূল্য হীরকাদি খনিজ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। সম্বলপুর অঞ্চলে বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে দক্ষিণ পাটনা, শোণপুর, এবং সম্বলপুর হইতে আবিষ্কৃত ও ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Epigraphia Indica পত্রিকার ৯ম খণ্ডে প্রকাশিত তাম্রশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে, ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও গৌড়ীয় কায়স্থগণ ত্রিকলিঙ্গবাসী হইয়াছিলেন।* উক্ত হইয়াছে যে জনমেজয় মহাভব গুপ্ত, যযাতি মহাশিব গুপ্ত ও

* সাহিত্য, ১৩২০, আশ্বিন।

তৎপুত্র ভীমরথ প্রভৃতি ত্রিকলিঙ্গাধিপতিদিগের সভায়, সেই সকল বাঙ্গালী 'সান্ধিবিগ্রহিক' 'মহাক্ষপটলিক' প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত তাম্রশাসন-গুলির যিনি প্রকাশক তিনি উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন—King Janamejaya and his successors had many Bengali Kayasthas for their court-officers. We get the names of Kailasa Ghosha, father of Vallabha Ghosha, Malla Datta, son of Dhara Datta in the employment of Janamejaya, the names Charu Datta, Uchhaba Naga and Vallabha Naga under King Yayati and the names Sinha Datta and Mangala Datta under Bhimaratha. None but Bengali Kayasthas bear Datta, Ghosha, Naga &c. as surnames. The Uriya Karana never used such surnames. The words Datta, Ghosha &c as inseparable parts of the names of men were in use in other parts of Northern India, and such names would be borne by persons of any and every caste. But as these words are surnames here of Kayasthas, there can be no doubt that the Kings had Bengali officers under them when they acquired territories in the forest tract of Sambalpur.

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভাষা-বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বহুদিন সম্বলপুরের যশস্বী উকীল এবং সম্মানিত প্রবাসী ছিলেন।

১৮৬১ অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী বালিয়াকান্দি থানার অধীন খালকুলা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামকান্ত নাটোর হইতে আসিয়া এই গ্রামে বিবাহ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তিনি তিনখানি গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন। পিতা হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি বিজয় বাবুর পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বাড়ীতে মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে সমস্ত মহকুমার মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়

ছিল না। বিজয় বাবুর ৮ বৎসর বয়সের সময় বঙ্গ বিদ্যালয়টিকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করায় উহাই মহকুমার মধ্যে একমাত্র মধ্য ইংরেজী স্কুল হইয়াছিল। ঐ স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে কৃতী ছাত্র ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব. অধ্যক্ষ পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বিজয় বাবু শৈশব হইতেই বিদ্যানুরাগী এবং অধ্যয়নশীল ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাঁধান মোটা মোটা খণ্ডগুলি, প্রভাকর, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি গৃহে লুকাইয়া লুকাইয়া পাঠ করিতেন। পুনঃ পুনঃ পাঠে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রায় সমস্ত কবিতাই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ঐরূপে দাশু রায়ের পাঁচালির আসল সংস্করণ বাল্যকাল হইতেই মুখস্থ হইয়াছিল।

গ্রামের স্কুল হইতে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ফরিদপুরে পড়িতে যান। তথায় অধ্যয়নকালে সামাজিক আবহাওয়ার প্রতি তাঁহার গভীর ঘৃণা জন্মিতে থাকে। এখান হইতে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। কিন্তু তথায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া হুগলী চলিয়া যান এবং ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ অব্দে ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলেজে পড়িবার কালে তাঁহার পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। তাহার ফলে আর কোন পরীক্ষায় ভাল স্থান পান নাই। কারণ ১৮৮১ অব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করায় তিনি যে সাহায্য পাইতেছিলেন তাহা বন্ধ হয়। ১৮৮৫ অব্দে বিজয় বাবু মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরই তিনি বামড়া ফিউডেটরী ষ্টেটের তৎকালীন রাজা স্যর সুচল দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সচ্চিদানন্দকে ইংরেজী পড়াইতে নিযুক্ত হন এবং ষ্টেট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হন। এক বৎসর পরে অসুস্থ হইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন, কিন্তু ফিরিবার পথে সোনপুর ষ্টেটে রাজা নীলাদ্রিধরের অনুরোধে ছয়মাস কার্য্য করেন। ১৮৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতায় আসেন ও ৩।৪ মাস অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় কাটাইয়া জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া পুরীতে যান। এবং আইন লেক্‌চার শেষ করার জন্য এক বৎসরের মধ্যে কটকে বদ্‌লি হইয়া

আসেন। লেক্‌চার শেষ হইলে ১৮৯১ সালের শেষভাগে সম্বলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়া সেখানে যান এবং পূর্ণ দুই বৎসর ঐ পদে কাজ করার পর আইন পরীক্ষা দিয়া ১৮৯৫ সাল থেকে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ত্রিশ বৎসর প্রবাসবাসের পর বিজয় বাবু দেশে আগমন করেন।

বামড়াতে থাকার সময় দুইজন ডাক্তারের সাহায্যে তিনটি শব ব্যবচ্ছেদ সম্পূর্ণ দেখেন এবং anatomy ও physiology পড়েন। সেই সময় হইতে তিনি ঐ দেশের আদিম জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই আলোচনা সমস্ত জীবন ধরিয়া করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে ও ওড়িষ্যার আদিম জাতির ইতিহাস স্বয়ং উহাদের মধ্যে গিয়া আলোচনা করিয়াছেন। সরকার তাঁহার অনেক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯২ সাল হইতে ethnology ছাড়া antiquities অনেক পড়িয়াছেন ও অনেক প্লেট Epigraphia Indica ও Bihar and Orissa Research Societyর পত্রিকায় ছাপাইয়াছেন Archæology বিষয়ে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ Royal Asiatic Societyর পত্রিকায় উহার প্রদত্ত সম্বলপুরের বিবরণ District Gazetteerএ মুদ্রিত আছে। Orissa in the Making পুস্তকখানি বিশেষ বিবেচনার পর ১৯২৫ সালে প্রকাশিত এবং ইউরোপে বিশেষ সমাদৃত হয়। Aborigines of the Highlands of Central India, যাহাতে ১৭টি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আছে, উপরোক্ত বহিখানির ন্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। History of the Bengali Language বহিখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল। ১৯১৮ সালে সার আশুতোষ কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তাহাই অধ্যাপনার বিষয় হয়। ঐ বহিখানি Royal Asiatic Socity কর্ত্তৃক প্রশংসিত। ঐ পুস্তকের দুইটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

১৯০৮ সালে Historical Congressএ প্রবন্ধ পড়ার জন্য তিনি যখন বিলাতে যান, তখন চোখের অসুখের সূচনা হয়। ১৯১০ সালে চিকিৎসকেরা তাঁহাকে চক্ষুর ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। তখন হইতে তিনি সহকারী দ্বারা লেখাপড়ার কাজ চালাইতেছেন। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইঁহার

দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। কিছুদিন হইল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগে Cultural Anthropology, Indian Philology ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন নামে মাত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট।

বিজয় বাবু বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা কবিতা লিখিতেন। কিন্তু ১৮৮১ সালের পূর্ব্বে কিছু প্রকাশ করেন নাই। ১৮৮৩ সালের এপ্রিল হইতে অর্থাৎ নব্য-ভারতের জন্মাবধি ঐ পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রবাসীর জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেশির ভাগ লেখা নব্যভারতে ছাপা হইয়াছিল। প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বিষয় ঐ পত্রের জুবিলি সংখ্যায় বিবৃত আছে।

১৮৮৮ সালে 'কবিতা' নামে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ সালে serio-comic রচনা 'বিদ্রূপ ও বিকল্প' ছাপা হয়। ১৮৯০ সালে 'যুগপূজা' (Evolution of Religion) নামে কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ সালে কথা ও বীথি (পদ্য), ১৮৯৮-৯৯ সালে 'যজ্ঞ ভস্ম' (কবিতা), ১৮৯৯-১৯০০ সালে 'ফুলশর' (কবিতা), ১৯০৪ সালে 'কথা-নিবন্ধ, (গদ্য ও পদ্য), ১৯১১-১২ সালে 'কালিদাস,' 'থেরীগাথা' (সটীক অনুবাদ), 'উদানম্' (সটীক অনুবাদ), 'সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী' 'তপস্যার ফল' (উপন্যাস) ও 'গীতগোবিন্দ' (মূলের ছন্দে পদ্য অনুবাদ) ছাপা হয়। ১৯১৫ সালে 'প্রাচীন সভ্যতা' (ম্যাট্রিক ও আই এ পরীক্ষার পাঠ্য), 'হেঁয়ালি' (কবিতা-সংগ্রহ) ও ১৯১৯ সালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (স্কুলপাঠ্য) ছাপা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে ওড়িয়া পাঠ্য পুস্তক না থাকায় সার আশুতোষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি Typical Selections from Oriya Literature নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯২২ সালে বঙ্গবাণীর জন্ম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি উহার সম্পাদকতা করেন। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইলেও তাঁহার স্মৃতি শক্তি আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তিনি ১৮৮৮ সালে কটকের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর রায় বাহাদুর মধুসূদন রাওএর প্রথমা কন্যা বাসন্তী দেবীকে বিবাহ করেন। মধু বাবু ওড়িষ্যা প্রবাসী মারাঠী ক্ষত্রিয়; তিনি এখন পরলোকে। বিজয় বাবুর একমাত্র সন্তান সুনীতি দেবীর ১৮৯৪ সালে জন্ম হয়। সুনীতি ১৯১৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়

ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডাফ স্কলারশিপ পান এবং ১৯১৬ সালে ইংরাজিতে অনার্স লইয়া বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ সালে বিজয় বাবু কন্যার বিবাহ দেন। জামাতা ডাক্তার বিজলী বিহারী সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্. সি. এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো।

পূর্ব্বোক্ত চারিটি জেলা ব্যতীত ওড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগই করদ রাজাদিগের অধিকৃত। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ শৈলময় এবং অরণ্যবহুল। শৈলময় মহানদী, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীত্রয় তিনটি উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে। মহানদীর দক্ষিণে খন্দ মহলের অন্তর্গত করদ রাজ্যের পাহাড়গুলি প্রায় ৩ হাজার ফুট উচ্চ, সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম মলয়গিরি। তাহার উচ্চতা চারি হাজার ফুট। এই সকল পাহাড়ের উত্তরাংশে জলরাশি ক্রমনিম্নে প্রবাহিত হইয়া বৈতরণী নদীর উত্তরে ৩।৪ হাজার ফুট উচ্চ কতকগুলি পাহাড় ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ময়ূরভঞ্জ গিরিমালার সর্ব্বোচ্চ গৃহের নাম মেঘাসনী। বালেশ্বরের উত্তরে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য। ময়ূরভঞ্জের উত্তরে মেদিনীপুর ও সিংহভূম। ইহার পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলা, দক্ষিণে কেঁওঝর ও নীলগিরি রাজ্য এবং বালেশ্বর এবং পশ্চিমে কেঁওঝর রাজ্য ও সিংহভূম জেলা। ময়ূরভঞ্জ বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটি গড়জাত রাজ্য। ইহা কুচবিহার রাজ্যের সাড়ে তিন গুণ ও দুইটী বৃহৎ ব্রিটিশ জেলার সমান। মহারাজ ইংরেজরাজকে পূর্ব্বে কয়েক কাহন কড়ি মাত্র কর দিতেন, এক্ষণে ১০০১৲ টাকা নজর দিতে হয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তাঁহার সেনাপতি মানসিংহের সহিত স্থানীয় রাজাদিগের যে চুক্তি হয়, তাহা হইতে জানা যায় তখন ময়ূরভঞ্জের অধিকার উত্তরে মেদিনীপুর দক্ষিণে বৈতরণী পর্য্যন্ত কেঁওঝরের সীমা পশ্চিমে সিংহভূম ও পূর্ব্বে বালেশ্বরের নানা অংশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার রাজধানী বারিপদা বেঙ্গল নাগপুর রেল ষ্টেশন রূপসা হইতে মহারাজার রেলে প্রায় ৩০ মাইল। বারিপদা দুইটি ক্ষুদ্র নদীর মধ্যবর্ত্তী। নদী পার হইলেই বনভূমি এবং দূরে বিন্ধ্যাচলের শাখা সিমলিপাল পর্ব্বতমালা; ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর মেঘাসনী সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৩৮২৪ ফুট উচ্চ। শীতঋতুতে তুষারাচ্ছাদিত থাকে।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন এই রাজ্য অতি পুরাতন। বিশ্বকোষকার রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই রাজ্যের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জরিপ করিবার জন্য এখানে কিছুদিন ছিলেন। তাহার ফল তাঁহার Archæological Survey of Mayurbhanj. অতি প্রাচীন কালে জয়পুরের রাজপুত্রবংশীয় জনৈক ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত হয়। তাঁহার নাম ছিল ময়ূরধ্বজ।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর দেহত্যাগ করিলে স্বর্গীয় মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেব পৈতৃক সিংহাসনের অধিকারী হন। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স দশবৎসর মাত্র, সুতরাং ইংরেজ রাজ তাঁহার অভিভাবক হইয়া নাবালকের রাজ্য শাসন করেন। ১৮৯২ অব্দে রামচন্দ্র দেব রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত স্বহস্তে স্বীয় রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁহার পিতৃদেব এরাজ্যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর অনুরূপ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। এক্ষণে নবীন মহারাজা তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করেন। তিনি শাসন-বিভাগকে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়া পুলিশকে ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্ত হইতে স্বতন্ত্র করেন। রাজস্ব ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করিয়া দেন; দেওয়ানী, কলেক্টরী, ফৌজদারী, পুলিশ, জঙ্গল, সার্ভে ও সেট্‌ল্‌মেণ্ট প্রভৃতি বিভাগ ক্রমশঃ স্থাপন করেন এবং রাজ্যের নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া একটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করেন। মহারাজ স্বয়ং প্রত্যেক বিভাগের কর্ত্তা থাকিয়া প্রত্যেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। তিনি প্রত্যহ কাছারিতে বসিয়া প্রজাগণের অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিতেন এবং প্রতিবৎসর দুই তিন মাস করিয়া রাজ্যের মধ্যে গ্রাম, নগর এবং অরণ্য-প্রান্তরে বিচরণ করিয়া স্বয়ং প্রজাগণের অভাব অবগত হইয়া তাহা মোচনের চেষ্টা করিতেন। ১৮৯৪ অব্দে তিনি প্রজাগণকে প্রথমে প্রজাস্বত্ব দিয়া তদ্বিষয়ক বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। মহারাজা কলিকাতা রেফিউজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। ময়ূরভঞ্জে শত শত মাইল রাজপথ, রেলবিস্তার, ভিক্টোরিয়া ডায়মণ্ডজুবিলী লাইব্রেরী নামক সাধারণ পুস্তকাগার, বারিপদা উচ্চ ইংরাজী স্কুল, অনাথ আশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, মহারাণী লক্ষ্মীকুমারী ধর্ম্মশালা প্রভৃতি সাধারণের কল্যাণকর বহু অনুষ্ঠান মহারাজের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ময়ূরভঞ্জের দুর্ভাগ্য যে এমন সর্ব্বজনপ্রিয়

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। পৃঃ ৪৫৩, ৪৬৭

প্রজাবৎসল রাজা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়সে মৃগয়া করিতে গিয়া তিনি হঠাৎ কোন শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও বিলাসশূন্যতা, তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও সৌজন্য, তাঁহার গুরুভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও হরিভক্তি, এবং তাঁহার দেশভক্তি ও লোকহিতৈষণার জন্য তিনি ময়ূরভঞ্জরাজ্যে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি প্রথমে পঞ্চকোটের মহারাজা স্বর্গীয় নীলমণি সিংহ বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত এবং দ্বিতীয়বারে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হন। তিনি ছাত্রাবস্থায় কটকে, কলিকাতায় ও গৃহে য়ুরোপীয় এবং দেশীয় উন্নতমনা চরিত্রবান্ সুপণ্ডিত শিক্ষকগণের শিক্ষকতায় উৎকল-সাহিত্য, বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি তাঁহার শিক্ষাগুরুদের ভুলেন নাই।

স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি কটক কলেজের অধ্যাপক তাঁহার শিক্ষাগুরু মোহিনীমোহন ধর, এম এ, বি এল মহাশয়কে জুডিশিয়াল সেক্রেটরী ও পরে জজ নিযুক্ত করিয়া ম্যানেজার মিষ্টার এইচ পি ওয়াইলির সঙ্গে দুই বৎসরকাল রাজ্য পরিচালন করেন এবং মোহিনী বাবুর সাহায্যে আপীল নিষ্পত্তি করিতে থাকেন। তাঁহার শৈশবকালের ম্যানেজার সাহেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঘোষাল মহাশয়, যিনি পরে তাঁহার দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্যের নানাপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ঘোষাল মহাশয়ের পরলোকগমনে মহারাজা মোহিনীমোহন বাবুকে প্রধান মন্ত্রী বা দেওয়ানের পদে মাসিক প্রায় সহস্র টাকা বেতনে উন্নীত করিয়া শ্রীযুক্ত হরিনাথ বসু মহাশয়কে জজের পদে নিযুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি প্রধান বিচারপতির সহকারী ছিলেন, এবং তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ দাসকে দেওয়ানের সহকারী ও সবডিভিসনাল অফিসারের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। মহারাজা দেওয়ান মোহিনী বাবুর সুপরামর্শে রাজ্যের নানা বিভাগে প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রজাপালন ও শাসন ব্যাপারে, পূর্ব্বাপেক্ষা রাজস্বের প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধিবিষয়ে

এবং সাধারণের শিক্ষা-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তৎসমুদয় মহারাজের গুণগ্রাহিতা ও হিতৈষণা এবং পূর্ব্বোক্ত ঘোষাল মহাশয় ও মোহিনী বাবু প্রমুখ অন্যান্য সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মচারিগণের প্রতিভা ও প্রচেষ্টার ফল। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের বহু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। স্বর্গীয় মহারাজ স্বয়ং বাঙ্গালীর অনুরাগী ছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় মহাশয় তাঁহার সঙ্গীতের আচার্য্য ছিলেন। স্বনামখ্যাত সুলেখক হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় যখন তাঁহার 'প্রেম' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেব তাহা পাঠ করিয়া লেখকের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধান্বিত হন, যে তিনি তাহার অব্যবহিত পরেই হেমেন্দ্র বাবুকে সবডিভিসনাল অফিসারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ময়ূরভঞ্জে আনয়ন করেন।

সিংহ মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম করঞ্জিয়া মহকুমায় প্রবাসী হন। তাঁহাকে উক্ত পদের সহিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কলেক্টর ও মুন্সেফের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিনি করঞ্জিয়ার একটি ডাকবাংলায় আসিয়া প্রথমে অবস্থিতি করেন। তখন এ স্থান দুর্গম অরণ্য ও হিংস্র জন্তু পরিবৃত ছিল। রাত্রিতে হেমেন্দ্র বাবুর বাসার চারিধারে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিচরণ করিত ও তাহাদের গর্জ্জন শুনা যাইত। তাঁহার শয়ন-কক্ষের চতুর্দ্দিকে পুলিশ সিপাহী ও পাইক পাহারা থাকিত। ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেটল্‌মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন এবং জঙ্গল বিভাগও তাঁহার হস্তে যায়। ইতিপূর্ব্বে জঙ্গল বিভাগ ছিল না এবং এখানে বাঁশের নল দ্বারা জরীপ হইত। হেমেন্দ্র বাবু ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ কেডেষ্ট্রাল সার্ভে বহুলরূপে প্রচলিত করেন এবং সেটলমেণ্ট কার্য্যের ভবিষ্যৎ পরিচালনা বিষয়ে একটি প্রণালী স্থির করেন। ওড়িষ্যাগড়জাত মহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও বিভাগীয় কমিশনর মেরিডিন্ সাহেব ঐ প্রণালী বিষয়ে মহারাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ১৯০০ অব্দে ইনস্‌পেক্‌শন নোটে তাহার অনুমোদন করেন। সেই প্রণালীতেই এখনও ঐ কার্য্য চলিতেছে। তিনি ১৮৯৭-৯৮ অব্দে রাজস্ব বিভাগের যে বার্ষিক বিবরণী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভূগর্ভস্থ খনিজ বৈভবের কথা উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে উহার উদ্ধারের পরামর্শ ভবিষ্যদ্বাণীরূপে লিপিবদ্ধ

করিয়াছিলেন। সেই ইঙ্গিতের ফলেই আজ মহাত্মা টাটার এসিয়াখণ্ডের মধ্যে প্রধান লৌহখনির কারবারের সূচনা হইয়াছে।

পূর্ব্বে এ রাজ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে লাখরাজদারগণের জমির খাজনা রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক আদায় হইত। তাহাতে শতকরা ১৫৲ টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকা লাখরাজদারগণকে দেওয়া হইত। হেমেন্দ্র বাবু উক্ত প্রথা রহিত করিয়া লাখরাজদারগণের হস্তে নিজ সম্পত্তির খাজনা আদায়ের ক্ষমতা অর্পণ করেন। তাহাতে তাহারা উক্ত শতকরা ১৫৲ টাকা রাজকর্ম্মচারীদিগকে পারিশ্রমিকস্বরূপ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পায়। স্বার্থে আঘাত পাইয়া অনেকেই হেমেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে মহারাজের মন ভার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হেমেন্দ্র বাবু ইহার নৈতিক দিকটা বুঝাইয়া দিলে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজা তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করেন। ময়ূরভঞ্জাধিপতি হেমেন্দ্র বাবুকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা মহারাজের দুই একটি কথাতেই প্রকাশ পাইবে। তিনি সিংহ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—"আপনি যেমন নির্ভীক-ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করুন। ভয় নাই। উপরে ভগবান ও পশ্চাতে আমি আছি।" বলিতেন, "আপনি Bismarckএর মত। আপনি একজন Hero of hundred fights—আপনার ভয় কি?" কলিকাতায় থাকিতে মহারাজা প্রায়ই তাঁহার মোটরে করিয়া খিদিরপুর ও অন্যান্য স্থান হইতে হেমেন্দ্র বাবুকে তাঁহার সিমলা ষ্ট্রীটের বাসায় পৌঁছাইয়া দিতেন। হেমেন্দ্র বাবু তাহাতে বলিতেন, "আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির গৃহে আসা কি আপনার শোভা পায়?" মহারাজা বলিতেন, "ছোট বড় মিছে কথা। সবাই সমান। আপনার সঙ্গে কি আমি টাকার সম্বন্ধ ধরি?" হেমেন্দ্র বাবু যখন ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন বঙ্গগৌরব স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই মহোদয় ওড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর ছিলেন। *
হেমেন্দ্র বাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। 'প্রেম' ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'আমি', 'হৃদয় ও মনের ভাষা,' 'জীবন'

---

* ইহা বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি এ কর্ত্তৃক লিখিত এবং ১৩১৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা নব্যভারত হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত।—গ্রাঃ

এবং 'নির্ব্বাণ' প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রেম'-এর ইংরেজী অনুবাদ লংম্যান কোম্পানী কর্ত্তৃক বিলাতে প্রকাশিত হয়। সিংহ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫০ বৎসর মাত্র বয়সে সিংহ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

সম্বলপুর জেলার পূর্ব্বে এবং কেঁওঝর রাজ্যের পশ্চিমে বামড়া রাজ্য অবস্থিত। বামড়া ষ্টেশন হইতে রাজধানী দেবগড় ৬০ মাইল পাকা রাস্তা; মধ্যে মধ্যে লৌহ ও কাষ্ঠ সেতু আছে। বামড়া বা গোবিন্দপুর কাছারী ও রাজধানী দেবগড় টেলিফোন দ্বারা সংযুক্ত। রাজধানী সুসজ্জিত এবং প্রজাবর্গের সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকর উন্নতিবিধায়ক অনুষ্ঠানে ভূষিত।

বামণ্ডা বা বামড়া সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটি গড়জাত বা করদ রাজ্য। এই রাজ্য ময়ূরভঞ্জের ন্যায় ব্রিটীশ শাসনপ্রণালীর অনুরূপ ভাবে শাসিত। প্রজারঞ্জক রাজা স্যর সুচল দেব এই রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

বামড়া রাজ্যে যে রাজ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, তথায় হিন্দু ছেলেরাই পড়িয়া থাকে। আর একটি স্কুল আছে, তাহার নাম 'অনার্য্য বিদ্যালয়'। এখানে আদিম অনার্য্যজাতীয় ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। রাজ্যের সর্ব্বত্রই এই প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা আছে। এখানে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং জ্যোতিষ বিদ্যালয়ও আছে। বালিকাদের শিক্ষার জন্য এ রাজ্যে বালিকা বিদ্যালয় আছে। এখানকার কোন বিদ্যালয়েই ছাত্র বা ছাত্রীদের বেতন দিয়া পড়িতে হয় না। এমন কি পাঠ্যপুস্তকাদিও ক্রয় করিতে হয় না। তাহাদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় রাজ ষ্টেট বহন করিয়া থাকে। এখানে যে সকল ছাত্র দূর হইতে আসে, তাহাদের জন্য বোর্ডিং আছে; তাহার ব্যয় রাজসরকার হইতে নির্ব্বাহিত হয়। এখানে হিন্দু ছেলেদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বামড়া রাজ্যের কোন গৃহস্থ তাহার সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখিতে পারিবে না। যাহার ছেলেকে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে না দিলে সংসার চলে না, রাজসরকার তাহাকে লোক রাখিবার খরচ দিবে এবং ছেলের অভিভাবক তাহাকে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হইবে। কোন ছেলেকে স্কুল

ছাড়াইতে হইলে যথেষ্ট কারণ দেখাইয়া রাজার অনুমতির জন্য আবেদন করিবার নিয়মও এখানে প্রচলিত ছিল। এখানে একটি পটারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কারখানায় প্রস্তুত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিমূর্ত্তি, সুন্দর সুন্দর পুতুল প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। এখানকার রাজ-পুস্তকালয়ে বহু ওড়িয়া, বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি রক্ষিত আছে। এখানকার মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'সম্বলপুর হিতৈষী' (Sambalpur Patriot) নামক সাপ্তাহিক পত্র সরকারী ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

স্বর্গীয় জম্‌শেদ্‌জি টাটার কারখানায় যে খনিজ মিশ্র লৌহকে বিশুদ্ধ লৌহ ও ইস্পাতে পরিণত করিয়া বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, তাহার আকর আবিষ্কার করেন একজন বাঙ্গালী। তিনি বাবু প্রমথনাথ বসু, বি এস্ সি (লণ্ডন)। বসু মহাশয় ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিষয়ক বিবরণীতে (Records of the Geological Survey of India) মধ্যপ্রদেশে লৌহের সন্ধান দেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রায়পুর জেলায় ধল্লী নামক স্থানে লৌহ-খনি আবিষ্কার করেন এবং তাহার বিবরণ উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ করেন।* ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে টাটা মহোদয় এই খনির সন্ধান পান। বসু মহাশয় পাতিয়ালা রাজ্যেও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে লৌহখনি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রমথ বাবু পেন্সন গ্রহণ করিলে ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যে খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার করিতে নিযুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে এই প্রচেষ্টা এখানে হয় নাই। প্রমথ বাবু রাজ্যের নানাস্থানে নানা খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া গুরুমইশানি পাহাড়ের পাদদেশে লৌহের সুবিস্তীর্ণ আকরের সন্ধান প্রাপ্ত হন।† তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এ বিষয় টাটা মহোদয়কে জানাইয়া বলেন যে ময়ূরভঞ্জের আকরে লৌহের পরিমাণ যেমন খুব বেশী, ইহা বঙ্গের কয়লার খনিসকলেরও তেমনি নিকটবর্ত্তী। তিনি মধ্যপ্রদেশের খনিসমূহ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং উভয় স্থানের তুলনায় তিনি ময়ূরভঞ্জেরই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। জম্‌শেদ্‌জি টাটা

* Records of the Geological Survey, Vol. XX, Pt. I.

† Records of the Geological Survey, Vol. XXXI, Pt. III.

মহাশয় ইহার অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্রগণ প্রমথ বাবুর সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া একটা বন্দোবস্ত করেন এবং জনৈক য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞেরও পরামর্শ গ্রহণের সংকল্প করিয়া পেরিন সাহেবকে নিযুক্ত করেন। পেরিন ময়ূরভঞ্জ পরিদর্শন করিয়া বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিলে সাক্‌চীর কারখানা স্থাপিত হয়। সুতরাং এসিয়াখণ্ডের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান লৌহ-কারখানা স্থাপনার মূলে যে বাঙ্গালীর প্রতিভা বিদ্যমান, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

বামড়া রাজ্যে যে সকল কল-কারখানা আছে তাহার কর্ম্মচারী সমস্তই দেশী এবং মহারাজারই প্রজা। প্রথমে বিদেশ হইতে শিক্ষিত কর্ম্মকুশল লোক আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় প্রজাদিগকে শিখাইয়া তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম করান হয়। এই সূত্রে অনেক বাঙ্গালী এ রাজ্যে প্রবাসী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দেশীয়দিগের উপযোগিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস হইয়া এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বামড়া প্রবাসে আছেন। জনৈক বাঙ্গালী ডাক্তার এখানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং চিকিৎসাও করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এখানে ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করান দুরূহ ব্যাপার ছিল, কিন্তু ডাক্তার অমূল্য বাবুর চেষ্টায় এক্ষণে তাহা সাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত হইয়াছে। বামড়ার রাজমন্ত্রী ছিলেন বাবু যোগেশচন্দ্র দাশ। রাজ অশ্বশালার অধ্যক্ষও ছিলেন একজন বাঙ্গালী। কলিকাতার অস্‌লার কোম্পানীর এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী রায় মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে দেবগড়ে থাকিতেন।

ব্রিটিশশাসিত অঞ্চলের ন্যায় গড়জাত মহল বা করদ রাজ্যগুলির সর্ব্বত্রই প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর বাস আছে। তাঁহারা বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ওড়িষ্যাবাসী হইয়া অনেকটা ওড়িয়াত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যখন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ওড়িষ্যা ইংরেজের হস্তগত হয়, সেই সময় স্বনাম-খ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র বঙ্গের গৌরব লালা বাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) ওড়িষ্যার এই করদ রাজ্যসমূহের দেওয়ান হইয়া এতদঞ্চল-বাসী হন। পরে তিনি স্বীয় জমিদারীর সুব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিবার অভিপ্রায়ে এই কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

মধ্য প্রদেশ ও বেরার

তখন ফরাসী-শক্তি পণ্ডিচেরীতে কেন্দ্রীভূত হইয়া দক্ষিণ ভারতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ফরাসীর সহিত শক্তি-পরীক্ষা দ্বারা ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনে সচেষ্ট। দক্ষিণ ভারত মোগলদিগের শাসন হইতে মুক্ত থাকায় উভয় শক্তিই এখানে উপনিবেশ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। ত্রিচিন্নপল্লী, তাঞ্জোর এবং মৈসুর এই তিনটি হিন্দুরাজ্য প্রাচীন বিজয়নগরের পতনের পর স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পুণার পেশওয়া রাজবংশ পশ্চিমঘাট রাজ্যসমূহের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম দক্ষিণ ভারতের অবশিষ্ট সমগ্র ভূভাগ করতলগত করিয়াছেন। এমন সময় পেশওয়ার এক সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নাগপুর অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন; এবং ক্রমে বেরার হইতে ওড়িষ্যা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। তখন মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর কি ভারতীয় রাজন্যবর্গ, কি য়ুরোপীয় বণিকগণ স্ব স্ব রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় বিভোর। গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোলকার, বরোদায় গায়কোয়াড় প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। উত্তর ভারতে অযোধ্যা প্রভৃতির নবাবগণ ব্যতীত বাঙ্গালায় যখন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, দক্ষিণে নবাব নিজাম ও তাঁহার অধীন আর্কটের নবাব, পণ্ডিচেরীতে তখন নবাব ডুপ্লে। * তাহার অর্দ্ধ শতাব্দ্যধিক পরে, উক্ত দেশীয় রাজ্যসমূহ এরূপ প্রতাপান্বিত থাকিতে ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নাই দেখিয়া, লর্ড ওয়েলেস্‌লী তৎসমুদয় করতলগত করিবার জন্য যখন সর্ব্বত্রই স্বীয় প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর, তখন স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে ব্যাকুল, অথচ ফরাসী শক্তির প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুকূল দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের স্থানে স্থানে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। সেই সময় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে, নাগপুরের রাজা দৌলত-

* এই উপাধি Joseph Francois Dupleix মোগল বাদশাহের নিকট ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে লাভ করিয়াছিলেন।

রাও সিন্ধিয়ার সহিত যোগ দিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। কিন্তু নিজাম ও পেশওয়ার দলপুষ্ট ইংরেজের সহিত যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা না দেখিয়া কটক ও বুন্দেলখণ্ড ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজের সহিত সন্ধিবদ্ধ হন। * এই সময় হইতে নাগপুরে ইংরেজের প্রভাববিস্তারের সূত্রপাত হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লী নাগপুর প্রদেশ ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। তাহার পর ভোঁস্লাবংশীয় আপা সাহেব, যিনি পূর্ব্ব রাজাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, ১৮১৭ অব্দে ইংরেজ-আধিপত্যে বিরক্ত হইয়া লর্ড হেষ্টিংসের সময় নাগপুর সহরের মধ্য-স্থলে বিরাজিত সীতাবল্দী পাহাড়-শিখরস্থ দুর্গে রেসিডেণ্ট সাহেবের পক্ষকে আক্রমণ করেন। ফলে, লর্ড হেষ্টিংস্ পূর্ব্ব রাজার বালক-পুত্রকে তৃতীয় রঘুজী নামে নাগপুরের সিংহাসনে বসাইয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেসিডেণ্ট দ্বারা রাজ্য শাসন করান। সাবালক হইয়া রঘুজী ২৩ বৎসর রাজ্য করিয়া ১৮৫৩ অব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক যাত্রা করিলে নাগপুর রাজ্যের শাসন-ভার ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তখন গবর্ণর-জেনেরলের এজেণ্ট-স্বরূপ একজন কমিশনর নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই নিজামের নিকট হইতে রাজস্বাদির বক্রী ঋণ পরিশোধ স্বরূপ বেরার রাজ্য ইংরেজের হস্তগত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর বিন্ধ্য উপত্যকাভূমি, সাগর ও নর্ম্মদা বেলাভূমি ইহার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে মধ্যপ্রদেশ (Central Provinces) নাম দিয়া একজন চীফ কমিশনরের শাসনাধীন করিয়া দেন। মধ্য-প্রদেশের সীমা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিয়া নাগপুর, জব্বলপুর, নর্ম্মদা, ছত্রিশ-গড়, বেরার এবং করদমহল এই ছয়ভাগে বিভক্ত হইয়া চীফ কমিশনরের অধীন বিভাগীয় কমিশনরগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে এখানে ইংরেজের শাসনসংক্রান্ত নানা বিভাগে কর্ম্মকুশল বাঙ্গালীরও আবির্ভাব হইতে থাকে।

---

† "The Raja made no further resistance but two days later signed a treaty by which he ceded Cuttuck and Bundelkhand to the Company and several districts west of the Wardha river to the Nizam . . . and undertook that no European or American troops should be admitted into his service."—'The Makers of British India' by W. H. Davenport Adams, p. 166.

খ্রীঃ ১৮৮১ অব্দে মধ্য প্রদেশের যে লোক-গণনা হয়, * তাহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে নাগপুর বিভাগে ১৩৩, জব্বলপুর বিভাগে ৪৪৯, নর্ম্মদা বিভাগে ১৮২, ছত্রিশগড় বিভাগে ১২৫৬ এবং সমগ্র মধ্যপ্রদেশে ২০২০ জন বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ বাস করিতেছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলিতে বাঙ্গালী সংখ্যাত হন নাই ; তখন মধ্যপ্রদেশের লোক-সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ছিল। ঐ সময়ে নাগপুর বিভাগে হিন্দী ছিল শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা। বালাঘাট ও সম্বলপুরে† ওড়িয়া ছিল প্রধান ভাষা এবং অবশিষ্ট সকল স্থানেই মরাঠী ভাষা প্রচলিত থাকায় ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। তৃতীয় স্থান ছিল গোণ্ডী, ওড়িয়া, তেলুগু ও অন্যান্য ভাষার এবং সর্ব্ব শেষ ছিল ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার স্থান। এই গণনাকালে সেন্সস্ কমিশনর মিঃ টি ড্রিস্‌ডেলকে রায়পুরের তৎকালীন উকীল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবীর-পন্থীদিগের বিবরণ লিখিয়া দিয়া যে সাহায্য করিয়াছিলেন, উক্ত সেন্সস্ রিপোর্টে তাহার উল্লেখ আছে। তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঙ্গালীর বাস ছিল রায়পুরে। এখানে ৮৮৬ জন বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ বাস করিতেছিলেন। সে সময় এই প্রদেশের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক সংখ্যায় বাঙ্গালীর বাস ছিল। দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া সমগ্র মধ্যপ্রদেশে ১৬৪৮ জন এবং বেরার রাজ্যে ১৪ জন বাঙ্গালী ছিলেন। আরও দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০১ অব্দে ১৭৫৭ জন সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের গণনায় নির্দ্ধারিত হয় যে, ২৫৭০ জন বাঙ্গালী তখন বৃটিশ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অধিবাসী। বিগত লোকগণনায় দেখা গিয়াছিল যে, বেরার ও দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া মধ্যপ্রদেশে ৩৫৪৬ জন বাঙ্গালীর বাস। ‡ প্রথম ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর বাস হিসাবে এই প্রদেশে নাগপুর, রায়পুরের স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং প্রাদেশিক রাজধানীতেই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। নাগপুরের ঠিক্ মধ্যস্থলে সীতা-

* Census Report, C. P., 1881, Vol. I, p. 32.

† ছত্রিশগড়ের অন্তর্গত সম্বলপুর পরে ওড়িষ্যায় অন্তর্গত হয়।

‡ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৩৩৯৮ (১৭৯৩ পুরুষ, ১৬০৫ স্ত্রী), দেশীয় রাজ্যসমূহে ১৪৮ (৯৭ পুরুষ, ৫১ স্ত্রী), শুদ্ধ বেরারে ২৩১ জন।—Census Report, Central Provinces and Berar, 1921.

বল্‌দী পাহাড়। তাহার শিখরদেশে একটি দুর্গ বিরাজিত। পর্ব্বত-পাদমূলে উত্তর-পশ্চিম দিকে সীতাবল্‌দী ষ্টেশন, উত্তরে ছাউনী ও বাজার, দক্ষিণে ষমতলাও নামক সরোবর এবং পূর্ব্ব দিকে নাগপুর সহর। সহরের দক্ষিণ ভাগ মহারাষ্ট্র রাজাদিগের নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ সরোবর ও মনোহর উদ্যান দ্বারা শোভিত। পাহাড়ের চূড়াস্থিত যে দুর্গটি পূর্ব্বে রেসিডেন্সী ছিল, তাহাই এক্ষণে লাটপ্রাসাদ। ১৯২১ সালে সমগ্র নাগপুর বিভাগে ৭৯৯ জন বাঙ্গালীর বাস ছিল; তন্মধ্যে নাগপুর জেলায় ৩৪৯ জন বাঙ্গালী পুরুষ এবং ২৫৭ জন মহিলা সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

এ প্রদেশে হিন্দুর বহু তীর্থ থাকায় এবং বঙ্গদেশের সান্নিধ্যবশতঃ বহুকাল হইতেই এখানে বাঙ্গালীর যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ যে কারণে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয়। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী রতনপুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, চেদিরাজের 'মন্ত্রণা বিষয়ে অগ্রণী' 'অসীম শাস্ত্রপারদর্শী' মন্ত্রী ছিলেন একজন বাঙ্গালী। খৃষ্টীয় ৮০৯ অব্দে উক্ত শিলালিপি হৈহয়বংশীয় চেদিপতি * জাজল্যদেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হয়।

অতি প্রাচীনকালে বঙ্গের আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে এবং বঙ্গের কৃষকসম্প্রদায় হইতে বহু লোক যে মধ্যপ্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল, ডালটন সাহেব তাঁহার 'Ethnology of Bengal' নামক গ্রন্থের ২৭৯, ৩১৬ এবং ৩২৭ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এতদঞ্চলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করিবার কালে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী দেশে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের নবাব

---

* মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন রাজ্য চেদি নাগপুর ও জব্বলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাহিষ্মতী (নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান চুলিমহেশ্বর নগরী) তাহার রাজধানী ছিল। পুরাণে আছে ইহা সত্যযুগে চক্রবর্ত্তী রাজার, ত্রেতায় পরশুরামের হস্তে নিহত হৈহয়পতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের এবং দ্বাপরযুগে শিশুপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই জনপদ 'দক্ষিণ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নর্ম্মদার দক্ষিণতীরবর্ত্তী স্থান মাত্রেই দক্ষিণাপথবাচ্য হইত। শ্রীযুক্ত হরিরামচন্দ্র দিবেকর হিন্দী 'সরস্বতী' পত্রিকায় (১৯১৬, জানুয়ারী সংখ্যা) বলিয়াছেন নর্ম্মদাতীরস্থ "ওঙ্কারেশ্বরই প্রাচীন মাহিষ্মতী"। মৎস্য পুরাণে ইহা মহাতীর্থ বলিয়া উক্ত। এ সম্বন্ধে Epigraphia Indica, IX, 108 দ্রষ্টব্য।

৺গোবিন্দচন্দ্র সেন মুন্সী। পৃঃ ৯১

আলিবর্দ্দী খাঁর সময় ওড়িষ্যার সুবাদার বাঙ্গালী দুর্লভরাম হঠাৎআক্রমণকারী মহারাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নাগপুরে বন্দী হইয়াছিলেন। নবাব মহারাষ্ট্রসর্দ্দারকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া দুর্লভরামকে মুক্ত করেন। ১৭৯৩—৯৮ অব্দে যখন স্যর্ জন শোর ভারতের বড় লাট ছিলেন, তখন আর একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী নাগপুরপ্রবাসী হইয়াছিলেন। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকির রামদেব গুহের পুত্র স্বনামখ্যাত রামকান্ত মুন্সী। মুন্সী মহাশয় ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬ বৎসর মাত্র বয়সে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সাহায্যে রেভিনিউ বোর্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মদক্ষতাগুণে বড় লাট হেষ্টিংস্, কর্ণওয়ালিস্ ও স্যর জন শোরের সময় উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেবীসিংহের অত্যাচারে পীড়িত উৎসন্নপ্রায় রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলায় সুবন্দোবস্ত-দ্বারা শান্তি স্থাপন করিলে লাট হেষ্টিংস বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইখানি তালুক, মণিমুক্তাখচিত শিরোপা, ব্যজন এবং হীরকখচিত কোষ-সহ তরবারি খিলাত দিয়াছিলেন। চেৎসিংহের পতনে বারাণসী রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং গোরক্ষপুরে অশান্তি দেখা দিলে তিনি সুবন্দোবস্তের জন্ম প্রেরিত হন এবং এখানেও রামকান্ত মুন্সী কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া সম্মানিত হন। অতঃপর নাগপুরের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্ম তিনি স্যর জন শোরের সময় নাগপুরে আগমন করেন। তিনি অতি সুকৌশলে সন্ধিপত্র রচনা করিয়া বড়লাট কর্ত্তৃক পুনরায় বিশেষ-ভাবে প্রশংসিত ও সম্মানিত হন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। টাকির চৌধুরীরা ইঁহারই বংশধর।

স্বর্গীয় রামকান্ত মুন্সী নাগপুর-প্রবাসী হইবার অর্দ্ধশতাব্দী পরে অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ প্লাউডেন সাহেব নাগপুর রেসিডেন্সীতে চীফ কমিশনর নিযুক্ত হইয়া আসিলে তাঁহার সহিত রেসিডেন্সীর দেওয়ানস্বরূপ আসিয়াছিলেন স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র সেন মুন্সী মহাশয়। তিনি মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অল্প বয়স হইতেই নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ, সম্মান ও যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ বাবু ১৭৪৩ শকে অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী বাণীবহ গ্রামে পিতা ৺রূপচন্দ্র সেন মুন্সী মহাশয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

রূপচন্দ্র বাবু কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺রায় ঈশ্বরচন্দ্র মুন্সী বাহাদুর গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। গোবিন্দ বাবু অল্প বয়সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় বিদ্যালয়ে যে অধিক দিন অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শৈশব হইতেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও অধ্যবসায়, তাঁহার প্রকৃতিগত বিনয়, সরস-বচন-প্রয়োগপটুতা এবং অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত ও সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার বাল্যকালে দেশে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল সাধারণের তাহা অবিদিত নাই। সে সময় কলিকাতা ভবানীপুরে জগমোহন বসুর স্কুল প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। স্কুলের নাম ছিল 'Union School'। এখানে কিছুদিন পড়িবার পর গোবিন্দ বাবু আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের শ্যালিকা মিস হালকেট-স্থাপিত নূতন অবৈতনিক স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হন এবং তথাকার শিক্ষক ৺দীননাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। এখান হইতে তিনি কয়েকজন সহপাঠীর সহিত মেডিকেল কলেজে পড়িতে যান। সেখানে তখন মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিসহ পাঠ্যপুস্তক ও পাওয়া যাইত। কলেজ হইতে তখন নেটিভ ডাক্তারী অর্থাৎ হস্পিটাল এসিষ্টান্টী শিখিবার জন্য তিন টাকা করিয়া বৃত্তি, পাঠ্যপুস্তক ও বাসা দেওয়া হইত। কিশোর গোবিন্দ বাবু কিছুকাল ডাক্তারী পড়িয়া শব-ব্যবচ্ছেদের ভয়ে কলেজ ত্যাগ করেন এবং ভবানীপুর লণ্ডন মিশনরী স্কুলে ভর্ত্তি হন। রেভারেণ্ড ক্যাম্বেল সে সময় স্কুলের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি বালক গোবিন্দের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাঠানুরাগ দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পাঠের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াইতে দেন। এই সময় গোবিন্দ বাবুর সহপাঠী ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিলে হিন্দু-সমাজে মহা উত্তেজনার কারণ দেখা দেয় এবং মিশনরী স্কুল হইতে ছেলেদের ছাড়াইয়া লইবার ধূম পড়িয়া যায়। কনিষ্ঠের মিশনরী স্কুলে অধ্যয়ন অতঃপর বিপজ্জনক ভাবিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঈশ্বর বাবু গোবিন্দ বাবুকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু বালক বিদ্যা ও বিদ্যালয়ানুরাগ বশতঃ অসম্মত হওয়ায় এরূপভাবে প্রহৃত হন যে, তিন মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুস্থ হইলে পর ঈশ্বর বাবু সহোদরকে

লইয়া আলিপুরের ডেপুটী গবর্ণর হার্ব্বাট ম্যাডক বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হন। তিনি ঈশ্বর বাবুর মুখে মিশনরী স্কুলের ব্যবহারের কথা শুনিয়া হাস্যমুখে বালককে বলেন—"তুম্ খৃষ্টান স্কুল মেঁ মত পঢ়ো, আপনা বাপ-দাদা কা নাম রখখো; ঘরমে মাষ্টার রাখকে পঢ়া করো।" এই বলিয়া তিনি বালকের লেখাপড়ার জন্য মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। সাহেব স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। তখনকার কালে সাহেবরা য়ুরোপীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন এবং ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচারের জন্য এইরূপে অর্থ ব্যয় করিতেন এবং উৎসাহ দিতেন। . . . .

গোবিন্দ বাবু গৃহে যেমন ইংরেজী শিখিতেন, তেমনি মক্তবের মৌলবী সাহেবের নিকট গিয়া পারসী পড়িতেন। তাঁহার সহপাঠী আট দশজন সেই সঙ্গে পারসী শিখিতেন ও সকলেই তাঁহাদের ভবানীপুর বেলতলার বাসায় থাকিতেন। এই বাসায় একবার গোবিন্দ বাবুর জনৈক আত্মীয় ৺তারিণী-শঙ্করের কলেরা হয়। ডাক্তর জ্যাক্সন আসিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া যান। তখন হিন্দুদিগের ডাক্তারী ঔষধ সেবনের প্রথাই ছিল স্বতন্ত্র। জ্যাক্সন সাহেব তারিণী বাবুকে যে ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধু-দ্বারা জলে মিশ্রিত করাইয়া খাওয়ান হইয়াছিল। তখন সরকারী 'দাওয়াইখানা'তে হিন্দুরা জল লইয়া যাইত এবং কেবল ঔষধ মাত্র লইয়া তাহাতে সেই জল মিশাইয়া সেইখানেই খাইত, অথবা ঔষধ গৃহে আনিয়া জল মিশাইয়া সেবন করিত। ম্লেচ্ছের জল স্পর্শ করিতে তখন কাহারও সাহস হইত না। যাহা হউক কাজের মত ইংরেজী ও পারসী শিখিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ বাবু পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কলিকাতা সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়রের অফিসে প্রবেশ করেন। তখন এঞ্জিনীয়র গুডউইন সাহেব ছিলেন সিভিল আর্কিটেক্ট (Civil Architect, Garrison Engineer and Iron Suspension Bridge Superintendent)। তিনি গোবিন্দ বাবুর এঞ্জিনীয়রি পরীক্ষা লইয়া একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে সম্মত হন। কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মে বসাইলে তাঁহার অধস্তন তিন জন কেরাণীর অন্ন যায় দেখিয়া গোবিন্দ বাবু উক্ত কর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হন। এদিকে সাহেব তাঁহার পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে এরূপ আগ্রহান্বিত হন যে তিনি উক্ত তিন জনকেই কর্ম্মে বাহাল রাখিয়া গোবিন্দ বাবুকে স্বতন্ত্র পদে

নিযুক্ত করেন। অল্পবয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও গোবিন্দ বাবু অনন্য-সাধারণ বিদ্যানুরাগ ও অধ্যবসায় বলে উত্তর কালে বাঙ্গলা, ইংরেজী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মসূত্রে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া, বহুবিধ লোকের সংস্রবে আসিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পদ ও সঙ্কটের মুখ দেখিয়া তিনি যে বহুদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কর্ম্মক্ষেত্রে কোথাও তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় নাই। বঙ্গের বাহিরে—বেরার, বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, রাজপুতানা, কাশ্মীর, প্রভৃতি যে যে স্থানে তিনি কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার নাগপুর ও হায়দ্রাবাদ প্রবাসই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই স্থানেই তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া বিদেশে বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৮৫৫ অব্দে গোবিন্দ বাবু যখন নাগপুরে যান, তখন কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল ছিল। তাহার পর ট্রান্‌জিট্ কোম্পানীর গাড়ী ভিন্ন শীঘ্র ও নিরাপদে যাতায়াতের উপায়ান্তর ছিল না। গোবিন্দ বাবু এই গাড়ী করিয়া রাণীগঞ্জ হইতে পথে ৫ ক্রোশ অন্তর এক একটি সরাইয়ে বিশ্রাম করিতে করিতে ২২ দিনে কাশী পৌঁছিয়াছিলেন এবং সিক্রোলে ৺রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় স্বনামধন্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু গুরুদাস মিত্র তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। কাশী হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি জব্বলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জব্বলপুর হইতে মৈহর ও তথা হইতে রিবাঁ রাজ্যে আগমন করেন। তখন বঙ্গের অন্যতম রত্ন ৺প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রিবাঁর রাজার প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গমনপথে গোবিন্দ বাবু প্রত্যেক স্থানেই প্রবাসী বাঙ্গালীদের দেখিতে পান এবং তাঁহাদের সাদর আতিথ্য গ্রহণে তুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। গোবিন্দ বাবুর দিন-লিপিতে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার এই যাত্রা-পথে হিন্দুস্থানী নাগরিকগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে থাকেন—"ফিরিঙ্গী কা গুরু যাতা হায়!" "সাহেব লোগোঁকা গুরু যাতা হায়!" পশ্চিমাঞ্চলে তখন বাঙ্গালীকে দেখিলেই তাঁহারা এইরূপ একটা না একটা মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

রিবাঁ হইতে গোবিন্দ বাবু নাগপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেসিডেন্সীতে পৌছিলে প্রাউডেন সাহেব তাঁহার বাসের জন্য একখানা বাংলা দেন এবং যানবাহনের জন্য একখানি বড় পান্কী ও জুড়ী এবং সওয়ারীর জন্য একটি ঘোড়া বরাদ্দ করেন। গোবিন্দ বাবুর এই সময়ের ডায়েরীতে আছে— "নাগপুর প্রদেশের মধ্যে তখন বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু বীরেশ্বর দত্ত এই দুইজন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ডেপুটী কমিশনরের অফিসে কর্ম্ম করিতেন। ক্রমে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেজরা গ্রাম-নিবাসী বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এবং বাবু শ্রীনাথ হড়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিসের হেড ক্লার্ক ও সেকেণ্ড ক্লার্ক হইয়া আসেন। পরে আরও তিন জন কেরাণীর আগমন হয়। নাগপুরে তখন এই সাত জন বাঙ্গালী সীতাবল্‌দী রেসিডেন্সী হাতার মধ্যে পরম সুখে বাস করিতেন। জিনিষপত্রও তখন খুব সস্তা ছিল। তখন টাকা ভাঙ্গাইলে ২৪ গণ্ডা পয়সা পাওয়া যাইত। উৎকৃষ্ট চাউল মিলিত টাকায় ২৭।২৮ সের। টাকায় দুগ্ধ তখন বার চৌদ্দ সের এবং উৎকৃষ্ট ঘৃত তিন সের করিয়া ছিল। এখানে তখন উত্তম ঘৃতপক্ক আহার করিতে মাসে ৬।৭ টাকা মাত্র ব্যয় হইত।"

গোবিন্দ বাবু নূতন কর্ম্মস্থলে আসিয়া কর্ম্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও সততা গুণে রাজপুরুষদিগের যেরূপ বিশ্বাসভাজন ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন, চরিত্রবল, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং অমিয় ব্যবহারে তদ্রূপ স্থানীয় জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নাগপুরে আট বৎসরকাল রেসিডেন্সীর দেওয়ানী করেন। এই সময়ের মধ্যে এমন বহু ঘটনা ঘটে যাহা-দ্বারা সমগ্র মধ্যপ্রদেশে তাঁহার নাম বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে হঠাৎ এক অভাবনীয় কারণে গোবিন্দ বাবুর 'কোর্ট মার্শাল' হয়, এবং সেই জীবন-সংশয়কর ঘটনা হইতেই তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি জনসাধারণের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাগপুরে আসিবার কিছুকাল পরে রেসিডেন্ট সাহেব রায়পুরে দৌড়া করিতে গেলে, তাঁহার কাজকর্ম্ম কিঞ্চিৎ লঘু হওয়ায়, তিনি মহারাষ্ট্র দরবার ও রাজবাড়ী দেখিবার জন্য উৎসুক হন। নাগপুরে আসিয়া অবধি ইহা দেখিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। সুতরাং তৎকালীন গবর্ণর-জেনারেলের এসিষ্টাণ্ট্ এজেণ্ট ক্যাপ্তেন বেল সাহেবের অনুমতি-পত্র লইয়া

রাজার মহলের প্রধান ত্র্যম্বকৃজী নানা সাহেব আহীর রাওকে পরোয়ানা দ্বারা সংবাদ পাঠান হয়। কাপ্তেন সাহেব পরোয়ানা দিবার সময় গোবিন্দ বাবুকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার কালে দেখা করিয়া যাইতে বলিয়া দেন। যথাসময়ে গোবিন্দ বাবু তাঁহার মাতুল এবং অন্যান্য বাঙ্গালী বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে বেল সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, সাহেব তাঁহাদের বেশভূষা দেখিয়া পরম প্রীত হন এবং স্বীয় জমাদারকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের অশ্বযান রাজদরবারের ফটকে উপস্থিত হইলে যে সকল সিপাহী তথায় সঙ্গীন খাড়া করিয়া পাহারা দিতেছিল, তাহাদের একজনকে দিয়া সংবাদ পাঠান হয় এবং অবিলম্বে এক দীর্ঘাকার মল্লবেশী ব্যক্তি আসিয়া কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলে, "গাড়ী সে উৎরো, হমারা সাথ আও।" তাহাকে দেখিয়া ও তাহার অভদ্রোচিত কথা শুনিয়া ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। কৈলাস বাবু অপমান বোধ করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হন। কিন্তু গোবিন্দ বাবু নিজ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে বহু অনুনয়ে নিরস্ত করিয়া সেই ব্যক্তির অনুসরণ করেন। এজেণ্ট সাহেবের জমাদার-চাপরাসিরাও সঙ্গে যায়। কিছু দূর গিয়াই পথপ্রদর্শক বলে "ইহাঁ পর্ আদমী জোড়া উতারো।" গোবিন্দ বাবু ভাবিলেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করিয়া কেবল অপমানিত হইয়া এবং সিংহের ন্যায় আসিয়া হঠাৎ শৃগালের ন্যায় ফেরা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গী-দিগকে কথায় সন্তুষ্ট করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলের সহিত জুতা খুলিয়া, নগ্নপদে অগ্রসর হইলেন। তখন মার্চ্চ মাস। রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছে। সেই রৌদ্রে খালি পায়ে চৌমহল্লার ছাদের উপর দিয়া যাইতে তাঁহাদের ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা সোজা দরবার-গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু পথপ্রদর্শক এ-ঘর ও-ঘর করিয়া নানাবিধ কক্ষের মধ্য দিয়া দরবার-স্থানে লইয়া গেল। দরবার-গৃহে দক্ষিণ পার্শ্বে সতরঞ্চের উপর প্রতিনিধি রাজা নানা সাহেব আহীর রাও এবং দেওয়ান পর্ব্বত রাও বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা কেহই কোন প্রকার অভ্যর্থনা বা আহ্বান না করায় ইঁহারা ইচ্ছামত বসিলেন। দরবার-গৃহে তখন কুড়ি-পঁচিশ জন ভদ্রাভদ্র উপস্থিত। সুচতুর বাক্‌পটু গোবিন্দ বাবু অল্পক্ষণ বসিয়াই নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক গল্প আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া তথায় পাঁচ ছয় জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমাগম হইল। এবং

দরবারের উপরে চতুর্দ্দিকে চিক ফেলিয়া রাজমহিলারাও তাঁহার গল্প শুনিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অন্দর হইতে মহারাণী বাঁকা বাঈ সাহেবা পানদান-বাহকের হাত দিয়া পানের বিড়ায় ভরা বড় বড় মুক্তার ঝালরদার কিংখাপের রুমালে ঢাকা সোনার থাল, চোবদার ও আশা-বরদারের সহিত দরবার মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। চোবদার এই আগমন-বার্ত্তা ফুকারিয়া রেসিডেন্সীর দেওয়ান গোবিন্দ বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি গলবস্ত্র হইয়া উত্থান করিলেন এবং পানদানকে কুর্নিশ করিয়া তাহাতে মস্তক স্পর্শ করিয়া উপবেশন করিলেন, পরে পানের বিড়াগুলি আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া নিজেও লইলেন। সভাশুদ্ধ সকলেই তখন চমকিত হইয়া গোবিন্দ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধি রাজা নানা আহীর রাও এবং দেওয়ান পর্ব্বত রাও তখন গোবিন্দ বাবুর দিকে ফিরিয়া সমাদরের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু সাহেব, এ কি! আপনি পানদানকে এ রকম কুর্নিশ করিলেন কেন?" গোবিন্দ বাবু বলিলেন—"মহারাণী সাহেবা পর্দ্দানসীন; আমাকে রেসিডেন্সীর দেওয়ান বুঝিয়া এয়ং স্বয়ং আসা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করায় তিনি পানদান পাঠাইয়া আমার ইজ্জৎ করিয়াছেন। আমি এ জন্য মহারাণীর প্রেরিত বস্তুকেই খুদ মালিক মনে করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্ভ্রমের সহিত কুর্নিশ করিয়াছি। উপস্থিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে ইহাই নিয়ম এবং প্রাজ্ঞোচিত কার্য্য। তাঁহারা আরও বলিলেন, এ রাজ্যে তাঁহারা অনেকানেক লোক দেখিয়াছেন, কিন্তু এই বাবুর মত উপযুক্ত নীতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মাত্মা তাঁহারা দেখেন নাই। নানা সাহেব ও পর্ব্বত রাও এখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে গোবিন্দ বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"জিস্‌মে হম্‌-লোগোঁ-কা ইজ্জৎ বনা রহে এয়সা করনা।" তখন সময় পাইয়া গোবিন্দ বাবু বলিলেন—"আপনি রাজবংশীয়, আমি তাঁবেদার মাত্র। তাঁবেদারীতে হাজির হইয়াছি। খোদা ইজ্জৎদারের ইজ্জৎ বাহাল রাখেন। আমরা কি ছিলাম আর কি হইয়াছি, এ সম্বন্ধে আমি বাদশাহ দরবারের এক গল্প নিবেদন করিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ বীরবলকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "বীরবল,

খোদা হাঁয় কাঁহা? খোদা হাঁয় নহী কাঁহা? খোদা কর্ সক্‌তে নহী কেয়া? ঔর খোদা অব্ কর্‌তে হাঁয় কেয়া?—ইস্‌কা জবাব দেও।" বীরবল বলিলেন—"খোদা নেকী মে, সচ্ মে হাঁয়। খোদা বদ্-ই-মে, ঝুট মে নহী হাঁয়। খোদা নসীব মে যো লিখে হাঁয়, উস্‌কা উপর কুচ নহী কর্ সক্‌তে হাঁয়্। ঔর খোদা অব্ কাজী কো গোলাম, ঔর গোলাম কো কাজী বনাতে হাঁয়।" গোবিন্দ বাবু এই সকল কথা নানা সাহেব আহীর রাও এবং পর্ব্বত রাওয়ের দিকে হাত জোড় করিয়া বলিলে পণ্ডিত সজ্জন তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া কেহ কেহ বলিলেন—"বাবু সাহেব, আপ ধন্য!" উপরে চিকের মধ্য হইতে যত রাণী ও রাজমহিলারা এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজার তৃতীয়া রাণী আনন্দী বাঈ অতি বুদ্ধিমতী। তিনি গোবিন্দ বাবুর উক্তির মর্ম্ম বুঝিয়া বারকরণী অর্থাৎ দাসীদিগকে হুকুম দিলেন—"নানা সাহেব কো হমার পাস লে আও।" তাহাতে গোবিন্দ বাবু ভাবিলেন, কার্য্যসিদ্ধি ত হইল, কিন্তু শীঘ্রই ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। কৈলাস বাবুও অতিশয় ভীত হইয়া বলিলেন—"আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিও না।" প্রত্যাগমনকালে উভয় রাও গোবিন্দ বাবুর দুই হস্ত ধরিয়া যথাসম্মানে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই গোবিন্দ বাবুর উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় কোন বিপদ হয় নাই। সকলেই গোবিন্দ বাবুর সাহস ও নানা সাহেব আহীর রাও কর্ত্তৃক অপমানের প্রতিশোধ দান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ফিরিলেন। পরে শুনা গিয়াছিল, বারকরণীরা নানা সাহেবকে অন্তঃপুরে রাণীর নিকট উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহাকে বহু কটূক্তি করিতে থাকেন। রাণী সাহেবা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—"তুম বাবুকা কুছ খাতির কিয়া নহী, ইস্ ওয়াস্তে হমারা মহারাজা কা দরবার মে বৈঠকর্ এইসী নসীহৎসে গালি দিয়া, তুম্ কুছ সমঝা নহী"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। শেষে রাণী বলেন—"তুমি নিতান্ত বোকা, আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও।" নানা সাহেব এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কাপ্তেন বেল সাহেবের নিকট গিয়া অভিযোগ করেন। তিনি বলেন—"আপনি এমন লোককে আমাদের দরবারে পাঠান যে, সে আমাদের বহু কটূক্তি ও বে-ইজ্জৎ করিয়া যায়। তাহা শুনিয়া আনন্দী বাঈ সাহেবা আমাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া বিস্তর অপমান করেন। আপনি ইহার

বিচার করুন।" বেল সাহেব তাহাতে রাগান্ধ হইয়া গোবিন্দ বাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিয়া জানান—"তুমি রাজপ্রতিনিধি নানা সাহেবকে বড় দরবারের মধ্যে অপমান করিয়াছ, সে জন্য তাঁহারা কোর্ট মার্শালে বিচার প্রার্থনা করায় আমি রেসিডেণ্ট সাহেব মিঃ প্রাউডেনকে তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইলাম।" সাহেব বাহাদুর তখন দৌড়া করিতে মোকাম রায়পুরে ছিলেন। গোবিন্দ বাবু কাপ্তেন বেল সাহেবের কথা কাহাকেও না জানাইয়া দস্তুরমত সরকারী কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ইহার ৪।৫ দিন পরে প্রাউডেন সাহেব গোবিন্দ বাবুকে এই বলিয়া পত্র দেন যে, "তুমি আমার অনুমতিক্রমে রাজার মহল দেখিতে আত্মীয়স্বজন লইয়া যাইয়া তথায় রাজঘরানাদিগকে অতিশয় কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাদিগের অপমান করিয়াছ। তাঁহারা তোমার কোর্ট মার্শালে বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। বেল সাহেবের প্রেরিত পত্রে ও বাদীর দরখাস্ত পাঠ করিয়া তাহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবে। আমি তজ্জন্য দৌড়ার কাজ স্থগিত রাখিয়া তোমার বিচার করিতে নাগপুরে যাইতেছি। অতএব সাফাই দিবার জন্য তোমার যে সকল উপায় বা কাগজ-পত্র থাকে তৎসমুদয় লইয়া তুমি প্রস্তুত থাকিবে। আমি ১২।১৩ই মার্চ্চ তথায় উপস্থিত হইয়া সামরিক আইন অনুসারে বিচার করিব। সে জন্য মিষ্টার এলিস্ (ডেপুটী কমিশনার), কর্ণেল স্পেন্স্ (বিভাগীয় কমিশনার), কর্ণেল স্মো, ডাক্তার হিউড, কাপ্তেন বেল, কাপ্তেন কাম্বার্লেন সাহেবগণকে মকর্‌রর করা গেল। আর ইহাও জানিবে যে, এই সংবাদ পাওয়ার সময় হইতে বিচারকাল পর্য্যন্ত তোমাকে রেসিডেন্সীর কাজকর্ম্ম হইতে সস্পেণ্ড (suspend) করা গেল। তোমার হেফাজতার্থে আইনমত পাহারা বসিল।" এদিকে গোবিন্দ বাবুর বাসার স্থানে স্থানে সঙ্গীন-চড়ান পাহারা বসিল। তিনি এই সকল বিষয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া ও বুঝিতে না দিয়া বাসার মধ্যেই থাকিতেন। যথা সময়ে রেসিডেণ্ট বাহাদুর আসিয়া তাঁহাকে পরদিন বিচারস্থানে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। একদল সিপাহী সঙ্গীন চড়াইয়া রেসিডেন্সীর দরজা হইতে গোবিন্দ বাবুর বাসা পর্য্যন্ত দাঁড়াইল। গোবিন্দ বাবু দরবারের পোষাক পরিয়া মাতুলকে জানাইয়া সিপাহীদিগের মধ্য দিয়া বিচারস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন

রাজঘরানা ও রাজার পক্ষীয়গণ সুসজ্জিত হাতী ঘোড়া ইত্যাদি চড়িয়া আসিয়াছেন। দ্বারে গোরা ও তৈলঙ্গী সিপাহীরা পাহারা দিতেছে। প্লাউডেন সাহেব বিচারপতি হইয়া উচ্চাসনে বসিয়াছেন। তাঁহার বাম দিকে আটজন কমিশনার এবং তাঁহার দক্ষিণ দিকে বাদীরা বসিয়া আছেন। গোবিন্দ বাবু সাহসে বুক বাঁধিয়া স্মিতমুখে দরবারমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। কর্ণেল স্পেন্স্ প্রাচীন অফিসর ছিলেন। তিনি গোবিন্দ বাবুকে চার্জ্জ বলিয়া জবাব চাহিলেন। গোবিন্দ বাবু প্রেসিডেণ্টকে উদ্দেশ করিয়া মুদ্দাইকে অভিযোগের কারণ বলিতে আদেশ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। নানা সাহেব প্রেসিডেণ্টের আদেশে বসিয়াই বলিতেছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ বাবুর আপত্তিতে সভার আদেশে দাঁড়াইয়া অভিযোগ বিবৃত করিলেন। গোবিন্দ বাবু তদুত্তরে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আমূল বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ইহা ব্যতীত আর কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে তাহাহইলে তাহার বিচার করা হউক।" তাহা শুনিয়া সাহেবরা মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে লাগিলেন। সাহেবদের হাসিবার কারণ এই যে, গোবিন্দ বাবুর উক্তির মর্ম্ম তাঁহারাও বুঝিয়াছিলেন। নানা সাহেব আহীর রাওয়ের পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং কি অবস্থা হইতে কোন্ সূত্রে তিনি রাজপ্রতিনিধিত্ব পাইয়াছিলেন সাহেবরাও তাহা অবগত ছিলেন, সুতরাং শেষ উক্তি "খোদা অব কাজীকো গোলাম, ঔর গোলামকো কাজী বনাতে হাঁয়্" শুনিয়া হাসিয়াছিলেন এবং ইহার তীব্রতা বুদ্ধিমতী আনন্দী বাঈ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। সাহেবরা নানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু প্রশ্ন করিবার আছে?" নানা সাহেব বলিলেন, "না, আর কিছুই নাই।" ইহা শুনিয়া সাহেবরা একমত হইয়া বলিলেন,—"এ কথায় কোন দোষ দেখিতেছি না। সুতরাং কোর্ট মার্শালের বিচারে বাবু বেকসুর খালাস পাইলেন।"

যখন বিচার শেষ হইল তখন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা। এই আদালতেই কমিশন গোবিন্দ বাবুকে খেসারতের দাবীতে নালিশ করিবার জন্য অনুমতি দিলেন, কিন্তু গোবিন্দ বাবু নালিশ না করিয়া যিনি বিনা কারণে তাঁহার প্রাণনাশের জন্য কটিবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই নানা সাহেবকে পাগড়ী খুলিয়া

স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু, কে-টি, সি-আই-ই। পৃঃ ১১০

পদব্রজে দরবার হইতে চলিয়া যাইতে দিবার আদেশ চাহিলেন। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। নানা সাহেবকে নগ্নশিরে নগ্নপদে দরবার-স্থল ত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে কাপ্তেন বেল গোবিন্দ বাবুকে যে অপমানজনক পত্র লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নামে ৫০ হাজার টাকার মানহানির দাবী করিলেন। কিন্তু তাহা দাবীমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল, কারণ তখন বেলা ৫টা। ঐ দরবারে গোবিন্দ বাবুও চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পরে সাহেব তাঁহাকে অনেক ভরসা ও সান্ত্বনা দিয়া পোষাক ও একশত টাকা পুরস্কার দিলেন। *

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে মহারাণী আনন্দী বাঈ গোবিন্দ বাবুকে ডাকাইয়া পাঠান। তিনি রেসিডেণ্ট সাহেবের বিনা অনুমতিতে যাইতে অস্বীকার করায় বাঈজী প্লাউডেন সাহেবকে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে প্রাসাদে আনয়ন করান। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য রাণীজী এক জরির ঝালর ও কিংখাবের গদীযুক্ত নিজের সওয়ারী গোযান পাঠান। গোবিন্দ বাবু সেই রথে চড়িয়া 'বুধবাজারের' প্রাসাদে গিয়া মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাণী সাহেবা প্রথমে দোভাষীর সাহায্যে চিকের ভিতর হইতে কথা কহিতে-ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ বাবু মহারাষ্ট্র ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া মহারাণী চিক উঠাইয়া স্বয়ং কথা কহিতে লাগিলেন। গোবিন্দ বাবু তখন গলবস্ত্র হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক শিশি উৎকৃষ্ট ওডিকলোন, কোম্পানীর টাকা একটি ও উৎকৃষ্ট লাল রেশমী রুমাল নজর দিয়া কুনিশ করিয়া হাতজোড় করিয়া রহিলেন। তাঁহার নজর গ্রহণ করিয়া বাঈজী হাস্যবদনে বসিতে বলায় তিনি যথারীতি বসিলেন। কথায় কথায় রাত্রি আট ঘটিকা হইলে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহারাণী সন্তুষ্ট হইয়া নানাবিধ পোষাক উপহার দিলেন। সঙ্গে প্রায় দশ পনের জন মশালচীসহ কুড়ি পঁচিশ জন লোকের মাথায় নানাপ্রকার আহারীয় সামগ্রী দিয়া পাঠাইলেন; এবং গোবিন্দ বাবুকে গজরা (ফুলের বালা), পুষ্পমাল্য, আতর, গোলাপ ইত্যাদি-দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদায় করিলেন।

* স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র সেন মুন্সী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত দিনলিপি ('গোবিন্দচরিত') হইতে গৃহীত।

গোবিন্দ বাবু সেই অবস্থায় রেসিডেন্সীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্লাউডেন সাহেব সমুদয় দ্রব্য দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। গোবিন্দ বাবু সমস্ত খাদ্যদ্রব্য রেসিডেন্সীর ভৃত্যদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন। গোবিন্দ বাবুর দরবার দর্শন, মহারাণী বাঁকা বাঈ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা, সামরিক বিচার এবং রাণী আনন্দী বাঈ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা ইত্যাদি সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে রেসিডেন্সীর দেওয়ান গোবিন্দ বাবুর প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীদের সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইল।

নাগপুর প্রবাসের প্রথম দুই বৎসর উপরিউক্ত ঘটনা ব্যতীত বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া ১৮৫৭ অব্দের ২৭শে জুলাই তারিখের রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল।* ঐ সময় প্লাউডেন সাহেবের সর্দ্দার বেহারা তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বারে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। গোবিন্দ বাবু তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে—"বড় সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন, সীতাবল্‌দীর যত সাহেব ও মেম লোক আর ছেলেমেয়ে সব আসিয়া মহা গোল করিতেছে, শত্রুরা বাকী সকলকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, আপনি শীঘ্র আসুন।" গোবিন্দ বাবু তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বেহারার সঙ্গে রেসিডেন্সীতে আসিয়া দেখেন রেসিডেন্সীর নীচে উপরে সাহেব মেম ও তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরা মিলিয়া হুলস্থূল বাধাইয়াছে। বড় সাহেব ও তাঁহার পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট কাপ্তেন সেক্স উভয়ে দিক্‌ভুল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গোবিন্দ বাবু তাঁহাদিগকে স্বীয় কক্ষে পৌঁছিয়া দিলে তাঁহারা আর কয়েকজনের সঙ্গে গোবিন্দ বাবুকে সশস্ত্র করিয়া সাহেব ও মেমদিগের রক্ষায় নিযুক্ত রাখিলেন ও মিলিটরী ষ্টেশন কাম্‌টি হইতে পল্টন আনিতে অশ্বারোহণে গমন করিলেন। তাঁহারা বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন যে, তাঁহাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যেন তিনি বিনিদ্র ও সতর্ক থাকেন এবং সিপাহীদিগকে যেন বিশ্বাস না করেন। রাত্রি দুইটার সময় তাঁহারা কাম্‌টি যাত্রা করিলেন। এদিকে গোবিন্দ বাবু হাতিয়ারবন্দ হইয়া বারান্দায় ও রেসিডেন্সীর আশে পাশে

* "A plot against the British was formed here by the irregular cavalry in conjunction with the Mussalmans of the city; and it was agreed that a rising should take place on the night of June the 13th, the signal to be given by the ascent of a fire-balloon."—Davenport Adams.

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাহেবরা বন্দুক কোলে করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার হিউড বমন করিয়া অস্থির হইয়া পড়ায় পূর্ব্বদিকের সাহেবদের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। গোবিন্দ বাবু তাঁহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তথায় শান্তি আনয়ন করেন। তিনি এই সময় ৪র্থ সংখ্যক মান্দ্রাজ ক্যাভ্যালরীর কাপ্তেন সি আর ষ্টেন্‌ফোর্থকে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের পক্ষে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, সাহেব তাহা ভুলিতে না পারিয়া চার বৎসর পরে একখানি প্রশংসা-পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"Govind Chandar Sen, ... in 1857, made himself generally useful to me during the time I was at Sitabaldee in that year when the disturbance in the irregular cavalry was settled . . . ."

সিপাহীদিগের মধ্যে গোলযোগের কারণ এই যে ভূতপূর্ব্ব মহারাজার ইরেগুলার ক্যাভ্যালরীর কয়েকজন প্রধান সৈন্য রেসিডেন্সীর সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে যোগ দিবার জন্য উৎসাহ দান করিতে আসে। * ইতিমধ্যে একজন উষ্ট্র সওয়ার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া পলায়ন করে। রেসিডেন্সীর সিপাহীরা সতর্ক হইয়া তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য বাহির হয়। বিদ্রোহীরা সীতাবল্‌দী হইতে কাম্‌টি পর্য্যন্ত উটের ডাক বসাইয়াছিল। যখন সাহেবরা অত রাত্রিতে কাম্‌টি যাইতেছিলেন, তখন উট সওয়ারেরা সতর্ক হইয়া স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করে। এইরূপে নানা সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রভাতে রেসিডেণ্ট বাহাদুর কাম্‌টি হইতে এক রেজিমেণ্ট মান্দ্রাজ ক্যাভ্যালরী লইয়া আসেন। তাহার কম্যাণ্ডিং অফিসর ছিলেন মেজর মৌস্‌লী সাহেব। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যদল রেসিডেন্সীর ভিতর ও বাহির সুরক্ষিত করিয়া রাখে। যাহা হউক সময় থাকিতে

* ইতিহাসে আছে—"They sent a Dafadar, named Daud Khan, to rouse the regiment in the infantry lines; but he was arrested by the first man whom he addressed, and in due time met with his deserts. It was then discovered that the troopers were saddling their horses; a general alarm prevailed; the women and children were sent off to Kampti, and troops summoned from the garrison there; cannons were mounted to defend the arsenal; and the heavy guns on the Sitabaldi Hill got ready for action."—'The Makers of British India.'

সাবধান হওয়ায় নাগপুরে আর বিদ্রোহের আগুন জ্বলিতে পায় নাই। তখন অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদের সহিত প্রায় পনের ষোল জন অফিসর ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে কোর্ট মার্শাল বসে এবং বিদ্রোহীদের বিচার হয়। বিচারে ইরেগুলার ক্যাভ্যালরীকে তোপে উড়াইয়া দেওয়াই স্থির হয় এবং উক্ত সেনাদলের প্রত্যেককে নিরস্ত্র ও পাহারাবন্দী করিয়া রাখা হয়। গোলযোগকারীদের মধ্যে কাদির আলি খাঁ নামে এক ভীমের ন্যায় যোদ্ধা ছিলেন। কাদির আলি এবং অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক সন্দেহক্রমে ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কয়েকখানা গোপনীয় চিঠিপত্র বাহির হইয়াছিল। তাঁহাদিগকেও কোর্ট মার্শালের বিচারে তোপে উড়াইয়া দিবার আদেশ হয়। গোবিন্দ বাবু এই সময় দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন—"আমি এই সংবাদ পাইয়া সন্ধ্যার সময় সাহসপূর্ব্বক প্রাউডেন সাহেবকে অতি গোপনে নিবেদন করি যে অদ্যকার কোর্ট মার্শালের বিচারে আটশত লোকের প্রাণবিনাশ করা হইবে, ইহা অতি ভয়ানক বিষয়। আপনার এখানে গবর্ণর জেনারেলের তুল্য ক্ষমতা। আপনি মনে করিলে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন দোষী এবং অধিক লোকই নির্দ্দোষ। আপনি যদি ইহাদিগকে বিচার করিয়া দণ্ড দেন, তাহাহইলেই ধর্ম্ম রক্ষা পায়, নচেৎ বহু নিরপরাধের প্রাণ যায়।" প্রাউডেন সাহেব অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তথাপি তিনি এই কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ইহা কোর্ট মার্শালের বিচার, অন্যথা হইতেই পারে না।" তাহাতে সাহেবকে বলিলাম—"আপনি মাদ্রাজ সিভিল সার্ভেণ্ট ও এখানকার কমিশনর বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ এলিস সাহেবকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করুন, তাহাহইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হইবে।" সাহেব বাহাদুর আমার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এলিস সাহেবকে চিঠি লিখিলেন। চিঠি পাইয়াই এলিস সাহেব আসিলেন এবং উভয়ে কথাবার্ত্তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তব্য কি? তাহাতে আমি বলিলাম, কোর্ট মার্শাল স্থগিত রাখিয়া কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করুন—এইরূপে ৮০০ লোকের প্রাণ নষ্ট করা অথবা বিচার করিয়া দোষী লোককে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য? কোর্ট মার্শালের সকল মেম্বরকেই একথা জানান হইলে সকলেই আমার কথা মান্য করিয়া

তৎক্ষণাৎ সামরিক বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইলেন। কলিকাতা হইতে তৃতীয় দিবসে জবাব আসিল। তাহার মর্ম্ম এই—'তুমি নাগপুরের রেসিডেণ্ট ও সিবিল মিলিটরীর কর্ত্তা। অতএব কোর্টমার্শাল মকুব রাখিয়া বিচার করিয়া দোষী লোককে দণ্ড দিবে। নির্দ্দোষীকে ছাড়িয়া দিবে। সমুদয় ভার তোমার উপর দেওয়া গেল।' এই পত্রাদেশ অবগত হইয়া পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে সমস্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। * * যে ৭ জনের ফাঁসি হইল তাহার মধ্যে নবাব কাদির আলী খাঁ ছিলেন। ইঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে ক্ষত হইত না; কেবল মাত্র দাগ হইত। এই ব্যক্তির অসুরের ন্যায় ২২টি পুত্র। তাহাদিগকে কোন আপত্তি করিতে কাদির আলী নিষেধ করিয়া পাঠান। এই ব্যক্তি ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে ছয় বার দড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়ে। তথাপি তাহাকে সীতাবল্‌দী-হিল কোর্টের উপরে ফাঁসি দেওয়া হয়। * * এইরূপ করিয়া আরও ছয় জনের ফাঁসি দিয়া তাহাদের মৃতদেহ চূণপূর্ণ গর্ত্তে ফেলিয়া ভস্ম করা হয়।"

কোর্টমার্শাল না হইয়া সুবিচার দ্বারা কার্য্য সমাধা ও প্রায় আটশত লোকের জীবন রক্ষা হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে এবং নাগপুর-প্রদেশ মধ্যে প্লাউডেন সাহেব বাহাদুরের খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। গোবিন্দবাবুর দিন্‌লিপি না থাকিলে তিনিই যে মূলে এই গৌরবের ভাগী তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না। বিদ্রোহ দমনের পর এইরূপ বহুস্থানে বহু নিরপরাধের জীবন রক্ষা তখনকার বাঙ্গালীদিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল। ক্রমেই আমরা তাহার সন্ধান পাইতেছি। "ঘটনাক্রমে ইহার কিছুদিন পরে সার জর্জ্জ প্লাউডেন হঠাৎ বদলী হন। কিন্তু তিনি নাগপুর অবস্থানকালে প্রায় কুড়ি পঁচিশজন মিলিটরী অফিসরের হাজরি, টিফিন, খানা, তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য সমুদয় খরচপত্র নিজেই করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মহাজনেরা সেই ঋণ শোধ করিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলে।

ইতিহাসে আছে—" * * they were deprived of their arms and expelled from the camp. Several of the native officers and two leading Mussalmans were tried and convicted of high treason, sentenced to death and hanged from the ramparts of the fort overlooking the city. In this way did Nagpur escape the horrors of the great mutiny".—The makers of British India.

তাঁহার ঋণ প্রায় ৯০ হাজার টাকা। সে সময় তাঁহা এককালে পরিশোধ করাও সাহেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং মহাজনদিগের মধ্যে রায় বাহাদুর বংশীধর আবীরচাঁদ, তেজরাম শেঠ ও মেসার্স কর্সেটজী কোম্পানী প্রস্তাব করেন যে যদি রেসিডেন্সীর দেওয়ান গোবিন্দবাবু জামিন হন, তাহা হইলে তাঁহারা আপত্তি করিবেন না। অতএব প্রতিমাসে ২৫০০৲ টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি কাপ্তেন কাম্বারসেজ-সাহেবের সমক্ষে লিখিত হইলে এবং সাহেবের অনুরোধে গোবিন্দবাবু সেই টাকার জামিন হইলে মহাজনেরা নিরস্ত হন এবং সার জর্জ্জ প্লাউডেন মেজর ইলিয়টের হস্তে কার্য্য-ভার বুঝাইয়া দিয়া কলিকাতায় রওয়ানা হন।" এই ঘটনাদিতে গোবিন্দ-বাবুর সত্যনিষ্ঠা, সততা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের খ্যাতি ও তজ্জন্য নাগপুরের হিন্দু-মুসলমান পারসী-খ্রীষ্টান সকলেই তাঁহাকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন কতটা বিশ্বাস ও মান্য করিতেন তাহা বুঝা যায়।

এলিয়ট সাহেব তাঁহার কার্য্যকালে একবার অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়েন এবং অবশেষে তাঁহার দেওয়ান গোবিন্দবাবুর পরামর্শে সে সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন। তৃতীয় প্রস্তাবে তখন চীফ কমিশনরদিগের স্ব স্ব বেতন পাঁচ সহস্র হইতে চারি সহস্র টাকায় পরিণত হয় এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের যেমন লাভ হয় তেমনি বহু বরখাস্ত কেরাণী স্ব স্ব পদে পুনরায় বাহাল হয়। এই সূত্রে এ প্রদেশে গোবিন্দবাবুর বিলক্ষণ নাম যশঃ কীর্ত্তিত হইতে থাকে। এলিয়ট সাহেবের পর সার রিচার্ড টেম্পল্ নাগপুরের চীফ কমিশনর হইয়া আসেন। এই টেম্পল্ সাহেবই পরে বঙ্গের ছোটলাট এবং তৎপরে বম্বে প্রেসিডেন্সির গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি এখানে "টেম্পল্‌গঞ্জ" নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নাম নাগপুরে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দবাবু নাগপুর রেসিডেন্সীতে আট বৎসর কর্ম্ম করিবার পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ছুটী লইয়া কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ করেন। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ এই সংবাদে ক্ষুণ্ণ হন। হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। গোবিন্দবাবু তাঁহাদের এত প্রিয়, এতদূর সম্মানিত ছিলেন যে, ছুটি লইয়া দেশে যাওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর হইতে তাঁহারা ক্রমাগত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে এবং বহু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে

থাকেন। সাহেবেরাও তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলীতে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁহারাও তাঁহাকে আপনাদের মধ্য হইতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যথা সময়ে নাগপুর ত্যাগকালে তিনি শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত দ্বাদশ জন বাহকদ্বারা বাহিত পাল্কীতে রওয়ানা হন এবং বহু বন্ধুবান্ধব তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা তাঁহাকে কাম্‌টি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া সজল-নয়নে ও ক্ষুণ্ণ মনে নাগপুরে প্রত্যাগত হন। গোবিন্দ-বাবু রিবাঁ ও মৈহর দিয়া জব্বলপুর আসিয়া পৌঁছেন এবং তথায় বাবু মথুরা-মোহন বসু ও বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্তের গৃহে বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া জব্বল-পুর ত্যাগ করেন। সেই সময়ে এখানে কলিকাতা ভবানীপুরনিবাসী বাবু ভবানীচরণ দত্তের সহোদর ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দত্ত জব্বলপুরের সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। গোবিন্দবাবু সুদীর্ঘ নাগপুর প্রবাসের সুখস্মৃতি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন কিন্তু অবকাশ শেষ হইলে তিনি আর নাগপুর যান নাই। পরে এলিয়ট সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আজমীরের রেসিডেণ্ট হইলে গোবিন্দবাবুকে তথায় আহ্বান করেন। গোবিন্দবাবু ১৮৬৪ অব্দে আজমীর রেসিডেন্সীর দেওয়ান হইয়া রাজপুতানা-প্রবাসী হন। আজমীরেই এলিয়ট সাহেবের মৃত্যু হয়। তখন স্যর রিচার্ড টেম্প্‌ল্ রেসিডেণ্ট হইয়া যান এবং গোবিন্দবাবুকে বাহাল রাখেন। এখানে তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার পর ১৮৬৭ অব্দের ১৩ই আগষ্ট গোবিন্দবাবু আজমীর হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। টেম্পল্ বাহাদুর পরে হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট হইয়া গেলে গোবিন্দ-বাবুকে তথায় তলব করেন। সুতরাং তিনি আজমীরে ফিরিয়া না গিয়া হায়দ্রাবাদে গিয়া তথাকার রেসিডেন্সীর দেওয়ান হন। স্যর জর্জ্জ প্লাউডেন তাঁহার সম্বন্ধে গ্রাণ্ট সাহেবকে যে দুইখানি পত্র দিয়াছিলেন তাহা হইতে তিনি নাগপুর, রাজপুতানা ও হায়দ্রাবাদের কর্ম্মক্ষেত্রে কি রাজপুরুষ কি দেশবাসীর দৃষ্টিতে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুনের এক পত্রে আছে—

"Babu Govind Chandra Sen has been in my service some 23 years * * * most thoroughly trustworthy * * * and it will be quite impossible to find a more disinterested and

faithful man everywhere. You will see what the letters and certificates in his possession from the time I left him at Nagpore say of him * * *" অন্য পত্র ১৮৬৯ অব্দের ২১শে এপ্রেল তারিখে লিখিত। তাহাতে আছে—"Govind Chandra Sen commenced his career in my service some 23 years ago when he was a mere boy of 15. When I left Nagpore he was taken into the private and confidential employment of my successor, Colonel Elliot with whom he remained until he died in Rajputana, when Sir Richard Temple employed him in the same capacity and with him he still is. A more thoroughly honest man never existed, any other man with such opportunities as he has had under me, Colonel Elliot and Sir Richard Temple in Nagpore, Rajputana and Hyderabad, might have been (and would have been) rolling in wealth but no temptation would induce him to commit an act of dishonesty or unfaithfulness towards his employer and rich influential ministers and intriguing courtiers have alike assailed him in vain. In consequence he is still held in the highest respect by many leading men in these parts of India who consult him on all occasions where their interests are concerned. Of course he has always a last refuge in my service when it does not interfere with his better prospects elsewhere."

অর্থাৎ প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন গোবিন্দচন্দ্র সেন মাত্র পঞ্চদশবর্ষীয় বালক, তখন তিনি আমার অধীনে কার্য্যারম্ভ করেন। যখন আমি নাগপুর ত্যাগ করিয়া আসি, তখন তিনি আমার পরবর্ত্তী অফিসর কর্ণেল ইলিয়টের খাস ও গোপনীয় বিভাগে নিয়োজিত হন এবং রাজপুতানায় সাহেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহারই অধীনে কার্য্য করেন। পরে স্যর রিচার্ড টেম্পল্‌ও তাঁহাকে

পূর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন এবং অদ্যাবধি তিনি তাঁহারই অধীনে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার অপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তি আর কখনও আবির্ভূত হন নাই। নাগপুর, রাজপুতানা এবং হায়দ্রাবাদে আমার, কর্ণেল এলিয়ট ও স্যর রিচার্ড টেম্পলের নিকট কার্য্যকালে তিনি যে সকল সুবিধা ও সুযোগলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি অতুল ধনসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন এবং হইতেনও। কিন্তু কোন প্রলোভনই তাঁহাকে নিয়োগ-কর্ত্তার কার্য্যে অমনোযোগী বা অবিশ্বাসী করিতে পারে নাই। ধনী ও প্রতাপশালী মন্ত্রিগণ এবং কপটাচারী পারিষদবর্গ তাঁহাকে বৃথা প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। এবম্বিধ সততার ফলে ভারতবর্ষের এই সকল প্রদেশের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই অদ্যাবধি তাঁহাকে উচ্চসম্মান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের স্বার্থজড়িত সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন। অবশ্য, অন্যত্র অধিকতর উন্নতির ব্যাঘাত না ঘটিলে আমার অধীনে তাঁহার কর্ম্মের পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে। এইরূপ বহু প্রশংসার কথা বহু পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

গোবিন্দ বাবু রাজপুতানা-যাত্রাকালে ১৮৬৪ অব্দের জুন মাসে অর্থাৎ ১২৭১ সালের আষাঢ়ে আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং মথুরা ও জয়পুর হইয়া আজমীরে পৌঁছেন। জয়পুরে তখন স্বনামখ্যাত মন্ত্রী হরিমোহন সেন মহাশয় বিদ্যমান। আজমীরে তখন তাঁহার পরিচিত কয়েকজন বাঙ্গালী ছিলেন। স্থানীয় ডেপুটী কমিশনরের হেডক্লার্ক ছিলেন বাবু রামজীবন চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন পোষ্টমাষ্টার। এরাণপুরায় ছিলেন বাবু তারাপদ চৌধুরী। আজমীর-প্রবাসকালে তিনি পুষ্কর-তীর্থ দর্শনে গিয়া সকল দেশের রাজরাজড়ার কীর্ত্তি দর্শন করেন, কিন্তু বঙ্গদেশের কোন কীর্ত্তি চিহ্ন না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হন। গোবিন্দ বাবু মথুরা দর্শনকালে পিতৃ-পিণ্ডদান করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। কিন্তু মথুরার চৌবেগণ তাহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলেন বিদেশ-যাত্রার কালে পথে এরূপ খরচপত্র করা বিধেয় নহে। তাঁহারা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মথুরায় ব্রাহ্মণ-ভোজন ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া সে যে কি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে,

একমাত্র সেই বাঙ্গালী বাবুই আমাদিগকে আহার করাইতে পারিয়াছেন। অবশেষে তর্কাতর্কির পর দ্বাদশ জনের স্থলে একজনমাত্র চৌবেকে আহারও না করাইয়া তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করাই ধার্য্য হয়। গোবিন্দ বাবু তাঁহার দিনলিপিতে সেই কৌতূহলজনক জলযোগের দ্রব্যসম্ভারের যে তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "নব্বই সিক্কা ওজনের ⁄৩ সের লুচি, ⁄৩ সের কচুরী, ⁄৩ সের পেড়া, ⁄৩ সের লাড্ডু, ⁄৩ সের জিলেপী, এক হাঁড়ী দধি, এক হাঁড়ী ক্ষীর, ইচ্ছামত পরিমাণ দুগ্ধ, তাহার উপর 'ভাজী' তরকারী, চাটনী ও বড় ঘটীর এক ঘটী যমুনার জল।" গোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন—এই সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ বসিয়া খাইলেন এবং ২৲ টাকা দক্ষিণা পাইয়া বলিলেন এরূপ সমর্থ জানিলে আরও খাইতাম! চৌবেজীর এই "জলযোগ" ১৮৬৭ অব্দের অর্থাৎ ৬৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভীমসেনের ভোজন ব্যাপার যে নিতান্তই আরব্যোপন্যাসের গল্প নহে, পাঠকগণ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন। আজমীর হইতে ফিরিয়া গোবিন্দ বাবু কলিকাতা যান এবং ১৮৬৭ অব্দে রেসিডেন্সীর কর্ম্ম লইয়া হায়দ্রাবাদপ্রবাসী হন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবনী হায়দ্রাবাদ অংশে প্রদত্ত হইল।

স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র সেন মুন্সী মহাশয় নাগপুর ত্যাগ (১৮৬৩ অব্দে) করিবার ১১ বৎসর পরে বাঙ্গালীর গৌরব নাগপুরের গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট রায় স্তর বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর, এম-এ, বি-এল, কে-টি, সি-আই-ই, এখানে আসেন। ১৮৫১ অব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৭১ এবং ১৮৭২ অব্দে এম এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রথমে জব্বলপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ১৮৭৪ অব্দ হইতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরে ওকালতি করিতে থাকেন। এখানে এডভোকেট হইয়া তিনি বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। স্তর বিপিনকৃষ্ণের বিস্তৃত আইন ব্যবসায় সত্ত্বেও তিনি স্থানীয় জনহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি এখানকার 'নীল সিটি হাই স্কুলে'র সেক্রেটরী হন এবং এই পদে ১৮৭৬ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ বৎসরাধিক কাল তাহার যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি ম্যারিস মেমোরিয়াল কলেজ ও তাহার গভর্ণিং কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম।

৺শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ, ব্যারিষ্টার। পৃঃ ১৩২

তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার পদে কয়েক বৎসর সুযশের সহিত কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। ১৮৮৩ অব্দ হইতে নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর ও কমিটির অনারারী সেক্রেটরী থাকিয়া বহু গৌরব-জনক লোকহিতকর কার্য্য করেন; ১৮৮৮ অব্দ হইতে মধ্যপ্রদেশের ডফরীন কমিটির সদস্যরূপে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন; এবং ১৮৯৬-৯৭ অব্দে "Indian Charitable Relief Fund"এর মধ্যপ্রদেশস্থ শাখার অনারারী সেক্রেটারী থাকিবার পর ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯-১৯০০ অব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনে সদস্যের কার্য্য করেন। ১৮৮৮ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট হন কিন্তু, ১৮৯৯ অব্দে বড়লাট (Viceroy's Council) পরিষদের সদস্য-পদে উন্নীত হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বড়লাট সভার সদস্য পদের কাল পূর্ণ হইলে পর তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যপ্রদেশের আদালতে পূর্ব্ব পদে পুনরায় নিয়োজিত হন। তাঁহার লোক-হিতৈষণা এবং সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যাবলী দর্শনে প্রীত হইয়া ১৮৯৮ অব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন এবং মহামান্য ভারত সম্রাট তাঁহার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নাইটের উচ্চ সম্মান দান করেন। তিনি এতদঞ্চলের অধিবাসী এবং প্রবাসী-বাঙ্গালী সম্প্রদায় এই উভয়েরই হিতকর বহু অনুষ্ঠানে এ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। ১৯২৪ সালে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারবাসী বাঙ্গালীদের মহাসম্মেলনের রায়পুর অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে তিনি স্বীয় বহু তথ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ অভি-ভাষণের মধ্যে তৎপ্রদেশ-প্রবাসী বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের প্রসঙ্গে বলিয়া-ছিলেন—

"আজ প্রায় ৫২ বৎসর হইল আমি এদেশে আসিয়াছি। আমি যখন এখানে আসি তখন আমার নিতান্ত তরুণ বয়স। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। আমি জব্বলপুরে প্রথম আসি। তখন সেখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এদেশে এক রকম চিরস্থায়ীরূপে বাস করিতেছিলেন। অনেক বাঙ্গালী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক চর্চ্চা বলিয়া কোনও রূপ চেষ্টা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের শাখার মতন একটী সভা ছিল। সেখানে প্রতি

রবিবার কতকগুলি বাঙ্গালী মিলিয়া উপাসনা করিতেন। মনে হয় সে দেশের ২।৪টী লোকও যোগ দিতেন। বহুদিন হইতে জব্বলপুরবাসী সিংহ পরিবারস্থ দ্বারকানাথ সিংহ মহাশয়ের যত্নে এই সভাটী স্থাপিত হয় ও প্রধানতঃ তিনিই উপাসনা করিতেন। বালক বালিকাগণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কোনও রূপ বন্দোবস্ত ছিল না। তবে কতকগুলি খৃষ্টীয় মিশনারী কুলস্ত্রী ঘরে ঘরে অন্তঃপুরে যাইয়া ছোট বড় মেয়েদের শিক্ষা দিতেন ও শিল্পকার্য্য শিখাইতেন। যখন আমি সেখানে ছিলাম, বাঙ্গালী জাতির একটী উজ্জ্বলতম তারকা, পূজ্যপাদ কেশব বাবু, একবার সেখানে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার প্রতিভার পূর্ণপ্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ কেন, ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি আসিয়া গুটিকয়েক বক্তৃতা দেন। তাঁহার বিষয় ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার। তাঁহার তেজস্বী ও সারগর্ভ বক্তৃতা-স্রোতে সে দেশের লোকেরা একেবারে প্লাবিত হইয়াছিলেন কারণ, সেরূপ মর্ম্মস্পর্শী ও মনোহর বক্তৃতা তাঁহারা জীবনে কখনও শ্রবণ করেন নাই। ইহাতে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি এদেশের লোকদের মধ্যে বেশ পরিবর্দ্ধিত হয়। আমি আসিয়াই দেখি বাঙ্গালীদের সঙ্গে সেদেশের লোকদের বেশ সদ্ভাব। ইহাতে আমি বড়ই প্রীতিলাভ করি। আমার তখন নবীন বয়স, সবে মাত্র কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। তখন এক অভিনব ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। * * * সেই সময়েই স্বদেশ প্রেমের গীতগুলি রচিত হয়। সেইগুলি বিখ্যাত গায়কগণ একত্র হইয়া তানলয়ের সহিত আকাশভেদী মধুরস্বরে গাহিতেন ও আমরা সকলে (কলেজের ছাত্রগণ) মাতিয়া উঠিতাম—"মিলে সবে ভারত সন্তান একতান মন প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।" সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইতে চলিল—কিন্তু এখনও মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই ভাবটী লইয়াই বিদেশে আসি। আসিয়া যখন দেখিলাম যে সে-দেশবাসী লোকদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের বেশ প্রেম আছে তখন অন্তরে বড়ই আনন্দ পাইলাম। সেই সময়ে জব্বলপুরে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল। জানিলাম সেটি একজন বাঙ্গালীর চেষ্টা ও উদ্যোগে স্থাপিত ও তিনিই তাহার সম্পাদক ও সর্ব্বরকমে পৃষ্ঠপোষক। তিনি সে দেশের লোকদের মত বেশভূষা করিতেন ও সে দেশের লোকদের ভাষাতেই সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা কহিতেন। সকলেই

তাঁহাকে মান্য করিতেন ও ভালবাসিতেন। সুখের বিষয় তিনি এখনও জীবিত আছেন। সেদিন পর্য্যন্ত স্বহস্ত-স্থাপিত বিদ্যালয়টীর সম্পাদকের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন বোধ হয় বয়োধিক্যজনিত দুর্ব্বলতার জন্য অবসর লইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জব্বলপুরে আসিয়া আমি তাঁহারই অতিথি হই। এদেশের লোকদের সঙ্গে কিরূপে একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে হয় তাঁহার নিকট প্রথম শিক্ষা পাই। জব্বলপুরে দুই বৎসর ছিলাম। ইহার মধ্যে একবার মধ্যভারতের ইতিহাসে উল্লিখিত সাগর নগরে যাই। তখন রেল ছিল না। নরসিংহপুর সহর দিয়া গাড়ীতে যাইতে হইত। নরসিংহপুরে দেখি সেখানেও বাঙ্গালীর বাস—যদিও সংখ্যায় অল্প। সাগরে তখন অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন। এমন কি তাঁহাদের যত্নে আমাদের সকলকে একত্রীভূত করিবার ও দেশীয় ধর্ম্মভাব বজায় রাখিবার সুন্দর উপায় ৺দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। ইহাতে সে দেশের লোকেরা সকলে আসিয়া যোগ দিতেন।

নাগপুরে যখন আসি তখন এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব অল্প। যতদূর স্মরণ হয় ৫টি বা ৬টি পরিবার মাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন ডাক্তার। সে সময়ে এখানে একটী Medical School ছিল—অল্পদিন পরে উহা উঠিয়া যায় ও আবার কয়েক বৎসর হইল পুনরায় গঠিত হইয়াছে। সেই Medical School এ তাঁহারা শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম করিতেছি ৺যাদবকৃষ্ণ ঘোষ। তিনি সে সময় এই সহরের প্রথম চিকিৎসক ছিলেন। বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত নিজেদের জন্য, এমন কি নিজেদের পরিবারের জন্য, Civil Surgeonকেও ছাড়িয়া তাঁহারই চিকিৎসা পছন্দ করিতেন। তাঁহাকে এ-দেশবাসী লোকেরাও বিশেষ মান্য করিতেন। যে স্বদেশপ্রীতি লইয়া জব্বলপুরে আসি তাহা নাগপুরে আসিয়া বেশ প্রস্ফুটিত হয়। তাহার প্রধান কারণ অনেকগুলি পুণার সুশিক্ষিত লোক সরকারী কার্য্য ও ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বনে এখানে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের যত্নে ও উৎসাহে নাগপুরের অনেক উন্নতি হয়। বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য, সাধারণ লোকের জ্ঞানলাভের জন্য Debating Society ও Library এবং রাজনৈতিক বিষয় চর্চ্চার জন্য রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয়। তখনকার

বাঙ্গালীরা অল্পসংখ্যক হইলেও মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে সকল শুভকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। ক্রমে বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। Bengal Nagpur Railway খুলিলে আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। তাহার পর এখানে Postal Audit Office আসাতে বাঙ্গালীর সংখ্যা একেবারে খুবই বাড়িয়া যায়। এখন বোধ হয় ৩০০ ঘরের উপর বাঙ্গালী এখানে আছেন। যে সদ্ভাবের অঙ্কুর ১৮৭৪ সালে আসিয়া রোপিত হইতে দেখি তাহা এখন বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে যারপর নাই সুখের বিষয় তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আমি এতদিন এখানে কাটাইলাম বাঙ্গালীদের সঙ্গে তো এদেশবাসীদের কখনও মনোমালিন্য হইতে দেখি নাই।

এখন দুই চারি জন এদেশবাসী বাঙ্গালীর কথা বলিব—বলিবার কারণ, সে সকল কথা অনেকে বোধ হয় জানেন না! বিবেচনা করি তাহা জানা দরকার। বাঙ্গালীর গৌরব যদি বাঙ্গালী না জানিবে তবে জানিবে কে? দুইজনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রায়পুর হইতেই আরম্ভ করি। নবীনচন্দ্র বসু একজন Extra Assistant Commissioner ছিলেন, রায়পুরে তিনি কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পুরাকালের Hindu collegeএর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ জনৈক ছাত্র। Sir Richard Temple তাঁহাকে এই দেশে আনেন। তিনি খুব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করেন। তাঁহার প্রতিভার একটী গল্প বলি। তিনি একটী জটিল খুনি-মকদ্দমা করিতেছিলেন। একজন বড় দাম্ভিক Civil Surgeon সাক্ষ্য দিতে আসেন। তিনি বড় বড় লম্বা লম্বা technical scientific কথা দিয়া সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ধারণা নবীন বাবু তাহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিবেন না ও তাঁহাকে যেদিকে ইচ্ছা লইয়া যাইবেন। নবীন বাবু নীরবে এজাহার লইতে লাগিলেন। Civil Surgeon মহাশয় সাক্ষ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় নবীনবাবু তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন এই বলিয়া জেরা আরম্ভ করিলেন। ১০।১৫ মিনিট পরেই সাহেব বুঝিলেন যে তিনি একজন অস্ত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ বিশারদ লোকের হাতে পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছেন অধিকাংশ ভুল স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন ও ক্ষুণ্ণ মনে ঘরে ফিরিলেন। লোকেরা দেখিয়া অবাক। নবীন

বাবু তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সময়ে সময়ে ঘর্ষণ হইত— কিছুদিন পরে অবসর গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তারাদাস ও ভূতনাথের* নাম আপনারা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহারা এদেশের লোকদের উন্নতি সাধনকল্পে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তারাদাস বাবু District Councilএর সভাপতি ছিলেন ও ভূতনাথ বাবু Municipality'র সম্পাদক ছিলেন। উভয়েই দক্ষতার সহিত নিজ নিজ কার্য্য অনেক দিন করেন। উভয়ের মৃত্যু রায়পুরেই হয়। তারাদাস বাবুর নাম এখনও গ্রামে গ্রামে সজীব হইয়া আছে। আর একজনের নাম করিতে ইচ্ছা করি—যোগেন বাবু। তিনি আমার পরমারাধ্য প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। লোকেরা তাঁহাকে সরকার ব্যারিষ্টার বলিত। তাঁহার জীবন বড় একটা সুখের ছিল না। তিনি বিশেষ ভাবে সাধারণের কার্য্যে বা কোন রূপ রাজকার্য্যে যোগ দিতেন না। কিন্তু শক্ত কার্য্যে পড়িলে সকলেই তাঁহার পরামর্শ লইতেন। উদার চরিত্র, নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি জনসমাজে খুব খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। লোকদের সত্ব রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে সময়ে সময়ে তিনি বাদানুবাদ করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু ইহা সত্বেও তাঁহাকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিতেন। আজ যে রাজনন্দগাঁও সহরে বিশাল 'মিল্' দেখিতে পান, তাহার ভিত্তি রায়পুরের একজন বাঙ্গালী স্থাপন করেন—নাম কেদারনাথ বাগ্চি।

এইত গেল রায়পুরের কথা। আমি যে সময় এ দেশে আসি, সেই সময়েই আর একজন বাঙ্গালী ওকালতী করিতে আসেন। আমরা উভয়ে প্রথমে জব্বলপুরে কার্য্য আরম্ভ করি। তাহার কিছু দিন পরে তিনি হোসেঙ্গাবাদ যান ও আমি নাগপুরে আসি। তাঁহার নাম বিহারীলাল বসু। তিনি হোসেঙ্গাবাদ ডিভিসনে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন ও সেখানকার সর্ব্বজাতীয় লোক তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। তিনি অনেক দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার নাম লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

---

* রায়পুরের স্বর্গীয় ভূতনাথ যে রায় বাহাদুর স্বনাম প্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ মিষ্টার হরিনাথ দের পিতা।

জব্বলপুরের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। আর একজনের কথা বলিব। কৈলাসচন্দ্র দত্ত সেখানকার কলেজের (এখন Robertson College নামে খ্যাত) সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন আমি সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। আমাদের দুই জনের জানাশুনা ছিল। তাহার পর যখন তিনি এদেশে আসিলেন তখন পূর্ব্ব পরিচয় বর্দ্ধিত হইল। তিনি যেরূপ সুযোগ্য অধ্যাপক তেমনি কোমল স্বভাব অমায়িক ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। তাঁহার অনেক ছাত্র এখন সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত। নাগপুরের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক, প্রতিভাবান্ কর্ম্মী, আমার হৃদয়ের বন্ধু, ও সকল লোকহিতকর কার্য্যে সহযোগী পরলোকগত বাপুরাও দাদা তাঁহার জনৈক ছাত্র ছিলেন। তিনি কৈলাস বাবু সম্বন্ধে একটি হাস্যজনক কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমরা বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষা যথাবিধি উচ্চারণ করিতে বড় একটা জানি না। কৈলাস বাবু যখন প্রথমে আসেন, তখন তাঁহার বাঙ্গালীসুলভ সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ তাঁহার ছাত্রেরা বড় একটা বুঝিতে পারিত না। সকলে হা করিয়া চাহিয়া থাকিত। ইহার রহস্য বুঝিতে তাঁহার কিছু দিন লাগিয়াছিল। তিনি পেন্‌সন্ লইয়া জব্বলপুরে স্থায়ী হইয়াছিলেন। যখন ১৮৯৮ সালে Famine Commisionএর সঙ্গে জব্বলপুরে যাই তখন তাঁহার সহিত দেখা হয়। তখনও তিনি জব্বলপুরের সকল লোকহিতকর কার্য্যে যোগ দিতেন। এখন তিনি স্বর্গে।

এখন নাগপুরের দুই তিন জনের কথা বলিয়া প্রবন্ধের এই ভাগটি শেষ করিব। ১৮৮৫ সালে এখানে এদেশের লোকদের উদ্যোগে একটি সাহায্য-প্রাপ্ত কলেজ স্থাপিত হয়। নাগপুরপ্রদেশে সেই প্রথম কলেজ। তাহা এখন সরকারি মরিস্ কলেজ নামে খ্যাত। তখন এ প্রদেশ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আধিপত্যের অন্তর্গত ও প্রধানতঃ সেই জন্যই নবগঠিত কলেজের জন্য তিনটি বাঙ্গালী প্রফেসর আনা হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। তিনি আজ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তখন তাঁহার অল্প বয়স, সবে কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা খৃষ্টীয় মিসনারি হেষ্টী সাহেবের প্রিয় ছাত্র

ছিলেন। হেষ্টী সাহেব তাঁহাকে একখানি Certificate দেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে একদিন ব্রজেন্দ্র শীলের পাণ্ডিত্যের যশে ভারত কেন, ইউরোপ পর্য্যন্ত ভরিয়া যাইবে; তাহাই হইয়াছে। ব্রজেন্দ্র শীল মরিস্ কলেজে বেশী দিন ছিলেন না। কিন্তু সেই অল্প কালের মধ্যে নাগপুরের ছাত্র-জগতে এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোনও অধ্যাপক সেরূপ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিদ্যাতে বল, বিনয়ে বল, কোমল স্বভাবে বল তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মায়াজালে বাঁধিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় আপনারা জানেন যে, তিনি এখন উন্নতিশীল দেশীয় করদ রাজ্য মহিস্থরের বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor বা সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী। ইহা বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। আমাদের ওকালতি ব্যবসায়ে একজন বাঙ্গালী বেশ নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই সময়ের বাঙ্গালা-সাহিত্য জগতের একটি রত্ন-স্বরূপ "আলালের ঘরের দুলাল" পুস্তকের লেখক প্যারীচাদ মিত্র মহাশয়ের পৌত্র আপনারা অনেকেই তাঁহাকে জানেন—জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র। তিনি বিদর্ভ (বেরার) হইতে নাগপুরে আসেন। নিজের প্রতিভা প্রভাবে তিনি শীঘ্রই এখানকার Barএ শীর্ষ স্থান অধিকার করেন, পরে এখানকার হাইকোর্টের জনৈক জজ হন। কয়েক বৎসর মাত্র একাজ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যেরূপ ন্যায়পরায়ণ ও আইনজ্ঞ বিচারপতি বলিয়া যশ রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ ইদানিং অন্য কোন জজ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি অল্প দিনের জন্য প্রধান জজের কাজও করিয়াছিলেন। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি আজ তিনি থাকিলে স্থায়ী প্রধান জজ হইতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকল সম্প্রদায়ের লোক শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। যখন বেরার এদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এখানকার Accountant General ছিলেন একজন বাঙ্গালী। তিনি পূজ্যপাদ আচার্য্য ও সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র; তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য। দুইটি ভিন্ন রাজ্য—তাহার মধ্যে একটি আবার দেশীয় রাজ্যভুক্ত বলিয়া সকল বিষয়ে অনুন্নত—সম্মিলিত হওয়াতে হিসাবের কাজ জটিল হইয়া পড়ে। তাহার সুচারু ব্যবস্থা করার ভার Accountant Generalএর হস্তে ন্যস্ত হয়। আমি

বড় বড় European কর্ম্মচারীদের মুখে শুনিয়াছি যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ গুরুতর কার্য্যটি অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন করেন। সকলেই তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হন। Accountant Generalএর কাজটা বড়ই অপ্রীতিকর। অফিসারদের বিল পরীক্ষা করা ও কাটা কুটি করা তাঁহার দৈনিক কর্ম্মের মধ্যে একটা বিশেষ কাজ; মন্মথ বাবু কাহাকেও রেয়াৎ করিতেন না। অথচ এরূপ ভাবে কাজটি করিতেন যে কাহারও তিনি বিরাগভাজন হন নাই, বিনয় গুণে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন, ইহাও আমি বড় বড় অফিসরদের মুখে শুনিয়াছি। তিনি এখান হইতে লাহোর যান ও সেখানে হঠাৎ কাল হয়। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কৃত হিসাব কার্য্যবিধি এখনও চলিতেছে। আর একজন বাঙ্গালীর নাম করিব। তিনি ছিলেন Engineer। ১৮৯৯-১৯০০ সালে এখানে অভূতপূর্ব্ব বর্ষব্যাপী নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। বৃষ্টির নামও ছিল না। শস্য মোটেই হয় নাই। যাহা কিছু কোন কোন স্থানে হইয়াছিল প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে তাহাও জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। চারিদিকে একেবারে হাহাকার পড়িয়া যায়। সেই সময় Sir Andrew Fraser চীফ কমিশনার ছিলেন ও তাঁহার Under Secretary (P.W,D.) রাজেশ্বর মিত্র ছিলেন। আমি তখন Central Charitable Relief Committeeর মেম্বর ছিলাম। Revenue Memberও একজন মেম্বর ছিলেন। তিনি আমাকে ও Fraser সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, ওরূপ বাহুল্যের সহিত Relief measures বিস্তার করিলে রাজ ভাণ্ডার শীঘ্রই শূন্য হইবে। আমি তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলাম যে কাবুল যুদ্ধে লোক বিনাশ জন্য ভারতের কোটি কোটি টাকা অকাতরে খরচ হইয়াছে, তাহাতে রাজকোষ শূন্য হয় নাই, আর যাহাদের টাকাতে রাজকোষ পরিবর্দ্ধিত হয় তাহাদের আসন্ন বিপদে প্রাণ রক্ষার জন্য যদি একটু বদান্যতা দেখান হয় তাহা হইলে কি বড় দোষের বিষয় হইল? আজিকার প্রসঙ্গের সহিত এই কথাবার্ত্তার কোন বিশেষ সংশ্রব নাই। তবে Fraser সাহেবের বন্দোবস্ত কিরূপ উদারভাবে করা হইয়াছিল তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, আর এই বন্দোবস্তে মিত্র মহাশয় Fraser সাহেবের একজন দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কর্ম্মচারি ছিলেন। তিনি দিন নাই, রাত্রি নাই, কিরূপ অবিশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম

করিয়াছিলেন তাহার অনেকটা আভাস আমি পাইয়াছিলাম, কারণ Charitable Famine Relief এর সঙ্গে আমার কিছু সংস্রব ছিল। আমার সঙ্গে Fraser সাহেবের ঘনিষ্টতা ছিল, তিনি তাঁহার Under Secretary কিরূপ দক্ষতার সহিত একান্ত মনে অকাতরে দুর্ভিক্ষ নিবারণ ব্যবস্থাতে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট কয়েকবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এসকল পূর্ব্বকথা মনে করিলে আমাদের নিজ জাতি সম্বন্ধে যে একটা শ্লাঘার ভাব মনে উদয় হয় তাহা আশ্চর্য্য নয়। এমন জেলা অতি বিরল যেখানে দুই চারি জন বাঙ্গালী নাই আর যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককে এদেশের লোকদের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া দেশের মঙ্গল-কার্য্যে যোগ দিতে দেখা যায়। তাঁহারা বাঙ্গালী যে কেবল নিজ জাতির ও নিজ দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত এরূপ বলিবার পথ রাখিতেছেন না। জন্ম বটে তাঁহাদের বাঙ্গলায় কিন্তু নিখিল ভারত তাঁহাদের দেশ ও সাধারণ ভারতের মঙ্গল তাঁহাদের মূলমন্ত্র। "বন্দেমাতরম্" এই যে অমূল্য স্বর্গীয় ভাবময় মহাবাক্য ও যাহা একদিন সমগ্র ভারতকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বেলিত করিয়াছিল, ইহাও একজন বাঙ্গালীর লেখনী হইতে নিঃসৃত * * *।"

রায় সাহেব গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, এ-আই-ই, সি-ই, ১৮৫৭ অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালী কমল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। গোপাল বাবু কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা ছাত্র ছিলেন। তিনি রুড়কী টমাসন কলেজ হইতে এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যপ্রদেশে পূর্ত্ত-বিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রথম বৎসরে তিনি জব্বলপুরে কলের জল সরবরাহ করিবার কার্য্যে জব্বলপুর মাণ্ডলার মধ্যে রাজ পথ নির্ম্মাণ এবং ওয়ারোরা (warora) কয়লাখনির কার্য্যে ব্যাপৃত হন। পর বৎসর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের ষ্টেট রেলওয়ে শাখায় স্থায়িভাবে বদলি হন এবং বেণগঙ্গা (Wainganga) সেতু নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর তিনি নাগপুর ছত্রিশগড় ষ্টেট রেলওয়ে বিস্তারের জরীপ-কার্য্য সমাধা করিয়া ১৮৮২ অব্দে উত্তর আসামে বদলি হইয়া যান।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের স্বনামখ্যাত এডিশনাল জুডিশ্যাল কমিশনর ব্যারিষ্টার জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র ১৮৬৭ অব্দের ২৪শে জানুয়ারী কোন্নগরে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেতা ছিলেন এবং পিতামহ বঙ্গবিশ্রুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে "টেকচাঁদ ঠাকুর"। জ্যোতিষ চন্দ্রের প্রথম শিক্ষা হইয়াছিল কলিকাতা ওরিএণ্টাল সেমিনেরীতে। ছাত্রাবস্থা আরম্ভাবধিই সমুজ্জল ছিল। এখানে তিনি অসাধারণ মেধা তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অধ্যবসায় গুণে উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের সুনজরে পতিত হন। এবং বাৎসরিক পুরষ্কার বিতরণ সভায় অদ্ভুত আবৃত্তিশক্তির পরিচয় দিয়া বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের এবং বঙ্গের ছোট লাট সার এশ্‌লি ইডেন, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সার এল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যর রিচার্ড নর্থ প্রমুখ প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা লাভ করেন। স্যর এশ্‌লি ইডেন মহোদয়ের সহিত তাঁহার অল্প বয়স হইতেই ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল এবং উত্তর কালে যখন তিনি ইংলণ্ডে যান, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বঙ্গের সেই অবসরপ্রাপ্ত ছোট লাট তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং তাঁহার অল্প বয়সের কথা ও তাঁহার পিতামহ প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কথা লইয়া আলাপ করেন।

জ্যোতিষ চন্দ্র ১৮৮২ অব্দে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি লাভ করেন এবং এফ-এ পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন সেই সময় ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার বয়সের উর্দ্ধতম সীমা হ্রাস করিয়া ১৯ বৎসর ধার্য্য হয়। এই কারণে কয়েক বৎসর ধরিয়া কোন ভারতবাসীই এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৮৪ অব্দে সংবাদ আসে যে কলিকাতায় দুইজন বাঙ্গালী যুবক মিষ্টার এল্ পালিত ও মিষ্টার আর্থার গুডীভ চক্রবর্ত্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সুসংবাদে কলিকাতা সমাজে খুব উৎসাহ দেখা দেয়। তখন সকলে ভারতের বুদ্ধিমান্, উদ্যমশীল যুবকদের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া এই পরীক্ষা দিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন। বাঙ্গালীদের উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে

কোন ভদ্রলোক একজন বাঙ্গালী ছাত্রকে এই পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিতে ইংল্যাণ্ডে পাঠাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের হস্তে নোয়াখালির তৎকালীন কলেক্টর মিষ্টার আনন্দরাম বড়ুয়ার হাত দিয়া পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। তদনুসারে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র জ্যোতিষচন্দ্র এই বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত * বলিয়া নির্ব্বাচিত হন।

১৮৮৪ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর জ্যোতিষচন্দ্র বিলাতযাত্রা করেন। মিসেস ব্যানার্জ্জী (Mrs. W. C. Bonnerjee) প্রমুখ পরিচিত কয়েকজন তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। সে বৎসর ৩৮টি মাত্র পদ খালি ছিল এবং তাহার জন্য যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৪৭তম স্থান অধিকার করায় তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। তাঁহার বিলাতের অভিভাবক ও উপদেষ্টা বিখ্যাত Coachers Messrs. Wren and Guerney জ্যোতিষচন্দ্রের পিতা চুনীলাল বসু মহাশয়কে এক পত্রে জানান যে মিষ্টার মিত্র পরীক্ষার জন্য খুব পরিশ্রম ও বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষেধ সত্ত্বেও এককালে বহু বিষয় গ্রহণ করায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তুত হইবার সময়ও অল্প ছিল এবং সে বৎসর কোন ভারতীয় ছাত্রই কৃতকার্য্য হন নাই। মিষ্টার মিত্রের বয়স উনিশ পূর্ণ হওয়ায় দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিবার আর সুযোগ না পাইয়া ১৮৮৬ অব্দের জুলাই মাসে তিনি আইন পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন। ইহার শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মিত্র মহাশয় একশত গিনির দুইটি বৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তিও লাভ করেন।† তিনি ১৮৮৯ অব্দের ১৩ই অগষ্ট বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায়

* We understand that Babu Jyotish Chandra Mitter of the second year class, Presidency College, has been selected by the Indian Association to proceed to England in receipt of its scholarship to appear at the I.C.S. Examination in June next.—*The Indian Mirror* of 27th August 1884.

† Mr. Jyotish Chandra Mittra, a grandson of the late Hon'ble Peary Chand Mittra, has obtained a scholarship of 100 guineas in Roman Law and a lecture prize of £25 at the December Examination held in London. He stood first among the students who competed from the Middle Temple. The young man was also the winner of a scholarship of 100 guineas in International and Constitutional Laws and of £15 in Roman Law last term."—*The Indian Daily News* of 8th. February 1889.

প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন; কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় মধ্যপ্রদেশের অমরাবতী সহরে কয়েক বৎসর আইন-ব্যবসায় করেন। তিনি যে স্বীয় ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্ররূপে মধ্যপ্রদেশকেই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহার আত্মীয় স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু কে. সি. এস. আই. মহোদয়ের সফলতা ("influenced by the distinguished success of Sir Bipin Krishna Basu, K. C. S. I., his relative, then in the zenith of his professional career."—*The I. D. News.*)। তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অমরাবতীও সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরেই চলিয়া আসেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যে তথায় সুনাম অর্জ্জন করেন ও সর্ব্বজনপ্রিয় হন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচারপ্রিয়তা, স্বাধীনচিত্ততা এবং সৌজন্য কি জনসাধারণ কি তাঁহার সক্কেল সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি নাগপুরের উকীলসম্প্রদায়ের নেতৃগণের অন্যতম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। ১৯০৯ অব্দে মিত্র মহাশয় Standing Counsel নিযুক্ত হন এবং ১৯১৩ অব্দে বিচারপতি ব্যারিষ্টার ষ্ট্যানিয়ন সাহেব (Mr. H. J. Stanyon, C. I. E., Barrister-at-Law) ছুটি লইলে তাঁহার স্থলে মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় এডিশনাল জুডিশ্যাল কমিশনর নিযুক্ত হন। তাহার তিন বৎসর পরে তিনি ঐ প্রদেশের চতুর্থ এডিশনাল জুডিশ্যাল কমিশনরের পদ লাভ করেন। ১৯২০ অব্দে মধ্যপ্রদেশের জুডিশ্যাল কমিশনর বাহাদুর কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয়ই তাঁহার স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসীই এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন নাই।

১৯১৮ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন মিত্র মহাশয় কলিকাতার ভবনে (10 Wellington Square) অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার মস্তিষ্কে একটা স্ফোটক হয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, এম. ডি., এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস. (ইংলণ্ড), অস্ত্রচিকিৎসা করেন। তিনি আরোগ্যলাভ করিয়া ২২শে জুন (১৯১৮) তারিখের পর কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যান; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভগ্ন হইয়া যায়, এবং ৩রা জুলাই রাত্রিতে হঠাৎ বক্ষে যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকেন। সেই যাতনাই ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং সকল

রায়সাহেব রাজেশ্বর মিত্র। পৃঃ ১৪০

রকম সুচিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের উপশম না হইয়া ৪ঠা জুলাই রবিবার রাত্রিতে নাগপুরের আবাসে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকালে স্বয়ং মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনর প্রমুখ গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং বহু ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ভদ্রলোক শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ শ্মশানযাত্রী হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় ছিলেন চিরকুমার। তিনি মৃত্যুকালে নাগপুর দীননাথ স্কুলের সাহায্যার্থ দীননাথ স্কুল সোসাইটীকে আয়করমুক্ত তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ (Endowment of Rs. 3000, 1945-55 Income-tax-free Loan) দান করিয়া গিয়াছেন।*

নাগপুর বিভাগের মধ্যে রাজধানী নাগপুর ব্যতীত ১৯১১ অব্দে চান্দায় ৮১, ভাণ্ডারায় ৫৮, বালাঘাটে ৪২ এবং বর্দ্ধায় ১৫ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্দ্ধায় ছিলেন ৬, ভাণ্ডারায় ৭ এবং চান্দায় ৪৭ জন। বালাঘাটে তখন একজন বাঙ্গালীও ছিলেন না। বালাঘাট নাগপুরের উত্তরে এবং মণ্ডলার দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার চলিত ভাষা হিন্দী, গোণ্ডী, ও মহারাষ্ট্রী। বালাঘাট গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন একজন বাঙ্গালী— মিঃ এ. এল. মুখার্জ্জী, বি. এস্-সি., বি. টি.। ভাণ্ডারায় বন-বিভাগের Extra Assistant Conservator of Forests ছিলেন রায় সি. কে. চ্যাটার্জ্জী বাহাদুর। নাগপুরে বাঙ্গালীদের অনেকগুলি অনুষ্ঠান বিদ্যমান। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত স্কুল, বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয়, বাঙ্গালীদের থিয়েটার এবং দুর্গোৎসব প্রধানতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নাগপুর বিভাগের পরই জব্বলপুর বিভাগের স্থান। ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশের মধ্যে নাগপুরের পরই জব্বলপুর উল্লেখযোগ্য বড় সহর। জব্বলপুরের বিশেষত্ব এই যে ইহা ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা এবং বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সঙ্গমস্থল। এই জেলার উত্তরে মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অন্তর্গত মৈহর রাজ্য, দক্ষিণে ও অগ্নিকোণে মণ্ডলা জেলা, এবং পশ্চিম-দক্ষিণে নর্সিংপুর জেলা। জব্বলপুর দুই প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ (মৈহর রাজ্য হইতে নর্ম্মদা-তীর

---

* *The Encyclopedia of India*, Vol III, 1909; *C. P. Government Gazette*, 6th September 1919, and *The Hindu Patriot*, 18th August 1920.

পর্য্যন্ত) উত্তরাপথ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত, আর দ্বিতীয় ভাগ (নর্ম্মদার দক্ষিণ হইতে মণ্ডলা ও সিউনি পর্য্যন্ত) দক্ষিণাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। জব্বলপুরের প্রাচীন নাম ছিল জাবালিপত্তন; উচ্চারণবিকারে তাহা জাউলিতে পরিণত হয়। কশ্যপবংশীয় ঋষি জাবালি এখানে আশ্রম স্থাপন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটির এইরূপ নাম হইয়াছে। জাবালি মুনিই রামচন্দ্রকে চিত্রকূটে রাজ্য গ্রহণ করিতে বহুবিধ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তিনি ঋষি অগস্ত্যের ন্যায় এতদঞ্চলে আর্য্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচার করিয়াছিলেন। এই স্থান পর্ব্বতমালাবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত। পূর্ব্বে ইহা গোঁড়ের রাজাদিগের অধিকারে ছিল। পরে মহারাষ্ট্রদিগের আমলে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জব্বলপুর প্রসিদ্ধি লাভ করে। জব্বলপুরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী, ইহার অন্য নাম রুদ্রনদী ও রেবা। স্কন্দ পুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডে এই নদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। নর্ম্মদাতীরে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত এবং নর্ম্মদাক্ষেত্র অর্থাৎ নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টক হইতে সাগরসঙ্গম (কাম্বে উপসাগর) পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ সন্ন্যাসীদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এই খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী অনেকগুলি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। তন্মধ্যে ধুঁয়াধার প্রপাত জগদ্-বিখ্যাত। এই প্রপাত জব্বলপুর হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে ভেড়াঘাট নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে নদীর দুই ধারে অত্যুচ্চ শ্বেত মর্ম্মরের পাহাড় (marble rocks)। দক্ষিণ ভারতের কাবেরী প্রপাত, আসামের জলপ্রপাত, নরওয়ের প্রপাতসমূহ, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রপাত, আমেরিকার নায়াগারা প্রপাত আরও উচ্চ, আরও মহান, কিন্তু ধুঁয়াধার পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এখানকার নদী মর্ম্মর-পাষাণের বজ্রহৃদয় ভেদ করিয়া দুই পার্শ্বে হস্তীদন্ত সদৃশ শ্বেত-প্রস্তরের আকাশচুম্বী প্রাচীরের মধ্য দিয়া আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে এবং এই মহা বেগবতী রুদ্রনদী ভীম গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিয়া প্রায় শতাধিক ফুট নিম্নে পতিত হইতেছে; তাহার ধূমাকৃতি সূক্ষ্ম জলকণা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ধুঁয়াধার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। উহা দর্শকের নয়নমন মুগ্ধ করিয়া সূর্য্যকিরণসম্পাতে অসংখ্য ইন্দ্রধনুর বর্ণে দিক রঞ্জিত করিতেছে। ভেড়াঘাটের পাহাড়ের এক দিক দিয়া বাণগঙ্গা অন্য দিক দিয়া নর্ম্মদা আসিয়া যে সঙ্গম-তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যাত্রী এবং পাণ্ডাগণের

সমাগমে সর্ব্বদা মুখরিত। তুষার-শুভ্র পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া কলনাদিনী নর্ম্মদা যথায় প্রবাহিতা, তাহার প্রায় শত হস্ত উচ্চে আকাশচুম্বী মর্ম্মর-শৃঙ্গের উপর রম্য তরুরাজি-বেষ্টিত মনোরম স্থানে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম ছিল। এখন তাহার নিকট ডাক বাঙ্গলা শোভা পাইতেছে এবং আশ্রমস্থলে একটি তুলসী-মঞ্চ ও নিশান-দণ্ড বিলুপ্ত আশ্রমটিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে গৌরীশঙ্করের মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণে অসংখ্য ভগ্ন পাষাণ-মূর্ত্তি চৌষট্টি যোগিনী নামে বিরাজ করিতেছে। মহর্ষির আশ্রম ও তৎসন্নিহিত স্থান ভৃগু-ক্ষেত্র নামে অভিহিত। ভৃগু-ক্ষেত্র এক্ষণে উচ্চারণ-বিকারে ভেড়াঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ অঞ্চলে আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। জব্বলপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ভেড়াঘাট যাইবার পথে তেউর নামে একটি গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রাম পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী মহানগর ছিল। ইহা ত্রিপুরাসুরের রাজধানী ছিল। এই অসুররাজ ত্রিপুরকে ভেদ করিয়া শিবের ত্রিশূল পর্ব্বতের যেস্থানে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা ত্রিশূলভেদ নামে খ্যাত। উহা বর্ত্তমান লামেটাঘাটে অবস্থিত। ইহা ছাড়া এখানে আরও অনেক দেখিবার জিনিষ আছে। এখানকার একটি হ্রদ (reservoir) সমস্ত নগরীর জল সরবরাহ করিয়া থাকে। উহা উচ্চে অবস্থিত বলিয়া দ্বিতল গৃহেও জল যোগায়। জব্বলপুর প্রাকৃতিক শোভার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার আশেপাশে অনেক পুষ্করিণী আছে; স্থানটি তজ্জন্য বাহান্ন তলাও নামে পরিচিত। জব্বলপুরের প্রধান দ্রষ্টব্য পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত গোঁড় রাজাদের ক্ষুদ্র প্রাসাদ ও দুর্গ। ইহা একখানি অখণ্ড প্রস্তরের উপর অবস্থিত। ১১৩৬ অব্দে ইহা গোঁড়রাজ মদন সিং কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তজ্জন্য ইহার নাম মদন মহল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাণী দুর্গাবতী আসফ খাঁর বিরুদ্ধে এখানে শেষ যুদ্ধ করেন। গোঁড় রাজাদের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী জব্বলপুর জেলার অন্যতম নগর গঢ়া। গোঁড়রাই এতদঞ্চলের আদিম অধিবাসী। এখানে গোঁড় ব্যতীত কোল এবং ভাড়িয়া নামক অনার্য্য জাতিরও বাস আছে। বহু পূর্ব্ব হইতে এদিকে আর্য্যসংস্রব হওয়ায় এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

জব্বলপুরে নানা প্রকার স্বল্প ও বহুমূল্য পাথর, খনিজ মৃত্তিকা ও কয়লা এবং লোহা, সীসা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, রূপা, সোনা এবং এলুমিনিয়ম প্রভৃতি ধাতুর

আকর আছে। ভারতের মধ্যপ্রদেশে যত প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, আর কোন প্রদেশে তত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাহার মধ্যে জব্বলপুরের বিশেষত্ব আছে।

মহাভারতের মতে হৈহয়বংশীয় রাজগণ নার্ম্মদ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। স্কন্দপুরানের মতে এই প্রদেশ অবন্তীরাজ্যভুক্ত ছিল। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকের অবন্তীরাজ দণ্ডী এই প্রদেশেরই রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান তেউরের প্রাচীন নাম ছিল ত্রিপুরি। ৯০০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রাচীন চেদীবংশের শাখা কল্‌সুরী রাজাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। কল্‌সুরীরা ৩০০ বৎসর তেউরে রাজত্ব করেন। এই বংশেই রাবণবিজয়ী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জন্মিয়াছিলেন। তেউর হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে মণ্ডলা তাঁহার রাজধানী ছিল। এই বংশেই হৈহয় রাজার জন্ম। চেদী, হৈহয় এবং কলসুরী একই বংশের বিভিন্ন নাম।

জব্বলপুর চিত্রকূট পাহাড়ের প্রায় ১৮০ মাইল দক্ষিণে এবং খাণ্ডব-অরণ্যের (বর্ত্তমান খাণ্ডোয়ার) প্রায় ২৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা নর্ম্মদা-ক্ষেত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া তীর্থ হিসাবে একটি প্রধান স্থান।

এক সময়ে জব্বলপুর ঠগীদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। তাহাদের জন্য যে কারাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহাতে এক শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জব্বলপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সন্ধিস্থল বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্যভারত, মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশ হইতে বহুলোক আসিয়া এখানে বাস করেন। জব্বলপুরে বাঙ্গালীদের থাকিবার জায়গা দুইটি—প্রথম, সহর, এবং দ্বিতীয়, সহর হইতে প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট অথবা সদর বাজার। জব্বলপুরের কমিশারিয়াট অফিস বেশ একটি বড় অফিস ছিল এবং সেই অফিসটি বম্বের অধিকার হইতে বাঙ্গলার অধিকারে আসায় এবং তাহার অধিকাংশ কর্ম্মচারী বাঙ্গালী হওয়ায় সদর বাজারও বাঙ্গালীদের বেশ একটি ছোটখাট কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দূরতা হেতু সহরের বাঙ্গালীদের এবং সদরের বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কমই সংস্রব ছিল; সুতরাং তাঁহারা পরস্পরনিরপেক্ষভাবে আপনাদের জীবন কাটাইতেন। সহরের বাঙ্গালীরা পৃথক্ দুর্গাপূজা করিতেন

এবং সদরের বাঙ্গালীরাও পৃথক্ দুর্গাপূজা করিতেন; তবে লর্ড কিচ্‌নারের সময়ে জব্বলপুরের কমিশারিয়াট অফিস ভাঙ্গিয়া তাহার অধিকাংশ কর্ম্মচারীকে মৌএ বদ্‌লি করা হয়। সেই অবধি সদর বাজারে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের পৃথক্ দুর্গাপূজাও বন্ধ হইয়াছে। সদরের বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা সেখানকার বাঙ্গালীদের নেতা ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই সম্পন্ন হইত। বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা ছাড়াও সেখানকার মাদ্রাজীদের আর-একটি দুর্গাপূজা হইত এবং তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা ধারাবাহিকভাবে চালাইতেছেন। মাদ্রাজীদের এবং আমাদের দুর্গাপূজার মধ্যে প্রভেদ এই যে আমাদের দুর্গাপূজা সাধারণতঃ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, মাদ্রাজীদের পূজা বৈদিক পদ্ধতিতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ই, যিনি প্রায় একশত বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন, বোধ হয় এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি প্রথমে কমিশারিয়াটে কার্য্য করিতেন এবং সেই কার্য্যসূত্রে মিউটিনীর পূর্ব্বে জব্বলপুরে আসেন। যদিও সিংহ মহাশয় কমিশারিয়াটের কর্ম্মসূত্রে এখানে প্রথমে আসেন, কিন্তু পরে তিনি এখানকার ডেপুটি কমিশনরের অফিসে কর্ম্ম লইয়াছিলেন এবং কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ও পেন্‌সন প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল এখানে কাটাইয়াছেন। তিনি অতি সৎ ও পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি অতি প্রাচীন বয়সেও বেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং এখানে যে-কেহ নূতন বাঙ্গালী আসিতেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নবাগত বাঙ্গালী মহাশয়ের বাসস্থান ও থাকিবার সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিতে না পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি থাকিত না। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার প্রথম রেখা-লিপির (short-hand writing) প্রবর্ত্তক। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাড়ী জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে সকলেরই বসিবার স্থান ছিল। এবং শুনিয়াছি রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অনেক সন্তানই বিলাতের যাতায়াতের রাস্তা হিসাবে সেই বাটীতে পদার্পণ ও দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া গিয়াছেন। জব্বলপুরের স্বনামখ্যাত উকীল ৺ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (যাঁহার বিবরণ পরে লেখা

হইয়াছে) সিংহ মহাশয়ের শ্যালিকা-পুত্র ছিলেন এবং সিংহ মহাশয়ের বাসের কারণেই আন্দাজ ১৮৭৬ সালে শ্রীশ বাবুর জব্বলপুরে প্রথম আগমন হয়।

কেহ বলেন—৺মথুরামোহন বসু, এবং কেহ কেহ বলেন—হালদার মহাশয় নামে একজন বাঙ্গালী এখানকার প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালী। হালদার মহাশয় জব্বলপুরের পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন। যাঁহারা জব্বলপুরের বাঙ্গালী উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতাস্থানীয় বিশেষ সম্মানিত বাঙ্গালী, জব্বলপুর আদালতের মাননীয় উকীল স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।*

জব্বলপুরস্থ পুরাতন বাঙ্গালীদের মধ্যে ৺শ্রীনাথ বসু, ৺নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ৺বীরেশ্বর দত্ত মহাশয়দিগের নাম শুনা যায়। ইঁহারা সকলেই রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (একৃষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর) ছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জব্বলপুরের আর-একজন পোষ্ট-মাষ্টারও বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার নাম হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব কম লোকেই জানেন যে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান জব্বলপুর। যে বাড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই বাড়ীতে অথবা তাহার খুব নিকটেই আজকাল বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

জব্বলপুর আজকাল মধ্যপ্রদেশে নাগপুরের নীচেই প্রসিদ্ধ স্থান হইলেও পূর্ব্বে ইহার এতটা প্রসিদ্ধি ছিল না। মহারাষ্ট্র রাজাদিগের সময়ে এ প্রদেশের রাজধানী ছিল সাগরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা ও বেঙ্গল-নাগপুর রেলের জংসন হওয়ার কারণে জব্বলপুর ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বে সাগরই এ প্রদেশে বড় স্থান ছিল। যেটি এখন জব্বলপুর কলেজ নামে পরিচিত, তাহা পূর্ব্বে ১৮৩৬ সালে সাগরে স্কুলরূপে স্থাপিত হয় এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সাগর হাই স্কুল নামে পরিচিত ছিল। সেই স্কুলের প্রথম হেড্ মাষ্টার বাঙ্গালী। Col. Sleeman's *Rambles and Recollections* পুস্তকে তাঁহার নাম আছে মনে হয়। সাগর হইতে ৺দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় এ প্রদেশে সর্ব্বপ্রথমে এল-এ পাশ করেন।

* *Hindoo Patriot*, 30, 1919.

সেইজন্য কিংবদন্তী আছে যে এখানকার চিফ কমিশনরের সম্মুখে নগরবাসীরা তাঁহাকে হাতীতে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করান। ইনি পরে সাগর হাইস্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন এবং স্কুল ও কলেজ পরে জব্বলপুরে স্থানান্তরিত হইলে তিনি জব্বলপুরে আসেন এবং ক্রমে স্কুলের হেড্ মাষ্টার হন। শুনিয়াছি সাগরে বাঙ্গালীরা ১১৪ বৎসর ধরিয়া দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন। জব্বলপুরের বাঙ্গালীরাও প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধারাবাহিকরূপে দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন।

জব্বলপুরের বাঙ্গালীরা এখানে সাধারণের উপকারের কার্য্য অনেক করিয়াছেন। এখানকার সর্ব্বপ্রধান স্থানীয় সভা, যাহা হিতকারিণী সভা নামে পরিচিত, তাহা প্রথমে বাঙ্গালীদের দ্বারাই স্থাপিত এবং তাহার সেক্রেটারী ছিলেন বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বাহাদুরী এই যে তিনি নিতান্ত হীনাবস্থা হইতে শুধু নিজ ক্ষমতাবলে জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হন। এবং তাঁহারই বাটীতে বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা হইতে থাকে। এখানকার কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক ৺কৈলাসচন্দ্র দত্ত শাস্ত্রী, এম্-এ, শুধুই যে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী চৌকষ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বনামখ্যাত ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বিলাত-যাত্রা-বৃত্তান্ত যাহা "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার সর্ব্বপ্রথমে কৈলাস বাবুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কৈলাস বাবু কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কাউয়েল কর্ত্তৃক সম্পাদিত দশকুমারচরিতের সংস্করণের ভূমিকায় তিনি কৈলাস বাবুর সম্পাদিত সংস্করণ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন এরূপ উল্লেখ আছে। তিনি আরও দুই-একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হয় নাই এবং এখন যে আর তাহা প্রকাশিত হইবে এরূপ বিবেচনা হয় না। হিতকারিণী সভার তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা অম্বিকা বাবু ও কৈলাস বাবুর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিতেন না। জব্বলপুরের হিতকারিণী সভার প্রধান কার্য্য—সাধারণের জন্য এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হিতকারিণী স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা। নাগপুরের স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী স্যর্ বিপিনকৃষ্ণ বসু, কে-সি-এস্-আই, মহাশয় জব্বলপুরের হিতকারিণী হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই দেশে আসেন, পরে জব্বলপুর হইতে ওকালতি পাশ করিয়া নাগপুরে যান। তাঁহার নাগপুর যাওয়ার পর ৺কালীচরণ বসু মহাশয় অনেক দিন পর্য্যন্ত হিতকারিণী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। জব্বলপুরের জনসাধারণের উপকার করা তাঁহার জীবনের একটি ব্রতস্বরূপ ছিল। প্রাতে গরীব-দুঃখীকে বিনামূল্যে ঔষধদান, সমস্ত দিন স্কুলে পরিশ্রম, তাহার পরে আবার নাইট-স্কুল করিয়া গরীব-দুঃখীকে বিদ্যাদান—ইহাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল।

১৮৯৬-৯৭ সালে যখন এ প্রদেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন কালী বাবু কৈলাস বাবু ইত্যাদির চেষ্টায় অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হয়। তাঁহারা ২।৩ শত লোককে প্রত্যহ খিচুড়ী খাওয়াইতেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করেন এখানকার ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সুরেন্দ্রনাথ বরাট, এম-বি, মহাশয়। তাঁহারই চেষ্টায় জব্বলপুরের জনসাধারণ কর্ত্তৃক একটি Poor-house বা দরিদ্রাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু সেক্রেটারীরূপে তাহার কার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং পরে গবর্ণমেণ্ট হস্তে লইলেও শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনের ভার সুরেন্দ্র বাবুর হাতেই ছিল। তাঁহার এই চেষ্টার ফলে দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানে যে কত লোকের জীবনরক্ষা হইয়াছে তাহা বলা দুরূহ। কালী বাবু এখানকার ভৃগুক্ষেত্র থিওসফিকাল সোসাইটির একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন; তিনি এবং এখানকার উকীল জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, এল্-এল্-বি, মহাশয় অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই সভা চালাইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষে অনাথ বালক-বালিকা লইয়া হিতকারিণী সভার পক্ষ হইতে অম্বিকা বাবু একটি অনাথাশ্রম খুলিয়া কয়েক বৎসর চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের সাহায্যের অভাবে তাহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে গত ৪০।৫২ বৎসরের মধ্যে জব্বলপুরের সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালী ছিলেন উকীল ৺শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। তাঁহার বাড়ী কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুরে; এবং পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এখান-

কার ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সম্পর্কসূত্রে আন্দাজ ১৮৭৬ সালে তাঁহার জব্বলপুরে প্রথম আগমন হয়। তিনি এন্ট্রান্স ও প্লিডারশিপ পাশ করিয়া এদেশে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় অনেক বড় বড় এম-এ বি-এল উকীল ও ব্যারিষ্টারকেও হার মানিতে হইয়াছিল। এরূপ শুনা যায় যে জব্বলপুরের মত গরীবস্থানেও তিনি এক-সময়ে মাসে দুই হইতে আড়াই হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন। জব্বলপুরের প্রসিদ্ধ ধনী রাজা গোকুলদাসের অবস্থা এমন কিছু সমৃদ্ধিশালী ছিল না এবং তাঁহার নামও বড় বেশী কেহ জানিত না। শ্রীশ বাবুর পরামর্শক্রমে চলিয়া তিনি এ প্রদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও জমীদার-রূপে প্রসিদ্ধ হন এবং ক্রমে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা উপাধি পান। জব্বলপুরের যাহা কিছু লোক-হিতকর সাধারণ কার্য্য—টাউন-হল, ওয়াটার-ওয়ার্কস্ ইত্যাদি—তাহার সমুদয় রাজা গোকুলদাসের বদান্যতায় ও দূরদৃষ্টিতে স্থাপিত এবং সেই বদান্যতার ও দূরদৃষ্টির মূলে শ্রীশ বাবুর পরামর্শ। শ্রীশ বাবুর প্রতিভা যে শুধু আদালতেই বদ্ধ ছিল তাহা নহে। তিনি রসায়ন (Chemistry), খনিবিদ্যা (Mining), ভূতত্ত্ব (Geology) ইত্যাদি বিষয়েরও খবর রাখিতেন এবং তাহার কতকগুলিতে বেশ উন্নতিলাভও করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শক্রমে রাজা গোকুলদাস তাঁহার নিজের ও ভ্রাতুষ্পুত্র বল্লভদাসের নামে, গোকুলদাস বল্লভদাস মিলস (Gokuldas Ballabhdas Mills) নামে সূতা ও কাপড়ের কল স্থাপন করেন এবং মধ্যে সেই কলটির অবস্থা মন্দ হইয়া ক্রমে যখন তাহার কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্রীশ বাবুর চেষ্টায় তাহা পুনর্জীবন লাভ করে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার তুলার জন্য বিখ্যাত এবং এখানে রাজা গোকুলদাস যে অনেকগুলি তুলার বীজ ছাড়াইবার কল (Ginning Factory) স্থাপন করেন তাহাও শ্রীশ বাবুর পরামর্শক্রমে। এখানে পারফেক্ট পটারি ওয়ার্কস্ (Perfect Pottery Works) এবং রাজা গোকুলদাস বল্লভদাসের খনি সম্বন্ধে যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহারও মূলে তিনিই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী অন্তর্হিত হইয়াছেন। জব্বলপুর কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক তড়িৎকান্তি বক্সী মহাশয় তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "রাজা গোকুলদাসের সমুন্নতি মূলে ছিলেন শ্রীশ বাবু। এখানে রাজা গোকুলদাস যদি

জব্বলপুরের রাজা হন, তবে শ্রীশ বাবুকে 'King-maker' সহজেই বলা যায়।*

আন্দাজ ১৮৮৮ সালে শ্রীশ বাবুর একটু দূরসম্পর্কীয় জামাতা কলিকাতা-শোভাবাজার-রাজবংশীয় ৺ধীরাজকৃষ্ণ ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয় জব্বলপুরে আসেন। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে হিন্দু স্কুলে ও পরে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে (General Assemblies Institution) (বর্ত্তমান স্কটিশচার্চ্চ কলেজ) এবং এক বৎসর শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যয়নের পর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান; তথায় লিঙ্কনস্ ইন্ এবং য়ুনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া আইন পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ইনের একশত গিনির Exhibition Scholarship প্রাপ্ত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি ভারতে আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ৫ বৎসরকাল ব্যারিষ্টারি করিবার পর জব্বলপুরে আসিয়া স্থায়ীবাস করিতে থাকেন। তিনি সুন্দর, সুপুরুষ, সুবক্তা, ধীর ও সুবিবেচক ছিলেন। এই সকল গুণে তিনি শ্রীশ বাবুর বর্ত্তমানেই জব্বলপুর বারের (Bar) প্রধান হইয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলীর জন্য লোকসাধারণ তাঁহাকে যেরূপ মান্য করিত, তাঁহার ধীর বুদ্ধিমত্তার জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। এই কারণে ঐ সময়ে জব্বলপুরে রাজা-প্রজা-সম্পর্কীয় যে কয়েকটি আধা-সরকারী সাধারণ (semi-official public) কাজ হইয়াছিল তাহার সবগুলিতেই তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি জব্বলপুর ডিভিসনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন এবং পরে ১৯০৮ সালে নাগপুরের এক্‌জিবিসন (প্রদর্শনী) কমিটির জব্বলপুর শাখার সম্পাদক হন। এখানকার স্থানীয় ভার্গব কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের তিনি আইন সম্বন্ধে পরামর্শদাতা ছিলেন ও আমার যতদূর জানা আছে তাহার প্রতিষ্ঠাতেও তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য ছিল। ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে দেহত্যাগ করেন। ঘোষ সাহেব অতি মিষ্টভাষী ও মিশুক লোক ছিলেন। তাঁহার, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বরাটের এবং এখানকার ভূতপূর্ব্ব সিভিল্ জজ মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এখানে ওরিয়েণ্টাল ক্লাব নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে ক্লাবটি বেশ

রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল এম-এ, বি-এল। পৃঃ ১৪২

উন্নতিশীল অবস্থায় পদার্পণ করে, এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের একমাত্র মিলনের স্থান হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতার বাহিরে খুব কম স্থানে যাহা হয় ঘোষ সাহেব, ডাক্তার বরাট প্রভৃতির চেষ্টায় তাহা (অর্থাৎ ক্লাবের নিজের বাড়ী পর্য্যন্ত) হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের অনেক কার্য্যের শেষ দশা যাহা হইয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল অর্থাৎ এত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা ক্লাবটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা যে রাস্তা দেখাইয়া গিয়াছেন সেই রাস্তা ধরিয়া অন্য ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়েও জব্বলপুরের বাঙ্গালীরা অগ্রণী বলিতে হইবে।

শ্রীশ বাবুর একটু দূরসম্পর্কীয় আর এক জামাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এখানে গোকুলদাস বল্লভদাসের মিলে উইভিং মাষ্টার ছিলেন ও পরে জেলের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ দীর্ঘাকার সুপুষ্ট সবল পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তিনি চেহারায় যেরূপ, কার্য্যেও সেইরূপ সাহসী ও বীর ছিলেন—যেমন ঘোড়ায় চড়িতে সেইরূপ বন্দুক ছুড়িতে পারিতেন। তখন (১৯০২-১৯০৩ সালে) বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বয়নকার্য্য এক তিনিই শিখিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পূর্ব্বেই আমাদের দেশী তাঁতের উন্নতির জন্য তিনি বাড়ীতে যন্ত্রাদি আনিয়া সে সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই একজন অনিপুণ ডাক্তারের হাতে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান অবস্থায় অস্ত্রোপচারে তাঁহার আর জ্ঞান হইল না, সেই অবস্থাতেই প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের অনেক উপকার করিতে পারিতেন—স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার মাতুলের সাহায্যে তিনি চন্দননগরে একটি ছোট কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ের আর একজন বাঙ্গালীর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি এডভোকেট প্যারীচাঁদ দত্ত। এই দত্ত মহাশয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। এখান হইতে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান ও গৃহে কিছুকাল শিক্ষা পাইয়া মিডল্ টেম্প্ল বিদ্যালয়ে ওকালতী শিক্ষা করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এবং পরে নাগপুর জুডিশ্যাল কমিশনরের কোর্টের এডভোকেট-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তদবধি তিনি মধ্যপ্রদেশেই ওকালতী করিতে থাকেন

এবং জব্বলপুর তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হয়। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে তিনি ফৌজদারী আদালতের উকীল-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত। তিনি যেমন জব্বলপুর উকীল-সভার সদস্য, তেমনই বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলেরও উকীল-সভার সদস্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৯২ অব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি উক্ত বিচারালয়ের শীর্ষস্থানীয় উকীল পরলোকগত মিষ্টার ডইনের সহকারী থাকিয়া এই ব্যবসায়ে বহুদর্শন লাভ করেন। তিনি আইন ব্যবসায়ে থাকিয়াও খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার এবং তাহা কার্য্যোপযোগী করিবার প্রচেষ্টাতেও অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই ক্ষেত্রে কর্ম্মের সূত্রপাত করেন এবং ক্রমে বহু খনির স্বত্বাধিকারী হন। তিনি কলিকাতার বার্ণ কোম্পানী এবং বম্বে ও স্কটল্যাণ্ডের ম্যাকডোন্যাল্ড কোম্পানীর সহযোগে সেই সকল খনির কার্য্য পরিচালনা করেন। দত্ত মহাশয় জব্বলপুর জেলার কাট্‌নী নামক স্থান হইতে এক মাইলের মধ্যে এলুমিনিয়মের আকর আবিষ্কার করিয়া ভারতে এলুমিনিয়ম ধাতু ঢালাইয়ের কারখানা খুলিবার উদ্দেশ্যে বম্বের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া 'The Bombay Mining & Prospecting Syndicate' নাম দিয়া এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের খনিশিল্প ও ভূবিজ্ঞান সভার (Institute of Mining & Geology of India) সদস্য। ভূতত্ত্ব-বিভাগের (Geological Department) লোক ভিন্ন যে অন্যের দ্বারা খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার সম্ভব তাহা লোকে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারিত না। যখন তিনি খনিজ আবিষ্কারের দিকে প্রথম মন দেন, মধ্যপ্রদেশ যে নানাপ্রকার খনিজ পদার্থে এরূপ সম্পত্তিশালী তখন লোকে তাহা জানিত না। ইহাই তাঁহার প্রধান বাহাদুরী। আজকাল এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ যে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ দত্ত মহাশয়ের চেষ্টা ও অধ্যবসায়। তিনি নিজে সময় ও অর্থব্যয় করিয়া এখানে কতকগুলি ম্যাঙ্গানিজ, বক্‌সাইট, সীসা, সাবান-পাথর, স্বর্ণমাক্ষিক (Manganese, Bauxite, Galena, Soap-stone, Pyrites) ইত্যাদির খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি ম্যাঙ্গানিজের খনি আমেরিকার কার্ণেগী ও এখানকার টাটা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া-

ছেন। জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী কাটনীতে তাঁহার আবিষ্কৃত বক্‌সাইট্‌ হইতে বিলাতী-মাটী প্রস্তুত করিবার কারখানা ভারতবর্ষে প্রথম। এবং তাঁহার আবিষ্কৃত খনিজ পদার্থগুলি যাহাতে আরও কাজে লাগাইতে পারেন, সেই জন্য বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি বিলাতে যান।

তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ই. দত্ত সতের বৎসর মাত্র বয়সে ফলিত রসায়নে কয়েকটি আশ্চর্য্য আবিষ্কার করেন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম। তিনি লণ্ডনে সেণ্টপল্‌স্ প্রিপ্যারেটরী স্কুলে কিছু দিন পড়িয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জব্বলপুরে ফিরিয়া আসেন। সেখানে তিনি তাঁহার পিতার খনি-গুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; ভূতত্ত্ব ও রসায়নে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ দেখা যাইত। জব্বলপুরের গবর্ণমেণ্ট কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণগৃহে যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয়। কয়লার খাদেই সচরাচর মার্শ গ্যাস পাওয়া যায়। ইহার জোরে অনেক কারখানার কল চালিত হইয়া থাকে। শ্রীমান্ দত্ত উহা যেখানে-সেখানে প্রস্তুত করিবার একটী প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। জীপসম্ নানাবিধ খড়িমাটি ও কয়েকপ্রকার পাথরের ইংরেজী নাম। জীপসম্ বিকানীর, যোধপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে, এবং সিন্ধুদেশ, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রীমান্ দত্ত ইহা হইতে বিশুদ্ধ গন্ধক প্রস্তুত করিবার একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া-ছেন। ইহা দ্বারা সস্তায় গন্ধকদ্রাবক ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারিবে, এবং তাহাহইলে এ দেশে নানা নূতন শিল্প-কারখানা স্থাপিত ও চালিত হইতে পারিবে। শ্রীমান্ দত্ত দ্বারা সোডা, এলুমিনা এবং দেশীয় খনিজ পদার্থ হইতে সুলভে পটাশ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াও আবিষ্কৃত হইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় পটাশ জমির সাররূপে খুব ব্যবহৃত হয়, এবং যে সব দেশ উহা ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কার্য্যতঃ জর্ম্মণীই উহা জোগায়। দত্তের প্রক্রিয়া অনুসারে কারখানায় পটাশ প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষ ইহা নিজে ব্যবহার করিয়া চাষের উন্নতি করিতে পারিবে এবং অধিকন্তু উহা বিদেশে চালান দিয়া জর্ম্মণীর সহিত টক্কর দিতে পারিবে।

জব্বলপুরের অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সুইমাটি (white ball-clay) প্রসিদ্ধ। কলিকাতার বার্ণ কোম্পানী সর্ব্বপ্রথমে ইহা কাজে লাগাইবার

জন্য রাণীগঞ্জে যেরূপ তাঁহাদের একটি পটারির কারখানা আছে, ১৮৮৮ সালে জব্বলপুরে ঐরূপ একটি কারখানার সূত্রপাত করেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা রাণীগঞ্জ হইতে তাঁহাদের একজন শিক্ষিত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জব্বলপুরে পাঠান এবং নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তুত দ্রব্যাদিতে কলিকাতা হেড অফিস সন্তুষ্ট হইলে রীতিমত কারখানা তৈয়ারীর হুকুম দেন এবং ম্যানেজার প্রভৃতি পাঠাইয়া কার্য্য বিস্তারের বন্দোবস্ত করেন। ক্রমে নগেন বাবু এখানে অন্যান্য সুইমাটির খনি আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত ঐরূপ একটি খনি লইয়া শ্রীশ বাবুর পরামর্শক্রমে রাজা গোকুলদাসের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র (রায় বাহাদুর জীবনদাস ও দেওয়ান বাহাদুর বল্লভদাস) তখনকার বার্ণ কোম্পানীর পটারির ম্যানেজার রোজ সাহেব ও কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নগেন বাবু প্রভৃতিকে লইয়া 'পারফেক্ট পটারি ওয়ার্কস্' নামে নূতন একটি পটারির কারখানা খুলিয়াছিলেন।

জব্বলপুরের বাঙ্গালী অধিবাসীদিগের মধ্যে সকলের শ্রদ্ধাস্পদ মোহনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ না হইলে তথাকার বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। মোহনচন্দ্র বাবুর পিতা ৺ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খড়দহ হইতে কার্য্যোপলক্ষে প্রথমে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী হামিরপুরে আসেন; পরে তথা হইতে প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে প্রথমে সিহোরে ও পরে হোসাঙ্গাবাদে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। মোহনচন্দ্র বাবুর জন্ম ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে। তিনি বাড়ীতেই বাঙ্গলা, ফারসী ও ইংরেজী শিক্ষা করিয়া সরকারী কর্ম্মে প্রবিষ্ট হন, ও নিজ যোগ্যতাগুণে ক্রমে একস্ট্রা এসিষ্টান্ট কমিশনরের পদ লাভ করেন। ঐ পদে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের প্রায় সকল জেলাই ইনি ঘুরিয়াছেন এবং ইঁহার নিকট হইতে অনেক কৌতূহলজনক পুরাতন গল্প শুনিতে পাওয়া যাইত। যখন শুধু মোগলসরাই পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল তখন মোগলসরাই হইতে এদেশে আসা কিরূপ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর ছিল, মোহনচন্দ্র বাবুর গল্পে তাহা অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। এদেশের বাঙ্গালী প্রবাসীর পক্ষে তখন পুত্রকন্যার বিবাহের জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ খুঁজিয়া লওয়া ও বিবাহ কার্য্য সমাধা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল।

তখন এদেশে একজন বাঙ্গালী ঘটক ছিলেন, যাঁহার কাজই ছিল এই ব্যাপারে মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং বাঙ্গলা ঘুরিয়া সম্বন্ধ ঠিক করা। মোহনচন্দ্র বাবু যখন ভাণ্ডারায় ছিলেন তখন এই ঘটকের চেষ্টায় ভাণ্ডারার একটি পাত্রীর আম্বালায় বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয় এবং ঘটক মহাশয় আম্বালা হইতে গরুর গাড়ী করিয়া পাত্রসহিত একমাসে ভাণ্ডারায় আসিয়া বিবাহ-কার্য্য সমাধা করেন। মোহনচন্দ্র বাবু সেন্সস্ উপলক্ষে বারুই (তাম্বুলী) ও নাপিত জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনেক পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করেন এবং সেইজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হন।

জব্বলপুরের সৌভাগ্যক্রমে দুইজন সাহিত্যসেবী এখানে কিছুদিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অল্পদিনের জন্য। বঙ্গের সুকবি ৺ দেবেন্দ্র-নাথ সেন স্বাস্থ্যলাভের চেষ্টায় দুই তিন বৎসর এখানে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ সময়ের কবিতাগুলি (গণেশমঙ্গল ইত্যাদি) এই স্থানেই লিখিত হয়; তাঁহার গ্রন্থগুলির নূতন সংস্করণ ছাপারও এখান হইতেই বন্দোবস্ত হয়। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও প্রায় সেই সময়েই জব্বলপুরের ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। হরিদাস বাবুর লেখার অভ্যাস অনেক দিন হইতেই ছিল। কিন্তু বলিতে গেলে তাঁহার জব্বলপুর আগমনের সময় হইতেই তিনি সাহিত্য-সেবায় জীবনমন সম্পূর্ণ অর্পণ করেন। যাঁহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তৎকালীন মুখপত্র বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়মমত পাঠ করিতেন, তাঁহারা জানিতেন যে হরিদাস বাবুর লেখনী কিরূপ অক্লান্ত ও লেখা কিরূপ সরস। পূজনীয় শিশির বাবুর তিরোধানের পর আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও হরিদাস বাবু বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তারচেষ্টায় যাহা করিয়াছেন অল্প লোকই তাহা করিয়া থাকেন। হরিদাস বাবু দুই তিন বৎসর জব্বলপুরে থাকিয়া পোষ্টমাষ্টাররূপে ভূপালে বদলি হন এবং জব্বলপুরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়।

আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য, তবে তাহা একটু স্বতন্ত্র ধরণে। তিনি প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে প্লেগে মারা যান। তাঁহার নাম ছিল উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। জব্বলপুরের বাঙ্গালীসাধারণের নিকট তিনি 'মামা' নামেই পরিচিত ছিলেন। গঞ্জিকা-সেবনের জন্য তিনি

নিজের ভাবে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। প্রথম হইতেই তাঁহার পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং কালক্রমে সেই ঝোঁক নর্ম্মদা নদীর বালুকারাশি হইতে স্বর্ণ-নিষ্কাসনের চেষ্টায় পরিণত হয় এবং তাহাই শেষে তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবনের শেষভাগে তিনি তাহা অপেক্ষা আরও একধাপ উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তাহা অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্তুত করা। তিনি মধ্যবয়সে ডেপুটী কমিশনরের অফিসে কার্য্য করিতেন। একদিন অফিসের সাহেব তাঁহার উপর কোন কারণবশতঃ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মারিতে দৌড়ান। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং ডেপুটী কমিশনরের অফিসের সম্মুখস্থ টেলিগ্রাফ অফিসে যাইয়া তৎক্ষণাৎ গভর্ণর-জেনারেলকে এক তার প্রেরণ করেন—"Umacharan in danger, send troops at once." মধ্যপ্রদেশে অনেক ছোট ছোট করদ রাজা আছেন; সুতরাং গভর্ণর-জেনারেল মনে করেন যে তারপ্রেরণকারী উমাচরণ সেইরূপ করদ রাজাদের মধ্যে কেহ একজন হইবেন। যাহা হউক তার তখনই ফরেন অফিসে (Foreign Office) প্রেরণ করা হইল, ফরেন অফিস হইতে জব্বলপুর কমিশনরের নিকট তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য তার আসিল, কমিশনর তাহা আবার ডেপুটী কমিশনরকে পাঠাইলেন, এইরূপে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে জব্বলপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পরে তার অফিসে তদন্তে প্রকৃত ঘটনা বাহির হওয়ায় জব্বলপুর হইতে সিমলা পর্য্যন্ত সকলে সুস্থির হইতে পারিলেন এবং উমাচরণ বাবু ভবিষ্যতে পুনরায় এমন কাজ না করেন এরূপ ধমক দিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। জব্বলপুরের বাঙ্গালীসাধারণের মধ্যে এই গল্পটি এত প্রচলিত যে ইহার মূলে ভিত্তি না থাকিলে এরূপ প্রচলিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একসময়ে জব্বলপুর অঞ্চলে অনেক বড় বড় রাজকর্ম্মচারী বাঙ্গালী ছিলেন এবং বারেও (Bar) তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল। এখানকার বড় হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারও উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন—ডাক্তার রাধানাথ, উপেন্দ্রমোহন, রায়বাহাদুর ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বরাট ইত্যাদি। ১৮৯৬ সালের পূর্ব্বে জব্বলপুরে চারজন বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন—সংস্কৃতাধ্যাপক ৺কৈলাসচন্দ্র দত্ত, ইংরেজীর অধ্যাপক ৺হরিধন বন্দ্যো-

পাধ্যায়, গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, আইনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ৺হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ৩৯ বৎসর বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অপটিমি (Senior Optime) এবং তাঁহার নাম বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যে বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ-বিদ্যা সম্বন্ধে সুপরিচিত। তিনি মধ্যপ্রদেশ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষাবিভাগে নিজ কার্য্য বদলি করিয়া লন এবং শ্রীহট্টে মুরারিচাঁদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। অপূর্ব্ব বাবু পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশের Extra Assistant Commissioner ছিলেন। তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁহার এজলাসে দুইজন মরাঠী ব্রাহ্মণ জমিদারী-সংক্রান্ত মামলায় এজাহার দিতে আসেন। তাঁহারা দুই সহোদর। অপূর্ব্ব বাবু সেই মহারাষ্ট্র ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে এমন কোন লক্ষণ দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ঐ কথা স্বীকার করেন এবং বাঙ্গলা ভাষাতেই বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ এতদঞ্চলে বাস করায় এবং মরাঠীদের সহিত বৈবাহিকসূত্রে বদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা মরাঠী পরিবারে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহারা দুইভাই যতটুকুও বাঙ্গলা বলিতে ও বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের সন্তানেরা ততটুকুও পারে না। তাহারা আপনাদিগকে মরাঠা বলিয়াই জানে। এ প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে প্রায় সমুদয় সরকারী কার্য্যবিভাগেই বাঙ্গালীর সংখ্যা স্বাভাবিক কারণে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

স্থানীয় উকীল-ব্যারিষ্টার মহলে এখনও বাঙ্গালীর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শ্রীশচন্দ্র ও ধীরাজকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরও ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র, কুঞ্জবিহারী গুপ্ত, জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পি সি দত্ত মহাশয়দের প্রতিষ্ঠা অল্প ছিল না। উকীল-ব্যারিষ্টারদের মধ্যে ইঁহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী উকীল-ব্যারিষ্টার ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছেন, তবে স্থায়ীনিবাসী (domiciled) হইবার নিয়ম সরকার দ্বারা পাশ করাইয়া লইয়া এখানকার বাঙ্গালী ব্যবহারজীবীরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠার মারিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের এ পদ যে আর বেশী দিন রাখিতে পারিবেন এরূপ মনে হয় না।

রাজেশ্বর মিত্র, বি-এ, এ-এম্-আই-সি-ই, সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, এবং রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল, এম্-এ, বি-এল্, ডিভিসন্যাল ও সেসন্স জজ ছিলেন। এক্ষণে ইঁহারা উভয়েই পরলোকে। জব্বলপুরের সম্মানিত প্রবাসী রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের সহোদর কাশীর বিখ্যাত উকীল এবং সর্ব্বজনমান্য প্রবাসী ৺ বীরেশ্বর মিত্র মহাশয়। জব্বলপুরে ইঁহার কিছু জমিদারী আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের জন্ম। তাঁহার শিক্ষা কিয়দংশ বেনারস কলেজে এবং কিয়দংশ বাঁকিপুরে পাটনা কলেজে হয়। সেখানে তিনি প্রসন্নকুমার সিংহ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। স্বনামখ্যাত বলদেব পালিত মহাশয় বিবাহ-সম্বন্ধে ইঁহার নিকটসম্পর্কীয়। রাজেশ্বর বাবু ১৮৮০ অব্দে বি-এ পাশ করিয়া রুড়্কী কলেজে এঞ্জিনীয়ারি পড়িতে যান এবং সেখান হইতে ১৮৮৩ অব্দে উচ্চ সম্মানের সহিত পাশ করিয়া টমাসন পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি পূর্ত্ত বিভাগে প্রবেশ করেন। আজমীর প্রভিন্সিয়াল বিভাগে Assistant Engineer নিযুক্ত হইয়া ১৮৯০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজপুতানায় সামরিক পূর্ত্তকর্ম্ম ও পথনির্ম্মাণ বিভাগে কর্ম্ম করিয়া মধ্যপ্রদেশের পূর্ত্ত বিভাগে বদলি হন। তিনি ১৮৯৫ অব্দে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইয়া হোসাঙ্গাবাদ বিভাগের ঝোরিয়া কয়লার খনিতে এবং জব্বলপুর বিভাগে কাজ করেন। রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের রাজকীয় কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতীব সুখ্যাতিপূর্ণ এবং ইনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী-রূপে অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য চালাইয়াছিলেন। এঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে নিজের কার্য্য সম্বন্ধে ইঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, সুলেখক বলিয়াও সেইরূপ খ্যাতি ছিল। তিনি ১৮৯৭ অব্দের দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত কার্য্য-পরিচালনার্থ সেক্রেটেরিয়েটে প্রবেশ করেন। ১৮৯৮-৯৯ সালে যখন মধ্যপ্রদেশে পুনরায় দুর্ভিক্ষ হয়, তখন যে ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের ন্যায় উহা এই প্রদেশকে বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই, তাহার প্রধান কারণ মিত্র সাহেব কর্ত্তৃক দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের সুচারু বন্দোবস্ত। ইঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য বিলাতের ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ সিভিল এঞ্জীনিয়ারস্ ইঁহাকে সহযোগী সদস্য নির্ব্বাচিত করেন এবং ভারতীয় বিশেষতঃ রায়পুরের

রাজকুমার কলেজের পরিকল্পনার উৎকর্ষ হেতু এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কৈসর-ই-হিন্দ স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মাননীয় চীফ-কমিশনরের আণ্ডার-সেক্রেটারী-পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার পূর্ব্বে পূর্ত্তবিভাগে আর কোন ভারতবাসী এ পদে অধিষ্ঠিত হন নাই। এই পদে চার বৎসর এবং নাগপুর ও নর্সিংপুর বিভাগে দুই বৎসর কর্ম্ম করিবার পরে ১৯০৬ অব্দে তিনি সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশে তারাপুরওয়ালা নামক একজন পার্শী এঞ্জিনীয়ার অল্পদিনের জন্ম এই কার্য্য অস্থায়ী-ভাবে করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্র সাহেব ১৯০৬ সাল হইতে এই কার্য্য প্রায় ৭ বৎসর করিয়া সর্‌কারী কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। রুড়কী হইতে পাশ করা এঞ্জিনীয়ার যে নিজের বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানে অথবা পরিচালন-ক্ষমতায় বিলাতের পাশ-করা এঞ্জিনীয়ার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, রায় বাহাদুর রাজেশ্বর মিত্র, রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ সরকার, রায় বাহাদুর গঙ্গারাম (যাঁহার হস্তে দিল্লীর দরবারের এঞ্জিনীয়ারিং বন্দোবস্তের ভার ছিল) ইত্যাদির দৃষ্টান্তই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মিত্র মহাশয় পচমঢ়িতে চীফ কমিশনরের প্রাসাদনির্ম্মাণে বিশেষ প্রশংশিত হন এবং নাগপুর-জব্বলপুর রেলপথের ভূমির জরীপের পূর্ব্বে পরিদর্শনকার্য্য বিলক্ষণ মিতব্যয়িতা ও দক্ষতার সহিত অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করায় প্রদেশ-শাসক স্যর্ চার্লস লায়াল বাহাদুরের নিকট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। নাগপুর কোতোয়ালী নির্ম্মিত হইলে তাহার পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট মিত্র মহাশয়ের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"Mr. Miller is much pleased with your efforts at raising the standard of our architectural style in the C. P." (*Extract from a demi-official dated 5-10-1905 from the Under-Secretary to Government, P. W. D.*)

এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ১৯০৮ অব্দের পূর্ত্তবিভাগীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে আছে :—

"I was much pleased with a building erected in the town

by the P.W.D. The kotwali in brick and stone, is a very faithful rendering of Indo-Saracenic style.' The detail has been very tastefully worked out." (*Extract from the Annual Report on Architectural Works in India for the year 1907-1908.*)

বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ১৮৯৯ অব্দে হোসাঙ্গাবাদ জেলার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তাঁহার সুবন্দোবস্ত স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া পরম সন্তোষের সহিত উচ্চ প্রশংসা করেন। চীফ-কমিশনর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার মহোদয়ও তাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে লেখেন :—

An officer distinctly above the average in professional attainments. A very keen Engineer and one who studies his profession and keeps himself abreast of the times. He is highly educated, speaks and writes English with perfect fluency. Is good-tempered, has pleasant manners and is a perfect gentleman. Is particularly tactful and much liked by all with whom he comes in contact. Has sound judgment, is methodical and disposes of business quickly. Altogether an admirable officer, whether on executive or administrative work." (*Remarks of Sir Andrew Fraser on Mr. Mitra in the Nominal Roll of Engineers appointed in India, forwarded to the Government of India with his letter No. 51-7798, dated the 30th August 1901.*)

তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া দরবার-পদকে ভূষিত হন। মিত্র মহাশয় লণ্ডনের সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং সভার সদস্য।*

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল, এম-এ, বি-এল, মহাশয় বাঁকিপুরের সদরালা ৺গোবিন্দচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের পুত্র এবং কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব Judicial Member of the Council যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জামাতা। ইঁহার

* *The Cyclopædia of India*, Vol. III, pp. 226-7 (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৯)

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার হেমচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় দিল্লীর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিহার প্রদেশে সারণ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাটনায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া তিনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সমাপ্ত করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করায় ক্যানিং কলেজের প্রথানুসারে কলেজের হলঘরের প্রাচীর-গাত্রে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত আছে। পাঠ্যাবস্থায় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল ও রাজেশ্বর মিত্র মহাশয় সমসাময়িক ছিলেন। পরলোকগত কুচবিহার-পতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ও রেজেষ্টারী বিভাগের ইন্‌সপেক্‌টর-জেনারেল রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সান্ন্যাল মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয়ের কর্ম্মজীবন সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে মুন্‌সেফরূপে আরম্ভ হয়। স্যর এণ্টনী ম্যাক্‌ডনেল বঙ্গদেশে থাকিতে ইঁহার কার্য্যে এরূপ প্রীত হন যে, যখন তিনি মধ্যপ্রদেশে চিফ-কমিশনর হইয়া আসেন তখন এখানকার বিচার-বিভাগে সুযোগ্য কর্ম্মচারীর অভাব দেখিয়া ইঁহাকে ও ইঁহার সহকর্ম্মচারী (মুন্‌সেফ) ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়কে (প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) এ প্রদেশে লইয়া আসেন। গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরে মধ্যপ্রদেশে জজ হইয়াছিলেন।* তিনি ১৮৮০ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতার প্রশংসনীয় কার্য্যের অভিজ্ঞানস্বরূপ জষ্টিস, পরে স্যর হেনরি প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক জুডিশ্যাল অফিসারের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা হাইকোর্ট শীঘ্রই তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, আইন-জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পান এবং ১৮৯৩ অব্দে যখন স্যর এণ্টনি (এক্ষণে লর্ড ম্যাকডনেল) মধ্যপ্রদেশের দেওয়ানী বিচার-বিভাগের সংস্কার ও উন্নতির জন্য বাঙ্গলা হইতে সুযোগ্য সিভিল জজ চাহিয়া পাঠান, তখন কলিকাতা হাইকোর্ট সান্ন্যাল মহাশয়কেই বিশেষভাবে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান। সান্ন্যাল মহাশয় এ প্রদেশে আসিয়া নানা স্থানের দেওয়ানী আদালতের জজিয়তি করিয়া বিলক্ষণ যশোলাভ করেন এবং যাহা তখন সমগ্র প্রাদেশিক বিচার-বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-

---

* প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯।

স্বরূপ (prize post) বিবেচিত হইত, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের ছোট আদালতের প্রধান জজের (Senior Small Cause Court Judge of Nagpur) সেই দুর্লভ পদে অধিষ্ঠিত হন।* ১৯০৩ অব্দে তিনি ডিভিসন্যাল ও সেসন্স্ জজ হইয়া প্রথমে রায়পুরে, পরে নাগপুরে এবং শেষে জব্বলপুরে বদলি হইয়া এখানেই স্থায়ী হন। সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট একখানি পুস্তক আছে যাহা স্যর্ ওয়াল্টার স্কট স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া এডিনবরার পুস্তক-বিক্রেতা-বন্ধু ব্যালাণ্টাইন্ (Ballantyne) সাহেবকে উপহার দিয়াছিলেন। ব্যালাণ্টাইন্ সাহেবের দোকান হইতে স্যর ওয়াল্টারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইত এবং তিনি দেউলিয়া হওয়ায় ঘটনাচক্রে স্যর ওয়াল্টারও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে ঋণগ্রস্ত হন এবং এই ঋণ শোধ করিবার জন্যই স্যর ওয়াল্টার স্কট তাঁহার সুবিখ্যাত ওয়েভার্লি পর্য্যায়ের উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যালাণ্টাইন সাহেবের নিকট-কুটুম্ব ডক্টর জেম্‌স্ ব্যালাণ্টাইন বেনারস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সান্ন্যাল মহাশয়ের পিতা এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হন।

যদিও স্থানীয় বাঙ্গালীরা জব্বলপুরের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তবু দুঃখের সহিত ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এখানকার বাঙ্গালীদের স্থায়ী নিজস্ব জিনিষ হিসাবে বাৎসরিক দুর্গাপূজা ছাড়া অন্য কোন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাই নাই। শুনিয়াছি তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশাও কম। পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালীদের স্থাপিত একটি কালীবাড়ী ছিল ; কিন্তু বহু বৎসর হইতে তাহা বাঙ্গালীদের হাতছাড়া ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখানে বাঙ্গালী মেয়েদের যে স্কুল আছে, তাহা স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাহায্যের অভাবে মৃতপ্রায়। কয়েক বৎসর হইল শিক্ষয়িত্রী মিসেস মুখার্জ্জী লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি এই স্কুলের কার্য্যে যেরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য স্কুল ও বঙ্গীয় সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। ১৯০৩ সালে ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু কিরণকৃষ্ণ মিত্র, অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক তড়িৎকান্তি বক্সী ও দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের চেষ্টায় এখানে একটি বাঙ্গলা লাইব্রেরী স্থাপিত

* *The Cyclopædia of India*, Vol III, p. 233.
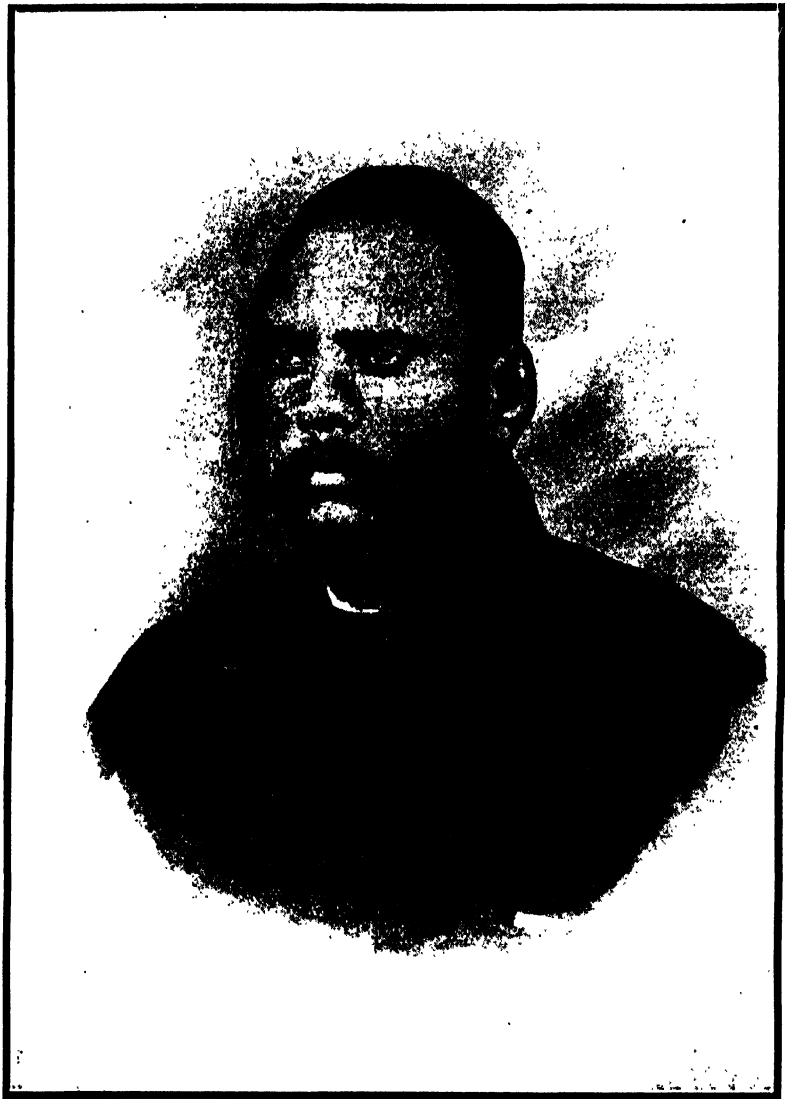
৺রায় ভূতনাথ দে, এম-এ, বি-এল, বাহাদুর। পৃঃ ১৫২

হয়। এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা যেরূপ অল্প তাহাতে যে লাইব্রেরীটি এতকাল বাঁচিয়া আছে ইহাই ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

বাবু কিরণকৃষ্ণ মিত্র ১৯০৩ অব্দে জব্বলপুরে প্লেগের প্রকোপ হইলে কানপুরে যান। তথায় বাঙ্গলা লাইব্রেরী ও তথাকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের মাতৃভাষানুরাগ দেখিয়া তাঁহার স্বকীয় প্রবাসবাসে যথায় বহু বাঙ্গালীর বাস, তথায় মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিতে তাঁহার উৎসাহ জন্মে। তিনি জব্বলপুরে থাকিয়া বিশেষ চেষ্টায় চাঁদা সংগ্রহ ও সভা করিয়া এবং আপনাদের মধ্য হইতে অর্থসাহায্য করিয়া বর্ত্তমান জব্বলপুর লাইব্রেরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে যাহা অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ও অধ্যাপক তড়িৎকান্তি বক্সী মহাশয়দ্বয় কল্পনা করিয়াছিলেন, কিরণ বাবু তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। কিরণ বাবুকে ইঁহারা এবং বাবু দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত শাস্ত্রী, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বরাট যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, বি-এ, বি-এল মহাশয় তাঁহার নিজের গৃহে লাইব্রেরীটিকে স্থান দেন, এবং অধ্যাপক দত্ত মহাশয়ের স্থানান্তর-গমনের পর লাইব্রেরীর ভার অধ্যাপক তড়িৎ-কান্তি বক্সী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি কিরণ বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া লাইব্রেরীর উন্নতিসাধনে ব্রতী হন। ঐ সময়ে কিরণ বাবু বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমে একটি সংবাদপত্রের এজেন্সী খোলেন। তাহার উপস্বত্ব হইতে লাইব্রেরিয়ানের মাহিনা ও অন্যান্য খরচ চালান হইতে থাকে। পুস্তকাগারের সহিত পাঠাগারও খোলা হয়। এখন লাইব্রেরীর নিজের বাড়ী হইয়াছে। ক্রমে এখানে প্রতিযোগী প্রবন্ধ-পরীক্ষা ও পুরস্কার-বিতরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবে পঠিত কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত জব্বলপুর গঢ়ামণ্ডলার ইতিহাস প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা প্রথমেই হিন্দী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করায় ক্রমশঃ হিন্দী ভাষাই তাহাদের পক্ষে এতটা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় যে শুদ্ধ-ভাবে বাঙ্গলা কথা বলিতে বা লিখিতে শিখান বিশেষ চেষ্টাসাধ্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিয়া লাইব্রেরীর এক বার্ষিক অধিবেশনে অধ্যাপক

বক্সী মহাশয় প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের মাতৃভাষা-চর্চ্চার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি আমরা বলি যে এখানকার সকল কাজকর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, লেখাপড়া হিন্দী ও ইংরেজী ভাষাতেই চলিতে পারে, বাঙ্গলা পড়িবার বা জানিবার কোন আবশ্যক নাই এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা বাঙ্গলা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাউক, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতি নাই, আমাদের বাঙ্গালীত্ব হিন্দুস্থানীত্বে পরিণত হউক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই, তাহাহইলে লাইব্রেরী তুলিয়া দিতে কোনই আপত্তি নাই, বরং তাহাতে লাভই হইবে। কিন্তু যদি আমাদের অন্তরের কোন স্থানে এই ইচ্ছাটুকু লুকাইয়া থাকে যে এই হিন্দুস্থানী ও মরাঠা দেশে আজন্ম কাল বাস করিয়াও, বাঙ্গালী নিজের মাতৃভাষা ভুলিবে না, নিজের জাতীয়ত্ব লোপ করিবে না বরং অন্যান্য বঙ্গবাসীর মত দিন-দিন বাঙ্গালীর নাম ধন্য করিবে ও বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিবে; যদি আমরা চাই যে আমাদের বালকবালিকারা শুদ্ধভাবে বাঙ্গলা বলিতে ও লিখিতে শিখে এবং আমাদের জাতিগত অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, সামান্য পরিমাণেও আমাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলন করিতে ও তাহার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতে শিখে, তাহাহইলে সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের স্বদেশে এইরূপ লাইব্রেরীর প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক অন্ততঃ প্রবাসে ইহার মূল্য কত অধিক। অনেকের নিকট আমি এ আপত্তি শুনিয়াছি যে লাইব্রেরীতে সকলে সাধারণতঃ নভেল পড়িয়া থাকে; ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে যদি তাহারা শুধু নভেল পড়িতে শিখে, তাহার প্রধান কারণ এই যে আমরা নভেল পড়া ছাড়া তাঁহাদিগকে উচ্চতর বিষয় পড়িতে শিখাই নাই। তাহার ঔষধ লাইব্রেরী তুলিয়া দেওয়া নহে বরং লাইব্রেরীকে সম্পূর্ণতর করা; তাহার অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া এরূপ একটি সম্পূর্ণ লাইব্রেরী গঠন করিতে চেষ্টা করা এবং এরূপ একটি উচ্চতর আদর্শ তাহাদের সম্মুখে ধরা, যে তাহারা নভেল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে প্রকৃত সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ে প্রবেশ করিতে শিখে। বিশেষতঃ—নভেল পড়াটা যতই খারাপ জিনিষ হউক না কেন, এই প্রবাসে যেরূপ বিশেষ অবস্থার মধ্যে আমাদের বালকবালিকারা বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে

যদি তাহারা নভেল পড়িয়া শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা বলিতে ও লিখিতে শিখে, তাহা আমি বাঙ্গলা কিছু না পড়িতে পারা ও বাঙ্গলাতে কথা পর্য্যন্ত বলিতে না পারা অপেক্ষা অধিক লাভের বিষয় মনে করি। * * আরও আমাদের মনে রাখা উচিত যে লাইব্রেরী শুধু ছেলেদের জন্য নহে, বয়স্কদের জন্য, বাঙ্গালী সমাজের জন্য; যেমন আমাদের বালকবালিকার জন্য, তেমনি আমাদের মহিলাসমাজের জন্যও। এরূপ একটি বাঙ্গলা লাইব্রেরী ভিন্ন আমাদের স্ত্রীলোকদের নিতান্ত সামান্য ভাবের সাহিত্যচর্চ্চা ও মানসিক উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই।”

ত্রিশ বৎসরাধিক পূর্ব্বে বক্সী মহাশয় জব্বলপুর কলেজের অধ্যাপক হইয়া এখানে আগমন করেন, তদবধি তিনি এখানকার যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানে বিশেষতঃ শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রবাসী বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এখানকার লাইব্রেরীকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়া মাতৃভাষা ও সাহিত্যানুশীলন যাঁহারা জাগাইয়া রাখিয়াছেন বক্সী মহাশয় তাঁহাদের প্রধানদিগের অন্যতম ছিলেন। ১৯২৪ অব্দে রায়পুরে মধ্যপ্রদেশবাসী বাঙ্গালীদের যে সম্মিলন হইয়াছিল, তিনি তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন; আমরা তাঁহার উক্তি হইতে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ বিশেষ বিশেষ স্থল এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম—
“এই প্রদেশের আন্দাজ দেড় কোটি অধিবাসীর মধ্যে বাঙ্গালীরা সংখ্যায় প্রায় তিন হাজার তিন শত মাত্র; এক একটি পরিবারে গড় পড়তা পাঁচ জন করিয়া ধরিলে (পরিবার-গণনার ইহাই সাধারণ নিয়ম), আন্দাজ সাড়ে ছয়শত ঘর। মধ্যপ্রদেশের কোন্ সহরে কত বাঙ্গালী আছেন, সেন্সাস রিপোর্টে নিশ্চয়ই তাহা পূরাপূরি লেখা আছে, তবে তাহা দেখিবার আমার সুযোগ হয় নাই; কিন্তু তথাপি আমরা মোটামুটি একরূপ আন্দাজ করিয়া লইতে পারি। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি যতটুকু খবর লইতে পারিয়াছি, তাহাতে এই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন সহরে বাঙ্গালী ঘরের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপ:—নাগপুর—৪০০ ঘরের কিছু বেশী, অমরাবতী—আন্দাজ ৫ ঘর, খাণ্ডবা—৫ ঘর, ইটার্সি—২ ঘর, হোসাঙ্গাবাদ—১০ ঘর, রায়পুর—আন্দাজ ৬০ ঘর, দ্রুগ—৩ ঘর, বিলাসপুর—৩০ ঘর, বালাঘাট—২ ঘর, জব্বলপুর—আন্দাজ

১৩৬ ঘর, নরসিংপুর—২ ঘর, জুকেহি—৭ ঘর, কাটনি—১০ ঘর, দামো—৪ ঘর, সাগর—৬ ঘর, রাজনন্দগাঁও—২ ঘর, রায়গড়—৪ ঘর; আমার হিসাবে কিছু এদিক-ওদিক হইতে পারে, তবে বোধ হয় বড় বেশী ভুল নাই। এক্ষণে দেখা যাউক যে এই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী লইয়া আমরা আমাদের সন্তানসন্ততিদের বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে কতদূর কি করিতে পারি। নাগপুরের কথা স্বতন্ত্র; যখন আন্দাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ডাকঘরের হিসাব অফিস ভাঙ্গিয়া তাহার এক অংশ নাগপুরে আসে, তখন প্রায় পাঁচশত বাঙ্গালীকে সেই অফিসের সঙ্গে নাগপুরে আসিতে হয়, এবং আমার যতদূর মনে পড়ে সেই সময়েই তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটি বন্দোবস্ত করেন যে তাঁহারা ছেলেদের জন্য একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপন করিলে সেই স্কুলটি উপযুক্ত পরিমাণে সরকারি সাহায্য পাইবে। সেই সময় হইতে নাগপুরস্থ বাঙ্গালী সমাজের চেষ্টায় একটি স্কুল স্থাপিত হইয়া ক্রমে তাহাকে মিডল্ স্কুল পর্য্যন্ত উন্নীত করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের বাঙ্গালীগণের নেতা স্বনামধন্য স্বদেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু মহোদয়ের বদান্যতায় স্কুলের এখন একটী সুন্দর নিজস্ব গৃহ হইয়াছে এবং তাহার সহিত একটি সুন্দর বাঙ্গলা লাইব্রেরীও গঠিত হইয়াছে। জব্বলপুরে ছেলেমেয়েদের বাঙ্গলা শিখাইবার জন্য মিশনরিদের একটি প্রাথমিক স্কুল অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। আমি জানি একবার সদরে (ক্যাণ্টনমেণ্টে) একজন বাঙ্গালী শিক্ষক রাখিয়া সেখানে ছেলেদের বাঙ্গলা পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু সাত আট মাস পরে উহা উঠিয়া যায়। তাহার কারণ উভয়তঃ—শিক্ষকের পড়ানর উপর কর্তৃপক্ষেরা সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং শিক্ষকেরও কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা উঠাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। জব্বলপুরের স্কুলগুলিতে কোনও রূপ বাঙ্গলা শিক্ষার বন্দোবস্ত না থাকায়, এবং সেই কারণে এখানকার ছেলেরা প্রায় বাঙ্গলা ভুলিতে আরম্ভ করায়, ১৯০১ সালে স্বর্গীয় কিরণকৃষ্ণ মিত্রের উৎসাহে এবং অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ও রায় বাহাদুর ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বরাট ইত্যাদির প্রযত্নে জব্বলপুরে একটি বাঙ্গলা লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। কিরণ বাবু লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে জীবনমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন লাইব্রেরী ক্রমেই উন্নতির পথে

উঠিতেছিল এবং মাঝে মাঝে বাৎসরিক উৎসব, প্রবন্ধপাঠাদি খুব উৎসাহের সহিত হইত। কিন্তু ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Those whom the gods love die young—দেবতারা যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে তরুণবয়সেই নিজক্রোড়ে টানিয়া লন; ১৯১৯ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে কিরণ বাবু অল্পবয়সে জব্বলপুরের সমুদয় বাঙ্গালী-সমাজকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। সেই কারণে লাইব্রেরিটি কিছুদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিল; পুনরায় কয়েকজন উৎসাহী যুবকের কৃপায় তাহার অবস্থা কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লাইব্রেরির যতদিন পর্য্যন্ত একটি নিজস্ব গৃহ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা কখন আছে, কখন নাই বলা যায় না। শ্রীভগবানের কৃপায় জব্বলপুরে এরূপ লক্ষ্মীমন্ত বাঙ্গালীর অভাব নাই যাঁহারা চেষ্টা করিলে লাইব্রেরির একটি নিজস্ব গৃহ হয় না। মাঝে মাঝে গৃহনির্ম্মাণের কথা উঠিয়া থাকে বটে, তবে যেমন হাওয়ার মত কথাটি উঠে তেমনি হাওয়ার মতই কথাটি উড়িয়া যায়। এখানকার বাঙ্গালী জনসাধারণ যতদিন পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ স্থায়ী বন্দোবস্তের আশা করা যায় না। মধ্যপ্রদেশস্থ অন্যান্য যেসকল স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী বাস করেন, সেসকল স্থানে তাঁহারা লাইব্রেরির বন্দোবস্ত করিয়াছেন এরূপ শুনিয়াছি, এবং ইহা আমাদের পক্ষে অতি আনন্দের এবং উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়।

মধ্যপ্রদেশে যতগুলি জাতীয় ভাষা পরীক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত, বাঙ্গালা তাহার মধ্যে অন্যতম। নাগপুরের বাঙ্গলা স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাঙ্গলা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া নাগপুরস্থ বাঙ্গালীগণ এ সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আর সব স্থানেই বাঙ্গালীদের নিজেদের সন্তানদিগকে হয় হিন্দী, না হয় মারাঠী, না হয় ইংরেজী স্কুলে সম্পূর্ণ ইংরেজী শিখান ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এবং ইহাই মধ্য প্রদেশস্থ বাঙ্গালীদের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা।"

এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীদের জাতীয় জীবনের আর একটি অঙ্গ—অত্রস্থ বার্ণ কোম্পানীর কারখানার বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক বাৎসরিক কালীপূজা ও দোলযাত্রা উপলক্ষে অভিনয়। তাঁহারা গত বিশ বৎসরাধিক ধরিয়া যেরূপ

চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট নাটক প্রতি বৎসরে ২।৩ বার করিয়া এখানকার বাঙ্গালীসাধারণকে দেখাইয়া থাকেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। জব্বলপুর বঙ্গদেশ হইতে এতদূরে ও এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকের দেশের সহিত সম্পর্ক এরূপ কম হইয়াছে যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বাঙ্গলা অভিনয় দেখিবার এই একমাত্র সুযোগ। বার্ণ কোম্পানীর বিজন বাবু একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যামোদী ও উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জব্বলপুর বাঙ্গালীসমাজের আনন্দ উৎস বহু পরিমাণে শুষ্ক হইয়াছে।

এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প, বড়জোর ৭০।৮০ ঘর হইবে; তাহার মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়ী বড়ই কম। অধিকাংশ সরকারী, অর্দ্ধ সরকারী বা বেসরকারী আফিস অথবা কারখানায় নিযুক্ত এবং কিয়দংশ স্বাধীন ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত। নিজের কার্য্যের ভাবনায় প্রত্যেকেই ব্যস্ত, নিজের কার্য্য ব্যতিরেকে অপরের সহিত সম্বন্ধ বড়ই কম। তবে এক স্থানে অধিক দিন বাস করিলে অথবা সেখানকার চিরস্থায়ী অধিবাসী হইলে লোকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নিজের কার্য্যের সহিত যে স্থলে বাস করেন সেখানকার জন্ম কিছু করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম এবং সেই হিসাবে জব্বলপুরের বাঙ্গালী প্রবাসীরা তাঁহাদের নিজেদের কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই, বরং তাঁহাদের সংখ্যা যেরূপ স্বল্প সেই অনুপাতে অনেক অধিকই করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর বাস হিসাবে হেডকোয়ার্টার জব্বলপুরের পরই সাগরের উল্লেখ করিতে হয়। সাগরে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ৭৮ জন, মণ্ডলায় ১৩, এবং দামোতে ৭ জন বাঙ্গালী ছিলেন; সিউনিতে তখন বাঙ্গালীর বাস ছিল না। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পরে যে সেন্সস্ লওয়া হয় তাহাতে দেখা যায় সিউনিতে ৩৩ জন, দামোতে ২৮, মণ্ডলায় ৪২ এবং সাগরে ৬৮ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডস্থ ঝান্সীর মহকুমা ললিতপুরের অনতিদূর দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের পুরাতন মিলিটেরী ষ্টেশন সাগর একটি সুন্দর সরোবর-কূলে অবস্থিত। ১৮৫৭ অব্দে এখানে সিপাহী-বিদ্রোহ অতিশয় ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং সাগরের দুর্গ ও সহর ব্যতীত জেলার সমস্তই বিদ্রোহীদের হস্তগত হইয়াছিল। সার হিউ রোজ এখানে বিদ্রোহ দমন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

যুক্ত প্রদেশের সন্নিহিত বলিয়া এখানে বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম-এ মহাশয় প্রয়াগ-প্রবাসের পূর্ব্বে স্বনামপ্রসিদ্ধ গ্রিফিথ সাহেবের অনুরোধে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কাশী হইতে সাগর-হাইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। স্থানীয় উকীল বাবু কুঞ্জবিহারী গুপ্ত সাগরের পুরাতন এবং নেতৃস্থানীয় প্রবাসী। বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) নিবাসী বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সাগরের পুরাতন উকীল এবং প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা।

জব্বলপুর বিভাগের পর বর্ত্তমানে ছত্রিশগড় বিভাগেই বাঙ্গালীর বাস অধিক। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বাস হিসাবে এই বিভাগেরই সর্ব্বপ্রথম স্থান ছিল। তখন সম্বলপুরও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন দ্রুগ ছত্রিশগড়ের সহিত যুক্ত হইয়াছে। অন্য দুই জেলা বিলাসপুর ও রায়পুর বাঙ্গালীদের পুরাতন উপনিবেশ। যদিও রায়পুরে ৪১ বৎসরে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৮৮৬ হইতে ১৬২তে পরিণত হইয়াছে, তথাপি মধ্যপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর কীর্ত্তি স্থাপিত হয় রায়পুরে। রায়পুর জেলাই রামায়ণের দক্ষিণ-কোশল রাজ্য। এই কোশল-রাজকুমারী কৌশল্যাই রাম-জননী এবং উত্তর কোশলাধিপতি রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী ছিলেন। বিন্ধ্যগিরিমালা রায়পুরের সন্নিহিত এবং মহানদী ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নির্গত ও ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ২৬০ ক্রোশ দূরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। রায়পুর ওড়িষ্যার সম্বলপুরের অনতিদূর পশ্চিমে অবস্থিত। প্রথম বাঙ্গালী এখানে কবে এবং কে আসিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় নাই, কিন্তু প্রসিদ্ধদিগের মধ্যে ২৪-পরগণা-নিবাসী বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে আসিয়া কণ্ট্রাক্টরী করিতে থাকেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরে এখানে আগমন করেন এবং রায়পুরের নিকটবর্ত্তী জমিদারীভুক্ত নয়াপাড়া গ্রামে মালগুজারীর কার্য্য করেন। রায়পুরের নানাস্থানে রাজপথ-নির্ম্মাণ, কূপ, খনন প্রভৃতি কার্য্য ঈশান বাবুর দ্বারাই হইয়াছিল। তিনি এখানে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। স্থানীয়গণ এখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। ১৮৬৫ অব্দে এলাহাবাদ হইতে

জব্বলপুর পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হয়। তাহার পর হইতে এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া পদব্রজে আসিয়াছিলেন জনাই পায়রাগাছা (হুগলী) নিবাসী বাবু ৺মন্মথনাথ সেন তাঁহাদের অন্যতম।

তিনি এখানকার ডেপুটি কমিশনবের অফিসের বড়বাবু ছিলেন, এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য থাকিয়া এখানকার বহু উন্নতি সাধন করেন। সেন মহাশয় দেশ হইতে অনেকগুলি নারিকেল বৃক্ষ আনিয়া এখানকাব কোম্পানীর বাগানে রোপণ করেন। তাঁহাকে সকলে এখানে মণি বাবু বলিয়া জানে। এখানে তাঁহার নির্ম্মিত ভদ্রাসন এবং সম্পত্তি বিদ্যমান আছে। স্বনামখ্যাত অদ্বিতীয় ভাষাবিৎ পরলোক গত হরিনাথ দে মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় বায় ভূতনাথ দে, এম-এ, বি-এল, বাহাদুর রায়পুরের প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি এখানকার বর্ত্তমান সকল উন্নতির প্রবর্ত্তক। তিনি রায়পুর আদালতেব উকীলসম্প্রদায়ের নেতা, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং শিক্ষাব উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমলব্ধ ডোঙ্গরগড়-রাজের অর্থসাহায্য দ্বারা এখানে পানীয় জলের কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই জনহিতকর কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায়বাহাদুর-উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহাব বদান্যতা, আতিথেয়তা, সত্যনিষ্ঠা, উদ্যমশীলতা এবং জনহিতৈষণার জন্য সমগ্র মধ্যপ্রদেশে তাঁহার সুনাম বিস্তার লাভ করে। রায়পুরে তিনি সুবৃহৎ অট্টালিকাদি ও ভূসম্পত্তি করিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। রায়পুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ পুরাতন বাঙ্গালী স্বর্গীয় রায় তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

রায়পুরের অনতিদূর উত্তরে বিলাসপুর এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রিবাঁ রাজ্য, পূর্ব্বে উদয়পুব এবং পশ্চিমে মণ্ডলা জেলা। এখানকার ভাষা ছত্রিশগড়ী হিন্দী এবং ওড়িয়া। বিলাসপুরের অন্তর্গত রতনপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা হৈহয় বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখানে দৃষ্ট হয়। যে গিরিমালার মধ্য হইতে মহানদীর উদ্ভব হইয়াছে তাহা এইখানেই অবস্থিত। বিলাসপুরে ১৮৮১ অব্দে পাঁচ জন মাত্র

বাঙ্গালী ছিলেন। ৩১বৎসর পরে এখানে ২৫৬জন বাঙ্গালীর বাস হইয়াছিল। বিলাসপুর আদালতে অনেকগুলি বাঙ্গালী উকীল আছেন। ব্যারিষ্টার রায় নগেন্দ্র নাথ দে বাহাদুর স্থানীয় বাঙ্গালীসমাজের নেতা, এবং উকীল-সভার সভাপতি। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদের মধ্যে হরিশ বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সেসন্স জজ হইয়া এখানে আসেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। বাবু জ্যোতিঃ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিলাসপুরে বহুদিন হইতে বাস করিয়া এখানে কণ্ট্রাক্টরী করিতেছেন। স্থানীয় কো-অপারেটিব ষ্টোর্স, নালকচাঁদ কোম্পানী, কেল্নার কোম্পানী প্রভৃতিতে এবং রেল বিভাগেও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন। বিলাসপুর হাই স্কুলেও বাঙ্গালীর অসদ্ভাব হয় নাই। এঞ্জিনীয়র হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিলাসপুব মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটরী এবং রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দে মহাশয় ভাইস চেয়ারম্যান। বিলাসপুর জেলার অন্তঃপাতী কোটা নামক স্থানে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় একটি দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ইহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হওয়ায় ইহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। সেই সময় বর্ত্তমান মালিক অমৃতলাল বসু কারখানার ভার গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বে রাজপুতানার রেলে একজন সিগনালার ছিলেন; সে চাকরি ত্যাগ করিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে কণ্ট্রাক্টরী করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন এবং সেই সমস্ত উপার্জ্জন এই কারখানায় নিয়োগ করিয়া উহা সুপরিচালিত করেন। এখানে প্রতিদিন একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বাক্স প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু রপ্তানীর তৈয়ারি মালের সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ প্রস্তুত দিয়া থাকে। এই কারখানার মাল সরবরাহের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য মধ্যপ্রদেশের বাণিজ্যাদি বিভাগের কর্ত্তা (Director of Industries, Commerce and of Munitions, C. P. & Berar, Nagpur) বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মাল-বিভাগের কর্ত্তাকে (Superintendent of Goods, Bengal-Nagpur Railway, Kidderpore, Calcutta) ১৯১৮ অব্দের ২রা এপ্রেল তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কোটা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের জন্য প্রতি সপ্তাহে দুইখানি করিয়া ওয়াগন-গাড়ী দিতে অনুরোধ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"Sir, I beg to bring to your notice the case of a

Match Factory at Kota in the Bilaspur District, Railway Station Kargi Road, B. N. R. Owing to lack of Railway waggons the stock of matches has accumulated greatly and the management is in danger of losing its custom, laboriously built up in adverse circumstances.

The Japanese have been able to take advantage of war conditions to capture a large portion of the Indian market for matches and have flooded the country with stuff greatly inferior to the produce of the Kota Factory. I shall be much obliged if you can see your way to instruct the D. T. S. Bilaspur, to let the Manager of the Match Factory, Kota, to have two waggons weekly for the consignment of matches from Kargi Road Station, B. N. R." শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৩২৫ অব্দের আষাঢ়ের প্রবাসী পত্রিকায় এই কারখানার বিবরণপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন "বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ জাপানী দিয়াশলাইয়ের বাক্স এই কারখানায় মেরামত হইবার জন্য আসিয়াছে। ঐ সকল বাক্সের গায়ের ও ভিতরের কাঠির বারুদও এই কারখানায় নূতন করিয়া লাগান হইবে।"

প্রবাসী বাঙ্গালীর বাস হিসাবে নর্ম্মদা বিভাগ এ প্রদেশে চতুর্থস্থান অধিকার করে। এই বিভাগে ১৯বৎসর পূর্ব্বে ৬৮৩ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহা নর্সিংপুর, হোসাঙ্গাবাদ, নিমার, বেটুল ও ছিন্দোয়ারা এই পাঁচটি জেলায় বিভক্ত। নর্সিংপুর ভূপালরাজ্য ও সাগর, দামো ও জব্বলপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে হিন্দী ভাষা প্রচলিত। নর্সিংপুরে ২৪জন মাত্র বাঙ্গালী ১৯১১ অব্দে সংখ্যাত হইয়াছিলেন। এখানকার পুরাতন উকীল রায় বাহাদুর নৃত্যগোপাল বসু, এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের বিশেষ খ্যাতি আছে। শ্রীযুক্ত এল্ জি মৈত্র, বি-এ, এল-এল-বি, এবং বাবু অম্বিকাচরণ দে, বি-এ, বি-এল মহাশয়দ্বয়ও স্থানীয় পুরাতন প্রসিদ্ধ প্রবাসীদিগের অন্যতম। অম্বিকা বাবুর আদিবাস কলিকাতার হেদুয়া নামক স্থানে। হোসাঙ্গাবাদ এই বিভাগে বিন্ধ্যগিরি-পাদমূলে সাতপুরা পর্ব্বতমালার সন্নিহিত নর্ম্মদা-ও-তাপ্তীবিধৌত ভূপালের দক্ষিণ এবং ইন্দোরের পূর্ব্বসীমান্তস্থ একটি জেলা। "পচমঢ়ী" নামক প্রসিদ্ধ পাহাড় ইহার অন্তর্গত। ইহার শিখরস্থ ২৩ বর্গ মাইলব্যাপী সমতলভূমি

৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল। পৃঃ ১৬২

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস এবং য়ুরোপীয় সৈন্যের স্বাস্থ্য-নিবাস। ইহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে সাড়ে তিন সহস্র ফিট উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকের প্রাচীর এবং পাহাড়শ্রেণী ৪,৫০০ ফিট উচ্চ। এই স্থান জি-আই-পি রেলের পিপারিয়া ষ্টেশন হইতে ২১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পঞ্চমঠ অর্থাৎ পাঁচটি প্রাচীন গুহা হইতে ইহার নাম পঞ্চমঠী, অপভ্রংশে পচমঢ়ী। কথিত আছে যে অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চ পাণ্ডব এই পঞ্চ গুহায় বাস করিয়াছিলেন। ঐগুলি আবার বৌদ্ধ গুহা বলিয়া অনুমিত হয়। কাপ্তেন ফর্সিথ্ এই পাহাড় আবিষ্কার করিয়া তাঁহার Highland of Central India নামক গ্রন্থে ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার সুন্দর জলপ্রপাত, ইহার ভীষণ খদ ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহা হিন্দুর একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর এখানকার 'মহাদেও' মেলায় বহুযাত্রীর সমাগম হয়। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের সময় বাঙ্গালীরা এই স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস করিতে এবং ইহার প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। ১৯১১ অব্দের সেন্সাস অনুসারে হোসাঙ্গাবাদে ১১৪ জন বাঙ্গালীর বাস ছিল। খাণ্ডোয়ার উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈবাহিক রায় কালিদাস চৌধুরী বাহাদুর এখানকার উকীল এবং বাঙ্গালী-সমাজ ও উকীল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়। স্থানীয় জনহিতকর সকল কার্য্যের মূলেই তাঁহার কৃতিত্ব-খ্যাতি আছে। হোসাঙ্গাবাদের হাই স্কুল তিনি সাধারণের অর্থসাহায্যে স্থাপন করেন। তিনি ১৮৭৮ অব্দে হোসাঙ্গাবাদ প্রবাসী হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ হোসাঙ্গাবাদ-প্রবাসী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদের অন্যতম। তাঁহার আদি নিবাস নৈহাটী। জব্বলপুর বিভাগের অন্তর্গত সিউনী সহরে, হরিদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বাবু অন্নদা প্রসাদ ঘোষ একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। নৈহাটীতে মাতুলালয়ে ১৮৫০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ ঘোষের অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল ছিল না। অন্নদা বাবু আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"নৈহাটীর একটি বঙ্গবিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়, আমার পড়া শুনিয়া, তুষ্ট হন এবং কহেন, যে আমি ঐ বিদ্যালয়ে পড়িলে ভালরূপে বাঙ্গলা শিখিতে পারি; তাঁহার এরূপ কথা শুনিয়া আমি বিদ্যালয়ে যাই, কিন্তু কিছুদিন পরে ১ আনা

করিয়া মাসিক বেতন দিবার আজ্ঞা পাইয়া, পুস্তক লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসি; এবং মাসীকে বলি যে, মাহিনা না দিলে বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইব না। তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন যে আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মাসে মাসে এক আনা করিয়া দিবার সাধ্য নাই। অতএব, লেখাপড়া হইবার প্রত্যাশা নাই। পণ্ডিত মহাশয় শেষে আমাকে অবৈতনিক, অনুগৃহীত, ছাত্রভাবে লইলেন এবং স্বয়ং আমার বেতন দিতেন।" এইরূপ দারিদ্র্য এবং কষ্টের মধ্যে বাল্যকাল কাটাইয়া তিনি বঙ্গবিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন, ও ১৮৬৩ সালে হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৬৮ ও ১৮৭০ সালে বিশেষ প্রশংসার সহিত, প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা ও এফ-এ পাশ করিয়া তিনি হুগলী কলেজের সকল বালকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, এবং মাসিক বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে তিনি নিজে, এবং কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার P. Mitter হুগলী কলেজ লাইব্রেরির প্রায় সমস্ত ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। ওকালতি করিবার পূর্ব্বে, তিনি নৈহাটী মিশনারি স্কুলে এক বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রথম আলিপুরে ১৮৭৬ সালে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাহার এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৭৭ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ হরিদাস বাবুর সহিত তিনি হোসাঙ্গাবাদে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৮০ সালে, তিনি হোসাঙ্গাবাদ ত্যাগ করিয়া জব্বলপুরে প্রায় দশ বৎসর ওকালতি করিয়া শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন, সিউনি ছাপারা সহরে ১৮৯০ সালে যান, এবং সেখানেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অর্থাৎ ২৪ বৎসর অতিবাহিত করেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথম যখন সিউনিতে আসেন, তখন সেখানে রেল হয় নাই। জব্বলপুর হইতে টাঙ্গা করিয়া, রাত্রে 'ডাক বাংলা'য় থাকিয়া ঘোর বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া, সিউনি যাইতে (প্রায় ৮৭ মাইল) ৩ দিন লাগিত। অন্নদাবাবু সিউনিতে যখন যান, তখন সেখানে কোন বাঙ্গালী ছিলেন না; বহুদিন যাবৎ একাই ছিলেন। সিউনিতে ও আশ-পাশে তাঁহার নাম ডাক ছিল। তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রবীন ছিলেন। তিনি গম্ভীর, তেজস্বী ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মুন্‌সেফ্ হইতে পারিতেন, ও ধীরে ধীরে উচ্চপদে উন্নত হইতে পারিতেন; কারণ, সে সময়ে ঐরূপ সুশিক্ষিত লোক অতি দুর্ল্লভ ছিল, কিন্তু তিনি জীবনে কখনও

চাকরী, বিশেষতঃ সরকারী চাকরী গ্রহণ করিবেন না—ইহা একপ্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায়ও, নিজের পরিশ্রমে,—এমন কি নিজের ছেলেদেরও—মুখাপেক্ষী না হইয়া, জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া, সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এম্ এ পাশ করিয়া, এবং নিজে ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়াও তাঁহার ইংরেজীর প্রশংসা করিতেন। ব্যারিষ্টার P. Mitter ও দেশ ভক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁহার ইংরাজীতে ও তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও গুরুভক্তি আদর্শ স্বরূপ ছিল। এত লেখাপড়া শিখিয়া, ইংরাজীতে B.A.B.L. পাশ করিয়া, আজকালকার দিনে গুরুকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরভাবে পূজা করিতে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার গুরু, দক্ষিণের খ্যাত নামা যোগী, স্বামী আক্কল কোটের শিষ্য, শ্রী গুরু উদ্ধব দত্তাত্রয় একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ যোগী। ইনি যোগ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রথম যখন অন্নদাবাবুর দীক্ষা হয়, তখন তাঁহার এতদূর বৈরাগ্য হয়, যে স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার গুরুর আদর্শেই, রাজা জনকের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সংসারেই যোগ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়কার তাঁহার গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা সেবা ও নির্ভরতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বাতুল মনে করিতেন; এবং ভাবিতেন, যে উঁহার গুরু উঁহাকে কিছু খাওয়াইয়া, বা অন্য কোন মন্ত্রের দারা বশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই সাধু, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ দিগের আগমন হইত। তিনিও যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিতেন। দীন দুঃখীর জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ব্যথিত হইত। যদিও তিনি বহুদিন যাবৎ সিউনি Municipality ও District Council এর সদস্য ছিলেন, এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন, তথাপি তিনি যশের আকাঙ্খায় প্রণোদিত হইয়া, কখনও নিজের কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। তিনি Municipality ও District Council এ অতিশয় দক্ষতার সহিত ও সুন্দর ভাবে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বহু বার, বিশেষতঃ ১৮৯৪-৯৬ এবং ১৯১১-১২ অব্দে প্রশংসিত এবং ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি Notary Public ছিলেন, Negotiable Instrument Act of 1885 যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন Government তাঁহার মত লইয়াছিলেন। যদিও তিনি এতদিন বিদেশে ছিলেন, তথাপি অন্যান্য বহু বিদেশী বাঙ্গালীর মত বঙ্গভাষাকে ভুলেন নাই। তাঁহার জীবনের দু একটি ঘটনাতে, তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।—সেখানে একজন Deputy Commissioner এর নামে, Bombay তে কেহ নালিশ করিয়াছিল, এবং তাঁহার নামের সমন ধরাইবার জন্য সেখান হইতে দুই একজন উকিলকে তিনি লিখেন; কিন্তু কেহই রাজী হন নাই। অবশেষে, অন্নদাবাবুকে লিখিতেই,তিনি উহা serve করিতে স্বীকৃত হন। সে সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন "আমরা উকিল, আমাদের ব্যবসায়ই এই; সে যেই কেহ হোক না কেন, আমাদের Summons serve করা উচিত।" তারপর তিনি গাড়ী করিয়া Deputy Commissionerএর বাংলায় গিয়া ওই Summonsটি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তাহার এরূপ দুঃসাহস ও নির্ভীকতা দেখিয়া সাহেব অবাক্। তিনি Summons দিয়া, চুপচাপ বাড়ী আসিলেন। এবং সাহেব রাগিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, অতঃপর তাঁহার আদালতের কোন মামলাই আর গ্রহণ করেন নাই।

একবার সিউনিতে চীফ কমিশনর বাহাদুর এক দরবার করেন। অন্নদা বাবু তাঁহার একজন বাঙ্গালী হেডক্লার্ক বন্ধুর সহিত সেই দরবারে যান। সেখানে সাহেব ছাড়া আর সকলেই বাহিরে জুতা খুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুটিও জুতা খুলিতে উদ্যত হইয়া তাঁহাকেও তাহা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহা অপমান জনক মনে করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় ডেপুটী কমিশনর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া স্বয়ং উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া যান এবং সম্মানের সহিত দরবার স্থলে বসাইয়া দেন।

তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, পরিবার পালন করা আর রাজ্য চালানতে বিশেষ প্রভেদ নাই; সংসারে সকলের সহিত সরল ও স্পষ্ট ভাবে ব্যবহার করিলে, অনেক সময়ে কুফল ফলে ও ঠকিতে হয়। মনে আছে, একবার ভক্তকবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার তর্ক হয়। দেবেন বাবু বলেন যে এ সংসারে মন আর মুখ এক হওয়াই চাই। সরল ও স্পষ্ট ভাবেই

সকলের সহিত ব্যবহার করা উচিত ও হিতকর।" অন্নদাবাবু বলিলেন সংসারে কূটনীতির (Diplomacy ও Duplicity) সহিত না চলিলে, অনেক সময় ঠকিতে হয় ও পার্থিব উন্নতি হয় না। তিনি বলিতেন "ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেন সংসারে বড় মানুষের চাকরের মত, কিম্বা নষ্টা স্ত্রীর মত থাকা উচিত; অর্থাৎ মুখে সকলকেই আপন আপন বলে খুবই ভালবাসা দেখাবে; মনে মনে জানবে কেউ তোমার নয়। ইহাই একপ্রকার diplomacy। উঁহার নীতি অনেকটা মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় নীতির মত। যতটা সম্ভব, সব দিক্ বজায় রাখিয়া যুক্তির সহিত কাজ করাই, সাংসারিক লোকের কর্ত্তব্য। তিনি নিজের জীবনেও ঐরূপ আচরণ করিতেন—মনের যথার্থ ভাব কেহই কখনও বুঝিতে পারিত না; এবং তিনি বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও নিজের মনের কথা সহজে প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায়, তিনি দেবতুল্য বাবু অশ্বিনী কুমার দত্তের সৎসঙ্গ পাইয়াছিলেন। অশ্বিনী বাবুর বহুমূত্র রোগ হইলে হাওয়া বদলাইবার জন্য চিত্রকুটে গিয়াছিলেন। সেখানকার ডাক্তারেরা তাঁহাকে সিউনি কিম্বা ছিন্দওয়াড়ায় যাইবার জন্য পরামর্শ দেন। তাঁহারা বলেন, যে সেখানকার জল বায়ুতে তাঁহার বিশেষ উপকার হইতে পারে। সুতরাং অশ্বিনীবাবু Indian Directory দেখিয়া উক্ত দুই জায়গায়, বাঙ্গালী উকীলদিগকে, ঘর ভাড়া ও তাঁহার জন্য অন্যান্য আয়োজন করিতে, লেখেন। অশ্বিনীবাবু স্বদেশীর সময় একবার ডিপোর্টেশনে যাওয়ায় ভয়ে কেহই তাঁহাকে উত্তর দিতে, বা ডাকিতে সাহস করেন নাই। পত্র পাইবামাত্রই কিন্তু অন্নদাবাবু তাঁহাকে অতি সমাদরে আহ্বান করিয়া সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অশ্বিনীবাবুও তাঁহাকে খুব ভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন এবং 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার শেষজীবন, অশ্বিনীবাবুর মত মহৎ পুরুষের সৎসঙ্গে খুবই আনন্দের সহিত কাটিয়াছিল। সিউনীতে বর্ত্তমান কালেই, একদিন ১৭ই জানুয়ারি শনিবার ইংরাজী ১৯১৪ সালের রাত্রে সহসা কোন বিশেষ অসুখ বা কারণ না থাকাতেও তিনি গোবিন্দ গোবিন্দ করিতে করিতে ইহলীলা সংবরণ করেন। খুব সম্ভব, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সাতটি পুত্র সকলেই কৃতী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ, বি, এল, Sasaram (Behar) এ Sub-judge শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ L.M.S. ১৯১২ হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত, মধ্য প্রদেশে, সরকারী Assistant Surgeon এর কাজ করিবার পর কাজ ছাড়িয়া কলিকাতায় স্বাধীন ভাবে Practice করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ শিবপুরের ইংঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে Upper Subordinate পাশ করিয়া কলিকাতায় Tramway & Co তে Surveyor ও Head Draughtsman এর কাজ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মধ্যপ্রদেশ হইতে বি,এ পাশ করিবার পর দেড় বৎসর অন্তরীন হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ M. Sc. পাশ করিয়া, অসহযোগ আন্দোলনের সময় Government Victoria College of Science এর Scholarship ছাড়িয়া, জীবনে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ও উমাপ্রসাদ। ইঁহাদের প্রায় সকলেরই শিক্ষা মধ্যপ্রদেশে হয়। অন্নদাবাবুর পৌত্র শ্রীমান সুধীর কুমার কলিকাতা Presidency College হইতে mathematics এ Honours এ প্রশংসার সহিত পাশ করিয়া Civil Service প্রতিযোগিতার জন্য বিলাত যান।

জব্বলপুরের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যসেবী বাবু কুমারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অল্পদিন হইল হোসাঙ্গাবাদপ্রবাসী হইয়াছেন। হোসাঙ্গাবাদের পশ্চিমে নিমার নর্ম্মদা বিভাগের আর একটি জেলা। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে ধার ও ইন্দোর। দক্ষিণে খানদেশ, পশ্চিমে বেরার। এখানে হিন্দী ও মারহাটী চলিত ভাষা। নিমার কলিকাতা হইতে ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ডাক্তার এল্, এল্ চৌধুরী, এল্, এম্, এস্ এখানে সিভিল সার্জ্জেনের কর্ম্ম করেন। বারিষ্টার এচ মিত্র, রায় বাহাদুর স্থানীয় উকীল সভায় প্রেসিডেণ্ট। বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। বাবু সত্য প্রসন্ন দত্ত, বি,এ, এল্, এল্, বি; বাবু প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল; বাবু কুঞ্জলাল গাঙ্গুলী বি, এস্, সি, বি, এল এবং বাবু মার্ত্তণ্ডরাম মজুমদার বি, এ, এল, এল, বি নিমার আদালতের বাঙ্গালী উকীল এবং এতদঞ্চলে পুরাতন প্রবাসী। ডাক্তার পি, এন, সেন মহাশয় বুরহানপুর মহকুমার গবর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্সেরীর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক থাণ্ডোয়া এই জেলার

এক মহকুমা, সহর ক্ষুদ্র হইলেও ইহা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বিস্তৃত তুলার কারবার আছে। সহরের বাহিরে অনেক গুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। পঞ্চবটী গমনকালে সীতাদেবী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র তীক্ষ্ণ শরাঘাতে পাতাল ভেদ করিয়া উৎসনীরে তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করেন। সেই স্থলে একটী নদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কালে তাহা শুষ্ক হইয়া কূপ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই কূপ পরে রাম-পদ-তীর্থে পরিণত হয়। খাণ্ডোয়ায় সূর্য্যকুণ্ড, ভীমকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড, কুলালকুণ্ড, ভৈরব-তাল প্রভৃতি বহু কুণ্ড বা জলাশয় এবং বহু দেব-মন্দির আছে। বাজারের মধ্যে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ ও দেবমন্দিরগুলি হইতে দূরে ইদ্‌গা আছে। এখানে হিন্দু-মুসলমানের বাসই অধিক। ময়রাষ্ট্র মীরাটের ন্যায় ইহাও ময়দানবের বাসস্থান ছিল। অর্জ্জুন খাণ্ডববনের যে অংশ দগ্ধ করিয়াছিলেন, অধুনা ইংরেজ তথায় জেলাকোর্ট স্থাপন করিয়াছেন। ১৯০৩ অব্দের যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ এখানে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যদানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যদিগের সুপরিচিত। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫।১।১) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (২৫।৩) ইহার উল্লেখ আছে। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে যে পঞ্চগ্রাম প্রাপ্ত হন, খাণ্ডববন বা খাণ্ডবপ্রস্থ তাহার অন্যতম।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে খাণ্ডোয়া নর্ম্মদা বিভাগের একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা একটি মহকুমা এবং নিমার জেলার অন্তর্ভুক্ত।

জেলা গঠনের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮০ অব্দে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। ইতিপূর্ব্বে নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে প্রথমাগত বাঙ্গালীদের প্রধান ও প্রসিদ্ধগণের মধ্যে যাঁহারা পরবর্ত্তীগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁহাদের এদেশে আগমনের কালানুসারে তিনটি দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমাগত বা প্রথম দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন্নগরনিবাসী স্বর্গীয় বাবু বিহারীলাল বসু, কলিকাতার বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু, স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু, বাবু কুঞ্জবিহারী গুপ্ত; সর্গীয় রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর, স্বর্গীয় রায় তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, নৈহাটী-

নিবাসী স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ, কলিকাতা হেদুয়ানিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ দে এবং স্বর্গীয় বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী। ইঁহারা নাগপুর, নসিংপুর, জব্বলপুর, সাগর ও হোসাঙ্গাবাদ-প্রবাসী হন। ইঁহাদের পর আসেন, বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, এবং তাঁহার সহযোগী স্বর্গীয় বাবু প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এই দুইজনেই খাণ্ডোয়ার সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী এবং সর্ব্বপ্রথম উকীল। ইহাদের পরবর্ত্তী অর্থাৎ তৃতীয় দলের মধ্যে ছিলেন বেলঘরিয়া নিবাসী স্বর্গীয় বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার ডি, ঘোষ। ইঁহারা সাগর ও জব্বলপুর-প্রবাসী হন। ইঁহাদের পর মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালীর বাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

খৃ ১৮৮০ অব্দের পূর্ব্বে খাণ্ডোয়ার আদালতে বাদীপ্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ-সমর্থন ও সাক্ষ্যসাবুদ দ্বারা মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত। লোকের ধারণা ছিল এখানে ওকালতি ব্যবসায় চলিবে না, খাণ্ডোয়ায় উকীলের অন্ন নাই। ১৮৮০ অব্দের ৭ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়া সে ধারণা ঘুচাইয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নিকট আমরা শুনিয়াছি, তিনি এখানে প্রথম বৎসরেই চারিশত টাকা এবং পরবৎসরে মাসিক ছয়শত করিয়া উপার্জ্জন আরম্ভ করেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হুগলির গোঁসাই মালপাড়া গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যে-বংশে তাঁহার জন্ম, তাহা "অবসথী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশ" বলিয়া খ্যাত। অবসথী গঙ্গানারায়ণের সন্তানগণ দেশময় এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রব্রজন করায় এই নামে পরিচিত হন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়া "অবসথী" নাম লোপ করিয়াছেন শ্রদ্ধাস্পদ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা ভবানীপুর ল্যান্সডাউন রোডে ভদ্রাসন, খাণ্ডোয়া (মধ্য প্রদেশ) ও ইন্দোরে (মধ্যভারত) প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ, এবং এই দুই প্রদেশেই ভূসম্পত্তি করিয়া, তাহাদের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বনামধন্য মনীষী বঙ্কিম-বাবুর প্রপিতামহ এবং হরিদাস-বাবুর প্রপিতামহ সহোদর ভাই ছিলেন। এই বংশে যাঁহারা পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়াছেন,

বঙ্কিম-বাবু তাঁহাদের অগ্রদূত এবং স্বনামখ্যাত স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-সি-এস মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম।

হরিদাস-বাবুর পিতৃদেব স্বর্গীয় তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় শিপ-সরকারি করিয়া যে দশ পনর টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া কলিকাতার বাসায় সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন, কারণ এই সামান্য আয়ে মালপাড়া হইতে পরিবারবর্গকে আনিয়া কলিকাতায় রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু হরিদাস-বাবু পিতার এরূপ দৈন্য সত্ত্বেও আশৈশব সুশিক্ষায় বঞ্চিত হন নাই। তিনি হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হন। তাঁহার সময় সাট্‌ক্লিফ্ এবং পেডলার সাহেব কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং শিক্ষক ছিলেন স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার। তাঁহারা তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অসমর্থ মেধাবী ছাত্রকে অল্প বেতনে ভর্ত্তি করিয়া লইবার নিয়ম ছিল। এই অধিকারে হরিদাস-বাবু অর্দ্ধবেতনে উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাই সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হন, এবং এম্-এ পর্য্যন্ত বৃত্তি পান। তাঁহার গুরুভ্রাতৃদ্বয় নগেন্দ্র এবং যোগেন্দ্রনাথ সরকার, নাগপুরবাসী স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসুর সহোদর স্বর্গীয় নন্দকৃষ্ণ বসু, 'সময়' সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এবং বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

এম-এ পাশ করিবার পর বার্দ্ধক্যবশতঃ পিতা অসমর্থ হইয়া পড়িলে, হরিদাস-বাবুকে বাধ্য হইয়া কলেজ ত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি প্রাইভেট টিউশ্যনী ও গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে অল্পবেতনে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার পরিচালন এবং আইন অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ১৮৭৮ অব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সেই বৎসরই আলিপুর ও পরে পাবনায় ওকালতি আরম্ভ করেন। সেই-সময় মধ্যপ্রদেশের আদালতে শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় ওকালতি করিতেছিলেন। তখন নাগপুরে তাঁহার প্রসার খুব জমিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে শুনিয়া হরিদাস-বাবু তাঁহাকে দেখিতে যান

এবং তাঁহারই সাহায্যে মধ্যপ্রদেশে ওকালতি করিবার লাইসেন্স পান। বিপিন-বাবুই তাঁহাকে, যেখানে উকীল বেশী নাই এবং বাঙ্গালী নাই, সেইখানে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার পরামর্শ-মতে বাঙ্গালী-ও উকীল হীন খাণ্ডোয়ায় গিয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে যান নদীয়া কুড়ুলগাছির বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের ৺প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি হরিদাস-বাবুর প্রবর্ত্তিত জন-হিতকর প্রত্যেক কার্য্যেই সহযোগিতা করিতেন এবং সম্পূর্ণ তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হরিদাস বাবু খাণ্ডোয়ায় আসিয়া অবধি ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি দেশের ৪০৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি ত্যাগ করিয়া ৪০০৲ এবং শীঘ্রই ৬০০৲ টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিতে থাকিলে, তাঁহার সংসার-প্রতিপালনের চিন্তা দূর হয় এবং তাঁহার স্বাভাবিক সদ্বৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। তিনি দেখিলেন খাণ্ডোয়া অতিশয় অনুন্নত স্থান। ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহও তদ্রূপ। দেশীয় লোকের মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক কুসংস্কার অতিশয় প্রবল। নাগপুর জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর সংস্রবে যদিবা শিক্ষার অবস্থা ও সংস্কারের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, খাণ্ডোয়ার ন্যায় স্থানসমূহের অধিবাসীবৃন্দ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, আত্মোন্নতিতে উদাসীন, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারে অনভিজ্ঞ এবং সমাজ-ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহুবিধ কুসংস্কারের নিতান্ত বশীভূত। খাণ্ডোয়ায় গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত একটি অতিক্ষুদ্র মাধ্যমিক স্কুল ছাড়া ছেলেদের ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের আর কোন অনুষ্ঠান নাই। দেশের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি প্রথমেই একটি সাধারণের জন্য পাঠাগারের প্রয়োজন বোধ করেন এবং অচিরেই একটি লাইব্রেরী স্থাপনে যত্নপর হন। এই কার্য্যে প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার অদ্বিতীয় সহায় হন। তাঁহারা প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং দেশীয় ও সাহেবদিগের নিকট হইতে প্রায় চারি সহস্র টাকা প্রাপ্ত হন। মধ্য-প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব চীফ কমিশনার স্যর জন মরিস্ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য হরিদাস-বাবু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দিলেন মরিস্ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। ইহাতে ইংরেজী

হিন্দী ও অল্প উর্দ্দু পুস্তক এবং সংবাদপত্র রক্ষিত হইল। এই সময় হইতে এখানে সাধারণের শিক্ষার সূত্রপাত হইল। অতঃপর এখানে স্কুলের শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৫ অব্দে স্বকীয় ভবনে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলে প্রথমে তিনি এবং প্যারীলাল-বাবু ছাত্রগণকে দেড় বৎসর কাল পড়াইতে থাকেন। ১৮৯২ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র ব্যারিষ্টার হেমেন্দ্র-নাথ মিত্র খাণ্ডোয়ায় যান। তিনিও ইহাঁদের সহিত যোগ দিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য এই স্কুলের যাবতীয় ব্যয় হরিদাস বাবুই নির্ব্বাহ করিতেন। ছাত্রগণ এই স্কুলে এরূপ সুন্দরভাবে শিক্ষা পাইতে থাকে, যে, প্রথম বৎসরেই (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং পর বৎসর হইতে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহারা বেশ সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হয়। এই বিদ্যালয়ের নামও বিস্তার লাভ করে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস-বাবুর মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত কুসুমকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৮ অব্দে এখান হইতে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষা দিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ এবং মধ্য-প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩৮৲ টাকা সাহায্য দেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে শাখা স্বরূপ পরিগ্রহণ করেন। মধ্য-প্রদেশের জেলায় জেলায় হাই স্কুল স্থাপনার ইহাই সূত্রপাত। এই সময় প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় এ প্রদেশের খেজুর-গাছপূর্ণ জঙ্গলগুলির প্রতি হরিদাস-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হরিদাস-বাবু দেখিলেন সত্যই এতদঞ্চলে এত অধিক গাছ আছে যে তাহা হইতে রস লইয়া গুড় এবং চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে একটি বিস্তৃত ও প্রভূত লাভজনক ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হয়। এদেশের লোককে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিতে শিখাইতে পারিলে তাহারা উপার্জ্জনের একটি নূতন পথ পায় এবং এই শিল্পের বিস্তারে অল্প দিনের মধ্যেই আপনাদের দৈন্য ঘুচাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করেন এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া এই বিষয়ে বিশেষভাবে আন্দোলন করিতে থাকেন। খেজুর গাছ হইতে রস লইয়া এদেশে মদ তৈয়ারী করে বলিয়া এ ব্যবসায়ে দেশের লোকের শ্রদ্ধার অভাব এবং গবর্ণমেণ্টের ঊদাসীনতা দর্শন করিয়া

হরিদাস-বাবু বাঙ্গালীদের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আহ্বান করেন এবং অমৃতবাজার-পত্রিকা, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, সঞ্জীবনী, বসুমতী, হিতবাদী, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক-পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। তিনি নিজেই এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৮১৬ হইতে ১৯১৮—১৯ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯০২ অব্দে ইন্দোর গবর্ণমেণ্ট ইন্দোরের তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনের হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া এই শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট পেশ করিতে বলেন। কীর্ত্তনে মহাশয় যদিও এ সম্বন্ধে খুব অনুকূল রিপোর্ট দাখিল করেন এবং বলেন যে, এই ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের যেমন লাভজনক হইবে দেশের লোকের তদ্রূপ আশু হিতকর হইবে, তথাপি মধ্যভারতীয় রেসিডেণ্টের গবর্ণমেণ্ট এবং দরবার তাহাতে উৎসাহ না দেওয়ায় হরিদাস-বাবু এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী পড়িয়া যান। তিনি দেবাস (Dewas, C.I.), উজ্জৈন (Gwalior State) ও নাগপুর (C. P.) এবং ১৯০৮-৯ অব্দের নাগপুরের মহাপ্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখান, কিরূপ রস হইতে গুড় এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই উপলক্ষে হরিদাস-বাবু মধ্যপ্রদেশের জন সাধারণ ও গ্রামবাসীদের হিতার্থ একটি নূতন শ্রমশিল্পের প্রথম পথপ্রদর্শক Pioneer of a new industry for the benefit of the people and villagers of C. P.) বলিয়া ১৯০৯ অব্দে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে একটি রৌপ্যপদক এবং প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। এই শিল্প-প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব এখনও পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি মধ্য ভারতের সকল দরবারেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয় নাই। ১৯২০ অব্দের ১৩ জুলাই তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া "ভারতবর্ষীয় চিনি কমিশনে" সাক্ষ্য দান করেন। কিন্তু কমিশন খেজুর-জাত চিনিকে লাভজনক ব্যবসায় মনে করেন নাই। হরিদাস-বাবু অবশেষে পাঁচ লক্ষ টাকার লিমিটেড কোম্পানী করিয়া ইন্দোর রাজ্যে এক কৃষিক্ষেত্র ও যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষেত্রে এক হাজার বিঘা চাষের জমি ও পনর
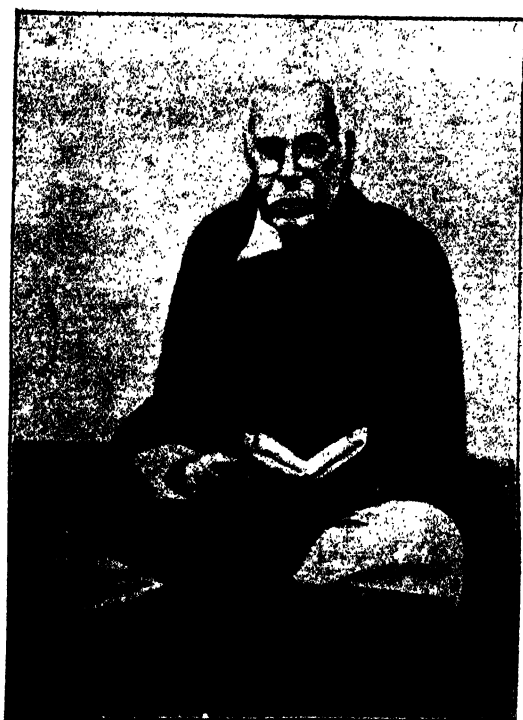
৺মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৯৩

হাজার খেজুর গাছ আছে। তিনি এই কারবারের নাম দেন "Date and Cane-Sugar Company"। কিন্তু Date অর্থাৎ খেজুর এই নাম সংযুক্ত থাকায় এদেশবাসী ইহাতে যোগদানে বিরত হয়। এজন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইহাতে ফেলিয়া ইহার ম্যানেজিং এজেন্সী নিজের হাতে রাখিয়া এবং পুত্রগণের অনুরাগ ও কল্যাণ ইহার সহিত চিরজড়িত থাকিবে বলিয়া "হরিদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী" এই নাম দিয়া কারবার পরিচালন করিতে থাকেন। যখন এই শ্রমশিল্প-প্রবর্ত্তনের কল্পনা মাত্র হইতেছিল সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস-বাবুর গৃহে এক মাস অবস্থিতি করেন। স্বামিজী তাঁহাকে এই কার্য্যে নামিতে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। স্বামিজীর ইংরেজী জীবন চরিতের চতুর্থ ভাগে তাঁহারই জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধে একথার উল্লেখ দৃষ্ট হইবে।

খৃষ্টীয় ১৮৮৫ অব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৮৬ অব্দে হরিদাস বাবু প্রথম ডেলিগেট হইয়া যান এবং তদবধি তিনি একজন পাকা কংগ্রেসওয়ালা থাকিয়া প্রতি বৎসর তাহাতে যোগ দান করেন। বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি পরিশ্রমের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও জনহিতকর কার্য্য মাত্রেই তাঁহার উৎসাহ এবং সহানুভূতি কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। সাধারণ অনুষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার খুবই অভ্যাস ছিল। তিনি খাণ্ডোয়া ও তাহার বাহিরে নানাস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯১৭ অব্দে মধ্যপ্রদেশের ৬ষ্ঠ প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এবং তাহাতে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন,—স্বায়ত্ত-শাসন, সরকারের দমননীতি ও শিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল সার উক্তি করেন তাহা শাসকবর্গ ও দেশবাসী উভয়েরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন, ও উচ্চ নিম্ন সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহাদের দেশ-ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। দেশে শিক্ষা প্রচারের এবং যুবকগণকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য যাঁহারা দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রদূত ছিলেন। প্রাদেশিক সভায় তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান কথা আছে। তিনি শিক্ষার প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন

—"Brother Delegates, the question of education is extremely important, and no time or space could be said to have been wasted over it." তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য নিজের প্রথম তিন পুত্রকে বিলাত পাঠান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। মধ্যম পুত্র কুসুমকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, এ-এম, আই-সি-ই, এ সি-এফ, কুপার্স হিল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া বিহার প্রদেশের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি (লণ্ডন), এ-এম্, আই-ই-ই, ইলেক্‌ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া বম্বে পাওয়ার হাউসের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরিদাস-বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিশির বাবুকে কৃষিবিদ্ agriculturist করিয়াছেন এবং তাঁহাকে খাণ্ডোয়ার স্থায়ী বসবাসী করিয়া কৃষিক্ষেত্রের সকল ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। হরিদাসবাবু রাজনৈতিক বিষয়ে চরমপন্থী হইলেও একজন প্রকৃত রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। খাণ্ডোয়ার এবং শুদ্ধ খাণ্ডোয়া কেন, জব্বলপুর, মৌ এবং ইন্দোরে তাঁহার অপ্রতিহত প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি উকীল-সম্প্রদায়ের সম্মানিত নেতা এবং এতদঞ্চলে এই ব্যবসার পথপ্রদর্শক ছিলেন। মধ্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রখ্যাতি আছে। তিনি চরিত্রবলে এবং পরার্থপরতাদি-সদ্‌গুণ-প্রভাবে রাজপুরুষ এবং দেশবাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি যে এদেশে জনপ্রিয় এবং প্রজামিত্র বলিয়া স্বীকৃত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা তাঁহাকে হোলকার রাজ্যের প্রজাপরিষদের সভাপতির আসনে দেখিতে পাই।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। এ পর্য্যন্ত তিনি যে-সকল বক্তৃতা দান করিয়াছেন তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার Law of Legal Necessities and Obligation নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। পুস্তক খানি সমস্ত আদালতে আদৃত হইয়াছে। তিনি হিন্দু আইন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি তাহারই সুফল। বহু বৎসরের প্রবাসবাসে থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষা ভুলেন নাই। তিনি বঙ্গের বিবিধ সাময়িক ও সংবাদ পত্রে ভুরি ভুরি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ-

সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। গত দশ বৎসর হইতে তিনি পরিচিত বা অপরিচিত উচ্চশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই পত্র লিখিতে মাতৃভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

খাণ্ডোয়ায় তাঁহার ভবন দেশ-বা বিদেশ-আগত বাঙ্গালীমাত্রেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। এক্ষণে খাণ্ডোয়ার পাঁচ ঘরে প্রায় জন-কুড়ি বাঙ্গালীর বাস হইয়াছে। হরিদাস বাবুর গৃহে প্রধান প্রধান আইনব্যবসায়িগণ মধ্যে মধ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই ইঁহার আলয়ে আগমন করিয়া আনন্দিত হইতেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগী ও খাণ্ডোয়া-যাত্রার প্রথম সঙ্গী প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ অব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র খাণ্ডোয়ায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সমসাময়িক খাণ্ডোয়াবাসী আর-একজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র গাঙ্গুলি। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মিরাট হইতে বদ্‌লি হইয়া খাণ্ডোয়ায় জেলা জজ হইয়া আসেন। তাঁহার আগমন হইতে খাণ্ডোয়ায় কালী-পূজা আরম্ভ হয়। মাধব বাবু কালীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্যারীলাল বাবুর গৃহে পূজা করেন। সেই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস বাবুর গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

হোসেঙ্গাবাদের দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বেটুল জেলা। বেটুলে মারাঠী, হিন্দী, গোণ্ডী এবং কোর্কি ভাষা প্রচলিত। এখানে ১৯১১ অব্দের গণনায় ১০২ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। চিকিৎসা বিভাগে এখানে দুই একজন বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার এফ, জি সান্যাল, এবং ডাক্তার এচ, সি গাঙ্গুলী। বেটুলের পূর্ব্বদিকে চিন্দোয়ারায় বাবু জীবনচন্দ্র দত্ত ডেপুটী কমিশনর অফিসের বড়বাবু।

বেরার

বর্ত্তমান বেরার্স (Berars) মধ্য প্রদেশের অন্যতম জেলা। পূর্ব্বে ইহা নাগপুরের রাজার অধিকারে ছিল। সন্ধিসূত্রে নিজাম তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। পরে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নিজামের নিকট হইতে ইহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। পৌরাণিক যুগে ইহার নাম ছিল বিদর্ভ দেশ। কোন সময় এক মুনি কুমার এই দেশে কুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারই শাপে এখানে দর্ভ (কুশ) উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহার নাম বিদর্ভ হয়। নলরাজের পত্নী সতী দময়ন্তী এই রাজা ভীমেরই কন্যা ছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্য নাম ছিল বৈদর্ভী ও ভৈমী। বিদর্ভের অপভ্রংশে বেরার হইয়াছে। ভোজ বিদর্ভাধিপতি ছিলেন। তাঁহার ভগিনী ইন্দুমতীর সহিত অজরাজের বিবাহ হয়। ইন্দুমতী উত্তর কোশল-পতি রাজা দশরথের জননী।

বেরার সুইজার্ল্যাণ্ড দেশ অপেক্ষা কিছু বড়। বহুদিন হইতে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রাজধানীতে ১৪।১৫ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ক্রমে ইংরেজী দপ্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বেরার বিভাগে অমরাবতী, জ্যোতমল, আকোলা এবং বুল্‌দানা এই চারিটি জেলা আছে। তন্মধ্যে অমরাবতীতেই বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। তথায় ১৯১১ অব্দে ১৫৪ জন বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ ছিলেন। শ্রীযুক্ত জে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার অন্যতম ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ এবং বি, এন্ সরকার মহাশয় পূর্ত্ত বিভাগীয় পূর্ব্ব-বেরার ডিভিজনের এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়র ছিলেন। সাতপুরা গিরিমালার দক্ষিণে এবং অজন্তা ও সামল পাহাড়ের উত্তরে আকোলা জেলা অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে এলিচপুর এবং অমরাবতী, পশ্চিমে খান্‌দেশ। ইহা কলিকাতা হইতে ১২২০ মাইল দূরে। ডাক্তার মণিলাল চট্টোপাধ্যায়, এম বি, এখানে গবর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্‌সারির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। আকোলা এবং অমরাবতীর দক্ষিণে জ্যোতমল। এখানে ১৯১১ অব্দের গণনায় ১৭ জন বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর

এখানে ১৫ জন বাঙ্গালীর বাস ছিল। আকোলার পশ্চিমে এবং উত্তর পশ্চিমে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সীমান্তে বেরারের অন্যতম জেলা বুল্‌দানা। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে খানদেশ এবং নিমার। দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিজাম রাজ্য। খাম গাঁও বুল্‌দানার একটি তহশীল। এই জেলার দক্ষিণ সীমায় সুপ্রসিদ্ধ লোণার নামক অকৃত্রিম লবণ হ্রদ বিরাজিত। রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর কৃত্রিম হ্রদ। লোণার হ্রদের এই জন্য বিশেষত্ব আছে। স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় এই হ্রদ দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন "বহু যুগ হইতে কত পথিক এখানে আসিয়া এই বিশাল হ্রদের লহরী লীলা, বিশাল প্রান্তরের ভীষণ দৃশ্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিমালা ও অরণ্যাণীর নয়নরঞ্জন দৃশ্য, পক্ষিগণের কোলাহল, বিবিধ সুগন্ধি বনকুসুমের সৌরভ সৌন্দর্য্য ও ভ্রমর গুঞ্জন, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের নীলিমা দেখিয়া স্তম্ভিত বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়াছেন। জি, আই, পি লাইনে খাম গাঁও ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ২৬ ক্রোশ পথ পদব্রজে বা শকটে অতিক্রম করিলে মেহকার নামক স্থানে পৌছান যায়। তথা হইতে সুন্দর বাঁধান পথে যান বাহনাদি যোগে ৬ ক্রোশ গিয়া লোণার হ্রদের তটে পৌঁছিতে হয়। কত বঙ্গসন্তান প্রকৃতির এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিতে আসিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন।" প্লেগের মহামারী যখন ভারতের সর্ব্বত্র প্রথম দেখা দেয়, তখন খাম গাঁওয়ে জয়পুর রাজ্যের ডাক্তার পান্নালাল দাস মহাশয় এখানে চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। দশ এগার বৎসর পূর্ব্বের গণনায় বুল্‌দানায় সাতজন বাঙ্গালী পুরুষ ও চারিজন মহিলা সংখ্যাত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল বাবু ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ এখানে এডিশনাল জেলা জজ হইয়া আসেন।

উক্ত প্রদেশের করদ মহল গঞ্জাই, বস্তর, কাঁকর, নন্দগ্রাম, খয়রা গড়, ছুই মাদন, কাওয়ার্দ্ধা, শক্তি, বড়গড়, রায়গড়, শরণ গড়, চাংভাকর, কড়েয়া, সরগুজা উদয়পুর যশপুর প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি। দক্ষিণ পাটনা, শোণপুর ও বামড়া এই মহলের অন্তর্গত। এই করদ রাজ্যগুলিতে ১৬৪ জন বাঙ্গালী ১৯১১ অব্দের সেন্সসে সংখ্যাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে রায়গড়ে ৪২ জন ছিলেন। বামড়া বা বামণ্ডা রাজ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছত্রিশ গড়ের অন্যতম ছিল। এ রাজ্যের গুরুতর বিষয় ব্যাপারে পলিটিক্যাল

এজেণ্ট সাহেবকে রিপোর্ট দিয়া রাজা স্বয়ং রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। এই বিভাগের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ সম্বন্ধ। ইহারা সরকারের নিকট যে সনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহার ফলে কিঞ্চিৎ সেলামী মাত্র দিয়া থাকেন, কোন প্রকার রাজস্ব ইহাদের দিতে হয় না। পূর্ব্বে এই সকল রাজা স্ব স্ব রাজ্যে অপরাধীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। এক্ষণে ঐটুকু ছাড়া আর সকল দণ্ড এমন কি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতাও রাখেন। বামণ্ডা রাজ্যের বর্ত্তমান রাজা দিব্য শঙ্কর স্থবল দেব। দেবগড় তাঁহার রাজধানী। বেঙ্গল নাগপুর রেলে বামড়া ষ্টেশন হইতে বহু পর্ব্বত ও অরণ্যাণী অতিক্রম করিয়া ৫৮ মাইল দূরে এই রাজধানী অবস্থিত।

সরগুজা রাজ্যে কয়েকজনমাত্র বাঙ্গালীর বাস। রামগড় ইহার অন্তর্গত। এই স্থানে বহু প্রাচীন কালের মন্দিরাদি আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শত অর্থাৎ এখন হইতে দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন গুহা চিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণের জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আট নয় বৎসর পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসুকে এখানে পাঠাইয়া ছিলেন। দুই জন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী চিত্রকলাকুশল শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এই কার্য্যে যোগদান করিতে রামগড় আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদের কৃতিত্বের বিস্তারিত পরিচয় ১৩২১ অব্দে প্রবাসী পত্রিকায় হালদার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। হালদার মহাশয় এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বুন্দেলখণ্ডের রামটেকের পরিবর্ত্তে এই রামগড়কেই মেঘদূতের রামগিরি বলিয়া অনুমান করেন।

বস্তর রাজ্য মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরে এবং নিজাম রাজ্যের পূর্ব্বে অবস্থিত। নদী গোদাবরী নিজামরাজ্য ও বস্তর রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা নির্দ্দেশ করে। বস্তর দণ্ডকারণ্যের বা জনস্থানের অন্তর্গত রাক্ষসাবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোদাবরী তীরবর্ত্তী ধূমগুদাম রাক্ষসরাজ খার্জ্জুসেনের রাজধানী এবং কৃষ্ণা পাহাড় বালীরাজার নিবাসস্থান বলিয়া উক্ত। প্রবাদ, এইখানেই বালিবধ ও তারা সুগ্রীবের বিবাহ হইয়াছিল। আদিম অধিবাসী

দিগের সমাজসুলভ দেবর বিবাহ প্রথা এখানে বিশেষভাবে চলিত আছে। বস্তরের অরণ্যে যত অধিক ফলবৃক্ষ এমন আর কোথাও নাই। জনপ্রবাদ এই যে, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে কিছুকাল বস্তরের পার্ব্বত্য বনভূমিতে বাস করিয়াছিলেন। এখানে বহুবিধ বন্য জীবজন্তুর বাস। বস্তরের বর্ত্তমান রাজধানী জগদ্দলপুর। ইহা রায়পুর হইতে ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বস্তরে অনেক শিকারদক্ষ বুনো লোকের বাস। ইহারা সর্ব্বভুক্। এখানকার প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী বস্তরের অন্যতর নগর দন্তিবারার দন্তেশ্বরী; রাজা স্বয়ং দেবীর প্রধান পূজারী। এখানকার আদিম জাতিরা জন্মমৃত্যু বিবাহাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মণের ধারও ধারে না। মন্ত্র তন্ত্র ও যাদুবিদ্যায় ইহারা খুব বিশ্বাসী। রাক্ষসাচার ইহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ইহারা গো গবয় বাঘ ভাল্লুক ও বানরের মাংস খায়। বন্য ফলমূলও ইহাদের অন্যতম খাদ্য। মাদিয়া, তেলেঙ্গা প্রভৃতি বহু জাতি বা সম্প্রদায় ইহাদের মধ্যে আছে। তন্মধ্যে মাদিয়ারা অত্যন্ত অসভ্য ও আদিম জাতি। ইহারা প্রাচীন রাক্ষস-দিগের বংশধর বলিয়া উক্ত হয়। তেলেঙ্গারা ইহাদের চেয়ে সভ্য। তাহারা কপ্নি ও পাগড়ি পরিতে শিখিয়াছে। ইহারা বন্যবৃষের সিং মাথায় পরিয়া নৃত্য করে। পাহাড়ী মাদিয়ারা পূর্ব্ব-আফ্রিকার অসভ্যদের মত উলঙ্গ থাকে এবং তাহাদেরই মত জীবন যাপন করে। কথিত আছে যে মাদিয়া স্ত্রীলোকেরাই বেশী মানুষ মারে। বস্তরের স্থানে স্থানে আদিম গোঁড়জাতীয় মুড়িয়ারাও বাস করিয়া থাকে। এমনও স্থানে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়! ১৯১১ অব্দের লোকগণনায় এখানে একজন মাত্র বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

নিজাম রাজ্য—হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের পাঠকগণের অবিদিত নাই, যে বহমণী সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে নিজামশাহী, আদিলশাহী প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড মুসলমান রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু শত বর্ষের মধ্যেই অহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকণ্ডার রাষ্ট্রীয় শক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্যের ন্যায় মুসলমান বহমণী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ভারতের মানচিত্র হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। দুইজন প্রবল রাজা দ্বারা তাহা সংঘটিত হইয়াছিল—একজন উত্তর ভারতের সম্রাট অওরঙ্গজেব; অন্য, দক্ষিণ ভারতের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। বহমণী রাজ্যের রাজধানী প্রথমে ছিল গুলবর্গায়। পরে, ১৩৫৭ অব্দে সুলতান অহমদ শাহ রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত করেন। বিদর নগর নির্ম্মিত হইলে গুলবর্গার গৌরব রবি অস্তমিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দে সম্রাট অওরঙ্গজেব অহমদনগরে দেহত্যাগ করিলে পর, তাঁহার প্রধান প্রিয়পাত্র মালবের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা চিন্ কিলিজ খাঁ (নিজাম উল্‌মুল্ক্ আসফ জা) সমগ্র দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন নরপতি হইতে চেষ্টা করেন। ইনি তুর্কী বংশীয় সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের সহিত বিবাদ মীমাংসার পর স্থির হয়, চিন কিলিজ দিল্লীর সম্রাটের স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। তদনুসারে তিনি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজাম নাম বজায় রাখিয়া বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিতে থাকেন। ইনিই নিজামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ। শেষ জীবনে তিনি মহারাষ্ট্রপতি বাজীরাওয়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

নিজাম রাজ্য খানদেশ, বেরার ও মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এই রাজ্যের ভূপরিমান ১৫৫,১৭৭ বর্গ মাইল। ছোট ছোট অনেকগুলি নদী এরাজ্যে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু উত্তরে নদী গোদাবরী ইহার পূর্ব্বসীমায় বিরাজ করিতেছে এবং তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা ইহার দক্ষিণ সীমারেখা-স্বরূপ

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়াছে। এই রাজ্য ভারতের দেশী স্বাধীন ও অধীন রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার রাজধানী হায়দ্রাবাদ সহরে প্রাচীন গোলকুণ্ডার (গুলকন্দ) ভগ্নস্তূপ হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে। এই দুই সহরই মুসী নদীর তীরে অবস্থিত। এই রাজ্য চারিটি সুবা বা বিভাগে এবং ১৬টি জেলায় বিভক্ত।* প্রতি সুবা একজন কমিশনর এবং প্রতি জেলা একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বা প্রথম শ্রেণীর তালুকদারের শাসনাধীন। প্রত্যেক জেলা কতকগুলি মহকুমা বা তালুক বা তহশীলে বিভক্ত। প্রত্যেক তালুক বা তহশীল একজন তহশীলদারের এবং এরূপ দুই তিনটি তালুক একজন মহকুমা কর্ম্মচারী বা দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর তালুকদারের অধীন। আওরঙ্গাবাদ সুবা উত্তর পশ্চিম ও উত্তরে মহারাষ্ট্র এবং বেরার সীমান্ত স্পর্শ করিতেছে; বরঙ্গল সুবা এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকে বেরার মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী সীমা স্পর্শ করিতেছে। গুলবর্গা সুবা পশ্চিমে মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী সীমা স্পর্শ করিতেছে। গুলসনাবাদ সুবা রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী সীমা স্পর্শ করিতেছে। রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম জেলা বরঙ্গল, সর্ব্বাপেক্ষা প্রজাবহুল জেলা গুলবর্গা, এবং আত্রাফ-ই-বল্‌দা, রাজধানী হায়দ্রাবাদ যাহার অন্তর্গত, আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা। ইহার লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। কিন্তু রাজধানী হায়দ্রাবাদ ভারতের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম সহর। ইহার পরিসর ৫০ বর্গ মাইল; তন্মধ্যে খাস সহর প্রায় দ্বাদশ বর্গ মাইল। সহর অন্দরুন অর্থাৎ প্রাচীর বেষ্টিত নগর দুই মাইল এবং সহর বেরুন অর্থাৎ প্রাচীরের বাহির প্রায় ১০ বর্গমাইল।

প্রাচীন মুসলমান রাজত্বের খাঁটি আদর্শ অধুনা হায়দ্রাবাদেই পাওয়া যায়। এ রাজ্যে জুমা মসজিদ, মক্কা মসজিদ প্রভৃতি দর্শনীয় বড় বড় মসজিদ ব্যতীত

---

* আওরঙ্গাবাদ বিভাগের জেলা—(১) আওরঙ্গাবাদ, (২) ভির, (৩) পরভানি, (৪) নন্দের।
গুলবর্গা ,, ,, —(১) গুলবর্গা, (২) রাইচুর, (৩) ওসমানাবাদ (৪) বিদর।
বরঙ্গল ,, ,, (১) বরঙ্গল, (২) করীমনগর, (৩) আদিলাবাদ।
গুলসানাবাদ ,, ,, (১) নিজামাবাদ, (২) মহবুবনগর; (৩) মেডক, (৪) নলগণ্ডা।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠানও স্থান পাইয়াছে। প্রতি দশ বৎসরের গণনায় এখানে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও অদ্যাবধি হিন্দুর সংখ্যাই মুসলমান অপেক্ষা অধিক। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, শিখ, পার্শী, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, যিহুদী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীই নিজাম বাহাদুরের প্রজা। তেলেগু এবং মরাঠী এ রাজ্যের দুই প্রধান প্রধান ভাষা। তেলুগু-প্রধান অংশের নাম তেলিঙ্গানা এবং মারাঠী-প্রধান স্থান মার্থোয়ারা নামে প্রসিদ্ধ।

নিজামরাজ্যে ভিন্ন ধর্ম্মীদের প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে খৃষ্টানদের গির্জ্জা, বৈষ্ণবদের সীতারাম মন্দির, নরসিংহ মঠ, পার্শীদের উপাসনালয়, ধর্ম্মশালা, থিওসফিকাল সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ, সনাতন ধর্ম্মমহামণ্ডল, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে নিজাম গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে রাজ্যের নানা ধর্ম্মমতের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক ধর্ম্মমত বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহার ফলে এখানে যাহারা নীচ জাতীয় বলিয়া অবহেলিত ও অজ্ঞাত ছিল, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ও বিদ্যাদান করিয়া তাহাদের উন্নয়ন কার্য্য চলিতেছে এবং ধীরে ধীরে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

বিখ্যাত ফকীর গিজো দিরাজের সমাধি স্থান বলিয়া গুলবর্গা মুসলমান প্রজাবৃন্দ এবং স্বয়ং নিজাম বাহাদুরদের তীর্থক্ষেত্র। সিংহাসনাধিরোহণের পর প্রত্যেক নিজামকে এখানে একবার আসিতেই হয়। প্রতি বৎসরই এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গুলশানাবাদের অন্তর্গত নন্দের শিখ সম্প্রদায়ের প্রবিত্র তীর্থ। গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম কোণে পূর্ব্বে খান্দেশের অন্তর্গত, এক্ষণে খান্দেশ ও বেরার প্রদেশের মিলনস্থানে অবস্থিত এবং নিজাম রাজ্যভুক্ত জগদ্বিখ্যাত অজণ্টা গুহাবলী বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং ঐতিহাসিকের সন্ধান-ভাণ্ডার ও মহামিলন-স্থান। ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসু মহাশয়দ্বয় দুইবার অজন্তার গুহাচিত্রাবলীর প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার জন্য এখানে আগমন করেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টা-ফল ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৩১৯ সালের ভারতীতে প্রকাশ করেন। গুহাগুলি বিন্ধ্যাচলগাত্রে খোদিত এবং এরূপ নিভৃত প্রদেশে রচিত

৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি-এস্-সি (এডিনবরা)। পৃঃ ১৯৪

ও পর্ব্বত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যে অতি নিকটে গিয়াও তাহাদের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। বৌদ্ধ সন্নাসীদের এই সাধন-ক্ষেত্র, ধর্ম্মসাম্রাজ্যের এই রাজধানী, তাই ইসলামের হিন্দুবিদ্বেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। ইহার নিভৃত কন্দরে বৌদ্ধ শ্রমণদের সাধনার যে বিবরণ ও নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধ যুগের অধিকৃত ইতিহাস। ইহার প্রাচীনতম গুহাবলী প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন ইহার গুহা চিত্রাবলী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাচীরাঙ্কণের (Fresco painting) নিদর্শন; পুরাতত্ত্বের দিক্ দিয়াও বহুমূল্যবান্। উহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, চরমোন্নতি, আধোগতি এবং উচ্ছেদের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনের শ্রেষ্ঠ সহায়। কে বলিতে পারে, এই গুহানিবাসে কত বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবন অতি-বাহিত করিয়া গিয়াছেন!

এ রাজ্যে এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায় জানা গিয়াছিল নিজাম রাজ্যে ১৯৪ জন বাঙ্গালী বাস করিতে-ছিলেন।*

রাজধানী হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী গোলকুণ্ডার সন্নিহিত এক স্থানের নাম "বাঙ্গালী গুড়া"। ইহা এ রাজ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশের নিদর্শন। কোন্ সময়ে এই উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং কতদিন পূর্ব্বে ইহা বাঙ্গালীশূন্য হয় তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু ইহা যে আধুনিক সময়ের নহে তাহা ইহার বাজার, নগর আদি নাম না হইয়া গুড়া নাম হইতে বুঝা যায়। গুড়া "গঢ়ি"রই রূপান্তর এবং "গড়"এর অপভ্রংশ।

বর্ত্তমান অনুসন্ধান হইতে জানা যাইতেছে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উচ্চ উচ্চ পদে কর্ম্ম লইয়া বঙ্গের যে সকল সুসন্তান এ পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদ প্রবাসে আসিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র সেন মুন্সী

* পুরুষ—১৭১, স্ত্রী ২৩, তন্মধ্যে হায়দ্রাবাদ রাজধানীতে ১৪৯ (১৩৮ পু+১১ স্ত্রী); মেডকে ১ জন পুরুষ, নিজামাবাদে ৩৭ (পু+২৭×স্ত্রী ১০); নলগণ্ডায় ৫ (পু ৩+স্ত্রী ২); অওরঙ্গাবাদ রাজধানীতে ১ জন পুরুষ এবং গুলবর্গা ওসমানাবাদে ১ জন পুরুষ। এ রাজ্যে ওড়িয়া ২৬৫ সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

মহাশয়ই প্রথম। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অংশে তাঁহার উত্তর ভারত ও নাগপুর প্রবাসের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

খৃ ১৮৬৭ অব্দের ১৩ই আগষ্ট অর্থাৎ ১২৭৪ সালের ১লা বৈশাখ আজমীর হইতে কলিকাতা আসিবার পর গোবিন্দ বাবু স্যর রিচার্ড টেম্পল্ (Sir Richard Temple) মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হায়দ্রাবাদ গমন করেন। যখন তিনি রেসিডেন্সীতে উপস্থিত হন তখন টেম্পল্ সাহেব উৎকট অর্শরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। বহু চিকিৎসক বহুবিধ চিকিৎসার পর রোগ অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু সাহেবের অবস্থার কথা শুনিয়া অতি সামান্য উপায়ে তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি সাহেবকে শুদ্ধ ফটকিরির জলে রুগ্নস্থান ধৌত করিতে এবং প্রত্যহ গোদাবরীতে স্নান করিতে বলেন। ধৌত করায় রক্ত বন্ধ হইলে সাহেব ডাক্তারদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া গোবিন্দ বাবুর কথামত গোদাবরী নদীতে স্নান করিতে থাকেন। হায়দ্রাবাদ প্রবাসে গোবিন্দবাবু স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি পূর্ব্ববৎই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। প্লাউডেন সাহেব লিখিত পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্র হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। যাহারা "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকের অযোধ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালীদের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নবাব-দরবারে বাঙ্গালীদের প্রতি মুসলমানদিগের ধারণা কিরূপ ছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম দরবারেও তখন তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। এই কারণে, গোবিন্দ বাবু যখন নিজাম দরবার দেখিবার জন্য রেসিডেণ্ট সাহেবকে দিয়া 'খরিতা' পাঠান, তখন নিজাম বাহাদুরের দরবার বলিয়া পাঠান "বাঙ্গালা মুলুকের লোক 'নাঙ্গা', 'আদব-কায়দা' জানে না, সে জন্য নিজাম-মুলাকাত চাহেন না। বলা বাহুল্য, লর্ড মেকলে বাঙ্গালা দেশের রাজধানীতে বসিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, অযোধ্যার নবাব-দরবারে যে ভ্রান্ত-ধারণা রাজা দক্ষিণারঞ্জনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বদ্ধমূল ছিল, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরও আজ বাঙ্গালী সম্বন্ধে সেই ভুল ধারণার পোষকতা করিয়া বসিলেন। আধুনিক অযোধ্যার নির্ম্মাতা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বাঙ্গালীদের কীর্ত্তি মুসলমানদিগের বাঙ্গালীর প্রতি হীন ধারণা মুছিয়া দিয়াছিল, হায়দ্রাবাদে মুন্সী গোবিন্দচন্দ্র সেনের আবির্ভাব বাঙ্গালীদিগের প্রতি নিজাম বাহাদুরের ভ্রান্তধারণা এবং

অবজ্ঞার ভাব অপনোদনের কারণ-স্বরূপ হইয়াছিল। নিজাম দরবারের উত্তর শুনিয়া গোবিন্দ বাবু সাহেবকে বলেন, "যদি আমার আদবকায়দায় নিজাম অসন্তুষ্ট হন, তবে আমি আপনাকে আর মুখ দেখাইব না, অমনি দেশে চলিয়া যাইব।" তাহাতে সাহেব পুনরায় পত্র লিখিয়া উত্তর পাইলেন যে, স্যর সলার-জঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি অনুমোদন করিলে পর নবাব নিজাম বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। ইহার কয়েকদিন পরে লোকজন বাহক তাঞ্জাম উকীল মোক্তারগণ আসিয়া গোবিন্দবাবুকে মহা সম্মান সহকারে নিজাম দরবারে লইয়া যায়। সাত দিন পরীক্ষার পর স্যর সলার জঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া নিজাম বাহাদুরের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দান করেন। যথাসময়ে এবং পূর্ব্ববৎ বাদশাহী কেতায় কুর্ণিশ করিতে করিতে এবং তিন পদ অগ্রসর ও দুই পদ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে প্রাঙ্গণ হইতে দরবার-স্থলে গিয়া তিনি দুর্লভদর্শন নিজাম বাহাদুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। গোবিন্দ বাবু এই ঘটনা তাঁহার ডায়েরীতে এইরূপ লিখিয়াছেন;—দরবারের নিকট পৌঁছিয়া তাঞ্জাম হইতে নামিলাম ও জুতা ছাড়িয়া উকীলগণের সহিত চলিলাম। উপরের সিঁড়ি অপূর্ব্ব বনাত মোড়া। আমীর ওমরাহ ও সাহুকার ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছেন। তথায় একটি অপূর্ব্ব বহুমূল্য কৌচ নানাবিধ মোতির ঝালর দেওয়া। ঘরটি নীচে উপরে চতুর্দ্দিকে মণিমুক্তাখচিত, যেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে। আমাকে সেই রাজাসনে বসিতে বলায় আমি তাহাতে না বসিয়া সমস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। উকীলগণ আমার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, 'নবাব সাহেব আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।' এই বলিয়া পর্দ্দার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি মছনদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় উত্তরের পর্দ্দা উঠিতেই নবাব সাহেব আসিয়া গদীতে বসিলেন। আমি পাঁচ-কাপড় পরা মোগলাই পোষাকে * দু-পা আগু ও এক-পা পিছু হটিয়া মৃত্তিকার দিকে নজর করিয়া বাদশাহী কুর্ণিশ করিলাম। ইতিমধ্যে বিদায়ের আতর ও পুষ্পমাল্য আসিতে দেখিয়া কহিলাম

* গোবিন্দ বাবু খুব সৌখিন ছিলেন। তিনি চেলির কাপড়ে প্রস্তুত লেপ তোষক ও রেশমী মশারী ব্যবহার করিতেন, এবং হায়দ্রাবাদ প্রবাসকালে নিজাম রাজ্যের অধিবাসীদিগের মত পোষাক পরিধান করিতেন।

জাহাপনা, সাত সও কোস দূরকা মুল্ক্‌সে জনাব টেম্পল সাহেব বাহাদুরকে সাথ আ-কর্ নবাব নিজাম বাহাদুরকা কদম্ দর্শনকে, ওয়াস্তে বান্দা কুছ গুফ্‌তগু করনেকা বহুত ইরাদা রাখতে হাঁয়। * ইহা বলিবামাত্র আতরাদি ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ায় আমার খুব সাহস হইল। তখন আমি নানাবিধ মজলিসী খোসগল্প করিতে লাগিলাম। প্রায় ১॥ ঘণ্টা সমভাবে দাঁড়াইয়া গল্প করি। গল্প শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আবার বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মোক্তারেরা পর্দ্দার ভিতর আসিয়া বলেন যে, নবাব সাহেব আপনাকে বসিতে হুকুম দিয়াছেন। এপর্য্যন্ত নবাব সাহেব ঘাড় হেঁট করিয়া ছিলেন—কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই। আমি যখন ইঁহাদের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, জহাপনাকা সামনে রু-ব-রু হোকে বৈঠনা গুস্তাকী হোতা হায়', † তখন স্তর সলার জঙ্গ কহিলেন, 'বৈঠিয়ে, কুছ গুস্তাকী নহী হ্যায়,। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকায় আমার পা ধরিয়া যায়। তাহা বুঝিয়া নবাব সাহেবের ইঙ্গিতে উকীল ও মোক্তারেরা পায়ের শিরা ঘর্ষণাদি করিয়া যান। অমনি বাহির হইতে নকীব ডাকিতে লাগিল জাহাপনাকি সেলামৎ কদম্ পর কদম্।" পরে নবাব সাহেব নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ বাবুকে খিলাত দিবার জন্য একটি লম্বা বাক্স আনীত হইল। তাহার অর্দ্ধেক উন্মুক্ত। তাহাতে সামান্য দরের শাল ছিল। গোবিন্দবাবু বলিলেন, "নবাব সাহেব যাহা দিয়াছেন তাহা আমার মাথার মুকুট ‡ কিন্তু কলিকাতায় সাহেব প্রভৃতি অনেকেই দেখিবেন।" নিজাম বাহাদুর তখন ইহার পরিবর্ত্তে ভাল শাল আনিতে ইঙ্গিত করেন। তখন ভাল কাশ্মীরী শালের জোড়া আসিল। গোবিন্দ বাবু দিনলিপিতে লিখিয়াছেন ;—"তখন বলিলাম, দত্তদ্রব্য ফেরত লওয়া হয় না, ইহাই আমীরী কায়দা। নিজাম বাহাদুর হাস্যবদনে উভয় শালই ইনায়েৎ (বক্‌শিশ) করিলেন। অতঃপর দুই তোড়া টাকা হাজির হইলে পর বরখাস্ত করিবার সময় নবাব নিজাম সকল কারখানা দেখাইবার হুকুম দিলেন। পরে সম্মানের সহিত নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে আরদালী সওয়ার প্রভৃতির হেফাজতে মাথায় ছাতা

---

* অর্থাৎ মহামান্য টেম্পল সাহেবের সহিত সাত শত ক্রোশ দূরদেশ হইতে নিজামের চরণদর্শনার্থ ও কিছু কথাবার্ত্তা কহিবার অভিপ্রায়েই আসা।

† মুখামুখি করিয়া বা সাম্‌নাসাম্‌নি হইয়া বসা বেয়াদবি। ‡ "শিরতাজ হায়্‌"।

ধরিয়া লইয়া চলিল। হাজার হাজার লোক বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সকলে 'বাবু সাহেব কী জয়' ইত্যাদি বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। উকীল প্রভৃতি বলিল, 'নবাব সাহেব কাহারও সহিত ৩।৪ মিনিটও কথা কহেন না, আপনার সহিত ৫ ঘণ্টা কথা কহিয়াছেন। আপনি খুব বড় আদমী, সকলে দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছে।' * * * আসিয়া টেম্পল্ সাহেবকে জানাইলাম। পরে 'নবাব সাহেবও তাঁহার কাছে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তাঁহার আদব-কায়দায় খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার রিয়াসতে এমন লোক আর একটি নাই।' টেম্পল্ সাহেব তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত কথা বলেন। ইহার পর হাতী চড়িয়া কেল্লা দেখিতে যাই। সাহেবদেরই তিন ফটক পর্য্যন্ত দেখিবার হুকুম, আমায় পাঁচ ফটক পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিল।" উপরি উক্ত বিবরণ হইতে তৎকালীন নিজাম-দরবারে প্রচলিত প্রথার আভাস পাওয়া যায়। নবাব সাহেব পরে গোবিন্দ বাবুকে বাগানে নিমন্ত্রণ করেন। তাহাতে তিনি তথায় গিয়া নিজের পাচকাদিদ্বারা নিরামিষ ব্যঞ্জনাদি ও অন্ন প্রস্তুত করাইয়া আহার করেন, রাজদত্ত আহার ত্যাগ করায় কিন্তু নবাব সাহেবের বিরাগভাজন হন নাই। তাঁহার প্রীতিভোজনের জন্য আট শত টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। তিনি গরদের ধুতি চাদর ও খড়ম ব্যবহার করিয়া স্বীয় সঙ্গীদিগের মধ্যে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। অতঃপর নবাব সম্‌সের ওমরাহসহ সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান রাজা শ্যামরাওজী গোবিন্দবাবুকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি ৮০।৯০ প্রকার নিরামিষ আহারীয় প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। গোবিন্দবাবু বন্ধুবান্ধবসহ তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। ভোজনের সময় প্রত্যেকের পাতের নিকট ধূপ ও দীপ দেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণেরা রাগরাগিণীসহ মহিম্নস্তব করিতে থাকেন। আহারের পর দেওয়ানজী আতর পুষ্পমাল্য হাতে গজরা বা ফুলের বালা দিয়া বিদায় দান করেন। পরদিন গোবিন্দবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হয় যে, তাঁহার সাহুকার বংশীধর আবীরচাঁদ রায় বাহাদুরের দোকানে নবাব শম্‌সের ওমরাও বাহাদুর ২৫০৲ টাকা জমা দিয়াছেন। ঐ টাকা তিনি গোবিন্দ বাবুকে তাঁহার ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সকল তৎকাল-প্রচলিত প্রথার চিহ্নমাত্র আর দৃষ্ট হয় না।

টেম্পল্ সাহেব ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পররাষ্ট্রসচিব হইয়া কলিকাতা যান। গোবিন্দ বাবু তাঁহায় মুন্সিখানার দেওয়ান হইবার জন্য হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করেন। যেরূপ সমারোহের সহিত তাঁহার বিদায়-অভ্যর্থনা হইয়াছিল, তাহা বিদেশে বাঙ্গালীর ভাগ্যে বিরল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মুন্সিখানায় না গিয়া জে, এচ, হার্ট (J. H. Heart.) সাহেবের সহিত শিম্‌লা গমন করেন। হার্ট সাহেব * ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ফাই-নান্‌স্যাল (Financial) মেম্বরের পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট হইয়া যান। এখানে কিছু দিন কার্য্য করিয়া গোবিন্দ বাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিজাম বাহাদুর এবং তাঁহার মন্ত্রী স্যর সলার জঙ্গ উভয়েই গোবিন্দ বাবুর উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রখর বুদ্ধি কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে তাঁহাদের রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আপনাদের নিকট রাখিবার প্রস্তাব করেন। এমন কি তাঁহারা স্যর রিচার্ড টেম্পল সাহেবকেও এ জন্য অনুরোধ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ বাবু কোম্পানী বাহাদুরের চাকরি করিতেছেন বলিয়া নিজামতে চাকরি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। অস্বীকার করিলেও তাঁহা-দের উভয়ের কেহই গোবিন্দবাবুকে ভুলেন নাই। কিছুদিন পরে টেম্পল সাহেব যখন বঙ্গের ছোট লাট হন, তখন একবার নিজাম বাহাদুর স্যর সলার জঙ্গের সহিত কলিকাতা গমন করেন এবং টেম্পল্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ

---

* এই হার্ট সাহেব ১৮৭৬ অব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে গোবিন্দ বাবুকে যে সুদীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি গোবিন্দ বাবুর সহিত কতদূর ঘনিষ্টভাবে কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন তাহা জানা যায়। পত্রের এক স্থানে আছে—"::: I hope to be able to get you some little present when I am in England and to send it to you to the care of Mr. Brett. and with best wishes for your welfare. I am etc. (Sd.) Rev. H. R. Hart, Offg. Private Secy, of H. E. the Viceroy.

ব্রেট সাহেবের উল্লেখ-পত্রে আছে তিনি ফরিদপুরের জজ ছিলেন। তিনি ১৮৭১ অব্দের নভেম্বর মাসে ফরিদপুর হইতে লিখিয়াছিলেন.—

"Babu Govind Chandra Sen, my Nazir, is one of the most efficient and reliable officers I have ever met. His manners are excellent and his family is eminently respectable. He has had a varied experience and has evidently ingratiated with all whom he has served."

(Sd) Alfred C. Brett, Judge, Faridpur,

করিয়া জানিতে পারেন যে, গোবিন্দ বাবু চাকরি ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। তখন তাঁহারা পুনরায় গোবিন্দ বাবুকে নিজাম সরকারে কর্ম্মগ্রহণ করাইবার জন্য লাট সাহেবকে অনুরোধ করেন। টেম্পল্ সাহেব গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বীকৃত হন। সাহেব বাহাদুর তখন মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ বাবুর বেলতলার বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন, এমন কি গোবিন্দ বাবু গৃহে না থাকিলেও তিনি তাঁহার বাগানে বেড়াইয়া যাইতেন। গোবিন্দ বাবুও প্রতি রবিবারে বেলভেডিয়ারে যাইয়া সমস্ত দ্বিপ্রহর অতিবাহিত করিতেন। সাহেব কোন দিন বা গোবিন্দবাবুর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন এবং বিস্কুট খাইতে দিতেন। শিশুদ্বয় হাত পাতিয়া বিস্কুট লইয়া পকেটে রাখিলে টেম্পল্ সাহেব হাসিতেন, কিন্তু না খাওয়ার জন্য কখনও অসন্তুষ্ট হইতেন না। এক দিন এই বিষয় গোবিন্দ বাবুকে হাসিতে হাসিতে বলেন, "গোবিন্দ, ইহারাও জানে যে, আমাদের স্পর্শ করা দ্রব্য খাইলে জাতি যাইবে।" একদিন সকালে (টেম্পল সাহেব সকালেই আসি-তেন) আসিয়া দেখেন যে গোবিন্দ বাবু গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন (তিনি প্রাতঃস্নান করিতেন এবং বেলা ৭॥ টার মধ্যে ফিরিতেন)। কোন কোন দিন টেম্পল সাহেব ইহার পূর্ব্বেই আসিতেন। সে দিন আর সাক্ষাৎ হইত না। দেখা না হইলেও টেম্পল সাহেব অসন্তুষ্ট হইতেন না। অন্য একদিন বাগানে যাইয়া দেখেন যে বিশাল পত্র মানকচুর গাছ রহিয়াছে তিনি গাছের ওরূপ পত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গোবিন্দ বাবুকে না পাইয়া গোবিন্দ বাবুর জনৈক পরিচারিকাকে ঐ গাছের দুইটি চারা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া যান। তিনি জানিতেন না যে ঐ গাছের গোড়াতেও বিশাল মূল আছে। যাহা হউক গোবিন্দ বাবু তাহা শুনিয়া অতি যত্নে ও সাবধানে দুইটি গাছ কাষ্ঠের প্রকাণ্ড টব প্রস্তুত করাইয়া টেম্পল সাহেবকে পাঠাইয়া দেন। সেই দুইটি গাছ অনেকদিন বেলভিডিয়ার প্রাসাদের সিঁড়িতে শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। সে কালে সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগের আচরণ কিরূপ ছিল এই সামান্য ঘটনা হইতেও তাহার প্রমান পাওয়া যায়।

নিজামের সহিত কথা হইবার পর গোবিন্দ বাবুর সহিত টেম্পল সাহেবের দেখা হইলে, তিনি তাঁহাকে হায়দ্রাবাদে কর্ম্মগ্রহণের কথা জানান এবং নিজাম

বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। টেম্পল সাহেবের অনুমতি অনুসারে গোবিন্দ বাবু নিজাম বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার বন্ধু স্যর সালার জঙ্গ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিজেরও বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজাম বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া যে বাড়ীতে ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে আগন্তুকদিগের বসিবার গৃহটি কলিকাতার অধিকাংশ ধনী ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবং তাঁহাদের স্ব স্ব পদোচিত বিচিত্র বহুমূল্য পরিচ্ছদে গৃহটির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই স্থলে তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদ বেশ একটু কৌতূহলোদ্দীপক হইল। তাঁহারাও তাঁহাদের কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া কেহ কেহ তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু তাঁহারা যখন জ্ঞাত হইলেন যে তিনি নিজাম বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হেতু আসিয়াছেন, তখন সকলেরই মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেখানে তাঁহাদের সংবাদ লইবার জন্য কেহ উপস্থিত ছিলেন না বা দীর্ঘকালেও কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। গোবিন্দ বাবুর দিনলিপিতে আছে—"প্রায় ঘণ্টা ১॥০ ঘণ্টা বসিবার পরে দেখিলাম স্যর সালার জঙ্গ বাহাদুর নিজাম বাহাদুরের ভাগিনেয়সহ সিঁড়িতে নামিতেছেন। উপস্থিত সকলে তাঁহাকেই নিজাম বাহাদুর মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুর্ণিশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অবতরণ করিতে করিতে, সকলের বহুমূল্য পরিচ্ছদের মধ্যে আমি একমাত্র সাধারণ পরিচ্ছদে উপস্থিত বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টি সকলকে অতিক্রম করিয়া আমার উপর নিপতিত হওয়া মাত্রই, আনন্দে হাসিতে হাসিতে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া আমার নিকট অগ্রসর হইলেন ও দুইজনে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার কুশল প্রশ্ন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন নিজাম বাহাদুরের সহিত দেখা করিবে না? নিজাম বাহাদুর তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। উপস্থিত সকলকে অবাক্ করিয়া আমাকে সেইরূপ জড়াইয়া ধরিয়া (তাঁহারা দুইজনে দুই পার্শ্বে, আমি মধ্যে) উপরে নিজাম বাহাদুরের কক্ষে লইয়া গেলেন। নিজাম বাহাদুর আমাকে দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন 'আমি বড়ু ব্যস্ত, কাল চলিয়া যাইব। সমস্তই টেম্পল সাহেবের নিকট শুনিয়া

থাকিবে। তুমি প্রস্তুত হইয়া আমার সহিত চল, তোমার ভাল হইবে।' তদুত্তরে নিজাম বাহাদুরের নিকট যাইবার অনিচ্ছা অসৌজন্যের জন্য প্রকাশ না করিয়া বলিলাম আমি কালই টেম্পল সাহেবের নিকট সমস্ত শুনিয়াছি, অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারিব না। তদুত্তরে নিজাম বাহাদুর বলেন 'আমি কাল যাইব, আমি তোমার জন্য জব্বলপুরে ৭ দিন অপেক্ষা করিব ; ইহার মধ্যে তুমি সেখানে আমার সহিত মিশিবে।' নিজাম বাহাদুরের নিকট বিদায় লইবার পর স্যর সালার জঙ্গ বাহাদুর বলিলেন যে আমরা এখন বেলভিডিয়ারে যাইতেছি চল আমরা একত্রে যাই।" গোবিন্দ বাবু যাইতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার গৃহে অবতরণ করাইয়া দিয়া চলিয়া যান। বলা বাহুল্য গোবিন্দ বাবু হায়দ্রাবাদ যান নাই। ইহাতে টেম্পল সাহেব মহা অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হন। পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত হিসাবে পরবর্ত্তী রবিবারের অপরাহ্নে গোবিন্দ বাবু দেওয়ানী আদালতের জজ এন বার্ণলে সাহেবকে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য টেম্পল্ সাহেবের নিকট লইয়া যান। টেম্পল্ সাহেব গোবিন্দ বাবুকে দেখিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়া বার্ণলে সাহেবকে ডাকিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া যান। গোবিন্দ বাবু চলিয়া আসেন। ইহার পর আর তাঁহার সহিত টেম্পল সাহেবের বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই বা সাহেবও তাঁহার কোন সংবাদ লন নাই। অর্থাভাববশতঃ গোবিন্দ বাবু বাধ্য হইয়া ফাইন্যান্স বিভাগে সামান্য বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। চাকরী গ্রহণ করিবার ৬ মাস পরে একদিন তিনি শুনিলেন যে আজ ছোট লাট সাহেব অফিস পরিদর্শন করিতে অপরাহ্নে আসিবেন। যথাসময়ে টেম্পল সাহেব অফিস পরিদর্শনে আসিলেন। আফিসের সকলেই তাঁহার সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গোবিন্দ বাবু তাঁহার আগমন সংবাদ জানিতেন না এইরূপ ভাবে যেরূপ বসিয়া কার্য্য করিতেছিলেন সেইরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন কিন্তু টেম্পল সাহেব গোবিন্দ বাবু সেই আফিসে কার্য্য করিতেছেন এবং তিনি যে বসিয়া রহিলেন তাহা দেখিয়া সেক্রেটারীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। টেম্পল সাহেব সেক্রেটারীর কক্ষে যাইবার পর অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া গোবিন্দ বাবুকে বসিয়া থাকার জন্য বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করেন এবং ছোট লাট সাহেব চলিয়া গেলে তাঁহাকে কি দণ্ড দেওয়া হইবে তাহা বিবেচনা

করিবেন বলেন। "আফিস পরিদর্শনের পর টেম্পল সাহেব চলিয়া যাইবার সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় সকল কর্ম্মচারী উঠিয়া দাঁড়াইলে গোবিন্দ বাবুও উঠিয়া দাঁড়ান, কিন্তু টেম্পল সাহেব তাঁহার নিকটে আসিয়া গোবিন্দ বাবুর স্কন্ধে হাত দিয়া বলেন গোবিন্দ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? আমি সে সময়ে বুঝি নাই। তুমি হায়দ্রাবাদে না যাইয়া ভালই করিয়াছ।" এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কথা কহিতে কহিতে গাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যান এবং সাহেব গাড়ীতে বসিয়া গোবিন্দবাবু গাড়ীর পাদানের উপর পা রাখিয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে থাকেন। এদিকে অফিসের সমস্ত লোক বিস্মিত হইয়া উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে থাকেন! দীর্ঘকাল আলাপের পর টেম্পল সাহেব গোবিন্দ বাবুকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়া চলিয়া যান। তখন অফিসে গোবিন্দ বাবুকে দণ্ড দিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া সমস্ত ঘটনা জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে কলিকাতায় কোন কার্য্য খালি না থাকাতে টেম্পল সাহেব ফরিদপুরের জজ ব্রেট সাহেবকে অনুরোধ করেন। ব্রেট সাহেব তাঁহার নাজির করিয়া গোবিন্দ বাবুকে ফরিদপুরে লইয়া যান। বলা বাহুল্য গোবিন্দ বাবুর নৈতিক বল সংসারের সকল প্রলোভন, ও সকল প্রকার ক্ষতিলাভের উপর ছিল। তিনি স্বীয় বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঝান্সীর রাণী স্বনামধন্যা লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীর দলে যোগ দিবার জন্য গোবিন্দ বাবুকে যথেষ্ট লোভ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোম্পানীর "নিমক খাইয়া" সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। সামান্য এক জন লোক এরূপ ভাবে লোভ ত্যাগ করিতে পারে দেখিয়া মহিমময়ী রাণী লক্ষ্মীবাঈ তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাতের ২২ ভরি ওজনের সোণার বালা একগাছি খুলিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সত্যপরায়ণ নিমকহালাল লোক পাইলে আমাদের সফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিত না।" যাহা হউক সাহেবের সহিত এইরূপে সম্প্রীতি নষ্ট হইবার কিছুদিন পরে তিনি সামান্য বেতনে ফাইনান্স্যাল ডিপার্টমেন্টে কেরাণীগিরিতে প্রবেশ করেন। ৬।৭ মাস কর্ম্ম করিবার পর একদিন ছোট লাট অফিস পরিদর্শনে

আসেন এবং তথায় গোবিন্দ বাবুকে দেখিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করেন "গোবিন্দ, তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ?" এই কথা বলিয়া তিনি গোবিন্দ বাবুর হাত ধরিয়া বাহিরে যান এবং গাড়ীর পায়দানে পা রাখিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে থাকেন। তিনি বলেন, "তখন আমি বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি, তোমার কথাই ঠিক, তুমি হায়দ্রাবাদ না যাইয়া ভালই করিয়াছ।" প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কথার পর লাট বাহাদুর চলিয়া গেলে অফিসের সাহেব ও কেরাণীদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কথামত গোবিন্দ বাবু টেম্পল্ সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন, "বর্দ্ধমানের জজ ব্রেট সাহেবকে তোমার কথা বলিয়াছি, তিনি বদলি হইয়া ফরিদপুর যাইতেছেন। তাঁহার নাজিমের আবশ্যক। তুমি সেই চাকরি গ্রহণ কর।" গোবিন্দ বাবু তাহাই করেন। তিনি দূরে গেলেও টেম্পল্ সাহেবের আন্তরিক ভালবাসা হারান নাই। এমন কি, সাহেব বাহাদুর বোম্বায়ের লাট হইবার পর বিলাত যাইয়া যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ বাবুকে স্মরণ করিয়া পত্র লিখিতেন। তাঁহার পুত্র আন্দামানের চিফ কমিশনর স্যর আর, সি, টেম্পল্ মহোদয়ও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং তাঁহার পিতার সময়ের পুরাতন কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি কলিকাতা যাইলেই গোবিন্দ বাবুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ দিতেন।

গোবিন্দ বাবু ফরিদপুরে কয়েক বৎসর বাস করিবার পর এ স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গঙ্গাতীরে বেলতলা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কালীঘাটে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন। বেলতলা ও বকুলবাগান রোডের মিলন-স্থানে একটি বহুশীর্ষ খেজুর গাছ দণ্ডায়মান থাকিয়া বঙ্গের এই কৃতী সন্তান নাগপুর ও হায়দ্রাবাদে বাঙ্গালীর সমাদর ও সম্মানের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মুন্সী গোবিন্দ-চন্দ্র সেনের বসতবাটীর শেষচিহ্নস্বরূপ ঐ স্থানের দ্বিতল বাটী এক্ষণে হস্তান্তরিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত হইলেও তাহার প্রথম তলের গৃহ আজিও পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে।

৺শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলায় বৈঁচির উত্তরে বড়ধামাস

নামক গ্রামে একজন সম্মানিত গৃহস্থ ছিলেন এবং কলিকাতায় এক সওদাগরী অফিসে ২৫৲ টাকা বেতনে গুদাম-সরকারী করিতেন। কর্ম্মসূত্রে তিনি কলিকাতা হোগোলকুঁড়িয়ার পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ বুধবার শিবচতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র মধুসূদনের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তিনি পিতার নিকট কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহার প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিচয়স্বরূপ তিনি নাকি শৈশবে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। দেশস্থ অনেকেই তাঁহার পিতার নিকট চাকরির উমেদারী করিতে আসিত। একবার অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এইরূপ একজন আসিলে সরলপ্রকৃতি পিতা তাহার জামিন হইয়া এক চিনির কলে চাকরি করিয়া দেন। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক কলের তহবিল ভাঙ্গিয়া দশ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জামিনের টাকা দিতে হয়। তাহাতে দেশে তাঁহার দুইখানি খোড়ো ঘর আর সামান্য চাষের জমি ছাড়া সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। কলিকাতার বাড়ীখানাও যায়। তিনি হোগোলকুঁড়িয়াতেই একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার অনতিকাল পরেই তিনি স্ত্রীপুত্র কন্যাগণকে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ফেলিয়া পরলোকযাত্রা করেন। এই সময় শিশুপুত্রের অক্লান্ত পিতৃসেবা সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। সপ্তমবর্ষীয় পুত্র তখন পিতৃবন্ধুগণের পরামর্শে ও সাহায্যে বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীদ্বয়কে লইয়া দেশে যান, এখানে অনন্যোপায় জননী অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। সেই বিধবাকে গৃহ-চরকার সূতা ও সামান্য জমির কৃষিজাত হইতে কত কষ্টে যে চারিজনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। মাতৃ-ভক্ত শিশুর প্রাণে তাহা বাজিল। সেই অতি কষ্টের সংসার তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে এমনই ভাবে ও এত সত্বর জাগাইয়া তুলিল যে, সেই সপ্তমবর্ষীয় শিশু দুরন্তপণা এককালে পরিহার করিয়া জননী ও ভগিনীদের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হইয়া একাকী কলিকাতায় জনৈক পরিচিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে থাকিয়া বালক হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া স্বীয় সৎসাহস, মধুর প্রকৃতি ও বিদ্যানুরাগে অচিরেই হেয়ার সাহেবের হৃদয় জয় করিয়া বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যার্জ্জনকালে এই
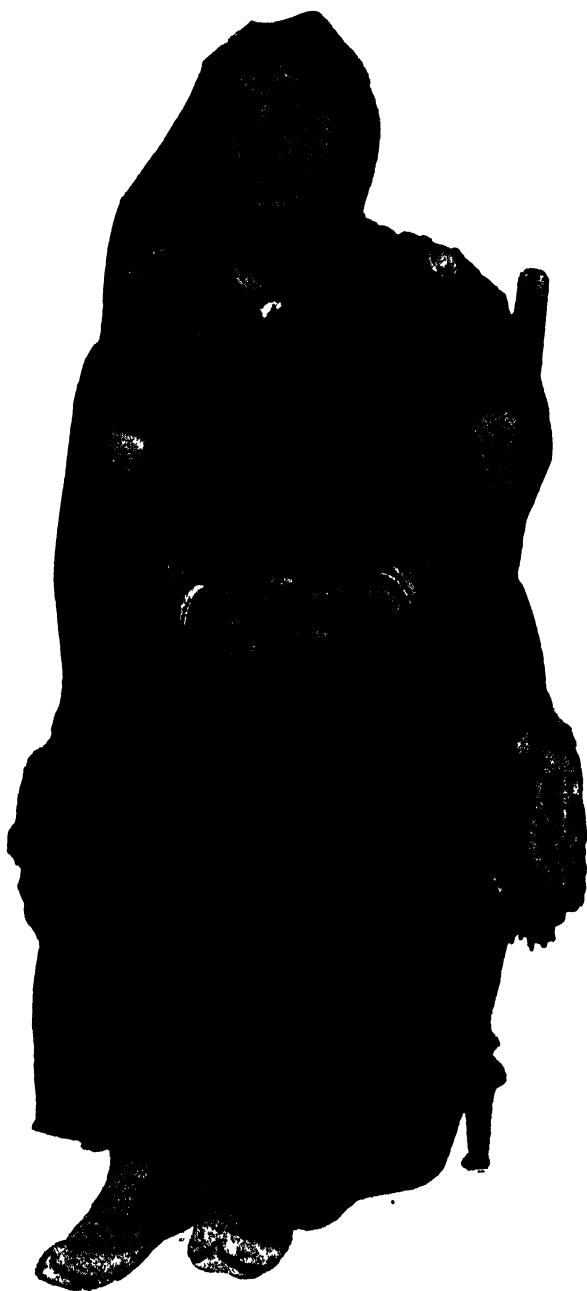
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। পৃঃ ১১৮

কোমলমতি শিশু কত অসুবিধা কত যে বিঘ্নের মুখ দেখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু স্থিরসঙ্কল্প সহিষ্ণু বালক সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রবাদ মিথ্যা নহে যে, "স্বাবলম্বীর সহায় স্বয়ং ভগবান্"। তিনি যে ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং বালক মধুসূদন রাজপথের আলোকে আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন। একদিন স্বনামপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র গুহ-মহাশয় তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া এবং কারণ জানিতে পারিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলেন, "তুমি কাল থেকে আমার ছোট ছেলেকে ইংরেজী প্রথমভাগ পড়াইও, আমি তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব।" এই সময় মধুসূদনের বয়স মাত্র নয় বৎসর। সহৃদয় জমিদার বালককে বেতন ব্যতীত প্রতিমাসে এতটা 'সিধা' দিতেন যে, তাঁহার আর খাইবার খরচ লাগিত না। সুতরাং, তিনি মাতাকে প্রতিমাসেই তিন টাকা করিয়া পাঠাইতেন। কয়জন ৯ বৎসরের বালক দূর দেশে থাকিয়া শিক্ষকতার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনার ভরণপোষণ এবং বিধবা জননীকে অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হয়? সময়ে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং প্রথমাবধি কলেজের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পবিগণিত হন এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই। হিন্দু কলেজ হইতে তিনি জুনিয়ার পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ২০৲ টাকা এবং ১৮৪৯ অব্দে সীনিয়ার বা চরম পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৪৯ টাকা বৃত্তি পান। এই সময় তাঁহার তৃতীয় পক্ষে বিবাহ হয়। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রথম বিবাহ হইলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয় এবং পঞ্চাদশ বর্ষ বয়সে পুনরায় বিবাহ করিলে দুই বৎসরের মধ্যে সেই স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। মাতার আদেশে কিন্তু ইহার পরও তিনি এক পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

মধুসূদন বাবু যখন শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার সহপাঠী ৺প্রসন্ন কুমাব সর্ব্বাধিকারী এবং উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শে তিনি রুড়কী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে

প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের যত্নে তিনি গবর্ণমেণ্ট ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ১৮৫২ অব্দের ১৮ই নবেম্বর উক্ত কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হন। তিনি রুড়কী কলেজের দ্বিতীয় বাঙ্গালী ছাত্র। প্রথম ছাত্র বাবু নীলমণি মিত্র ১৮৫১ অব্দের ৩রা মার্চ্চ এখানে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত এবং লালা মন্নুলালের সহিত তাঁহার এরূপ বন্ধুত্ব জন্মে যে, তাহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা তিন জনেই এক বাসাতে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে যেমন, এখানেও তেমনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা তাঁহার একায়ত্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ অব্দের আগষ্ট মাসে পরীক্ষার সময় পীড়িত হওয়ায় এবং একদিন পরীক্ষা দিতে না পারায় শেষ এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হন এবং সার্ভেইং (জরীপ) ও সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংএ প্রথম হইয়া দুইটী পুরস্কার লাভ করেন। শেষ পরীক্ষার পর তিনি এক বৎসর রুড়কী কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া যশোলাভ করেন। এই সময়ে কানপুরের গঙ্গার খাল খনন কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য ছোটলাট বাহাদুর মধুসূদন বাবুকে অ্যাসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়রের পদ প্রদান করিয়া তথায় পাঠান। কিছুদিন পরেই সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। মধুসূদন বাবুর হস্তে তখন বিস্তর সরকারী অর্থ ছিল। তিনি তৎসমুদয় গোপনে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে পাঠাইয়া দেন। পরে বিদ্রোহী দল তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিলে তিনি দ্বিতলের ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ফতেআলী নামক একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের সহিত পলায়ন করেন। দিবসে লুকাইয়া থাকিয়া ও রাত্রিতে পথ চলিয়া ক্রমে এটাওয়াতে আসিয়া পৌছেন, কিন্তু এই সহরও বিদ্রোহীদল বেষ্টন করিতে আসিলে তিনি রজনীযোগে স্ত্রীলোকের বেশে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন এবং শীঘ্রই লর্ড গফ ও জেনারেল হাভলকের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হন। এক্ষণে তিনি সামরিক এঞ্জিনীয়র হইয়া জেনারেল হাভলকের সেনাদলের কার্য্য করিতে থাকেন। ঝান্সী আক্রমণ এবং লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের যুদ্ধস্থলে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া জেনারেল হাভলক বলিয়াছিলেন, "বাবু এ দুর্দ্দিনে আপনার রাজভক্তি ও সাহস আমাদের মনে থাকিবে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই যুদ্ধেই জেনারেলের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে মধুসূদন বাবু ছুটি লইয়া দেশে যান। সেই সময় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের হাত দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে জায়গীর পুরস্কার দেন। মধুসূদন বাবু অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার প্রাপ্য জায়গীর তিনি পান নাই। এই সময় মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি সপরিবারে কানপুর যান এবং তথা হইতে মীরাটে বদলী হন। মীরাটে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। এখানে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৭ অব্দে হিন্দুস্থানী ভাষায় এল, সি, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথম গ্রেড অ্যাসিস্‌টাণ্ট এঞ্জিনীয়রের পদে বেরেলী বদলী হন এবং পর বৎসর ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়র হইয়া ঝান্সী প্রবাসী হন।

ঝান্সী অবস্থান কালে তাঁহার সহপাঠী বন্ধু রায় মন্নুলাল বাহাদুর, সার সালারজঙ্গ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নিজাম রাজ্যের সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন। তিনি মধুসূদন বাবুকেও নিজাম রাজ্যে কর্ম্ম লইবার জন্য অনুরোধ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধুবরের অনুরোধে ১৮৬৮ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গকে দেশে রাখিয়া আসেন এবং উক্ত সিভিল এঞ্জি-নিয়ারীং কলেজের অ্যাসিস্‌টাণ্ট প্রিন্সিপালের পদ লইয়া হায়দ্রাবাদ প্রবাসী হন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু অ্যাসিস্‌টাণ্ট চীফ এঞ্জিনীয়রের পদ পাইলে তিনি তাহার স্থলে প্রিন্সিপাল হন এবং নিজাম রাজ্যের সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ অব্দে সার সালারজঙ্গ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মধুসূদন বাবু বালক নিজামের বিদ্যাশিক্ষা কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য নিজামকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষান্তে তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তাঁহার স্বাধীন মত পাঠ করিয়া জঙ্গবাহাদুর ও নিজামের গৃহশিক্ষক কাপ্তেন ক্লার্ক সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধুসূদন বাবুর ছাত্র, বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর ও নিজাম বাহাদুরের অ্যাসিস্‌টাণ্ট মিনিষ্টার মিঃ সৈয়দ হোসেন বিল্‌গ্রামী, তাঁহার সহোদর মিঃ সৈয়দআলী বিলগ্রামী এবং রাজা লাল্‌তা প্রসাদ তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণের শীর্ষস্থানীয়। ১৮৭৮ অব্দে তিনি স্বীয় পুত্রগণকে

দেশ হইতে আনাইয়া নিজাম কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইহার দুই বৎসর মাত্র পরে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্যামাচরণ আত্মহত্যা করায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া অন্য দুই পুত্র কালীচরণ ও করালীচরণকে দেশে পাঠাইয়া দেন।

কিছুকাল পরে হায়দ্রাবাদের এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ উঠিয়া গেলে মধুসূদন বাবু ১২০০৲ টাকা বেতনে সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৭ অব্দে প্রথম ইণ্টারন্যাশান্যাল একজিবিশন উপলক্ষে নিজাম বাহাদুর কলিকাতা আসেন। নিজামগবর্ণমেণ্ট মধুসূদন বাবুর উপর সমস্ত বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতা পাঠান। তিনি পাইক পাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের প্রাসাদ ভাড়া করিয়া নিজামের বাসের ব্যবস্থা ও সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে প্রায় দেড় কোটী টাকা ব্যয় হয়। এবং সমস্ত মধুসূদন বাবুর হাত দিয়াই খরচ হয়। এরূপ স্থলে সাধারণ দুর্ব্বল চিত্ত লোকের পদ-স্খলন হওয়া বিচিত্র ছিল না, কিন্তু চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যায় জাত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রচলিত প্রবাদকে মিথ্যা করিয়া এমন নির্লোভ, বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান্ হইয়াছিলেন, যে, পদস্খলন ত দূরেব কথা উহা তাঁহার কল্পনাতেও আসিতে পারিত না। কানপুরে তাঁহার হস্তে যখন ইংরেজ সরকারের প্রচুর অর্থ ছিল, তখন জনৈক বন্ধু এবং অন্যান্য দুই এক জন লোক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত বিপুল অর্থের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার ইঙ্গিত করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন বাবু মধুর তিরস্কারে তাঁহা-দিগের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "দাদা! টাকার চেয়ে বিশ্বাসের দাম অনেক বেশী।"

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়র হওয়ায় সর্ব্বদাই তাঁহাকে মফঃস্বলে ভ্রমণ করিতে হইত এবং সেই সূত্রে তিনি এই রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদর্শন করেন। এই সময় কয়েকবার বাঘের মুখে পড়িয়া তাহা হইতে রক্ষা পান। ১৮৯২ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদ আসিয়া তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মধুসূদন-বাবু কয়েকজন বাঙ্গালীকে নিজাম-সরকারে কর্ম্মোপলক্ষে হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী করাইয়াছিলেন। চীফ এঞ্জিনীয়র পামার সাহেবের পরামর্শে তিনি হায়দ্রাবাদ সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে খয়রাতাবাদে নিজের একখানি বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পামার-সাহেবও তাঁহার উক্ত বাংলার

পার্শ্বেই নিজের বাংলা প্রস্তুত করিয়া দুইজনেই খয়রাতাবাদে বাস করিতেন। এই সময় মধু বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় নিজাম সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় কলিকাতাতেই থাকিয়া ব্যবসায়াদি করেন।

ত্রিশ বৎসর নিজাম-সরকারে গৌরবের সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন বাবু পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। পেন্‌সন্ প্রাপ্তির পরও নবাব ফকর-উল্-মুল্ক্ স্বীয় শৈলবাস নির্ম্মাণের কার্য্যে তাঁহাকে সহস্র টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার শেষ জীবন কলিকাতা টালার বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া ১৯০৯ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক যাত্রা করেন। তিনি কয়েকদিন মাত্র সামান্য জ্বর ভোগ করিয়া রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় ডাক্তার ও কবিরাজকে আসিতে দেখিয়া বলেন, "এত রাত্রে কেন আসিয়াছ—আমি ত বেশ ভাল আছি"। ইহার একঘণ্টা পরেই কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করিয়া তিন পুত্র—কালীচরণ, করালীচরণ ও শক্তিচরণ, পত্নী দেবী বিন্দুবাসিনী, দুই কন্যা এবং প্রকাণ্ড পরিবার রাখিয়া অনন্ত কালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন।

স্বর্গীয় মধুসূদন বাবুর অনন্যসাধারণ গুণরাশির মধ্যে তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা, মনুষ্যোচিত সত্যপ্রিয়তা, সৎসাহস, বিশ্বস্ততা ও বন্ধুবৎসলতা তাঁহাতে বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। নিঃসহায় বালক দেখিলেই তিনি তাহার ভরণ পোষণের ভার লইতেন। সেই সকল বালকের অনেকেই পরে উকীল মুন্সেফ প্রভৃতি হইয়াছেন। তাঁহাকে আত্ম-গুণানুবাদ করিতে কেহ শুনেন নাই। তিনি কখন কাহারও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই।

পেন্‌সন গ্রহণের পর তিনি একবারমাত্র দুই মাসের জন্য হায়দ্রাবাদের পুরাতন বন্ধুদিগের নিকট শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সংসার হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালযাপন করিয়াছিলেন, মধুসূদন বাবু ইহজগত হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়দ্রাবাদ তাঁহার স্মৃতি মুছিতে পারিবে না। হায়দ্রাবাদ রাজধানীতে তাঁহার বহু কীর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। নিজামবাহাদুরের সুদৃশ্য "ফালকনামা প্যালেস" নবাব ফকর্-উল্-মুল্কের শৈলবাস চারমিনারের নবশ্রী এবং মুসী নদীর উপর প্রশস্ত সেতু তাহার অন্যতম। তিনি যখন এঞ্জিনীয়রিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন

একবার সেকেন্দ্রাবাদের "হোসেন সাগরের" বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। সে জল কেহ আটকাইতে না পারায় হু-হু শব্দে জল আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করে। চীফ এঞ্জিনীয়র পামার সাহেবও ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া রাত্রিকালেই স্যার সালার জঙ্গকে লইয়া মধু বাবুর বাটীতে ছুটিয়া আসেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভগ্নবাঁধের নিকট লইয়া যান। তখন জলের প্রবাহ যেরূপ প্রবল ছিল, তাহাতে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেকেন্দ্রাবাদ ডুবিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মধুসূদন বাবুর ব্যবস্থায় তৎক্ষণাৎ বড় বড় পাথরে বালি ও খড় বাঁধিয়া ভগ্ন বাঁধের মুখে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমাগত তিনঘণ্টা কাল এইরূপ প্রস্তর নিক্ষেপের পর জলের প্রবাহ-পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মধুসূদন বাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা হওয়ায় নগরবাসী সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা কৃতজ্ঞতার সহিত ধ্বনিত হইয়াছিল ও তাঁহার যশ অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিবার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন মুসী নদীর বন্যায় হায়দ্রাবাদ সহর ডুবিয়া যায়, তখন তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আক্ষেপ করিতে করিতে বলিয়াছিল,—"আজ মধু-বাবু থাকিলে আমাদিগকে এমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত না।"

স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ণ শাস্ত্রে আচার্য্য (ডি-এস-সি) উপাধি লাভ করিয়া ভারতে যখন আসেন তখন মধুসূদন বাবুর পরামর্শে নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যার সলার জঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হায়দ্রাবাদ রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য নিযুক্ত হন।

ডাক্তার অঘোর নাথের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার পাটুলী গ্রাম। পরে তাঁহারা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁয়ে গিয়া বাস স্থাপন করেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সুপণ্ডিত ছিলেন। অঘোরনাথ তাঁহার পিতা ৺রামচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অন্য তিন সহোদর শিক্ষাবিভাগের কার্য্যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণগ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করিয়া এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অঘোরনাথ কলিকাতা

প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হন। এখানে তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই কৃতী ছাত্র ছিলেন। জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য ইংলণ্ড যাইবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় অঘোরনাথ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দান করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া বার্ষিক ৪৫০০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। তখন সিবিল সার্ভিস্ এবং কূপার্স হিল এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষা দিবার কয়েক মাস মাত্র সময় ছিল। তিনি সেই কয়মাস সময় পাইয়াই ঐ দুই পরীক্ষা দেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলেও সিবিল সার্ভিসে সংস্কৃতে প্রথম স্থান এবং কূপার্স হিলের পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি রসায়ন অধ্যয়নের জন্য এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এডিন্‌বরায় বি-এস-সী পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানে ক্যাক্‌স্‌টার বৃত্তি পান। পরে রসায়নের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি হোপ (Hope prize) পুরস্কার লাভ করেন। এই পরীক্ষায় এডিন্‌বরা ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সহকারী অধ্যাপক তাঁহার প্রতিযোগিতা করিয়া ছিলেন। ইহাতে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁহার অন্যতম অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন সাহেব ভারতীয়দের নিকট তাঁহার এই প্রতিভাবান্ যশস্বী ছাত্রের গল্প করিতে আনন্দানুভব করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা মৃণালিনী দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে বি-এস-সী পরীক্ষার জন্য কেম্‌ব্রিজে পড়িতে যান, সেই সময় একবার পিতৃগুরু দর্শনে পিতার শিক্ষাক্ষেত্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তীর্থযাত্রা করেন। তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন তাঁহার যশস্বী ছাত্রের কন্যাকে দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন এবং অতিশয় সস্নেহ ব্যবহার করেন।

অঘোরনাথ বাবু ইংলণ্ড হইতে জর্ম্মনীতে গিয়া বন্ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও নানা বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। এখানে তিনি বেঞ্জিন যৌগিক পদার্থ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আঠার মাস পরে এডিনবরায় ফিরিয়া আসিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তথাকার ডি, এস্‌সী অথাৎ বিজ্ঞানাচার্য্য উপাধি লাভ করেন। যতদূর জানা গিয়াছে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি-এস্‌সি। য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যে আগমন করেন। এখানে

তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগে নিজাম কলেজ এবং বালক বালিকাদের জন্য অনেক-গুলি স্কুল স্থাপিত হয়। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব শিক্ষাদান প্রণালী এবং অমায়িক উদার ব্যবহারে ও চরিত্রবলে তিনি ছাত্রবৃন্দ এবং এই রাজ্যের বিবিধ শ্রেণীর লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হন। তাঁহার যশও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া ঈর্ষাপরতন্ত্র ষড়যন্ত্রকারিগণ তাঁহাকে বিপন্ন করিবার বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। চক্রান্তের ফলে ১৮৮২ অব্দে তিনি হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সেই সময় তিনি কলিকাতা থাকিয়া তথায় গ্রে ষ্ট্রীটে য়ুনির্ভাসিটি স্কুল নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্কুলই পরে য়ুনির্ভাসিটি কলেজে পরিণত হয় এবং ডাক্তার অঘোর নাথ পুনরায় হায়দ্রাবাদ চলিয়া যাইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় উহা ক্রয় করিয়া মেট্রপলিটান কলেজের সহিত একীভূত করিয়া লয়েন। কলিকাতা অবস্থান কালে ডাক্তার অঘোর নাথ তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হওয়ায়, ষড়যন্ত্রকারীরা হায়দ্রাবাদ হইতে বিতাড়িত হয়, এবং তিনি নিজাম বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যে সাদরে পুনরাহূত হন। তাঁহার হায়দ্রাবাদ রাজধানীতে দুই মাস পরে পুনঃ প্রবেশ কালীন অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনাদি একটি উৎসবের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদ অবস্থান কালে সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবক্তা অঘোর নাথ অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারীর বিষ দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় তাঁহারা তথা হইতে তাঁহার নির্ব্বাসন ঘটাইবার মতলব করিয়া-ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং নিজাম বাহাদুর তাঁহার পক্ষ সমর্থন করাতেই তাঁহাদের সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

বহু বৎসর শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে কর্ম্ম করিয়া ডাক্তার অঘোর নাথ নিজাম সরকার হইতে পেন্সন লইয়া আসিয়া ১৯১০ সাল হইতে কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। এই সময় তিনি কিছুকাল সিটি কলেজে অবৈতনিক বিজ্ঞানাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কয়েক বৎসর হইল হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গজননী তাঁহার এক উজ্জ্বল-রত্ন হারান ও সমগ্র ভারত এই মহাপণ্ডিতের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাব যুবক অঘোর নাথের উপর পতিত হয় এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত এবং অন্য দুই একজন সহপাঠীর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

তিনি স্বাধিনচেতা মুক্তপ্রাণ ও মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গৃহে হিন্দু মুসলমান, ধনী দরিদ্র, সাধু এবং অসাধু; সর্ব্বশ্রেণীর সকল ধর্ম্মের পণ্ডিত-গণের নিত্য দরবার বসিত। তিনি সকলের সহিত সমান ব্যবহারে এবং আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ করিতেন। বহু বৎসর মুসলমান রাজ্যে অতিবাহিত করায় তাঁহার বেশভূষা ও আদব-কায়দা মুসলমানী ধরণের হইয়াছিল। উর্দ্দু ও পারশ্য ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সংস্কৃতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শিবগঙ্গা সম্মীলন তাঁহাকে তজ্জন্য বিদ্যারত্ন উপাধি দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার অঘোর নাথ আধুনিক রসায়নী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও এলকেমীর চর্চ্চা করিতেন। নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তাঁহার একটি খেয়ালের মধ্যে অথবা অবকাশামোদের প্রধান বিষয় ছিল। তাঁহার গৃহে এই পরীক্ষার বিরাম ছিল না এবং যে কেহ কোন নূতন প্রক্রিয়ার কথা বলিলেই তাঁহার নিকট আদৃত হইতে পারিত। এজন্য তিনি জীবনে বড় অল্প টাকা নষ্ট করেন নাই। তাঁহার বিদুষী কন্যা যশস্বিনী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার অমর তুলিকায় পিতৃদেবের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন,— * * * I suppose in the whole of India there are few men whose learning is greater than his, and I don't think there are many men more beloved. He has a great beard and the profile of Homer and a laugh that brings the roof down. He has wasted all his money on two great objects : to help others and on alchemy. He holds huge courts every day in his garden of all the learned men of all religions- Rajahs and beggars and saints and downright villains, all delightfully mixed up, and all treated as one.

ডাক্তার অঘোর নাথ গিয়াছেন, কিন্তু তিনি এ রাজ্যে যে শিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছেন, প্রজাবৃন্দের জাতীয় জীবনে যে নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এখানে শিক্ষার প্রচার জ্ঞানের অনুশীলন যতদিন

থাকিবে ততদিন হায়দ্রাবাদবাসী জন-সাধারণের হৃদয়ে বঙ্গের এই সুসন্তানের পুণ্য স্মৃতি জাগরূক থাকিবে। ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হায়দ্রাবাদস্থ বাসভবনের নাম 'চট্টোপাধ্যায় ভিলা'।

ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারবর্গ এক্ষণে হায়দ্রাবাদেই বাস করিতেছেন। তাঁহার চারি পুত্র চারি কন্যার মধ্যে প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বনামধন্যা শ্রীমতি সরোজিনী নাইডুর সংসার হায়দ্রাবাদেই, কিন্তু তিনি ভারতের সর্ব্বত্রই এবং ভারতের বাহিরে দেশের কার্য্যে ঘুরিতেছেন। এই বিবরণ সংগ্রহকালে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ভূপেন্দ্র বাবু নিজাম রাজ্যের এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট, জেনারালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা বিদুষী শ্রীমতি মৃণালিনী দেবী য়ুরোপ হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন। তৃতীয় পুত্র এবং চতুর্থ কন্যা মাদ্রাজে এবং চতুর্থ পুত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র নরওয়ে প্রবাসে ছিলেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১৮৭৯ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ পণ্ডিত এবং স্ত্রীশিক্ষানুরাগী পিতা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ" এই শাস্ত্র বচনের মর্য্যাদা রাখিয়া কন্যাকে বিদুষী করিয়া তুলিবার জন্য কোন যত্নেরই ত্রুটি করেন নাই। কন্যারত্নও পিতার চেষ্টাই শুদ্ধ ফলবতী করিয়াছেন এমন নহে, তিনি পাশ্চাত্য জগতে ভারতনারীর গৌরব প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁহার কন্যা উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। শিক্ষাও তিনি সেই ভাবে দিতেছিলেন। কিন্তু স্বভাবজাত কবিত্ব শক্তি তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে অতিক্রম করিল। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"শৈশবেই অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয় হইলেও সে সময়ে কবিতা লিখিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। * * * কিন্তু পিতামাতার (তরুণ বয়সে আমার মা কয়েকটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।) নিকট হইতে যে কবিতানুরাগের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলাম, তাহাই বিজ্ঞান শিক্ষার চেষ্টার উপর প্রাধান্য লাভ করিল। আমার ১১ বৎসর বয়সের সময় একদিন বীজ গণিতের একটী আঁক কসিতে না পারিয়া বিমর্ষ

ভাবে ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আঁকটা শুদ্ধ করিয়া কসিতে পারিয়াছিলাম না। কিন্তু সে সময় হঠাৎ একটা কবিতা মনে আসিল, তাহা আমি লিখিলাম। সেই দিন হইতেই কবি জীবনের সূত্রপাত। তের বৎসর বয়সে ছয় দিনে তেরশত পংক্তির একখানা কবিতা পুস্তক * লিখিলাম। সেই বৎসরই অসুখের সময় ডাক্তার বলিলেন, আমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে বই ছুঁইতে পাইব না। তাঁহার কথার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের জন্য একখানা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং দুই সহস্র পংক্তিতে তাহা সম্পূর্ণ করিলাম। এই সময়েই চিরকালের তরে আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। বিদ্যালয়ে পাঠ বন্ধ হইল, কিন্তু বাড়ীতে আমি খুব পড়িতে লাগিলাম। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের মধ্যেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছি। এই সময়ে আমি একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলাম, অন্যান্য লেখাও অনেক লিখিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি জীবনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।" ১৮৯১ অব্দে বার বৎসর বয়সে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন এবং তাঁহার খ্যাতি দেশময় বিস্তার লাভ করে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নিজামবৃত্তি গ্রহণ করিয়া সরোজিনী ইংলণ্ড গমন করেন। ইংলণ্ড বাস কালে তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সভা নানা স্থানে তাঁহাকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন দান করেন। তিন বৎসর লণ্ডনে থাকিয়া কিংস্ কলেজে ও পরে গার্টনে অধ্যয়ন করিয়া পুনরায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৯৮ অব্দে ইটালী ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ইটালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে তদ্দ্বারা তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি সম্বর্দ্ধিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিদেশী ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতা রচনা করিতেন কিন্তু জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক এডমণ্ড গসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইবার পর যে সকল রচনা তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহা ইংরেজীতে লিখিত হইলেও দেশীয় ভাবে পূর্ণ।

মিষ্টার এডমাণ্ড গস্‌ই (Edmund Gosse) স্বনাম প্রসিদ্ধা বঙ্গ-নারীরত্ন কুমারী তরুদত্তের কবিতাবলীর সহিত পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় করাইয়া দিয়া-

* কবিতার নাম "*Lady of the Lake.*"

ছিলেন, এবং তিনিই শ্রীমতী সরোজিনীর কাব্য "Bird of Tune" সাহিত্য জগতে পরিচিত করাইয়া কবি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"Mrs Naidu is, I believe, acknowledged to be the most accomplished living poet of India—at least of those who wrote in English * * * But I do not think that any one questions the supreme place she holds among those Indians who choose to write in our tongue. Indeed I am not disinclined to believe that she is the most brilliant, the most original, as well as the most correct, of all natives of Hindusthan who have written in English."

মিষ্টার আর্থার সাইমন্স বলিয়াছেন,—"It was the desire of beauty that made her a poet, her nerves of delight were always quivering at the contact of beauty. To those who know her in England, all the life of the tiny figure seemed to concentrate itself in the eyes; they turned towards the sun, opening wider and wider until one saw nothing but the eyes."

খৃঃ ১৮৯৮ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে য়ুরোপ হইতে বাটী ফিরিয়া কুমারী সরোজিনী হায়দ্রাবাদের Regular Force সৈন্যদলের ষ্টাফ সার্জ্জন ও সামরিক অফিসর (Staff Surgeon & P. M. O.) ডাক্তার মুথালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুর সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হন। মান্দ্রাজের ব্রাহ্মমন্দিরে তাঁহাদের বিবাহ হয়। ডাক্তার নাইডু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মান্দ্রাজের মেডিকেল কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, বি, সি, এম, উপাধি লইয়া ১৮৯৭ অব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারে উক্ত সামরিক বিভাগীয় কার্য্যে যোগদান করেন ও সেই সঙ্গে হায়দ্রাবাদের মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপনাও করিতে থাকেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এতদিন স্বীয় প্রতিভা এবং অসামান্য কবিত্ব শক্তিতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠা পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু

ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পি-এচ্-ডি। পৃঃ ২০৪

কুমারী মায়ালতা সোম। পৃঃ ৪৮

এক্ষণে তাঁহার বক্তৃতা শক্তির অসাধারণত্বও সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। বহুবর্ষ হইতে তিনি দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; ভারতের নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাঁহাদের উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ এবং দেশের কল্যাণকর যাবতীয় বিষয়ে উদ্যোগিনী হইয়াছেন, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ও সুদূর এমেরিকায় শত শত সভা সমিতি, পরিষদ ও মহাসভা মণ্ডপ হইতে তাঁহার কণ্ঠ শুনা যাইতেছে। একবার ১৯১০ সালে যখন মুসী নদীর বন্যায় হায়দ্রাবাদ জলমগ্ন হয় তখন তিন সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বহু লোক নিরাশ্রয় ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। সেই সময় দেবী সরোজিনী দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৃহহীনদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা ও সাহায্য দান করেন। সরকার বাহাদুর তাঁহার এই অসামান্য লোক সেবা দেখিয়া তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কৈসর-ই-হিন্দ্ পদক দানে সম্মানিত করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি হায়দ্রাবাদে এবং এক্ষণে সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ সমাজের মধ্যে মণি স্বরূপ। হায়দ্রাবাদের মহিলা সমাজের উপর তাঁহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া মিষ্টার ডাইভার (Diver) তাঁহার "English women in India" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"She now lives in Hyderabad, the Great veild city, where the women behind the Purdah are scholars in Persian and Arabic, besides being well read in the best literature of the East. Here Mrs. Naidu holds a unique position, as a link between the English and Indian Social Elements * * * She lives in city where poetry is in the air, surrounded by love, beauty and admiration ; and her influence behind the Purdah is very great."

শ্রীমতী নাইডু মাদ্রাজের পাচেয়াপ্পা কলেজের ঐতিহাসিক সভায়, পিঠা-পুরমের ভারতীয় মহিলা সভায়, বম্বের ছাত্র সমাজে, ১৯১৬ অব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গণ্টুর, বম্বে, এলাহাবাদ, পাটনা, মাদ্রাজ, বিজাপুর, কঞ্জিভরম, সিন্ধু, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, জলন্ধর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ১৯১৫ হইতে ১৯১৯ সালের মধ্যে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হইয়াছে। তাঁহার তিন খানি কবিতা গ্রন্থও কাব্য-জগৎ অলঙ্কৃত করিয়াছে—"The Golden Threshold", The Bird of Tune, The Broken Wing. এই কাব্য ত্রয়ের প্রশংসা-বাণীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমালোচনা-জগৎ মুখরিত হইয়াছে। কবিতা রচনায় তাঁহার সহোদর বাবু হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৮৭৬ অব্দে স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হইয়া আসিবার পর ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় হায়দ্রাবাদ আগমন করেন। তিনি ১২৬৯ সালের ৭ই শ্রাবণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রাম নিবাসী ঢাকা জজ আদালতের সুবিখ্যাত উকীল ও তৎকালীন ঢাকা হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা স্বর্গীয় কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর লাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক স্বনামখ্যাত শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উত্তর ভারতে সর্ব্বজন-বিদিত ছিল। অধ্যবসায়ের প্রতিমূর্ত্তি বালক নিশিকান্ত প্রখর মেধা, অকপট ব্যবহার ও হৃদয়ের প্রশস্ততায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে মাইনর ও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অতিশয় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্র যুবকগণের আদর্শস্বরূপ বিশুদ্ধ ও জাতীয় ভাবে পূর্ণ ছিল। তিনি ২১ বৎসর বয়সে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া য়ুরোপখণ্ডে বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসের বৃত্তান্ত যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল।

দশ বৎসর য়ুরোপ প্রবাসের পর তথাকার বিবিধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিসমূহ এবং পাণ্ডিত্যের বিস্তৃত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আচার্য্য নিশিকান্ত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা হইয়া ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বনামখ্যাত বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু রজনী রায় প্রমুখ অনেকে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন এবং কলিকাতা পৌঁছিলে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, কলিকাতার ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। বিখ্যাত

ডাক্তার পি, কে, রায়ের বাটীতে ডাক্তার নিশিকান্তের সহিত আলাপ করিবার জন্য ঢাকায় অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি দেওঘর, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইলেও তত্রত্য শিক্ষিত সমাজ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও ঢাকা নগরে তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষে যে প্রকার অভ্যর্থনা ও সভা সমিতি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন বিলাত-ফেরতের আগমনে ইতিপূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত সভা, ছাত্র সমাজ, সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়, বান্ধব সম্মিলনী প্রভৃতি অভিনন্দন দিবার জন্য যে সকল প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। দেশীয় ইংরেজী বাঙ্গালা পত্রিকাদিতে তাঁহার গুণবর্ণনাপূর্ণ দীর্ঘ দীর্ঘ প্রস্তাব সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ২৯ মার্চ্চ ঢাকায় উপস্থিত হইলে লালগোলা ঘাট ষ্টীমার ষ্টেশনে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও সহস্রাধিক ছাত্র গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া ঢাকা নর্থব্রুক.হলে বিরাট সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ পোপ সাহেবের সভাপতিত্বে তথায় এত লোক তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে সমবেত হন, যে সেই বিস্তীর্ণ গৃহে সকলের স্থান না হওয়ায় বহুলোক সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। ঐ হলে পরদিন সান্ধ্য সমিতি (Evening party)তে ঢাকায় নবাবগণ কমিশনর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হন। ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ ও পোগস্ বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্র তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেন এবং স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ধনী নাগরিক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। "ঢাকা প্রকাশ" ১২৯০, ৩রা বৈশাখ সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—উক্ত সান্ধ্য সমিতিতে ঢাকার প্রধান প্রধান বাঙ্গালী এবং জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর প্রভৃতি অনেক সাহেব ছিলেন, নবাব আসানুল্লা খাঁ সপুত্র ও পরিবারস্থ বান্ধবগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি য়ুরোপীয়, কি বাঙ্গালী, সকল জাতিই এ সভায় আনন্দচিত্তে উপস্থিত হন। সিবিলিয়ান এবং অপরাপর য়ুরোপীয়দের ঈদৃশ মেশামিশি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হন। সাহেবরা নিশিবাবুর মঙ্গলার্থ পানাদি করিয়াছিলেন, নবাব বাড়ীর ইংলিশ ব্যাণ্ড ও নেটিভ কন্‌সার্ট বাজিয়া

ছিল, নবাবপুর থিয়েটরের গান গীত হইয়াছিল, জজ মিষ্টার ব্রাট বাদ্যের তালে তালে কিছুকাল ধীরে ধীরে নাচিয়াছিলেন। রজনী প্রায় দুই প্রহরের পর এই আনন্দ-সমিতি ভঙ্গ হয়।

জর্ম্মণ, রুষ, ফরাসীস, লাটিন, গ্রীক, ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত তাঁহার সমসাময়িক কি সাহেব কি বাঙ্গালীদের মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হইতেন। লর্ড রিপন বাহাদুর তাঁহাকে পররাষ্ট্র বিভাগে "এটেচির পদে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট বিশেষ অনুরোধের সহিত প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বড়লাট বাহাদুরের বিলাত চলিয়া যাওয়ায় জনৈক সাহেব সেই পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের অনেক প্রাইভেট কলেজ নিশিবাবুকে অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপকের পদ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কোচবিহারের মহারাজা তাঁহাকে ৪০০৲ টাকা বেতনে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ সময়েই লাহোর ওরিএণ্টাল কলেজে তিনি অধ্যাপকতার কার্য্য পাইতেছিলেন, কিন্তু তখন লর্ড রিপনের কথায় তিনি ৬০০ টাকা বেতনে নিজাম কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হন। ঐ পদে পূর্ব্বে ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪০০ টাকা বেতনে আরম্ভ করিয়া ৬ বৎসরের মধ্যে ৯০০ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনই তিনি এই পদে কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

"Dr. Nishikanta assumed the duties of the Principal of the now defunct Hydrabad college in the beginning of the fateful year 1884. But the simple-hearted scholar and the literary recluse who was then quite fresh from the academies of Germany, and the Art Galleries of Paris and St Petersburg soon fell a victim to intrigues in which Hyderabad is so rife, and Dr. Nishikanta had to resign his post after having held it barely for 10 months."

এই সময় হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট কর্ডেরী সাহেব মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনর মিষ্টার ক্রস্থ্‌ওয়েট (পরে সার চার্লস্ ক্রস্থ‌ওয়েট) বাহাদুরের নিকট

তাঁহার নামে একখানি পরিচয় পত্র * দিয়া ডাক্তার নিশিকান্তকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সেই সময় নবাব ভিকার-উল্-উমরা যিনি পরে নিজামের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, ডাক্তারকে মাসিক ৬০০ টাকা বেতনে স্বীয় পুত্রের † (পরে নবাব) সুলতান-উল্-মূল্‌ক্‌এর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। কুক্ষণেই ডাক্তার এই কর্ম্ম স্বীকার করিয়া হায়দ্রাবাদেই অবস্থিতি করেন। কারণ তাহাতে তাঁহার নাগপুরে যাইবার সুযোগও নষ্ট হইল, হায়দ্রাবাদের কর্ম্মও এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হইল না। অতঃপর ১৮৮৬ অব্দের জানুয়ারীতে নিশি বাবু কলিকাতার কোন গোপনীয় রাজনৈতিক কার্য্যভার লইয়া যান এবং "বেলভেডিয়ার" প্রাসাদে সার ষ্টুয়ার্ট বেলীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোটলাট বাহাদুর পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তারকে চিনিতেন। তিনি হায়দ্রাবাদের ব্যাপার শুনিয়া ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়কে কার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নবাব সলারজঙ্গ বাহাদুরকে পত্র ‡ লেখেন। এই পত্র প্রাপ্তির পর মার্চ্চ মাসেই ডাক্তার অঘোর নাথের অধ্যক্ষতাকালে তিনি ভাইস্ প্রিন্সিপাল এবং প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনা প্রণালী দেখিয়া প্রীত হইয়া প্রিন্সিপাল ডাঃ অঘোরনাথ নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"I have great pleasure in bearing testimony to the very superior

---

21-12-1884

* My dear Crosthwaite,

Dr. Chattopadhyaya came to Hyderabad last year with strong letter of introduction with the Viceroy and others and was appointed Principal of a College there. He has lost his appointment only from being too honest and direct in denouncing certain peccadilloes or worse, which he found there..... ...He could make an admirable professor in any College which you may be thinking of establishing in Nagpore and that I am infomed that one is in prospect, I give him this note of introduction. He is an extraordinarily good linguist, I am told a good teacher of languages. I do not think he has been quite well treated in Hyderabad, but it could be useless to maintain him there after what has happened. Primrose and others are interested in him, as he had a sucessful university career in Europe, and as I say, would be a first rate professor. With regards, yours sincerely, J. G. Cordery.

† Nephew of the NIZAM.

‡ "My dear Nawab,

I was much obliged for your note informing me that you proposed to re-employ Dr. Nishikanta Chatterji in your Educational Department. Of his attainments there can be no doubt, and I believe Mr. Cordery has a high opinion of him. I hope therefore he will before long realise his desire of getting employment under you,

Yours very Sincerely,
Sd. S. C. Bayley."

abilities of my former colleague Dr. Nishikant. He is a scholar of great reputation. In fact, in my estimation, few men in India can be called his equals in point of accurate scholarship * * *. His teaching was certainly quite up to his reputation as a scholar. Besides, he was well-known to be a perfect disciplinarian." পর বৎসর হায়দ্রাবাদ কলেজ নিজাম কলেজের অঙ্গীভূত হইলে, ডাক্তার নিশিকান্ত কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে ও সিবিল সার্ভিস্ শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি মৌলবী চীরাগ আলীর জন্য, তাঁহার বহু বৎসর ধরিয়া সংগৃহীত উপকরণ হইতে—"A History of the Jageers" নামক গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় লিখিয়া দেন। তাহার পরই হঠাৎ তাঁহার কর্ম্মে জবাব হয়।*

ডাক্তার নিশিকান্ত ১৮৯১ অব্দে হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া আসেন। এই সময় বম্বের "Education Society's Press" তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতা সংগ্রহ করিয়া "Celebacy and marriage." "The True Theosophist," Reminiscences of German University Life," The Mrichha-katikam or The Toy cart এবং "Zorostrianism" নামক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কয়েক মাস বম্বে ও মহাবলেশ্বরে কাটাইয়া নিশিকান্ত বাবু ১৮৯৬ অব্দের শেষভাগে কলিকাতায় উপস্থিত হন। এখানে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি পুনরায় সাদরে গৃহীত হন। এই সময় তিনি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট এবং অন্যত্র অনেকগুলি সারগর্ভ সুচিন্তিত বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার "German University Life" নামক বক্তৃতা সুধী সমাজে বিলক্ষণ আদর পাইয়াছিল। এবারেও অনেক বেসরকারী কলেজে অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসমুদয় ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প বেতনের বলিয়া তাহা স্বীকার না করিয়া ও কিছুদিন উত্তর বিহারে এক

* Dr. Nishikanta's services were quite suddenly dispensed with by Maulvi Mutag Hossain the factotum of the Sir Asmanjah regime, whose anti-Hindu bias was quite notorious, and who in common with the other Hindustanese had always regarded the Nizam's services as a special Preserve and a happy hunting ground for themselves and their own near and dear relatives "—Hindu, march 2, 1901.

দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে তাঁহার শেষ অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পুনরায় হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার পুরাতন ছাত্র যুবক নবাব তিন বৎসর পরে স্বীয় শিক্ষাগুরুকে পাইয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং এক মাসের জন্য তাঁহার কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর পনর মাস পরে প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক প্রদান করেন। এই দীর্ঘকাল তাঁহাকে বেকার বসাইয়া রাখিবার পর তাঁহার স্থানীয় ঋণ সমূহ পরিশোধ করিয়া নবাব তাঁহাকে কলিকাতা ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য বিলগ্রামী মহাশয়ের উপর ভার দেন। নিজাম সরকারে দশবর্ষাধিক কাল নানা বিভাগে কার্য্য করিয়া এবং কিছুদিন মুজফরপুরের কলেজে অধ্যক্ষতা করিয়া ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৯০১ অব্দে মহীসুরে মহারাজার কলেজে ৪০০৲ টাকা বেতনে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া যান।

ডাক্তার নিশিকান্তের পিতা, প্রথম দুই পুত্র—শ্যামাকান্ত ও নবকান্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তৃতীয় পুত্রকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ রাখিবার উদ্দেশ্যে বাল্যকালে তাঁহাকে টোলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পিতার উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে সিদ্ধ হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। সংস্কৃতে তিনি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার সহিত তাঁহার পাশ্চাত্য জ্ঞান মিলিত হওয়ায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আচার্য্যের শ্রদ্ধা জন্মে নাই। ডাক্তার নিশিকান্তের শেষ জীবন শান্তি ও সুখের হয় নাই।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক আর একজন কৃতী বাঙ্গালী হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নিজাম গবর্ণমেণ্টের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর এবং ইন্‌সপেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন ও ষ্ট্যাম্পস্ ডাক্তার জর্জ্জ নন্দী। তিনি ক্যাণ্টারবারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এবং ডবলিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্-এল্ ডি। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ফতেপুর সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার পিতা রেভারেণ্ড গোপীনাথ নন্দীর কনিষ্ঠ পুত্র। রেভারেণ্ড নন্দী আমেরিকার প্রেসবিটিরিয়ান মিশনের প্রচারক ছিলেন। ডাঃ জর্জ্জ নন্দী লক্ষ্ণৌএর লা মার্টিনীয়ার বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৮৭৬ অব্দে কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

করেন। স্যার সলারজঙ্গের মন্ত্রীত্বকালে তিনি নিজাম সরকার হইতে প্রাকৃতিক বিদ্যাসমূহে পারদর্শিতা লাভের জন্য একটি বৃত্তি পাইয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এখানে চরম পরীক্ষায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং হায়দ্রাবাদ কলেজ ও মেডিকেল স্কুলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার য়ুরোপ গিয়া ডব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া এল এল বি, ও এল্ এল ডি উপাধি লইয়া ভারতে আসেন। এই সময় তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনারারি এসিষ্টাণ্ট কমিশনর নিযুক্ত হইয়া নিজাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেরারে প্রেরিত হন যাহাতে তিনি বিচার রাজস্ব এবং শাসন বিভাগীয় কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারেন। তিনি বিভাগীয় উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরাবতী, আকোলা এবং খামগাঁওএ এসিষ্টাণ্ট কমিশনারি করেন। কমিশনারির সঙ্গে সঙ্গে অমরাবতীতে তিনি সরকারী কৃষি ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়কতাও করিয়াছিলেন। বেরারে তাঁহার শেষ কার্য্য খামগাঁওয়ে এসিষ্টাণ্ট কমিশনারি এবং ছোট আদালতের জজিয়তি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেরার হইতে আনাইয়া প্রথম শ্রেণীর তালুকদারের পদ প্রদান করেন। ডাক্তার নন্দী পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর বিভাগের অস্থায়ী ডেপুটী ইনাম কমিশনরের পদে পরে পরে কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৬ অব্দে রেজিষ্ট্রেশন ও ষ্ট্যাম্প বিভাগের কর্ত্তৃপদে (Inspector General of Registration and Stamp) স্থায়ী হন এবং সেই সঙ্গে এডুকেশন্যাল বোর্ডের মেম্বর এবং মিউনিসিপাল কমিশনর হন। ইঁহার ভ্রাতা এল্‌ফ্রেড নন্দী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত।

নিজাম রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টাণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত নন্দলাল শীল মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ শীল মহাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের গেজেটিয়ারের ন্যায় হায়দ্রাবাদ গবর্ণমেণ্টের জন্য "Hyderabad Affairs" নামক গ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহার আদি নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বঁড়িশা বেহালা গ্রাম। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে প্রথম কাশী গিয়া তাঁহার মাতুলের নিকট অবস্থান করেন। তথা হইতে কলেক্টর অফিসে কর্ম্ম লইয়া আগ্রা প্রবাসী হন এবং এটাওয়া কলেক্টরির জুডিশ্যাল ক্লার্কের কর্ম্ম করিতে করিতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন। অবসর

লইবার পর স্বনামখ্যাত ভারত-বন্ধু মিঃ এ, ও, হিউম সাহেবের সুপারিশে তিনি উক্ত গ্রন্থ সংকলন কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কারণে তিনি ১৮৮০ হইতে ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদে বাস করিয়া ঐ বৎসর তিনি এখানেই পরলোক গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃত-লাল শীল মহাশয় বহুদিন হইতে নিজাম রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম করিয়া অবসর লইয়াছেন। তিনি হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপক এবং নর্ম্মাল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সাহিত্য-সেবা অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা এবং অনুসন্ধিৎসা সকলেরই অনুকরণীয়। বঙ্গের বাহিরে প্রসিদ্ধ বঙ্গসাহিত্যসেবী দিগের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তাঁহার বহুতথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রাদির পাঠবর্গের অবিদিত নাই। তিনি হায়দ্রাবাদ নিউ লেন নামক পল্লীতে তাঁহার নিজস্ব ভদ্রাসনে বাস করিয়া এক্ষণে এলাহাবাদে বাস করিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বাবু নন্দলাল শীল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এটাওয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এটাওয়া হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হিউম স্কলার রূপে এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্রাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং ঐ বৎসরই এলাহাবাদ হইতে হায়দ্রাবাদে আগমন করেন। ইহার পর বৎসর তিনি ১৭ বৎসর বয়সে "Finance Office"-এ মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে সামান্য কেরাণীর কার্য্যে প্রবেশ করেন, এবং তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতার ফলে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া মাসিক ১৮০০ টাকা বেতনে ঐ বিভাগের উচ্চতম পদে আরোহণ করেন। তিনি ২৫ বৎসর একাউণ্টাণ্ট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। নন্দলাল বাবু এক্ষণে মাদ্রাজে থাকিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যে মনোনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি নিজাম বাহাদুরের তোষাখানার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা স্বরূপ ছিলেন। এ সম্বন্ধে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত তাঁহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতেন। দিল্লী দরবারের সময় তিনি নিজাম বাহাদুরকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

আরবী ও ফার্সী ভাষায় এবং কোরাণ ও হদিসে তাঁহার অসাধারণ

অধিকার আছে। একবার নিজাম রাজ্যে ধর্ম্মবিষয়ক কোন মীমাংসা লইয়া এক সভা হয়। সেই সভায় অনেক নামজাদা মৌলবীও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সকলে নন্দলাল বাবুকেই সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য ফার্সী ও আরবী গ্রন্থ আছে। তিনি আধুনিক কথ্য পারসীক ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার জন্য জনৈক পারস্যের অধিবাসীকে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত কৃষ্ণকান্তের উইল এবং সেরিডনের 'The Rivals'এর উর্দ্দু অনুবাদ হায়দ্রাবাদ প্রবাস কালে মুদ্রিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুবাদ 'বরোগ' নামে বাহির হইয়াছিল।

হায়দ্রাবাদের পুরাতন প্রবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র মহাশয়ের নাম বাঙ্গালী সমাজে অবিদিত নাই। তিনি বহুকাল হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া মুসলমান সমাজে মিশিয়া এবং মহম্মদীয় অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া মসলিম জগতের জাতীয় ভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। বহুদিন হইতে কোরাণ ও হদিসের আলোচনা করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম ও গোহত্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া গুণ গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বহুদিন ডেকান পোষ্ট নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় সুলেখক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে, ১৩০৯ সালে সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে হায়দ্রাবাদ গিয়া তথায় সিদ্ধ মোহন বাবুকে ও আরও কয়েকজন বাঙ্গালীকে দেখিয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন,— হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত সেকেন্দ্রাবাদে * * * * বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ৫।৭ জন বাঙ্গালী বাবু বাস করেন। আমরা মেস্তর ভেঙ্কটরত্নম্ এর আবাস হইতে রাজেন্দ্রনাথ বাবুর গৃহে উপস্থিত হই। ইহার নিবাস কলিকাতায়। ইনি রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণিলাল বসুর স্বগণ, বাণিজ্য ব্যবসায়োপলক্ষে বহুকাল এতদঞ্চলে সপরিবারে স্থিতি করিতেছেন। হায়দ্রাবাদ নগরে বাঙ্গালী অধিক নাই। সম্ভবত ৪।৫টী বাঙ্গালী পরিবার আছেন। এস্, এম, নামক একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী উকীল আছেন। পূর্ব্বে তিনি হায়দ্রাবাদ "রেকর্ডের" সম্পাদক

৺নন্দলাল শীল। পৃঃ ২০৮

ছিলেন। তাঁহাকে আরব্য ও পারস্য ভাষায় সুবিদ্বান বলিয়া বোধ হইল। তিনি গোবধের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষায় এক পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোরাণ ও হদিসের বহু বচন তাঁহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার মুসলমান শাস্ত্রে ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া গেল। পুস্তক খানা কিয়দ্দূর পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি।"*

সিদ্ধ মোহন মিত্রের ভ্রাতা সিদ্ধচরণ মিত্র Col. Younghusband এর সহিত তিব্বত গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পিতা স্বর্গীয় জ্ঞান চন্দ্র মিত্র মহাশয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের দৌহিত্র এবং স্বনামখ্যাত সিবিলিয়ান মিষ্টার বি, দের জ্ঞাতি-ভ্রাতা।

নিজাম সরকারের পুরাতন কর্ম্মচারী ডাক্তার বরদাচরণ মিত্র মহাশয় অবসর লইয়া হায়দ্রাবাদেরই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। পুণা বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল, সি, ই মহোদয় হায়দ্রাবাদের ষ্টেট এঞ্জিনীয়র। এখানে তিনি জমিজমা করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহার জমিদারী-ভুক্ত একখানি গ্রাম তাঁহার নামে চন্দ্রনাথপুর বলিয়া অভিহিত।

কোন কোন বঙ্গমহিলা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইয়া হায়দ্রাবাদ প্রবাসী হইতে আমরা শুনিয়াছি, তন্মধ্যে "ব্রাহ্মসমাজ চল্লিশ বৎসর" নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ্র মহাশয়ের চতুর্থ ভগিনী শ্রীমতী প্রমীলা দেবী বি, এ অন্যতমা।

অধুনা মিষ্টার এস্, কে, মুখার্জ্জী, এম্-এস্-সি, বি-এল জিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হইয়া হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী হইয়াছেন। ডেকান মাইনিং কোম্পানীর হায়দ্রাবাদ এজেণ্ট বাবু কালিদাস দত্ত ১৮৯৯ অব্দে কর্ম্ম লইয়া সিঙ্গারেণী কোল ফীল্ড্স্ হলেডু হায়দ্রাবাদ ষ্টেটে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছয়মাস মাত্র প্রবাসবাসের পর এইখানেই হঠাৎ বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বরাহনগর নিবাসী বাবু কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বহুদিন হায়দ্রাবাদে ডেপুটি কলেক্টরের কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

---

* মহিলা, মাঘ, ১৩০০।

বোম্বাই প্রদেশ ও গোয়া

দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভরুকচ্ছ* ও সুরথ† মধ্যবর্ত্তী নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীদ্বয় বেষ্টিত ভূভাগে ভোজ ও পুলিন্দদের বাস ছিল। তখন গোদাবরী তীরস্থ পৈঠান (প্রতিষ্ঠান), তাহার পশ্চিমে নাসিক এবং তাহারও পশ্চিমে আরবসাগরকূলে অবস্থিত—সোপারা বা শূর্পারক এই প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। সোপারা ছিল তখন উত্তর কোঙ্কণ বা অপরান্ত। অপরান্তের দক্ষিণে ছিল কোঙ্কণ বা কৌঁকন দেশ (Concan)। নাসিকের নাম ছিল গোবর্দ্ধন। সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য এখান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন রাষ্ট্রিকের দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্যের এবং চোল রাজ্যের পশ্চিমে ছিল দুইটি রাজ্য—সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র।

চতুর্থ শতাব্দীতে তাপ্তীর উত্তর হইতে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত ছিল সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভাগ দেবরাষ্ট্র এবং সত্যপুত্র ও কেরল পুত্র স্থলে হইয়াছিল চের রাজ্য। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য তখন নর্ম্মদার উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে কান্যকুব্জপতি সম্রাট হর্ষের অধিকার যখন প্রতিষ্ঠিত তখন, দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমভাগে দেবরাষ্ট্র স্থলে হইয়াছিল মহারাষ্ট্র বা পশ্চিম চালুক্য রাজ্য, মধ্যে নর্ম্মদা ও গোদাবরী বেষ্টিত ভূভাগ "মহা-কোশল" এবং পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তের দক্ষিণে ওড্র রাজ্য, তাহার দক্ষিণপূর্ব্বে চালুক্য বা অন্ধ্র, তাহার দক্ষিণে চোল এবং দক্ষিণতম অংশ দ্রাবিড় নামে অভিহিত ছিল। তখন পূণা (Poona), নাসিক, কোহ্লাপুর, সাতারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পরিব্রাজক যুয়ান চুয়াং মহারাষ্ট্র দেশের খুব উন্নত অবস্থা দেখিয়াছিলেন। তখন এ রাজ্যের পরিধি ছিল ১২ শত মাইল। তৎকালীন রাজধানী বাদামী

---

* ইংরেজ প্রদত্ত বর্ত্তমান নাম Broach. পৌরাণিক নাম ছিল "ভরুকচ্ছ"। গ্রীকগণের প্রদত্ত নাম Barygaza.

† সুরাষ্ট্র (সৌরাষ্ট্রের রাজধানী), Surat.

বা বাতাপীপুর (বর্ত্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত) চালুক্যবংশীয় রাজাদের শাসনকেন্দ্র ছিল। তাহার পরিধি ছিল ৬ মাইল। মহারাষ্ট্রপতি "প্রবল প্রতাপান্বিত সত্যাশ্রয় শ্রী পৃথিবীবল্লভ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তখন অপ্রতিহত প্রভাবে দক্ষিণ ভারত শাসন করিতেছিলেন। পুণে জেলায় প্রাপ্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত প্রস্তরলিপি হইতে জাতিবাচক "মহারঠি" ও "মহাভোজ" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। মহাভোজ ও মহারঠির মধ্যে বিবাহের আদান প্রদানও চলিত ছিল। অন্যত্র মহারঠিগণ মহাবীর মরাঠা সেনাপতি বা মরাঠা জাতীয় মহাবীর এইরূপ লেখা পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর ঐ লিপি খৃষ্টাব্দারম্ভের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। তাহা হইতে জানা যাইতেছে মহারাষ্ট্র বীরপ্রসূ এবং ১৯ শত বৎসর পূর্ব্বেও মরাঠাজাতির অস্তিত্ব ছিল।*

তখন মহারাষ্ট্রক † অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশ তিন ভাগে ও ৯৯ সহস্র গ্রামে বিভক্ত ছিল ‡। এই চালুক্য রাজাদের ধ্বজপতাকায় নারায়ণের তৃতীয় অবতার বরাহ চিহ্নিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চালুক্য বংশের বিনাশ ও কলচুরি (হৈহয়) বংশের অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের পর যাদব বংশ ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তোগলক বংশীয় মুসলমানদিগের দ্বারা যাদব বংশ উৎখাত হইবার পর মহারাষ্ট্রশক্তি বহুদিন নিদ্রিত ছিল। ষোড়শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য বিজয় নগর ক্রমবর্দ্ধমান মুসলমান রাজ্যকে তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীর পর্য্যন্ত সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। মহারাষ্ট্রের কতকাংশ তখন মুসলমান ও কতকাংশ হিন্দু রাজ্য ভুক্ত হয়। দক্ষিণের আর সমস্ত আর্য্য ও দ্রাবিড় রাজ্য বিজয় নগরের অধীন হয়। বিজয় নগরের পতনে

---

* ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর।

† য়ুয়ান চুয়াঙের "মহোলাকৃথ"।

‡ Indian antiquary, Vol III. P. 243 টলেমী (Ptolemy) তাঁহার ভূগোলে লিখিয়াছেন (১৫১ খৃঃ) মহারাষ্ট্র দেশ উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) উত্তরের এবং কোহলাপুর দক্ষিণের রাজধানী ছিল। শাতবাহন বংশীয় রাজা শ্রীপুলোমণি উত্তরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রতিনিধি কোহলাপুরে থাকিতেন—সখারাম গণেশ দেউস্কর।

অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য পলিগার বা নায়ক বংশীয় ভূস্বামীদিগের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে এবং মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ও অত্যাচার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার অবসান করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে ছত্রপতি শিবাজী এক বিশাল মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশ ইংরেজ করতলগত হইলে উহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এক্ষণে এই প্রেসিডেন্সী উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিন বিভাগে এবং ৭টি, ৭টি, ৬টি করিয়া ২০টি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহার সহিত সিন্দু দেশ (Sindh), কচ্ছ এবং কাঠিয়াবাড় যুক্ত করিয়া সিন্ধু হইতে পশ্চিম দক্ষিণ উপকূলের উত্তর কানাড়া বা কারওয়ার পর্য্যন্ত ভূভাগ এবং সংলগ্ন করদ রাজ্যগুলি লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী নামে অভিহিত হইতেছে। ইহার উত্তরে বেলুচিস্তান, পঞ্জাব ও রাজপুতানা, পূর্ব্বে ইন্দোর, মধ্য প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণে মাদ্রাজ ও মৈসুর এবং পশ্চিমে আরব সাগর। কিন্তু আমরা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রাষ্ট্রীয় বিভাগ অনুসরণ না করিয়া প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে উত্তর সীমা নদী নর্ম্মদা ও সাতপুরা পর্ব্বতমালা হইতে পূর্ব্ব সীমা বেনগঙ্গা নদী ও হায়দ্রাবাদ রাজ্য, পশ্চিম সীমা আরব সাগর, আর দক্ষিণে গোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার দেশ বলিয়া যাহা বিখ্যাত, নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, ভীমা, কৃষ্ণা, প্রভৃতি নদী যাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, সেই মহারাষ্ট্র দেশ ও তাহার দক্ষিণে কারবার পর্য্যন্ত ভূভাগে * বাঙ্গালীর উপনিবেশের ইতিহাস বিবৃত করিব।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে চৈতন্য দেব সৌরাষ্ট্র দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভরোচ নগরে তাঁহার আগমনের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে এ প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল যে তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার

---

* এই অংশে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ১৬টি জেলা পতিত হয়। উত্তর হইতে দক্ষিণে বিবৃত সেই সকল জেলার নাম—নর্ম্মদাতীরস্থ ভরোচ, তাপ্তীতীরস্থ সুরাট, খান্দেশ, নাসিক, ঠানা, বম্বে, পূণা, আহম্মদনগর, কোলাবা, সাতারা, শোলাপুর, বিজাপুর, রত্নগিরি, বেলগাম, ধারবার, কারবার (উত্তর কানাড়া), কারবারের উত্তরে পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়া।

ভক্ত নরনারী ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এখানে প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময় সুরাটে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মঠ স্থাপিত হয়। সুরাটে দুইটি গৌড়ীয় মঠ আছে। বড়টি ভরত দাস মোহন্তের অধিকারে এবং ছোটটি উড়িয়া মহন্তের অধীনে আছে। সুরাট গুজরাটের অন্তর্গত। এখানকার অধিবাসীরা গুজরাতী। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। ইহার দক্ষিণ হইতে প্রাচীন দেবরাষ্ট্র যাহা পরে মহারাষ্ট্র নামে অভিহিত হইয়াছিল।

এই মহারাষ্ট্রের সহিত বাঙ্গালীর সংস্রব বহুকাল হইতেই হইয়াছে। চৈতন্য দেবের প্রভাব যে মহারাষ্ট্রের বাল্মীক মহাত্মা তুকারামের উপর পতিত হইয়াছিল; তাহা বৈষ্ণব জগতে ও ঐতিহাসিকের নিকট অবিদিত নাই। মহারাষ্ট্র গৌরবরবি ছত্রপতি শিবাজীর সর্ব্বপ্রথম জীবনীর উপকরণ সংগ্রাহক ও চরিতাখ্যায়ক বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়। ভারতের সর্ব্বপ্রথম সিবিলিয়ন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই প্রদেশেই তাঁহার কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করেন। সে দিন "মহারাষ্ট্র সম্মিলনে" স্বনাম প্রসিদ্ধ জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ভাষা, দেশাচার, পূজাপার্ব্বণ, ধর্ম্ম, সাহিত্য ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া বঙ্গের সহিত মহারাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রদর্শন করিয়া বলেন,—"শোনা যায় জিহ্বদাদা ও লক্ষদাদার মতন বিচক্ষণ সেনাপতি এবং নরোরাম মন্থারের মতন শাসনকর্ত্তা যে গৌড় বা সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন, সেই বংশ নাকি বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতেই মহারাষ্ট্রে গিয়া বাসস্থাপন করেন। বাঙ্গালীরা যেমন ষষ্ঠীপূজা করেন, মরাঠারাও তদ্রূপ করেন। উভয়ের মধ্যে দুর্গাপূজারও বিলক্ষণ প্রচলন আছে। বাঙ্গালার রাজর্ষি গোপীচাঁদ ও তাঁহার মাতা ময়নামতীর কথা বাঙ্গালা দেশের পুরাবিৎ ছাড়া আর সকলেই বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রে তাঁহাদের কথা অনেকেই জানেন এমন কি মহারাষ্ট্রীয় কবি মহীপতি জানিতেন যে তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতেই মহারাষ্ট্রে গিয়াছিলেন আর তাঁহাদের একজন তিলকচাঁদ নৃপবরের পুত্র ও অপরটী মহিষী।"*

---

* আত্মশক্তি, ২৮ বৈশাখ, ১৩৩৫।

সাগরতীরবর্ত্তী সুরাট নগর বহুকাল হইতেই ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়াছে। হিন্দু রাজাদিগের আমলে ইহা বিস্তৃত বাণিজ্যস্থান ছিল। সম্রাট অওরঙ্গজেবের সময়ে সুরাট বন্দর হইতে সমুদ্রগামী পোতে করিয়া মুসলমানরা মক্কা যাত্রা করিত। ইংরেজ বণিকগণ সুরাটেই প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। রো সাহেবের দৌত্যের ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল, পরে দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবাদারকে প্রীত করিয়া কোম্পানী গণ্ডা, ক্যাম্বে ও অহম্মদাবাদ এবং পরে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে আজমীরে শাখা কুঠী স্থাপন করেন। এই সমস্ত লইয়া তখন সুরাট প্রেসিডেন্সী গঠিত হয়। ইহার পর কোম্পানী ভারতের সর্ব্বত্র কুঠী নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। ১৬২২ অব্দে পূর্ব্ব উপকূলে মসুলিপট্টনে পূর্ব্ব উপকূলের প্রথম বাণিজ্য কুঠী এবং পার্শ্ববর্ত্তী আরামগাঁওয়ে আর এক কুঠী স্থাপিত হয়। অতঃপর মাদ্রাজে এক কুঠী হয়। তিনটিই সুরাটের অধীন থাকে। সুরাট তখন ইংরেজের ভারতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র প্রেসিডেন্সী। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমস্ত কুঠী মাদ্রাজ ও সুরাট এই দুই প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত হইয়া বঙ্গ বিহার ওড়িষ্যা, ও পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী কুঠীগুলি মাদ্রাজের এবং যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিম ভারতের যাবতীয় কুঠী সুরাটের অধীন হয়। প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক ও চীনা ঐতিহাসিকগণ সুরাটের অতি গৌরবময় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী এই স্থানেই রাজ্যসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় বহু বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণ করিবার কালে সুরাট নগরে উপনীত হন।* তিনি রেল ষ্টেশন হইতে নগরাভিমুখে যাইবার সময় কিছু দূরে খোল করতাল খঞ্জনি প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করেন ও তাহা লক্ষ্য করিয়া এক প্রকাণ্ড উদ্যানের পার্শ্বে এক সুবিশাল মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন। মন্দিরের পার্শ্বে অনেকগুলি বৈষ্ণবাশ্রম। মন্দিরে তখন খোল করতালাদি যোগে সংকীর্ত্তন হইতেছিল। মহাভারতী মহাশয় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন,—"পবিত্র মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দেখিলাম লোকে লোকারণ্য! কেহ প্রণাম করিতেছে, কেহ হাতযোড় করিয়া দণ্ডায়মান আছে,

* বামাবোধিনী পত্রিকা, ৭ম ক ২য় ভাগ, ৪৪৪-৪৫ সং।

কেহ পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে ইত্যাদি। এত লোকের সমাগম হইয়াছিল, যে, আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত কৌতূহলান্তঃকরণে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলাম। ইত্যবসরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম একটি গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের এবং আর একটি গৃহে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার যুগলমূর্ত্তি বর্ত্তমান। দুইটি মূর্ত্তিই অতীব মনোমোহন। মহাপ্রভুর মূর্ত্তির সম্মুখে অনেকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রক্ষিত আছে; এক খানি বড় পুস্তকের আবরণের উপরে বাঙ্গালা ভাষায় বড় বড় অক্ষরে "ভক্তমাল" এবং আর একখানি অনতি বৃহৎ গ্রন্থের কাপড়ে "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল"—এই কথাগুলি লেখা আছে। গুজরাটী মন্দিরে বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং বাঙ্গালা অক্ষর দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম। ক্রমে জনতা কমিয়া গেলে আমি মন্দিরাভ্যন্তরে গেলাম। বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত আদরের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মন্দিরের ভিতরে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একজন গুজরাটী বৈষ্ণব আমাকে বলিলেন "মহাশয়! বহুদিবস আর ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দেখি নাই, বাঙ্গালীদিগের এখানে কদাপি শুভাগমন হইয়া থাকে। মহাপ্রভু বাঙ্গালী কুলই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, অতএব অদ্য এক বাঙ্গালীকে দেখিয়া পরম ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম।" একজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব কহিলেন, মহাশয়! যাঁহার চরণ কৃপায় জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল, সেই করুণানিধি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের এই মন্দির এবং এই সম্পত্তি। সম্মুখস্থ উদ্যানটিও তাঁহার। এই মন্দির একটি বাঙ্গালী বৈষ্ণবীর আশ্চর্য্য কীর্ত্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া নানা দেশে পরিব্রজন করিতে করিতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোহ্লাপুর জেলার অন্তর্গত পন্ধরপুরে প্রাচীন পাণ্ডুপুর গিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অন্যতম পরিচারিকার নাম শিখরিণী। ইঁহার কন্যার নাম সুভদ্রা, দৌহিত্রীর নাম অম্বুজা এবং প্রদৌহিত্রীর নাম চরণ-দাসী। এই মহাসাধ্বী এবং মহাবৈষ্ণবী চরণ-দাসী সুরাটে উপস্থিত হইয়া দ্বারে দ্বারে হরি কথা শুনাইতেন ও প্রচার করিতেন। তাঁহার নির্ম্মল স্বভাব, অকৃত্রিম হরিভক্তি, কণ্ঠের মধুর স্বর, বৈষ্ণব শাস্ত্রে অধিকার, জীবন্ত স্বার্থত্যাগ, সরল ব্যবহার, দেবোপম চরিত্র প্রভৃতি গুণে লোকের চিত্ত তাঁহার দিকে সহজেই আকৃষ্ট

হইত। গুজরাটীগণ বল্লভাচার্য্যের সময় হইতে বৈষ্ণবতত্ত্বে শ্রদ্ধা রাখিত; মহাপ্রভুর লীলার কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। এক্ষণে একজন প্রকৃত ব্রহ্মবাদিনী বৈষ্ণবীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। চরণ দাসী অবতার বলিয়া গণ্য। লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মের "সাক্ষাৎ মূর্ত্তি" বলিয়া বিশ্বাস করিত। বড় বড় ধনাঢ্য লোকেরা ক্রমে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিল এবং সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিত। গুজরাটী স্ত্রীলোকদিগের উপরে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। তিনি যাহা বলিতেন, স্ত্রীলোকগণ তখনই তাহার অনুসরণ করিত। ক্রমে চারি বৎসরের চেষ্টায় এই প্রকাণ্ড মন্দির বিনির্ম্মিত হয় এবং বৈষ্ণবদিগের আশ্রম জন্য অনেকগুলি ইটের কুটীর প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন একটি সুবিশাল উদ্যান খরিদ করিয়া এই সম্পত্তির সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। আমি যখন সুরাটে গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরে কোনও স্ত্রীলোক ছিলেন না, একজন ৯২ বৎসর বয়স্ক অতিবৃদ্ধ বাঙ্গালী বৈষ্ণব ঐ মন্দিরের অধিনায়ক (কর্ত্তা) রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইলে দলে দলে বৈষ্ণবেরা এখানে আগমন করিয়াছিলেন এবং অনেক বালক বালিকাকে বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ রীতিমত পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই মন্দির এখনও বর্ত্তমান, ইহা "গৌড়ীয় গদি" নামে খ্যাত, কেহ কেহ ইহাকে "মায়ীজিকি আখ্‌ড়া" বলিয়া থাকেন। এই মন্দিরের অন্ন খাইয়া লক্ষ লক্ষ পথিক, নিঃস্ব এবং কাঙ্গালী প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণকারী সাধুদিগের ইহা এক আনন্দকর বিশ্রামস্থল। এখানকার সকলই পবিত্র, সকলই প্রীতি ও শান্তিময়। * * * * * এই মন্দিরের ব্যয় সামান্য নহে, কিন্তু এরূপ সুচারু বন্দোবস্ত আছে যে খরচের সংখ্যা ও পরিমাণ প্রচুর হইলেও কখনও অভাব হয় না। আয়ও যথেষ্ট আছে।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ খানদেশ। ইহা ছিল পূর্ব্ব-পশ্চিমে দেড় শত মাইল লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে একশত মাইল চৌড়া। এখানে ভিল, গোঁড় কুন্‌বি প্রভৃতি অনার্য্য জাতির বসতি ছিল। ইহার হিন্দুনাম ছিল সেউন দেশ। প্রবাদ এই যে দেবগিরির (দৌলতাবাদ) যাদবরাজ দৃঢ়প্রহারের পুত্র রাজা সেউন চন্দ্রের নামে উক্ত নাম হইয়াছিল। এই নামই মুসলমান রাজত্বকালে

পাঠ বিকৃতিতে খানদেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ সম্বন্ধে অন্য প্রবাদ এইরূপ যে অহম্মদাবাদ স্থাপয়িতা অহমদসাহ খানদেশের শাসনকর্তা মালিক নসিরকে “খান” এই উপাধি দান করায় ইহা খানদেশ নামে পরিচিত হয়। অজন্তা গুহাবলী পূর্ব্বে খানদেশেরই অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে নিজামরাজ্যের অধিকারভুক্ত। এই অজন্টা গুহালেখ হইতে জানা যায়, খৃষ্ট জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে খানদেশ বৌদ্ধরাজাদিগের অধীন ছিল। চালুক্য বংশীয় রাজারা গুজরাত হইতে আসিয়া খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে বাদামীতে রাজধানী স্থাপন করেন। চালুক্যদের পর খানদেশ দেবগিরির যাদব রাজাদের অধিকৃত হয়। তৎপূর্ব্বে ইহা কি নামে প্রসিদ্ধ ছিল জানা যায় নাই। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব যে বহু পুরাতন সময়েও ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতীয় যুগে ইহার অন্তর্গত আসিরগড় অশ্বত্থামার পূজার স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। সম্রাট অকবরের পুত্র দানিয়াল এই প্রদেশে প্রতিনিধি হইয়া আসিবার পর হইতে ইহা খানদেশ নামে পরিচিত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে এতবড় সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ আর ছিল না। সুরাটের মধ্য দিয়া ইহার কার্পাস, নীল, চাউল এবং বস্ত্র পশ্চিম এশিয়া, মিসর ও য়ুরোপে প্রেরিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিজাম উল্‌মুল্‌ক্ হায়দ্রাবাদ রাজ্য স্থাপন করিয়া ইহাকে দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে পৃথক করিয়া খানদেশ নামে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। ১৭৬০ অব্দে ইহা মহারাষ্ট্রদের অধিকারে আসে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশওয়া রাজ্যচ্যুত হইলে খানদেশ ইংরেজের হস্তগত হয়। এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম খানদেশ নামে দুইটি জেলায় বিভক্ত হয়। তখন হইতে চাকরি সূত্রে এখানে বাঙ্গালীর প্রবাস বাসের সূত্রপাত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা, বিচার ও পূর্ত্তাদি বিভাগে বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাবু ভূতনাথ চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে ১৮৭৬ অব্দে পুণায় আসিয়া প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া একটি বৃত্তি লাভ করেন এবং এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি যতদিন কলেজে ছিলেন ক্রমাগত একটি না একটি বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দে তিনি ফ্রেয়ার বৃত্তি পান, ১৮৬৯ অব্দের বিজ্ঞান সভার বৃত্তিভোগী সভ্য হন, ও পরবৎসর এল, সি, ই পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট

কর্ত্তৃক ১৮৮১ অব্দে তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হন। তিনি সুকঠিন সিন্ধী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ এবং স্বীয় কার্য্যে সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি কালদগী, অহমদাবাদ, ভরোচ, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, নাসিক, ধারবার, পুণা প্রভৃতি স্থানে বাস করিবার পর খানদেশ প্রবাসী হন। মিঃ কে সি সেন বি-এ, আই-সি-এস কয়েক বৎসর হইল এসিষ্টাণ্ট জজ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পশ্চিম খানদেশ প্রবাসী হন।

খানদেশের দক্ষিণে নাসিক জেলা অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে আমেদ নগর, পূর্ব্বে নিজাম রাজ্য এবং পশ্চিমে ঠানা জেলা। মরাটী, গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী এই তিন ভাষাই এখানে প্রচলিত। বোম্বাই হইতে কল্যাণ ৪০ মাইল। কল্যাণ হইতে দুইটি দীর্ঘপথ দক্ষিণ-পূর্ব্বে গিয়াছে পুণায় এবং উত্তর-পূর্ব্বে গিয়াছে নাসিকে। গোদাবরী এদিকে দক্ষিণ হইতে উত্তর বাহিনী। তাহার পূর্ব্ব পারের নাম নাসিক, পশ্চিম পারের নাম পঞ্চবটী। একটি পাকা সেতু (Victoria Bridge) এই দুই স্থান যুক্ত করিয়া দিয়াছে। গোদাবরীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ এখানে এক এক কুণ্ড নামে অভিহিত। রামকুণ্ডই প্রধান। পাণ্ডব গুম্ফা পাহাড় এখানকার প্রধান দর্শনীয়। একটি গুহার নাম কৌরব গুহা। কাম্যবন ও দণ্ডকারণ্য নদীর এপার আর ওপার। নাসিকের ২০মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ত্র্যম্বক পর্ব্বত নদী গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান। দক্ষিণের লোকেরা ইহাকে বলে গঙ্গা। উত্তর ভারতের গঙ্গোত্রীর ন্যায় ত্র্যম্বক দক্ষিণের মহাতীর্থ। একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ খৃষ্টশতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে জৈন প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ কীর্ত্তিরও বহু নিদর্শন এখানে বিদ্যমান। ভারতের নানা স্থানের দ্বাদশ প্রধান শিবলিঙ্গের মধ্যে নবম এখানকার ত্র্যম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ। এই জেলা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শৈব ও বৈষ্ণব সকলেরই মহাতীর্থ স্থান। রামায়ণের বহু স্মৃতির সহিত ইহা জড়িত। এখানেই পিতৃসখা জটায়ুর সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। এখানেই রামচন্দ্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। এখানে সূর্পনখার নাসা কর্ণ ছিন্ন করায় খর দূষণ নিহত হয়। এইখানেই সীতা হরণ কালে রাবণের সহিত সংগ্রামে জটায়ুর মৃত্যু হয়। এখানে কুরঙ্গবেশী মারীচ বধ হয়। এইখানে গোদাবরী তীরে রামচন্দ্র পিতৃকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুগণ এখানেই তীর্থ করনীয়

সকল কর্ম্ম করেন। গোদাবরী মাতা, কপিলেশ্বর, শঙ্করাচার্য্য, রাম ও লক্ষণ সীতা দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির মঠাদি এখানে বিরাজ করিতেছে। অধিকাংশ মঠই রামানুজী বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

জব্বলপুর হইতে শত মাইল উত্তর পূর্ব্বে ভরহুত স্তূপের এক স্তম্ভগাত্রে (খৃঃ পূ ২০০ বৎসর হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রচিত) এবং নাসিক সন্নিহিত পাণ্ডুলেনা গুহাগাত্র উৎকীর্ণ লিপি হইতে নাসিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও নাসিকের নাম আছে। খৃঃ পূর্ব্ব ১৫০ বৎসর হইল টলেমী তাঁহার ভূগোলে নাসিকের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পদ্মনগর। ত্রেতায় ছিল ত্রিকণ্টক, দ্বাপরে জনস্থান এবং কলিতে নাসিক। বাল্মীকির রামায়ণে অবশ্য জনস্থানই বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক প্রত্নপণ্ডিতেরা বলেন, নয়টি পর্ব্বতের শিখর বা নব শিখরের উপর অবস্থিত বলিয়া সহরের নাম নাসিক হইয়াছে। পাণ্ডারা বলেন সূর্পনখার নাসাচ্ছেদন হইতে স্থানের নাম নাসিক। খৃঃ পূ দুই শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও আন্ধ্রগণ নাসিকে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। চালুক্য রাঠোর চন্দেল এবং যাদব বংশীয়গণের এখানে বাসের প্রমাণ আছে। মুসলমান রাজত্ব কালে (১২৩৫—১৭৬০ খৃঃ অব্দ) নাসিক বাহমনী রাজ্যের শাসন কর্ত্তা গুলবর্গের বাঙ্গালী রাজা * পরে আহম্মদ নগরের নিজামসাহীবংশ ও আওরাঙ্গাবাদের মোগল রাজগণের সময়ে ইহা গুলশনাবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোগল আমলে সীতাগুহ ব্যতীত ইহার প্রাচীন মন্দিরাদি ভূমিসাৎ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের অধিকৃত হইলে গুলশনাবাদ পুনরায় নাসিক নাম গ্রহণ করে এবং তথায় মন্দিরগুলি পুনরায় নির্ম্মিত হয়। মন্দির বাহুল্য হেতু নাসিককে মহারাষ্ট্র প্রদেশের বারাণসী বলা হয়। এখানে গঙ্গার তুল্য পবিত্র গোদাবরীতে অরুণা, বরুণা সরস্বতী, শ্রদ্ধা, মেধা, সাবিত্রী ও গায়ত্রী এই সপ্ত পূত নদী মিলিত হওয়ায় এবং দ্বাদশ বর্ষান্তে এখানে কুম্ভমেলা হওয়ায় ইহাকে হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থে ও মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এমন তীর্থ ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রশস্ত ক্ষেত্র যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালীর

---

* শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্রের মতে।

ধর্ম্ম সাধন, তীর্থ দর্শন, প্রত্নানুসন্ধান এবং প্রবাস বাসের স্থান ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। চৈতন্যদেব যে এঅঞ্চলে হরিনামের মহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তখন হইতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব প্রবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তৎপূর্ব্বে দ্বারকাতীর্থ, সৌরাষ্ট্রে নাসিকে ও পৌণ্ডরীকপুর (শোলাপুর দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি তীর্থে যে সকল বাঙ্গালী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে তাহার স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পেশবাদিগের রাজত্বকালে এ প্রদেশ প্রবাসী একজন বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যায়। তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। তাঁহার প্রকৃত নাম কি এবং কোথা হইতে আসিয়াছিলেন। তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বাঙ্গালী বলিয়া তিনি এতদঞ্চলে গৌড় স্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নাসিক সহর হইতে ৩০ মাইল উত্তরে সপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বত শিখরে কালিকাতীর্থে তাঁহার আশ্রম ছিল। সপ্তশৃঙ্গ হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। কথিত আছে, লঙ্কায় লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পতিত হইলে, হনুমানকে ঔষধ আনিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইতে হয়। কিন্তু তিনি ঔষধি চিনিতে না পারিয়া যে পর্ব্বতের উপর ঔষধি বৃক্ষলতাদি জন্মিয়াছিল সেই পর্ব্বতই মাথায় করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান। গমনকালে তাঁহার মস্তক হইতে পর্ব্বতের অংশ খসিয়া পড়িতে থাকে। যে অংশ নাসিক জেলায় পতিত হইয়াছিল তাহাই সপ্তশৃঙ্গ নামে খ্যাত হয়। এই পর্ব্বতোপরি সপ্তশৃঙ্গবাসিনী দেবীর মন্দির আছে। এই দেবীর পূজা করিতে এবং সপ্তশৃঙ্গে তীর্থ করিতে বহুদেশ হইতে বহু নরনারী আসিয়া থাকেন। গৌড় স্বামীর সমাধিও এখানে বিদ্যমান আছে। এতদঞ্চলবাসীদিগের উপর গৌড়স্বামীর অসাধারণ প্রভাব ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেই তাঁহার ভক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য আভোনার সর্দ্দার ছত্র সিং ঠোকে এখানে কালিকা ও সূর্য্য সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে কূপের জল ব্যবহার করিতেন লোকে তাহা গৌড় স্বামীর কূপ বলিয়া থাকে। এই কূপের সন্নিকটেই তাঁহার সমাধি মন্দির। তাঁহার অন্যতম শিষ্য সুরাটের নিকটবর্ত্তী ধরমপুর ষ্টেটের সর্দ্দার ধরমদেব গুরুদর্শন করিতে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। গুরু গৌড় স্বামীর সমাধি পার্শ্বেই তাঁহার শিষ্যের দেহ সমাহিত হয়। ইহা ঠিক শিবমন্দিরের মত এবং

৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আই-সি-এস। পৃঃ ২৩৩

ইহার ভিতর একটি শিব লিঙ্গও আছে। নাসিক গেজেটীয়ারে গৌড় স্বামী সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"Gaudasvami was a Bengal ascetic who lived on the hill about 1730 in the time of the second Peshwa Bajirao (1720—1740). He lived in the Kalika Tirtha and had many disciples among the Maratha nobles. One of the chief was Chhatrasing Thoke of Abhona who built the Kalika and Surya reservoirs. এই মহাত্মার সমাধির নিকট তাঁহার শিষ্য ধরমপুর রাজ্যের জনৈক সর্দ্দার ধর্ম্মদেবের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

Near the rest-house is the tomb or samadhi of Dharmadeva. a Chief of the Dharmapur State near Surat, who died here while on a visit to his Guru a Bengal ascetic named Gaudasvami. The tomb is like the ordinary domed temples of Mahadev and contains a *ling* ; it is well built and has some neat carving. But the whole is much out of repair. Near this is the well and the tomb of the ascetic Gaudasvami."

নাগপুর ও হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্সীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র সেন মুন্সী মহাশয়ের দিন-লিপি হইতে জানা যায়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের নানা প্রসিদ্ধ স্থান ও তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইবার কালে যখন তিনি নাসিকে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন পাণ্ডারা তাঁহাকে বলেন—"বাবুজী সমস্ত দেশের যাত্রী এখানে তীর্থ করিতে আসেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীরাম-সীতার উদ্দেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া উৎসর্গ করিয়া যান। এখানকার কৃত্যগুলির মধ্যে ইহা একটি প্রধান কর্ম্ম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনাদের দেশের কোন বাঙ্গালী এখানে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়া যান নাই।" ইহা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু অনুসন্ধানে পাণ্ডার কথা সত্য জানিতে পারিয়া বাঙ্গালীর মুখ রক্ষার জন্য একটি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া রাম সীতার নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন।

নাসিক জেলার দক্ষিণে এবং নিজাম রাজ্যের পশ্চিম সীমায় অহমদনগর

জেলা অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চাঁদবিবি বা চাঁদ সুলতানার রাজ্য ছিল। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান রাজা অহমদ নিজাম শাহ বাহমনী রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়া নিজাম শাহী রাজ্যের প্রবর্ত্তন করেন এবং এইখানে রাজধানী করিয়া ইহার নাম স্বীয় নামানুসারে অহমদনগর রাখেন। এই নাম প্রাপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বে এই স্থানে একজন বাঙ্গালী মুসলমান সাধু আগমন করেন এবং এতদঞ্চলে 'বাবা বাঙ্গালী' নামে পরিচিত হন। এ দেশে সাধু সন্ন্যাসীদের লোক "বাবা", "বাবাজী" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকে। ইনি এ প্রদেশে স্বীয় তপস্যা ও সাধুচরিত্রের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার সমাধি হয়। এক্ষনে যে স্থলে বাবা বাঙ্গালীর সমাধি রহিয়াছে তাহারই সন্নিহিত একটি বৃক্ষতলে তাঁহার আস্তানা ছিল। প্রতি বৎসর জুন মাসে তথায় বাবা বাঙ্গালীর মেলা বসিয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে প্রায় শত শত ভিক্ষুককে ভোজন করান হয়। এই বাৎসরিক উৎসব "বাবা বাঙ্গালীর" নাম চিরস্মরনীয় করিয়া রাখিয়াছে।*

যে ক্ষুদ্র দ্বীপনিবাসের নাম হইতে সমগ্র প্রদেশ বা প্রেসিডেন্সীর নাম হইয়াছে, সেই বোম্বাই সমুদ্র কূলবর্ত্তী একটি অতি ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর গ্রাম ছিল। কয়েকজন ধীবর এবং জলদস্যু ব্যতীত তথায় কাহারও বাস ছিল না। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী মুম্বাদেবীর নাম হইতে গ্রাম বন্দর পরে মহানগর শেষে প্রদেশের নাম হইয়াছে মুম্বাই, বিকারে বোম্বাই। এখানকার জলদস্যুরা পর্ত্তুগীজদের কয়েকখানা বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন করিলে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য পর্ত্তুগীজরা কয়েকখানা রণতরী সংগ্রহ করে এবং দস্যুদের ঘেরাও করিয়া তাহাদের প্রধান প্রধান জাহাজ ও কয়েকটা আশ্রয়স্থল দখল করিয়া লয়। বোম্বাই তাহাদের অন্যতম স্থান। সাগর বেষ্টিত বোম্বাই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে কোলাবা, অন্তরীপ, পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করিয়াছে, পশ্চিম প্রান্ত মালাবার অন্তরীপে আসিয়া শেষ হইয়াছে, দ্বীপের পূর্ব্বদিকে ট্রম্বে দ্বীপ। উত্তরে প্রাচীন সল্‌সিট্‌ দ্বীপ, বোম্বাই বন্দর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে হস্তী দ্বীপ বা এলিফান্টা। ট্রম্বে ও বম্বের মধ্যে বম্বাই বন্দর তিন দিকে খাড়ি বা উপসাগর

* Ahmednagar Gazetter, P. 692.

থাকায় উহা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। বম্বে দ্বীপ সাড়ে এগার মাইল লম্বা ও তিন হইতে চার মাইল চওড়া।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগালের রাজকুমারী ক্যাথরীনের পাণিগ্রহণ করিয়া বোম্বাই যৌতুক স্বরূপ লাভ করেন। এদিকে মক্কা যাত্রীদের জাহাজে উঠিবার প্রধান স্থান সুরাট বন্দরে ইংরেজ আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্রাট অওরঙ্গজেব ইংরেজদিগকে তথা হইতে দূরিভূত করিতে মনস্থ করিলে, ইংরেজ কোম্পানীর দৃষ্টি এই দ্বীপের উপর পতিত হয় এবং ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ উহা ১৫০ টাকা বাৎসরিক খাজনায় সুরাট প্রেসিডেন্সীর বণিক্ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। তখন উক্ত বণিক্ সম্প্রদায় এজেন্সীর কর্ম্মকেন্দ্র সুরাট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বোম্বায়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১৭ অব্দে সমগ্র প্রদেশ ইংরেজ করতলগত হইলে তাহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সী নামে অভিহিত হইতে থাকে। রাজধানী বম্বের সংস্কার কার্য্য এবং উন্নতি তখন হইতে আরম্ভ হইয়া অল্পকাল মধ্যে ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত পূর্ত্ত-বিভাগের কৃতিত্ব এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য মিলিত হইয়া এবং ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা এবং কর্ম্মকেন্দ্র হিসাবে ইহার সমৃদ্ধি হওয়ায় বোম্বাই ভারত সাম্রাজ্যে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই প্রদেশ আর একটি কারণে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে সোজা ৪৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে টাটার হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক কৃত্রিম জলপ্রপাতের জন্য বোম্বাই প্রদেশ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। বিশ্ববিশ্রুত নায়াগারা প্রপাতের উচ্চতা ১৫৩ ফুট। এই জলের চাপই পূর্ব্বে লোকবিস্ময়কর ছিল। কিন্তু টাটার এই কৃত্রিম প্রপাতের উচ্চতা ১৭২৫ ফুট, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রপাতের দশ গুণ অধিক। এখানে ৬ হইতে ৭ ফুট মোটা ১৩০০০ ফুট লম্বা লোহার নল-দ্বারা ১৭৫০ ফুট নিম্নে পাউয়ার হাউসে পতিত হইয়া নিজ শক্তিতে ১১ হাজার অশ্ববলযুক্ত ৮টা কল চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে। পৃথিবীতে আর কোথাও জলের এত অধিক শক্তি পাইপ দ্বারা বাহিত হয় নাই। এই বিচিত্র কারখানা দেখিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান স্যার এলফ্রেড হপকিন্‌সন্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান এবং দেশে ফিরিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক সভায় বলেন "সমগ্র জগতের মধ্যে

স্থাপত্য বিদ্যার অপূর্ব্ব প্রাচীন নিদর্শন এলোরা ও অজন্তার ভূগর্ভস্থিত অতি পুরাতন মন্দিরের অদূরে টাটার বিচিত্র হাইড্রো-ইলেকৃট্রিক কারখানা নবীন বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ লীলা-নিকেতন, প্রাচীন ও নবীনের অতীত ও বর্ত্তমানের অলঙ্কার এবং বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সমাবেশ।" য়ুরোপীয়দের মধ্যে বোম্বাইকে কেহ বলেন "Bombay the Beautiful" কেহ বলেন "London of the East", আর কেহ বলেন "Manchester of Asia."

বোম্বাইকে রাজধানী করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যে প্রেসিডেন্সীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা উত্তরে সিন্ধুদেশ, কচ্ছ এবং গুজরাট হইতে দক্ষিণে উত্তর কানাড়া বা কারবার জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সেন্সস রিপোর্ট হইতে জানা যায়, বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থানগুলিতেই অধিক বাঙ্গালীর বাস। বর্ত্তমান সময়ে ১৭১৯ জন বাঙ্গালী এতদঞ্চল-প্রবাসে আছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই গবর্ণমেণ্ট ও রেল-দপ্তরের কর্ম্মচারী; উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অতি অল্পই আছেন। ১৮৮১ অব্দের সেন্সস রিপোর্টে দেখা যায়, বাঙ্গালী তখন এ দিকে ৬৩৪ জন মাত্র ছিলেন। বড় বড় দপ্তর রাজধানীতেই অবস্থিত; সুতরাং রাজধানী ও বাণিজ্যবন্দরগুলি কর্ম্মপ্রার্থী ও বণিক্‌দিগের প্রধান আকর্ষণ-স্থান। এই হেতু দেখা যায়, পশ্চিম কর্ণাট বিভাগে ১ জন, দাক্ষিণাত্য বিভাগে ৩ জন, কোঙ্কণ বিভাগে ৮ জন, গুর্জ্জর বিভাগে ১৭ জন,* সিন্ধু† বিভাগে ৬৭ জন এবং বোম্বাই সহরে ৫৩৮ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন। পুনায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বোম্বাইয়ে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত থাকায় ঐ দুই স্থানে বাঙ্গালী ছাত্রগণের আবির্ভাব হইয়াছে। এফ, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের কলিকাতা ও পঞ্জাব মেডিকেল কলেজে প্রবেশাধিকার রহিত হইবার পর হইতে বোম্বায়ে বাঙ্গালী ছাত্রসংখ্যা কিছু বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। বৎসরে গড়ে প্রায় ২৫।৩০ জন ছাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বৈকুল্লার Victoria Jubilee Technical Instituteএ Mechanical বা Electrical

* সুরাট বন্দর গুর্জ্জর বিভাগে।

† করাচী বন্দর সিন্ধু বিভাগে।

Engineering, Textile manufacture এবং Enamelling শিক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালী ছাত্র আসিয়া থাকেন।

বম্বের স্যর জামষেদজী দাদাভাই শিল্প বিদ্যালয়েও বাঙ্গালী ছাত্রের অভাব হয় নাই। এখানে শিক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সোম চিত্রবিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি এখানের অনেকগুলি বৃত্তি ও পুরস্কার এবং ১৯১২ অব্দে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মেয়ো পদক প্রাপ্ত হন। তিনি কালী কলমের (pen &.ink) সাহায্যে রেখা দ্বারা মানুষের যথাযথ চিত্র অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা এবং সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। অধুনা বিভিন্ন প্রদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে মসীজীবীর দল পুষ্ট হওয়ায় বাঙ্গালীর আর কদর তদ্রূপ না থাকিলেও এমন কি প্রাদেশিক শিক্ষাবিস্তারের অনুপাতানুসারে সরকারী দপ্তর হইতে বাঙ্গালী কেরাণীর অন্ন উঠিবার সূত্রপাত হইলেও এই শিক্ষা প্রসারিত করিবার মূলে যে বাঙ্গালীর পরিশ্রম ও যত্ন বিদ্যমান, চতুর্দ্দিকে তাহার জীবন্ত ইতিহাস ও অক্ষয় নিদর্শন আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈদেশিক-লিখিত ইতিহাসে তাহার চিহ্নও নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ব্বাক্। বোম্বাইপ্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসও এনিয়মের বহির্ভূত নহে। যখন বোম্বাইয়ের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পরামর্শ চলিতেছিল, তখন বঙ্গদেশে মহাত্মা ডেবিড হেয়ার, ডি, এল, রিচার্ডসন্ ও ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজ হইতে বাঙ্গালী ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া নানা বিভাগীয় কর্ম্মে নিয়োজিত ও দূর দূরান্তরে প্রেরিত হইতেছিলেন। এমন কি যে বৎসর বঙ্গে কমিটী অব পবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন স্থাপিত হয় সেই বৎসর অর্থাৎ ১৮২৩ অব্দে বোম্বাইয়ের গবর্ণর মাননীয় মিষ্টার এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের মিনিটে লেখেন :—

A great deal appears to have been performed by the Education Society in Bengal, and it may be expected that the same effects should be producd by the same means at this presidency. But the number of Europeans here is so small and our connection with the Natives so recent, that

much greater exertions are requiste on this side of India than on the other *

এক্ষেত্রে সে সময় বোম্বাইয়ের ইংরেজী দপ্তরে কোন্ প্রদেশ হইতে কেরাণী আসিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। সিন্ধু ত সেদিন আমীরদিগের হস্ত হইতে ইংরেজ বাহাদুরের করতলে আসিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন ইংরেজ রাজ ইহা অধিকার করেন, তখন ঐ প্রদেশে লেখাপড়ার কিছুমাত্রও চর্চ্চা ছিল না, কিন্তু বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আসিয়া মরুময় সিন্ধুর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। গুজরাত সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ডাক্তার বামনদাস বসু মহাশয়ের "গুজরাতী ভাষা ও আধুনিক সাহিত্য" † পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন বর্ত্তমান গুজরাতী সাহিত্যে বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব কিরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ হেমচন্দ্র, কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাবেরী প্রমুখ গুজরাতী সাহিত্য রথিগণ বঙ্গীয়ভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত হইতেছেন। ভারতক্ষেত্রে জ্ঞান, শিক্ষা ও সুসংস্কার বিস্তার সম্বন্ধে বাঙ্গালীর নিস্বার্থপরতা ও ঔদার্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। করাচী প্রবাস হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে ফীনিক্স সম্পাদন করিয়াছিলেন কিম্বা বোম্বাই প্রবাসে বাবু অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী ‡ যে "শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার" সম্পাদন করিয়াছিলেন অথবা বাবু নন্দলাল সেন এবং স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যে সিন্ধুবাস করেন, তাহাতে তদ্দেশবাসীদিগের হিত সাধিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রবাসী বাবু অশেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমরা বোধ হয় তিন শতের উপর বা আরও অধিক বাঙ্গালী এখানে আছি। এখানে কালীবাটী আছে। কালীপূজার দিন সকল বাঙ্গালী সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। * * * বম্বেতে বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও এখানকার দেখাদেখি জাতিভেদ একেবারে নাই। আমরা সকলে জাতিনির্ব্বিশেষে একত্র বসিয়া আহার করিয়াছিলাম।

* History of English Education in India, By Syed Mahmood, 1895, Page 36.

† প্রবাসী ১৩১০ পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৪।

‡ ইনি শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সামচার পত্রিকার সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন হিন্দী বঙ্গবাসী সম্পাদন করেন।

বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি এখানে একেবারেই নাই। সংখ্যাও কমিতেছে, কারণ অলঙ্কার নির্ম্মাতারা তাঁহাদিগের পূর্ব্বখ্যাতি ও প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। * * * ”

বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি যে এককালে এদিকে বিলক্ষণই ছিল তাহা দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালী উপনিবেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে। সে প্রতিপত্তি হারাইবার কারণ বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে। বোম্বাই সম্বন্ধে অশেষকুমার বাবুর উল্লিখিত কারণ অবশ্য তাহার অন্যতম। এখানে বহুদিন পূর্ব্বে যে কয়জন বাঙ্গালী মণিমাণিক্যের ও বাদ্যযন্ত্রাদির দোকান খুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মিত্রই প্রথম বলিয়া শুনা যায়। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার দক্ষিণাপথ ভ্রমণে অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও মণিমাণিক্য ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দোকান কল্বাদেবী রোডে অবস্থিত। এই পল্লীতে জর্ম্মনীর এক “Knitting Co.”র এজেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোককে বাস করিতে শুনা গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বম্বের আর একজন পুরাতন প্রবাসীর নাম করিয়াছেন। তিনি শিবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত। বাবু বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ও বহু বৎসর পূর্ব্বে এখানে মণিমাণিক্যের দোকান করেন। তাঁহার দোকান (Jwellery Shop) মোতি-বাজারে স্থাপিত। তাঁহার আদিবাস জনাই। এই ব্যবসায়ে ৮।১০ জন বাঙ্গালী আছেন। পরবর্ত্তী ব্যবসাদারদিগের মধ্যে কল্বাদেবী রোডের বসু কোম্পানী, এসপ্লানেড রোডের মজুমদার কোম্পানী, গ্রাণ্ট রোডের দত্ত কোম্পানী, প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মেডিকেল ষ্টোর্সের স্বত্বাধিকারী কলিকাতার প্রখ্যাত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আত্মীয় বাবু পশুপতি চক্রবর্ত্তী এবং এপলো ষ্ট্রীটের Wyndham Lloyd কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে দুই তিন জন বাঙ্গালীর নাম করা যাইতে পারে। উত্তর ভারত অপেক্ষা তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে তাহা গণনার মধ্যেই আসে না। এতদঞ্চলের পার্শী, ভাটিয়া, গুজরাতী প্রভৃতি কোটি কোটি টাকার মালিকগণ এদিকে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের পথ রোধ করিয়া আছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পর এ প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের

করতলগত হইলে পর, নব্য বাঙ্গালীর বোম্বাই প্রদেশ প্রবাসের যে নূতন পথ উন্মুক্ত হয় তাহাতেই বাঙ্গালীর বোম্বাই প্রদেশে প্রবাসের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে; তাহা শাসন, বিচার, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং পূর্ত্ত প্রভৃতি বিভাগীয় চাকরি। যাঁহারা এই পথে প্রথম এবং গৌরবময় পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সিবিলিয়ান স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে বৎসর বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া যান, সেই বৎসরেই ভারতের সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান মিষ্টার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার বিচারক পদে বৃত হইয়া আগমন করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই স্বনামখ্যাত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ধর্ম্ম-প্রচারে বহির্গত হইয়া এপ্রদেশে ব্রাহ্মমন্দিরের ভিত্তিশিলা নিহিত করেন। তাহার ফলে অহমদাবাদে ব্রাহ্মসমাজ, সাতারায় য়ুনিয়ন ক্লব, জ্ঞান সমাজ, ১৮৬৭ অব্দে বোম্বায়ের প্রার্থনা সমাজ ও রামমোহন আশ্রম, এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজ মহামতি রাণাডে কর্ত্তৃক স্থাপিত হইলেও ইহার প্রথম আচার্য্য ছিলেন বাঙ্গালী।

১৮৬৪ অব্দের নবেম্বর মাসে মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন। তখন কলিকাতা হইতে বোম্বায়ে যাইতে হইলে জলপথে যাইতে হইত; সুতরাং তিনি একখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া সস্ত্রীক গমন করিলেন। এই সমুদ্রযাত্রা সূত্রে বঙ্গমহিলার অবরোধপ্রথা সর্ব্বপ্রথমে লঙ্ঘিত হইল। ইহা লইয়া তাঁহাকে কিছু গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সংস্কারকার্য্যে প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—

"In those days the rigours of the Zenana system were something appalling, and as one of the cherished objects of my life was the education and emancipation of our women. I eagerly grasped the opportunity that presented itself. The difficulties in my way were great, but I was determined to overcome them. * * I felt it as a mission and did not rest till I was able to carry it out within the sphere of my own

influence. Even before I went to England I had been fired with a desire to liberate our women. This was intensified during my sojourn in England, when I had ample opportunities of seeing the light and life, domestic joy and purity diffused by educated women in English homes and hearths. It was my firm conviction from the time I can remember that the Zenana system as it obtained in Bengal, was not an indigenous plant, but a relic of barbarism of foreign importation, and this conviction was strengthened by my experiences in Bombay. * * The conclusion that forced itself on me was that as a rule Purdah reigns supreme where Mahomedan influence predominates, the Hindu ideas on the subject being cast in a different mould. * *"

২৪এ ডিসেম্বর তিনি বোম্বায়ের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলেন। কলিকাতা হইতে জলপথে বোম্বাই পৌঁছিতে প্রায় একমাস লাগিল। এখানে তিনি পার্সী সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ পরলোকগত মানকজী কুসেদজী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহিত হইলেন। এই উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদয় ব্যবহারে তিনি প্রথম হইতেই প্রবাসকে স্বদেশের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সংস্কারপ্রবণ হৃদয় তখন মহারাষ্ট্রের মুক্ত বায়ুতে অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইল। এখানে অবরোধপ্রথার চিহ্ন বিন্দুমাত্রও দৃষ্ট হইল না। এখানে দশকর্ম্মান্বিত কুলীন ব্রাহ্মণ-পরিবারেও কুলবধূর চরণে এই কলঙ্কের নিগড়চিহ্ন দেখা যায় না। পার্সী রমণীদিগের সুবেশ দর্শনে বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু সম্পূর্ণ পার্সী সজ্জা দিয়া বঙ্গনারীর স্বদেশীয়ত্ব ঘুচাইতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং পার্সীশাড়ীর সংস্করণ করিয়া তাঁহার স্ত্রী এক নূতন পরিচ্ছদের উদ্ভাবন করিলেন। এবং তদবধি এই রীতি বঙ্গমহিলার আদর্শ পরিচ্ছদ বলিয়া গৃহীত হইল। ক্রমে এই বেশ বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচলিত হইতেছে।

মিষ্টার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

অহমদাবাদের এসিষ্টাণ্ট কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। তখন স্যর বার্টল্ ফ্রেয়ার বঙ্গের গবর্ণর ছিলেন। তিনি ইঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং ইঁহার সহিত বিশেষ সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে তিনি খানদেশে থাকেন ও ১৮৬৬ অব্দে অস্থায়ী সেশন্স্ জজ হন এবং ১৮৬৮ অব্দে ঐ পদে স্থায়ী হন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ অব্দে তিনি সাতারায় বদলি হন, সেই বৎসরেই ধুলিয়া, তাহার দুই বৎসর পরে পুনা, ঠানা, অহমদনগর ও কালাদ্‌গীতে সহকারী জজ, সেশন জজ, জয়েণ্ট জজ, ছোট আদালতের জজ প্রভৃতি পদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া দুই বৎসর পরে বদলি হন। এবং দশ বৎসরের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, অহমদাবাদ, সুরাট, শিকারপুর, কাণাড়া ও শোলাপুরের জজিয়তি করিয়া ১৮৮৫ অব্দের শেষে হোলকারের মহারাজার পশুচারণ অধিকারের ক্ষতিপূরণ ঘটিত মামলায় মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হন। পর বৎসর তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন্স্ জজ হইয়া নাসিক এবং পরে শোলাপুর গমন করেন। চারি বৎসর শোলাপুর, বিজাপুরের ও পরবর্ত্তী তিন বৎসর সাতারার জজিয়তি করিয়া ১৮৯৬ অব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর কাল অবকাশ লইয়া সপরিবারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। দ্বিতীয়বার ১৮৯৩ অব্দে ফার্লো লইয়া তিনি এই প্রদেশেরই নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাপন করেন এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বত্র দেখিবার এবং লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

মিষ্টার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন খানদেশের সহকারী জজ ছিলেন, তখন একবার একটি বেশ কৌতূহলজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া এ স্থলে উল্লেখ করা গেল। খানদেশের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার (পরে স্যর চার্লস) প্রিচার্ড এক মকদ্দমায় উভয় সাক্ষী ও প্রসিকিউটার (Prosecutor) হন এবং ঐ মকদ্দমা তাঁহারই এজলাসে পেশ হয়। তিনি কোন বিশেষ কারণে মিষ্টার প্রিচার্ডের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করেন এবং আসামীদিগকে মুক্তিদান করেন। এই ঘটনায় দেশের চতুর্দ্দিকে য়ুরোপীয় মহলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। শেষে তাঁহার বদলির জন্য

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২৪০

গবর্ণমেণ্টের নিকট নানা দিক্ হইতে অনুরোধ উপরোধ আসিতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট এতগুলি অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার বদলির হুকুম দিলেন। স্থানীয় জনসাধারণ কিন্তু তাহাতে মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহারা সুযোগ্য সিভিলিয়নের সুবিচারে যে সুখভোগ করিতেছিলেন, তাহার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান স্বরূপ প্রকাশ্য সভা করিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে ক্ষোভ ও ক্রোধের সীমা রহিল না, শেষে এই মর্ম্মে এক আইন জারি হইল যে কোন কর্ম্মচারীকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দনাদি দিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ঠিক এরূপ সভা আর আহুত হইয়াছে কি না সন্দেহ। মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে যে স্থানে গিয়াছেন সেই সেই স্থানেই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন এবং সেই সেই স্থানে স্বীয় উন্নত চরিত্র প্রভাবে জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা তাঁহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহাতে তিনি বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব স্থানীয় কল্যাণের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের জাতীয় শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্মে অনেক সংস্কার আনিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের উন্নতিশীল সম্প্রদায় অনেক কুসংস্কার বর্জ্জন ও সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া দেশময় নানা জন-হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। যথায় তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপন করেন, সেই শোলাপুর জেলায় মুল্লাপ্পাবারড (Mullappavarad) প্রমুখ স্বদেশহিতৈষী জনগণ তাঁহার সহযোগে ডফরীণ হস্পিটাল, দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্য ভাণ্ডার, সাহিত্য-সভা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেন। মহামতি লর্ড রিপণের বিদায়কালীন তাঁহার স্মৃতিমন্দির স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত যে টাউনহল এক্ষণে শোলাপুরের অলঙ্কার স্বরূপ শোভা পাইতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠামূলে প্রধানতঃ এই প্রবাসী সিভিলিয়ানেরই উৎসাহ, যত্ন ও সাহায্য বর্ত্তমান ছিল। আজ চল্লিশ বৎসর হইল মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া যান এবং তাহার আট বৎসর পরে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্থাপন করেন। ইহারা উভয়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া যান, মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে এ

প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত করেন। অহমদাবাদের ব্রাহ্মসমাজ যাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে শীঘ্রই উন্নত পদবীতে উঠিয়াছিল, সেই উদ্যোগী পুরুষ ভোলানাথ সারাভাই তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিও তাঁহারই যত্নপ্রসূত। সাতারার ইউনিয়ন ক্লব, জ্ঞান সমাজ প্রভৃতি তাঁহারই সহানুভূতি ও সংশ্রবের ফল। দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত চিন্তামন নারায়ণ ভট্ট তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহারই আদর্শে স্বীয় পারিবারিক জীবনগঠনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভট্টজী বিধবাবিবাহ প্রচলনে অগ্রসর হইয়া প্রথমে স্বীয় পরিবার মধ্যে উক্ত সংস্কার আনয়ন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রাণ স্বরূপ এই স্বনামধন্য পুরুষের মৃত্যুতে বোম্বাই প্রদেশ একজন প্রকৃত হিতৈষীকে হারাইয়াছে। ১৮৬৭ অব্দে বোম্বায়ের প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সভ্যগণ কর্ত্তৃক এ-প্রদেশের অনেক হিত সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রমজীবিগণের জন্য বিদ্যালয়স্থাপন সর্ব্বপ্রধান। মিষ্টার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ চারিটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রার্থনা-সমাজ সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—

"ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ প্রমুখ কতকগুলি সজ্জনের যত্ন ও উৎসাহে ১৮৬৭ অব্দে বম্বে প্রার্থনা-সমাজ স্থাপিত হয়। *** ১৮৬৭ অব্দে এই সমাজের প্রথম অধিবেশন ও তদুপলক্ষে আনন্দাশ্রম স্বামী নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী হিন্দী ভাষায় উপাসনাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।"

একেশ্বরী * নামে এখানে আর এক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহারা পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া একেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সমাজ সংস্কারাদিতে ব্রাহ্মমতের সহিত ইঁহাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। সম্ভবতঃ ইঁহারা ব্রাহ্ম নামের পরিবর্ত্তে একেশ্বরী নামেই আপনাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, এ সমস্তই বাঙ্গালী প্রভাবের ফল ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ কর্ম্মজীবন দাক্ষিণাত্যে ব্যয়িত

---

* Ekeshvaris are obviously the worshippers of one God.

*** There is evidence that the Members of the Brahmo Samaj are known by that name—Census Report of the Bombay Presidency 1901, p. 62.

হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ এবং চরিত্রবান ব্যক্তির দীর্ঘকালব্যাপী দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রবাস ভবিষ্যৎ কল্যাণের একটি কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের ঘনিষ্টতা সংস্থাপনের সেতু স্বরূপ হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, বাঙ্গালী যে যে প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারই উন্নতিবিধান করিয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে, দেশগত সংকীর্ণতা তাঁহাদের নাই। যতদিন তাঁহারা প্রবাসে থাকেন, তাহাকে স্বদেশের চক্ষে দেখিয়া তাহার হিতসাধনে যত্নবান্ হন। মিঃ সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বোম্বাই চিত্রে লিখিয়াছেন —

"বিশ বৎসর ধরিয়া আমি এ প্রেসিডেন্সীতে কাজ করিতেছি, ইহার এক সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছি। জন্মভূমিই যে আপনার দেশ তাহা নহে। যে প্রদেশে জীবনের অধিকাংশ ও সারভাগ কাটাইয়াছি, যে লোকদের মধ্যে এতকাল বাস করিয়াছি ও যাহাদের কার্য্যে আমার শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি ব্যয় করিয়াছি, সেই দেশ ও লোকদিগকে আপনার বলিয়া বরণ করাই স্বাভাবিক। আমি ত বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি — এদেশ আমার হাড়ে মাসে জড়িত * * *।"

তিনি তাঁহার "Biographical notes and Reminiscences" নামক পুস্তিকার একস্থানে লিখিয়াছেন —

"I did not much care for the climate of Guzrat but liked the people very much. Not only is there a striking similarity between Guzrathi and the Bengali language, but it strikes me that the Guzrathis, as a race are allied to the Bengalis in several of their traits and characteristics. I am proud to count some of my best and earliest friends from among the Guzrathis."

যিনি এ প্রদেশের সহিত এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তিনি কি তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, লোকচরিত্র এবং বিভিন্ন ধর্ম্মী ও নানা জাতীয় জনসমাগমজনিত

বৈচিত্র্য কখনও ভুলিতে পারেন ? তাই আমরা তাঁহার চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং স্মারকপুস্তিকার স্থানে স্থানে তাহার স্মৃতি অতি যত্নের সহিত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই,—পৌণ্ডরীকপুরশোভী ভীমানদীবিধৌত বিঠোবাতীর্থ এবং বিট্টলভক্ত অমরকবি তুকারামের পূতস্মৃতি, বিজাপুরের আদিলসাহী রাজাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, গোদাবরী তটশোভী পঞ্চবটী ও দণ্ডকারণ্যের ধ্বংসাবশেষ, রামকুণ্ড, সীতাগুম্ফ ও লীলা গুহাবলী, বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারশ্রেণী, খানদেশ প্রান্তবর্ত্তী অজণ্টা গুহাবলী, প্রকৃতির রম্যকানন কারওয়ারের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, আরব সমুদ্রের বিরাট গম্ভীর দৃশ্য, জগদ্বিখ্যাত গারস্প্পা জলপ্রপাত, পোর্ত্তুগীজদিগের প্রথম অবতরণস্থান আঞ্জেদ্বীপ (Anjediva), কালীনদীতরস্থ হায়দার আলীর গিরিদুর্গ, রঘুবংশোল্লিখিত কাণাড়ার গোকর্ণ তীর্থ, সিন্ধুর দিগন্তবিস্তারী উষর ভূমির রুদ্রমূর্ত্তি ও বাঙ্গালীসম-প্রকৃতি গুর্জ্জর বন্ধুগণের সুখস্মৃতি, সাতারার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং আমোদ প্রমোদ, বোম্বাই, অহমদাবাদ, পুনা, ধারবার, শোলাপুর প্রভৃতির শ্রমশিল্পাগার এবং প্রবাসবাসের শতস্মৃতি তাঁহার মানসপটে চিরাঙ্কিত হইয়া যায়। যে প্রদেশ তাঁহার 'হাড়ে মাসে জড়িত'—তিনি যৌবনে সে প্রদেশের যেরূপ শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন বার্দ্ধক্যে তাহাকে উন্নততর দেখিয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তিনি যে কেবল প্রদেশবাসীদিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিলেন তাহা নহে ; তিনি য়ুরোপীয় সমাজেও সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইংরেজ সমাজে তাঁহার অবারিত-দ্বার ছিল। তিনি অসঙ্কোচে তাঁহাদের সহিত মিশিতেন এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। যে কর্ত্তব্যের ভার লইয়া তিনি বোম্বাইপ্রদেশ প্রবাসী হইয়াছিলেন তাহাতেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি নানাস্থানের বিচার-বিভাগের জীর্ণ-সংস্কার এবং কোন কোন স্থানের আমূল সংস্কার করিয়া উক্ত বিভাগীয় কর্ম্মপ্রণালীর পুনর্গঠন করেন। এইরূপে ৩০ বৎসরেরও উপর বিচার বিভাগে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার আলস্য দেখা যায় নাই ; তিনি বঙ্গমাতার সেবায় এবং বাল্যে যে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আজীবন যাহার প্রসার ও উন্নতির জন্য যত্নশীল ছিলেন, বার্দ্ধক্যে তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন এবং দেশের

নানা হিতকর অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করেন। ১৮৯৭ অব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহাসভায় (Provincial Conference) সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি যশস্বী। তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থ "বোম্বাই-চিত্র" বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। বিচারকের কঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদন কালেই উহা রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ অব্দে তিনি "রাজা রামমোহন রায়" শীর্ষক ইংরেজী বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ অব্দে তাঁহার "Autobiographical notes and Reminiscences" লিখিত হয়। "বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়া তিনি বঙ্গবাসীকে উপহার দেন এবং বঙ্গের গৌরব বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রতিষ্ঠাবধি নানা ভাবে যোগদান করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হন। "আমার বোম্বাই প্রবাস" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী যাহা তিনি ধারাবাহিক ভাবে "ভারতী" পত্রে প্রকাশ করেন, তাহা হইতে তাঁহার প্রবাস-বাসের চিত্তাকর্ষক বিবরণের সহিত জ্ঞাতব্য ও শিক্ষাপ্রদ বহু বিষয় জানা যায়।

এ প্রদেশে এইরূপ উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী অতি অল্পই আসিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে ঠাকুর মহাশয়েরই আত্মীয় বোম্বায়ের সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল সি, আই, ই মহাশয় অন্যতম। তিনি এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত এ প্রদেশীয় বিচার বিভাগে প্রবেশ করেন। কিছুদিন হইল তিনি এ প্রদেশের উত্তর বিভাগীয় কমিশনর নিযুক্ত হন। বোম্বায়ের দেশীয় সিবিলিয়ান বিভাগীয় কমিশনর পদলাভ ইহাই প্রথম। ঘোষাল মহাশয় কবি-সম্রাট রবীন্দ্রের ভাগিনেয়, স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষালের পুত্র এবং কুচবিহারের রাজ-জামাতা। আর একজন প্রবাসীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মেজর বামনদাস বসু, আই, এম, এস। ইনি য়ুরোপ হইতে ডাক্তারী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বম্বে লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রির চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং সেই সূত্রে এ প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তিনি সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও সাহিত্য সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি এই প্রেসিডেন্সীর অনেকগুলি ভাষার সহিত পরিচিত। কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়াও তিনি ইংরেজি চিকিৎসা বিষয়ক কাগজ পত্রে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেন। মেজর বসু বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য এবং তাহার

সেবকগণকে বঙ্গবাসীর নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান গুণে পশ্চিম দক্ষিণ ভারতের অনেক লুপ্ত ইতিহাস এবং বিক্ষিপ্ত কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যিক কীর্ত্তিকথা প্রয়াগ প্রবাসীদের মধ্যে দ্রষ্টব্য। স্বনামখ্যাত আচার্য্য পি, কে, রায় মহাশয়ের ভ্রাতা কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ডি, এল্ রায়, ডি, এস্, সি, পূর্ব্বে বোম্বাই প্রবাসে ছিলেন।

রেলবিভাগে এদিকে বাঙ্গালী বড় নাই। B.B.&C.I. রেলের হেড একাউণ্টাণ্ট বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বম্বের একজন পুরাতন প্রবাসী। চার্চ্চগেট ষ্ট্রীটে তাঁহার বাস। শিক্ষা বিভাগেও কয়েকজন বিশিষ্ট বঙ্গসন্তান এখানে বাঙ্গালীর নামকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্রের মধ্যম সহোদর শিশিরবাবু অন্যতম। তিনি দর্শনশাস্ত্রের এম্ এ উপাধি প্রাপ্ত এবং বম্বে প্রেসিডেন্সীর Amalver Instituteএর ডিরেক্টর ছিলেন। জর্ম্মন ও ফরাসী ভাষায় তিনি সাহিত্যিকের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক রেভারেণ্ড বি, কে মুখার্জ্জী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট ধর্ম্মের পৌরোহিত্য কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া বোম্বায়ের হিন্দুস্থানী মিশনের ভার লইয়া আসেন। তিনি ধর্ম্মোপদেশ এবং শিক্ষাদান এই উভয় কার্য্যই করেন। উপদেশ ইংরেজি ও হিন্দুস্থানীতে দেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার আদিবাস ২৪ পরগণা। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ভূম্যাধিকারী ছিলেন। তিনি কলিকাতা Metropolitan Institution হইতে গ্রাজুয়েট হন। তিনি বম্বে, কারাচী ও যুক্ত প্রদেশের অনেকগুলি এণ্ট্রান্স স্কুলের হেডমাষ্টারী করিয়া দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফেন্স্ কলেজ, ইন্দোর সি, এম, কলেজ, এবং কানপুরের ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপকতা করিবার পর বম্বে প্রবাসী হন। তিনি বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, লাতীন, গ্রীক, হিন্দী, উর্দ্দু ও আসামী ভাষায় অধিকার লাভ করিয়া মরাঠী, গুজরাতী, কানাড়ী, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষা কাজচলা মত শিক্ষা করেন। তিনি বাঙ্গলা ও ইংরেজি সংবাদ ও সাময়িক পত্রে, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।*

* প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১।

সংবাদ পত্রের সংস্রবেও কয়েকজন কৃতী বাঙ্গালী বম্বাই প্রবাসী হন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, পরলোকগত মিষ্টার এন, আর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় Bombay Chronicle নামক ইংরেজি দৈনিকের Senior Sub Editor ছিলেন। ১৯২২ অব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী নিউমোনিয়া রোগে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কাগজের দুই জন সহকারী সম্পাদকও ছিলেন বাঙ্গালী। ক্রনিক্লের ম্যানেজার মিঃ এস কে ব্যানার্জ্জী এবং একাউণ্টাণ্ট বাবু কুমুদিনীমোহন নিয়োগী। সতীশ বাবু বম্বে ক্রনিক্লের প্রথম সংখ্যা হইতে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম জজ পরলোকগত ব্যারিষ্টার রাজকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। সেণ্টজেবিয়র্াস কলেজে শিক্ষা পাইয়া ১৭ বৎসর বয়সে তিনি Pioneer, Englishman, Civil and Military Gazette, প্রভৃতি ভারতীয় বহু বিখ্যাত কাগজে এবং লণ্ডনের বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে বহুবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি Bengali, Indian Daily Newsএর পাঁচ বৎসর Rangoon Gazette এর এবং তিন বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত Commerce নামক সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদকের কাজ করিবার পর দিল্লীর Morning Post নামক দৈনিকের দুই বৎসর সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি Visitor's Guide to Delhi, All about the Durbar এবং Delhi the Imperial City নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত পুস্তক তিনি ডেনিং সাহেবের সহযোগে লিখিয়াছিলেন।

হিন্দী বঙ্গবাসীর জন্মদাতা বাবু অমৃত লাল চক্রবর্ত্তী ১৯০১ অব্দের শেষ ভাগে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার নামক পত্রের এডিটার হইয়া বম্বে আসেন। এই হিন্দী সংবাদ পত্রের সম্পাদনে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়া বিদেশে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে বিদুষী বঙ্গবালা শ্রীমতী সত্যবালা দেবীর নাম সুধী সমাজে অবিদিত নাই। এই যশস্বিনী মহিলা গুজরাত নিবাসী ডাক্তার দেসাইয়ের সহধর্ম্মিণী। তিনি য়ুরোপ ও এমেরিকা ভ্রমণ করিয়া স্বীয় সঙ্গীত পারদর্শিতা দ্বারা তথাকার সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদগণকে চমৎকৃত করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গের

এই নারীরত্ন দ্বারা পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সঙ্গীত যেরূপ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে তাহা ভারতের সহস্র সঙ্গীত বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ দ্বারা হয় নাই। তাঁহারই যত্নে বোম্বাই সহরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সত্যবালা দেবী সেই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপিকা হইয়াছেন। বম্বাই প্রবাসী বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইমারতাদি নির্ম্মাতা ও কণ্ট্রাক্টর। গ্রাণ্ট রোড রেলষ্টেশন সন্নিহিত "Fountain Hall"এ তিনি বাস করেন। তিনি এখানে টাটা কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টরী বিভাগের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

পুণা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ণার অপভ্রংশে পুণা। ইহা একটি ঐতিহাসিক নগর। পেশওয়াদিগের রাজধানী-স্বরূপ কতকগুলি ভগ্ন প্রাসাদ এক্ষণে অতীতের সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই জেলার অন্তর্গত জুন্নার একটি পুরাতন নগর। পূর্ব্বে এখানে লোক স্বাস্থ্য লাভের জন্য আসিত, কিন্তু প্লেগ দেখা দিবার পর হইতে ইহা পরিত্যক্ত পল্লিতে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে পর্ব্বতের প্রাচীর-ঘেরা স্থানের মধ্যে শিবনেরী নামক আর একটি উচ্চ পাহাড়ের বেষ্টনী; তাহার মধ্যবর্ত্তী সুরক্ষিত স্থানের নাম জুন্নার। মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ শিবাজীর এখানে জন্ম হইয়াছিল। জুন্নার এজন্য দক্ষিণ ভারতের মহাতীর্থ। ইংরেজ এই শিবনেরী দুর্গ শীর্ষে প্রাচীর গাত্রে ক্ষুদ্র মর্ম্মর খণ্ডে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—

The Birth Place of
Shrimat Shiwaji Maharaja
Chatrapati
Born 1627 Died 1680

পুণা হইতে গোযান কিম্বা বোম্বাই ও পুণার মধ্যবর্ত্তী তলেগাঁও হইতে মোটরে এখানে যাওয়া যায়। এই পথে বৈষ্ণব কবি তুকারামের জন্মস্থান দেবগ্রাম অবস্থিত। বারাণসী নবদ্বীপাদির ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপনার জন্য পুণার প্রসিদ্ধি চিরদিনই আছে। চৈতন্যদেব চার শত বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিলেন। পুণার এক ক্রোশ দক্ষিণে সহ্য পর্ব্বতোপরি পার্ব্বত্য মন্দির দর্শন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এখানে বাঙ্গালীর সমাগম হইয়া থাকে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পুণা বিজ্ঞান কলেজে বাঙ্গালী ছাত্রের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। এ বিভাগে যাঁহারা পথপ্রদর্শক তাঁহাদের মধ্যে বাবু ধরণীধর দাস এবং বাবু দীননাথ হাজরার নাম প্রথমেই শুনা যায়। তাঁহারা উভয়েই কলিকাতা সিবিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে আসিয়া পুণা কলেজে প্রবেশ করেন। উভয়েই ১৮৭১ অব্দে এল, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই। বাবু দীননাথ হাজরা ১৮৭৭ অব্দে এক বৎসরের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা ফ্রেয়ারবৃত্তি (Frere Scholarship) প্রাপ্ত হন এবং এফ, সি, ই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৮ অব্দে তিনি বিজ্ঞানসভার ফেলোর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা উভয়েই ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের সম্মতিক্রমে কলেজবোর্ডিংএ অবস্থিতি করিতেন। কয়েক বৎসর হইল পুণা প্রবাসী ছাত্রগণ "পুণা বাঙ্গালী ছাত্রনিবাস" স্থাপন করিয়াছেন।

বাবু ধরণীধর দাস এল, সি, ই, মোরাদাবাদ সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের সব-ইঞ্জিনীয়রের পদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশে প্রবাসী হন। বাবু দীননাথ হাজরা জব্বলপুরের ওভারসিয়ার হইয়া মধ্য-প্রদেশে গমন করেন। জব্বলপুর হইতে তিনি কামতীতে বদলী হন। কামতীর পথে তিনি একদিন তাঁহার কোন নিম্নতন কর্ম্মচারীর অশ্বে আরোহন করিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ অশ্ব শূন্যে উদ্‌বর্ত্তন করায় অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হন, অশ্বও তাঁহার উপর পতিত হয়। ইহাতে দীননাথ বাবুর রক্তস্থালী বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বাবু হরিপদ মিত্র নামে প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন ছাত্র হাবড়া হইতে তাঁহার অভিভাবকগণের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া আসেন। তিনি পুণায় উপনীত হইয়া বিজ্ঞান কলেজের প্রতিযোগী পরীক্ষা দেন, এবং বৃত্তিলাভ করিয়া কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৭৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি এল, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা বৃত্তি ভোগ করেন। তৃতীয় বৎসরে পীড়িত হওয়ায় এবং আর্থিক অভাব বশতঃ ১৮৭৯ অব্দে তিনি পুণা হাইস্কুলে অল্প বেতনে শিক্ষকের কর্ম্মগ্রহণ করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী যুবকের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। তিনি ১৮৮১ অব্দে বিজ্ঞানসভায় বৃত্তি-

ভোগী সভ্য (Fellow) পদের যোগাড় করিয়া পুনরায় এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৮৮৩ অব্দে তিনি এল, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত কর্ম্ম প্রাপ্ত না হওয়ায় শ্রদ্ধাস্পদ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে রেল বিভাগে সার্ভেয়ারের কর্ম্ম লাভ করেন। ১৮৮৪ অব্দে তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর হন। পর বৎসর সে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তিনি Sub-Assistant Conservator of Forest এর পদলাভ করিতে সমর্থ হন। এই বনবিভাগে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীর Extra Assistant Conservator of Forests এবং শোলাপুরের Divisional Forest Officer এর সম্মানিত পদে উন্নীত হন। এক দিন যিনি অল্প বয়সে অভিমানভরে গৃহ হইতে নিস্ব অবস্থায় বাহির হইয়াছিলেন, সুদূর প্রবাস ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও উচ্চাভিলাষের পুরস্কার স্বরূপ তিনিই পরে উচ্চপদবীতে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইলেন। এই কলেজের আর একজন ছাত্র বাবু ভূতনাথ চক্রবর্ত্তীর এতদঞ্চল-প্রবাসের কাহিনী খানদেশের বিবরণে দ্রষ্টব্য। বাবু ভবধর চট্টোপাধ্যায় নামে অন্য কৃতী ছাত্র ১৮৭৬ অব্দে শিবপুর কলেজ হইতে পুণায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন কিন্তু পুণাতে আসিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের অসম্মতিতে পুনরায় শিবপুর ফিরিয়া যান ও তথা হইতে এল, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রেলবিভাগে অস্থায়ী সহকারী এঞ্জিনীয়ার হন। তৎপরে কণ্ট্রাক্টারী কর্ম্মে তিনি লক্ষপতি হইয়াছেন। ইঁহাদের পরে যে সকল বাঙ্গালী ছাত্র পুণা কলেজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিভিন্ন প্রদেশে থাকিয়া কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার অন্যতম। পঁচিশ বৎসরাধিক পূর্ব্বে এখানকার বাঙ্গালী ছাত্রগণ এই সহরে "পুণা বাঙ্গালী ছাত্র নিবাস" স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই ছাত্র নিবাসে বঙ্গীয় যুবকগণ পুণা কলেজে অধ্যয়নকালে প্রবাসবাস করিয়া থাকেন। বাবু চন্দ্রকুমার সরকার কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট নবীন কৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের পুত্র। তিনি পুণা কলেজ হইতে এল সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী মিউনিসিপালিটিতে কিছুদিন এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়রের কার্য্য করিয়া এক্ষণে কলিকাতায় স্বাধীন ভাবে এঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায় করিতেছেন। কিছুদিন হইল স্বনামখ্যাত প্রত্নবিজ্ঞানবিৎ এবং ঐতিহাসিক বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ (Superintendent, Archaeological Survey, Western Civil Head Quarters Poona) হইয়া কিছুদিন পুণা প্রবাসী হইয়াছিলেন।

শোলাপুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যবিভাগের অন্তর্ভুক্ত মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যস্থলে এবং নিজাম রাজ্যের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। এই জেলার অন্তর্গত পণ্ঢরপুর একটি মহকুমা। ইহার প্রধান নগর পণ্ঢরপুরই পৌরাণিক পুণ্ডরীকপুর। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ইহা একটি সুপ্রসিদ্ধ ও পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। ভীমা নদীর তীরে ইহার অবস্থিতি। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের বারাণসী বলে। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও চৈতন্যদেবের এতদঞ্চলে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে নিত্যানন্দদেব এখানে আসিয়া ছিলেন। রাঢ় দেশীয় একচক্রা গ্রামের বালক নিতাই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। তিনি পণ্ঢরপুরে লক্ষ্মীপতি নামক জনৈক সাধুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে নবদ্বীপে গিয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন। চৈতন্য দেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ষোল বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ ১৬ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে এই পুণ্ডরীকপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই তীর্থেই দেহত্যাগ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁহার অলৌকিক তিরোভাবের কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল, হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি।
অপি তিরোধান কৈল, প্রচারিয়া ভক্তি॥

ইহার ষোল বৎসর পরে নিমাই তাহার জ্যেষ্ঠের অদর্শন স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে চাকরি লইয়া ভারতের প্রথম সিবিলিয়ান মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজর বামনদাস বসু, আই, এম, এস, প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী শোলাপুর জেলায় বাস করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে বাবু হরিপদ মিত্র এখানকার বনবিভাগের ডিবিসনাল অফিসর হইয়া আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনেকদিন হরিপদ বাবুর গৃহে অবস্থিতি করেন।

শোলাপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ কোলাবা * সাতারা, বিজাপুর প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান। প্রাচীনকালে এখানে বাঙ্গালীর প্রবাস বা উপনিবেশ হইয়াছিল কিনা তাহার নিদর্শন এখনও আমরা পাই নাই, কিন্তু বিগত শতাব্দীর মধ্যে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ চাকরি লইয়া যে এ সকল জেলায় বাঙ্গালীরা মধ্যে মধ্যে প্রবাস বাস করিতেছেন তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন-কালের ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গসন্তানগণ ভারতের বা ভারতের বাহিরের যে কোন স্থানই, হৌক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রমাত্রেই গিয়া উপস্থিত হইতেন। সেই হিসাবে তাঁহারা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি ও কারবার জেলাতেও আসিয়াছিলেন। রত্নাগিরি পুরাকাল হইতেই হিন্দুর সুবিখ্যাত তীর্থ। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডের মধ্যে ইহা রামক্ষেত্র বলিয়া কথিত। পরশুরাম এখানে বহু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রত্নাগিরি জেলার মধ্যে অলকনন্দা ও বরুণা নাম্নী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে সঙ্গমেশ্বর নামে যে প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে তাহাই রামক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চালুক্যরাজ কর্ণ দক্ষিণপূর্ব্বস্থ দেশীয় করদ রাজ্য কোহ্লাপুর হইতে আসিয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কর্ণেশ্বর মন্দির

---

* দুই দিকে ইহার সমুদ্র বলিয়া আরব বণিকেরা ইহাকে "কলাবেহ্" বলে। তাহার বিকারে "কোলাবা" নাম হইয়াছে। পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল চম্পাবতী। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, বলরাম-পত্নী রেবতী তখন ইহার মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান চৌলে লোকালয় স্থাপন করিয়া তাহার নাম দেন "রেবতীক্ষেত্র"। শিবাজীর রাজধানী রাজগড় রায়রী (রায়গিরি) পাহাড়ের উপর স্থাপিত ও কোলাবা জেলার অন্তর্গত।

৺জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, এফ্‌-আর-এ-এস্‌, কাব্যানন্দ।   পৃঃ ২৫২

দর্শনীয়। দক্ষিণের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বাসব বহুকাল এখানে বাস করায় ইহা ঐ সম্প্রদায়েরও তীর্থ। ১৬৮৯ অব্দে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পুত্র সম্ভাজী এখানে বন্দী হইয়া অওরঙ্গজেবের শিবিরে নীত হন বলিয়া ঐতিহাসিকের নিকটও ইহা বিখ্যাত স্থান। রত্নাগিরির রাজাপুর বন্দর একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই স্থানে একটি শীতল ও একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করিলে বাত ও চর্ম্মরোগ ভাল হয় বলিয়া নানা প্রদেশের লোক এখানে স্নান করিতে আসে। ইহার জলের উষ্ণতা ১২০ ডিগ্রী। সহরের মধ্যস্থলে বিঠোবার প্রকাণ্ড মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালা আছে। প্রতি আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে তথায় যে মেলা হয় তাহাতে শত শত লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখান হইতে এক মাইল দূরে আর একটি প্রস্রবণ আছে। তাহা অন্তম গঙ্গা বলিয়া পূজিত হয়। তাহার জল দুই বৎসর পরে একবার বাহির হয়। গ্রীষ্মকালেই প্রায় ইহার জল প্রবাহিত হইয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। আবার দুই বৎসর পরে দেখা দেয়। তখন বহুদূর হইতে হিন্দু যাত্রীরা আসিয়া সমবেত হয়।

কারবার* উত্তর কর্ণাটের প্রধান নগর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়। ইহার বহু দর্শনীয় স্থানের মধ্যে গোকর্ণ তীর্থ, আঞ্জেদ্বীপ এবং গেরসপ্পা জলপ্রপাত অন্যতম। গোকর্ণ অতি প্রাচীন তীর্থ। এই তীর্থ-প্রসিদ্ধি হইতে গোয়া স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কারবার বন্দরের ক্ষুদ্র আঞ্জেদ্বীপে য়ুরোপীয়দের মধ্যে পর্ত্তুগীজরা সর্ব্ব প্রথমে আসিয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। গোয়ার ৭৫ মাইল দক্ষিণে শরাবতী নদীর প্রপাত গেরসপ্পা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম জলপ্রপাত। বম্বের ন্যায় কারবারের "নারেল পুণম" নামে শ্রাবণ পৌর্ণমাসীর উৎসব বঙ্গের "সোদো ভাসান" প্রথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সময় হইতে দেশীয় নাবিকগণের জন্য সমুদ্রপথ উন্মুক্ত বলিয়া ধার্য্য হয়। নরনারী এই সময় সমুদ্রে শুভ-যাত্রার উদ্দেশ্যে ফল ফুল নারিকেল উপহার দিয়া সমুদ্রের পূজা করে। এই উত্তর কানাড়া বা কর্ণাট বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণতম জেলা। ইহার পর মন্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর

* কারবার, রত্নগিরি, ও কোহ্লাপুর জেলাত্রয় প্রাচীন বিদ্যাধরদিগের দেশ।

আরম্ভ। উত্তর কানাড়ার পূর্ব্বে মৈসুর রাজ্য। পশ্চিমে আরব সাগর ও উত্তরে গোয়া। গোয়া ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তদবধি ইহা তাহাদেরই অধিকারে আছে। এই স্থানে বাঙ্গালীদের একটি বিস্তৃত উপনিবেশ ছিল। কিন্তু পর্ত্তুগীজরা আসিয়া এখানে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার জন্য তত্রত্য ব্রাহ্মণ গণের প্রতি অত্যাচার করিতে থাকিলে গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিয়া সমুদ্র তীরবর্ত্তী "কারবার, অঙ্কোলা, মাঙ্গালোর, হলিয়াল, সুপা" সিসি প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ কেহ খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। পরে পলায়িতদের মধ্যে কেহ কেহ পুনরায় গোয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গোয়া ত্যাগ করিয়া যাঁহারা এ প্রদেশের নানাস্থানে বাস করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা দশ সহস্র এবং তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। ইঁহারা উত্তর ভারতে সারস্বত পঞ্চগৌড় এবং দাক্ষিণাত্যে গৌড় সারস্বত নামে অভিহিত।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত সহ্যাদ্রিখণ্ডে আছে যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ পরশুরামের আদেশে কোঙ্কণ প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান গোয়াই তাঁহাদের প্রথম উপনিবেশ স্থান। এখানে কালনির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মোট কথা এই যে, বহুকাল হইল অর্থাৎ স্কন্দপুরাণ রচনার বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালীগণ গৌড়মণ্ডল ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রদেশবাসী হন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

কারবার জেলায় গেজেটীয়ারে আছে "According to traditions the founders of the caste called Sharmas were brought with their family God and Goddess by Parasuram the sixth incarnation of Vishnu, from Trihotra, the modern Tirhut in Bengal, to help him in performing ceremonies in honour of his ancestors." কিন্তু গোয়ারাজ্যের এক রাজার নামও ছিল পরশুরাম। তিনি পূর্ব্ব পুরুষগণের হিতার্থ যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কয়েকজন শর্ম্মা উপাধিধারী ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশ হইতে আনাইয়াছিলেন।

কথিত আছে যে ৯৬ ছিয়ানব্বই ঘর ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই এক্ষণে 'সেনবি' বলিয়া পরিচয় দেন। সেনবি শব্দ ছিয়ানব্বই শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। হিন্দুস্থানী ভাষায় যখন সরস্বতী 'সুরসতী', পুরুষোত্তম 'পরসোতম', দেবোত্থান 'ডিঠবন' হইতে পারে তখন ছিয়ানব্বই সেনবি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

উক্ত গেজেটীয়ারে আরও লিখিত হইয়াছে—"The memory of the Sharmas survives in figures which before the images of the God Mongesh and the Goddess Shanta Durga which the Sharmas are said to have brought from Trihut to Goa. According to the Shenvis the caste God and Goddess Mongesh and Santa Durga, were brought from Bengal. But the Mongesh Mahatmya seems to show that they were local Goa deities whose worship was adopted by the three founders of the clans. Again the Sharmas state that their names came from 96 the member of the families of the original Bengal settlers."

বঙ্গদেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা বুদ্ধির খ্যাতী যে বঙ্গীয় বণিক্‌দিগের মুখে প্রচারিত হওয়ার ফলে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণগণ পরশুরাম নামধেয় গোয়ার তৎকালীন রাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান গৌড় সারস্বতগণ যে তাঁহাদেরই বংশধর এবং 'বঙ্গা বঙ্গীর' দেশের বঙ্গেশই যে মঙ্গেশ হইয়াছে কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করেন। * উপরিউক্ত শর্ম্মা উপাধিক ব্রাহ্মণগণ এই সেনবি উপাধিক ছিয়ানব্বই ঘরের অন্তর্গত অথবা স্বতন্ত্র তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

বম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বোম্বাই-চিত্রে লিখিয়াছেন—"সেনই নামে এক জাতীয়-ব্রাহ্মণ আছে তাহারা আপনা-

* শ্রীকালিপ্রসন্ন বিশ্বাস—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২৫, ভাদ্র।

দিগকে গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়—তাহারা মৎস্যজীবী। * * তাহাদের নাম ও আচার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে আসলে তাহারা গৌড় ব্রাহ্মণ—বঙ্গদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে। আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"সারস্বত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ প্রায় ২০০ বৎসর হইতে সিন্ধুতে আসিয়া বাস করিতেছেন। আচার ব্যবহার কুলশীলে ইহারা বোম্বায়ের সেনই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য—ইহাদের মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে।" এই সেনবিগণ যেমন আপনাদিগকে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তেমনি ইঁহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যও লোপ করেন নাই। এই গৌড়ীয়গণকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য এখানে একশ্রেণীর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আপনাদিগকে "দেশস্থ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সরকারি রিপোর্টেও এই ভেদভাব উল্লিখিত হইয়াছে। †

দক্ষিণের এই গৌড় সারস্বত বা সেনবী ব্রাহ্মণ নরনারীর আকৃতি যে ত্রিহুতের লোক অপেক্ষা বাঙ্গালীর সহিতই অধিক সাদৃশ্য বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বাঙ্গালীদের মতই নামের পূর্ব্বে বাবু স্থলে সম্মান সূচক "বাব" শব্দ ব্যবহার করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়ই তাঁহারা ব্রহ্মদৈত্য, গ্রাম্য দেবতা, পঞ্চমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, গোপাল ও কৃষ্ণপূজা করেন। এবং এতদঞ্চলে মুসলমান প্রভাব না থাকা সত্ত্বেও তাহারা সত্যপীরের সিন্নি দেন। তাহারা দেবতাদিগকে অন্নভোগ দিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রধান খাদ্য সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুলের অন্ন, তরকারী এবং মৎস্য। শাক্তগণ মদ্য ও মাংস দ্বারাও দেবীর পূজা করিয়া প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করেন। তাহাতে তাঁহারা জাতিগত বাধা মানেন না। এই সমস্ত প্রথা গৌড়ীয় ব্যতীত এখানে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে নাই। বরং এ সমুদয় শেষোক্তদের মধ্যে নিষিদ্ধ। গৌড় সারস্বতগণ আজিও বাঙ্গালীদের মত হুকায় তামাক খান। এবং মাথায় বাঙ্গালীর

† "The best opinions seem, however, to show that the dividing line between the Kunbi and the Maratha is not of the nature of the permanent barrier, such for instance, as that which has been seen to exist between the Shenvis, and Deshasth Brahmans, or the Osval and Agarval V s"——P. 183, Pt. I. Census Report of the Bombay Presidency, 1901.

মতই তেল মাখেন। তাঁহাদের পুরুষগণ কাছা ও কোঁচা দিয়া কাপড় পরেন। প্রাচীন বাঙ্গালায় বাঁশের চেটাই দিয়া আঁতুড়ঘর বাঁধিবার প্রথা এবং কেবল বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত কতকগুলি প্রবাদ ও উপকথা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যের এক এক সম্প্রদায়ের এক এক সাম্প্রদায়িক গুরুকরণ প্রথা গৌড়ীয়গণের মধ্যে নাই। এজন্য তাঁহারা এখানে অত্যাচার সহ্য করেন। ক্রমে তাঁহারাও বাধ্য হইয়া দেশ প্রচলিত প্রথায় সাম্প্রদায়িক গুরু করেন। তাঁহারা বাঙ্গালীদের মতই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি এবং উচ্চ-শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। গৌড় সারস্বত বা সেনবীগণ আপনাদিগকে বাঙ্গালীর বংশধর বলিয়া গৌরবানুভব করেন। তাঁহাদের উচ্চারণেও বাঙ্গলার টান আছে। বাঙ্গালীদের নাম এবং উপাধির সহিতও বহুস্থলে আশ্চর্য্যরূপ মিল দেখা যায়। গুপ্ত, গাঙ্গুলী, দত্ত অনেকেই আছেন। যাঁহারা এদেশীয় তাঁহারা শুদ্ধ সারস্বত বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু বঙ্গদেশাগতগণ তাহা না করিয়া "গৌড়সারস্বত" নামে অভিহিত হন। বাঙ্গালীদের সহিত তাঁহাদের এই সাদৃশ্য বেলগাঁও গেজেটীয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।*

* " * * Especially in Goa and the surrounding parts, Shenvis like Bengalis freely rub their heads with oil and also like them are fond of rice gruel called pej and fish. The honorific Ba'b as in Purushottam ba'b is perhaps a corruption of Babu in Bengali. Shenvis have some peculiar names taken from their Gods ; such as Mongesh, Shanta Durga, Shanta Bai, and others. Their broad pronunciation of the vowel sounds is also said to be like the Bengali pronunciation. * * * The yare Saraswat Brahmans of the Panchgaud order. * * "—Belgaum Gazetter, P. 91.

See also foot-note to P. 91. Ibid.

মৈসুর

হায়দ্রাবাদ বা নিজামরাজ্যের দক্ষিণে মৈসুর রাজ্য অবস্থিত। এই দুই রাজ্যের মধ্যে কেবল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলার ব্যবধান। কানাড়ী ভাষায় মহিষ বাচক "মৈস" শব্দের সহিত নগর বাচক "উরু" শব্দ যুক্ত হইয়া "মৈসুরু" হয়। মৈসুরু হইতে মৈসুর এই নাম হইয়াছে। ইহার অর্থ মহিষ নগর। পুরাকালে চামুণ্ডারূপিণী দেবী মহিষাকৃতি দুন্দুভি অসুরকে এই স্থানে বিনাশ করেন বলিয়া ইহা মৈসুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান মৈসুর রাজ্যের রাজধানী মৈসুর নগরের উপকণ্ঠে "চামুণ্ডা" বলিয়া যে পর্ব্বত আছে তাহাতে এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা আজিও পূজা পাইয়া থাকেন।

রামায়ণোক্ত কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণাংশকে মৈসুর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। জৈন ইতিহাসানুসারে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর মৈসুরের অন্তঃপাতি শ্রবণ-বেলগোলায় তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। এখানকার চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে চন্দ্রগুপ্তের সমাধি-নির্দ্দেশক মন্দির প্রদর্শিত হয়। মৈসুরে আবিষ্কৃত সম্রাট আশোকের শিলালিপি হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মৈসুর রাজ্য অথবা ইহার উত্তরাংশ মৌর্য্য অশোকের সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মৈসুর রাজ্যের সংকোচ ও বিস্তার ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান রাজ্য বঙ্গের ২৪ পরগণা, নদিয়া, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, হাবড়া, মেদিনীপুর এবং ঢাকা এই কয় জেলার মিলিত পরিসরের সমান। এই রাজ্য পর্ব্বতবহুল। পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিম-ঘাট-পর্ব্বতমালা ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং ইহার দক্ষিণে উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের যোজক-স্বরূপ নীলগিরি পর্ব্বত অবস্থিত। কাবেরী, পেন্নার, পিনাকিনি, হেমবতী প্রভৃতি নদী এখানে প্রবাহিত। এখানে বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুর প্রকাশ। ইহার লোকসংখ্যা অর্দ্ধ কোটি। মিত্ররাজ্য সমূহের মধ্যে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পরই সম্মানে ও প্রাধান্যে ইহার স্থান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কদম্ব, রাষ্ট্রকূট, পল্লব, গঙ্গা, চালুক্য, কোনা, হৈহয় প্রভৃতি রাজবংশ ক্রমান্বয়ে এই রাজ্যশাসন করিবার পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মৈসুর সম্রাট আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুরের দ্বারা কিছুকালের জন্য মুসলমান-দিগের অধিকৃত হয়। কিন্তু ঐ শতাব্দীতেই বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলে সমস্ত দক্ষিণ হইতে মুসলমান প্রভাব তিরোহিত হয়। ১৫৬৫ অব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হইলে, তাহা বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজার দ্বারা শাসিত হয়। বর্ত্তমান মৈসুর সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিজয়নগর রাজ্যের একটি অংশ মাত্র। এই রাজ্য বিজয়নগরের অধীন উদৈয়ার বংশীয় সামন্ত রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। ১৭৪৯ অব্দে তাহার শেষ রাজার জনৈক কর্ম্মচারী সাহবাজের কনিষ্ঠ সহোদর হায়দার আলী অশ্বারোহী সৈন্যদলে সামান্য সৈনিকের কর্ম্ম করিতেন। কৌশলী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হায়দার আলী রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় পদোন্নতি করিতে করিতে ক্রমে ডিণ্ডিগালের ফৌজদার হইয়াছিলেন। পরে স্বকীয় ব্যয়ে এবং দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল গঠন করিয়া এরূপ ক্ষমতাপন্ন হন যে মহীসুরের রাজার উপর পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিতে সাহসী হন এবং স্বীয় সৈন্য সহায়ে বেদনূরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মৈসুরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। হায়দার আলীর দক্ষিণে এক নব শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া মারাঠারা, মোগল (নিজাম) ও ইংরেজের ভীতিস্বরূপ হইয়াছিলেন। এই কারণে এই তিন শক্তি মিলিত হইয়া এই শক্তি ধ্বংসে ব্রতী হন। ১৭৯৯ অব্দে শেষ মৈসুর যুদ্ধে হায়দার আলীর পুত্র টিপু সুলতান রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে নিহত হইলে মৈসুর রাজ্যের উত্তরাংশ নিজামকে দিয়া মালাবার, কুর্গ, সালেম ও মাদুরা ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুর স্বয়ং গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অবশিষ্ট বর্ত্তমান মৈসুর রাজ্যে হিন্দুরাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া উদৈয়ার বংশীয় যুবক রাজা কৃষ্ণরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এই সময় হইতে মৈসুরে ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩১ অব্দে ভারতগবর্ণমেণ্ট রাজাকে সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীদের হস্তে শাসন ভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু ১৮৮১ অব্দের ২৫ মার্চ্চ কৃষ্ণরাজা মহারাজ চমরাজেন্দ্র উদৈয়ারকে পোষ্যপুত্র গ্রহন করিয়া বড়লাট লর্ড রিপণ তাঁহাকে সকল অধিকার

ফিরাইয়া দিয়া মৈসুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। বর্ত্তমান মৈসুর,—অষ্টগ্রাম, নাগর, নন্দীদঙ্গ এই কয় বিভাগে বিভক্ত। এক এক বিভাগ কয়েকটি জেলায় এবং প্রতি জেলা কয়েকটি তালুকে বিভক্ত।

মৈসুর কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যত প্রকার চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে জল সেচনার্থ কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মাণ অন্যতম। চিতলদ্রুগ জেলায় হিরিয়ুর সহরের চারিদিকের কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য মারিকানাবে যে হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ১৮ মাইল। ইহা ৩০ বর্গ মাইল ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যত কৃত্রিম হ্রদ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং স্থাপত্য কৌশলে অদ্বিতীয়। ১৮৯২ অব্দে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই হ্রদ দেখিবার জন্য ভারতের সকল প্রদেশের লোক এখানে আগমন করিয়া থাকেন। রাজধানী বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থানী, কানাড়ী, মারাঠী, তামিল ও তেলেগু ভাষা প্রচলিত। কয়েক বৎসর হইল মৈসুর বিশ্বালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, দক্ষিণের ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের ন্যায় মৈসুর রাজ্যও শাসনাদি বিষয়ে ভারতের প্রাচীন আদর্শ আজিও বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় আদর্শের এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রভাব সেই আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবে কিনা সন্দেহ। ডাক্তার স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন মৈসুর প্রবাসে থাকিয়া এ-বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৩২৬ সালের বৈশাখে শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উপদেশ প্রসঙ্গে মৈসুর সম্বন্ধে তাই বলিয়াছেন—" * * * * সেখানে আমাদের ভারতবর্ষের চিরদিনের যে একটি আকৃতি এবং প্রকৃতি সেটা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারত লক্ষ্মী যে মৈসুর হইতে বিদায় লইয়া যান নাই তাহার প্রধান কারণ, দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এখানকার রাজারা দেশী শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন। স্যর শেষাদ্রি আয়ারের মত মন্ত্রী ও শিক্ষকের হাতে ইহারা মানুষ হইয়াছেন। তাই কেবল পোলো খেলিয়া, শিকার করিয়া, সাহেব মেমদের সঙ্গে নাচ গান করিয়া, কথায় কথায় য়ুরোপে দৌড় মারিয়া, বিলাতী উপকরণের বিলাসিতা ভোগ করিয়া নিজের জীবনকে ও রাজ্যেকে ছারখার করিয়া দেন নাই, দেশের সর্ব্বসাধারণের চিত্তের সঙ্গে এখানকার রাজার যোগ রহিয়াছে। স্বদেশ ইহার পক্ষে নির্ব্বাসন নহে। আমাদের দেশে

বর্ত্তমানে দুই রকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারও ভীরুতা দেশী প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে, কাহারো ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন। মৈসুরের রাজাসন এই দুই ভয়কেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই যখন মৈসুরের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখিলাম তখন সেটা এতই বেসুরা বোধ হইল। ইহার মধ্যে আমাদের আপন কিছুই নাই, ইহা একেবারেই নকল। * * * *

কবিবর ব্যাঙ্গালোর ড্রামাটিক এসোসিয়েশনের সাম্বৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে গিয়া মৈসুরের সুযোগ্য দেওয়ান বাহাদুর ৺জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সভানায়ক রূপে দেখিতে পান। উক্ত এসোসিয়েশনের স্থায়ী সভাপতি বাঙ্গালীর গৌরব জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, এফ, আর, এ, এস্, কাব্যানন্দ মহাশয় ১৮৭৫ অব্দের ১১ই জুন তারিখে চন্দ্র-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, ছোট নাগপুরের শিক্ষা বিভাগের একজন সুবিখ্যাত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রতিভাবান্ পিতার প্রতিভাবান্ পুত্র জ্ঞানশরণ বাবু বাল্যকালেই অসাধারণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব ও তাঁহার সুপণ্ডিত জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এল মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। জ্ঞানশরণ বাবুর বাল্য শিক্ষা রাঁচী জেলা স্কুল এবং হুগলি কলেজিয়েট স্কুল এই উভয় স্থানেই হইয়াছিল। স্কুলের শিক্ষা প্রশংসা ও গৌরবের সহিত সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এবং প্রথমাবধি গবর্ণমেন্টের উচ্চতম বৃত্তি সমূহ, অসংখ্য পদক, পুস্তক পুরস্কার প্রশংসাপত্র প্রভৃতি তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে গোয়ালিয়র স্বর্ণ পদক, ম্যাক ফ্যান্ রৌপ্য পদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ রৌপ্য পদক, টেগোর সুবর্ণ পদক ও মোএট সুবর্ণ পদক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এম-এ পাশ করিবার এক বৎসরের মধ্যে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাদ বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া সাত হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এবং ইহার অব্যবহিত পরেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল তাঁহাকে এলিয়ট স্বর্ণপদক Elliot Research

prize) পারিতোষিক দান করেন। অতঃপর জ্ঞানশরণ বাবু ১৮৯৬ অব্দের জুলাই মাসে ক্যানিং কলেজের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী হন, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই বুথ সাহেবের স্থলে আসিয়া বি-এ ও এম-এ ক্লাসের গণিতাধ্যাপক হন।

শিক্ষা বিভাগ হইতে তিনি ১৮৯৮ অব্দের মে মাসে ভারতীয় আয় ব্যয় বিভাগে (Financiai Deptt) প্রবেশ করেন এবং রেঙ্গুন, এলাহাবাদ, ও কলিবাতায় দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্ম্ম করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার উচ্চ শিক্ষা ও প্রতিভার পরিচায়ক কয়েকটি অতিশয় মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। সুধী সমাজে তাঁহার রচনাবলী বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে "Indian Engineering পত্রে প্রকাশিত তাঁহার On the General Cartesian Equation of the Second Degree" নামক প্রবন্ধাবলী, The Wastage of Gold in the manufacture of Jwellery in Bengal এবং "The theory of thunderstorms শীর্ষক নিবন্ধদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণের অপচয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয়ের Hindu Chemistry নামক অমর গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদরূপে গৃহিত হইয়াছে এবং শেষোক্ত রচনাটি তাঁহাকে এলিয়ট স্বুবর্ণ পদকে ভূষিত করিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহিত্যিক কৃতিত্বের মধ্যে তাঁহার ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধীয় নিবন্ধটি তাঁহার পিতার রচিত ভগবদ্গীতার ইংরেজী পদ্যানুবাদ গ্রন্থের * অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রখ্যাত সমালোচক বৃন্দের নিকট হইতে উচ্চ প্রংসংসা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার বাঙ্গালা রচনা ও সংস্কৃত কবিতাবলীর সংখ্যাও বড় অল্প নহে। তিনি ১৮৯৭ অব্দে সংস্কৃত চন্দ্রিকার পরিচালকদিগের প্রবর্ত্তিত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া "কাব্যানন্দ" উপাধিতে ভূষিত হন। এলাহাবাদ প্রবাসে তিনি 'প্রয়াগ সাহিত্য সভা'র কার্য্যেও যোগদান করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৯০৮ অব্দে কাব্যানন্দ মহাশয় মৈসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার ও ফাইনান্শিয়াল সেক্রেটরী-পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে ব্যাঙ্গালোর আগমন করেন। তাঁহাকে এখানে রাজস্ব সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া

* Published by Messrs, Kegan Paul Trench Triibner & Co. London, 1906.

মৈসুর রাজ্যের জীবন বীমা সমিতির সেক্রেটরী (Secretary to the Mysore State Life Assurance Committee), ব্যাঙ্গালোর পশম, তুলা ও রেশম মিল কোম্পানীতে গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টর (Government Director of the Bangalore Woollen, Cotton and Silk mills Co. Ld) এবং মৈসুর বয়ন শিল্প কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর (Managing Director of the Mysore spinning and Manufacturing Co. Ld) এর কার্য্যও করিতে হইয়াছিল। এতগুলি দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া এবং মৈসুর রাজ্যের বিবিধ উন্নতি সাধন করিয়া রাজা প্রজা সকলেরই শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র হন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অল্পদিন পরেই বঙ্গ জননী তাঁহার এই প্রতিভাসম্পন্ন সুসন্তানকে হারাইয়া শোকমগ্না হন।

প্রায় ৩২।৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বিদুষী বঙ্গ-মহিলা শ্রীমতী কুমুদিনী খাস্তগির বি-এ উচ্চশ্রেণীর রাজ-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইয়া মৈসুর প্রবাসিনী হন। তৎপূর্ব্বে তিনি বেথুন কলেজের প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

পুরাতন মৈসুর প্রবাসীদের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত স্বনাম প্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিৎ এবং ঔদ্যানিক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য তিনি পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও দ্বারবঙ্গের মহারাজা প্রমুখ অনেকের রাজোদ্যান-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মৈসুরের মহারাজা তাই তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার উদ্যানের পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করেন। স্বর্গীয় ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মৈসুর প্রবাসের বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ অংশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মাদ্রাজের অবসর প্রাপ্ত একাউণ্টাণ্ট জেনারেল কলিকাতা নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় কিছুদিনের জন্য মৈসুর দরবারের কোন বিশেষ কার্য্যের ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রশংসার্জ্জন করিয়াছিলেন।

স্বনাম প্রসিদ্ধ দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্র- নাথ শীল, পি, এচ, ডি মহাশয় মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ার ম্যানের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অধুনা

মৈসুর বাস করিতেছেন। ডাক্তার রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায় এম-এ পি-এচ-ডি মহাশয় মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন মৈসুর প্রবাসে ছিলেন। কাবেরী ওয়ার্কস্‌এ কর্ম্ম লইয়া জনৈক বাঙ্গালী কিছুদিন হইল মৈসুর প্রবাসে আসেন।

কৃতী বঙ্গসন্তানগণ এ পর্য্যন্ত উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়া মৈসুর রাজ্যে আসিয়া কর্ম্মদক্ষতা পাণ্ডিত্য এবং বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়া বাঙ্গালীর নামকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং দেশবাসীরও হিতসাধন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই এখানে স্থায়ী বসবাসী হন নাই। মৈসুরে বাঙ্গালীর স্থায়ী কীর্ত্তির উল্লেখ করিতে হইলে, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠিত মঠ, সাধনাশ্রম' সেবা সমিতি এবং তাঁহাদের বেদান্ত প্রচার কার্য্যের উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এতদঞ্চলে যুগান্তর আনয়ন করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দই তাহার প্রবর্ত্তক। ইতিপূর্ব্বে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিবন্দ্রম্ হইতে ব্যাঙ্গালোর সন্নিহিত চন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমির দেশ-ভাষা কনাড়ীতে অভিজ্ঞ ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ সোমানন্দ স্বামী মৈসুর কারাগারে বন্দী অপরাধী-দিগকে বহুদিন হইতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদান করিতেছেন। তাঁহার ঐ কার্য্যের উপকারিতা মৈসুর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

স্বনাম প্রসিদ্ধ সেবাব্রত ৺শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র স্যর এলবিয়ন ব্যানার্জ্জী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টল নগরে মিস্ কার্পেণ্টরের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয়া মহিলাদের মধ্যে তাঁহার জননীই সর্ব্বপ্রথম ইংল্যাণ্ড গমন করিয়াছিলেন। এই সুদূর দেশে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সে সংবাদ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গোচর করা হইয়াছিল। মহারাণী তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী স্যর এচ্ পনসনবীর দ্বারা মিস্ কার্পেণ্টরকে বিশেষ আনন্দ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। স্যর এলবিয়ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত বি, এ পাশ করিয়া পদকাদি প্রাপ্ত হন। এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অক্‌ফোর্ডের বেলিয়ল কলেজ হইতে এম, এ, উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৮৯৫ অব্দে মাদ্রাজ সিভিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া তামিল ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হন এবং এই প্রদেশে
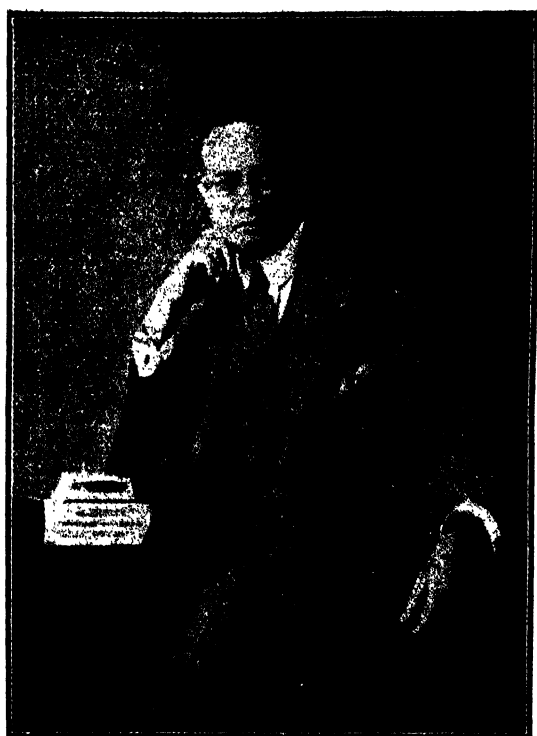
স্যর এলবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জ্জী। পৃঃ ২৫৬

এসিষ্টাণ্ট কলেক্টর ও সব কলেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন। এই কার্য্যেও প্রাদেশিক মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মধ্যে বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান-স্বরূপ তিনি যে কার্য্যকুশলতা,বিচারশক্তি, নির্ভীকতা ও শাসন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি "Tiger in the service" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সকল প্রকার অত্যাচার এরূপভাবে দমন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন যে তিনি দুর্ণীতিপরায়ণ কর্ম্মচারিগণের ভীতিস্বরূপ হইয়াছিলেন। নানা অপরাধে এরূপ বহু ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ শাসন-দক্ষতার নিদর্শন কোচিনের রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৯০৭ সালে কোচিনের রাজা স্যর রাম বর্ম্মা, জি, সি, এস্, আই, জি, সি, আই, ই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার রাজ্যের দেওয়ান-স্বরূপ স্যর্ এলবিয়ন ব্যানার্জ্জীকে পাইয়াছিলেন। এখানে সাত বৎসরের দেওয়ানীতে তিনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং উচ্চ শ্রেণীর শাসন ক্ষমতার পরিচয় দিয়া এরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন যে তাহা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি কোচিন রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক বিভাগই সুব্যবস্থিত করিয়া, প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যের নূতন ধারা, নবশক্তি এবং নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়া এবং বহু দিনের ভুল ভ্রান্তি দুর্ণীতি ও ষড়যন্ত্রাদি বিদুরিত করিয়া শাসনতন্ত্রকে উন্নত ও আদর্শ স্তরে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের যে সকল সংস্কার-কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন সে সকল যদি না করিতেন তাহা হইলেও তিনি কোচিনের কল্যাণ নিরাপদ করিবার জন্য যে সকল উপদেশ ও মন্তব্য রাখিয়া এবং "কোচিন হারবার স্কীম" সম্বন্ধে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রবল যুক্তির সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া রাজ্যের মান বজায় রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নাম এ রাজ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তিনি যখন কোচিনে পদার্পণ করেন, তখন এখানে এত অধিক ঋণ ছিল যে বাৎসরিক ৩২ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যের পক্ষে তাহা পরিশোধ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সুব্যবস্থার গুণে তাঁহার ৭ বৎসরের শাসনে সে সমস্ত ঋণ পরিশোধিত ত হইয়াই ছিল, অধিকন্তু প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়া রাজস্ব ৩২ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষে পৌছিয়াছিল। প্রজার করভার হ্রাস করিবার ও প্রবল জমীদারদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার

উদ্দেশ্যে গঠিত কোচিন টেনান্সি বিল তাঁহারই চেষ্টায় পাশ হইয়া যায়। তিনি কোচিনীদের শিক্ষার উন্নতি বিধান করেন এবং যোগ্য যুবকদিগকে শিক্ষার্থ বিদেশে পাঠাইবার জন্য কতকগুলি বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন এবং চাকরি স্থলে দেশীয় যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উচ্চ উচ্চ পদ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি প্রতি বৎসর প্রদর্শনী খুলিয়া রাজ্যের শ্রমশিল্প ও সমবায় সমূহকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন। কোচিনে বিচার বিভাগ হইতে একজিকিউটিব বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখার প্রথা এবং পঞ্চায়েতের বিচার নিষ্পত্তির বিধি শুর এলবিয়নেরই অন্যতম কীর্ত্তি। তাঁহার এই সকল এবং অন্যান্য প্রশংসিত দেশহিতকর মহৎ কার্য্যের অনুমোদন স্বরূপ ভারত সম্রাট ১৯১১ সালে তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই সময় কোচিনের জনসাধারণ ও জমীদারবর্গ বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কোচিনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বমান্য ব্যক্তি ও সভার মুখপাত্র পোলিয়াথ বালিয়া আচান যে মানপত্র পাঠ করিয়াছিলেন তাহার অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল :—

"The warmth and heartiness of our feelings on this occasion can hardly be conveyed through the formal common places of congratulatory greetings. Unfeignedly glad and proud of the honour conferred on you, we were resolved not to slip the auspicious moment of your return to our midst without giving expression to the genuine joy and thankfulness with which the announcement of the honour was received in these quarters and without also signifying in some form how prominent a place you occupy in the affections of the people, among whom you have lived and moved for well-nigh five years. You owe the affection as well as the honour not merely to your sagacious good will and rare intellectual vigour, but to your constant faithful service with heart and brain for the public good, to your admirable candour to the

breadth of your political outlook and to the amplitude of your generous sympathies ! "Only once before in our annals was a similar distinction conferred on a Dewan of this State." This sir, is neither the place nor the occasion to recollect the various measures of administrative reforms inaugurated by you during the short term of your office ; but we may be permitted to mention the healthier tone and increased efficiency that you have given to the administration of the State in all its branches, the great improvement that you have effected in its finances, the stimulus that you have imparted to its industrial development and material prosperity, the wider range and the practical turn that you have given to the education of the people, the confidence that you have reposed in them and the encouragement that you have held out to the sons of the soil by precept and by practice. These and other acts of yours, too numerous to mention here, testify in an unmistakable manner to your deep solicitude for the welfare and progress of the state, and we feel confident that the seeds you have sown will not fail to produce a plentiful harvest in the fulness of time. We have felt that in every step that you have taken for improving its administration, you have evinced a rare sympathy for which we cannot be sufficiently grateful. In fact, sympathy has been the keynote of your administration. Sympathy for the people and their aspirations which has won for you the loving and devoted attachment of the peopie throughout the State, you have in a word, taken a truly statesmanlike view of the requirements of the State, in

wholesome conformity with views of our talented and beloved Sovereign, a sovereign whose gifts have been from the first a pledge of the progress and prosperity of the State.

স্যর এলবিয়ন যখন কোচিনের দেওয়ানী পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্রিটিশ সার্ব্বিসে ফিরিয়া যান, তখন কোচিনের রাজা তাঁহার কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

In every branch of the administration, his influence is manifest and the present prosperous financial condition of the state is greatly due to his policy. His versatile genius, untiring energy and indomitable courage in the introduction of reforms were only equalled by his sincere love of the people and devotion to the best interests of the State. **"

কোচিন হইতে ফিরিয়া স্যর্ এলবিয়ন ১৫ মাস কাদ্দাপার কলেক্টর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই অল্পদিনের মধ্যে তিনি এখানকার এমন অনেক সংস্কার সাধন করেন যাহাতে তিনি প্রজাবৃন্দ হইতে সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসীদেরও প্রিয় হন। এখান হইতে তিনি সর্ব্বসাধাধণের সপ্রেম অভিনন্দন লাভ করিয়া মৈসুরে চলিয়া যান, ১৯১৬ সালে মৈসুরের মহারাজার অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দরবারের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেন এবং তিনি একজিকিউটিব কাউন্সিলের সদস্য হন। এই সূত্রে তিনি মৈসুর রাজ্যের শ্রম শিল্প ও শিক্ষা বিভাগ, বন বিভাগ, পুলিশ, রাজস্ব, চিকিৎসা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি একটির পর একটি করিয়া শাসন তন্ত্রের প্রতি বিভাগেরই ভার প্রাপ্ত হন এবং প্রত্যেক বিভাগেরই সংস্কার ও উন্নতি বিধান করেন। তিনি কোচিনের ন্যায় এখানেও আয় ব্যয় সমস্যার সমাধান করিয়া রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করেন এবং মৈসুরের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন এবং দৃঢ়ভাবে সুশাসনের প্রবর্ত্তন করিয়া পথভ্রষ্ট জেলা-কর্ত্তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন। অতঃপর মৈসুরের মহারাজা Civil and Military Station Surplus Subsidy" প্রভৃতি বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য (grant) সম্বন্ধীয় সমস্যার

সমাধান করিবার জন্য তাঁহাকে মধ্যস্থ-স্বরূপ নিয়োগ করেন ও পরে রাজ্যের অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে ডেপুটেশনে পাঠান। স্যর এলবিয়ন মৈসুরের স্বার্থ বজায় রাখিয়া এরূপ দক্ষতার সহিত সেই গুরুভার কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন যে মহারাজা তাঁহার কার্য্য বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করেন। ১৯১৯ অব্দে স্যর এলবিয়ন ডেপুটেশন হইতে ফিরিয়া অধিক হিতকর ও গুরুতর কার্য্যে হাত দেন। তাঁহার উপর বিস্তৃততর ব্যয়-বিভাগ এবং রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি-বিধান বিভাগের ভার ন্যস্ত হয়। এই সম্বন্ধে তিনি রাজ্যের প্রতি বিভাগেই এতগুলি কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে তাহার প্রত্যেকের উল্লেখ এখানে অসম্ভব। তিনি কাবেরীর জলে কৃষিক্ষেত্র সমূহে জল সেচনের উন্নততর প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া মৈসুরের স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার জন্য যে বিচার-বুদ্ধি, যে উদ্যম নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে ইতিহাসের কথা হইয়া আছে। এক কথায় তাঁহার দুরদর্শিতা প্রাজ্ঞ উপদেশ এবং সুপরিচালনার ফলে মৈসুর বর্ত্তমান উন্নত পদবীতে উত্থিত হইবার জন্য যাহা যাহা পাইতে চাহিয়াছিলেন তৎ সমস্তই লাভ করিয়াছিলেন। কি ইংল্যাণ্ডে কি দিল্লী ও সিমলায় ডেপুটেশন কালে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও মৈসুরের মধ্যে অতি কঠিন রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের সমাধানে তিনি মৈসুরের স্বার্থ সুরক্ষিত এবং ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিবার জন্য ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় এমন সুষ্ঠু ভাবে কার্য্য-নিষ্পত্তি হইয়াছিল যে উভয় পক্ষই তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক ও সেচ বিভাগীয় কার্য্যের উল্লেখ করিয়া লর্ড উইলিংডন একখানি পত্রে স্যর এলবিয়নকে লিখিয়াছিলেন ;—

"I want to write a line to thank you for the determined spirit of compromise you showed through all the negotiations during the last few days. Things were not easy for any of us and I feel quite delighted that we have agreed on terms which I think, are fair all round." মৈসুর রাজ্যের পূর্ব্ব বিভাগের আমূল সংস্কার এবং তাহার উন্নততর কার্য্যপ্রণালীর প্রবর্ত্তন তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। তাঁহার জনহিতকর এবং রাজ্যের কল্যাণকর কার্য্য সমূহের

সার্থকতা অনুভব করিয়া মহামান্য সম্রাট ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাকিংহাম প্রাসাদে তাঁহাকে সি. এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। স্যর এলবিয়নের কার্য্যকাল সমাপ্ত হইয়া মাদ্রাজ সিবিল সার্ব্বিসে ফিরিয়া আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে হঠাৎ উক্ত রাজ্যের দেওয়ান কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন এবং মহারাজা ১৯২২ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্যর এলবিয়নকে দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। ফলে স্যর এলবিয়ন ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ব্বিস ত্যাগ করেন। কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহাকে যত কঠিন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন দেওয়ানকে তত কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। প্রথমেই আর্থিক সমস্যা তাঁহার কার্য্যপথ রোধ করিয়া বসিল। তখন একদিকে ধনাগার শূন্যপ্রায়, কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বব্যাপী অসন্তোষ বিরাজিত, রাজ্যের অর্থ নিয়োগ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রজাবৃন্দের আন্দোলন চলিতেছে, অন্যদিকে অর্থাভাবে যাবতীয় উন্নতি বিষয়ক কার্য্যের পথ বন্ধ হইয়া আছে, রাজ্য ঋণভারাক্রান্ত এবং সমস্ত শাসন যন্ত্রটিই যেন বিকল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তখন ব্যয় সঙ্কোচের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ব দেওয়ান ৫৩০০ শত টাকা মাসিক বেতন পাইতেছিলেন। তিনি স্বীয় বেতন হ্রাস করিয়া মাসিক চার হাজার টাকা করিলেন, কাউন্সিলের একজন সদস্যের সংখ্যা কম করিয়া তাঁহার কার্য্য ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিজের ও দেওয়ানখানার উচ্চপদে অনাবশ্যক লোক সংখ্যা হ্রাস ও ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দেওয়ানী পদ গ্রহণ কালে ৫৬ লক্ষ টাকা বজেটে কম পড়িয়াছিল, তাহা যোগাইবার বন্দোবস্তও ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থায় সে অভাব তো দূর হইল। অধিকন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই (১৯২১-২২ হইতে ১৯২৪-২৫) রাজস্ব ৩১২ লক্ষ হইতে ৩৩৫½ লক্ষে উন্নীত হইল এবং ৩২৭½ লক্ষ হইতে ৩৩৪½ লক্ষ ব্যয় দাঁড়াইল। তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ শাসন কালে তিনি প্রজাদের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ করিয়া দেন; এবং কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক পল্লীবাসী শ্রমশিল্পী এবং নিম্নশ্রেণী ও দরিদ্র প্রজাদের উন্নতির জন্য তিনি সকল শক্তি নিয়োগ করেন। রাজস্ব বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপব্যয় এবং সর্ব্বত্রই অপচয় নিবারণের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং বৈদ্যুতিক বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও সমর বিভাগ প্রভৃতি

বিরাট ব্যয়ের কেন্দ্রগুলির অপচয় নিবারণ করিয়া, বহু পতিত জমি চাষীদিগের মধ্যে বিলি করিয়া আবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়া, সরকারী বন জঙ্গলে গবাদি পশু চারণের জন্ত রায়তদিগের অধিকতর সুবিধা দান করিয়া, চন্দন তৈল কাষ্ঠ ও বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়প্রদ ব্যবসায়ের কল কারখানার নিয়ন্ত্রণ করিয়া, এবং প্রজার আবেদন অভিযোগ প্রভৃতি গ্রহণ ও অবিলম্বে তাহার বিচার নিষ্পত্তি আদির সুনিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের শ্রী ফিরাইয়া দেন। ভদ্রাবতী লৌহ কারখানায় (Bhadravati Iron works) ১৫৯ লক্ষ টাকা জলে দিয়া যখন তাহা বিশেষ পরামর্শ পরিষদের কথায় বন্ধ করিয়া দেওয়াই স্থির হয়, তখন স্যর এলবিয়নেরই সাহস দূরদর্শন এবং বুদ্ধি-কৌশলে তাহা রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি উপযুক্ত পাত্রে তাহার পরিচালন ভার ন্যস্ত করিয়া এবং পরিচালক সভা পুনর্গঠিত করিয়া তাঁহাদের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দিয়া সেই বিরাট অর্থকরী কর্ম্মক্ষেত্রটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজ-সাহায্য দান করিয়া তিনি মৈসুরে চিনির ও দেশলাইএর কারখানা, তুলার কল এবং অন্যান্য অনেকগুলি শ্রম শিল্পাগার স্থাপন সম্ভব করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। স্যর এলবিয়নের সকল কাজের সেরা কাজ ব্রিটিশ ভারতের অনুসরণে মৈসুরে প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধি মূলক দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রবর্ত্তন। কিন্তু এদিকে মহারাজার চির প্রচলিত অবাধ শাসন ক্ষমতা অন্যদিকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন এই দুয়ের সামঞ্জস্যদ্বারা শাসন সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে কেহ মনেই করেন নাই, কিন্তু দেওয়ান বাহাদুরের রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধি তাহাও সম্ভব করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল যখন স্যর এলবিয়ন ১৯২২ সালের অক্টোবরের মন্ত্রণা পরিষদে স্বয়ং মহারাজের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া প্রজাবৃন্দের বিস্তৃত স্বাধীনতা মূলক নূতন শাসন সংস্কারের সর্ত্তাদি বিবৃত করিয়াছিলেন। এ রাজ্যে এই নবজীবনের সঞ্চারের জন্ত মৈসুরের সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ে স্যর এলবিয়ন ব্যানার্জ্জী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। মৈসুর রাজ্যের জন্য তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহারাজা ১৯২২ সালের "দশারা" দরবারে তাঁহাকে উপযুক্ত খিলাতসহ "রাজমন্ত্রী ধুরীণ" এই প্রথম শ্রেণীর

উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯২৮ সালের ১লা মে তারিখে স্যর এলবিয়নের মৈসুরের কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইলেও মহারাজা স্বীয় রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কার্য্যকাল আর এক বৎসর বৃদ্ধি করেন। ভারত সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্রাট কর্ত্তৃক এই সম্মান দানের উল্লেখ করিয়া মৈসুরের তৎকালীন রেসিডেণ্ট মাননীয় মিষ্টার বার্টন বলেন,—The knighthood conferred on my friend Sir Albion Banerjee sets the seal on the distinguished career in the Indian Civil service and on the very fine work done by him in Mysore State."

অবসর গ্রহণকালে মহারাজা প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন যে স্যার এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মৈসুরের আর্থিক সঙ্কটের সময় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমত্তা ও রাজকার্য্যে নৈপুণ্যদ্বারা রাজ্যকে মঙ্গল অবস্থায় স্থাপন করিয়া অবসর লইতেছেন।"

মৈসুরের দেওয়ানী পদ ত্যাগ করিয়া স্যার এলবিয়ন কিছুদিন য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ হইতে ঐ কর্ম্মত্যাগ করিয়া পারস্য, সীরিয়া, প্যালেস্তাইন, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া য়ুরোপে যাইবেন এবং তথাকার বহুদেশ বিশেষতঃ রুষ ও স্কন্দনাভ (Scandinavia) পরিভ্রমণ করিয়া ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিয়া ভারতের কল্যাণকর বিষয়ে যোগদান করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে গমন করিবেন এরূপ মনস্থ করেন।

১৯১৬ অব্দে এখানে বর্ত্তমান মহারাজের ভগিনীপতি সর্দ্দার লক্ষ্মীকান্ত রাজর্চের সেক্রেটরী হইয়া আসিয়াছিলেন কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত অজয়নাথ ঘোষ। তিনি তিন বৎসরাধিককাল এই কাজ করিয়া সিংহলের এক কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে যান। অজয়নাথ বাবু স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের বংশধর এবং হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺যদুনাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র।

বাঙ্গালোরের কয়েকজন বিবেকানন্দ স্বামিজীভক্ত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই তারিখে মাদ্রাজ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন।

স্বামীজী আসিয়া এখানে যে কয়টি বক্তৃতা দেন ও বাঙ্গালোরের নানাস্থানে বেদান্ত অধ্যাপনা করেন, তাহাতে বাঙ্গালোরে একটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাহার ফলে এখানে বেদান্ত সভার সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ হইতে ১৯০৬ অব্দ পর্য্যন্ত স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ পরে পরে এই সভার ভার গ্রহণ করেন। মধ্যে স্বামী বোধানন্দ আসিয়া কার্য্য পরিচালনার পর আমেরিকা গমন করিলে স্বামী আত্মানন্দ পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে সহরের একান্তে স্থিত বাসোয়ান* গুড়ির অন্তর্গত বুলটেম্পল্ (Bull Temple) রোড নামক ক্রমনিম্ন পার্ব্বত্য পথের পার্শ্বে শৈলময় স্থানে স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়াঙ্গার মহাশয় প্রমুখ প্রধান উদ্যোক্তাদের সহায়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪০ বিঘা জমি ও অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৯০৬ অব্দে যখন স্বামী অভেদানন্দ সমগ্র ভারতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে ছিলেন সেই সময় তিনি বাঙ্গালোরে আসিয়া বর্ত্তমান মঠের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরে ১৩১৫ সালের জানুয়ারীতে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয়ে সেই ভিত্তির উপর গ্রাফাইট প্রস্তরে বর্ত্তমান মঠ নির্ম্মিত হয়। মঠের দ্বার উদ্‌ঘাটন পর্ব্ব উপলক্ষে মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী, মৈসুরের দেওয়ান বাহাদুর এবং বাঙ্গালোরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর প্রমুখ কয়জন বিশিষ্ট বাঙ্গালোরবাসী যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—"পূজনীয় স্বামীজী আমরা পরম আনন্দের সহিত বাঙ্গালোরে আপনার স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। এই অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম একরকম ঘরের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্য জগতের সকল স্থলেই পরিজ্ঞাত। * * * আপনার নেতৃত্বাধীনে যে সন্ন্যাসী-দল আছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ভারত ও জাপানে সত্যধর্ম্ম বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। * * * আজ বাঙ্গালোরবাসী জনসাধারণ আপনাদের কার্য্যের জন্য আপনাদিগকে এই বাটী যাহার দ্বারা উন্মোচন করিতে আমরা অপনাকে অনুরোধ করিতেছি—প্রদান

* কানাড়ী ভাষায় বাসোয়া অর্থে বৃষ। এখানে একটি বৃষের মন্দির আছে বলিয়া এই নাম।

করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে।" এই বৎসরই (১৯০৯ অব্দে) স্বামী নির্ম্মলানন্দ আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই আশ্রমের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তদবধি প্রচার কার্য্য বহুবিস্তৃতি লাভ করে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্ন্যাসীদের দ্বারা উপ্ত বীজ সুফল প্রসব করিতে থাকে। এই মঠ হইতে নির্ম্মলানন্দ স্বামী দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা ও উপদেশ দান করেন, তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থানে স্থানে নূতন নূতন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। তিনি যখন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তখন গাছের কলম করিবার বিদ্যা উত্তমরূপ শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্বহস্তরোপিত সুন্দর সুন্দর কলমের ফুল ও ফলের গাছ আশ্রমোদ্যানে রোপিত হইয়াছে। স্থানীয় বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষেরা স্বামীজীর এই বিদ্যার প্রশংসা করেন। মঠ যে উদ্যানের মধ্যে স্থাপিত, তাহা সুন্দর সুন্দর আপেল, পিয়ারা, বেদানা, আঙ্গুর, লিচু, লকেট, আম, কাটাল, আতা, পেয়ারা, বেল, কর্পূর, চন্দন, রবার, কর্ক, শিশু, সাইপ্রেস প্রভৃতি এবং গোলাপ, চামেলি, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ, লিলি, কাঞ্চন, হানিসাক্‌ল্ প্রভৃতি বহুতর ফুলের গাছে সুশোভিত। মৈসুর গবর্ণমেণ্ট এই উদ্যানটিকে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিয়াছেন। মঠ-বাড়ীর কার্নিসের মধ্যস্থলে "ততো হংসঃ প্রচোদয়াৎ" জ্ঞাপক ছবি আছে। তাহার উপর বৈদ্যুতিক আলোক শোভা পাইতেছে। মঠের সম্মুখের প্রকোষ্ঠটিকে স্থানীয় লোকেরা "টেম্পল্" নামে অভিহিত করেন, কারণ এই ঘরে পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি আছে। রবিবার দিন এখানে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও কথোপকথন এবং রামনাম-কীর্ত্তন হয়। সমস্ত রাম চরিত সংক্ষেপে কয়েকটি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বর্ণিত হইয়াছে। এই রামনাম-কীর্ত্তন দাক্ষিণাত্যের বহুস্থলে প্রচলিত হইয়াছে। স্বামী নির্ম্মলানন্দের ভক্ত ও বন্ধু হিমালয়স্থ চম্বা রাজ্যের রাজার প্রেরিত জনৈক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালোরে আসিয়া আশ্রমের রন্ধন কার্য্য করিতেছেন, কলিকাতা রাজবল্লভ পাড়া নিবাসী স্বনামখ্যাত ৺মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় স্থাপত্য বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে যখন এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন তখন তিনি মঠে তিনজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী
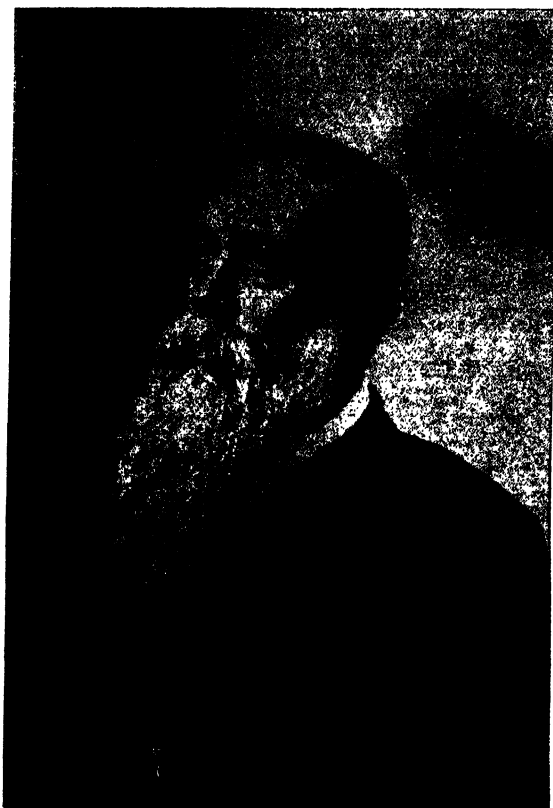
স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কে-টি, এম-এ, পি-এচ্-ডি, ডি-এস-সি। পৃঃ ২৭০

দেখিয়াছিলেন। তিনি আশ্রম সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"ঘরগুলি অনাড়ম্বর হইলেও স্বচ্ছন্দে থাকিবার ও পাঠ ও ধ্যান ধারণা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে—প্রত্যেক ঘরে টেবিল চেয়ার ইলেকট্রিক আলো * * * মঠের লাইবেরিটি সামান্য হইলেও প্রধান প্রধান অবশ্যপাঠ্য পুস্তকগুলি আছে। * * * আশ্রমের এক সন্ন্যাসীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম। দেখিতে ঠিক বৌদ্ধ শ্রমণের ন্যায়, কিন্তু মস্তক মুণ্ডিত নহে, মুখ-কান্তি দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত; হৃদয় যেন মমতায় নির্ম্মিত, নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। আশ্রমে আর এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। ইঁহার পিতা ৺নবগোপাল ঘোষ পরমহংস দেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। অধুনা পাটিয়ালা প্রবাসী শ্রীযুক্ত বি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সাবান সম্বন্ধে গবেষণায় রত দেখিয়া ছিলেন।

ইং ১৯০৮ অব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে, ঠিক যে দিন দুইশতাধিক মাইল দূরে মাদ্রাজে "বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল হোম" এর প্রতিষ্ঠা হয়, বাঙ্গালোরের অন্তর্গত উলসুর নামক স্থানে বিবেকানন্দ আশ্রম "স্থাপিত হয়। স্বামী আত্মানন্দ তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের স্থানীয় শিষ্য গণের অন্যতম শ্রীযুক্ত টি, সি, অরুণাচলম পিল্লেই এই আশ্রম বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া মহোৎসাহে ও মহা সমারোহের সহিত আত্মানন্দ স্বামীর হস্তে অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে যে বিরাট জনসঙ্ঘ পরমহংস দেব ও বিবেকানন্দ স্বামীর জয়গানে মৈসুরের গগন পবন পূর্ণ করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এস্থলে "মৈসুর ষ্টাণ্ডার্ড" হইতে তাহার বিশেষ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"A newly built Ashrama, dedicated to the sacred memory of Swami Vivekananda, was formally opened at Ulsoor, Bangalore, on 17th November last,by the Swami Atmananda, the local representative of the Ramakrishna Mission.

* * * *

As to the pretty Ashrama at Ulsoor, the history of its new form is a tribute of devotion and reverence to a sacred

cause on the part of a single individual, Mr. T. P. Aroona-chalam Pillai. It is close on two years since a handful of men, who had come under the spell of the Swami Viveka-nanda's teachings and who had imbibed from him the truth, that 'religion is being and becoming,' began to meet evening after evening in a quiet cottage retreat, spending an hour or two every day in singing Sankirtans, reading from various sacred books, uniting in common prayer etc. One of the Swamis of the Ramakrishna Mission, who then happened to be there, gave helpful instruction and practical guidance in religious practice and discipline, and in the fundamental principles of Swami Vivekananda's Raja Yoga, The Swami opened a weekly class in the Ashrama, which has since been kept going through the kind help and co-operation of Swami Atmananda. In course of time when the necessity of making certain repairs and additions was felt, Mr. T. P. Aroona-chalam Pillai voluntarily came forward and undertook to completely renovate and enlarge the little Ashrama at his own cost. The construction operation were soon begun and in about a couple of months, the new building was quite ready.

It was thought necessary that as regards the rights, interests and management of the Ashrama, all authority should be vested in the hands of the Ramakrishna Mission. The Ashrama was therefore formally opened and handed over to the Swami Atmananda. The opening ceremony was marked with great devotional fervour and religious enthusiasm and the scene of several Bhajana parties coming in regular

procession and the streams of men, women, and children pouring in, presented the appearance of a place of pilgrimage. As the carriage in which the Swamis Atmananda and Somananda were seated came in sight of the Ashrama, the horses were unyoked and the carriage was dragged by an enthusiastic crowd to the gates of the Ashrama with band, music and Sankirtan parties following. With the offering of prayers and Arati to Swamiji and Gurumaharaj, by Swami Atmananda, the consecration of the building was complete. Amidst enthusiastic shouts of Jai Sri Ramkrishna, Jai Vivekananda Jai, he unveiled the inscription-stone, which bears the characters "Vivekananda memorial Ashrama" upon it. Flowers, fruits and prosadam were distributed to all who were present. * * *" (Mysore Standard, Dec, 14 1907)

অধুনা মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হইয়া ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বহুবিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মৈসুর প্রবাসী হইয়াছেন। অল্প বয়স হইতে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় ১৩৩৩ অব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন "তাঁহার ছাত্রাবস্থাতেই অধ্যাপক হেস্‌টী দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমাদের সহিত তাঁহার বয়সের তফাৎ অল্পই। কিন্তু আমরা যখন বি, এ, পড়িতাম, তখন তিনি নাগপুরে অধ্যাপকতা করিতেন। তখন তৎপ্রণীত বেন জন্সনের এভ্রি ম্যান ইন্ হিজ হিউমার নামক একটি নাটকের টীকা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে কোন কোন শব্দের অর্থনির্ণয় ও বিশদ করিবার নিমিত্ত তিনি এরূপ কোন কোন ইংরেজী বহি হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন যাহার নাম আমরা ত কখন জানিতামই না। ইংরেজী সাহিত্যের অনেক অধ্যাপকও জানেন না। এত বৎসর পরে আমাদের যতদূর মনে পড়ে, তন্মধ্যে এমন প্রাচীন বহিও ছিল, যাহা তখন পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু বৃটিশ মিউজিয়মে হস্ত লিপির আকারে ছিল। * * ১৯১১ সালে যখন লণ্ডনে

বিশ্বজাতি কংগ্রেসের (Uuiversal Races Congress) প্রথম অধিবেশন হয়, তখন তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হন। নৃতত্ত্ব ও তৎসদৃশ অন্যান্য বিজ্ঞানে পারদর্শী বলিয়া তিনি মনোনীত হন। গণিত তাঁহার বিশেষ জানা আছে। প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে যে বহি লিখিয়াছেন' তাহা হইতে তাঁহার প্রাচীন ভারতীয় নানা বিদ্যায় ও শাস্ত্রের জ্ঞানের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানেরও তেমনি পরিচয় পাওয়া যায়।"

"পরলোক গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার সময় নানা বিদ্যা-বিষয়ে যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তাহার অনেকটা শীল মহাশয়ের সহিত পরামর্শের ফল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ণ বিদ্যা সম্বন্ধে যে ইংরেজী পুস্তক আছে, তাহার একটি বিস্তৃত অংশ শীল মহাশয়ের লেখা।" "আচার্য্য শীল নানা ভাষাবিৎ, আরবী তাহার অন্যতম। শীল মহাশয় রাজনীতি বিষয়েও পারদর্শী। তিনি মহীশূর রাজ্যের কন্সটিটিউশন্ বা ভিত্তীভূত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লেখেন, তাহা রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ও আদর্শ সম্বন্ধেও তিনি মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন উপলক্ষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, সমুদয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমুদয় কর্ম্মীর তাহা পাঠ করা উচিত।"

১৯২৬ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "তাঁহার মত লোককে স্যার উপাধি দেওয়ায় অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয় নাই; উপাধিটিরই সম্মান বাড়িয়াছে।"

মৈসুর রাজ্যের দক্ষিণে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম প্রদেশ কুর্গ। ইহার উত্তর পশ্চিমদিকে কানাড়া ও তুলু রাজ্য। দক্ষিণ পশ্চিম মালাবার এবং ওয়াইনাদ নদী; পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার ব্রহ্মগিরি নামক প্রসিদ্ধ অংশ ইহার প্রধান পর্ব্বত। কাবেরী ইহার প্রধান নদী এবং জেস্‌সী জল প্রপাত ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অন্যতম। এ রাজ্যে প্রচুর মধুচক্র রক্ষিত ও সংস্থাপিত হয় বলিয়া ইহার রাজধানীর নাম "মধুকরী" আধুনিক মর্করা। এই রাজ নগর ১৬৮১ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৩৪ অব্দের

মে মাসে কুর্গের রাজা রাজ্যচ্যুত হন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর মৈসুরের রেসিডেণ্ট সাহেবকে চীফ কমিশনারের অধিকার দিয়া, তাঁহার অধীনে একজন কমিশনারের হস্তে কুর্গের শাসনভার ন্যস্ত করেন। তদবধি কুর্গ সেই ভাবেই শাসিত হইতেছে।

সম্প্রতি শতবর্ষ পূর্ব্বে কুর্গরাজ লিঙ্গ রাজেন্দ্র উদৈয়ারের হুকুমনামা সংগ্রহ জনৈক ইংরেজ সিবিলিয়ান কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল য়ুরোপীয় কুর্গরাজকে হীন চরিত্র, কর্ত্তব্যে উদাসীন, লোভী, নৃশংস প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন, অনুবাদক মহাশয় (A. 7. Curgenven Bsc. Ics.) তাঁহাদিগের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত অনুবাদ হইতে এক শতাব্দী পূর্ব্বে কুর্গ রাজ্য কিরূপ সুশাসিত ছিল, তাহা জানা যায় এবং কুর্গের উদার ধর্ম্মপরায়ণ রাজার পরিচয় পাওয়া যায়।*

কুর্গে স্থায়ী বাঙ্গালী নিদর্শন পাওয়া যায় না। দেশদর্শক, পর্য্যটক, সাধুসন্ন্যাসী, ব্যবসায়ী বা প্রচারক বাঙ্গালীর আবির্ভাব মধ্যে মধ্যে হইলেও এখানে প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্ধান আমরা পাই নাই। গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে যে পাঁচবার লোকগণনা করা হইয়াছিল তাহার বিবরণীতে কুর্গে বা তাহার রাজধানী মর্করায় বাঙ্গালা ভাষাভাষী বা বাঙ্গালীর উল্লেখ নাই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র দেশের দক্ষিণে আরব-সাগর কূলে পরশুরাম কর্ত্তৃক উপনিবেশিত ও বঙ্গদেশ হইতে আগত গৌড়ীয়-গণের বংশধরগণ বর্ত্তমানে মাতৃভাষা ও বাঙ্গালীত্ব হারাইয়া পঞ্চগৌড়ের লোকসংখ্যার মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের সংখ্যা কুর্গে দশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ১৩,২৬৩।

---

* প্রবাসী, ১৩২৬, শ্রাবণ, পৃ, ৩৩৮-৩৪১।

মাদ্রাজ প্রদেশ

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী নিজাম রাজ্য ও মৈসুর রাজ্য এবং দক্ষিণ পশ্চিমস্থ কোচিন ও ত্রিবঙ্কুর রাজ্যদ্বয় বাদ দিলে, দক্ষিণ কানাড়া, মালাবার, নীলগিরি ও কোয়েম্বটুর এই চারিটী জেলা পশ্চিম ভাগে পতিত হয়। এই প্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলা উত্তরে নিজামরাজ্য ও দক্ষিণে মৈসুররাজ্যকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বভাগ উড়িষ্যার দক্ষিণ হইতে ভারত মহাসাগর তীরস্থ কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে গঞ্জাম জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণে বিজিগাপাটাম, গোদাবরী, কৃষ্ণা, গন্তুর, কর্নুল, অনন্তপুর, কাদ্দাপা, নেলোর, চিত্তুর, মাদ্রাজ সহর, চিংলিপুট, উত্তর আর্কট, দক্ষিণ আর্কট, সালেম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, মাদুরা, রামনাদ এবং তিনেবেল্লী এই ২০টি জেলা পূর্ব্ব ভাগের অন্তর্গত। পশ্চিমে আরবসাগর তীরে উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়ার মধ্যবর্ত্তী বৈদুর নামক স্থান হইতে পূর্ব্বোত্তর কোণে বঙ্গোপসাগর কূলে চিল্কাহ্রদের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত একটি সরলরেখা টানিলে মাদ্রাজ প্রেসি-ডেন্সীর উত্তর সীমারেখা হয়। এই সীমারেখার উত্তর পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব উত্তরে অবস্থিত মহারাষ্ট্র দেশ মৈসুর রাজ্য নিজামরাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও তদন্তর্গত বস্তর রাজ্য এবং ওড়িষ্যা ও তদন্তর্গত সামন্তরাজ্য সমূহ। ত্রিবঙ্কুর, কোচিন ও কুর্গ ব্যতীত এই প্রদেশের ভূপরিমান ১৪৩,৯২৪ বর্গ মাইল। উত্তর পূর্ব্ব কোণ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ইহা ৯৫০ মাইল। ইহার চরম প্রস্থ ৪৫০ মাইল।

বহু পূর্ব্বেকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে যে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং অন্ধ্র তামিল ও কানাড়া বা কেরল দেশের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ শত শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার তথ্য বর্ত্তমান তামিল ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণ হইতে জানা যায়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর স্থানে স্থানে স্থাপিত বহু বৈষ্ণব "আখড়া" বাঙ্গালী গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তি। * বাঙ্গালীরাই প্রথমে ক্রোড়মণ্ডলে আলুর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া অন্ধ্রদেশে আলুকে "বাঙ্গালা দুম্পলু" বলে। এই প্রদেশের চতুর্দ্দিকে অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালীরা আসিয়া যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস যথা স্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর উপনিবেশ অপেক্ষা প্রবাস বাসের সন্ধানই পাওয়া যায়। ১৮৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ—অর্দ্ধশতাব্দাধিক পূর্ব্বে ভারতে যখন সর্ব্বপ্রথম সেন্সস্ গৃহীত হয়, তখন সমস্ত মন্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মাত্র ৪৬ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তৎস্থলে ১১৭৩ জন বঙ্গীয় নরনারী এ প্রদেশ-প্রবাসী হইয়াছিলেন। † এই বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঙ্গালী (৩৫৪) তাঞ্জোরে, তদল্প (২২৪) মান্দ্রাজ সহরে এবং তদপেক্ষা অল্প (১৭৯) ভিজিগাপটাম, ৯৬ জন গঞ্জাম জেলায় এবং ৭৪ জন নরনারী গোদাবরী জেলায় সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯০১ অব্দে ৫৫০ কমিয়া ৬২৬ জন মাত্র (৫০১ পু+১২৫ স্ত্রী) সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর পার হইতে ওড়িষ্যা দেশের আরম্ভ। ওড়িষ্যার দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই অন্ধ্রদেশ বা তেলেগু ভাষার দেশের আরম্ভ। ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পূর্ব্বোত্তর ভাগ। গঞ্জাম ইহার উত্তরতম জেলা। গঞ্জামের প্রধান নগর বরমপুর বা প্রাচীন ব্রহ্মপুর। ইহাকে বঙ্গের মুর্শিদাবাদ বহরমপুর হইতে পৃথক্ করিবার জন্য গঞ্জাম বহরমপুর বা বরমপুর বলা হয়। গঞ্জাম জেলা দক্ষিণে সাগরতীরস্থ চিকাকোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই জেলার দক্ষিণে ভিজিগাপাটাম জেলা অবস্থিত। ইহার প্রধান সহর বিশাখাপত্তন, আধুনিক ভিজিগাপাটাম।

---

* সঞ্জীবনী ১৩০৩, পৃ ১৪৭।

† Ganjam 72 (52 m+20 f); Agency Ganjam 24 (6+18); Vizagapatam 173 (137+36) Agency Vizag. 6 (4+2); Godavari 68 (48+20); Godavari Agency 6 (2+4); Kistna 5 (3+2); Karnool 7 m.; Bellary 3 m; Madras 228 (198+30) Chingleput 2 (1+1); N. Arcot 8 (2+6); S. Arcot 5 m; Tanjore 354 (353+1); Trichinopoly 10 (4+6); Madura 2 m; Ramnad 13 m; Tinnevelly 65 m; Nilgiris 88 (84+4); Malabar 106 m; S. Canara 1 m; Feudatory States—Banganapalle 1 m; Cochin 6 m.

দেবীর উপাসনা না করিয়া তিনি কলাশিল্পের অনুশীলনে ব্রতী হন। তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর, তখন তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১১ অব্দে স্কুল ত্যাগ করেন। প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল্ সাহেবের পর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যক্ষতাকালে প্রমোদবাবু তাঁহার ছাত্র-জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়া পার্সী ব্রাউন সাহেবকে স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। এই সময় তিনি আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য বাবু নন্দলাল বসু, বাবু অসিতকুমার হালদার ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ নব্যবঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ রূপকারদিগের সতীর্থ হইয়াছিলেন। স্কুল হইতে বাহির হইয়া প্রমোদবাবু স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় পাশ্চাত্য প্রথায় তৈলচিত্র এবং মানসমূর্ত্তি অঙ্কনে তিনি কিছু নামও করিয়াছিলেন। তখন নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা-পদ্ধতিতে তাঁহার আস্থা ও সহানুভূতি আদৌ ছিল না। কিন্তু অভাবনীয় ঘটনা-পরম্পরার আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি অল্প কয়েক বৎসর পরেই এই নবীন শৈলীর অনুরাগী হন এবং ইহাতেই যে তাঁহার জীবনের সার্থকতা নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করেন। পারিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ এক বিষম আধ্যাত্মিক বিপ্লব আসিয়া তাঁহার চিত্ত মথিত করিতে থাকে। তিনি বলেন, তখন ছয় বৎসর ধরিয়া র‍্যাফেলের পরিবর্ত্তে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকেন। তখন বর্ত্তমানকালের অনুভূতিকে বর্ণ ও রেখার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব ভাবিয়া চিত্রানন্দ প্রমোদকুমার তাঁহার জীবনের সেই একমাত্র সাধনাও পরিত্যাগ করিয়া বসেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি সংসার ছাড়িয়া পাঁচ বৎসর কাল ভারতের নানা তীর্থ, বিশেষতঃ উত্তরাখণ্ডের প্রায় সকল রাজ্য ভ্রমণ করিয়া হিমালয়ের পরপারে গিয়া উপস্থিত হন। তথাকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, প্রতি মঠ, প্রত্যেক কারু-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি এক অভিনব ভাবরাজ্যের সন্ধান পান। তিনি বলেন, "সেইসকল মঠ ও মূর্ত্তির অন্তর ও বাহিরে যে নিগূঢ় রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা আমার হৃদয়ে ঘোর আন্দোলন জাগরিত করে।" প্রাচ্যকলার মহিমা সেই সময় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় এবং তিন মাস তিব্বত ভ্রমণের পর তিনি যখন নূতন আলোক পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন ভারতীয় শিল্পকলা যে তাঁহার

শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ২৮০

ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র হইবে তাহা অনুভব করেন। অতঃপর চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় একদিন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের নিকট গিয়া "Indian Society of Oriental Art" নামক কলাভবনে স্থানপ্রার্থী হন, এবং তথায় ছাত্ররূপে প্রবেশের অনুমতি পাইয়া নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার অনুশীলনে আত্মসমর্পণ করেন। এই সময়ের কয়েকখানি চিত্র তাঁহার বিশেষত্বের পূর্ব্বাভাস দান করিয়াছিল।

প্রমোদবাবু তিব্বত হইতে ফিরিয়া কিছুদিন সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তদবধি দেশে তাঁহার স্বাস্থ্য ভালই থাকিতেছিল না। তিনি বঙ্গের বাহিরে কর্ম্মসূত্রে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা তাঁহার গুরুদেব আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানাইলে, তিনি অন্ধ্রজাতীয় কলাশলার উল্লেখ করেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সর্ব্বপ্রধান উকীল স্বদেশভক্ত স্বজাতি-বৎসল কোপল্লে হনুমন্ত রাও গারু কর্ত্তৃক স্থাপিত। সেই অক্লান্তকর্ম্মী ইহার জন্য স্বীয় সারাটি জীবন উৎসর্গ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। এখানে স্কুল ও কলেজ বিভাগ ব্যতীত সঙ্গীত-বিভাগ, নিম্ন-প্রাথমিক অঙ্কন বিভাগ, এঞ্জিনীয়ারিং, মেকানিক্‌স্‌, বয়ন, রঞ্জন, ছিটবস্ত্র মুদ্রণ, তক্ষণ প্রভৃতি শিল্পবিভাগগুলি তিনি জীবন দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রবল বাসনা ছিল। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্ত্তক অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পিগণ যে কলাশৈলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, বাবু হনুমন্ত রাও অন্ধ্রদেশে তাহার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এবিষয়ে তিনি পরিচালক-সভায় কোন সভ্যের, এমন কি তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতেও কোন উৎসাহ পান নাই। বরং তাঁহারা তাঁহার সংকল্পে বাধা দিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। পরিচালক-সভা অন্ধ্রদেশীয় সাত জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদ্বারা গঠিত। তন্মধ্যে জন্মভূমি নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোগরাজু পট্টাভি সীতা-রামাইয়া এবং প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণ পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুটিনুরী কৃষ্ণরাও এই প্রতিষ্ঠানের বিধাতা। ইঁহাদের প্রভাব এ প্রদেশে বহুবিস্তৃত। এই গবর্ণিং বডির অধীন "Board of Life Members" নামে একটি শিক্ষক সমিতি আছে। তাঁহারা কলাশালার কার্য্য-বিভাগে কতকটা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাঁহারা

বাঙ্গালীর শিক্ষকতা এবং বঙ্গীয় নব্যকলার অনুকূল মোটেই ছিলেন না। প্রত্যেকেই Modern Indian Artএর (আধুনিক ভারতীয় ললিতকলা) বঙ্গীয় প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ধারণার অনুযায়ী একমাত্র বুলিই Bengal Art is no Art. It cannot be termed as an Art (বঙ্গীয় ললিতকলা ললিতকলাই নয়। ইহাকে ললিতকলা নাম দেওয়া যাইতে পারে না)। অনেকে আবার বাবু হনুমন্ত রাওয়ের মস্তিষ্ক-বিকার সন্দেহ করিতেন। কিন্তু সেই মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ থাকিতে এই প্রবল আন্দোলনের বাধা অতিক্রম করিতে না পারিলেও, প্রাণ দিয়া উদ্দেশ্য সফল করিয়া যান। কলাশালার উন্নতি ও স্থিতির জন্য তিনি ধনপ্রাণ ও দেহ সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের ফলেই অকালমরণ বরণ করিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গবর্ণিং বডির সভ্যগণকে তাঁহার সংকল্পিত ভারতীয় ললিতকলা বিভাগ খুলিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন এবং তাঁহারা যে বঙ্গদেশ হইতে শিক্ষক আনাইয়া এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া শান্তির সহিত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই মহাপ্রাণ আন্ধ্রকুলদীপক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা আয়প্রদ সম্পত্তি কলাশালার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া যান। প্রতিষ্ঠাতার এই অন্তিম অনুরোধের ফলে একজন উপযুক্ত শিল্পশিক্ষক পাঠাইবার জন্য তাঁহারা শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লেখেন। তদনুসারে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হনুমন্ত রাও দেহত্যাগ করিবার তিন মাস পরে, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলাশালার শিল্পাচার্য্য হইয়া মছলিপত্তন-প্রবাসী হন।

এখানে আসিয়া প্রমোদবাবু নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা বিভাগ গঠন করিয়া প্রথমে দুইটি ছাত্র লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু এই বিভাগের পক্ষে এবং এই শিল্পের অনুকূলে তখনও কেহই ছিলেন না। সুতরাং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে, এমন কি, বিদ্রূপাত্মক বিরুদ্ধ সমালোচনার বাধা ঠেলিয়া চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ছাত্রগণ নীরবে কার্য্য করিয়া কলাশালার এই বিভাগটি পুষ্ট করিতে থাকেন। হঠাৎ একদিন একটা অভাবনীয় ঘটনা হইতে প্রমোদবাবুর প্রতি আন্ধ্র জনসাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় এবং নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার

নিন্দা, বিদ্রূপ, প্রচার-নিষেধ ও বিরুদ্ধ সমালোচনার স্রোত রোধ করিয়া অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এদেশে "শারদা" নামে একখানি তেলেগু মাসিক পত্রিকা আছে। প্রমোদবাবুর অঙ্কিত সরস্বতী মূর্ত্তি এই পত্রিকার প্রচ্ছদপট শোভিত করিয়া যখন বাহির হয়, তখন অন্ধ্রদেশের এক শ্রেণীর রসজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহা অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হয়। ডাক-বিভাগের কর্ত্তারা পর্য্যন্ত "শারদা"কে এমন ছবি বুকে করিয়া বাহির হইলে, গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া প্রচ্ছদপট হইতে উহা "indecent or obscene photograph" (অশ্লীল চিত্র) বলিয়া তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল লেখেন :—

"The title page conveys an expression of not mere nudity but an exaggerated grossness which cannot come within the purview of true art at all."

তাৎপর্য্য—প্রচ্ছদপটটি কেবল নগ্নতার ভাব মাত্রই প্রকাশ করিতেছে না, তদুপরি ইহাতে যে অতিরঞ্জিত স্থূল অমার্জ্জিত রুচি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কখনই প্রকৃত আর্টের সীমার ভিতর আসিতে পারে না।

এমন সময় একখণ্ড "শারদা" মাদ্রাজ আদীয়ার ব্রহ্মবিদ্যাশ্রমের অধ্যক্ষ কলারসজ্ঞ ডাক্তার জে, এইচ, কজিন্‌স্ সাহেবের হাতে পড়ে এবং সেইসঙ্গে ডাক-বিভাগীয় নিষেধাজ্ঞারও সংবাদ আসে। তিনি বিষয়টিকে লঘু ভাবে না দেখিয়া তাহাতে নব্যভারতীয় শিল্পকলারই দক্ষিণ ভারতে প্রবেশনিষেধরূপ বিভীষিকার আভাস পাইয়া চিত্রখানির শিল্পশৈলী, ভারতীয় সংস্কারের সহিত তাহার সঙ্গতি এবং অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ শিল্পীর তূলিকা-মুখে ভাবস্ফুরণের সজীবতা দেখিতে পান এবং তাহার সহিত উক্ত নিষেধ-বিধির শোচনীয় অসামঞ্জস্য তাঁহার হৃদয়-বেদনা উৎপাদন করে। তিনি ১৯২৩ সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের "New India" পত্রে চিত্রটির বিশদ সমালোচনা করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা এবং প্রতিকূল মন্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। কজিন্‌স্ সাহেব আক্ষেপ করিয়া বলেন :—

"It is bad enough that an ancient and most worthy phase of the cultural life of India should be subject to the censor-

ship of a single individual Eastern or Western. But it is something more than deplorable that censorship should be of such a quality that it can see only obscenity where nothing is either expressed or implied save Divine purity ; and see exaggerated grossness where there is only fineness and reserve carried to the point of introspection."

তাৎপর্য্য—ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রাচীন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্রম যে প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের নিন্দাত্মক সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় ; কিন্তু পরিতাপের অপেক্ষাও গুরুতর কথা এই যে, যেখানে স্বর্গীয় পবিত্রতা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করিবার প্রয়াস নাই সেখানে সে সমালোচক কেবল অশ্লীলতাই দেখিতে পান ; এবং যেখানে সুমার্জ্জিত রুচি ও সংযম-দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়া তোলে সেখানে তিনি অতিরঞ্জিত অমার্জ্জিত স্থূলতা দেখিতে পান।"

ফলে ডাক-বিভাগ প্রতিকূল প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন, আশু জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ পরিবর্ত্তিত হয়, কলাভবনের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাঁহার হস্তে তাঁহাদের জাতীয় অনুষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধান্বিত এবং বিশ্বাসপরায়ণ হন, এবং চিত্রশিল্পীর সহিত আচার্য্য কজিনস্ সাহেব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হন, ও বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক বক্তৃতামুখে তাঁহার সেই বন্ধুত্বের প্রতিদান সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আচার্য্য কজিনস্ সাহেব, তাঁহার "সমদর্শন" নামক উচ্চাঙ্গের ও গভীর-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থে প্রমোদবাবুর চিত্রসমালোচনা এবং ভারতীয় চিত্রকলায় সমদর্শনের আলোচনা-সূত্রে প্রমোদবাবুকে অতি উচ্চ স্থান দান করিয়াছেন।

যাঁহারা নব্য বঙ্গীয় চিত্রশিল্পপদ্ধতির প্রবর্ত্তন এবং বাঙ্গালী শিল্পাচার্য্যের নিয়োগ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন, বাঙ্গালার শিল্পীদের চিত্র যাঁহাদের নয়নে অতৃপ্তিকর এবং বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জীবনে আর তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই, তাঁহারাই প্রথম বৎসরের কার্য্য দেখিয়া প্রমোদবাবুর অনুরক্ত এবং "Neo-Bengal School"এর ভক্ত হইয়া পড়েন। একদিন শিক্ষামন্ত্রী

কলাশালা এবং বিশেষভাবে ইহার আর্টবিভাগটি দেখিতে আসিলে, পাট্যাভি সীতারামাইয়া মহাশয় তাঁহার নিকট প্রমোদবাবুর পরিচয় করাইবার কালে বলিয়াছিলেন—

"Sjt. Chatterjee is an asset to us. This section is his life work."

তাৎপর্য্য—"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের একটি সম্পত্তি বিশেষ, এই বিভাগটি গড়িয়া তোলাই তাঁহার জীবনের কাজ।"

তিনি তাঁহার সম্পাদিত কাগজে লিখিয়াছিলেন—

"Our duty is to offer our thanks to Babu Promode Kumar Chatterjee, who has made himself an exile in Machlipatnam and is anxious to create a centre of Andhra art of the Oriental School ere long."

তাৎপর্য্য—"বাবু প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য; তিনি মছলিপত্তনে নির্ব্বাসনে দিন কাটাইতেছেন এবং অচিরে প্রাচ্য শিল্পের একটি আন্ধ্রশাখার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন।"

তাঁহার সহিত যোগ দিয়া স্বরাজ্য-সম্পাদক ১৯২৩ সালের ১লা অক্টোবর লিখিয়াছিলেন—

"In Sjt. Promode Kumar Chatterjee, the artist of the Calasala *Andhradesa* has come to recognise a youngman of talent and accomplishment willing to dedicate himself to the services of the institution, and to develop in the coming years a new centre to Indian art capable of expressing distinctive genius of the Andhras. * * * It will be seen that young Andhra artists have placed themselves under the guidance of Sjt. Chatterjee in the true spirit of discipleship and imbibed his genius so far as to produce some exquisite picture like "Yaksha-Patni" and "Moonlit Night." It is of

happy augury that the revival of Indian art which received first impulse in Bengal has led to the growth of a new centre in all the linguistic and cultural units of the land."

তাৎপর্য্য—"কলাশালার শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অন্ধ্রদেশ প্রতিভাশালী ও কৃতবিদ্য যুবক বলিয়া জানিয়াছেন, ইনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক এবং অচির ভবিষ্যতে ভারত-শিল্পে আন্ধ্রপ্রতিভার বিশেষত্ব প্রকাশক একটি কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক। * * * তরুণ আন্ধ্র শিল্পীরা যে প্রকৃত শিষ্যের মত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় কাজ করিতেছে এবং তাঁহার প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহা "যক্ষপত্নী" ও "জ্যোৎস্না-রাত্রি" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির সৃষ্টি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। ভারতশিল্পের এই যে নব জাগরণ বাংলার নিকট হইতে প্রথম উদ্দীপনা পাইয়া ভারতের বিভিন্নভাষাভাষী ও বিভিন্ন সভ্যতাদ্যোতক দেশে নূতন কেন্দ্র সৃষ্টির কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে ইহা বাস্তবিকই শুভ লক্ষণ।"

"কৃষ্ণ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও মহাশয় প্রমোদ বাবুর চিত্র-সমালোচনা-সূত্রে তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন এবং অন্ধ্র দেশকে তিনি কতটা ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারই মুখের কথা লইয়া "স্বরাজ্য" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"During his short stay of a little over a year he has been able to inspire a few Andhra youngmen with devotion to the art of painting. He has the wonderful knack of eliciting the native talent of the youngmen by his precept and example. His ultimate aim is to help to start an independent centre in Andhradesa which should express the individuality and the distinguishing genius and traditions of the Andhras."

তাৎপর্য্য—"তাঁহার এই কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল মাত্র বাসের ভিতরেই তিনি কয়েকটি অন্ধ্র যুবককে ললিতকলার সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। উপদেশ ও স্বীয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে যুবকদের স্বকীয় প্রতিভা

ফুটাইয়া তুলিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। আন্ধ্র ইতিহাস ও প্রতিভার বিশেষত্ব প্রকাশ করিতে পারে আন্ধ্রদেশে এমন একটি স্বাধীন শিল্পকেন্দ্র সৃষ্টির সূচনায় সাহায্য করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

প্রমোদবাবুর উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আর বলিতে হইবে না। কলিকাতার প্রাচ্য চিত্র-প্রদর্শনীতে এই কলাশালা হইতে প্রথম বৎসরে ১৯খানি এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৩৬খানি চিত্র প্রদর্শিত হয়। সেইসকল চিত্র সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আচার্য্য এবং বিশেষজ্ঞ শিল্পীমণ্ডলী প্রশংসাপূর্ণ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৯২৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা Modern Review এবং ১৩৩০ সালের ফাল্গুনের প্রবাসীর পাঠকগণের অবিদিত নাই। গত বৎসর ছাত্রগণের কয়েকখানি ছবি প্রদর্শনীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

প্রমোদবাবুর যে কয়জন ছাত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আন্ধ্র-দেশীয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান (১) আডিভি বাপীরাজু, (২) এ, ভি, সুধারাও (৩) গুরা মল্লায়া, (৪) কাওতা আনন্দমোহন শাস্ত্রী, (৫) রামমোহন শাস্ত্রী, (৬) টি. সুন্দরমূর্ত্তি, (৭) ভি, রামমূর্ত্তি, (৮) চালাপতি রাও এবং আরও আট জন আছেন। তাঁহাদের অনেকেই বিশেষতঃ প্রথম ছয় জন আন্ধ্রদেশে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। গুরা মাল্লায়া "কোকোনাডা ফাইন্ আর্ট" প্রদর্শনী হইতে সুবর্ণ-পদক ও উচ্চপ্রশংসাপত্র এবং আনন্দমোহন শাস্ত্রী লক্ষ্ণৌ হইতে রৌপ্য-পদক পাইয়াছেন। ব্যাঙ্গালোর, মৈসুর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতার প্রদর্শনীতে এই ছাত্রগণের অনেকেই বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। প্রথমোক্তদের মধ্যে কয়েকজনের ছবি কয়েক বৎসর য়ুরোপে পাঠান হইলে তাঁহাদের চিত্র প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই বিক্রয় হইয়াছিল। প্রমোদ বাবুর এই সকল ছাত্র অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষকের কাজ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।

প্রমোদ বাবুর তিনটি ছাত্র কলাশালা হইতে বাহির হইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র আডিভি বাপীরাজু গ্রাজুয়েট এবং গুণধাম। কলাশালার ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযোগী যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তাঁহার জন্মিয়াছে। ১৯২৩ সাল

হইতে তাঁহারা ও তাঁহার সতীর্থদের কাজ কলিকাতার অভিজ্ঞ সমাজে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

এইরূপে আন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অনেকগুলি ছাত্রকে শিক্ষকতা করিবার মত তৈয়ার করিয়া দিয়া, আন্ধ্রদেশে বঙ্গীয় কলাশৈলীর প্রতি রুচি জন্মাইয়া এবং দক্ষিণ ভারতে নবীন রূপকলার সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় গৃহে ফিরিয়াছেন। কলাশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন, যে, বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়াও আসিয়া তিনি তথাকার কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিয়া যাইবেন। রবিবার ২৫এ এপ্রেল ১৯২৬ বিরাট সভা করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিদায় দান করিয়াছেন। বিদায়-সম্ভাষণে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন এবং প্রমোদবাবু তাহার যে উত্তর দিয়াছেন সমস্তই অতি হৃদ্য এবং বাঙ্গালীর গৌরবের কারণ। অন্ধ্র সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ গারু ইংরেজী ও ত্রৈলঙ্গীতে দুইটি কবিতা, ছাত্রগণ গুরু দক্ষিণা দ্বারা কলাশালার প্রস্তুত একখানি মূল্যবান্ কার্পেট, এবং ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল বাবু রামকোটীশ্বর রাও গারু মৈসুরে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের "গোপাল মূর্ত্তি" তাঁহাদের বাঙ্গালী শিল্পাচার্য্যকে উপহার দেন। প্রমোদবাবুও তাঁহার কয়েকখানি ভাল ভাল ছবি স্মারক-স্বরূপ কলাশালার গ্যালারীতে ও উপযুক্ত বন্ধুগণকে প্রদান করেন। বিদায়-ব্যাপার এইরূপে আনন্দোৎসবে পরিণত হইলে পর ছাত্রগণের সহিত তাঁহার আলোক-চিত্র গৃহিত হয়। বিদায় অভিভাষণের উত্তরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা যাহা পরামর্শচ্ছলে বলিয়াছিলেন, সভা তাঁহার প্রত্যেক কথাই গ্রহণ করিয়াছেন। অন্ধ্রদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মুটিমুরী কৃষ্ণরাও গারু সাধারণের পক্ষ হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং সভাপতি, স্থানীয় সর্ব্বপ্রধান উকিল শ্রীযুক্ত সেবিজি হনুমন্ত রাও পান্তলু গারু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুল প্রশংসাবাদ করিয়া বলেন—"চারি বৎসরের কঠোর পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত প্রমোদ-বাবু অন্ধ্র জাতীয় কলাশালাকে একটি সুগঠিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া দিয়া সমগ্র অন্ধ্র জাতির কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।"

বেজওয়াড়া (প্রাচীন বিজয় বাটিকা) কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান

১৩০৮ সালে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "প্রবাসী" পত্রে লিখিয়াছিলেন—দক্ষিণ বেজওয়াড়ায় একটি ছোট খাট বাঙ্গালী পাড়া হইয়াছে।

কৃষ্ণা জেলার দক্ষিণে গন্তুর জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার ফলে অনেক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গন্তুর তালুকে বাঙ্গালী উপনিবেশের এবং বঙ্গ গৌরব বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যের কীর্ত্তি কাহিনী তাহার অন্যতম। সাত শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ওড়িষ্যার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর কূলে কাকতীয় বংশীয় রাজারা এক বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বঙ্গের এক সুসন্তান অপ্রতিহত প্রতাপ রাজগুরুর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শুদ্ধ কাকতীয়রাজই নহেন; কিন্তু মালবরাজ, কলচুরিরাজ, চোলরাজ এবং অন্যান্য রাজগণও তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১২৬১ খৃষ্টাব্দে গন্তুর জেলার অন্তর্গত গন্তুর তালুকের মাল্‌কাপুরম্‌ নামক স্থানে একটি পাষাণ-স্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে কাকতীয় বংশীয় রাজা গণপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা অর্থাৎ রুদ্রদেবী পুরুষের ছদ্মনাম লইয়া রুদ্রদেব মহারাজ নামে পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই রুদ্রদেব মহারাজ ও তাঁহার পিতা গণপতি মহারাজ বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যকে রাজগুরু পদে বরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রাঢ় প্রদেশের পূর্ব্বগ্রাম শিবাচার্য্য মহাশয়ের জন্মস্থান। তিনি ধর্ম্মগুরু নামক জনৈক শৈবগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণী প্রথা অনুসারে পিতৃস্থানীয় গুরুর নামে বিশ্বেশ্বর শম্ভু নামে পরিচিত হন। তিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যেমন বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছিলেন তেমনি স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্রবলে সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন। এতদঞ্চলে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাকতীয়রাজ গণপতি আপনাকে ইঁহার পুত্র বলিয়া উক্ত স্তম্ভগাত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক বাঙ্গালী অন্ধ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজগুরু শিবাচার্য্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বাঙ্গালী শৈবাচার্য্য ও কবি কাকতীয়রাজ-কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন। "আলম্বিত কর্ণভূষণ কণ্ঠহার ও হেম-

কান্তি জটাধারী প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল বিশ্বেশ্বর শম্ভু যখন গণপতি রাজার প্রাসাদ-বিদ্যামণ্ডপে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তিনি একটি বিশেষ দর্শনীয় বলিয়া গণ্য হইতেন।"

মহারাণী রুদ্রাম্বা ১১৮৩ শক অর্থাৎ ১২৬১ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যদেবকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মন্দর ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রাম ও কিঞ্চিৎ ভূমি দান করিয়াছিলেন। শিবাচার্য্য মহাশয় মন্দরে শিবমন্দির, মঠ এবং অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এখানে বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে বাস করাইয়া গ্রামের বিশেশ্বর গোলকী" এই নাম দেন এবং মহারাণী রুদ্রাম্বার নিকট প্রাপ্ত ভূমিখণ্ডের একাংশ ষাটটি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশিষ্ট ভূমিখণ্ড তিনি সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রথমাংশ শিবালয়ের ব্যয়, দ্বিতীয়াংশ শৈব মঠ ও ছাত্রগণের ভরণ পোষণের ব্যয় এবং তৃতীয়াংশ মাতৃ মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অন্নসত্রের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তিনি ছাত্রদের বেদ, সাহিত্য এবং আগম শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য ৮ জন অধ্যাপক, জনৈক সুদক্ষ চিকিৎসক এবং একজন হিসাব রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মন্দিরে দশজন নর্ত্তকী ও আটজন বাদ্যকর, মঠ ও অন্নসত্রে একজন কাশ্মীর দেশীয় গায়ক, চৌদ্দজন গায়িকা, ছয়জন নর্ত্তকী, দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ, চারিজন ভৃত্য, ছয়জন ব্রাহ্মণ ভৃত্য, দশজন বীরভদ্র অর্থাৎ গ্রাম প্রহরী, রাজ দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর উদর, জিহ্বা ও মস্তক কর্ত্তনকারী জহ্লাদ এবং বিশজন শৈব বীরমুষ্টি নামক ভৃত্যকে স্বর্ণকার, তাম্রকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, বস্ত্রকার, স্থপতি ও সূক্ষ্মশিল্পীর কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বীয় জন্মভূমি পূর্ব্বগ্রাম হইতে ৩০ জন শ্রীবৎস গোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণকে আনাইয়া স্বীয় ভূসম্পত্তির আয় ব্যয় পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। এবং সেই সকল পরীক্ষকের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য তাঁহাদের উপর এক অধ্যক্ষকে শত নিস্ক বেতনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে মন্দির, অন্নসত্র, মঠ, ও গ্রাম সমূহের সুব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করেন। শিবাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিযুক্ত উপরিউক্ত অধ্যাপকাদি হইতে শিল্পী ভৃত্য ও বিবিধ বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি বরাদ্দ করিয়া দেন। তিনি তাঁহার অন্নসত্রে ব্রাহ্মণ. চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলেরই সকল সময়ে আহার পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে যদি বর্ত্তমান ছুৎমার্গের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে দেশ-প্রচলিত প্রথায় এই বিপরীত অনুষ্ঠানে তিনি যে নির্ব্বিবাদে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন তাহা দেশশাসকদিগের অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা যে অধিক ছিল তাহারই প্রমাণ-নিদর্শন বলা যাইতে পারে। নিয়মতন্ত্র শৃঙ্খলা সুপালন সুশাসন ও ন্যায় বিচারের প্রতি এই গণতন্ত্রবাদী বাঙ্গালী আচার্য্যের এরূপ লক্ষ্য ছিল যে উপরিউক্তভাবে কর্ম্মচারি নিয়োগ করিয়াও তিনি নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষকে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সংযত রাখিবার জন্য এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন যে উক্ত সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীও কার্য্যে অবহেলা বা অন্য কোনরূপ কুব্যবহার করিলে, স্থানীয় শৈব সম্প্রদায় একযোগে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে এবং অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বিশ্বেশ্বর শম্ভু শিবাচার্য্য "বিশ্বেশ্বর গোলোকী" গ্রাম ব্যতীত স্বীয় নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। তাহার নাম দিয়াছিলেন "বিশ্বেশ্বর নগর"। তিনি দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে মঠ, অন্নসত্র ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। "বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। মাল্‌কাপুরমের ন্যায় স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত না হইলে অন্ধ্রদেশের এই সাত শত বর্ষ পূর্ব্বের উপনিবেশ ও প্রাচীন বাঙ্গালীর কীর্ত্তিস্মৃতি পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইত। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত তৎপূর্ব্বে ও পরবর্ত্তী কালের উপনিবেশ ও কীর্ত্তি নিদর্শনগুলি এখন কালের গর্ভে আত্মগোপন করিয়াছে। কোথায় এক সমাধি, কোথাও একটি দর্গা, কোন নিভৃত প্রদেশে একটি শিলালিপি, কোন স্থানের বাঙ্গালী গুড়া, কোথাও বাঙ্গালী বাজার ইত্যাদি নামও প্রবাদবাক্যে তাঁহাদের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু এখনও মধ্যে মধ্যে জাগাইয়া দেয় মাত্র।

গন্তুরের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণে কার্ণুল জেলা কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত, এবং তাহার পশ্চিমে ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণে বেল্লারী জেলা উত্তরে তুঙ্গভদ্রা তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দেশীয় করদ রাজ্য বঙ্গনপল্লী জেলা কর্ণুলের অন্তর্গত। অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান বেল্লারীর উত্তরস্থ পর্ব্বতমালার মধ্যে প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা নগর অবস্থিত ছিল। তাঁহারা বলেন, এই জেলায় হোসপেট্‌ জংশনের নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে আধুনিক

আনাগুণ্ডীই প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যার রাজধানী ছিল। এই নগর চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যেরও রাজধানী ছিল। এই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের প্রভাব তখন সমগ্র দাক্ষিণাত্যেই বিস্তৃত ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে ঋষ্যমূক। তাহার পাদদেশে পম্পা সরোবর ও নদী প্রবাহিতা। এই সরোবরের জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী-যোগে পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রাতে পতিত হইতেছে। মতঙ্গ সরোবর এই পম্পা নদীর অংশ মাত্র। পম্পার পশ্চিমে তাপসী শবরীর আশ্রম ছিল। তাহার অদূরে হ্রদ সম্মুখস্থ গুহায় সুগ্রীবাদির বাস ছিল। পম্পাতীরে মতঙ্গ ঋষির আশ্রম সম্মুখে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। বেল্লারীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত অনন্তপুর জেলা এবং অনন্তপুরের পূর্ব্বদিকে কাদ্দাপা জেলা। অনন্ত-পুর ও কাদ্দাপার মধ্যে চিত্রাবতী এবং পাপাঘ্নী নদীদ্বয় প্রবাহিতা।

কাদ্দাপার পর নেলোর জেলা। ইহা দক্ষিণে পুলিকাট হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে বাবু অশ্বিনীকুমার সেন নেলোর প্রবাসে ছিলেন। তিনি তথায় রেলওয়ে পোলের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য সুপারভাইজার পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। সেই সময় ইলোরের মহকুমা অফিসার ছিলেন একজন বাঙ্গালী। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-কালে ইলোর যাইবার পথে পুরাণি নামক ষ্টেশনে অশ্বিনীবাবুকে দেখিয়া-ছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে মাদ্রাজী মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয় পাইয়া ভুল বুঝিতে পারেন। তিনি বলেন, "আমার নাম অশ্বিনী-কুমার সেন, নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর মধ্যপাড়া। সম্মুখে কয়েকটি ষ্টেশন পরেই নেলোর সহর। সেখানে আমি সপরিবারে বাস করি।" নেলোরের দক্ষিণে উত্তর-আর্কট, চিত্তূর এবং মাদ্রাজ রাজধানী। চন্দ্রগিরি প্রভৃতি তালুক জেলা চিত্তুরের অন্তর্গত। এই চন্দ্রগিরিতে আসিয়া টালি-কোটার যুদ্ধে নিহত বিজয়নগরাধিপ রামরাজার এক পুত্র নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে ইহা দ্বিতীয় বিজয়নগর রাজ্য নামে অভিহিত। মসুলি-পত্তন প্রেসিডেন্সীর প্রেসিডেণ্ট সাহেব এই চন্দ্রগিরির রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহার নিকট ৬০০ পাউণ্ডে পূর্ব্বে উপকূলবর্ত্তী মাদ্রাজপত্তনম্ মতান্তরে মদরসা পত্তনম্ খাজনা করিয়া লইয়া তথায় কুঠী স্থাপন করেন এবং মসুলি-পত্তনের নিকট আরামগাঁওয়ের কুঠী ত্যাগ করেন। তখন ইহার দৈর্ঘ্য ছিল

৺মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন। পৃঃ ২৯৬
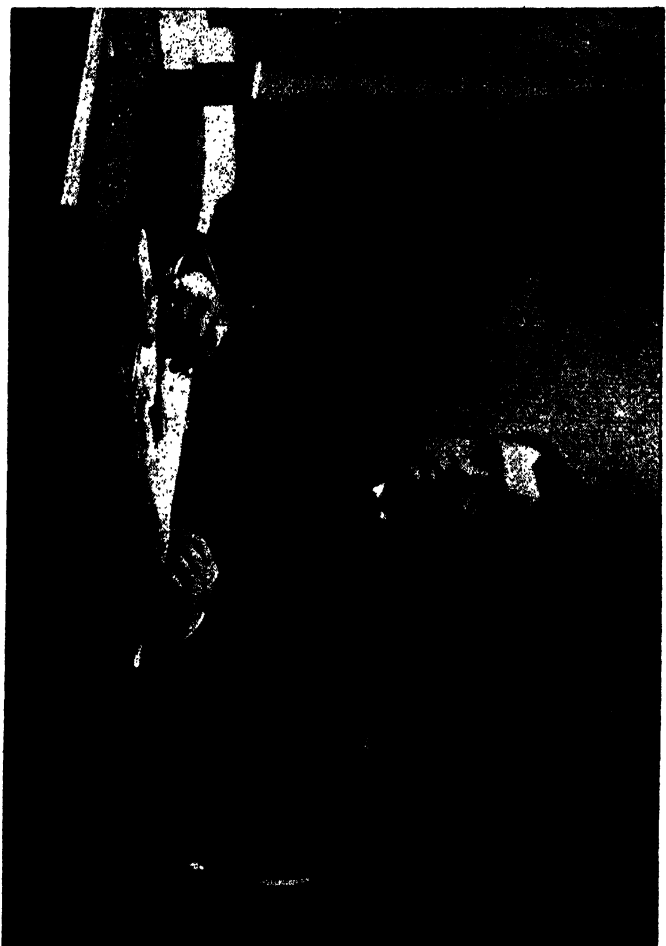
ছয় মাইল ও বিস্তার এক মাইলের অধিক ছিল না। ইহার স্থানীয় অবস্থা তখন ছিল অতি হীন এবং পথ ঘাট প্রায় ছিলই না। কয়েক ঘর দরিদ্র ব্যক্তি ভিন্ন উহার স্থায়ী অধিবাসী কেহ ছিল না। চন্দ্রগিরির রাজার নির্দ্দেশ মত তখন রাজার নামে উহার নাম হয় "শ্রীরঙ্গরাজ পত্তনম্"। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চিংলিপুটপতি চন্দ্রগিরি অধিকার করিলে তাঁহার আদেশে উহার নাম হয় "চেনাপত্তনম্"। পরে ইংরেজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা "মাদ্রাজ" নামেই অভিহিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান মাদ্রাজ সহর পূর্ব্ব উপকূল ভাগে ৯ মাইল এবং ভূমিভাগে পশ্চিমে আড়াই মাইল বিস্তৃত।

মাদ্রাজ নগরে ইংরেজী আমলের প্রারম্ভেই হউক অথবা মধ্য সময়েই হউক বাঙ্গালীদের যে বিস্তৃত উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, তথায় "বাঙ্গালী পাড়া," "বাবু বাজার," "শম্ভুচন্দ্র দাসের রোড" প্রভৃতি নাম আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মাদ্রাজ সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে এক প্রাচীন ও বিস্তৃত পল্লী আজিও "বাঙ্গালী বাজার" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন মাদ্রাজে আসিয়াছিলেন, তখন এখানে তাঁহার স্বদেশীয় একজনও ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বে কে কে গিয়াছিলেন বা উক্ত মহানগরীর মধ্যে অথবা সন্নিহিত কোন স্থানে প্রবাস-বাস করিতে ছিলেন কি না, তাহার সন্ধান আমরা পাই নাই। সুতরাং আধুনিক সময়ে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদের মধ্যে আমরা কবিবরকেই প্রথম প্রবাসী বলিতে পারি। তাঁহার আগমনের ২২ বৎসর পরে সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মাত্র ৪৬ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা ১২৭৩এ পরিণত হইয়াছিল। ঐ বৎসর মাদ্রাজ নগরে ২২৮ (১৯৮ পু+৩০ স্ত্রী) জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালের সেন্সস গণনানুসারে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট-শাসিত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যায় বিশেষ কিছু প্রভেদ হয় নাই। ঐ বৎসর তথায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ১২৮২ (১১৩৪ পুং+১৪৮ স্ত্রী), এবং ঐ প্রদেশের দেশীয় রাজ্যগুলিতে ছিল ১১২ (১০৫ পু+৭ স্ত্রী), সুতরাং দশ বৎসরাধিক পূর্ব্বে সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে মোট চৌদ্দশত বাঙ্গালীর বাস ছিল।

ইংরেজী ১৮১৮ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনের পর যখন মাদ্রাজ প্রবাসে আসেন তখন এখানে তাঁহার স্বদেশবাসী একজনও ছিলেন না। এদিকে স্থানীয় ভাষা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হেতু পিতার স্নেহ সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য হইতে বঞ্চিত এবং দেশীয় সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যে সুদূর দেশে আসিয়া পড়িলেন তথাকাব খৃষ্টান সমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সময় লাগিয়াছিল। রিক্তহস্ত হইলেও কয়েকজন মাদ্রাজী খৃষ্টান ছাত্রবন্ধুর সহিত মাদ্রাজে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মিয়াছিল। সেই বাসনার তাড়নায় তিনি পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া যে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই মাত্র সম্বল করিয়া জন্মভূমি ত্যাগ করেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাওয়া সে সময় বড় সোজা কথা ছিল না। তাঁহার পাথেয় প্রভৃতিতে অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত টাকা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি ভয়ানক অর্থকষ্টে পতিত এবং নিরুপায় হইয়া মাদ্রাজের দেশীয় খৃষ্টান ও ফিরিঙ্গী সমাজের সাহায্য গ্রহণ কবিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহাদের অনুগ্রহে অনাথ ফিরিঙ্গী বালকদিগের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে থাকেন এবং অর্থাগমের জন্য সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন। তিনি "Madras Circular and General Chronicle, Madras Spectator এবং Athaeneum প্রমুখ মাদ্রাজের প্রধান প্রধান পত্রিকা সমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সেই সকল পত্রিকার সম্পাদকদিগেব নিকট যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হন। তখন এ দেশীয়দের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ইংরেজী লেখক অতি অল্পই ছিলেন। সুতরাং সুলেখক বলিয়া তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভার জন্য মাদ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তি জন্মে। তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে "Visions of the past" নামক একটি অসম্পূর্ণ কবিতাসহ পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত ক্যাপটিভ লেডী (Captive lady) নামক কাব্য গ্রান্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের খ্যাতি সুধী-সমাজে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। "Travels of a Hindu" নামক গ্রন্থপ্রণেতা বাবু ভোলানাথ চন্দ্র একজন উৎকৃষ্ট ইংরেজী লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মধুসূদনের এই কার্য্য সম্বন্ধে লেখেন,—

"It rose as an Aurora borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengali poets such as Kashi Prosad Gosh, Rajnarain Dutt, Guru Charan Dutt, O. C. Dutt and others ; Madhu distances them all." প্রসিদ্ধ Reis and Ryat এর সম্পাদক স্বনামখ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Captive lady সমগ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আর্ডলি নর্টনের পিতা জর্জ্জ নর্টন মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেল এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। তিনি উক্ত কাব্যে মধুসূদনের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং স্বয়ং মধ্যস্থ হইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জনৈক ইংরেজ নীলকরের কন্যার সহিত মধুসূদনের বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার গুণমুগ্ধা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষের দুহিতা তাঁহার জীবনসঙ্গিনী হন। এই সাধ্বীর পাণি-গ্রহণ করিয়া তিনি দাম্পত্যপ্রেমে সুখী হইয়াছিলেন। ক্যাপটিভ লেডী য়ুরোপীয় সমাজেও বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল। 'এথীনিয়ম্' পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ পত্রপ্রেরক এই কাব্য সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন "ইহাতে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা 'বায়রণ' অথবা 'স্কট' নিজের রচনা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে মধুসূদন এই গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশে ক্যাপটিভ লেডীর প্রশংসা ত দূরের কথা, কোন কোন সমালোচক ও সাহিত্যিক অনেক নিরুৎসাহের কথাই বলিয়া-ছিলেন। মধুসূদন কিন্তু প্রশংসা-উপেক্ষার প্রতি সমভাবেই উদাসীন ছিলেন। স্বীয় শক্তি সামর্থ্যের উপর তাঁহার আস্থা ছিল, এবং তাঁহার আশা আরও উচ্চ ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবেন এবং কবি-যশোলাভ করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিবেন ছাত্রাবস্থায় ইহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য তিনি নিন্দা প্রশংসা, দারিদ্র্য, সাংসারিক অশান্তি কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভের আশা করিয়া যে ভ্রম করিয়াছিলেন, বঙ্গের তৎকালীন ব্যয়সচিব ও এডুকেশন কাউন্সিলের সম্পাদক মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

'ক্যাপটিভ লেডী' পড়িয়া তাঁহার সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিবার প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনি কবির বন্ধু গৌরদাস বাবুকে ১৮৪৯ অব্দে এক পত্রে জানান—"I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem * * * , I should take this opportunity, through you of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is that he ought employ his time to better advantage than in writing English poetry. * * * he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write." এই কথা গৌরদাস বাবু কবিকে ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলেন। তিনি এই অবকাশে বেথুন সাহেবের পত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন—"His advice is the test you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. * * * we do not want another Byron or another shelley in English : what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature." এই সকল বাক্যে মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাসেই চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু মাতৃভাষায় তাঁহার শিক্ষাবস্থায় যতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল, প্রবাসে আলোচনার অভাবে সেটুকুও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন যে মাতৃভাষাই তাঁহার কবিপ্রতিভা স্ফুরণের একমাত্র ক্ষেত্র এবং অক্ষয়কীর্ত্তি লাভের অদ্বিতীয় পথ। সুতরাং এই সময় হইতে তিনি বাঙ্গালাকে সম্পন্ন করিবার জন্ত মাতৃভাষার অঙ্গ বিবিধ ভূষণে সাজাইবার উদ্দেশে বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় উদ্যম, এবং আগ্রহের সহিত অধ্যয়নে রত হইলেন। তখন বাঙ্গালা

ভাষায় পত্র লিখিবার রীতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বঙ্গদেশ হইতে আনাইয়া সযত্নে পাঠ করিতে এবং নানা ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে গৌরদাস বাবুর এক পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন—"My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine, 6—8 Hebrew, 8—12 School; 12—2 Greek; 1—5 Telegu and Sanskrit; 5—7 Latin; 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?"

তিনি মাদ্রাজে চিরদিন থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত কিনা সন্দেহ, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলিয়াই তখন ঘটনা পরম্পরা এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল যে মধুসূদনের মাদ্রাজ ত্যাগ অনিবার্য্য হইল। মাদ্রাজ আগমনের তিন বৎসর পর তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং মাতৃবিয়োগের চার বৎসর পরে পিতৃবিয়োগ হয়। আত্মীয় স্বজন তাঁহার সংবাদ না রাখায় মধুসূদন ও আর ইহজগতে নাই এরূপ মনে করিয়া তাঁহারা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি দখল করিয়া বসেন। তখন মধুসূদন মাদ্রাজের একমাত্র দৈনিক স্পেক্টেটরের সব-এডিটর ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা করিতেছিলেন। পিতৃপরিত্যক্ত বিষয়ে বঞ্চিত থাকিয়া মধুসূদন বিদেশে অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বাবু, তাঁহাকে দেশে আসিয়া স্বীয় সম্পত্তি পুনর্গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন বা লেখেন। এই সময় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ ভ্রমণে আসিলে তাঁহার হাত দিয়া পত্রখানি পাঠান। মধুসূদন সেই পত্র পাইয়া ১৮৫৫ অব্দের ২০ ডিসেম্বরে গৌরদাস বাবুকে উত্তর পাঠাইবার পরই সস্ত্রীক মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। এই সুদীর্ঘ আট বৎসর বাঙ্গালীহীন মাদ্রাজ প্রবাসে বৈদেশিক সংস্কার ও সমাজে থাকিয়া তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি এমন কি কণ্ঠস্বরেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, এবং বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আসিয়াছিলেন। পরে স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যখন প্রথম মাদ্রাজে আসেন তখন এ প্রদেশে রাজনৈতিক বা সামাজিক

কোনও প্রকার আন্দোলন ছিল না। তাঁহার উদ্যোগ ও সদ্দৃষ্টান্তদ্বারা মাদ্রাজে সভাসমিতি ও সংবাদ পত্র প্রকাশ পাইতে থাকে।

১৮৯২ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে যখন মাদ্রাজ আগমন করেন। সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি লোকের অনুরাগ জন্মে। পাঁচ বৎসর পরে য়ুরোপ হইতে প্রথমবার ফিরিয়া তিনি এখানে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ফলে মাদ্রাজ সহরে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টার স্থায়ী বাসস্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই জন্য নির্ব্বাচিত হন। মিশনের প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টায় "ব্রহ্মবাদিন্" নামে একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে ব্রহ্মবাদিনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। প্রায় এক বৎসর পরে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ট্রিপলিকেনের "ক্যাস্‌ল্ কার্ণন" নামক অট্টালিকার একাংশে স্থানান্তরিত করেন। উক্ত স্থান বিবেকানন্দ স্বামীর জনৈক ভক্ত শিষ্য বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এখানে ১৯০৭ অব্দের ১৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিবার পর মিশনের কার্য্য এতদঞ্চলে স্থায়ী করিবার উদ্দেশে মাদ্রাজের জনসাধারণের সমবেত সাহায্যে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান এবং তাহা মিশনের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। ইহাই এক্ষণে দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। এখানকার মঠে এবং অন্যান্য স্থানে পাঠগোষ্ঠী খুলিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত হইয়া থাকে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সম্পাদিত "The universe and man," "The soul of man," "Srikrishna." The Pastoral and the king makers", The Path to perfection." "Sri Ramkrishna and his mission." "The scope and method of work of the mission" এবং বঙ্গভাষায় আচার্য্য রামানুজ স্বামীর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কর্ম্মকেন্দ্র হইতেই বিবেকানন্দ স্বামীজীর "Inspired talks" প্রকাশিত হইয়াছে। মাদ্রাজ মঠ হইতে স্থানীয় ভাষা সমূহে স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর অনুবাদ বাহির করিবার চেষ্টা তখন হইতেই আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নানাস্থানে মিশনের কেন্দ্র খুলা হইতেছে। কোকোনাডা,

ভানিয়াম্বাতী, ধরমপুরী, পদুকোট্টাই, ত্রিচিনপল্লী, এবং বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যেই মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। হিসাব বিভাগে তিনি যেরূপ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। তিনি কণ্ট্রোলার জেনারেলের অফিসে কেরাণী গিরিতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে শীঘ্রই উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন। তিনি কিছুকালের জন্য মাদ্রাজের এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল হইয়া মিষ্টার বাদশার পর—ডাক বিভাগের দ্বিতীয় ভারতীয় ও সর্ব্বপ্রথম অ-সিবিলিয়ান কণ্ট্রোলার পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই ডাক ও তার বিভাগের হিসাব একত্র করিয়া কণ্ট্রোলারের পদকে একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের (Accuntant General of Post and Telegraphs) পদে উন্নতি করিবার মূল। কে, এল, দত্ত মহাশয় High prices Enquiry Commissionএর প্রেসিডেণ্টরূপে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি ভারতীয় আয় ব্যয় বিভাগ হইতে ১৯১৯ অব্দে কারেন্সী কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় মাদ্রাজের একাউণ্টাণ্ট জেনারেলেব কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার পর মৈসুর রাজ্যে আহূত হন, তথায় অতীব দক্ষতার সহিত রাজ্যের হিসাব-শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন।

সুনামপ্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বর্গীয় কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালীখৃশ্চান্) মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৮৯৬ অব্দে মাদ্রাজ আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি মাদ্রাজ হলে "বেদান্তের সহিত রোমান ক্যাথিলিক ধর্ম্মের একতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এই ধর্ম্মত্রয়ের মূলে একই প্রকার সত্য প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি এতদঞ্চলে এবং নানাস্থানে বহু বক্তৃতা দান করিয়া এবং অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই আকুমার ব্রহ্মচারীর বিস্তৃত জীবনীর জন্য সিন্ধুপ্রদেশে বাঙ্গালী অংশে দ্রষ্টব্য।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পরিব্রাজক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় গোপাল শাস্ত্রী নাম লইয়া পনের বৎসরকাল মাদ্রাজের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

সুনামখ্যাত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কর্ম্ম জীবনে প্রথম প্রবাস মাদ্রাজে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গণিতে এম, এ, ও সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষায় বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৮৮৫ অব্দে কলিকাতায় ডেপুটি কণ্ট্রোলার হন, পরে মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং এলাহাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্টের হিসাব বিভাগে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯০৮ অব্দের শেষ ভাগে পাঞ্জাবের একাউণ্টাণ্ট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লাহোরে তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। তিনি বিনয়ী, পরোপকারী, সরলহৃদয় ও সদালাপী বলিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় যাত্রা করেন, তখন ইনি মাদ্রাজে সভা করিয়া তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দেন। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষের সহযোগে ইনি হাণ্টার সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী জন ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর দপ্তরে কর্ম্ম লইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালী মাদ্রাজ প্রবাসী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তামীল ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। মাদ্রাজের রায়পুরম্ পল্লীর "বঙ্গভিলা" জন ডিকিন্সনের বাবু এচ, কে, বসু মহাশয়ের স্বকীয় ভদ্রাসন। এই রাজপুরম পল্লীতে উক্ত দপ্তরের অন্যতম কর্ম্মচারী জনপ্রিয় বাবু ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের বাস। আরও দুইজন বাঙ্গালী বাবু হরেন্দ্রলাল ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা বাবু হরিপদ ঘোষ এখনো কর্ম্ম করেন।

শিক্ষা বিভাগেও এখানে বাঙ্গালীর অভাব নাই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ণের অধ্যাপক বিলাত-ফেরত ডাক্তার বিমান বিহারী দে, ডি-এস্,-সি, কলিকাতা হইতে এখানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে আরও দুই একজন উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন।

সিবিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের রসায়নাধ্যাপক বিলাত ফেরত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ধর, ডি, এস্-সি, মাদ্রাজের গিণ্ডিনামক পল্লীতে বাস করেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট অফিসে বিশ পঁচিশ জন কেরাণী মাদ্রাজ প্রবাসে ছিলেন। এক্ষনে সেই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৭।৮ জন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অধুনা কলিকাতাবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাবু রমণিমোহন ঘোষ কিছুকাল মাদ্রাজ প্রবাসে ছিলেন। তাঁহার পর ঢাকা নিবাসী রায় কালীপ্রসন্ন সেন বাহাতুর মাদ্রাজে ডেপুটী পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন।

বিলাত-ফেরত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বহু বৎসর মাদ্রাজে আছেন। ১৯১৩ সালের শেষে নিজাম রাজ্যের অবসর প্রাপ্ত একাউণ্টেণ্ট জেনারাল বাবু নন্দলাল শীল মাদ্রাজ প্রবাসী হন। হায়দ্রাবাদে তাঁহার প্রবাসকালের কথা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি তথায় বহু হিতকর কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠান যাহা ঐ অংশে লিপিবদ্ধ হয় নাই এখানে উল্লিখিত হইল—"বজেট প্রথা প্রবর্ত্তন; হিসাব সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রবর্ত্তন; হিসাব পরীক্ষা (audit) প্রবর্ত্তন; রসীদ ষ্ট্যাম্প প্রবর্ত্তন; দেশীয় রাজ্যসকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে হায়দরাবাদে শতকরা ৬৲ সুদে প্রমিসরী নোট প্রবর্ত্তন; মুদ্রার উন্নতি এবং আধুলি সিকি তুয়ানী ও আনি প্রবর্ত্তন; ব্রিটিশ ও নিজামী মুদ্রার বিনিময়ের হার বাঁধিয়া দেওয়া; কারেন্সী নোট প্রবর্ত্তন; হায়দরাবাদে সরকার শতকরা ১৮২৪ সুদে ও টাকা ধার পাইতেন না, কিন্তু নন্দলাল এরূপ উন্নতি করেন যে, শতকরা ৬৲ সুদও বেশী মনে হইত; য়ুনানী হাকিমি কলেজে নানা উন্নত প্রথা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা; অস্ত্র চিকিৎসা প্রভৃতি প্রবর্ত্তন; অনেক প্রাথমিক, মধ্য ও এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপন; থিওসফিক্যাল সোসাইটির হল নির্ম্মাণ; দরিদ্রাশ্রম স্থাপন; সিটি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট সমূহ স্থাপন; উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব উত্থাপন*। তাঁহার পাণ্ডিত্য খ্যাতিও তথায় কম ছিল না। একবার হায়দ্রাবাদে ইস্লাম ধর্ম্ম বিষয়ে বহু মৌলবী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়া আরবী ও পারস্য ভাষায় পারদর্শিতা এবং ইস্লাম ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত ও

* প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩১।

উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি যে বহু মৌলবী অপেক্ষা ইস্‌লামের তত্ত্ব বেশী জানেন একথা সভাস্থ অনেক মৌলবীও স্বীকার করিয়াছিলেন, পেন্সন গ্রহণের পর হইতে তিনি মাদ্রাজ প্রবাসে থাকিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ১৯৩০ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদ মুঠ্‌ঠিগঞ্জের বাড়ীতে বঙ্গমাতার এই সুসন্তান ৬১ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। কলিকাতা নিবাসী, বি, সি, সান্যাল মহাশয় মাদ্রাজের একটি তৈল ব্যবসায়ীর কেরাণী স্বরূপে যাইয়া এক্ষণে একটি কয়লা খনির মালিক ও লক্ষপতি হইয়াছেন। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বাবু ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাব তের বৎসরাধিক পূর্ব্বে মাদ্রাজ গিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর প্রভাত বাবু কর্ম্মোপলক্ষে তথায় প্রবাস বাস করিতেছিলেন। রায়পেটায় তাঁহার বাসা ছিল। তাঁহার বাসা হইতে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ প্রায় তিন মাইল দূর। আলীপুর জীবনিবাসের তত্ত্বাবধারক বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অনুজ ভ্রাতা হরেন্দ্র বাবু মাদ্রাজে ছিলেন। বারপেটা হাঁসপাতালে দুইজন বাঙ্গালী নার্স কর্ম্ম করিতেছেন। ২৮ বৎসর পূর্ব্বে "সঞ্জীবনী" সংবাদ দিয়াছিলেন—সিবিলিয়ান মিষ্টার এ, দত্ত, মিঃ এম, ঘোষ, ও মিঃ আর, কে, ব্যানার্জ্জী মাদ্রাজ প্রবাসী ছিলেন, আর আর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন শিক্ষা বিভাগের সব-ইন্‌স্‌পেক্টর, একজন একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিসের কর্ম্মচারী, একজন ব্যবসায়ী, একজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক, একজন সংবাদ পত্র ও সাহিত্য-বিভাগের লোক এবং একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ধর্ম্মযাজক মহাশয় তাঁহার মাতৃভাষা বাঙ্গালা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। এখানে থাম্বাচেট্টি ষ্ট্রীটে "চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী" নামে একজন পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশকের দোকান আছে। মাইলাপুরে যে রামকৃষ্ণ মিশন আছে, তথায় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সহ পাঁচ ছয়জন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আছেন। মাদ্রাজের নাবিকদিগের মধ্যে চট্টগ্রামের লোক প্রায়ই দেখা যায়। তাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমান।

মাদ্রাজ প্রবাসী কৃতী বাঙ্গালীদের মধ্যে মেদিনীপুর জেলা নিবাসী বাঙ্গালী মুসলমান স্যর আবদর রহিম সাহেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৬৭ অব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলবী আবদর

রাব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম জমিদার। আবদর রহিম মেদিনীপুর হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি,-এ ও ইংরেজী ভাষায় এম,-এ পাশ করিয়া বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রথম হন। পরে ভূপালের বেগম সাহেবের বৃত্তি লইয়া আইন পাশ করিতে বিলাত যান। যথাকালে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আইনজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া শীঘ্রই ডেপুটি লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সারের পদে নিযুক্ত করেন। দেড় বৎসর পরে তিনি পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে থাকেন। ১৯০০ অব্দে তিনি কলিকাতা উত্তর বিভাগের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। তিন চার বৎসর পরে এই কর্ম্মত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারী করেন। এবং ১৯০৭ অব্দে ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদ পাইয়া মেহমেডান জুরিস প্রুডেন্সের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইহার পর রহিম সাহেব মাদ্রাজ হাইকোর্টে পিউনী জজ হইয়া যান। মাদ্রাজ হাইকোর্ট তাঁহার ঠাকুর আইনের বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। চার বৎসর অতিশয় দক্ষতা ও সুনামের সহিত জজিয়তি করিয়া ১৯১২ অব্দে তিনি পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ভারতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা গ্রহনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯১৫ অব্দে তিনি পুনরায় মাদ্রাজ হাইকোর্টে জজের পদে ফিরিয়া আসেন। ঐ বৎসর পুনার নিখিল ভারতীয় এংগ্লো-ওরিএণ্ট্যাল এডুকেসন কনফারেন্সের ২৯ শতম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন। ১৯১৬ অব্দে পুণানগরে মুসলমানদিগের ধর্ম্মসভা হইলে তিনি তাহার অভ্যর্থনা সমিতির এবং ১৯১৭ অব্দে তাঞ্জোরের মুসলমান ধর্ম্ম-সভার সভাপতি হইয়া ছিলেন। ইনি মাদ্রাজের সরকারী মুসলমান কলেজের পরিদর্শক সভায় সভাপতি ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ট্রষ্টী ছিলেন। ১৯১৮ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কৈসর-ই-হিন্দ্ মেডাল লাভ করেন। এবং পরে স্যর উপাধিতে ভূষিত হন। একবার ১৯১৬ অব্দে আর একবার ১৯১৯ সালে তিনি অস্থায়ীভাবে চীফজাষ্টিসের কার্য্য করেন। মুডিম্যান কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে তিনি দ্বৈত-শাসনের বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি মুসলমানদিগের শিক্ষার স্বরূপ উর্দ্দভাষায় পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করেন।

মস্‌লেম লীগ গঠনে তাঁহার সহকারিতা ছিল্। তিনি কয়েক বৎসর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যও ছিলেন। মাদ্রাজের দক্ষিণে চিংলিপুট। এই জেলার প্রধান নগর বঙ্গোপসাগর কূলবর্ত্তী সৈদাপেট। কাঞ্চিবরম্ প্রভৃতি কয়েকটি তালুক ইহার অন্তর্গত।

কাঞ্চী মাদ্রাজের নিকট একটি খাঁটি তামিল দেশ। প্রাচীন কাঞ্চীপুরম্ বর্ত্তমান কাঞ্চীভরম্ (Conjeveram) মাদ্রাজ হইতে ৪৫ মাইল দূরে এবং বম্বে যাইতে আরকোনম্ ষ্টেশন এবং লঙ্কার পথে চিঙ্গলপুট ষ্টেশনের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

কাঞ্চীর একদিকে শৈবদের বাসস্থান ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত ও শিবকাঞ্চী নামে উক্ত; অন্যদিকে বিষ্ণুমন্দির ও বৈষ্ণবদের বাস। তাহার নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। কাঞ্চীর শিবলিঙ্গ বালুকাময় ক্ষিতিমূর্ত্তি। ভারতের পঞ্চ-ভূতাত্মক পঞ্চ শিবলিঙ্গ মধ্যে কাঞ্চীর ক্ষিতি লিঙ্গ অন্যতম।* শিব কাঞ্চীতে একাম্রনাথ মহাদেবের স্থান ব্যতীত ১০৭টি শিব মন্দির আছে। প্রায় তিন মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চীর প্রধান মন্দির বরদরাজ স্বামীর মন্দির। কাল পাথরে প্রায় ছয় ফুট উচ্চ লক্ষীনারায়ণের মূর্ত্তি; দ্বারে গরুড়। ইনিই বিষ্ণুকাঞ্চীর প্রধান বিগ্রহ। এখানে প্রতি বৈশাখে ১৫ দিন উৎসব হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী এখানে কিছুকাল বাস করিয়া বরদারাজের মন্দিরে সন্ন্যাস লইয়া শ্রীরঙ্গমে চলিয়া যান। বরদা রাজের মন্দিরের গোপুরম্ বা প্রবেশদ্বার দশতলে বিভক্ত ও ১৮৮ ফুট উচ্চ। এত উচ্চ মন্দির-তোরণ ভারতের আর কোথাও নাই। ইহার দ্বারদ্বয় ৩৫।৪০ ফুট উচ্চ। মন্দিরের নিকট ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধিস্থান। তথায় তাঁহার পাষাণ-মূর্ত্তি বিরাজিত। বামন অবতার মন্দির, কামাক্ষীদেবীর মন্দির, সুব্রহ্মণ্যম্ স্বামী (কার্ত্তিকেয়ের) মন্দির, কৈলাসনাথ স্বামী মন্দির বা কৈলাশ, বৈকুণ্ঠনাথ স্বামী মন্দির বা বৈকুণ্ঠ, কচ্ছপেশ্বর স্বামী মন্দির, ত্রৈলোক্যনাথ স্বামী মন্দির প্রভৃতি অনেক

---

* অন্য চারী লিঙ্গমূর্ত্তি—ত্রিচিনপল্লী হইতে দুই মাইল শ্রীরঙ্গমের নিকট জম্বুকেশ্বর নামে অপ্‌রা-জলমূর্ত্তি; উত্তর আর্কটের তিরুভেন্নমেলাইতে অরুণাচলম্‌এর তেজোমূর্ত্তি; বেজওয়াড়ার (বিজয়-বাটিকার) পর গুডুর ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে কালাহস্তির মরুৎমূর্ত্তি এবং মাদ্রাজ হইতে রামেশ্বরের পথে ১৫১ মাইল দূরে সমুদ্র তীরে চিদম্বরমের ব্যোমমূর্ত্তি।
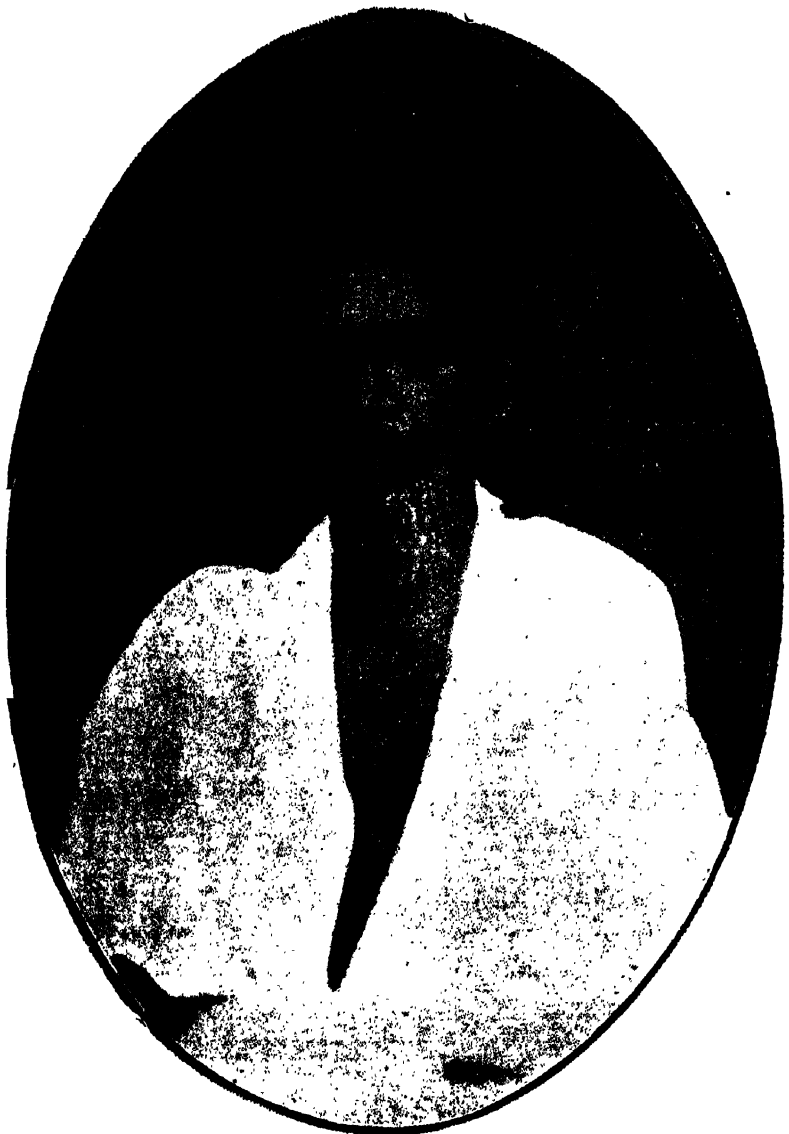
শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। পৃঃ ৩০৭

পুরাতন ও প্রধান প্রধান দেবালয় *এখানকার দর্শনীয়। ত্রৈলোক্যনাথ স্বামী মন্দিরে বুদ্ধদেব যোগাসনে আসীন শ্বেত প্রস্তরের সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত। কাঞ্চীপুর শৈব এবং বৈষ্ণবদের দলাদলির কেন্দ্রভূমি। কথিত আছে কৃষ্ণা ও কাবেরী মধ্যস্থ কাঞ্চীমণ্ডল মহাতীর্থ; তন্মধ্যে কাঞ্চীধাম মহামহাতীর্থ। কিন্তু এই মহাতীর্থই ধর্ম্মান্ধতার অদ্বিতীয় ক্ষেত্র। এখানে বৈষ্ণবরা শৈবদের স্পৃষ্ট জল পান করেন না, এক প্রকোষ্ঠে অন্নগ্রহণ করেন না, সে গৃহে সবর্ণ বা উচ্চ বর্ণ যে কোন শৈব প্রবেশ করিলে বৈষ্ণবের আহার নষ্ট হয়, রাজপথে শৈব বিগ্রহ নগর-ভ্রমণে বাহির হইলে বৈষ্ণবরা মুখ ফিরাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে হায়দ্রাবাদ প্রবাসী অধ্যাপক শীল মহাশয় প্রবাসী পত্রে কাঞ্চী শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে রেল লাইন হইবার পূর্ব্বে বৃন্দাবন-যাত্রী বৈষ্ণবরা গঙ্গাবক্ষে নৌকায় কাশী অতিক্রম করিবার সময় চোখে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন। কাশীর শৈবরা তখন বলিতেন "কাশী দর্শন হইলেই ত মুক্তি হইয়া যাইবে আর বৃন্দাবন যাইবার দরকার থাকিবে না। সেইজন্য তাঁহারা চোখ বাঁধিয়া থাকেন।" মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া-সুন্নিদের অপেক্ষাও কাঞ্চীর হিন্দুদের মধ্যে শৈব-বৈষ্ণবের ভেদবুদ্ধি এবং গৃহ বিবাদ প্রবলতর। এই ভেদ ভাব ও সংস্কারান্ধতার প্রভাব দ্রাবিড় হইতে বঙ্গদেশে অষ্টম শতাব্দীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বঙ্গের রাজা বল্লাল সেনের পিতৃকুল কাঞ্চী রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা সম্ভূত। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজেন্দ্র চোলের রাঢ় আক্রমণ ইতিহাসের কথা। তাঁহার অন্যতম কুলজ হেমন্ত সেন সমতটের শূর বংশীয়া কন্যার পানিগ্রহণ করেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন হইতে বল্লাল উৎপন্ন। তিনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক কাঞ্চী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী। পাণ্ড্য, চোল, পল্লব, চালুক্য, বেল্লাল, সকলেই এক একবার এখানে রাজপাট করিয়া গিয়াছেন তামিল-বিক্রম ধ্বংসহেতু এইস্থানেই মুসলমান ও মারাঠার অসি ঝলকিত হইয়াছিল। এখানেই ইংরেজ ফরাসীর সংঘর্ষে ক্লাইব ডুপ্লের চাতুরী ব্যর্থ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পল্লব বংশীয় বৌদ্ধ রাজা কৃষ্ণা

---

* ১৯১১ অব্দের নামানুসারে কাঞ্চীর লোকসংখ্যা ৫৩,৮৬৪ জনের মধ্যে ৫০,০০০ জন হিন্দু —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাদ্র, ১৩২৫।

ও কাবেরীর মধ্যস্থলে রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার কাঞ্চীমণ্ডল নাম দেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান কাঞ্চীকে জগতের শ্রেষ্ঠতম নগর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে দ্রাবিড় রাজ্যের এই রাজধানীতে ৮০টি দেবমন্দির ও ১০০টি বৌদ্ধ বিহার ছিল। ইহা ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মভূমি বলিয়া বৌদ্ধদের পুণ্যতীর্থ। এই কাঞ্চীর উপর দিয়া কত বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৌদ্ধ পল্লবদের পরম শত্রু জৈন চালুক্য রাজবংশ পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া নয় দশ বার কাঞ্চী জয় করিয়া নগর দগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু দেবালয় নষ্ট করে নাই। পল্লবদের বৌদ্ধ মন্দির পরে চালুক্যরা জৈন মন্দির বলিয়া বুদ্ধদেবকে বর্দ্ধমান স্বামী বলিয়া পূজা করিত। অবশেষে হায়দার আলী কাঞ্চীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে নগরের বাহিরের বড় বড় শিব ও বিষ্ণু মন্দির ব্যতীত নগরের সমস্ত সৌধ মন্দিরাদি ধ্বংস পায়। কাঞ্চীর আর এখন পূর্ব্ব শ্রীসম্পদ নাই। এই হিন্দু নগর প্রায় সৌধশূন্য, অধিবাসীদের প্রায় সকলেই কুটীর বাঁসী। দক্ষিণের এই পুরী শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। দেহাবসানে কাশীর মত এখানেও মুক্তির জন্য অনেকে আসিয়া বাস করেন।

চিঙ্গলপুট (Chingleput) জেলার সেণ্ট টমাস মাউণ্টের (St Thomas Mount) "বাঙ্গালী বাজার" এখানে পূর্ব্বে বাঙ্গালী উপনিবেশের স্মৃতি বহন করিতেছে। চিংলিপুট জেলার পশ্চিমে ও দক্ষিণে—উত্তর ও দক্ষিণ-আর্কট জেলাদ্বয়। ভেল্লোর, ওয়ান্দিবুষ প্রভৃতি নয়টি তালুক উত্তর আর্কটের অন্তর্গত। দক্ষিণ আর্কটের প্রধান নগর কাড্ডালোর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী আই, এম, এস, ডাক্তার কাড্ডালোরে বাস করিতেন। উত্তর আর্কটের প্রধান সহর ভেল্লোর। ইহা মৈসুর রাজ্যের পূর্ব্বে এবং চিত্তুরের দক্ষিণে অবস্থিত। তামিল ও তেলেগু এখানকার ভাষা। স্থানীয় এমেরিকান মিশনে হাঁসপাতালের মেডিকেল অফিসর ছিলেন ডাক্তার বি, ডবলু, রায়, বি, এ, এম, ডি। হিন্দুর একটি মহাতীর্থ স্থান এবং বৈষ্ণবদিগের মহাপীঠ তিরুপতি প্রাচীন ত্রিপতি নগরী, উত্তর আর্কটের ত্রিপতি মহকুমার অন্তর্গত। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এই তীর্থ প্রায় অর্দ্ধ মাইল। আধুনিক ইংরেজদিগের স্থাপিত সিটি ত্রিপতি বা সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে গোকর্ণ নামক একটি পাহাড়

আছে। এই গিরির উপরে প্রাচীন ত্রিপতি তীর্থ অবস্থিত। *এখানে বহু সংখ্যক বৈষ্ণব আচার্য্যের আখড়া আছে। জনৈক বাঙ্গালী বৈষ্ণবের অতি পুরাতন মন্দির এখনও ত্রিপতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। চৈতন্য দেবের অভ্যুদয়ের পর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। তাঁহার দাক্ষিণাত্য পরিব্রজনকালে বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণব এদিকে আগমন করেন। বহু বৎসর হইল ত্রিপতি নগরে দুই একজন বাঙ্গালী বৈদ্যের সমাধি আবিষ্কৃত হয়।* চৈতন্য দেবের ভ্রমণ সহচরগণের মধ্যে কবিরাজ দুর্লভচন্দ্র সেনের সমাধি তাহার অন্যতম। এই ধর্ম্মপ্রাণ, হৃদয়বান্ নির্ম্মল চরিত্র বঙ্গ সন্তান, গৌরাঙ্গ দেবের সহিত ত্রিপতি নগরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ত্রিপতি হইতে গৌরাঙ্গদেব দক্ষিণে চলিয়া যাইলে, দুর্লভ এখানেই অবস্থিতি করেন। এখানে তিনি প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সাধু-জীবন যাপন করিতে থাকেন। তখন তিনি এতদঞ্চলে 'সেন বাবু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং অর্দ্ধ বৈরাগী অর্দ্ধ সংসারীর ন্যায় ছিলেন। পরে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য দিগের সামাজিক প্রথায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া গোস্বামী মতে দীক্ষিত হন এবং দুর্লভ গোস্বামী সাধারণতঃ দুলু গোঁসাই নামে খ্যাত হন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে পূর্ণ বৈরাগ্য আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার আশ্রমে চৈতন্যদেবের বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মসাধনা ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতের যে পথ দিয়া পথিকেরা গোকর্ণ পাহাড়ে উঠিত তাহার স্থানে স্থানে জলের কলস বসাইয়া রাখিতেন। তিনি পশু পক্ষীদের আহার করাইতেন, দরিদ্রসেবায় রত থাকিতেন ও পীড়িতদের ঘরে ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। পরে ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন। অপরাহ্নে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, সায়াহ্নে কীর্ত্তন, সন্ধ্যা রাত্রিতে বীণা বাজাইয়া ব্রহ্মগুণ গান, ও মধ্য রাত্রিতে যোগসাধন করিতেন; এবং উষায় নিদ্রাভঙ্গের পর পুনরায় নিত্যকর্ম্মে রত হইতেন। মধ্যে মধ্যে দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে গিয়াও ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার সুস্থ, সবল, সুন্দর দেহ, নির্ম্মল স্বভাব ও উন্নত

---

* সঞ্জীবনী, ১৩০৩, পৃ ১৪৭।

উদার চরিত্রের প্রভাব দাক্ষিণাত্যবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিত। তাঁহার সমাধি প্রাপ্তির পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি কুম্ভকোণমে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে রক্ষিত হয়। দুর্লভ গোস্বামীর নিত্যপাঠ্য চৈতন্যচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা ত্রিপতি বৈষ্ণবাচার্য্য মন্দিরে আজিও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৺গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী (ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) মহাশয় মান্দ্রাজ প্রেসেডিন্সী ভ্রমণকালে তাঁহার জনৈকবন্ধু, মুন্সেফের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি বল্লভাচার্য্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে তিনি মহাভারতী মহাশয়কে দুর্লভ গোস্বামীর সংবাদ দেন এবং মহাভারতী মহাশয় গোকর্ণ শিখরে গোস্বামীর সমাধি দেখিতে যান। তথায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সমাধিস্থ মহাপুরুষের পরিচয় দান করেন। এবং তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহার প্রমান স্বরূপ একটি তামিল শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলেন যে অনাবৃত-মস্তক দুলু গোঁসাইয়ের নাম এখানে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতী মহাশয় সেই তামিল শ্লোকের অনুবাদ করিয়া লেখেন—"তৈলঙ্গী, তামিলী আর মালোয়ালের লোক। পাগড়ীর ভারে, গেল মরে, ক'চ্ছে কত শোক। চেয়ে দেখ, দুলু গোঁসাই, বাঙ্গালার রড় বীর। আর কোথাও কি দেখিয়াছ, এমন খোলা কেশের শির?"* এই বাঙ্গালী গোস্বামীর সমাধি-স্থানে গিয়া শত শত নরনারী আজি পরম ভক্তিভরে পুষ্পচন্দন দিয়া তাঁহার স্মৃতি পূজা করিতেছেন। এক সময় যথায় বাঙ্গালীর এরূপ প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সেন্সস গণনায় তথায় একজন মাত্র বাঙ্গালী পুরুষ ও একজন বাঙ্গনারী সংখ্যাত হইয়াছিলেন!

ত্রিপতি নগরের পূর্ব্ব উত্তরে স্বুবর্ণমুখী নদীর উপকূলে, কালহস্তী একটি প্রধান শৈব তীর্থ। এখানে শিবের বায়ুমূর্ত্তি স্থাপিত। লিঙ্গের মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে একটি দীপ ঝুলান আছে। মন্দির মধ্যে বায়ু চলাচল না থাকিলেও বহু দীপের মধ্যে ঐ দীপটিই দিবারাত্র দুলিতে থাকে বলিয়া উহা বায়ু মূর্ত্তি লিঙ্গ নামে অভিহিত। কালহস্তী দক্ষিণ-কৈলাস নামেও প্রসিদ্ধ। শিবের পঞ্চ প্রসিদ্ধ লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শনার্থী বহুযাত্রী নানা দেশ হইতে এখানে আসিয়া থাকেন।

* নব্যভারত, ১৩০৩, ফাল্গুন

দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত ক্রোড়মণ্ডল উপকূলে ১১৩ বর্গ মাইল পরিমাণ ফরাসী অধিকৃত ভূখণ্ড পণ্ডিচারী নামে অভিহিত। তামিল ও ফরাসী তথাকার প্রচলিত ভাষা। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা বিজাপুরের রাজার নিকট হইতে কর্ণাটের সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই স্থান ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি ক্রয় করিয়া ফ্রাঁসেজ মার্ত্তিন এক নগর নির্ম্মাণ করেন। এবং ক্রমে এই নবনির্ম্মিত নগরে বহু য়ুরোপীয় বাস করিতে থাকেন। ১৬৯৩ অব্দে এই নগর ওলন্দাজরা জয় করেন কিন্তু ৪ বৎসর পরে এক সন্ধি অনুসারে ফরাসীদের হস্তে ফিরাইয়া দেন। মার্তিন্ তখন এই নগর দুর্ভেদ্য প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এই নগর অধিকার করেন কিন্তু দুই বৎসর পরে প্যারিসের সন্ধি অনুসারে উহা ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। তদবধি ইহা ফরাসীদ্বারাই অধিকৃত এবং ফরাসী ভারতের রাজধানীতে পরিণত। ফরাসীরা ইহার নাম পঁদিচেরী (ইংরেজী উচ্চারণ পণ্ডিচেরী Pondichery) কেন রাখিয়াছিলেন এখন বলা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে যখন ইহা বিজা-পুরের রাজ্যভুক্ত ছিল তাহারও পূর্ব্বে চোল রাজাদিগের সময় ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং কতিপয় ধীবরের বাসভূমি ছিল। সেই গ্রাম বেঙ্কটদেবের এক পুরাতন মন্দির থাকায় গ্রামের নাম ছিল বেঙ্কটপুরম্। জনৈক দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবক এই সময় দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া উপনীত হন এবং কালক্রমে এখানে যাত্রীদের পাণ্ডার কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি বহু বৎসর এই কার্য্য করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া এবং প্রৌঢ় বয়সে তীর্থগামিনী জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডার কার্য্য ত্যাগ করেন এবং সাগর তীরবর্ত্তী এই বেঙ্কটপুরমে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এখানে তিনি তাঁহার অধীত শাস্ত্র জ্যোতিষগণনা ও কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দান ইত্যাদিদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তাঁহার পদবী ছিল ভট্টাচার্য্য এবং ইতিপূর্ব্বে তিনি পাণ্ডার কার্য্য করিয়া সাধারণে পাণ্ডাজী বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন এক্ষণে পুনরায় আচার্য্যের কার্য্য করায় পাণ্ডাচার্য্য নামে পরিচিত হন। পাণ্ডাচার্য্য বেঙ্কটপুরমে পথিকদিগের জন্য একটি আশ্রম খুলেন এবং ক্রমে বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত, পরে অধ্যক্ষ ও শেষে স্বত্তাধিকারী হইয়া থাকেন। কিছু কাল পরে একবার জলপ্লাবনে

এই স্থান জনশূন্য হওয়ায় পথিকদের যাওয়া আসা বন্ধ হয় ও আশ্রমটি উঠিয়া যায়। পাণ্ডাচার্য্য অনন্যোপায় হইয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমে গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা ও একমাত্র স্বত্তাধিকারী হইয়া উঠেন।

পাণ্ডাচার্য্য এদেশের আট দশটি ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জ্যোতিষে তাঁহার এরূপ প্রসিদ্ধি হইয়াছিল যে, বহু দূর হইতে লোক ভবিষ্যৎ গণনা, জন্মপাত্রিকা প্রস্তুত, নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার এবং শুভাশুভ কাল নির্ণয়াদির জন্য তাঁহার নিকট আসিত। তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পড়িয়াছিল যে, লোকে তাঁহার গ্রামের বেঙ্কটপুরম্ নাম ভুলিয়া গিয়া পাণ্ডাচার্য্যপুরম্ এই নাম দিয়াছিল। তিনি একশত আট বৎসর জীবিত ছিলেন এবং মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার গ্রামের পাণ্ডাচার্য্য নাম স্থানীয় উচ্চারণে পাণ্ডাচারী রূপে প্রচলিত থাকে। ইহা ফরাসী অধিকৃত বর্ত্তমান পঁদিসেরীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

সতের আঠার বৎসর হইতে চলিল বঙ্গের স্বনামধন্য মনীষী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় পণ্ডিচেরী প্রবাসী হইয়াছেন। তাঁহার নাম শুনেন নাই শিক্ষিত ভারতে এমন নরনারী আছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পিতা ৺কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় ডাক্তারী করিতেন। পরে তিনি বিলাত যান এবং আই, এম্, এস্ হইয়া ভারতীয় সার্ব্বিসে প্রবেশ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ বাবুর কলিকাতায় জন্ম হয়। স্বনাম প্রসিদ্ধ বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার মাতামহ ছিলেন। অরবিন্দ বাবুর পিতা তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙের St. paul schoolএ ভর্ত্তি করিয়া দেন। শৈশবকাল এই শিশুদিগের স্বর্গ (Children's Paradise) বাসে কাটিলে সাত বৎসর বয়সে পুত্রকে বিলাত পাঠান। শৈশব হইতে দশ এগার বৎসর বিলাতে শিক্ষা পাওয়ায় ইংরেজী তাঁহার মাতৃভাষাবৎ হইয়া গিয়াছিল এবং বাঙ্গালা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এই কুশাগ্রবুদ্ধি বালকের প্রতিভা সকল দিকেই বিকশিত হইতে লাগিল, তিনি ইংরেজী ধরণ ধারণ সহ বিদ্যাশিক্ষায় অনন্য সাধারণ উন্নতি করিতে লাগিলেন। প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টারে পরে লণ্ডনের সেন্টপল বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া যখন তিনি আই, সি, এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন তখন কিছু কিছু বাঙ্গালা শিক্ষা

করেন। তাঁহার পিতা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অমিতব্যয়িতা ও অতিশয় বদান্যতার ফলে পুত্রের শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত অর্থ বিলাতে পাঠাইতে পারিতেন না। কিন্তু বালক অরবিন্দ কষ্ট করিয়াও অধ্যয়নে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। ১৮৯০ অব্দে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; গ্রীকভাষায় তিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বিষয়ে দশম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষা দিতে না পারায় আই, সি, এস্ উপাধি পান নাই। তখন তাঁহার বয়স ১৮।১৯ বৎসর মাত্র। তিনি কেম্ব্রিজে কিংস্ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৮৯২ অব্দে তিনি এখান হইতে উপাধি পরীক্ষা দিয়া "ক্লাসিক ট্রাইপসে" প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। এই সময় বড়োদার মহারাজা সার সয়াজীরাও গায়কবাড় বিলাতেই ছিলেন। তিনি এই যুবকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে স্মরণ রাখেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের পর গায়কবাড় অরবিন্দ বাবুকে স্বীয় সহকারী কর্ম্মকর্ত্তার সম্মানিত পদে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী থাকিয়া,ও দেওয়ানী কর্ম্মে, এবং খাসদপ্তরে অতিশয় যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিবার পর ৭৫০৲ টাকা বেতনে বড়োদা কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে থাকিয়া অরবিন্দ বাবু স্বীয় বিদ্যাবত্তার প্রকৃত পরিচয় দিবার ক্ষেত্র পান এবং সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনি ২১ বৎসর বয়সে বড়োদা গিয়াছিলেন এবং ১২ বৎসর তথায় থাকিয়া ১৯০৫ অব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় রাজনৈতিক আন্দোলনকালে চাকরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি ন্যাসন্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন এবং "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখনী প্রভাবে পত্রিকার প্রচার অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহার রাজনীতি জ্ঞান দর্শনে সকলে চমৎকৃত হন। যে সময় তিনি রাজনৈতিক সঙ্কটে পতিত হন এবং বহুদিন ধরিয়া তাঁহার বিচার কার্য্য চলিতে থাকে সেই সময় তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট পরিচিত হন। বিচারে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি ফরাসী পণ্ডিচেরীতে আসিয়া বাস করেন।

এখান হইতে তিনি "আর্য্য" নামক একখানি ইংরেজী দার্শনিক মাসিকপত্র বাহির করিতেছেন। এই পত্রে তিনি অসাধারণ দর্শন জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন। সাধনমার্গে অধ্যাত্ম জগতেও তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ লাভে তিনি সর্ব্বদাই বিভোর থাকেন। তাঁহার প্রণীত "Urvasie" "Songs to Myrtillo & other poems" নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় এবং "the Herd & The Nymph" নামে "বিক্রমোর্ব্বসীর" ইংরাজী অনুবাদ-গ্রন্থ সাহিত্য-জগতে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে।

দক্ষিণ আর্কটের দক্ষিণে সালেম জেলা। সালেম রেল ষ্টেশনের পাঁচ ক্রোশ দূরে তারামঙ্গলম্ নামক স্থানে কৈলাসনাথস্বামীর যে মন্দির আছে, তাহার কেন্দ্রস্থিত দেবমূর্ত্তি অদ্ভুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের মস্তকে বৎসরে দুইবার মাত্র রৌদ্র পতিত হয়। সূর্য্যের উত্তরায়ণের সময় একবার ও দক্ষিণায়ণের সময় আর একবার। এই জেলার অন্তর্গত রণস্থলমের সমীপবর্ত্তী যমী ও বীর্য্য-পুরম্ নামে দুইটি ক্ষুদ্র গ্রাম সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে বিরাট রাজার গোধন উদ্ধারকল্পে যুদ্ধকালে বৃহন্নলা এই যমী গ্রামের শমী বৃক্ষে লুক্কায়িত অস্ত্রাবলী লইয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যের চরণে নিক্ষিপ্ত তাঁহার প্রণাম জ্ঞাপক শর এই বীর্য্যপুরম্ গ্রামের এক স্থানে বিদ্ধ হইয়াছিল। ভারতের আরও কত স্থানের সহিত এইরূপ প্রবাদ মিশ্রিত হইয়া আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ঘোষ, আই, সি, এস্, সালেম জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পুত্র।

সালেমের দক্ষিণে দুইটি জেলার নাম তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনপল্লী। চোল রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী তাঞ্জোর তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রতাপ ঐশ্বর্য্যের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার স্বরূপ। গ্রীক ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে দ্বিতীয় শতাব্দীর চোলদের উল্লেখ আছে। তখন তাঁহাদের রাজধানী ছিল ত্রিচিন-পল্লীতে। মধ্যে আরও দুই স্থানে রাজধানী করিবার পর সর্ব্বশেষে তাঁহারা তাঞ্জোরে রাজধানী করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে বিজয় নগরের সহিত চোলদিগের সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের পর ষোড়শ শতাব্দীতে চোল বিজয়নগরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লয়। পাণ্ডদের সহিতও তাঁহাদের বহু দিন ব্যাপী বিবাদ হয়। পাণ্ডরাজ বিজয় নগরের

সাহায্য লইবার পর হইতে চোল রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ১৭৯৯ অব্দে তাঞ্জোরের রাজা স্বীয় রাজ্য ইংরেজকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। রাজ্য তখন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সন্ধিসূত্রে ইংরেজ কোম্পানী তাঞ্জোরের রাজাকে রাজস্বের পঞ্চমাংশ পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৫৫ অব্দে কিন্তু অপুত্রক রাজবংশ লোপ পায়। তাঞ্জোরের "সরস্বতী মহল" নামক পুস্তকাগার একটি দর্শনীয় স্থান। ইহাতে ১৮,০০০ হাজার সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ এবং ৮০০০ হাজার তালপত্রে লিখিত পুথি আছে।

তাঞ্জোরের মন্দির স্থাপত্য-ও-কারু-শিল্পে অতুলনীয়। মন্দির দর্শনার্থ বহু প্রদেশের যাত্রী এখানে আগমন করেন। তাঞ্জোর, মায়াবরম্, কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ তালুক বর্ত্তমান তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত। কুম্ভকোনম্ কাবেরী তীরস্থ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-প্রধান সহর। ইহা এক সময় চোল-রাজধানী ছিল। তখন ইহা উত্তরের বারাণসীর ন্যায় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ ছিল। এখনও এখানকার সংস্কৃত কলেজ ভারত প্রসিদ্ধ। পুরাণে একটি কথা আছে যে প্রলয় কালে মহামেরু শিখরে রক্ষিত অমৃতকুম্ভ ভাসিতে ভাসিতে এই স্থানে আসিবার কালে জল শুকাইয়া যায় এবং কুম্ভ মাটিতে লাগিয়া গড়াইয়া পড়ে তাহাতে কুম্ভের কর্ণ অর্থাৎ কাণা ভাঙ্গিয়া গিয়া অমৃত পড়িয়া যায়। কুম্ভের ভগ্ন কর্ণ হইতে স্থানের নাম হয় কুম্ভকর্ণম্ বিকারে কুম্ভকোনম্। অমৃতস্পর্শে স্থানটি পবিত্র হওয়ায় মহাদেব কুম্ভেশ্বর লিঙ্গরূপে এখানে স্থিতি করেন। মতান্তরে কুম্ভেশ্বর লিঙ্গ রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই নামে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ইহা অসম্ভবও নহে, কারণ দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশই রাবণের অধিকৃত ছিল এবং মালাবার উপকূল হইতে দক্ষিণের শেষ সীমা পর্য্যন্ত "পাতাল লঙ্কা" নামে রাবণের লঙ্কা-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুম্ভকোনমের মহামহম্ সরোবর তীরে প্রতি দ্বাদশ বর্ষান্তে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। কুম্ভ-কোনম্ নগরের জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে চৈতন্যদেবের একটি মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ঐ মূর্ত্তি ত্রিপতি নগরে দুর্লভ গোস্বামীর আশ্রম হইতে আনীত হইয়াছিল। * খৃষ্টীয় ১৮৯১ অব্দে সেন্সস্ গ্রহণ কালে ৩৫৪ জন বাঙ্গালী এখানে সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

* নব্যভারত, ১৩০১, ফাল্গুন।

ত্রিচিনপল্লী ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে কাবেরী নদী বেষ্টিত দ্বীপ শ্রীরঙ্গম নামে প্রসিদ্ধ। কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ত্রিচিনপল্লী ও অপর পারে স্থিত শ্রীরঙ্গম একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত। এই স্থানেই এক শৈল চূড়ায় শ্রীরঙ্গনাথজীর প্রসিদ্ধ মন্দির। এত বড় মন্দির ভারতের আর কোথাও নাই। এই মন্দির যে পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত তাহা ২৭৩ ফুট উচ্চ। ঐ পাহাড়ের চিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীর সহিত ভারতীয় যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর লরেন্সের স্মৃতি ফলকে অঙ্কিত করিয়া বিলাতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে রক্ষিত আছে।

চৈতন্যদেব ১৪৩৩ শকের আষাঢ় মাসের প্রথমে একদিন যখন কাবেরী নদী তীরবর্ত্তী শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হন। নিকটস্থ বলংগুণ্ডীগ্রাম নিবাসী এক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। ইনি শ্রীসম্প্রদায়যুক্ত একজন পরম বৈষ্ণব। নাম বেঙ্কট ভট্ট। ইঁহারা তিন সহোদর, বেঙ্কট, ত্রিমল্ল ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রকাশানন্দ পরম বৈদান্তিক। কাশীধামের দণ্ডী পরমহংসদিগের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। চৈতন্যদেবের উপদেশে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান মার্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। তাঁহার নাম হয় প্রবোধানন্দ। তিনি সুললিত সংস্কৃত কবিতায় চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনাত্মক "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্ট চৈতন্যদেবের প্রিয়-পার্ষদ হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনবাসী হইয়া ছয়জন আদি গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে শিবের জলমূর্ত্তি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরামানুজ স্বামী শেষ জীবন এখানেই অতিবাহিত করিয়া দেহরক্ষা করেন। রঙ্গজীর মন্দিরের নিকটই তাঁহার আসন ও সমাধি মন্দির। ত্রিচিন পল্লী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তৃতীয় সহর ও রেলপথের প্রধান কেন্দ্র। ইহার কতকাংশকে ত্রিচিনপল্লী ফোর্ট বলে। এই সহর রত্নালঙ্কার ও চুরুটের জন্য বিখ্যাত।

ত্রিচিনপল্লীতে জনৈক বাঙ্গালী চাকরি-ব্যপদেশে প্রবাসী হন। কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ, বি, এল মহাশয় দক্ষিণাপথ ভ্রমণে গিয়া তাঁহাকে

দেখিয়া আসিয়াছিলেন। * ১৮৯১ অব্দে ঐই জেলায় দশজন (৪+৬) বঙ্গীয় নরনারী সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

ত্রিচিনপল্লীর দক্ষিণে মদুরা জেলা। ইহাই ছিল প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী। ইহা তামিল ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানকার এক মন্দিরে শিবের শবর ও দুর্গার শবরী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। রোমের সহিত পাণ্ড্যদিগের বাণিজ্যিক আদান প্রদান ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখানকার নদীগর্ভে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দেশী রাজ্য পদু-কোট্টাই এই জেলার উত্তরে অবস্থিত। মদুরা লোকসংখ্যায় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দ্বিতীয় সহর। ইংরেজরা ইহাকে "Athens of Southern India," নাম দিয়াছেন। মকমলের উপর জরির কাজের জন্য মদুরা প্রসিদ্ধ। চৈতন্যদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীর আবির্ভাবে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের দ্বারা এ অঞ্চলে বাঙ্গালীর ভাব ও প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে ইতি পূর্ব্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে। মদুরার দক্ষিণে রামনদ জেলা। শিবগঙ্গা, রামনদ, শ্রীবিল্লীপুত্তুর প্রভৃতি তালুক ইহার অন্তর্গত। রামনদের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরসীমান্তবিরাজিত কুমারিকা অন্তরীপ, এবং পূর্ব্ব বঙ্গোপসাগর তীর হইতে পশ্চিমে ত্রিবঙ্কুর রাজ্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণতম জেলা তিনেবেল্লী। এই নগর তাম্রপর্ণী নদীতীরে বিরাজ করিতেছে। শ্রীবৈকুণ্ঠম্, অম্বসমুদ্রম, প্রভৃতি কয়েকটি তালুক ইহার অন্তর্গত। কন্যাকুমারী হইতে নাগের কইল ১০ মাইল এবং তথা হইতে তিনেবেল্লী ৪২ মাইল। স্থানীয় হিন্দু কলেজে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু কিরণ চন্দ্র বসু এম, এ, প্রিন্সিপাল হইয়া আসিয়া তিনেবেল্লী প্রবাসী হন। পালমকোট্টা এই জেলার সদর।

তিনেবেল্লীর পশ্চিমে দেশীয় রাজ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও তাহার উত্তরে কোচিন বাদ দিয়া যে অংশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কুর্গ ও মৈসুরের দক্ষিণে বিরাজিত, তাহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অংশ। তাহারই উত্তরতম জেলা দক্ষিণ কানাড়া। দক্ষিণ কানাড়ার পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে মৈসুর রাজ্য ও কুর্গ প্রদেশ এবং

* ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, বৈশাখ।

দক্ষিণে মালাবার। ইহার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোর। এই সুদৃশ্য কিন্তু অস্বাস্থ্য-কর সহর বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই দুই প্রেসিডেন্সীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ম্যাঙ্গালোর আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার অপূর্ব্ব মিলন ক্ষেত্র। এই সন্ধিস্থলে আর্য্য সভ্যতার উজ্জ্বল প্রভাবের পার্শ্বে ক্ষীণ রেখায় পরিস্ফুট থাকিয়া দ্রাবিড় সভ্যতা কেমন অন্যের মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়াছে তাহা দেখা যায়। ইহা জর্ম্মণ খৃষ্টান মিসনের যেমন প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র তেমনি কোঙ্কনস্থ ব্রাহ্মণ সমাজের প্রধান স্থান। ইঁহারা পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। নাম্বুদ্রীদের ন্যায় ইহারাও মাংসাশী এবং পঞ্চ গৌড়ীয়গণের এক শাখা। বর্ত্তমান যুগে তাঁহাদের বাঙ্গালী বলে কাহার সাধ্য। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যে লোকগণনা হয় তাহাতে মাত্র একজন আধুনিক যুগের বাঙ্গালী দক্ষিণ কানাড়ায় সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণে মালাবার জেলা। উক্ত বৎসর এই জেলায় ১০৬ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। কালিকট বর্ত্তমান মালাবার জেলার প্রধান নগর। ১৪৯৮ অব্দে পর্ত্তুগীজরা এখানে আসে। কালিকটের প্রাচীন নাম কাজিকোড অর্থাৎ কুক্কুট দুর্গ। কারণ এই দুর্গ এত ক্ষুদ্র যে ইহার যে কোন স্থানে কুক্কুট ডাকিলে দুর্গের সর্ব্বত্র শুনা যাইত। কালিকটের জামোরিণের প্রাসাদে এক্ষণে কেরল বিদ্যালয় বা জামোরিন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে কালিকট ৪১৩ মাইল। বহুশতাব্দীর ইতিহাস এই প্রাচীন সহর কালিকটের সহিত যুক্ত আছে। এখন জামোরিন একজন জমিদার মাত্র যে জামোরিণের পদপ্রান্তে টুপি হস্তে নত মস্তকে ভিক্ষার্থীরূপে পোর্ত্তুগীজ রাজদূত ভাস্কো-দা-গামা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বর্ত্তমান জামোরিণের নাম মানবল কবিরাজ। ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও কবি। কালিকট পর্ত্তগীজদের সময় (১৪৩৮) ভারতের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল। ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মালাবারে মালোয়ালী খৃষ্টানদের সংখ্যা বেশী। ২য় শতাব্দীতে ভারতের প্রথম খৃষ্টান পাদরী সুপণ্ডিত পন্টীনাস্ আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এখানে আসেন। ৪র্থ শতাব্দীতে কতকগুলি সীরিয়ান খৃষ্টান মালাবারের রাজার নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মালাবারের অন্য নাম কেরল দেশ। এখানে নারীদের কেশ রচনা চিরপ্রসিদ্ধ। এখানে স্ত্রীশিক্ষার ও খুব আদর আছে। নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষা মালাবারের সর্ব্বত্রই প্রচলিত।

নৃত্য ও গীত শিক্ষা এখানে অবশ্য কর্ত্তব্য। বালিকার ত কথাই নাই, যুবতীরাও গৃহে শিক্ষকের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করে। মালাবার জেলা প্রাচীন কেরল দেশ এবং তদপেক্ষা প্রাচীন পরশুরাম ক্ষেত্রের অন্তর্গত। মালাবারে সাপুড়ের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট এবং বাঙ্গালীদের মনসা পূজার ন্যায় এখানকার সকল হিন্দু গৃহেই সর্প পূজা প্রচলিত। এখানে প্রাচীন বাঙ্গালীদের উপনিবেশের বিবরণ পরে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল। মালাবারে মালায়ালম বা কানাড়ী বা কার্ণাট * ভাষা প্রচলিত। মালাবার উপকূলের অনেক নাবিক বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে। ১৯১১ অব্দে সেন্সস্ রিপোর্টে লিখিত আছে,— "The 27 persons speaking chatgaiya in Malabar were sailors ennumerated in the ports (Madras Report, p. 95.)। এই চট্টগ্রামী নাবিকগণ বাঙ্গালী মুসলমান। মালাবার জেলার দক্ষিণে নীলগিরি এবং তাহার দক্ষিণে কয়ম্বটোর জেলা অবস্থিত। নীলগিরি জেলার প্রধান নগর উতকামন্দ। কুন্নুর তালুক এই জেলার অন্তর্গত। ইহা উতকামন্দের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার ওয়েলিংটন কর্ডাইট ফ্যাক্টরীতে দশজন বাঙ্গালী কর্ম্ম করেন। তাঁহাদের মধ্যে বামাচরণ ঘোষ নামে একজন কারিকর ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে এখানে ছিলেন। কয়ম্বটোরের দক্ষিণে দেশীয় রাজ্য কোচিন ও ত্রিবঙ্কুর। উত্তরে গোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিউক্ত জেলা চতুষ্টয় এবং ত্রিবঙ্কুরের কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রাচীন পরশুরাম ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন দ্রাবিড়রাজ্য যে চের, চোল ও পাণ্ড্য এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে চেরই কেরল নামে অভিহিত ছিল। পূর্ব্বে এই কেরলের মধ্যে ছিল বর্ত্তমান কানাড়া, মালাবার, কইম্বটুর, সালেম জেলা, মৈসুর, কোচিন, নীলগিরির কিয়দংশ এবং ত্রিবঙ্কুর রাজ্য। অশোক অনুশাসনের চের রাজ্য কেরলপুত্র নামে উক্ত হইয়াছে। এই কেরলপুত্র ১৩১০ অব্দে মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হয় ও পরে বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৬৫ অব্দে বিজয় নগরের ধ্বংস হইলে পর, ৮০ বৎসর ইহা মদুরার নায়কগণের

---

* ইংরেজরা যাহাকে Karnatic বলে কর্ণাট বলিতে তাহা বুঝায় না। কানাড়ীভাষাভাষী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদিগের বাসভূমি কর্ণাট নামে অভিহিত।

অধীনে থাকে ও পরে ১৬৫২ অব্দে মৈসুরের রাজা এই দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

পৌরাণিক যুগে পরশুরাম ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমে আরব সাগর কূলে যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার নাম পরশু-রাম ক্ষেত্র। কালিকট, মহী (১) ক্যানানোর (২) ম্যাঙ্গালোর, কোচিন, এরনা-কুলম, ত্রিচুড় প্রভৃতি পরশুরাম ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। প্রাচীন পরশুরাম ক্ষেত্রের অন্য নাম ছিল (৩)কেরল। এই প্রদেশ অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য এবং দ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য এই দুই মহাপুরুষের জন্মভূমি।

পূর্ব্বে এখানে থিয়ান নামক আদিম অসভ্য জাতির বাস ছিল। পূর্ব্ব উপকূলের যোদ্ধজাতি নায়কগণ আসিয়া ইহাদের অধিকাংশকে বিতাড়িত করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা এখানে হিন্দুসভ্যতা ও বৈষ্ণবধর্ম্ম আনিয়াছিলেন। যব ও সিংহলাদি দ্বীপের ন্যায় পরশুরাম ক্ষেত্রও বঙ্গদেশের একটি প্রধান উপনিবেশ। বাঙ্গালীর সিংহল বিজয়ের পর বহু বাঙ্গালী বাণিজ্য করিবার জন্য সিংহল হইতে পরশুরাম ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করেন। বঙ্গীয় ভাব ও সভ্যতা তাঁহাদের দ্বারাই এদিকে প্রচারিত হয়। তাঁহাদের পদাঙ্ক

---

(১) মহী (Mahe) ফরাসী অধিকারভুক্ত সাগরতীরস্থ সুদৃশ্য স্বাস্থ্যকর সহর। (২) মহীর নিকটস্থ ইংরেজ অধিকারভুক্ত ক্যানানোর আর একটি স্বাস্থ্যপ্রদ মনোরম স্থান। জার্ম্মাণ ও হিন্দুদের স্থাপিত দুইটি কাপড়ের কল ক্যানানোরকে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে। এখানে একটি সেনানিবাস আছে।

(৩) এ অঞ্চলে কানাড়ী, তুলু, মলয়ালম বা কেরলী ভাষা প্রচলিত। গ্রন্থাদি তুলু ভাষায় না থাকিলেও ইহা দ্রাবিড় শাখার একটী উন্নত ভাষা, বঙ্গে ও কুমারী অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী পশ্চিম সমুদ্রোপকূলভাগের লোকেরা তুলু ভাষায় কথা বলে। তুলু অর্থে "কোমল"। উত্তর ও দক্ষিণ কানাডার ভাষা কানাড়ী। ইহা সমগ্র মৈসুর এবং উত্তরে বিদর পর্য্যন্ত প্রচলিত। জৈনরাই কানাড়ী সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। মৈসুরের দক্ষিণে নীলগিরি মালার অসভ্য অধিবাসী তোড়া ও তুড়া। তাহাদের ভাষা ছিল প্রাচীন কানাড়ী। এখন তাহাদের কথ্য ভাষা অনেকটা তামিলের সহিত মিলে। মালয়ালম অর্থে পার্ব্বত্য প্রদেশ। সংস্কৃতে ইহার নাম কেরল। ভাষা কেরলী। প্রাচীন মালয়ালম তামিলেরই এক শাখা ছিল। ইহা ত্রিবন্দ্রম্ হইতে ম্যাঙ্গালোরের নিকট চন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত ভূভাগের ভাষা।

অনুসরণ করিয়া আরবগণ মুসলমান হইবার বহু পূর্ব্বে মালাবার-প্রবাসী হন। তখন এখানে বৌদ্ধ প্রভাব বিলক্ষণ ছিল। বৌদ্ধদের জাতিভেদ না থাকায় এই দুই ঔপনিবেশিকের অবাধ মিশ্রণে এক নূতন জাতির উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমান নায়ারগণ মিশ্র জাতি বলিয়া উক্ত। তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বাঙ্গালীদের মত। বাঙ্গালী ও নায়ার ঘটিত সঙ্কর জাতি ব্যতীত আরব ও পরশুরাম ক্ষেত্রবাসীদের মিশ্রণজাত সঙ্কর বর্ণেরও উৎপত্তি হয়। পরে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে তাহার প্রভাব আরবসাগর পার হইয়া মালাবার প্রদেশেও পৌঁছে। তাহার ফলে এই সঙ্করগণও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অবরোধ প্রথার অভাব এবং বিষয়ের কন্যাগত অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। তখন তাহাদের নাম হয় মোপ্‌লা। (৪) নায়ার ও মোপলা ব্যতীত আরও দুই শ্রেণীর সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়। এক দেশী খৃষ্টান, অন্য ইয়োথিয়ান। দেশীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা এক্ষণে শতকরা আশী জনেরও অধিক। চতুর্থ সঙ্কর ইয়োথিয়ান্ য়ুরোপীয় পুরুষ এবং নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত, নায়ারগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত থিয়ান রমণীদের মিশ্রণ জাত নরনারী। তাহারা কোন সমাজভুক্ত নহে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যাঁহারা বাণিজ্যের সহিত হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া এ প্রদেশবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান ছিলেন তাঁহারাই নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। পরে কোঙ্কনাদি স্থান হইতে পঞ্চগৌড়ীয়গণ আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীদের প্রভাব-নিদর্শন ও স্বাতন্ত্র্য আজিও বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৎস্য ভক্ষণ বিধি তাহার অন্যতম।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত যে পাঁচটি করদ মিত্র রাজ্য আছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলস্থ কোচিনের স্থান দ্বিতীয়। ইহার উত্তরে মালাবার জেলা এবং দক্ষিণে ত্রিবঙ্কুর। রাজ্যের বিস্তার ১৪০০ বর্গ মাইল। তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ জঙ্গলাবৃত। তথাপি এ রাজ্যের প্রজা সংখ্যা এত অধিক যে ইহা হইতে বাৎসরিক ৪৫ লক্ষ টাকা রাজসরকারে কর প্রাপ্তি হয়। ইহার বন

(৪) মা-পিলা (মাতৃজাতীয় প্রাধান্য সূচক) বিকারে মোপ্‌লা।

বিভাগ হইতেও প্রচুর আয় হইয়া থাকে। কোচিনের বনে সেগুন, আবলুশ প্রভৃতি মূল্যবান্ কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। নারিকেল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য বশতঃ কোচিনের নারিকেল তৈল, দড়ী, ম্যাটিং প্রভৃতির ব্যবসায়ই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বিস্তৃত ব্যবসায় হেতু এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি বেশ সমৃদ্ধিশালী। কোচিন সহর ব্রিটিশ-অধিকার-ভুক্ত। ব্রিটিশ কোচিন মুষ্টিমেয় স্থান, কিন্তু প্রজাবহুল কারণ ইহা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বহু য়িহুদীর বাস। সহর নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন এবং অস্বাস্থ্যকর। এখানে বঙ্গের পল্লীগ্রাম অপেক্ষা মশকের দৌরাত্ম্য অধিক, ম্যালেরিয়া এবং শোথরোগ প্রবল। এখানে শতকরা আশী জনের শোথরোগ। ধনী অধিবাসীবৃন্দ ১৯ মাইল দূর হইতে ষ্টীমার করিয়া আনীত পানীয় জল, ছয় আনায় এক গ্যালন মূল্যে ক্রয় করিয়া পান করেন। কিন্তু কোচিন রাজ্যের রাজধানী এর-না-কুলম (অরুণকুলম), সৌন্দর্য্যে ও স্বাস্থ্যে কোচিন সিটির সম্পূর্ণ বিপরীত। এরণাকুলমের পরই ত্রিচূড়। মহারাজা অধিকাংশ কাল ত্রিচূড়েই বাস করেন। ইহা নায়ার সমাজের কেন্দ্র স্থান। একেই এদেশে উত্তরাধিকার প্রথা মহিলানুক্রমিক তাহার উপর ত্রিচূড়ে নারীর অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকায় ইহার অন্য নাম "নারীদেশ"।

নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চেরুমান পেরুমাল নামে জনৈক প্রতাপশালী ব্যক্তি কেরল প্রদেশ শাসন করিতে চোল রাজাদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কোচিনে আসেন এবং পরে স্বয়ং রাজা হইয়া বসেন। তিনিই কোচিনের বর্ত্তমান রাজাদের বংশ প্রবর্ত্তক বলিয়া উক্ত। কোচিনের সন্নিহিত আর একটি রাজ্য কালিকট। এই রাজ্যের সহিত কোচিনরাজের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। তাহার ফলে কোচিন স্বাধীনতা হারাইয়া কালিকটের অধীন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৪৯৮ খৃঃ অঃ) স্বনামপ্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা মালাবার কূলে এই কালিকট নামক স্থানে আসিয়া অবতরণ করেন। তিনি এখানকার হিন্দুরাজাদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। তাঁহার নিকট রত্নপ্রসূ ভারতের কুবেরের ভাণ্ডারের পরিচয় পাইয়া পর্ত্তুগালের বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যাভিযান ক্রমাগত আসিতে থাকে। তাহার ফলে কালিকট, কানানোর, গোয়া প্রভৃতি

স্থানে তাহাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। সেই সময় পর্ত্তুগীজদের কোচিনে আবির্ভাব হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৫০২ খৃঃ অঃ) কোচিন্ রাজ পর্ত্তুগীজ দিগকে কোচিনে বাস ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দেন (এই দুর্গ এক্ষণে বৃটিশাধিকৃত)। কিন্তু ওলন্দাজরা সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৬৩ খৃঃ অঃ) তাহাদিগকে কোচিন হইতে তাড়াইয়া দেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে মৈসুররাজ হায়দার আলী কোচিন অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৯১ অব্দে টিপুসুলতানের পতন হইলে কোচিনরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে স্থির হয়, কোচিনরাজ কোন বাহিরের শক্তির সহিত পত্র আদান প্রদান করিতে পারিবেন না, কোন যুরোপীয়কে ইংরেজের বিনা অনুমতিতে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না, ইংরেজকে বৎসরে ২ লক্ষ টাকা কর দিবেন, ইংরেজ রেসিডেণ্টের মতানুসারে রাজস্ব, কর, শুল্ক, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধির প্রচলন বা পরিবর্ত্তন করিবেন, এবং দেওয়ান রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইলেও লোক-নিয়োগ এবং পদচ্যুত করিবার বিষয়ে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে। এই সকল বন্ধনের বাহিরে আর সকল বিষয়ে রাজার ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে।

কোচিনের মহারাজা বীর কেরল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই পুত্র কুমার রামবর্ম্মা পরম বৈষ্ণব পিতামাতার ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র ছিলেন। দেশ প্রথানুসারে তাঁহার পিসীর পুত্র রাজা হন। কিন্তু তিনি রাজা হইয়া তাঁহাদের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। তাহার ফলে রামবর্ম্মা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে নির্জ্জনবাস এবং হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে পুরোহিত তাঁহার উপাস্য দেববিগ্রহের ১৫০০০ টাকার অলঙ্কার অপহরণ করিলে, বালক দেবতার নিকট অপরাধীকে ধরাইয়া দিবার জন্য কাতর-ভাবে ডাকিয়াও ফল পাইলেন না। তাহার পরই অন্য পুরোহিত কর্ত্তৃক স্বর্ণ বিগ্রহ অপহৃত হওয়ায় এবং অপরাধী ধরা পড়িল না দেখিয়া তিনি বাঙ্গালী কালাপাহাড়ের মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের ন্যায় কোচিনেই প্রকাশ্য ভাবে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কোচিনের রাজা ষোড়শ শতাব্দীতে যে পর্ত্তুগীজ জাতিকে স্বীয় রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মিশনারীদের প্রভাবের ফল তাঁহারই বংশে তিন শত বর্ষ পরে ফলিল।

এই রাজ্যে বাঙ্গালী বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দুই একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী এখানে আসিয়াছেন তাঁহারা কেহই এপর্য্যন্ত স্থায়ী হন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্যর এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস, সি, আই, ই, মহোদয় প্রধান মন্ত্রী বা দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিয়া কোচিন প্রবাসী হন। তিনি স্বর্গীয় সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। আলবিয়ন দ্বীপ বা ইংল্যাণ্ডে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া পিতা পুত্রের এই নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি ত্রিচুড়ে বাস করিতেন। কোচীন রাজ্য শাসনে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি যশস্বী হন। জনৈক ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মিষ্টার সেন রাজ সরকারে কর্ম্ম লইয়া কোচিন প্রবাসী হন। তিনিও ত্রিচুড়ে থাকিতেন। পরে, তিনি এখান হইতে দেওয়ানী পদ পাইয়া মৈসুরে গমন করেন (মৈসুর অংশ দ্রষ্টব্য)।

চট্টগ্রামের অনেক দেশী জাহাজ কোচিনে বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে। সেই সকল জাহাজের স্বত্বাধিকারী, সারেং এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী ও আরোহীর প্রায় সমস্তই মুসলমান। এশিয়াটিক ষ্টীমন্যাভিগেশন কোম্পানী এবং বি, আই, এস ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমারেও বাঙ্গালী মুসলমান লস্করগণ সর্ব্বদাই কোচিনে আসে। সময় সময় চাটগাঁয়ের বাঙ্গালী সওদাগরগণ আসিয়া কোচিন প্রবাসে থাকিয়া যান। বর্ত্তমান সিংহল প্রবাসী শ্রীযুক্ত দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখানে টাটা কোম্পানীর তেলের কারখানায় কর্ম্ম উপলক্ষে ১৯২৩ অব্দের কয়েকমাস বাস করিয়া গিয়াছিলেন।

ধরণীকান্ত লাহিড়ী মহাশয় কোচিন ভ্রমণে আসিয়া এখানকার সামাজিক গোঁড়ামী দেখিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছিলেন—

"জাতিভেদের সংকীর্ণতা অতি গাঢ়তররূপে বিরাজমান—ব্রাহ্মণেতর জাতির এদেশে বড়ই হীনাবস্থা, তাহাদিগকে প্রতিপদে নানাবিধ নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হয়। অতএব কোনও বাঙ্গালীর পক্ষে দেশ ভ্রমণ করিতে আসিলে ব্রাহ্মণেতর জাতিরূপে পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে তাঁহাকে এদেশে অতি হীন জাতির সহিত গণনীয় হইতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা ভোগ তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।" *

* ভারত ভ্রমণ, পৃঃ ৮২৫।

আনন্দবাজার পত্রিকা মালাবারবাসী জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সংবাদ দিয়াছেন।*

প্রসিদ্ধ আর্য্য পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ সদানন্দ স্বামীজী একমাত্র আর্য্য সমাজের সেচ্ছাসেবক। ইনি বহু দিন উত্তর পশ্চিম ভারতে আর্য্য সমাজের সেবা করিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। মানব কল্যানের একমাত্র উপায় সত্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম, এবং প্রত্যেকের ধর্ম্ম জীবন গঠন ব্যতিত উন্নতির আর পথ নাই বুঝিয়া তিনি জন সমাজে ধর্ম্ম প্রচাররূপ সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আজ প্রায় তিন বৎসর যাবৎ ইনি বঙ্গ-বিহার আর্য্য প্রতিনিধি সভার সহযোগে প্রচার করিতেছেন। ইঁহারই অদম্য উৎসাহে বাঙ্গালার নদীয়া ঢাকা মৈমনসিং পাবনা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী আর্য্য সমাজ স্থাপিত হইয়াছে এবং আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইনি কলিকাতার বিগত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করিয়া হিন্দু সংগঠন কার্য্যের জন্য উড়িষ্যা ও আসাম দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি বঙ্গে পাবনা ও ঢাকার অনেক স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা দেন এবং হিন্দুসভা স্থাপন করিয়া হিন্দু মহাসভার যথেষ্ট সেবা করেন।

কোচিন রাজ্যের দক্ষিণে ত্রিবঙ্কুড় আর একটি করদ মিত্র রাজ্য। ইহা পশ্চিম আরব সাগর কূল হইতে পূর্ব্বে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালা মদুরা জেলা ও তিনেবেল্লী জেলার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ ও ভারত সমুদ্র। এই রাজ্য প্রাচীন পরশুরাম ক্ষেত্র বা কেরল দেশের দক্ষিণাংশ, মলয়ালম দেশের ব্রাহ্মণগণ ইহাকে "ধর্ম্মভূমি" বলেন। গোয়া হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অর্থাৎ আধুনিক কানারা, কুর্গ, কোচিন ও ত্রিবঙ্কুড় প্রাচীনকালে "পাতাল লঙ্কা" নামে অভিহিত ছিল। ইহাও রাবণের অধিকৃত এবং লঙ্কাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতের মধ্যে এই রাজ্য কখনও হিন্দুর অধিকারচ্যুত হয় নাই। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭৪ মাইল ও প্রস্থে ৭৫ মাইল। এখানে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট থাকেন। এই রাজ্য পাঁচটি বিভাগ ও ৩৩টি তালুকে বিভক্ত। প্রাচীন ত্রিবঙ্কুড়

* আনন্দবাজার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

বা পদ্মনাভপুরম্ বিভাগে এদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সমূহ এবং দুর্গগুলি লইয়া দক্ষিণতম অংশ ৬১৩ বর্গমাইল পরিমাণ ভূমিতে অবস্থিত। ত্রিবন্দ্রম্ (Trivandrum) বিভাগে ইহার রাজধানী স্থাপিত। কুইলন বিভাগ হইতেই ইহার বিশুদ্ধ মলয়ালম দেশের আরম্ভ। এই বিভাগটি কোচিন রাজ্যের দ্বিগুণ বড়। কোট্টয়ম এবং দেবীকুলম্ রাজ্যের অন্য দুই বিভাগ। সমগ্র রাজ্যেব ভূপরিমাণ ৭৫৯৪ বর্গ মাইল। মালয়ালী ভাষার এখানে খুবই প্রাধান্য। এই ভাষানুরাগীর সংখ্যাই অধিক। এখানকার ২৭ খানি মাসিক পত্রের মধ্যে ২৪ খানিই মালয়ালী ভাষায়।* এ রাজ্যের শিক্ষিতের সংখ্যা বড়োদা রাজ্য অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর। দক্ষিণে যে কয়টি দেশী রাজ্য আছে তন্মধ্যে হায়দ্রাবাদ ও মৈসুরের পরই ত্রিবঙ্কুড়ের স্থান। মৈসুর ইহার চারিগুণ এবং হায়দ্রাবাদ বারগুণ বড়।

কুইলনের ১৮ মাইল দক্ষিণে ত্রিবন্দ্রমের পথে বারকলা বা জনার্দ্দনম্ পশ্চিম সাগর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতিবৎসর বহুদূর হইতে যাত্রী আসিয়া এখানে সমবেত হন। রাজধানী ত্রিবন্দ্রম্ "তিরুবন্দনপুরম্ (পবিত্র বন্দনীয় সহর) মতান্তরে তিরু অনন্তপুরম্ এর অপভ্রংশ। এই রাজ্যের রাজগণ চের বংশ সম্ভূত। রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 'পদ্মনাভ স্বামী' অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণ। এই হেতু নগরের নাম অনন্তপুরম"। ত্রিবন্দ্রমের সরকারী বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অট্টালিকা সমূহ এক একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত থাকায় সমস্ত সহরটি কতিপয় অনুচ্চ পাহাড়ের সমষ্টি মনে হয়। ত্রিবঙ্কুড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ করিয়া ভারত মহাসাগরের বেলা ভূমিতে কন্যাকুমারীর মন্দির হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতুলনীয়। লর্ড কার্জ্জন এই রাজ্য ভ্রমণ করিয়া মুগ্ধচিত্তে লিখিয়াছিলেন—"প্রকৃতি সুন্দরী এই দেশের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্পদরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন। সূর্য্য এ দেশে প্রতিদিন কিরণ দানে কুণ্ঠিত হন না। পর্জ্জন্যদেবও যথাকালে বারিবর্ষণ করেন।

---

* ত্রিবাঙ্কুরে ৩৪টি কথ্য ভাষা প্রচলিত। এ রাজ্যে ৩৪,২০,৯৭৫ লোকের মধ্যে ৩৪০১ ৪৬১ লোক দ্রাবিড় ভাষার বিভিন্ন শাখা-ভাষাভাষি, মলয়ালম, তামিল, কানাড়ী, তুলু ও তেলেগু তাহার অন্যতম।

অনাবৃষ্টি এদেশে অপরিজ্ঞাত। চতুর্দ্দিক চিরবসন্ত-শোভায় উদ্ভাসিত, যে স্থানে ভূমি কৃষি-উপযোগী তথায় মনুষ্যের বসতি ঘনসন্নিবিষ্ট, আর যেখানে অরণ্য হ্রদ অথবা সমুদ্রবারিপূর্ণ জলাভূমি বিরাজিত, তথাকায় দৃশ্যও পরীরাজ্যের ন্যায় অতুলনীয়।" এই রাজ্যের অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ত্তকর্ম্মকুশলতা দেখিবার জন্য য়ুরোপের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এদেশে আগমন করিয়া থাকেন।

স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজবংশীয় চিত্রশিল্পী রবিবর্ম্মার জন্মভূমি ত্রিবঙ্কুড়ের আর্টস্কুল একটি দর্শনীয় স্থান। এখানে চিত্রশিল্প, ভাস্কর, সূত্রধর ও কুম্ভকারের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাচীন ভারতীয় যুগের নিদর্শন ত্রিবঙ্কুড় রাজ্যে অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশিক দিগের মধ্যে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের প্রভাব এখানে বিলক্ষণ বর্ত্তমান। জনৈক বঙ্গীয় ভ্রমণকারী ত্রিবঙ্কুড় ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন "বঙ্গীয় ভ্রমণকারী বঙ্গের সহিত এই সুজলা, সুফলা মলয়জ শীতলা ভূমির বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং দেশবাসীর আকৃতি-প্রকৃতি-সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। দাক্ষিণাত্য-সুলভ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। বঙ্গনারীর অবরোধ প্রথা নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ সমাজে এখানে প্রবলভাবে বিদ্যমান। তামীল-জাতিসুলভ ঘনকৃষ্ণগাত্রবর্ণ এখানে বিরল দৃশ্য।"

ত্রিবঙ্কুড়ের রাজধানীতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বিনাব্যয়ে রাজ-অন্নসত্রে স্ত্রীপুত্র কন্যা সহ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভোজন প্রাপ্ত হন। রাজা তাঁহাদিগকে সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাতে নিরত রাখিবার জন্য প্রথমে এই সুযোগ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ক্রমে রাজার মহৎ উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া এই অন্নপুষ্ট সমাজে আলস্য-জনিত ইন্দ্রিয়-সেবার প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রাজার নিকট হইতে এই অন্নের দাবী যেমন দেশের চিরপ্রথাসিদ্ধ সংস্কারবদ্ধ ও সমাজ-সঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা তদ্রূপ রাজধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হইতেছে।

প্রাচীনকালে ইহা বাঙ্গালীর উপনিবেশ হইলেও আধুনিক বাঙ্গালীদের এখানে কোন উপনিবেশ নাই। বৎসরের সকল সময়েই শত শত যাত্রীর মধ্যে অনেক বাঙ্গালী সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ করিবার কালে কন্যাকুমারী তীর্থ

দর্শনে ত্রিবঙ্কুড়ে আগমন করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য প্রসঙ্গে ত্রিবঙ্কুড় ভ্রমণের কথা ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৯১১ অব্দে এরাজ্যে ২৬ জন বাঙ্গালী ছিলেন। পদ্মনাভপুরমে ১ জন ত্রিবন্দ্রমে ১০ জন ও কুইলনে ১৫ জন ছিলেন।*

ত্রিবন্দ্রমে একজন রাজএঞ্জিনীয়ার এবং বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী জন-ডিকিন্‌সন কোম্পানীর বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বহুদিন হইতে ত্রিবঙ্কুরে ছিলেন।

১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় ত্রিবঙ্কুর আগমন করেন। তিনি তাঁহার কৃষিবিদ্যা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া মহারাজকে এরূপ তুষ্ট করেন যে তিনি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যে আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন।†

মুসলমান যুগে জন্মভূমির দূরত্ব, পথে অত্যাচারের সম্ভাবনা এবং উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের সুযোগাভাব হওয়ায় ক্রমে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণ বংশলোপ ভয়ে শাস্ত্রবিধানানুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা প্রথমাবধি এখানে ধর্ম্মের নেতা, সমাজপতি, আইন প্রণেতা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবিসংবাদী কর্ত্তারূপে গণ্যমান্য ছিলেন। দেশ-নায়কগণও তাঁহাদের সম্মুখে নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতেন। এরূপ প্রতাপী-দিগকে অনন্যোপায় হইয়া নায়ার রমণীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত দেখিয়া তাহারাও সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িল না। নায়ারনারী নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের সহিত এই সর্ত্তে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হইল, যে তাঁহারা সম্পত্তির অধিকার পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যাতেই বর্ত্তিবে। আজিও সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। মালাবারের ন্যায় কোচিন ও ত্রিবঙ্কুরের সর্ব্বত্রই ইহার প্রচলন আছে। সেখানেও নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ ও নায়ার নারীর বিবাহ বিধি-সঙ্গত।

---

* গুজরাতী ৪১০ জন, সিংহলী ২৮ জন, হিন্দীভাষী ২ জন মাত্র।

† Mr. Kumud Nath Mukerjee, a young man from Bengal, is now in Travancore. He gave such satisfactory proofs of his knowledge of agriculture before Maharaja of Travancore, that his Highness has engaged him to act as the superintendent of a model agricultural farm that His Highness has opened in his Capital * * * He will be deemed a valued agency in the industrial regeneration of the people.—The Indian Industrial guide by Dakshina Ranjan Ghose, B.A., of E. N & A. B. Civil Service, 1907.

ত্রিবঙ্কুরের বর্ত্তমান রাজবংশের নায়ার জাতীর "মারুমাক্ক তায়ক্" অর্থাৎ ভাগিনেয় উত্তরাধিকার বিধি প্রচলিত। রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে রাজ-ভাগিনেয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তদনুসারে রাজভগিনী এ রাজ্যের রাণী, রাজার ভগিনী না থাকিলে, অথবা ভগিনী পুত্রহীনা হইলে পোষ্য পুত্র না লইয়া পোষ্যা ভগিনী গ্রহণ করিতে হয়।

এই দ্রাবীড় দেশে সাঙ্কর্য্যের এতদূর প্রচলন বলিয়াই কি এখানে জাতি ভেদ এরূপ কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে? তামিল দেশের ন্যায় এই সকল রাজ্যে শূদ্র এবং অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া যাহারা বিশেষিত তাহারা মানবের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত। কোচিনাদি স্থানে খৃষ্টান মুসলমানের সংখ্যাধিক্য বশতঃ এই অত্যাচার ত্রিবঙ্কুর রাজ্যেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। পুলিয়ার জাতীয় লোক ব্রাহ্মণের নিকট আসিতে পায় না তাহাকে অন্ততঃ ৯৬ পদ দূরে থাকিতে হয়। ত্রিবঙ্কুরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী নায়ার জাতি কাছে আসিলেও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে পায় না। ত্রিবঙ্কুড়ে রাজধানীতে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত পদ্মনাভস্বামীর মন্দিরসংলগ্ন যে সরোবরদ্বয় আছে, তাহার একটি শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের আর অন্যটি অন্যান্য জাতির ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অতিনিষ্ঠার অসারতা যতই চখে পড়িবে আত্মবোধ যে পরিমাণে জন্মিবে, প্রথার কঠোরতা ততই হ্রাস পাইবে সন্দেহ নাই।

কিছুদিন হইল কালিকটের ফৌজদারী আদালতে এক মামলা হয়। জনৈক ব্রাহ্মণ জননীর চিকিৎসার জন্য এক তিয়া ডাক্তারকে বাড়ী আনেন। ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মণ পল্লীর এক পুষ্করিণীর ধারের পথ দিয়া যাইতে পুষ্করিণীর পবিত্রতা নষ্ট হয়। পুষ্করিণী অব্যবহার্য্য করিয়া দেওয়ার জন্য সেই তিয়া ডাক্তার এবং তাহার পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মণ উভয়ের নামে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ হয়। উভয় পক্ষের বহু সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়ার পর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের খালাস দেন। ইঁহাদের শুচিতা সম্বন্ধীয় ধারণা বড়ই অদ্ভুত! নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ নায়ার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। সন্তান-গণ অবশ্য মাতৃকুলেই পালিত হয়, কিন্তু এই সন্তান যদি নাম্বুদ্রী পিতাকে স্পর্শ করে তাহা হইলে পিতাকে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

মাদ্রাজের এগমোর ষ্টেশন হইতে রামেশ্বর দ্বীপের শেষ সীমা ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত রেল আছে। তথা হইতে সিংহল যাত্রীরা ষ্টীমার করিয়া পক প্রণালী পার হইয়া যায়। সিংহল যে এক সময় দাক্ষিণাত্যেরই অংশ ছিল, ভূতাত্ত্বিকগণ তাহাতে কোন সন্দেহই করেন না। তাঁহারা অনুমান করেন যে রামেশ্বর ও মান্নার দ্বীপ এবং মান্নার ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি ও তাহাদের সংযোজক স্বল্পজল বালুস্তরসমূহ,যাহা এক্ষণে সেতুবন্ধ বা "এডামাস্‌ব্রিজ" নামে খ্যাত। ভারতের প্রধান ভূভাগ (main land) ও সিংহলের মধ্যস্থ প্রাকৃতিক ভূসংস্থানের চিহ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। রামেশ্বর ও মান্নার দ্বীপদ্বয়ের মধ্যেও পূর্ব্বে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল এবং তাহাদের মাঝে মাঝে অগভীর জলপূর্ণ বালুকাতট সমূহ বিরাজিত ছিল। রামচন্দ্রের সামরিক এঞ্জিনীয়র নল সেই সকল কচ্ছভূমি কাঠ পাথর ও মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।* এই সেতুর আরম্ভ মাণ্ডাপাম হইতে। এই সেতুর তিন স্থান ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় কেহ আর পদব্রজে লঙ্কায় যাইতে পারেন না। কথিত আছে চারি শত বৎসরের উপর হইল এইরূপ যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। মাণ্ডাপামের পরই দুই মাইল ভগ্ন ছিল। তাহা পাসবান পাশ বলা হয়। এক্ষণে ইহার উপর সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় রেল পথ বিস্তৃত হইয়াছে। এখানের জল এক হাঁটুর উপর কোথাও

"The island of রামেশ্বর and মান্নার and the chain of islets and the sand-banks between them, called Adam's Bridge, appear to be remnants of the natural land connection between the main land of India and Ceylon which existed in some recent geographical epoch. There is no doubt of the fact that Ceylon once formed a part of the Deccan".

"I further think that the islets between রামেশ্বর and মান্নার were much more numerous than they are at present and they were separated from each other by shoal which রাম probably filled up with timber, rocks, and loose earth to form a coarse way for the passage of his army. The remains of such a temporary and finishable structure could not have lasted long after Ram's expedition to Ceylon."

—quoted from footnotes to pp. 134-5, Tretavatar Ramchandra by K. L. Das.

মাণ্ডাপাম ভারতের শেষ রেল ষ্টেশন। এখানে কখন প্রবল পবন বা ঝটিকা প্রবাহিত হয় না বলিয়াই এই স্থানের নাম "মন্দপবন" উচ্চারণ বিকারে মাণ্ডাপাম।

নাই। ইহার উপর সেতুর এক অংশ দ্বীপরূপে জাগিয়া আছে। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ৪ মাইল। এই দ্বীপই "রামেশ্বর দ্বীপ" এবং ভারতের চতুর্ধামের একটি ধাম। এখানে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর নামক লিঙ্গ স্থাপন করিয়া তদুপরি এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। রামেশ্বর দ্বীপের পর যে তিন মাইল ভাঙ্গা আছে তথায় ভাঁটার সময় স্থানে স্থানে পাথর বাহির হইয়া পড়ে। তাহার পর সেতুর আর এক অংশ দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে। তাহাই মান্নার দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ১১ মাইল আর প্রস্থে প্রায় ৩ মাইল। মান্নার দ্বীপ লোকবহুল স্থান এবং এখানে একটি দুর্গও আছে। মান্নার দ্বীপ হইতে লঙ্কার ব্যবধান মাত্র দুই মাইল। এই শেষ দুই মাইল জোয়ারের সময় জলমগ্ন হয় কিন্তু ভাঁটার সময় সেতু বাহির হইয়াপড়ে এবং মান্নারবাসীরা অনায়াসে হাঁটিয়া লঙ্কায় যাতায়াত করে।*

রামেশ্বর দ্বীপে প্রায় আট হাজার লোকের বাস। তাঁহাদের অধিকাংশই মন্দিরের পুরোহিত অথচ মন্দিরের কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত। রামেশ্বরের মন্দির আগাগোড়া সিংহল হইতে আনীত পাষাণ দ্বারা নির্ম্মিত। প্রায় এক মাইল দূরে একটি বেলে পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত দ্বিতল মন্দিরের নিম্নতলে রামচন্দ্রের পাদুকা এবং উপর তলে রাম সীতা ও হনুমানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ভারত হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র সেতু-পথের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চব্বিশটি তীর্থ ছিল এক্ষণে তাহার কতকগুলি সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়াছে। রামেশ্বর দ্বীপে কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে; তন্মধ্যে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী, প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-শালাটি কলিকাতা নিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত। ইহার বন্দোবস্তও খুব সুন্দর। রামেশ্বরের প্রাচীন পাণ্ডাদিগের মধ্যে জনৈক বাঙ্গালী পাণ্ডা উত্তরকালে এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিচারীতে বাঙ্গালীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এই সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সস অনুসারে ৪২৪৫ জন * বঙ্গীয় নরনারী বাস করিতেছিলেন। তন্মধ্যে উৎকলে ১৯১১ অব্দে বাঙ্গালীর

* পুরুষ ৩১৪০, স্ত্রী ১১০৫। এই সংখ্যার মধ্যে ওড়িয়ার সংখ্যা ধরা হয় নাই কারণ উহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংখ্যা ছিল ১১৩,০০০। মধ্য প্রদেশ সমূহে ২৭৪৮ *, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ১৬৭৫ †, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ৬২৬ ‡, ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে ৯৮, হায়দ্রাবাদে ৬৬, মৈসুর রাজ্যে ২০ জন এবং কোচিনে ২ জন সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

---

* বেরারের ২০ জন এবং সংযুক্ত দেশীয় রাজ্য সমূহের ২০১ জন লইয়া।

† বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সংযুক্ত দেশীয় রাজ্য সমূহের ৪৪ জন লইয়া।

‡ ১৮৯১ অব্দে ১১৭৩ জন সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

ডাঃ গুডীভ চক্রবর্ত্তী । পৃঃ ৩৪৩
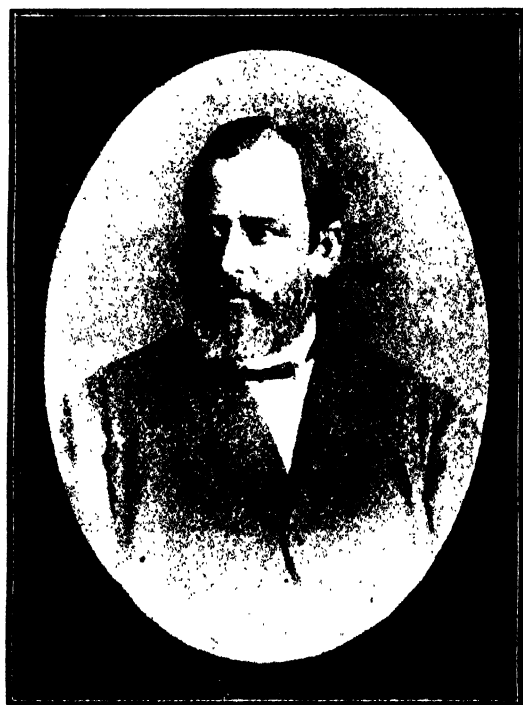
সিংহল দ্বীপ বা লঙ্কা

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এককালে তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন" কিন্তু লঙ্কা রাক্ষসের * দেশ ছিল, সুতরাং এখন তথায় কিরূপ আকার প্রকারের জীব বাস করে, আমাদের মত মানুষ সেখানে যাওয়া আসা করিতে পারে কি না, তাহা জানিবার কৌতূহল আজিও অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্র সন্তানেরও যায় নাই, কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার চেষ্টাও তাঁহাদের নাই। সিংহল যে তাঁহাদেরই জাতীয় কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ ভারতের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সন্ধিস্থলে শোভা পাইতেছে তাহা তাঁহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বর দ্বীপ। তাহার ৪।৫ মাইল দূরে সেতুবন্ধ। "সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল" পথের শেষ ষ্টেশন ধনুষ্কোটি হইতে ফেরী ষ্টীমার রামের সেতুবন্ধ অর্থাৎ Adam's Bridge sand reefs বা বালিয়াড়ি এর পার্শ্ব দিয়া সাগর পার হইয়া "তালাইমানার" দ্বীপে নামিতে হয় এবং তথায় সিংহল গবর্ণমেণ্টের রেলে চড়িয়া প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুর বা অনুরুদ্ধ পুরের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সিলোনের রাজধানী কলম্বো সহরে পৌঁছিতে পারা যায়।

---

* কোন কোন জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মতে লঙ্কার প্রাচীন অধিবাসীরা চীনবংশীয়, .কাহারও মতে দ্রাবিড় বংশীয়, তাহাদেরই বংশধরগণ বর্ত্তমান আদমসুমারীর বিবরণে আদিম ব্যাধ সম্প্রদায় বলিয়া উক্ত হয়। তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতে হইতে এক্ষণে দশ বার হাজার মাত্রে পরিণত হইয়াছে। এই প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে রক্ষঃ বা রাক্ষস বলা হইয়াছে। প্রাচীন লঙ্কাবাসীদিগের আর্য্যানার্য্য আচার-পদ্ধতি হইতে তাহাদিগকে দ্রাবিড় জাতীয় বলিয়াই মনে হয়। ঈর্ষা ও ঘৃণার বশে উত্তর ভারতের আর্য্য সাহিত্যে তৎকালীন প্রবলপ্রতাপ বাঙ্গালীদের যেমন পাখী পক্ষী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রাচীন সিংহলীদের তদ্রূপ রাক্ষস নামে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।—জ্ঞা।

লঙ্কা এই দ্বীপের প্রাচীনতম নাম। মলয় উপদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহার নাম "লঙ্কাভা"। সম্ভবতঃ উহা লঙ্কারই শাসনাধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। অতি পুরাকাল হইতে এই দ্বীপের নাম প্রাচীন সভ্য জগতের নিকট সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যসম্পদের জন্য সুপরিচিত ছিল। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন লঙ্কা দ্বীপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতের সহিত সংযুক্ত ছিল। স্কন্দ পুরাণে লঙ্কার বিবরণ আছে। এই দ্বীপের দক্ষিণাংশে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে কার্ত্তিকেয়ের বাসস্থান ছিল বলিয়া এখানকার নাম "কার্ত্তিকেয় গ্রাম" অধুনা কাতেরা গাম (Kateragama)। লঙ্কার এই দাক্ষিণাংশে আদমপিক (Adam's Peak) নামক পর্ব্বত। ইহা সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৭৪০০ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতশিখরস্থ প্রদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানের নিকট স্বর্গ বলিয়া উক্ত। ইহার শিখর দেশে পুরুষের পদচিহ্ন আছে। হিন্দুরা বলেন উহা দেবাদিদেব মহাদেবের পদচিহ্ন। লক্ষ্মণ লঙ্কা বিজয়ের পর এই স্থানে শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধরা ঐ পদচিহ্ন ভগবান বুদ্ধদেবের বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এই কারণে পর্ব্বতের নাম দিয়াছেন "শ্রীপাদ"। মুসলমানরা উহা লোকপিতামহ আদমের পদচিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন এই দ্বীপই মানবের আদি জন্মভূমি। খৃষ্টান য়ুরোপ লোকপিতামহের পবিত্র নামের সম্মানার্থ এই পর্ব্বতকে আদম পিক (Adam's Peak) এবং সেতুবন্ধকে Adam's Bridge অর্থাৎ আদমের সেতু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রামায়ণের যুগের লঙ্কা ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। ত্রিকুট ও সুবেল পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য শিখরে বিশ্বকর্ম্মা যে স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নিশাচর সুকেশের পুত্রত্রয়—মাল্যবান্, সুমালী ও মালী রাক্ষস বাস করিয়াছিলেন, পরে তাহা যক্ষপতি কুবের নিবাস হইয়াছিল, এবং শেষে তাহা কিরূপে রাক্ষসপতি রাবণের অধিকৃত হইয়াছিল, এ সকল পুরাণের কথা। এই দ্বীপই যে লঙ্কা এ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহার কাহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল এই দ্বীপে আবিষ্কৃত একখানি অতি পুরাতন সিংহলী পাণ্ডুলিপি

সে সংশয় দূর করিয়াছে।* এই পাণ্ডুলিপির নাম কডইমপোৎ। প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে কোলম্ব বিদ্যোদয় কলেজে অভিধর্ম্ম পড়িবার জন্য এবং কয়েকখানি পালি দর্শনগ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বোলপুর শান্তিনিকেতনের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী মহাশয় সিংহল প্রবাসে ছিলেন। তিনি তথায় থাকিবার কালে আমাদের অনুরোধে তথাকার বাঙ্গালী উপনিবেশ ও প্রবাসবাস সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে যে সকল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহা আমাদের প্রশ্নের উত্তরে কয়েকখানি পত্রে জানাইয়াছিলেন। তিনি এই নবাবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, —"কউইমপোৎএর প্রামাণ্য এখানকার পণ্ডিতরা স্বীকার করেন। কউইমপোৎ মানে খণ্ড সীমার পুঁথি (খণ্ড=কড, সীম=ইম্ বা য়িম্, পোত=পুঁথি)।

---

* In the Betava grant (of Bhojavarma) there is a passage, unfortunately mutilated which contains the word "Lankadhipah" (লঙ্কাধিপ) and may refer to a claim possessed by Bhojavarma himself to a suzerainty over Ceylon". —Bengal past and present, Journal of the Calcutta Historical Society, Vol, XV. Pt. II. Serial No i 30. 1917, October-December.

"Quite recently Mr. H. Dharmapal writes to a Calcutta Paper Mudaliyar Gunasekhara, editor of a monthly literary magazine, called the Gnanadarsaya, published in Colombo, has discovered a very old mss. in Sinhalese character, which gives the ancient history of লঙ্কা, commencing from the reign of রাবণ, down to the time of Wijayan conquest. The discovery of this unique Mss., so interesting to every Aryan, will bring Ceylon nearer to India, and every Indian, who loves the memory of রাম and সীতা, will make it a point to visit Ceylon to see the beautiful garden of রাবণ where সীতা was confined. A thrill of joy will go through every true Aryan heart that today, after several hundred centuries the scene of সীতা's captivity can be seen. The romantic scenery in going through the country of রাবণ, no pen can describe. Hitherto it was thought that there was no independent testimony outside the verbose রামায়ণ to establish the authenticity of রাবণ's Kingdom. The discovery of the Sinhalese Mss., is, therefore, full of momentous results. The name of the book is *Kadaimpota*. According to this book, the important places in connection of সীতা's captivity are easy to be identified. —ক্রোড়পত্র, ত্রেতাবতার রামচন্দ্র (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস)।

এই পুস্তক সিংহল ভাষায় রচিত। ইহার সংগ্রাহক মুদালীয়া গুণশেখর। তিনি এখন অবসর লইয়া গ্রামে বাস করেন।"* হিমালয় যেমন ভারতে স্বর্গভূমি—দেব নিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ, আদমপীক তদ্রূপ সাগরগর্ভস্থ লঙ্কার স্বর্গ। এই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করা সহজ নহে। বরিশালবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত মহাশয় এই ভূস্বর্গ দেখিয়া আসিয়া ১৩২৪ সালের মালঞ্চ নামক মাসিক পত্রে "আদমপিক বা শ্রীপাদ" নামক প্রবন্ধে তাহার সুন্দর বিবরণ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বাস্তবিকই আদমপিকে উঠিতে স্বর্গারোহণের আনন্দ উপভোগ করা যায়। অদম্য উৎসাহ অত্যধিক কষ্ট সহিষ্ণুতা, দৃঢ় সঙ্কল্প, ঐকান্তিক একাগ্রতা ও অটল বিশ্বাস না থাকিলে আগন্তুকের পক্ষে এমন পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করা অসম্ভব। * * গুলবার্গের দক্ষিণস্থ ১৩০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়াছি। তথাপি কখনও আশঙ্কার সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু আদমপিকে উঠিতে হইলে প্রাণ হাতে করিয়া উঠিতে হয়। * * * পর্ব্বতের উপরিভাগ সকোণ গোলাকার (conical) এবং আকাশের দিকে ক্রমশঃ এত সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে যে চূড়ার উপর যে তিন হস্ত উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত আঙ্গিনা আছে তাহা দৈর্ঘ্যে ২৫ হাত ও প্রস্থে ২০ হাতের অধিক হইবে না। গোলাকার পর্ব্বত শৃঙ্গ দুই দিকে দুই বিচিত্র পক্ষ সমতল ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন পক্ষিরাজ গরুড় দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্ত আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এমন অনুপম দৃশ্য ভারত-বর্ষের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পৃথিবী-ভ্রমণকারিরাও বলেন যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। * * * * আদম পিকের ছায়া জগতের এক অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য আগ্রহাতিশয় সহকারে আদমপিকে আরোহণ করেন।" "পথটি দিক্ পরিবর্ত্তন না করিয়া ঠিক কর্ণপথে উঠিয়াছে। এই ভাগই পূর্ব্বে পর্ব্বতের পাখা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। * * এ পথের শেষ নাই, অন্য পর্ব্বতের ন্যায় উঠা নামা নাই, ঘোরা ফেরা নাই, সর্পগতি নাই, কেবল উর্দ্ধদিকে টান্। ক্রমাগত উর্দ্ধে, অতি

---

* কোলম্ব, ১লা মাঘ, ১৩৩০ তারিখের পত্র।

উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। * * যতই উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম খাড়াই ততই বেশী। পর্ব্বতের গোলাকার মাথা ক্রমেই সরু হইয়া আকাশের দিকে উঠিয়াছে। চূড়ার দিকে তাকাইলে কি প্রকারে যে তথায় উঠিব, তাহা ভাবিলে অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত। * * আমি দক্ষিণে বামে উর্দ্ধে কি নিম্নে প্রায়ই দৃষ্টিপাত করিতাম না, আমার দৃষ্টি সম্মুখে আবদ্ধ। * * পথের ভীষণতার বর্ণনা করা অসাধ্য। উলঙ্গ, মসৃণ, গোলাকার পাহাড়ের এক একটি খাড়াই ২৫।৩০ হাত উচ্চ, পাহাড়ের গায় সরু ধাপ কাটিয়া সিঁড়ি তৈয়ার করা হইয়াছে। ধাপগুলি দৈর্ঘে এক হাত হইতে দেড় হাত। প্রস্থে ৮ অঙ্গুলির বেশী হইবে না। এই ধাপ বাহিয়া উপরে উঠা কাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই সিঁড়ির এক দিকে আবহমান কাল হইতে লোহার শিকল ঝুলান আছে ("Chains of mysterious origin are found suspended over every cliff that present any great danger") আমি জুতা...মোজা খুলিলাম * * * * * ডান হাতে লোহার শিকল আঁকড়াইয়া ধরিলাম, বাঁ হাতে পাহাড়ের ধাপ ধরিলাম আর পাহাড়ের সঙ্গে বুক লাগাইয়া হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম * * মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। * * আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা যাবৎ নিবিষ্ট চিত্তে অবিরাম পরিশ্রম করিয়া রাত ৫টা কি ৫॥টার সময় হামাগুড়ি দিতে দিতে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলাম। ইহাকেই বলে স্বর্গারোহণ। * * দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগনে যেমন কিরণচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িল, অমনি পশ্চিমদিগন্তে কুয়াসা ভেদ করিয়া আদমপিকের ছায়া পিরামিডের ন্যায় দৃষ্টিহইতে লাগিল। কয়েক সেকেণ্ড ছায়া এক ভাবে দাঁড়াইয়া যতই আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই তাহার আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই পিরামিড সদৃশ ছায়াটি যেন

---

* কলম্বো, হইতে হাওনে নামক ষ্টেশনে রেলে আসিয়া ১২ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া মেস্কেলিয়া নামক স্থানে পৌছান যায়। হাওনে হইতে গিরিশৃঙ্গ ২২ মাইল পথ। এখান হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ প্রায় ৬॥ মাইলের পার্ব্বত্য পথ। তথা হইতে শৈলচুড়া ৫ মাইল। প্রথম দুই মাইল নিবিড় অরণ্য প্রদেশ।

একটি স্বচ্ছ পদার্থ। ইহার ভিতর দিয়া দূরবর্ত্তী পাহাড় অরণ্য ও সমতল ক্ষেত্র সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছায়া পৃথিবীর বক্ষে বিলীন হইল এবং কুজ্ঝটিকা রাশি তুলারাশির ন্যায় উপরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তার পর মর্ত্ত্য ভূমির দিগদিগন্তব্যাপী আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। * * * আমি যে দিক দিয়া শ্রীপদে উঠিয়া ছিলাম ঠিক তার বিপরীতদিকে আর একটি পথ আছে। সেটি অধিকতর দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। * * আমি প্রায় ১২॥ ঘটিকার সময় মাস্কেলিয়াস্থ ফার্ণাণ্ডোর হোটেলে ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইলাম। * * দেহটাকে শবের ন্যায় টানিয়া নিয়া হোটেলের খাটের উপর ফেলিয়া দিলাম। ফার্ণাণ্ডো আমাকে প্রশংসা করিলেন, বলিলেন, সাহেবদিগকে রাস্তা হইতে টানিয়া আনিতে হয়। "এই পর্ব্বত শীর্ষস্থ পদচিহ্ন এক্ষণে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান জগতের ৮০ কোটি নরনারীর আরাধ্য এবং এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও কত কোটী নরনারীর নয়ন মন চরিতার্থতা সম্পাদক। আজিও প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ভক্ত তীর্থযাত্রী এবং কৌতূহলী পরিব্রাজক জগতের নানাস্থান হইতে আসিয়া এই পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া স্বর্গারোহণের আনন্দ অনুভব করেন। লঙ্কাপতি মহাশৈব রাবণ কি এই পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া তাঁহার ইষ্টদেবের পদ চিহ্ন, পূজা করিতেন? এবং এই স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া মহাপ্রস্থানের কালে রামচন্দ্র সমীপে আক্ষেপ করিয়াছিলেন? পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের গা কাটা সরু ধাপের সিঁড়ি গুলি এবং "Chains of mysterious origin" সেই অসম্পূর্ণ কার্য্যের সাক্ষ্য নহেত? রামায়ণের যুগের পর বাঙ্গালীর লঙ্কা বিজয়ের ইতিহাস। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাধীপের দৌহিত্র সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্নীতিপরায়ণ বিজয় সিংহকে নির্ব্বাসিত করিলে যুবরাজ ৭০০ অনুচর* লইয়া দেশত্যাগ করেন।

---

* "According to the Rajavalliya, prince Vijaya and his 700 followers were banished by the king Sinbahu (Sinhavahu) of Bengal for the oppresions practised upon his subjects, and they were put on board a ship and sent adrift, while their wives and children were placed in 2 other separate ships & sent away similarly"—R. K. Mukerjee's Indian Shipping. P. 69.

কথিত আছে, তিনি 'লাল' বা 'রাঢ়' দেশের সিংহপুরের যুবরাজ ছিলেন।* সিংহপুর কোথায় ছিল ইহা এখন নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই। কিছুদিন হইল ঐতিহাসিক বাবু রাধাগোবিন্দ বসাক কর্তৃক অনুবাদিত দুইখানি তাম্রফলক হইতে জানা গিয়াছে, উহা পশ্চিম বাঙ্গালা বা রাঢ় প্রদেশেরই কলিঙ্গ রাজ বংশের রাজধানী ছিল।† বিজয় অনুচর সহ বাঙ্গালীর জাহাজে করিয়া সমুদ্র যাত্রা করেন। এবং ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে লঙ্কার উপকূলে উপস্থিত হন। সেই সময় লঙ্কার অধিষ্ঠাতৃদেব ছিলেন "উপ্পলবন্ন" (উৎপলবর্ণ অর্থাৎ বিষ্ণু)। তিনি তাপস মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে দিন বঙ্গের এই নির্ব্বাসিত যুবরাজ লঙ্কায় অবতরণ করেন, সেই দিন ভারতের এক মহাদিন। সে দিন অর্দ্ধ পৃথিবীর জীবন দেবতা মহা নির্ব্বাণ লাভ করেন।‡ ইতিহাসে

---

* "According to the tradition current in Ceylon and enshrined in such chronicles of that country as the Mahavansa, and the Dipavansa, and the Rajavaliya the first immigration of colonists from India to Ceylon was led by a prince named Wijaya, whose father Sinhabahu was king of the country of Lala or Rada and had as his capital the town of Sihapura or Sinhapura said to have been founded by him. Sihabahu or Sinhabahu is said to have been the grandson of the king of Kalinga."

—Bengal past and present. Journal of the Calcutta. Hist. Society. Vol. XV. Pt. II. 1917. Oct.—Dec.

† "* * * Vijay who came from a place called Sinhapur in the Rada conntry in Bengal * * * * Wango the state ruled over by Wijaya's grandfather and Kalinga from which his great grandfather came. Then we have later historical and reliable evidence of a succession of princes belonging to the royal family of Kalinga, which had its capital at Sinhapur, having ruled in Ceylon, and lastly, there are two copper plate grants issued from Sinhapur by kings of Kalinga with names ending in Varma. From all the evidences it seems to me most probable that the Sinhapura mentioned in the Betava grant of Bhojavarma, was the place in Rada, where a dynasty of kings of Kalinga, from whose family were taken several ruling chiefs of Ceylon, had their capital and that Bhojavarma belonged to the same family."—Ibid. sl. 30.

‡ "The date of Vijaya's landing in Ceylon is said to have been the very day on which another very important event happened in the far off father-land of Vijay, for it was the day in which the Buddha attained the Nirvan"—R. K. Mukerjee's "Indian Shipping" P. 42.

"There is reason to believe that the latter event (death of Gautama Buddha)

উক্ত হইয়াছে যে, বিজয় সিংহ তিনখানি* অর্ণবপোতে ১৫০০† বাঙ্গালী লইয়া গিয়াছিলেন এবং লঙ্কা দ্বীপ জয় করিয়া স্বীয় পিতা সিংহবাহুর নামে মতান্তরে স্বীয় সিংহ উপাধি অনুসারে তাহার সিংহল এই নাম রাখিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এই দ্বীপের নাম ছিল "তাম্রপর্ণি"। এই নাম দক্ষিণ ভারতের আর্য্যগণ তিনেবেল্লী জেলার তাম্রপর্ণি নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সিংহল গমনকালে তাম্রপর্ণির স্মৃতি লইয়া গিয়া তাঁহাদের নূতন উপনিবেশের ঐ নাম দিয়াছিলেন। সিংহলের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পর তিনি ভারতের পাণ্ড্যরাজ দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই রাজকুমারীও সাত শত কুমারী পঁচাত্তর জন ভৃত্য ও পরিচারিকা এবং আঠার জন পদস্থ কর্ম্মচারী সহ বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী লইয়া সিংহলে গমন করেন।‡ বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে নির্ব্বাণলাভের কালে বুদ্ধদেব ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামিল, সে সেখানে আমার ধর্ম্মপ্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

বিজয় প্রথমে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতের কোন উপকূলে আশ্রয় না পাইয়া লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ করেন এবং দ্বীপ অধিকার করিয়া স্বীয় অনুচরবর্গকে নানাস্থানে ভূমিদান করিয়া তথায় কৃষিকার্য্যাদির ব্যবস্থা করিয়া

---

took place in or about the year 407 B. C.—The Early History of India" by Vincent smith, P. 30, 2d. Edn.

The Mahavanso and other Buddhistic works tell us how as early as about 550 B. C. Prince Vijay of Bengal with his 700 followers achieved the conquest and colonization of Ceylon and gave to the Island the name of Sinhala after that of his dynasty—an event which is the starting point of Sinhalese history—Indian Shipping. P. 157.

* Thus according to the Rajavalliya, the ship in which prince Vijay and his followers were sent away by king Sinhabahu of Bengal was so large as to accommodate full 700 passengers, all Vijaya's followers.—Iidian Shipping. P. 29.

† "The fleet of Vijay carried no less than 1500 passengers."—Ibid, 142.

‡ "According to Turnour's Mahavanso, the ship in which Vijaya's Pandyan bride was brought over to Ceylon was of a very large size, having the capacity to accommodate 18 Officers of state, 75 menial servants and a number of slaves besides the princess herself and 700 virgins who accompanied her."—Ibid. P. 70.

দেন। কথিত আছে তিনি প্রথমেই যক্ষিণী কুবেণীর সহিত মিলিত হন এবং পরে সন্তানসহ তাহাকে বিতাড়িত করিয়া পাণ্ড্য রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। যে জাহাজে বিজয় সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন এবং লঙ্কার উপকূলে নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া লঙ্কাপতির অসংখ্য পদাতিক এবং হস্ত্যাশ্বারোহীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন অজন্তা গুহার প্রাচীরগাত্রে খোদিত আছে। সে অর্ণবপোতের মাস্তুল, পাল সমস্তই দেখা যাইতেছে। সে ছবিও আজ প্রায় চৌদ্দশত বর্ষ পূর্ব্বের পুরাতন। তাহার প্রতিলিপি এবং বর্ণনা স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত এ, কে, কুমারস্বামীর "The Arts and Crafts of India and Ceylon" নামক গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় এবং মিষ্টার গ্রিফিথের "The paintings on the Buddhist cave Temples of Ajanta, ১৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থ পত্রাদিতেও তাহার অনুলিপি মুদ্রিত হইতে দেখা যায়।

মহাবংশের প্রাচীন খণ্ড রাজা ধাতুসেনের পিতৃব্য মহানামের দ্বারা ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে লিখিত হয়। তাহাতে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ হইতে ৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লঙ্কা বিজেতা বাঙ্গালী বিজয়সিংহ হইতে মহাসেন পর্য্যন্ত ৫১ জন রাজার ইতিবৃত্ত তাহাতে পাওয়া যায়। বিজয় ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে উদাসীন ছিলেন। উক্ত হইয়াছে তাঁহারা ব্রহ্মোপাসক হইলেও যক্ষ মন্দিরাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। বৌদ্ধরাজ স্বনামখ্যাত তিষ্কের রাজত্বকালে ৩০৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মগধরাজকুমার মহিন্দো বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ সিংহল আগমন করেন। তখন হইতে বৌদ্ধ বিহারাদি পোষনার্থ ভূমিদান পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রভাব এবং দক্ষিণ ভারতীয় রাজাদিগের আমলের হিন্দু প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। সিংহলে প্রাচীন হিন্দুমন্দির, তাহাতে শিবলিঙ্গ নটরাজ শিব, বিষ্ণুমূর্ত্তি, সুব্রহ্মণ্যদেব বা কার্ত্তিকের বিগ্রহ ও গণেশ প্রভৃতির পূজা অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। বৌদ্ধ যুগে সিংহলে বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হয়। বিজয় সিংহের সহিত বাঙ্গালীরা আসিবার পূর্ব্বে সিংহলের লোকেরা কৃষিকার্য্যই জানিত

না* ইতিহাসে এরূপ উক্ত হইয়াছে। কারণ বিজয়ের অনুচরবর্গকে সিংহলী যক্ষকন্যা কুবেণী যে ভাত পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা সিংহলের উপকূল সন্নিহিত জলমগ্ন বণিক্‌পোত হইতে সংগৃহীত বলিয়া কথিত আছে। তাহার দুই শতাব্দী পরেও সিংহলে ধান্যের চাষ এরূপ অল্প হইত যে সম্রাট অশোক তিস্‌সকে বঙ্গদেশ হইতে ১৬০ ভার ধান পাঠাইয়াছিলেন।

একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয়া পণ্ডিতা ক্ষণজন্মা ক্ষনাবতী এই ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি প্রকারে উজ্জৈনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত বরাহের পুত্র মিহিরের সহিত এই রাক্ষসদেশে বিবাহ হয়, কিরূপে তিনি স্বামীসহ ভারতে আগমন করেন এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করেন, কিরূপে জ্যোতিষগ্রন্থগুলি সিংহল হইতে আনিয়া সিংহলী জ্যোতিষ ভারতে প্রচার করেন এবং কৃষি, কালতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক সূত্রগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া খনার বচনের সৃষ্টি করেন, কিরূপে বধূর কৃতিত্বে আত্মসম্মানে আঘাত পাইয়া বরাহ পণ্ডিত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বঙ্গীয়া বধূর প্রাণনাশ করেন— সেই সকল অলৌকিক কথা বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নাই। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য, সন্দেহ ও অসঙ্গতি হেতু আমরা সিংহলে ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাকে গল্প বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু অকারণেও কোন যুগ-যুগব্যাপী সংস্কারবদ্ধ ঐতিহাসিক গল্পের সৃষ্টি বড় হয় না।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গের অতীশ সিংহলে বৌদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান সমাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বোক্ত মহাসেনের পর হইতে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুলবংশের ৬২ জন রাজার কাহিনী ১২৬৬

---

* সিংহলের ভূমি সাধারণতঃ অনুর্ব্বরা। কেবল সমুদ্রের পশ্চিম-দক্ষিণ উপকূলে ও পর্ব্বত-মালার মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্দ্রতা ও বর্ষাবায়ুর শীতোষ্ণতাগুণে প্রচুর ফলোৎপাদক। এখনও এখানে এত অল্প ধান্য জন্মে, যে তাহাতে সিংহলবাসী অন্নাহারীদের কিছুই কুলায় না। এজন্য বঙ্গদেশ হইতে এখানে চাউল আমদানি করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, (সস্ত্রীক)। পৃঃ ৩৪৬

শ্রীযুক্ত অজয়নাথ ঘোষ, (সস্ত্রীক)। পৃঃ ৩৪৭

অব্দে রাজা প্রক্রম বাহুর সময়ে লিখিত হয়। গৃহবিবাদে সিংহল-রাজগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ১০৭১ খৃষ্টাব্দে জনৈক নির্ব্বাসিত রাজকুমার বিজয়বাহু মালাবারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া সিংলের প্রাচীন রাজধানী অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র প্রক্রমবাহু ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত সিংহলের একচ্ছত্র রাজা হন। তিসে্লর পর প্রক্রমবাহুই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সময় বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক উন্নতি সাধন করে। তাঁহার সমসাময়িক বা কিঞ্চিত পরবর্ত্তী সময়ের লোক চাঁদ সওদাগর। তিনি বর্দ্ধমান জেলার মানকর ষ্টেশনের অনতিদূরে চম্পাই নগরে বাস করিতেন। তাঁহার সুবিস্তৃত বহির্বাণিজ্য এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিল। তিনি সেই সকল জাহাজ বিবিধ পণ্যে পূর্ণ করিয়া সিংহল, সুমাত্রা, যব, বলী প্রভৃতি দ্বীপে পাঠাইতেন। চাঁদ সওদাগরের প্রধান পোতের নাম ছিল মধুকর। মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। তাঁহার কথা অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগের কবি দ্বিজ বংশীদাস মনসার ভাসানে লিখিয়াছেন যে চাঁদ সওদাগর সিংহল দ্বীপে ও দক্ষিণে ১৩ দিন মহাসমুদ্রে যাইবার পর ভয়ানক ঝড় উঠে। তাহাতে তাঁহার চৌদ্দ খানি জাহাজ অদৃশ্য হয়। নাবিক কতক গুলি তৈলের পিপা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিলে অল্প সময়ের মধ্যে তৈলে সাগর বক্ষ ব্যাপ্ত হইয়া যায়। তখন চাঁদ দূরে দূরে দেখিতে পান, তাঁহার একখানিও জাহাজ ডুবে নাই। মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর পুথি হইতে জানা যায় ১৫।১৬ খানি অর্ণবপোতে এক একজন সওদাগর একজন মাঝি বা প্রধান পোত চালকের অধীনে গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেন, এবং সমুদ্র পথে সিংহলে ও সিংহলের উপকূল হইতে চৌদ্দ পনের দিন পোত বাহিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও উপদ্বীপে গিয়া বাণিজ্য করিতেন। বহু পোত যে বঙ্গোপসাগরে বিরাজ করিত এবং বঙ্গের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্ত হইতে তৎসমূহ সমুদ্রযাত্রা করিত তাহার উল্লেখ "দশকুমার চরিতে" পাওয়া যায়। হিন্দু প্রভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাণিজ্যপ্রধান বঙ্গের বণিক্‌দিগের গৌরব প্রচারকল্পে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে মনসা মঙ্গলের সৃষ্টি। অনেক কবিই মনসামঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচিত মনসামঙ্গলই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ষোড়শতাব্দীতে লিখিত চণ্ডীকাব্যে আমরা সিংহলের রাজা শালিবাহনের রাজত্বকালে বাঙ্গালী বণিকের সমুদ্রযাত্রা, সিংহল প্রবাস, সিংহলরাজকন্যা সুশীলার সহিত বণিক্ পুত্র শ্রীমন্তের বিবাহে বঙ্গের সহিত সিংহলের বৈবাহিক সম্বন্ধদ্বারা পিতাকে সিংহলের কারাগার হইতে মুক্তিদানের কথা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত দেখিতে পাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত সিংহলের এইরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১১৩-১১২৫ খৃঃ অঃ) শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী নাটকেও দেখা যায়। সিংহল তখন রত্নাবলীর পিতৃরাজ্য ছিল, সিংহলপতি স্বীয় কন্যা রত্নাবলীকে বৎসরাজ উদয়নের সহিত বিবাহ দিবার জন্য মন্ত্রীর সহিত সিংহল হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বরেন্দ্র ভূমির সুবিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ কবি রামচন্দ্র কবিভারতী খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি রেবতী গ্রামে বঙ্গের আদিম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা দ্বিতীয় * প্রক্রমবাহু ১২৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহলে রাজত্ব করেন। কবিভারতী মহাশয় তাঁহারই সময়ে সিংহলবাসী হন। তিনি ধর্ম্ম, পুরাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি কবিত্ব এবং বক্তৃতা শক্তিতে অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত "বৃত্তরত্নাকর পঞ্জিকা" হইতে জানা যায় তিনি ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে লঙ্কায় গিয়াছিলেন। তথায় সিংহলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাহুল সংঘরাজের সহিত জয়বর্দ্ধনপুরে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কবিভারতী মহাশয় তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং সমগ্র ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন। দীক্ষার পর তিনি ভক্তিশতক নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। রাজা প্রক্রমবাহু এই কাব্য পাঠে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুবর্ণ পদক ও "বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী" এই উপাধিতে ভূষিত করিয়া সিংহলের সমস্ত বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মোপদেশকের পদে বরণ করেন। আচার্য্য রামচন্দ্র বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী এই সময় হইতে সমগ্র সিংহলে বুদ্ধ ঘোষের ধর্ম্মমত সুপ্রচারিত করেন। পরে তিনি "বৃত্তমালা" নামে একখানি ছন্দো গ্রন্থ এবং কবি কেদারভট্টকৃত "বৃত্ত-রত্নাকর" নামক সুপ্রসিদ্ধ ছন্দো গ্রন্থের এক সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন। শাস্ত্র

জ্ঞান, গভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ কবিত্ব শক্তি, প্রভৃতি গুণে এবং উন্নত পবিত্র চরিত্রবলে কবিভারতী মহাশয় লঙ্কাধিপতির নিকট এবং বৌদ্ধ জগতে যেমন সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, সমগ্র সিংহলবাসীর নিকট তেমনি দেবতা-জ্ঞানে পূজা পাইয়াছিলেন। তিব্বতে যেরূপ বঙ্গগৌরব শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, চীনে যেরূপ শীলভদ্র, তদ্রূপ বাঙ্গালী রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলের যুগপ্রবর্ত্তক, অবতার-কল্প মহাপুরুষের স্থান অধিকার করিয়া জন্মভূমির চিরগৌরবের পাত্র হইয়া আছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় আমাদের পত্রের উত্তরে কবিভারতী মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লেখেন,—

"আপনার পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি যাহা জানিয়াছি তাহা লিখিতেছি—বাঙ্গালী কবি রামচন্দ্র কবি-ভারতীর কথা এখনো কোন সিংহলী স্থবির ভুলেন নাই; সসম্মানে তাঁহার নাম করেন। তিনি যে বিহারে বাস করিতেন ঐ বিহারের নাম তোটগম পুরাণ বিহার। উহা হিক্কডুবে নামক ষ্টেশন ও পোষ্ট অফিসের এলাকার মধ্যে। সেখানকার বর্ত্তমান বিহারাধিপতির নাম এম, শ্রীমেধঙ্কর মহাস্থবির। বিহারটি প্রাচীন। কবি ভারতীর স্মৃতির সহিত জড়িত। তাঁহার কীর্ত্তি এখন গ্রন্থরূপে বর্ত্তমান। তৎকৃত বৃত্তরত্নাকরের টীকা এখানকার শিক্ষার্থীদের পাঠ্য ও পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদৃত। আর একখানি তাঁহার রচিত "ভক্তিশতক" নামে বই আছে। গ্রন্থখানি খুব উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার চলন নাই।

"কবি ভারতীর ভক্তিশতক আমি পাঠ করিয়াছি উহা আমার কাছে (বাড়িতে) আছে। * * ঐ পুস্তকের দেবনাগর অক্ষরে একটি সংস্করণ দোডং ডুবে শৈল বিম্বারামাধিপতি চন্দ্রকীর্ত্তি শীলস্কন্ধ স্থবির মহাশয় বাহির করেন। আর একটি সংস্করণ এই কলেজের অধ্যাপক ৺দেবরক্ষিত সিংহলী অনুবাদ সহ সিংহলী অক্ষরে বাহির করেন। এ সংস্করণ আমি দেখি নাই। কবি ভারতীর আত্মপরিচয় বৃত্তরত্নাকরের টীকায় এইরূপ—

শ্রীমদ্রাহুলপাদত স্ত্রিপিটকাচার্য্যাদ্ গুরোর্নির্ম্মলং
বৌদ্ধং শাস্ত্রমধীত্য যস্ত শরণং রত্নত্রয়ং শিশ্রিয়ে।

---

* কোলম্ব, ১লা মাঘ, ১৩৩০ তারিখের পত্র।

যো বৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী পদবীং লঙ্কেশ্বরালব্ধবান্
স শ্রীমানিহ সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণো ব্যাখ্যামিমাং ব্যাতনোৎ ॥

* * * *

ভারদ্বাজ কুলোদ্ভবাভি জননী দেবীতি নাম্নী সতী
শ্রীকাত্যায়ন বংশজো গণপতি র্ধীমান্ পিতা মে প্রভুঃ।
সোদর্য্যৌ তু হলায়ুধশ্চ গুণিনা বাঙ্গীরসশ্চানুজৌ
গ্রামো মে চিরবাটি কোঽথ বিবুধানন্দো মুকুন্দাশ্রমঃ ॥

* * *

শ্রীমৎ সৌগত বৎসরে নব নিধি দ্বারেন্দু সংখ্যে, তিথৌ
দ্বাদশ্যাং, শশিবাসরে, শ্রবণভে, মাঘস্য পক্ষে পরে।
লঙ্কায়ায়াং জয়বর্দ্ধনাখ্য নগরে বিদ্বদ্‌ব্রজানাং কৃতে
স্থিত্বেমামপি পঞ্জিকা মকরবং ভূত্যৈ কবি তৈষিণাম্ ॥†

শীলস্কন্ধ স্থবির এদেশে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিখ্যাত। ৺শরৎচন্দ্র দাস, ইঁহার দ্বারা তাঁহার প্রবর্ত্তিত বুদ্ধিষ্ট টেক্সট্ সোসাইটি হইতে "বিশুদ্ধি মার্গের" কিয়দংশ, এবং ৺সতীশ বিদ্যাভূষণও কিছু কিছু প্রবন্ধাদি বাহির করান। দুঃখের বিষয় প্রায় পনের দিন* হইল ইনি স্বর্গগত হইয়াছেন। * * * বৃত্ত-রত্নাকরের প্রতি অধ্যায়ের শেষে আছে—

ইতি শ্রীশাক্যমুনে ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য পরমোপাসকেন গৌড়দেশ বাস্তব্যেন শ্রীবৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তিনা ভূসুরেনাচার্য্যেন বিরচিতায়াং বৃত্তরত্নাকর টীকায়াং * * * নাম * * * অধ্যায়ঃ।

কিন্তু উক্ত স্থবির মহাশয় মুখবন্ধে "গৌড়" শব্দের পরেই ব্রাকেটে (পঞ্জাব) শব্দ দিয়া মারাত্মক ভ্রম করিয়া বসিয়াছেন। আরো দু একটি এইরূপ ভুল আছে, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—তিনি শুধরাইয়া দিবেন বলেন কিন্তু আকস্মিক পীড়ায় তিনি পরলোকগত হইয়াছেন।

---

† শিলস্কন্দ স্থবির প্রকাশিত দেবনাগর অক্ষরের এডিসন—বি. বি, গোস্বামী।

* ৫ই ফল্গুন, ১৩৩০ তারিখের পত্র।

যাহা হউক উক্ত বংশ পরিচয় হইতে আমরা পাইলাম—
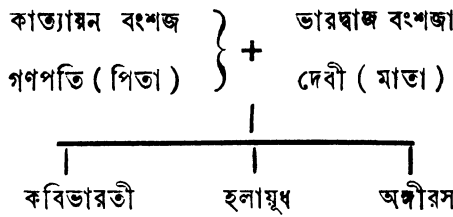
গ্রামের নাম বিরবাটিক, মুখবন্ধে স্থবির মহাশয় লিখিয়াছেন 'বীরবাটিক সম্ভবতঃ ছন্দের অনুরোধে 'বীর' 'বির' হইয়া গিয়াছে। যখন বাঙলা দেশের গ্রাম তখন বোধ হয় গ্রামের নাম 'বীরবাড়ি' হইতে পারে। শেষে সংস্কৃতের জোরে বীরবাটিক হইতে 'বিরবাটিকাতে পরিণত হইয়াছে। আমি ইতিহাস জানি না সুতরাং ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার মীমাংসা করিবেন। তবে গ্রামের 'বিবুধানন্দ' ও 'মুকুন্দাশ্রম' দুইটি বিশেষণের দ্বারা বুঝা যায় যে গ্রামটি পণ্ডিত বহুল ও বৈষ্ণবপ্রধান ছিল। বিশেষতঃ ভ্যক্তিশতক বৌদ্ধগ্রন্থ হইলেও ইহা হইতে বৈষ্ণবভাবের অনেক ধরণ দেখা যায়। আর কবিভারতী বৃত্তরত্নাকরের টীকাতে গীত গোবিন্দ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ হইতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ের অনেক উদাহরণ তুলিয়াছেন। যেগুলি নিজে রচনা করিয়া দিয়াছেন সেগুলি সবই প্রায় পরাক্রমবাহু রাজার ও রাহুল নামক স্থবিরের গুণ বর্ণনা।

এখানে পরাক্রমবাহু নামে অনেকগুলি রাজা রাজত্ব করেন। অধিকাংশ লোকের মতে ইনি ৬ষ্ঠ পরাক্রমবাহু। ইঁহার রাজধানী জয়বর্দ্ধনপুর, কোলম্বের কাছে, বর্ত্তমান নাম 'কোট্টে'। কোট্টে সিংহলী ভাষায় কেল্লাকে বুঝায়। এই কেল্লা ও রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও রহিয়াছে। ইঁহার মাতার নাম সুনেত্রা দেবী ও পত্নীর নাম সুভদ্রা দেবী। তাঁহাদের নামে সুনেত্রারাম ও সুভদ্রারাম নামক দুইটি বিহার করান। এই বিহার দুইটি আজিও আছে। সেখানে স্থবিরেরা বাস করেন (আমিও দুই এক দিন করিয়া বাস করিয়া আসিয়াছি) এবং রাজপ্রদত্ত জমিজমাও ভোগ করেন।

রাহুল স্থবির তোটগম নামক স্থানে (তোট—তীর্থ, গম—গ্রাম, তোটগম —তীর্থগ্রাম) থাকিতেন। তাহা কোলম্ব হইতে দূরে।

এখানকার মত—কবিভারতী ভিক্ষু হন নাই গৃহস্থই ছিলেন তবে, নিজের

পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বলে সকলের মাননীয় হইয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় আরো কোন পুস্তক লিখিয়াছিলেন নহিলে 'ইমামপি' এখানে অপি শব্দের মানে কি?

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর কয়েক শত বৎসরের মধ্যে কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর সিংহলবাসের সংবাদ আমরা পাই নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা নবম প্রক্রমবাহু যখন দক্ষিণ সিংহল শাসন করিতেছিলেন, তখন উত্তর সিংহলের রাজধানী জাফনাপত্তনে মালাবারীরা রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই সময় পর্ত্তুগীজ লরেঞ্জোর জাহাজ দক্ষিণের গল বন্দরে উপনীত হয়। এখানে য়ুরোপীয় আবির্ভাবের সেই সূত্রপাত। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে লোকোসেরেজ কোলম্বতে আসিয়া প্রক্রমবাহুর অনুগ্রহভাজন হইয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লন। তখন হইতে ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যকুঠী, দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পর ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ মালাবারীদের নিকট হইতে উত্তরের জাফনা রাজধানী হস্তগত করেন। এই সময় কাণ্ডীর রাজা বিমলবর্ম্মা ওলন্দাজদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ হন। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের রাজ্যলিপ্সায় ভীত হইয়া কাণ্ডীরাজ রাজসিংহ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য ওলন্দাজ-দিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে ওলন্দাজরা পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত দুর্গ-গুলি কাড়িয়া লইয়া আপনারাই অধিকার করিয়া বসেন। কাণ্ডীরাজ আবার তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরেজ শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন। পরিণামে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বাহাদুর সমগ্র সিংহল গ্রাস করিয়া বসেন। তদবধি সিংহল ১৮৩১ অব্দ হইতে একজন গবর্ণরের অধীনে শাসিত হইতেছে।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কাণ্ডীর রাজার আদেশে ১২৬৬ হইতে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহলের ইতিহাস লিখিত হয়। ইংরেজাধিকারের দুই বৎসর পরে টার্ণার সাহেব প্রাচীন 'মহাবংশ' অবলম্বন করিয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "Epitome of the History of Ceylon" রচনা করেন। সিংহলে বৌদ্ধ প্রভাব আজিও বিদ্যমান থাকিলেও দুই শতাধিক বৎসরের য়ুরোপীয় সংস্রবে লঙ্কা-বাসীর সংস্কার আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানের লোকেরা ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ নামের খুবই পক্ষপাতী। কাহারও কাহারও দেশীয় নামের সহিত য়ুরোপীয় নামও যুক্ত করা হয়। বাহিরে ত কথাই নেই, গৃহের মধ্যে

উৎসবানন্দে কলহ বিবাদেও ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিতে গৃহস্থের সঙ্কোচ বোধ হয় না। এক্ষণে সিংহলের আদিমবাসীরা ব্যাধ সম্প্রদায় বলিয়া উক্ত হয়। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। তাহাদের পরবর্ত্তী এবং খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের বাঙ্গালীদের বংশধরগণ যাহারা সিংহলী বলিয়া উক্ত তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৯০ সহস্র। মুরদিগের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার। য়ুরোপীয় অধিবাসী ও প্রবাসীর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ, মালয় ১১ হাজার, তামিল ১০ হাজার, বিভিন্ন দেশীয় বণিক্‌গণ প্রায় ৭।৮ হাজার। এই সাত আট সহস্র বণিকের মধ্যে বাঙ্গালী বণিকের সংখ্যা গণনার মধ্যেই আসে না। জগতের আর সকলেই ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় সিংহলবিজেতা বিজয়সিংহের স্বদেশীয় এবং ধনপতি, চাঁদ, শ্রীমন্তের স্বজাতি বাঙ্গালী বণিকের অভাব এখানে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

বর্ত্তমান যুগের কোন কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর স্মৃতি সিংহলের সহিত জড়িত আছে। স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডীভ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকতা হইতে দীর্ঘ অবসর লইয়া বিলাত যাত্রা কালে ৫০ বৎসর বয়সে লঙ্কার মৃত্তিকায় দেহরক্ষা করেন। আজ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে নব্যভারত (১৩০৫, ও ৩৭৩) একজন সিংহলপ্রবাসী বাঙ্গালীর সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি সিংহল ভাষায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন যে সমগ্র সিংহলের মধ্যে তিনি সিংহলী ভাষায় প্রধান লেখক বলিয়া বিবেচিত হন। বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "অন্তঃপুর" (১৩০৭) লিখিয়াছিলেন "শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ভদ্রলোক বহু বৎসর হইতে সিংহলে চাউলের আড়ৎ স্থাপন করিয়া সাধুতাগুণে সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতেছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ. পি. এচ. ডি. মহাশয় বিদ্যোদয় কলেজের বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সিংহলী পালী ভাষা অধ্যয়নার্থ কিছুকাল সিংহলপ্রবাসী হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ১৮৯৭ অব্দে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া রায় শরচ্চন্দ্র দাশ বাহাদুরের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ণের ভার গ্রহণ করেন। ১৯১০ অব্দে তিনি

সিংহলে, আসিয়া পালি ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহার প্রণীত পালি ব্যাকরণ, আত্মতত্ত্বপ্রকাশ, ন্যায়দর্শনের ইংরেজী অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। অভিধানপ্পদীপিকার বাঙ্গালা সংস্করণকার চট্টগ্রাম নিবাসী বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সদ্ধর্ম্মবিশারদ স্থবির শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ স্বামীও সিংহলের বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য বহুদিন সিংহল প্রবাসে ছিলেন। সিংহলের প্রধান পুরুষ, জননায়ক পুণ্যম্বলম্ কে, সি, সি, এম, জির প্রাইভেট সেক্রেটারী বরিশালের স্বনামপ্রসিদ্ধ দেশনায়ক অশ্বিনীবাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার বসু মহাশয় প্রমুখ অল্প কয়েকজনমাত্র বিশিষ্ট বাঙ্গালী বর্ত্তমানে সিংহল প্রবাসী হইলেও এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহু বাঙ্গালীই সিংহলের স্থায়ী অধিবাসী বা প্রবাসী হইলেও, সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী কবিভারতী মহাশয়ের পরই বঙ্গগৌরব জগদ্বিখ্যাত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বামীজীর নাম সর্ব্বাগ্রেই স্মৃতিপথে উদয় হয়। পাশ্চাত্য জীবনে পাশ্চাত্য ধর্ম্মসংস্কারে যুগান্তর আনয়নকারী আমেরিকার সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মহাসভার বিশ্ববিজয়ী বীর ১৮৯৭ অব্দে য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সিংহলের কলম্বো সহরে প্রথম পদার্পণ করেন। তাঁহার দীক্ষা ও উপদেশে অনুপ্রাণিত একনিষ্ঠ শিষ্যত্রয় এবং বৃদ্ধ কাপ্তেন সেভিয়ার ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী মিষ্টার গুড়উইন্ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেইদিন ভারতের তথা বঙ্গের এক বিশেষ স্মরনীয় দিন। সংবাদ পত্রের পাঠকগণ সকলেই জানেন কলম্বোর হিন্দুসমাজ স্বামীজির অভ্যর্থনার জন্য যে অভ্যর্থনা সমাজ গঠন করে তাহার দুইজন সদস্য, স্বামীজির জনৈক গুরুভ্রাতা এবং হারিসান নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাহেব জাহাজে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার জন্য পূর্ব্বে হইতে ষ্টীম লাঞ্চ প্রস্তুত ছিল; কূলে পৌছিবার কালে সহস্র সহস্র সিংহলবাসী তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। যে পথ দিয়া গাড়ী করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট বাংলায় লইয়া যাওয়া হয় তাহার প্রবেশ পথে এক বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়া নারিকেল বৃক্ষ শাখা পত্র ও পুষ্পের দ্বারা "Welcome (স্বাগত) লিখিত এবং ঐ রাস্তা হইতে বাংলা পর্য্যন্ত ছিন্ন তালপত্রদ্বারা শোভিত হইয়াছিল। বাংলার প্রবেশ-মুখে পূর্ব্ববৎ আর একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বাংলায় বহু হিন্দুর

সমক্ষে সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় কুমারস্বামী মহাশয় একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। এবং পরদিন তথায় স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য ধনী দরিদ্র পণ্ডিত অপণ্ডিত বহুলোকের সমাগম হইতে থাকে। এই সময় স্বামীজীর সম্মানের জন্য উক্ত বাংলার—"বিবেকানন্দ মন্দির" এই নাম রাখা হয়। তিনি যে কয়দিন সিংহলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন সেই কয়দিনই অসংখ্য ব্যক্তি তাহাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। তিনি সমগ্র সিংহলবাসীর এমন দুর্লভ দর্শনীয় হইয়াছিলেন যে লঙ্কার প্রধান প্রধান স্থান দেবালয় প্রভৃতি দর্শনোদ্দেশে বাহির হইলেই পথে মহাসমারোহ ব্যাপার হইত। অসংখ্য লোক তাহার অনুসরণ করা ব্যতীত প্রত্যেক হিন্দুর গৃহের দ্বারদেশ প্রধানতঃ কলম্বের তামিল পল্লীর পথে প্রতি গৃহদ্বার আলোকমালা ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। এখান হইতে তিনি সিংহলের প্রসিদ্ধ শৈলনিবাস কাণ্ডিতে গমন করেন, তথায় কাণ্ডিবাসীরা দেবমন্দিরের চিহ্নিত পতাকা বসাইয়া বাদ্য ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে স্বামীজীকে মহাসমারোহের সহিত নির্দ্দিষ্ট সভামণ্ডপে লইয়া গিয়া অসংখ্য লোকের সমক্ষে অভিনন্দন পাঠ করেন এবং ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন। অতঃপর জাফনা প্রভৃতি স্থান হইয়া স্বামীজী অনুরাধাপুরে গিয়া উপস্থিত হন। এই অতি প্রাচীন—প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সুপ্রসিদ্ধ বৃহত্তম নগরের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ, তথাকার বৌদ্ধকীর্ত্তি বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ, তৎসাময়িক স্থাপত্য শিল্প-নিদর্শনাদি—প্রাচীন সরোবর—দাগোবা নামক প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ সমূহ দর্শন করিবার পর সেই বোধিবৃক্ষ তলে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে স্বামীজী উপাসনা বিষয়ে ইংরজীতে এক বক্তৃতা করেন। দোভাষিগণ তাহা তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে থাকেন। এইরূপে তিনি সিংহল দ্বীপের নানাস্থানে অভ্যর্থিত এবং লোকের পূজাপ্রাপ্ত হন। হিন্দুগণ স্বামীজীকে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। জাফনার প্রত্যেক রাজপথ এমন কি প্রত্যেক গৃহ নানারূপে সজ্জিত হওয়ায় সহরে এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল এবং সন্ধ্যায় যখন সারি সারি মশাল জ্বালিয়া সেই আলোক মালায় শোভাযাত্রা করিয়া স্বামীজীকে হিন্দুকলেজ প্রাঙ্গনে বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার দর্শনপ্রয়াসী প্রায় পঞ্চদশ

সহস্র লোকের সমাগমের মধ্যে তপোদীপ্ত পবিত্র মূর্ত্তি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদিত হয়, তখন সে দৃশ্য কিরূপ চিত্তোন্মাদী হইয়াছিল, জননী জন্মভূমির গৌরবের সেই এক স্মরণীয় মহাদিন গিয়াছে। যাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে সিংহলে কেহই চিনিত না, তাঁহার এই অভ্যর্থনা বঙ্গের ও সিংহলের ইতিহাসে চিরাঙ্কিত থাকিবে। এখান হইতে স্বামীজী দেশীয় জাহাজে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়া সঙ্গিগণসহ মাদ্রাজ প্রদেশের পাম্বান নামক স্থানে অবতরণ করেন। সিংহলে তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে যে প্রভাব সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিলেম তাহার ফলে তথায় অল্পদিন পরেই রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সন্ন্যাসী শিবানন্দ স্বামী গিয়া কিছুদিনের জন্য কার্য্য করেন এবং সিংহলে বিবেকানন্দ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়।

বর্ত্তমান সিংহলপ্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে কলিকাতা বরাহ নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গবর্ণমেণ্টের বৈদ্যুতিক সংবাদ বিভাগের সহকারী এঞ্জিনীয়র পদে কর্ম্ম লইয়া ১৯১৭ অব্দ হইতে সিংহলবাসী হইয়াছেন। কলম্বো সহর হইতে কিছুদূরে "বেলাবও" নামক স্থানে তাঁহার বাস। তিনি এখানে সপরিবারে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরও টেলিগ্রাফ ইন্‌স্‌পেক্টরের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিংহল প্রবাসী হইয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতন হইতে কোলম্ব বিদ্যোদয় ওরিএণ্ট্যাল কলেজে প্রেরিত হইয়া কিছুকাল সিংহলবাস করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণের সহিত সিংহলী ভাষাতে যখন কথা কহেন তখন তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া চেনা কঠিন হইয়া উঠে। তিনি অতিশয় স্বজাতিবৎসল ও আতিথ্যপরায়ণ। প্রতি রবিবার তাঁহার বাসায় নূতন নূতন অভ্যাগত বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সিংহল হইতে যাঁহারা দেশান্তরে গমন করেন অথবা সিংহল হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্ততঃ একদিনও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় অভ্যর্থিত হন। তাঁহার গৃহে বাঙ্গালা ও ইংরেজী পুস্তকের সুন্দর সংগ্রহ আছে। তিনি স্বয়ংও ঐ দুই ভাষায় একজন সুসাহিত্যিক। বাঙ্গালী-বিরল বিদেশে কাজকর্ম্মের ভিড়ের মধ্যেও মাতৃভাষার এরূপ নীরব সেবা

প্রশংসনীয় এবং সকলেরই অনুকরনীয়। আতিথ্য সৎকারে এবং সাহিত্য সেবায় তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিনীও তাঁহারই অনুরূপা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সিংহল গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। অনেক সাহেব সুবা ইহার কলমকে রীতিমত আশঙ্কা করিয়া চলেন।

কোলম্ব মহাবোধী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসিয়াছিলেন একজন বঙ্গমহিলা—মিস্ গাঙ্গুলী এম, এ। সিংহলের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ প্রবাসীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অজর নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডাক্তার প্রভাত চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী অন্যতম। মণীন্দ্রবাবু তাঁহাদের পরিচয় ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দিয়াছেন। অজর নাথ ঘোষ মহাশয় মৈসুরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৩২৭ সালে গলের পরমানন্দ স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তিনি সিংহলের নানা স্থানের স্কুলে শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়া এক্ষণে কাণ্ডি সহরের নিকট নওয়াল পিটিয়ার অনুরুদ্ধ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। মণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"অনুরুদ্ধ কলেজটি ঘোষ মহাশয় তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় গড়িয়া তুলিতেছেন। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয় কেবল পাঠশালার আকারে ছিল। তাঁহার চেষ্টায় এখন ইহা সেকেণ্ড গ্রেড স্কুলে পরিণত হইয়াছে। এই কাজে তাঁহাকে নানা বাধা পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিয়া যান নাই। * বিদ্যালয়ের নিজস্ব অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। * বাড়ীর নক্সাতে ঘোষ মহাশয় সিংহলের প্রাচীন স্থাপত্যের সাহায্য লইয়াছেন। * ঘোষ মহাশয়কে প্রথম হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইতেছে। বিদ্যালয়টি সমাপ্ত হইলে বাঙ্গালীদের কিছু বলিবার থাকিবে।

ভূপেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত এম, বি, মহাশয় ১৯২৪ অব্দে চিকিৎসা বিভাগে কর্ম্ম লইয়া সিংহল প্রবাসী হন। প্রথমে কলম্বো প্রবাসে থাকিয়া এক্ষণে সিংহলের দক্ষিণ প্রদেশের হেল্‌থ অফিসার হইয়া গল সহরে বাস করিতেছেন। তিনি বরিশালের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় করুণা কুমার দাস গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র।

---

* দক্ষিণ ভারতের মৈসুর অংশে দ্রষ্টব্য।

বিক্রমপুর তেলীরবাগ তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান। তিনি ১৯১৩ অব্দে ঢাকা কলেজ হইতে বি, এস্, সি, পাশ করিবার পর মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং এম, বি, পাশ করিয়া প্রথমে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। অল্পদিন পরেই তিনি বিখ্যাত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিভাগে যোগ দেন এবং যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নানা স্থান হইয়া মেসোপটেমিয়া গমন করেন। এখান হইতে তিনি পারস্য ও দক্ষিণ রাশিয়াতেও যান। অতঃপর তিনি দুই বৎসর সামরিক বিভাগের কাজ ত্যাগ করিয়া শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। এখানে ডি, টি, এম; এচ, ডি, পি, এচ; এম, আর, সি, পি ও এল্, এম, ডিগ্রী লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডে থাকিবার কালে কলম্বোর একজন হেল্‌থ্ অফিসারের প্রয়োজন হইলে তিনি কলোনিয়াল সেক্রেটারীর নিকট ঐ পদের জন্য আবেদন করিয়া ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী নিবারণের জন্য তিনি ট্রিনকোমালে, গল, কাওয়াগাম, হামবানটোটা প্রভৃতি স্থানে যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য সিংহলের সংবাদ পত্রাদিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন।

বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বাবু হেমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ১৯২৩ অব্দে ১৮ বৎসর মাত্র বয়সে সিংহল প্রবাসী হন। তিনি এখানে টেলিগ্রাফের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বেতার বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন।

দুই বৎসর মাত্র হইল স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভ্রাতুস্পুত্র ডাঃ প্রভাত চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ডি, এস, সি, সিংহল প্রবাসী হইয়াছেন। তিনি ১৯২০ অব্দে উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে গবেষণার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করিয়া রয়াল কলেজ অব সায়েন্সে প্রবেশ করেন। ১৯২৪ অব্দে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ডি, এস্, সি, ও পি, এচ, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডবল ডক্টরেট ডিগ্রী ও হাক্‌স্লী সুবর্ণ পদক পুরস্কার ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই অব্দে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্সেন পুরস্কার ও বৃত্তি, মোসলে পুরস্কার ও বৃত্তি এবং কার্ণেগী বৃত্তি প্রভৃতি ছয়টি পুরস্কার লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে ডাক্তার প্রভাত চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান প্রাপ্ত হন। তাঁহার উচ্চাঙ্গের গবেষণার জন্য পরীক্ষকগণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি ছয় বৎসর কাল

বিলাতে ও য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গায় থাকিয়া উদ্ভিজ্জানুতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত দিগের সহিত ল্যাবরেটরীতে কার্য্য করিয়া এবং উদ্ভিদের বংশানুবৃত্তি (Heridity of plants) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাত্মক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া যশোলাভ করেন। সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ খালি হইলে এগার জন প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেক্রেটরী অব ষ্টেট কর্ত্তৃক ডাঃ সর্ব্বাধিকারীই মনোনীত হন।* এখানে আসিবার ছয় মাস পরে Congress of the universites of the Empire, British Association meeting in the advancement of Science, Academy of Science প্রভৃতি বিজ্ঞান মহাসভা সমূহে যোগদান করিবার জন্য সিংহল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে লণ্ডন ও প্যারীতে পাঠাইয়া দেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এখানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটি (Royal Society) তাঁহার গবেষণার জন্য তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।†

আমরা মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে আরও জানিতে পারিয়াছি যে স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয় সুধাংশু নাথ বসু সিংহলের প্রসিদ্ধ দেশনায়ক স্যর রামনাদনের প্রাইভেট সেক্রেটরী হইয়া প্রায় দুই বৎসর সিংহলে ছিলেন। জাফনার মনিপ্পা হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা করিতে ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার ঘোষ, এম, এস, সি, মহাশয়, জাফনা হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র সেন এম, এ, কারা দ্বীপ হিন্দু হাইস্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন, বি, এ, এবং দোডানডুয়া প্রিয়রত্ন হাইস্কুলের শিক্ষকতা করিতে ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ, মহাশয় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সিংহলপ্রবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অল্পদিন পরেই অন্যত্র গমন করেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কয়েক বৎসর হইল, আনন্দ কলেজের কলাধ্যাপক হইয়া সিংহল প্রবাসী হইয়াছিলেন। নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার ভিতর দিয়া জাতীয়

* আনন্দবাজার, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

† প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

শিক্ষা-সভ্যতার প্রচারে তিনি সাহায্য করিতেছিলেন। কলম্বোর এই কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্বভারতীর নিকট একজন শিক্ষক চাহিয়া পাঠাইলে, মণীন্দ্র-বাবু মনোনীত হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই চিত্রের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক একটা ঝোঁক ছিল। তাহারই ফলে, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ে আন্তরিক যত্নের সহিত অধ্যাপক অসিতকুমার হালদার-মহাশয়ের নিকট চিত্রশিল্প শিক্ষারম্ভ করিয়া তিনি বিশ্বভারতীর কলাভবনেই তাহার সমাপ্তি করেন।

মণীন্দ্রবাবু শান্তিনিকেতন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়া চারি বৎসর ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু বি-এ পরীক্ষা না দিয়াই পুনরায় শান্তি-নিকেতনে আসিয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিকট চারি বৎসর শিল্প শিক্ষালাভ করেন। চিত্র ব্যতীত তক্ষণশিল্প (wood cut) এবং প্লেটএন্‌গ্রেভিংএ (bas-relief) মূর্ত্তি খোদাই শিল্পে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নকালেই তিনি ছোট ছোট ছেলেদের চিত্রের ক্লাশে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার চিত্র ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতা, ঢাকা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, গুজরাট, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত, আদৃত এবং প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়াছে। অনেক বিক্রয়ও হইয়াছে। তাঁহার প্লেট-খোদাই মূর্ত্তি অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভী, স্বর্গীয় পিয়ার্সন্ সাহেব, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি-লিট, অধ্যাপক তারাপরওয়ালা, মিস্ ম্যাক্‌লিয়ড (বেলুড় মঠ), প্রমুখ গুণজ্ঞগণ গ্রহণ করিয়াছেন। মণীন্দ্রবাবুর চিত্র বঙ্গে প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রের এবং দক্ষিণ ভারতে "মাদ্রাজ-মেলের" ভিতর দিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। কলাজগতে ঐসকল পত্রিকায় এবং "Current Thought"এ মণীন্দ্র-বাবুর বাঙ্গালা ও ইংরেজী প্রবন্ধাবলী ভারতীয় চিত্রকলা সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছে। কোন কোন প্রবন্ধ তেলেগু ও সিংহলী পত্রিকায় অনূদিত হইয়াছে। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজ সূক্ষ্মশিল্প প্রদর্শনীতে তাঁহার "কবি" নামক চিত্রের জন্য তিনি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছিলেন। পরে, মিসেস্ এ, ই, আদেয়ার (Mrs. A. E. Adair) য়ুরোপের একটি প্রদর্শনীর জন্য ঐ চিত্রটি লইয়া যান।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। পৃঃ ৩৪৯

শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় আন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় শিল্পাচার্য্য হইয়া আসিয়া ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে স্থানীয় সংস্কার যেরূপ দেখিয়াছিলেন, মণীন্দ্র-বাবু সিংহলের আবহাওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রতিকূল দেখিয়াছেন। তাহার কারণ, এদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা বড় ভাল নহে। বাঙ্গালী-নিন্দুক মেকলে সাহেব যেমন তাঁহার সম-সাময়িক বানিয়ান, দোভাষ, খানসামা, বাবুর্চ্চী প্রভৃতির চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া বাঙ্গালী-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, সিংহলীরাও তদ্রূপ তামিল কুলী এবং বণিক্‌দের দেখিয়া ভারতীয়দের সম্বন্ধে মত পোষণ করিয়া থাকে। মণীন্দ্র-বাবু এদেশে অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং দেশবাসীদের সহিত খুব মিলিয়া দেখিয়াছেন,—এখনও তাঁহাদের দেশাত্ম-বোধ কিছুমাত্র জাগে নাই। ভারতীয় চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি এদেশে যে তেমন কদর (appreciation) পান নাই, তজ্জন্য নহে; তিনি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখানে অনেকের বিশ্বাস, যাহা কিছু দেশীয় সবই খারাপ, আর যাহা কিছু য়ুরোপীয় সব ভাল। এমন-কি তাঁহাদের নব্য ভারতীয় চিত্রশিল্প, দেশীয় ভাব, দেশীয় পোষাক তাঁহাদের প্রশংসা জাগাইতে পারে নাই। সিংহল ভালমন্দ বিচার না করিয়া য়ুরোপীয়দের হুবহু নকল করিতে শিখিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে যে, একজন ভদ্রলোকের (gentle-man) হ্যাট, কোট, টাই পরিধান করাই চাই।

মণীন্দ্র-বাবু কলম্বোর প্রদর্শনীতে তাঁহার নিজের ও ছাত্রদের ছবি পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁহাদের চিত্র যেরূপ প্রশংসা ও স্থান লাভ করিয়াছে, এখানে তদ্রূপ হয় নাই। তিনি বলেন, এখানে আর্ট, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি লোকের বিশেষ আগ্রহ নাই। সুতরাং এই আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া তিনি সিংহলীদের ভারতীয় চিত্রকলানুরাগ কতদূর বৃদ্ধি করিতে এবং তাহার ভিতর দিয়া ভারতীয় cultureএ দ্বীপবাসীদের কতটা অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। "নিউইণ্ডিয়া" পত্র লিখিয়াছেন—

"Babu P. K. Chatterjee is art master in···Musalipatam and Babu M. B. Gupta in the Ananda College, Colombo. They are helping to good effect in the needed works of

restoring and developing the true Indian art instead of wasting time in shaddy imitation of foreign methods" (New India, 1st April, 1926.)

তাৎপর্য্য—"বাবু প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মছলিপিত্তনের কলাধ্যাপক এবং বাবু মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কলম্বোর আনন্দ কলেজের কলাধ্যাপক। তাঁহারা প্রকৃত ভারতশিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির প্রয়োজনীয় কার্য্যে সফল সাহায্য করিতেছেন; বিদেশী প্রণালীর বাজে অনুকরণ করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন না।"

মণীন্দ্র-বাবু সিংহলীদের উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কলা ও সাহিত্য এই উভয় ক্ষেত্রেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি আর্ট সম্বন্ধে মাসিক ও দৈনিক কাগজপত্রে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাদের মধ্যে এসকল বিষয়ে একটা অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। এবং "The Librarian, "Ananda Review" "The Ceylon Theosophical News" The Morning Leader" প্রভৃতি পত্রে তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতেছে। "Buddhist Chronicle" এ তাঁহার চিত্র-শিল্প-নিদর্শনও বাহির হইয়াছে।

মনীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ যে তাঁহাদের ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা দান করেছে, তাঁরা যে ভারতবর্ষেরই লোক—সিংহলে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন, সে-কথা তাঁরা পরিষ্কার ভুলে গেছেন। আমাদের, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীদের কর্ত্তব্য, সে-সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপন করা। কারণ, বাঙ্গালী রাজ কুমার বিজয় সিংহই প্রথম লঙ্কা দ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগ স্থাপন করেন। "লাইবেরীয়ান্" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় তুঙ্গ তাঁর পত্রিকার ভিতর দিয়ে ভারতের সহিত যোগ স্থাপন করতে চান। "লাইব্রেরীয়ান্" এধরণের একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বাঙ্গলার যাঁরা সিংহলের সহিত যোগ রাখতে ইচ্ছুক, তাঁদের এ পত্রিকাকে প্রবন্ধাদি দিয়ে সাহায্য এবং উৎসাহিত করা উচিত। এখানে যাঁরা বয়স্ক তাঁদের কাছ থেকে কিছু আশা নাই। ছোট বালকেরা যারা এখনও তরুন, তাঁদের ভিতর দিয়ে সিংহলের নতুন জীবনকে জাগিয়ে তুলতে হবে। একাজের পুরোহিত হবে বাঙ্গালী।"

মনীন্দ্র বাবু কিছুদিন হইল সিংহল ত্যাগ করিয়া আহম্মদাবাদের অম্বালাল সারাভায়ের পারিবারিক কলা শিক্ষক (Art tutor) নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী কক্কর ব্রাদ্রার্সের কার্য্যে একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ব্যবসায়ের খাতিরে সিংহল প্রবাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে সিংহলে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই অল্প।

বহু বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুও সিংহলে বাস করেন। তাঁহারা দুই তিন বৎসরের জন্য অধ্যয়ন করিতে আসেন এবং পাঠশেষে প্রস্থান করেন। অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় যখন বিদ্যোদয় কলেজে ছিলেন, সেই সময় একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ ছাত্র তথায় ছিলেন। তাঁহার নাম ভিক্ষু বিমলানন্দ। অন্য যে কয়জন তখন সিংহল প্রবাসে ছিলেন, তাঁহারা বহুদূরে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত তাঁহার আলাপের সুযোগ হয় নাই। মণীন্দ্রবাবু বলেন,—"সমগ্র সিংহলে প্রায় ১০।১২ জন বাঙ্গালী বৌদ্ধ আছেন। ইহাঁরা সকলেই ভিক্ষু। সকলেই চট্টগ্রামবাসী; একজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, * * *। একজন ভিক্ষু কাণ্ডির নিকট লঙ্কাতিনক বিহারে থাকেন। প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া সিংহলে আছেন; পালি এবং সিংহলী ভাষা ভাল জানেন। আমার সঙ্গে বাংলা বলিতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইতেছিল। বাংলার ভিতর খুব সিংহলী টান ছিল। * * * * রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার সিংহলে আসিয়াছেন এবং বহুস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। লোকেরা ৫৲ টাকা খরচ করিয়া টিকিট কিনিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছে।" সিংহলের বাঙ্গালী অধিবাসী ও প্রবাসীদের সংখ্যা সরকারী সেন্সস্ রিপোর্টে পৃথক্ ভাবে না দেওয়ায় প্রতি দশ বৎসরান্তর তাঁহাদের কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই দ্বীপে বিজয়সিংহের সময়ের প্রথমাগত বা পরবর্ত্তী ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদের বংশধরগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় বলেন * "এখানকার সঙ্ঘরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য পণ্ডিত স্থবিরগণ, ও শিক্ষিতগণ একবাক্যে নিজেদের বাঙ্গালীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন (অবশ্য পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ সিংহল মিশ্রিত জাতিরা বাদে) এবং বাঙ্গালীর মেধাশক্তিরও উপর স্বত্ব হিসাবে দাবি করিয়া বসেন।* পথে ঘাটে আমার সঙ্গে এঁদের এরকম আলাপ ঢের হয়। কখনো কখনো চেহারা ও ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ দেখান। তাতে অনেকটা মিল খায়ও বটে।

"আমাদের কলেজের প্রিন্সিপালেরও সেই মত, তিনি বলেন বিজয়

সিংহের সময় থেকেই বাঙালী পিতার একটা ধারা চলিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাতৃধারায় বদল হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর সিংহলীরা বাঙালীর বংশধর। তবে আজকাল নানাজাতির সঙ্গে সিংহলীরা মিশিয়া যাইতেছে।" ১৯২৫ সালে আমরা বুদ্ধগয়ার নবনির্ম্মিত বৌদ্ধ বিশ্রাম-ভবনে সিংহল হইতে আগত কয়েকজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে বিজয় সিংহের কথা তুলিয়াছিলাম। সিংহলের উৎকীর্ণ লিপি হইতে প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারক এবং "পোলোমন্নারু পুরাবিস্তার" নামক গ্রন্থের লেখক অনুরাধাপুর নিবাসী ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম সেন এদ্রিসিংহ বিক্রম সুরীয় (সূর্য্য) বলিলেন, বুদ্ধ ঘোষের বিনয়ত্থকথায় বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন যাঁহারা সিংহলীদের পূর্ব্বপুরুষ বাঙালী একথা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে "The High priest, Colombo, Vidyoday College. Rev. K. Devarakshita Thero, Subhadrasami, Rev. S. Sumangala, B.A., Prof. University College, Colombo. Rev. Piyaratna Thero, Principal, Ananda College, Ealle. Rev. R, Sidhanta Thero, Prof. Calcutta University." "এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য—কোলম্ব। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০ তারিখের পত্র।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

পূর্ব্ব ভারত

পূর্ব্বভারত বলিতে প্রকৃতপক্ষে বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত বুঝায়; এবং বঙ্গ ও আসামের পূর্ব্ব সীমা হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত ভূভাগ বহির্ভারত (Further India) নামে অভিহিত হয়। কিন্তু বিহার বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উহ উত্তর ভারতের মধ্যে এবং আসাম বঙ্গের উত্তর-পূর্ব্বদিগ্ব্যাপী স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়ায়, উহা এই পুস্তকে পূর্ব্ব ভারতের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভাষা, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠানাদি বিচার করিলে বঙ্গের পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রান্তিক কয়েকটি জেলা বাঙ্গালারই ভিতরের বলিয়া ধারণা জন্মে। সেগুলি বাঙ্গালীবহুল স্থান ও বটে। তথাপি "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে, প্রদেশিক বিভাগ হেতু, উহাদের স্থান দিতে হইল। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উত্তর ভারতাংশ লিখিবার কালে, বিহার বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া, তাহা বাদ দিয়া বারাণসী হইতে আরম্ভ করা হইয়াছিল।

আসাম প্রদেশ

বঙ্গদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদ-বিধৌত প্রায় সাড়ে একষট্টি বর্গ মাইল পরিমাণ উপত্যকা ভূমি আসাম নামে অভিহিত। ইহার অর্দ্ধেকেরও অধিক পাহাড়-পর্ব্বত ও অরণ্যময়। ইহা প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত, যথা পার্ব্বত্য প্রদেশ, সুর্ম্মা উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। খাস আসাম বা আসাম ভ্যালির তিন দিক্ পর্ব্বত বেষ্টিত। এবং সুর্ম্মা ভ্যালি সুরমা নদীর উভয় কূলস্থ ভূভাগ পর্ব্বত-বেষ্টিত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। এই উভয় উপত্যকার মধ্যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত যে পর্ব্বতমালা আছে—গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও নাগা প্রভৃতি, উহারা ব্রহ্মেরই পর্ব্বতমালার অংশ মাত্র। সঙ্কাস নদীদ্বারা পৃথক্কৃত এই প্রদেশ বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একজন চীফ কমিশনরের শাসনাধীন রাখিয়া সুরমা উপত্যকা ও পার্ব্বত্য জেলা এবং আসাম সমতল ভূমি এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃঃ হইতে ইহা গবর্ণর প্রভিন্সে পরিণত। ইহার প্রথম বিভাগের অন্তর্গত পাঁচটি জেলা—কাছাড়, শ্রীহট্ট, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুসাই পাহাড়। শিলচর, হাইলাকান্দি, হাফলং এই তিন মহকুমা কাছাড়ের অন্তর্গত; উত্তর ও দক্ষিণ শ্রীহট্ট বা মুন্সিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এই পাঁচটি শ্রীহট্টের; শিলং ও জওয়াই খাসিয়া ও জয়ন্তিয়ার, কোহিমা এবং মোককচাং নাগা-পাহাড়ের এবং আয়জাল ও লুংলে লুসাই পাহাড়ের অন্তর্গত মহকুমাদ্বয়। দ্বিতীয় বিভাগে—গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর, লক্ষ্মীপুর, গারোপাহাড় এবং উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত জেলা সদিয়া। ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়া, গোয়ালপাড়া জেলার দুটি মহকুমা; গৌহাটী ও বড় পেটা কামরূপের; তেজপুর ও মঙ্গলদেই দরং জেলার; জোড়হাট ও শিবসাগর শিবসাগর জিলার; ডিব্রুগড় ও লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর জেলার এবং তুরা গারোপাহাড় জেলার মহকুমা। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর এবং

ত্রিপুরার পূর্ব্ব প্রান্ত আসাম প্রদেশের পশ্চিম সীমা। উত্তরে ভোট, আবর, মিরি, ডফলা, ও মিশমী রাজ্য এবং উত্তরে ও উত্তর পশ্চিমে হিমালয় পর্ব্বত মালা। পূর্ব্বে চীনের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত ও ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, লুসাই পার্ব্বত্য দেশ ও ব্রহ্মদেশের পশ্চিমাংশ অবস্থিত।

আমরা সাধারণতঃ বঙ্গের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত বিহার প্রদেশের যত সংবাদ রাখি পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত আসামের সংবাদ তত রাখি না। তাহার প্রধান কারণ আসাম বহুদিন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আছে কিন্তু অল্প দিন হইতে বিহার স্বতন্ত্র শাসনাধীন হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন, শিক্ষা ও সভ্যতার যুগে অসমীয়া ও বাঙ্গালীর মধ্যে পূর্ব্ব পার্থক্য এতদূর হইয়াছে ও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে, যে ঔপনিবেশিক ও প্রবাসী বাঙ্গালীকে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর পর্য্যায়ভুক্ত করিবার পূর্ব্বে আসামের ভূসংস্থান ও জাতিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে হইতেছে। আসাম এই নাম অধিক পুরাতন নহে। এখন যে অংশ আসাম নামে উক্ত হইতেছে তাহা এবং তৎসহ রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং বর্ত্তমানে যে অঞ্চলের নাম কামরূপ তাহা প্রাচীন সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে অভিহিত ছিল। মহাভারতীয় যুগে ইহার ঐশ্বর্য্য প্রতাপ অল্প ছিল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সম্রাট দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন।

বঙ্গের জাতিতত্ত্ব লেখক সুপ্রসিদ্ধ ড্যাল্টন সাহেব বলিয়াছেন, আসাম ও ছোট নাগপুর সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে আদিম জাতির প্রধান নিবাসস্থল এবং বঙ্গের জাতিতত্ত্ব আলোচনার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল কর্ম্মক্ষেত্র। সেই সকল আদিম অধিবাসী ইন্দো-চীন জাতির বংশধর। তাহারা উত্তর পূর্ব্ব দিক্ হইতে আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। * কিন্তু উত্তর আসামে সম্ভবতঃ আর্য্যেরা অতি প্রাচীন সময়েই প্রবেশলাভ করিয়াছিল। বিজয়ী আর্য্যগণ প্রাচীনতম অধিবাসী গারো খাসিদিগকে নিম্ন আসামে কোণঠাসা

---

* Descriptive Ethnology of Bengal by Edward T. Dalton. C. S. I, Col. Bengal staff corps, Commissioner of Chutia Nagpur, member of the As. Soc. of Bengal, 1872.

করিয়া রাখিয়া উত্তরের মূলবংশীয়দিগের হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। আর্য্যদিগের উপনিবেশ প্রধানতঃ কামরূপেই বিস্তৃত হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণ কাছাড়, শ্রীহট্ট, মনিপুর, কামরূপ প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন। * পরবর্ত্তী কালে কামরূপে পালবংশীয় নরপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া তেজস্বিনী মীনাবতী ধর্ম্মপালকে পরাজয় করিয়া স্বীয়পুত্র গোপীচন্দ্রকে রাজসিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। রঙ্গপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। হিন্দুরাজত্ব কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। উত্তর দিক্ হইতে অনার্য্য জাতিসকল দলে দলে আর্য্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া অনার্য্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বর্ত্তমান কাছাড়ী, বোদো, চুটিয়া, লাকেং, মেচ প্রভৃতি তাহাদেরই বংশধর। কিন্তু ইহারা বিজিত দিগের ভাষা ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র কয়েক পুরুষেই লোপ করিয়া ফেলিয়াছিল। সাত শত বৎসর অবাধে রাজ্য করিবার পর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম হইতে আগত ইন্দোচীন ও দ্রাবিড় শাখার কৃষ্ণত্বক জাতিসমূহ আসিয়া ইহাদের রাজ্য অধিকার করে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনের দক্ষিণ হইতে শান জাতি দলে দলে আসিয়া উত্তর আসাম দখল করিয়া বসে। শান জাতির খাম্‌টি শাখা বা "তাই" বংশ ব্রহ্ম, শ্যাম, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় অষ্টম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমাগত উপনিবিষ্ট হইতে থাকে। এই বংশীয় চুকুফা নামক জনৈক রাজা সমগ্র কামরূপ রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন† এবং প্রথম 'আহম' এই নাম গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহার রাজ্য আহাম পরে আসাম নামে অভিহিত হইতে থাকে। ‡ মতান্তরে যে আহম জাতির নামে সমগ্র প্রদেশের নাম আসাম হইয়াছে তাহাদের প্রধান বাসকেন্দ্র শিবসাগর। তাহারা ব্রহ্মের শান বংশীয় এবং

---

* "The Gupta kings had penetrated Kamrup the modern Assam, * * * * as early as the 6th century A. D. subsequently after the fall of Magadh, Harshabardhan Siladitya is said to have held sway over this part of the country, until his death in 650 A. D."—The Relics of Ancient Hindu Kingdoms, the Pioneer dt. 26, 4. 92. P. 4.

† Robinsons Descriptive account of Assam 1841.

‡ আহম অর্থে অনুপম বা তুলনারহিত।

শ্যামবাসীদের জাতি। সাধারণতঃ অসমীয়ারা, আহম, চুটিয়া, কোচ, বোদো প্রভৃতি জাতির সহিত আর্য্যরক্তের মিশ্রণে উৎপন্ন। জাতিতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ ইহাদের মধ্যে ইন্দো-চীন শোণিতসহ আর্য্যরক্তের মিশ্রণ নির্ণয় করিয়াছেন।* যাহা হউক উক্ত আহম রাজের উত্তরাধিকারী চতন্না জয়ধ্বজ সিংহ এই নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তদবধি আহম রাজগণ হিন্দু নাম ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। আহম শানেরাও রাজানুকরণে ও বৈবাহিক আদান প্রদানে বিজিত দিগের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া হিন্দু অসমীয়া প্রজাবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।† অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মরাজ আলম্প্রা পংরাজ্য উচ্ছেদ করিলে শানজাতির অন্যান্য শাখা তথা হইতে আসামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয় এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ক্রমে পার্ব্বত্য অসভ্য আকা, ডফ্‌লা, মিরি, মিকির, গারো, খাসিয়া, নাগা, মিশমী প্রভৃতি আসামবাসী সকলেই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হয়। এই সময়ে যে সকল রাজাদের নাম পাওয়া যায় তৎসমস্তই হিন্দু নাম। ১৭৮০ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যিনি আসামের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রাজা গৌরীনাথ সিং।

খাম্‌টিরা যখন আসিয়াছিল তখন তাহাদের মুখশ্রী ভাল ছিল না, অন্যান্য শান হইতে তাহারা অধিকতর কৃষ্ণত্বক ও সম্পূর্ণ মঙ্গোলীয় লক্ষণযুক্ত ছিল। আসামে উপনিবিষ্ট হইবার পর খাম্‌টি সর্দ্দারগণ অসমীয়া সুন্দরীগণকে অবাধে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে থাকে এবং তাহাদের অনুচর ও সহচরবর্গ তাহাদিগের অনুকরণ করে। তাহার ফলে কয়েক পুরুষের মধ্যে খাম্‌টি সন্তানগণের আকৃতি ক্রমশঃ কোমল ও সুন্দর হইয়া আসে। ইহাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বর্ম্মাদিগের পরিচ্ছদ পাৎসা নামক রঙ্গীন রেশমী খণ্ডবস্ত্র পরিধান

---

* E. B. Eastericks hand book of the Bengal Presidency, Lond. 1882. P. 34.

† "The Ahoms of Assam in every way Hindu * * have now nothing but feature to mark them as of different origin * * * Indeed, it is stated that the Shans brought no women with them into the country and found the daughters of the land so fair that they deemed it quite unnecessary to send for the girls they had left behind than. This sufficiently account for their improvement in looks and deterioration in other respects."—Descriptive Ethnology of Bengal, by Col. E. T. Dalton. C. S. I. &c. p. 71

করে কিন্তু অসমীয়া নিম্নশ্রেণীর নারীগণ শানদিগের স্ত্রীপরিচ্ছদের অনুকরণে অধোবস্ত্র পরিধান করে। খামটি স্ত্রীগণ কটিদেশে রঙ্গীন রেশমী বস্ত্রের ফালি জড়াইয়া রাখে এবং পুরা আস্তিনের জ্যাকেট পরে। অসমীয়া নারীরা ঘন কৃষ্ণবর্ণ কার্পাস বস্ত্র খণ্ড বাহুমূলের নীম্নে ও স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে বন্ধন করিয়া আগুল্ফ ঝুলাইয়া রাখে।

এদেশে শিংপো, মিশমী*, মিরী, আকা, নাগা, মিকিরি, কুকী, মিথী (মণিপুরী) প্রভৃতি ঘনকৃষ্ণত্বক জাতির আদিবাস। মণিপুরীরাই শিক্ষা সভ্যতা আকৃতি ও প্রকৃতিতে মার্জ্জিত এবং ইহাদের মধ্যে ইহারা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা হিন্দু হইলেও ইহাদের অনেক আচারানুষ্ঠান নাগা দিগের সহিত মিলেএবং মুখশ্রীতে কতক মঙ্গোলীয় কতক নাগা ধরণের বলিয়া বোধ হয়। মণিপুরী প্রধানদিগের ভদ্রাসন সম্পূর্ণ নাগা স্থাপত্যের আদর্শে নিম্মিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামরূপের নিম্ন ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশ বঙ্গের মুসলমান রাজগণের হস্তগত হয়। চারিশত চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়রাজ হোসেন সাহ রঙ্গপুর জয় করিলে কামরূপ কোচগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তখন এই অঞ্চল ও রঙ্গপুরের কিয়দংশ লইয়া কোচবিহারের সৃষ্টি হয় এবং এই কোচ হিন্দু-রাজ্যের পূর্ব্বাংশ শানদিগের অধিকারে থাকে। প্রায় চৌকা ও চ্যাপটা মুখমণ্ডল খাঁদা নাক, উচু চুয়াল, বাঁকা চোখ, কাল রং ও প্রায় দাড়ি গোঁফ হীন মুখ কোচজাতির আকৃতির বিশেষত্ব। কোচদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকেরা রাজবংশীয়। তাহারা রাজবংশধর বিশু সিংহের সহিত সকলে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজবংশী † বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা তাহা করে নাই তাহারা সমাজে নীচ বলিয়া ঘৃণিত হইতে থাকিলে সকলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইরূপে অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর হিন্দু কোচ ব্যতীত প্রায় সবই মসলমান। মেচগণ কোচ অপেক্ষা সুগঠন ও সুশ্রী কিন্তু সম্পূর্ণ মঙ্গোলীয়। কোচবিহার পরে আসাম হইতে পৃথক্ করিয়া বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

---

* মিশমী জেলা তিব্বতের সীমানাভুক্ত এবং ঐ জেলার পশ্চিম দক্ষিণ আসামের ও পূর্ব্ব দক্ষিণ ব্রহ্মের সহিত মিলিত।

† Buchanan's Rangpur, Vol III. P.419

ইতিপূর্ব্বে যে কুকী জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ও চট্টগ্রাম সীমান্তবর্ত্তী আরাকান রাজ্যের আদিমজাতি মগ দিগের জ্ঞাতি ভ্রাতা। মগেরা চীনাদের সহিত মিলে। কামরূপের নাম যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ ছিল সেই সময়ের ত্রিপুরারাজ্যের নাম ছিল কিরাত দেশ। কথিত আছে চন্দ্র বংশীয় পুরুর ভ্রাতা কিরাত হইতে দেশের নামকরণ হইয়াছিল। কিরাতের পুত্র ত্রিপুরের অত্যাচারে প্রজাকুল আসামের অন্তর্গত হিড়িম্বদেশে (বর্ত্তমান কাছাড়ে) পলায়ন করে। মহাভারতের মতে এখানে তখন অত্যন্ত অসভ্য জাতির বাস ছিল।*

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আসামের মধ্যে মণিপুরীরা যেমন শিক্ষা সভ্যতা দিতে অগ্রণী আকৃতিতেও সৌন্দর্য্যে তদ্রূপ আর সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয়। তাঁহারা পত্নী সমভিব্যাহারে আসেন নাই। তাঁহারা মণিপুরী স্ত্রী বিবাহ করিয়া এই প্রদেশেই স্থায়ী হন। তাঁহাদের সন্তানগণ ও অনন্তর বংশ বর্ত্তমান মণিপুরী ব্রাহ্মণ। এখানকার প্রাচীনতম ব্রাহ্মণবংশের উপনাম 'হাঙ্গোইবন' অর্থাৎ মাণ্ডুক্য। হাঙ্গোই অর্থে মণ্ডুক কারণ, প্রথমাগত ব্রাহ্মণগণের ঘন ঘন অঙ্গপ্রক্ষালন ও শৌচাচার এদেশীয়দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল এবং তাহারাই ইহাদের এইরূপ বিদ্রূপাত্মক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিল। এই মণিপুর বঙ্গের ঈশান কোণে আসামের দক্ষিণ পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্তে কাছাড়ের সহিত সংলগ্ন ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টরক্ষিত একটি দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য মহা ভারতের সময় হইতে যে ঐতিহ্য বহন করিয়া আসিতেছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন যুধিষ্টির-দ্রৌপদীর নিকট সত্যভঙ্গ করিয়া যে দ্বাদশ বর্ষকালের জন্য গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ও সমগ্র ভারতের তীর্থ সমূহ দর্শন করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, সেই সময় তিনি অঙ্গ বঙ্গ

---

* It is remarkable that in the Tripura District and in Hill Tripura there are very few families of pure Aryan descent. There is a tradition that the sons of Pandu travelling to the East sent, Bhim, one of the brothers, across the Megna to view the land, but he found the inhabitants so barbarous, that all thoughts of settlement there were abandoned. General Report on Tripura by J. F. Browne Esq. C. S. and Dalton's Ethnology of Bengal. Pt. III.

কলিঙ্গ আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের তীর্থও দর্শন করেন। আসাম ভ্রমণ কালে অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীর এবং তাঁহার সপত্নী মণিপুররাজ চিত্রসেন মতান্তরে চিত্রভানুর দুহিতা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। অর্জ্জুন মণিপুরে ৩ বৎসর বাস করিবার পর বভ্রুবাহণ জন্মগ্রহণ করিলে পুনরায় তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন।*

মণিপুরে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালীর অবদান। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম যখন পূর্ব্বাঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, শান্তিপুরের গোস্বামীরা তখন মণিপুর রাজবংশ ও মণিপুরীদের ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরে আরও পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্ম দেশেও প্রবেশ লাভ করেন এবং তাঁহাদের প্রচার কার্য্য অব্যাহত ভাবে পরিচালিত করেন। ব্রহ্ম দেশের শেষ নৃপতি থীবর পুর্ব্ববর্ত্তী রাজা মিণ্ডন মিনের গুরু ছিলেন শান্তিপুরের গোস্বামী। বহির্ভারত অংশে তাঁহার বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

মণিপুর শ্রীহট্ট, কামরূপ প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ব্যতীত আসামের অধিকাংশ ভাগই অমিশ্র মোঙ্গলবংশীয় পার্ব্বত্য দৃঢ়কায় অসভ্য জাতিতে পূর্ণ ছিল। সভ্যজাতি সকলের সংঘর্ষে ক্রমশঃ তাহারা কোমল প্রকৃতি এবং মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে। উত্তর পূর্ব্ব কাছাড়ের নাগারা সংখ্যায় এক লক্ষ। তাহারা দেখিতে বর্ম্মীদিগের ন্যায়। ইহাদের প্রকৃতি সাধারণতঃ অতি ভয়ানক। নরবলি ইহাদের মধ্যে প্রচরদ্রূপ ছিল। আসামের পূর্ব্ব প্রান্তবাসী মিশ্‌মীরা পশ্চিম চীন দেশীয় য়ুনানএর আদিম জাতির সহিত রক্ত সম্বন্ধে সম্বন্ধিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা দেখিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর। ইহাদের অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। শূর্ম্মা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তবাসী গারোজাতি নাগাদিগেরই মত ভীষণ প্রকৃতি। আমমাংস-

* এ সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে অধুনা মতভেদ আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতে আছে অর্জ্জুন সিন্ধুদেশের বীরগণকে জয় করিয়া সেই যজ্ঞাশ্বের অনুসরণ করেন। অর্জ্জুন কতিপয় দেশ অতিক্রম করিয়া মণিপুর রাজের দেশে উপনীত হইল (স কলিঙ্গানতিক্রম্য * * * মহেন্দ্রপর্ব্বতং দৃষ্ট্বা তাপসৈরুপসেবিতং সমুদ্রতীরেণ শনৈর্ম্মণিপুরং জগামহ।—মহা, অশ্বমেধ ৭৮ অধ্যায়)। ইহাতে কলিঙ্গ অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখিয়া উৎকল সন্নিহিত সমুদ্রতীরস্থ চিত্রসেনের রাজ্য মণিপুর গমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

ভোজী এবং নিষ্ঠুর। নরবলি ইহাদের মধ্যে ভীষণ ভাবে প্রচলিত ছিল। ইহারা সভ্য জাতিদের মধ্য হইতে লোক ধরিয়া লইয়া যাইত এবং বলি দিত। সংখ্যায় ইহারা ১৪০,০০০ ছিল। ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ইহারা মধ্যে মধ্যে এইরূপ অত্যাচার করিত বলিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গারোপাহাড় ইংরেজাধিকৃত হয়। গারো পাহাড়ের পূর্ব্ব পাহাড়াঞ্চলের অধিবাসী খাসি জাতি পূর্ব্বে ভয়ানক অসভ্য ছিল; কিন্তু, খৃষ্টান মিশনরিদের চেষ্টায় তাহারা অনেক খৃষ্টান ভুটিয়ার মত সাহেব হইয়া পড়িয়াছে। খাসিদের দেশেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপতন স্থান প্রসিদ্ধ "চেরাপুঞ্জী"। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১১০,০০০। ঐ বৎসরের গণনায় শিক্ষিত ও শিক্ষাধীন খাসির সংখ্যা ছিল পঞ্চ সহস্রাধিক। চট্টগ্রামের পূর্ব্বে ও কাছাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়ের অধিবাসী কুকীরা অত্যন্ত দৃঢ়কায় কিন্তু কদাকার, শিকার ও যুদ্ধই তাহাদের প্রধান কর্ম্ম ও আমোদ। অন্যান্য পাহাড়ীর মত তাহারাও বন কাটিয়া ধান্যাদি বপন করিতে শিখিয়াছে। ইহারা চুরুট বা তামাকের নল মুখে ধরিতে পারিবার মত বয়স হইতে চিরজীবন অনবরত তামাক খায়। ইহারা লাউয়ের খোলে তামাকের জল ভরিয়া লইয়া যাতায়াত করে এবং মধ্যে মধ্যে চুমুক দিয়া কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া পরে কুলকুচা করিয়া ফেলে। ইহা তাহাদের সখের পানীয়। অতি পূর্ব্বকাল হইতে লুসাইরা ইংরেজ রাজ্য হইতে মানুষ ধরিয়া ও লুঠপাট করিয়া লইয়া যাইত এবং তাহার মাথা কাটিয়া গ্রাম্য দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দিত। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক বীরের স্বহস্তে নিহত মনুষ্যদের মাথার স্তূপ আছে এবং সংখ্যাধিক্য অনুসারে দলের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহারা ত্রিপুরা জেলায় প্রবেশ করিয়া ১৮৬ জন বাঙ্গালী গ্রামবাসীকে খুন ও ১০০ জনকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। তাহারা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কাছাড়, শ্রীহট্ট, ও ত্রিপুরার গ্রামসমূহ আক্রমণ করে। তাহারা এক চা-কর সাহেবকে খুন করে ও তাহার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই কারণে ঐ বৎসর লুসাই অভিযান হয়। তাহার ফলে ১৫ জন সর্দ্দার বশ্যতা স্বীকার করে এবং চা-কর সাহেবের কন্যা ও ১০০ জন বাঙ্গালীকে ফিরাইয়া দেয়। যে জন্য যে ভাবে ইংরেজ এই সব দস্যুর রাজ্য অধিকার করেন ও মিশনরীরা তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, অনুরূপ স্থলে প্রাচীন

আর্য্যগণ অনার্য্যদের, দস্যুদের, রাক্ষসদের নির্ম্মূল করিবার অথবা তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লুসাইরা পুনরায় অত্যাচার করিলে, দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘোষণা হয়। দুইটি অভিযান, একটি চট্টগ্রাম হইতে অন্য ব্রহ্মদেশ হইতে গিয়া মধ্যস্থলে মিলিত হয়। তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দেশটি বাহিরের লোকের পক্ষে সুগম করিয়া দেওয়া হয়। * * এ পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে এই অঞ্চল পৌরাণিক সময় হইতে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিরূপ ভীষণ রাক্ষসাবাস ছিল। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে আর্য্য রাজত্ব স্থাপিত হওয়ায় এবং উপনিবেশপটু বঙ্গের সীমান্তে স্থিত বলিয়া বহুকাল হইতে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং বাণিজ্যব্যপদেশে ইহার উন্নত প্রদেশ সমূহের সহিত আদান প্রদান চলিতেছে। কোচদিগকে পরাস্ত করিয়া আহমরা যখন এ প্রদেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, তখন তাহাদের ঐশ্বর্য্যসম্পদ ব্রহ্ম-রাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং তাহার ফলে বর্ম্মীদিগের সহিত আহমদিগের নিত্য সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের প্রথম আক্রমণ হয়। পরে উপর্য্যুপরি আক্রমণ চলিতে থাকে। আহমগণ তাহাতে ক্রমে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইলে তাহারা ইংরেজ শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে। ইহার ফলে প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ হয় এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী আহম রাজ্য বা আসাম ইংরেজাধিকৃত হয়। ৬০০ বৎসর রাজ্য ভোগের পর আহম বংশ সিংহাসনচ্যুত হয়। ১৮৮১ অব্দের লোক গণনায় আসামে চৌদ্দ লক্ষ আহম বা বিশুদ্ধ অসমীয়া-ভাষী পাওয়া যায়। আহমরা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মাতৃভাষাও পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু হইয়া যায়। শিবসাগর জেলায় তাহাদের নির্ম্মিত দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। কিছু কিছু তেজপুরে এবং নওগাঁও জেলাতেও আছে। কামরূপ জেলায় ব্রহ্মদেশীয় আহমরাজদিগের স্থাপিত বহু দেবমন্দির আছে। অসমীয়া ভাষা যে বঙ্গভাষার অন্যতম কথ্যরূপ (dialect) তাহা পূর্ব্বে স্বীকৃত হইত; কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক সাহেবরা এবং তাঁহাদের দেখাদেখি আসামীরা এখন আর তাহা স্বীকার করেন না। প্রকৃত পক্ষে আসামে এক বাঙ্গালী-ঘেঁষা ও অন্য তিব্বতি-বর্ম্মী-ঘেঁষা—এই দুটি

ভাষা প্রচলিত আছে। এই ভাষায় আদিম পার্ব্বত্য জাতির ভাষার শব্দ বড় কম মিশ্রিত হয় নাই। এই জাতির মধ্যে রক্ত মিশ্রণ বড় কম হয় নাই। এ বিষয়ে আসাম বঙ্গদেশকেও পরাস্ত করিয়াছে। মিঃ বেভার্লি অসমীয়াদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"At the other extreme of Bengal, we find another distinct nationality in the Assamese,—a race speaking a language very similar to Bengali, but largely tainted in descent by the mixture of Indo-Chinese blood. The valley of the Brahmoputro has been the scene of frequent revolutions by which one tribe has succeeded to another and each has left its traces on the character and physique of the present inhabitants. The purest Assamese, it is believed, are the Ahams of the Sibsagar District; but few have kept their lineage undefiled ahd the presant inhabitants of the provinces may be described as a mongrel race with Aham, 'Chuteya, Koch, Bodo and Aryan blood in their veins."

কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদে, আকৃতিতে ও অনেকের ভাষায় এবং চালচলনে বাঙ্গালী ও আসামীতে পার্থক্য বড় দৃষ্ট হয় না। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস রিপোর্টে আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়ার লোকসংখ্যা বাদ দিয়া ১৫৮৮৪১ জন বাঙ্গালীর বাস দেখান হইয়াছিল! কিন্তু ঐগুলি সংখ্যাত করিয়া সমস্ত আসামে ২৭৪ ৯৪৭ জন বাঙ্গালী গণিত হইয়াছিল। তাহার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০১ অব্দের গণনায় ২৯৪৯২৮৭ বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিল। ১৯১১ অব্দে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৩২২৪১৩০।

আসামের প্রধান প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা ও আসামী। ২০ বৎসর পূর্ব্বে গণনার ফলে জানা গিয়াছিল, ৪৮ জন বঙ্গভাষা-ভাষী এবং ২২ জন অসমীয়া-ভাষী। সুর্ম্মা উপত্যকার সাধারণ দেশ ভাষা বাঙ্গালা। তথায় কাছাড়ের শতকরা ৬১ জন এবং শ্রীহট্টের শতকরা ৯২ জন বাঙ্গালা বলে। গোয়াল পাড়ায় শতকরা ৬৯ জন বাঙ্গালা বলিয়া থাকে। দরং এবং শিবসাগরে

শতকরা ১৯ জন এবং লখিমপুরে শতকরা ২১ জন বাঙ্গালা বলে। আসাম সীমার সন্নিহিত খাস বাঙ্গালা দেশ হইতে আগত ৪৬৮৪৩ জনকে বাদ দিলে আসামে প্রকৃত প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা ৮৭,৯০২ জন।

সমগ্র আসামের মধ্যে বর্ত্তমান কামরূপ ও শ্রীহট্ট জেলাতেই বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক ও প্রবাসীর সংখ্যা অধিক। কামরূপের পুরাণ কথা হইতে জানা যায়, দক্ষতনয়া সতীর অধো অঙ্গ এই উত্তর নীলাচলে পতিত হওয়ায় এবং তাহা ধারণ করিবার জন্য যোগনিদ্রাবলম্বনে অচলীভূত শঙ্কর সহ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অচল ভাবে এখানে মিলিত হওয়ায় এ স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ, দেবীগীতা প্রভৃতিতে কামাখ্যার মহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িণী প্রভৃতি বহু নামে কীর্ত্তিত হইলেও কলিকা পুরাণ মতে সতী কামাঙ্গ নাশিনী হওয়ায় ইনি কামাখ্যা নামেই অভিহিত এবং এই নাম হইতেই এই মহাপীঠের নাম কামাখ্যা হইয়াছে। কথিত আছে মৈরং অর্থাৎ মহীরঙ্গ নামক দানব কামরূপের রাজা ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা এবং ভগবান কশ্যপের অষ্টপত্নীর অন্যতমা কালকার গর্ভ সম্ভূত নরক নামক অসুর ইহার সিংহাসন অধিকার করেন। সুতরাং পূর্ব্বে এখানে দৈত্য দানবেরই রাজ্য ছিল। এই নরকাসুর কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে কামরূপের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইনি দ্বাপর যুগের শেষ পর্য্যন্ত কামরূপ শাসন করিয়াছিলেন। তখন কামরূপরাজ্যের নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। প্রাগ-জ্যোতিষপুরাধিপ নরকের রাজ্য করতোয়া হইতে ত্রিপুরা তীর্থ পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র-লক্ষী-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা অতি প্রাচীন দেশ। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। নরকের সহিত শোণিতপুরপতি বাণ ও মথুরাপতি কংসের মিত্রতা ছিল। ইনি অদিতির কুণ্ডল হরণ করায় বাসুদেব নরককে নিহত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভগদত্তকে রাজ্য দান করেন। ভগদত্ত নরক পত্নী বিদর্ভরাজনন্দিনী মায়ার গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। তিনি অমিতবল ও সংগ্রামে দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্য পূর্ব্বে চীন ও দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাধিপতিগণের সহিত ভগদত্তও উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি চীন ও কিরাত সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন

৺উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।   পৃঃ ৩৮৬

করিয়াছিলেন এবং ভীমার্জ্জুন, বিরাট, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, সাত্যকি যুযুৎসু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রুচিপর্ব্বা সহ বহু সৈন্য নষ্ট করিবার পর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন।

কামরূপের বুরুঞ্জী মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতি ভগদত্তের পর ঐ বংশীয় আরও পাঁচজন রাজা হন। পরে ঐ বংশ লোপ পাইলে এ স্থান অরাজক হইয়া পড়ে এবং নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই সময় কামাখ্যা পীঠও অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এবং এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে। তখন কামরূপ প্রদেশ কামপীঠ রত্নপীঠ, স্বর্ণ পীঠ ও কৌমার পীঠ এই চারি পীঠে বিভক্ত হয়। যুয়ান চুয়াং ইহাকে ক্যা—মো—লু—পো Kia mo—lu– po) বলিয়াছেন। ১৬৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ভাস্কর বর্ম্মা নামে এক বৌদ্ধ রাজা রাজত্ব করিতেন।* কামরূপে দেবেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এখানে হিন্দু ধর্ম্মেরও কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালেই কামরূপ পুনরায় হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। কিছুকাল পরে এখানে ব্রাহ্মণ রাজবংশের উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণ অধিবাসীদের মধ্যে মৈথিল ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এখানে বিশেষ সম্মানিত।

৬৩৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনা পরিব্রাজক প্রসিদ্ধ যুয়ান্ চুয়াং যখন কামরূপের রাজধানী গৌহাটীতে উপস্থিত হন তখন, তিনি তথায় শতাধিক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু যদিও কামরূপ প্রদেশে একাদশ শতাব্দীতে ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল, তথাপি গৌহাটীতে একটিও বৌদ্ধমন্দির তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গৌহাটীর পরিধি তখন প্রায় তিন ক্রোশ এবং দেশের বিস্তার প্রায় ৮৫০ ক্রোশ ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে চৈতন্যদেব কামরূপের হাজো নামক স্থানে পদার্পণ করেন। তিনি এখানে আগমন করিলে পর এতদঞ্চলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। প্রবাদ এই যে হাজোর মণিকূট নামক ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে ও বরাহ কুণ্ডের এবং মাধব মন্দিরের সন্নিকটস্থ একটি গহ্বরের নাম "চৈতন্য ঘোপা" অর্থাৎ চৈতন্য দেব উক্ত গহ্বরে কিছুকাল বাস

* Cunningham.

করিয়াছিলেন। "সং সম্প্রদায় কথা" নামক অসমীয়া গ্রন্থে আছে চৈতন্যদেব হয়গ্রীব মাধব দেখিয়া পরশুরাম কুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় কিছুদিন হাজোর ঘোপাতে বাস করিয়া পরে দক্ষিণ নীলাচল (ওড়িষা) যাত্রা করেন। শিব বংশীয় মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বের প্রারম্ভে কামরূপে চৈতন্য দেবের আগমন নির্দ্দেশিত হয়। অসমীয়া শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আহমদিগকে দলে দলে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি আসামে চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার বলিয়া পূজিত। এরূপও শ্রুত হয়, তিনি চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন। এই মতের প্রতিবাদ ও শোনা গিয়াছে। যাহা হউক এই তান্ত্রিকতার প্রধান স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয় এবং ক্রমে এখানে দামোদরী, মহাপুরুষীয়, হরিদেবী ও চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। শঙ্করের পর মাধবদেব হরিনাম সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বধর্ম্মসার করেন। সংকীর্ত্তনের জন্য এখানে সত্র ও ধর্ম্মালয় সমূহ স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বড়পেটার সত্রই প্রধান। তখন দামোদর দেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রচার ছিল। দামোদরদেবের সময় ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ। ভট্টদেব তাঁহার শিষ্য। ইনি অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত। এই ভট্টদেব চৈতন্যদেবের পরশুরাম কুণ্ড যাত্রা বর্ণন করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ দাস রচিত দামোদর চরিত্রে আছে—

"দামোদর পাচে কামরূপক আসিল। রত্নেশ্বর গ্রামে বহুতো দিন আছিলন্ত। তথা হন্তে প্রতিদিনে মণিকূটে যান্ত॥ আসিলন্ত চৈতন্য নারদ বেশ ধরি। দামোদরে আরাধিলা ভক্তিভাব করি" সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরূপ ঋষিরে দেখিলা। জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দিলা। পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা। তথা হন্তে চৈতন্য যে ওড়িষাক গৈলা"॥ মণিকূটের গুহাতে অবস্থান কালে চৈতন্যদেব কয়েকজন অসমীয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বনে নৃসিংহ লিখিত পুঁথি হইতে অসমীয়া পদ্যে রচিত "সত্ত্ব বংশাবলী" গ্রন্থে আছে :—

"তের হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া মণিকূট গিরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডের উপর গোফাত চৈতন্য প্রভু রহিলা॥

রত্ন পাঠকক শরণ লগাই ভাগবত পাঠ দিলা ॥
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক বণ্ঠাহার কন্দলীক।
কবিন্দ্র দ্বিজক কবিশেখরক চৈতন্য নাম দিলেক ।।"
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম মণিকূটে প্রবর্ত্তাই।
তৈর পরা আসি মৌন হুয়া রৈলা, ওড়েযা নগর পাই ।।"*

১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় দিগ্বিজয় করিতে করিতে আসামে গমন করেন এবং কামাখ্যা ও অন্যান্য দেবমন্দির ভগ্ন ও ধ্বংস করেন। তাহার চিহ্ন কামরূপের চতুর্দ্দিকে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কালাপাহাড়ের প্রস্থানের পর কোচবিহারপতি নরনারায়ণ স্বীয় ব্যয়ে কামাখ্যামন্দির পুনরায় নির্ম্মান করেন। ইহার নির্ম্মাণে দশ বৎসর মতান্তরে বার বৎসর সময় লইয়াছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মান কার্য্য শেষ হয়। মন্দির মধ্যে মল্লণারায়ণের (নরনারায়ণ) স্মৃতি আছে। কামাখ্যার মন্দির-প্রবেশদ্বারে প্রাচীর গাত্রে খোদিত একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে জানা যায় ১৪৮১শক অর্থাৎ ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মল্লধ্বজ (নরনারাযণ বা মল্লনারায়ণ) এবং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহোদর শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক কামাখ্যার মন্দির নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান মন্দিরের বহির্ভাগে মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তর খোদিত স্মৃতি বিদ্যমান আছে। মতন্তরে আহমরাজ রুদ্র সিংহের পুত্র স্বর্গদেব শিবসিংহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি ষোড়ষ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা হন।† তখন কামাখ্যা শৈলে কতিপয় কোচ ও মেচ জাতীয়ের বাস ছিল এবং অধিকাংশ স্থলে ঘোর অরণ্যে পরিবৃত ছিল। এই স্থানে তখন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। আহমরাজ রুদ্রসিংহ তাহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রুদ্রসিংহ মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন তাহার বংশের সকলে যেন তাঁহার এই বাঙ্গালী গুরুর নিকটে

* সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২২, ৪র্থ সংখ্যা।

† ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শিশু এবং ইহার ভ্রাতা বিশু পরে বিশ্বসিংহ নামে পরিচিত হন। ইঁহারা প্রবল প্রতাপ কোচ-রাজ 'হাজো' বা হাথিয়ার দৌহিত্রদ্বয়। শিবসিংহ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হন।

দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে রাজা বা রাজ বংশীয়গণ মাত্র নহে পরন্তু কামরূপের বহুলোক কামাখ্যাবাসী এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। কামাখ্যা ও অন্যান্য দেবালয়ে পূজাদির ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপদেশে রাজা শিবসিংহ মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেবসেবা, ও পূজাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। ন্যায়বাগীশী বংশের সেই নবাগত পূজারিগণের এবং বরপেটা সত্রের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করাইয়া দেন। রাজা শিবসিংহ তাঁহাকে বহু ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও বৃত্তি দান করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাটেহালি গ্রামে জগদানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ বটু জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে লিখিত শাক্তক্রম, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত "শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি"; শ্যামারহস্য "তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার নাম অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরু ত্রিপুরানন্দকে অবজ্ঞা করায় শাপগ্রস্থ হন এবং বহু অনুনয় বিনয় দ্বারা গুরুর নিকটে শাপ হইতে উদ্ধার লাভের উপায় অবগত হন। গুরু বলেন "যদি তুমি উপযুক্ত উত্তর সাধক সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যা পীঠের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক তথায় সাধনা করিতে পার, তবেই সিদ্ধিলাভ করিবে।" ব্রহ্মানন্দ এই উত্তর সাধকের সন্ধানে বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ময়মনসিংহে কাটিহালি গ্রামে জগদানন্দকে পাইয়া সেই পিতৃমাতৃ হীন, আত্মীয়স্বজনহীন, নিরক্ষর দুরন্ত বালকের মধ্যে উপযুক্ত লক্ষণ সমূহ দর্শন করিয়া তাহাকেই উত্তর সাধক করিবেন মনস্থ করেন এবং তাহাকে স্বীয় গৃহে আনিয়া পালন করেন ও শিক্ষা দিতে থাকেন। উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা পাইয়া জগদানন্দ অচিরে সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং যথা সময়ে তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিক্রমে গুরুর নিকট দীক্ষিত হন। এই সময় তাঁহার গুরুদত্ত নাম হয় পূর্ণানন্দ। ইনিই পরে পূর্ণানন্দ পরমহংস নামে প্রসিদ্ধ হন। গুরুর পূর্ব্বেই ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। মধ্যে গুরু শিষ্য হইতে পৃথক হইলে পূর্ণানন্দ বহুস্থান ঘুরিয়া মনিপুরে উপস্থিত হন এবং তথায় গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়া উভয়ে মনিপুর ত্যাগ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে আলোচনা পূর্ব্বক কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করেন। পূর্ণানন্দ

পীঠস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শক্তির উপাসক মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। অনন্তর তাঁহার উত্তর সাধক গুরু ব্রহ্মানন্দ তথায় তারা বিদ্যাবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কামরূপাধিপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নরনারায়ণ ও তৎপুত্র লক্ষীনারায়ণের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। কংশাই নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ নরনারায়নের পুত্র লক্ষীনারায়ণ শাসন করিতেন এবং নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশ—বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও দরং তদীয় ভ্রাতা শিলারায়ের পুত্র রঘুরায়ের শাসনাধীন ছিল। রঘুরায় বড় সাগর নাম স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ শ্রাদ্ধকৌমুদি, তিথিকৌমুদী, বিবাহকৌমুদী প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিবাহকৌমুদী ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

আসামের অন্যান্যস্থান ইতিপূর্ব্বেই ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইলেও কামরূপ বহু দিন স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়াছিল কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ ইংরেজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যে সন্ধি করেন, তাহার ফলে কামরূপ ইংরেজাধিকৃত হয়। কামাখ্যা পাহাড় এক্ষণে গৌহাটি জেলার অন্তর্গত। কামাখ্যার মন্দিরের অদূরে পাহাড়ের উচ্চতর ভূমিতে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। রাস্তার নিকটেই এক স্বাদু স্বচ্ছ জলের ঝরণা। এখানে বাঙ্গালী সাধু স্বামী অভয়ানন্দ ১৯।২০ বৎসর পূর্ব্বে বাস করিতেছিলেন। এই সাধু ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালীকে কামরূপ পাহাড়ের চূড়ায় বাস করিতে দেখা যাইত না। এখানে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার খুবই প্রচলন। বাঙ্গালা স্কুল পাঠশালা বহুদিন হইতেই এখানে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানকার এক একজন পাণ্ডা বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত। ১৯০১ সালের লোকগণনায় জানা যায় এই পাহাড়ে ১৫০ ঘর ব্রাহ্মণও ৮৫০জন শূদ্রের বাস। কামাখ্যার মন্দিরের নিকট গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বাঙ্গালা স্কুলে কামরূপের বালকেরা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে। অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেরই একটা টান ছিল।

আসামে বাঙ্গালীর সংখ্যা হিসাবে শ্রীহট্টের নাম প্রথমেই করিতে হয়।

শ্রীহট্ট প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালারই অংশ*। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিভাগানুসারে ইহা এক্ষণে আসামের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীহট্ট নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, মিথিলা প্রভৃতির ন্যায় নামজাদা ছিল। পূর্ব্বে পণ্ডিত সমাজে প্রবাদ ছিল "শ্রীহট্টে নাস্তি মধ্যমঃ"। শ্রীহট্টের ইটাপরগণার উঢ়া গ্রামের রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম বহু সদ্‌গ্রন্থের লেখক ও শ্রীহট্টের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যহেতু ও ইঁহার ন্যায় বহু পণ্ডিতের ইহা জন্মস্থান বলিয়া এই প্রবাদের সৃষ্টি হয়। রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম জীবনের শেষ ভাগে কাশীবাস করেন এবং তথায় অধ্যাপনা করিয়া কালযাপন করেন। শ্রীহট্টে যে সকল মহা মহা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পঞ্চ খণ্ডের অন্তঃপাতী সুপাতলী গ্রামের মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার অন্যতম ছিলেন। ইনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য দেবের পৈতৃক বাস শ্রীহট্টে। নিমাই বাল্যকালে শ্রীহট্টিয়া গণকে ব্যঙ্গ করিলে শ্রীহট্ট বাসীরা দুঃখ করিয়া বলিতেন—"তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ মহাশয়। পিতামাতা আদিকরি তাবং তোমার। বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার?" স্বনামখ্যাত তিব্বতীবাবার জন্ম শ্রীহট্টে।

শ্রীহট্টের বল্লাল রাজা সুবিদ নারায়ণ দিল্লীর সম্রাট বিল্লোল লোদীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের এক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ুয়া পাহাড় বেষ্টিত ইটা তাঁহার রাজ্য ছিল। তিনি প্রখ্যাত বীর ও সুশাসক ছিলেন। বাড়ুয়া পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গ পাগডীয়া টিলার চূড়ায় তাঁহার সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। পর্ব্বতপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রধান দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। তিনি বঙ্গের বল্লালের মত সমাজ সংস্কারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। বঙ্গের স্বনামখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রত্নাবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ উপবিভাগের আগিয়ারাম গ্রামে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ চৌধুরী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কিন্তু স্বাবলম্বন ও স্বীয় অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আত্মোন্নতি লাভ করিয়া

---

* সুর্ম্মা উপত্যকা বিভাগের অন্তর্গত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় বাঙ্গালা ভাষা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৯২১।

জন্মভূমি শ্রীহট্টের হিতকল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন। তিনি স্বয়ং এফ-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলেও অতিশয় শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বকীয় চেষ্টায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্ব্বজন হিতকর পরিদর্শক" নামে একখানি পত্র পরিচালন করেন। অসংখ্য দরিদ্র সন্তান তাঁহার স্কুলে বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই কর্ম্মবীরের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমার বেজুড়া গ্রামে ১২৪০ সালে কবি রামকুমার নন্দী মজুমদারের জন্ম হয়। তিনি আশৈশব সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং স্বকীয় চেষ্টায় বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসীক ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। অল্প বয়সেই তিনি যাত্রার পালা, গীতাভিনয়, পাঁচালী, সখী সংবাদ এবং পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করিয়া কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশ করিলে, তিনি "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর লিখিয়া বঙ্গদর্শন, ঢাকাপ্রকাশ প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ পত্রে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছিলেন।

১৪ বৎসর বয়সে তিনি "দাতাকর্ণ" নামে যাত্রার পালা রচনা করিয়াছিলেন। পরে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত রামকুমার শিলচরে গমন করেন ও তথায় ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার "নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, বিজয় বসন্ত, পদাঙ্কদূত, কংসবধ, উমার আগমন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রাসলীলা, দোলঝুলন, ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ নামক ১১ খণ্ড যাত্রার পালা, কলঙ্কভঞ্জন, লক্ষীসরস্বতীর দ্বন্দ ও ১৩০৫ বাঙ্গালার বোধন নামক কাব্য, উযোদ্বাহ কাব্য. ২ খণ্ড, নবপত্রিকা কাব্য, প্রবন্ধমালা ও জীবনমুক্তি নামক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত মালীনীর উপাখ্যান নামক উপন্যাস, গণিততত্ত্ব ও কীর্ত্তন মানসী প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট করীমগঞ্জের স্বনামখ্যাত প্যারীচরণ দাস "শ্রীহট্ট প্রকাশ" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়া এই প্রদেশের যথেষ্ট হিতসাধন করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধা রমাবাই সরস্বতীর স্বামী ৺বিপিন বিহারী দাস এম, এ, বি, এল মহাশয়ের ঘনিষ্ট আত্মীয়। প্যারীচরণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ভারত

গবর্ণমেণ্টের ফরেন ডিপার্টমেণ্টে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঘটনা সূত্রে কর্ম্মচ্যুত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন। শ্রীহট্টপ্রকাশ তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। বহুমূত্র রোগে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়।

শ্রীহট্টে "শিক্ষা পরিচয়" নামক শিক্ষা বিষয়ক মাসিক-পত্র সম্পাদক বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরীও পত্র-সম্পাদনে ও দেশহিতৈষণায় সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৩ সালে কাশীবাসকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। দেশভক্ত ও সমাজ সংস্কারক বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন, সাহিত্য-সেবাও তাঁহার অল্প ছিল না। তিনি আসামের রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্য সভায় একাধিকবার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন ও দেশবাসীকে আত্মোন্নতি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি উদ্দীপনাপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।*

শ্রীহট্টে কৃতী বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যাও অল্প নহে। বাঁকীপুর Temple medical school গৃহে যাঁহার আলোক চিত্র রক্ষিত হইয়াছে, তিনি উক্ত স্কুলের একজন অধ্যাপক এবং ডাক্তার রামকালী গুপ্ত মহাশয়ের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার নাম ডাক্তার আজদর আলী সাহেব। ডাক্তার গুপ্তের ন্যায় বহু বৎসর হইল অবসর লইয়া স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট। ব্যবসায়ে তাঁহার সুযশ আছে এবং তিনি সজ্জন ও দয়ালু বলিয়া প্রখ্যাত ও অমায়িক ব্যবহারে সর্ব্বজনপ্রিয়।

* প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৩।
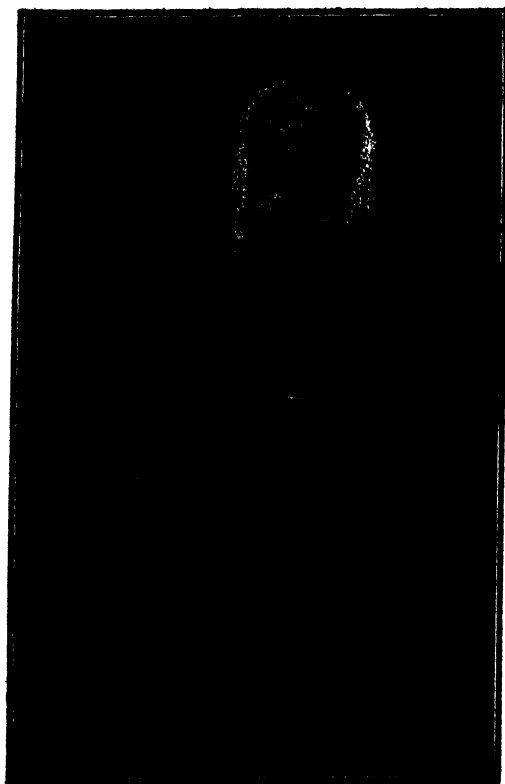
বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী।   পৃঃ ৩৯৩

কাছাড়

লুসাই পাহাড় জেলার দক্ষিণে মণিপুর রাজ্য ও নাগা পাহাড়ের পশ্চিমে এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে কাছাড় অবস্থিত। ইংরেজাধিকৃত হইবার পর এখানে সকল বিভাগের কার্য্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। কাছাড়ে বাঙ্গালা, মণিপুরী, কাছাড়ী, কুকী ও হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলিত। মহাভারতের সময় কাছাড় রাক্ষস-শাসিত দেশ ছিল। কাছাড়ের রাজারা আপনাদিগকে ভীমসেনের পত্নী হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। কাছাড় হেড়ম্ব দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। হিড়িম্বাপুর ইহার রাজধানী ছিল। এই হিড়িম্বাপুর এক্ষণে অপভ্রংশে ডিমাপুর হইয়াছে। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির নিদান স্বরূপ প্রস্তর স্তম্ভাবলী দীর্ঘিকা প্রভৃতি আজিও দৃষ্ট হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে কাছাড়ের রাজধানী ডিমাপুব হইতে মৈকং নামক স্থানে পরিবর্ত্তিত হয়। এখানকার প্রাসাদ ১৬৮৩ শকে নির্ম্মিত বলিয়া লিখিত আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন কাছাড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খানপুরে স্বীয় রাজধানী করেন। কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র পরে হরিটিকর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানেই তিনি মণিপুরাধিপতি গম্ভীর সিংহ কর্ত্তৃক ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নিহত হন এবং উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার রাজ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তদবধি এঁখানে বাঙ্গালীর প্রাদুর্ভাব। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনে উত্তর ত্রিপুরা ও কাছাড় জেলায় জলপ্লাবনে দুর্ভিক্ষ হইলে যখন কাছাড়ীরা দলে দলে অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ছিল তখন রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙ্গালী সন্ন্যাসীগণ ২০২টি গ্রামে লক্ষাধিক টাকার দ্রব্য বিতরণ করিয়া চারি সহস্র নরনারীর প্রাণ দান করিয়াছিলেন। শিলচর, হাফলং ও হাইলাকান্দী এই তিন মহকুমা কাছাড়ের অন্তর্গত। এই হিড়ম্ব দেশাধিপতি কিরাত (ত্রিপুরা)-রাজ ত্রিলোচনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। ইহা মহাভারতের কথা। রাজা ত্রিলোচন সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। কিরাত নামধারী যযাতি পুত্র আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদতটে

ত্রিবেগ নামে রাজধানী স্থাপন করেন। কিরাতের পুত্র দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ত্রিপুর হইতে ত্রিবেগ পরে ত্রিপুরা রাজ্য নাম প্রাপ্ত হয়। হিড়িম্ব রাজ্য ইহার সন্নিহিত।*

মিশনের সন্ন্যাসীরা এই সময় শিলচরে সাহায্য কেন্দ্র স্থগিত করিয়া ৪৯ গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত জনের অন্ন যোগাইয়া ছিলেন। কাছাড়ে পূর্ব্বে অসি-পূজার ভূরি প্রচলন ছিল। কাছাড়ের রণচণ্ডী কাছাড়ের সর্ব্বপ্রধান উপাস্য দেবতা। তিনি কাছাড় রাজবংশে কুল-দেবী ছিলেন। কথিত আছে স্থানীয় এবং দূর দূরান্তর হইতে বাঙ্গালীরা এই রণচণ্ডীর পূজা দিতে কাছাড়ে আসিতেন। কিন্তু দেশের রাজা এবং পূজারী ঠাকুর ব্যতীত রণচণ্ডীর মূর্ত্তি কাহাকেও দর্শন করিতে দেওয়া হইত না। দেবীর এইরূপ আদেশ ছিল যে রাজা ও পুরোহিত ব্যতীত যে তাঁহাকে দর্শন করিবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিবেন। ১৮৩০ অব্দে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার এক রাণী অর্দ্ধ শতাব্দী জীবিত ছিলেন। তিনি রণচণ্ডীর সেবার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ জারি রাখিয়াছিলেন।†

* সংবাদসার ; As. Soc. Journal 1350, vol VII.

† The Indian antiquary, 1875, P. 114.

লুসাই

লুসাই আসামের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ; পর্ব্বত চূড়া ৫০০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। শীত গ্রীষ্মের আধিক্য নাই। ১৮৯২ অব্দে ইহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টভুক্ত হইয়া ১৮৯৮ অব্দে "লুসাই হিল" নামে আসামের একটি জেলায় পরিণত হয়। সাঁওতাল পরগণার কুলীরা আসিয়া এখানে রাস্তা ঘাট করিয়াছে। চট্টগ্রাম ও কাছাড় জেলার মধ্য দিয়া লুসাই যাইবার সুগম পথ বহুদিন হইতে বিদ্যমান ছিল শিলচর হইতে লুসাই সহর "আইজল" ১৩৫ মাইল। জলপথ দিয়াও লোকের যাতায়াত্ আছে। পূর্ব্বে এখানকার অধিবাসীরা উলঙ্গই থাকিত, প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইতে ইহাদের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজ অধিকারের পর হইতে বাঙ্গালীদের সংস্রবে এই বর্ব্বর জাতির মধ্যে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে। এদের স্ত্রীপুরুষের এক-প্রকার বেশ। ইহারা দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ ও অধিকাংশ খর্ব্বাকৃতি এবং অল্প নতনাসিক; ওষ্ঠ ঈষৎ স্থুল, চোকের পাতা কিছু স্ফীত। স্ত্রীলোক পরিশ্রমী, পুরুষ শ্রম বিমুখ। লুসাইবাসীরা পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়া যাইত। ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বেও তজ্জন্য লুসাইয়ের নানা স্থানে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যাইত। লুসাই-নদী ও ধলেশ্বরী নদী দিয়া এখান হইতে প্রতি বৎসর বৃক্ষকাণ্ড, বাঁশ ও বেত বাঙ্গালা দেশে আসে। ইহার ব্যবসায় বেশ লাভজনক দেখিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আইজল হইতে ১৩ মাইল দূরে শৈবং নামক স্থানে এখানকার কাট চিরিয়া তক্তা করিয়া চালান দিবার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ শতক পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও কাছাড়ের কয়েকজন বাঙ্গালীর এখানে দোকান ছিল। বাঙ্গালীদের চেষ্টা ও খৃষ্টান মিশনরীদের সহায়তায় লুসাইবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। গবর্ণমেণ্ট আইজলে একটি স্কুল স্থাপিত করিয়াছেন। লুসাইদিগের লিখিত ভাষা বা লিখিবার অক্ষর ছিল না। এক্ষণে ইংরেজী অক্ষরে তাহাদের ভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম

লুসাই অভিধান ও প্রাথমিক পুস্তক খৃষ্টান পাদরীরাই প্রণয়ন করেন। ইহারা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কালীজয় কাব্যতীর্থ মহাশয় লুসাই ছেলেদের মেধা সম্বন্ধে বলিতেন ইহারা দুই এক দিনের মধ্যে বর্ণমালা শিক্ষা করিতে পারে। তাঁহার সময়ে আইজলে প্রায় ৪০ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ক্রমে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

লুসাইদিগের অত্যাচারের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং যে কারণে ইংরেজের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে তাহাও কথিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে) যে লুসাই যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ইংরেজের ডাক বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বঙ্গের অন্যতম রত্ন দীনবন্ধু মিত্র লুসাই যাত্রা করেন। তাঁহার কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দান করেন। দীনবন্ধু মিত্রের পিতৃদত্ত নাম ছিল গন্ধর্ব্বনারায়ণ।

কলিকাতার সন্নিহিত আড়বোলিয়া গ্রামে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর অতিশয় দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্কুলের বেতন পর্য্যন্ত দিবার তাঁহার সাধ্য ছিল না। সুতরাং তাঁহার তৎকালীন স্কুলের বেতন মাসিক দুই টাকা চাঁদা করিয়া তুলিতে হইত। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল গন্ধর্ব্বনারায়ণ। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার কালে দীনবন্ধু বলিয়া নাম লিখেন তদবধি এই নামেই প্রসিদ্ধ হন। তিনি জুনিয়র স্কলাশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। তাহার ন্যায় সুরসিক অধুনা বড় দৃষ্ট হয় না। নাট্য জগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। নীল দর্পণ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমসাময়িক এবং তাঁহার প্রভাকর পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং পাটনার পোষ্টমাষ্টার হন। পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ডাকের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য লুসাই গমন করেন এবং ১৮ বৎসর চাকরী করিয়া নানা স্থান ভ্রমণ ও বহু দর্শন লাভ করেন। তিনি লুসাই যাত্রা কালে মণিপুর, কাছাড়, প্রভৃতি স্থান দর্শন ও তথাকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাত হইবার ফলে তাঁহার শেষ নাটক "কমলে কামিনী" রচনা করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় পোষ্টমাষ্টার জেনারলের

প্রধান সহকারী পদে উন্নীত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৪৪ বৎসর বয়সে দেশব্যাপী যশঃসঞ্চয় করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় দীনবন্ধু পরলোক গমন করেন।

ভারতের আর সকল প্রদেশের ন্যায় আসাম প্রদেশ ইংরেজের অধিকারগত হইলে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশ হইতে শিক্ষিত লোক লইয়া গিয়া শাসন সংক্রান্ত এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগীয় সকল কার্য্য পরিচালনা করেন এবং বাঙ্গালীরাই অসমীয়াদিগের মধ্যে প্রথম শিক্ষা বিস্তার করেন। আসামের জলকর মহাল প্রায়ই বাঙ্গালী ধীবরদিগের আয়ত্ত ছিল। চট্টগ্রামের বাঙ্গালী মুসলমান কপুরাই আসামের তৈল ব্যবসায়ী। পূর্ব্বে বাঙ্গালীরাই অসমীয়াদের আহারীয় বস্ত্র ও গৃহস্থালীর সকল উপকরণ সংগ্রহ ও বিক্রয় করিত। আসামে রেল হইবার পূর্ব্বে যখন জল পথে ও গো শকটে যাতায়াত চলিত, এমন দিনে গৌহাটী হইতে কয়েক মাইল দূরে লামডিং নামক স্থানের চা-বাগানের কর্ম্মচারী বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এখানে তিনখানি দোকান খুলিয়া সহস্র সহস্র কুলী মজুরের আহারীয় ও পরিধেয়ের অভাব মোচন করিতেন। আসামের পথঘাট সমস্ত বাঙ্গালী কণ্ট্রাক্টরদিগের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত। সুদীর্ঘ আসাম বেঙ্গল রেল পথ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক দ্বারা নির্ম্মিত। উচ্চ শিক্ষা-সুলভ বৃত্তিগুলিতে শিক্ষা, চিকিৎসা, ওকালতী এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ও গবর্ণমেণ্টের চাকরি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরই প্রায় একাধিপত্য ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও মিশনরীদিগের সাহায্যে বাঙ্গালী-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রচারের ফলে অসমীয়াদের পূর্ব্ব সংস্কারগত আলস্য বা জড়তা দূর হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মে, সমাজ-নীতিতে, সাহিত্যে মহাপুরুষ ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু যে বাঙ্গালী আসামের শ্রী ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং পূর্ব্বে আদর আপ্যায়ণে অসমীয়া সুন্দরীগণ যে বাঙ্গালীকে ভেড়া করিয়া রাখিত, জীবন সংগ্রাম ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতার ফলেই হউক অথবা ঈর্ষা বশেই হউক বহু দিন হইতে সেই বাঙ্গালীকে তাঁহারা বঙ্গাল" বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন। বাঙ্গালীকে এইরূপ বলিতে বলিতে তাহারা সকল বিদেশীয়কেই 'বঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করে, এমন কি অসমীয়া অভিধানে সাহেবরাও 'বগা বঙ্গাল' বলিয়া অভিহিত। এক্ষণে কামাখ্যার ভেড়ার কথা বলিয়া

আমরা আসামে বাঙ্গালীর কাহিনী সমাপ্ত করিব। বহুকাল হইতে বঙ্গীয় নারী-ভাষায় প্রবাদ আছে—"পশ্চিমে গেলে মোটা হয়" আর কামাখ্যায় গেলে ভেড়া হয়।' এখানে কামাখ্যা অর্থে কামরূপ প্রদেশ বা সমগ্র আসাম। পূর্ব্বে কামাখ্যার নামই সর্ব্বজন বিদিত ছিল। কারণ কর্ম্ম বা দেশ দর্শন ব্যপদেশে পূর্ব্বে যতলোক আসাম প্রবাসী হইত তাহার অপেক্ষা বহু শতগুণ যাত্রী সকল সময়েই কামরূপের তীর্থসমূহ দর্শন কবিতে গমনাগমন কবিত। নন্দী সংহিতায় আসামের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এবং বহু প্রসিদ্ধ তীর্থের উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমানে কামরূপ হইতে যে সকল স্থান স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হইয়াছে তাহারও অন্তর্গত বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ প্রাচীন কামরূপের তীর্থ বলিয়া খ্যাত ছিল। এখন যে ভূভাগ দরং জেলা বলিয়া উক্ত তাহা পূর্ব্বে কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তেজপুর এই দরং জেলার একটী মহকুমা। তেজপুর ও সন্নিহিত স্থান সমূহের পৌবাণিক নাম ছিল শোণিতপুর। শোণিতপুব ছিল বাণরাজার রাজ্য। তাঁহার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের ও কন্যা উষার বহু স্মৃতি চিহ্ন এখানে প্রদর্শিত হয়। প্রদেশশাসকের বর্ত্তমান কাছারি বাড়ীর নিকট যে পাষাণনির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল, উহা বাণ রাজার দুর্গ বলিয়া কথিত হইত। এখন উহার চিহ্নমাত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার ভগ্ন প্রস্তরগুলি উক্ত কাছারি ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

তেজপুরের অন্তর্গত বিশ্বনাথ নামক স্থানে বাণ রাজা পূর্ব্বে দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের নিকটেই কুণ্ডাকৃতি চক্রতীর্থ বারানসীর জ্ঞানবাপী তুল্য বিবেচিত হয়। কাশীর অনুকরণে বাণ রাজা এখানে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ তীর্থের সমাবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বারাণসীর খ্যাতি ও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। এই তীর্থক্ষেত্র ব্রহ্মপুত্রের উপকূলে অবস্থিত। বাণ রাজা মহা শৈব ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের নানা স্থানে শিব স্থাপনার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান আছে।

গোয়ালপাড়ার মহকুমা ধুবড়ী পূর্ব্বে কামরূপের অন্তর্গত ছিল। পদ্মপুরাণে বর্ণিত কাহিনী এই স্থানের সহিত জড়িত আছে। সাধারণে নেতা ধোবানীর ঘাট" সংক্ষেপে 'ধুবীঘাট' হইতে ধুবড়ী সহরের নামোৎপত্তি নির্দ্দেশ করে।

এখানে চন্দ্রধরের বাড়ী ও নখীন্দর অর্থাৎ লক্ষীধরের লৌহ নির্ম্মিত বাসরঘর প্রদর্শিত হয়।

আর একটি তীর্থ কামরূপ রাজ্যে বহুলোকের সমাগমস্থল ছিল। শিব সাগর জেলার অন্তর্গত নাম্বর নামক সুবিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য মধ্যে 'গরম পানি' নামে যে উৎস আছে তাহা হইতে নিরন্তর জল উত্থিত হইয়া নম্বর নদীতে পতিত হইতেছে। এই জেলায় গোলাঘাট মহকুমা হইতে নাগা পাহাড় পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে উৎসটী সেই পথে গোলাঘাট হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই জলে স্নান করিলে চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয় বলিযা প্রসিদ্ধি আছে। গরম পানি এই স্থানকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে।

কামরূপের প্রাচীন রাজধানী গৌহাটী হইতে দ্বাদশ মাইল দূরে বশিষ্ঠাশ্রম সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র। গৌহাটী হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইলে সম্মুখেই শৈলোপরি অশ্বক্রান্ত তীর্থ ও বিষ্ণুমন্দির, তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে শৈলোপরি সোমনাথ তীর্থ। বশিষ্ঠ, উর্ব্বশী, উমানন্দ, অশ্বক্রান্ত, পাণ্ডুনাথ ও কামাখ্যা সমস্তই কামরূপের অন্তর্গত হওয়ায় কামাখ্যার প্রসিদ্ধিই অধিক হয়।

যখন রেল পথ হয় নাই। ষ্টীমার চলে নাই, পথ ঘাট অতি দুর্গম ছিল এবং এই সকল অরণ্য ও পর্ব্বতবহুল স্থান এরূপ দস্যু রাক্ষস ও হিংস্র জন্তু সমাকুল ছিল যে একবার কষ্টে সৃষ্টে এখানে আসিয়া পড়িলে আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন অল্পদিনে সম্ভব হইত না এবং সহজেও হইত না। সুতরাং যাহারা যে কোন সূত্রে তখন আসাম অঞ্চলে গমন করিত তাহারা কিছুকাল ঐ দেশে বাস করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের মধ্যে বহু লঘু চিত্ত ব্যক্তি তথাকার অনায়াস লভ্যা অসমীয়া স্ত্রীগণের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া এবং তাহাদের স্বভাব সুলভ আদর আপ্যায়নের বশীভূত হইয়া জন্মভূমি ও ঘর সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া এইখানেই স্থায়ী হইত। ইহারা অসমীয়া স্ত্রীগণের সংমিলনে যে শঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারা আসামী হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই সকল দেশত্যাগী বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর ভাষায় "কামাখ্যার ভেড়া" নামে অভিহিত হইত। বাঙ্গালীদের পথানুবর্ত্তী বহু মাড়োয়ারী, নেপালী ও পশ্চিমা নরনারী আসামের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছে।

গোয়ালপাড়ার "শ্মশানঘাট-অবধূত-যোগাশ্রম" উল্লেখযোগ্য। এই আশ্রম

বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বহু বাঙ্গালী অবধূতের সাধন স্থান। ইহা "যোগী-গুফা" নামে প্রসিদ্ধ এবং গোয়ালপাড়ার উত্তর পশ্চিম দিকে ও ব্রহ্মপুত্র নদের আড়পারে অবস্থিত। এখানে শ্রীমৎস্বামী হরিহরানন্দ অবধূত যোগ সাধনা করিতেন। কথিত আছে শ্রীমৎস্বামী সচ্চিদানন্দ অবধূত একদিন গোয়ালপাড়ার আশ্রম হইতে নৌকা করিয়া কাজি পাড়ার আশ্রমে যাইতে ছিলেন। কাজিপাড়া যাইতে হইলে ঐ যোগী গুফার নিকট দিয়া যাইতে হয়। কাজিপাড়ার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা গিয়াছে। সেই নদীতে গিয়া শ্রীমৎস্বামী সচ্চিদানন্দ অবধূত "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া যান। বহু লোক তাঁহাকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে; কিন্তু বহু চেষ্টাতে তাঁহাকে না পাইয়া সকলে মনে করে স্বামীজী নদীজলে দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি জলের ভিতর দিয়া সকলের অলক্ষ্যে যোগী-গুফার নিকট উত্তীর্ণ হন ও শ্রীমৎস্বামী হরিহরানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিছুদিন তথায় যোগ সাধনা করিবার পর উভয়েই তথা হইতে চলিয়া যান। স্বামী সচ্চিদানন্দ রংপুর যাত্রা করেন এবং হরিহরানন্দ গারোপাহাড় শ্রেণীর অন্তর্গত গোয়ালপাড়া পঞ্চরত্ন গুফায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মানন্দকে কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া অবধূত চর্য্যা ও যোগ শিক্ষা দিতে থাকেন। যোগাসন নির্ম্মাণে লক্ষ্মীপুরের জমিদার মহাশয়রা সাহায্য করেন। ভৈরবনাথের আসনের জন্য তাঁহারা হাতির মাথা এবং পঞ্চমুণ্ডের আসনের জন্য গোয়ালপাড়ার সরকারী ডাক্তার চণ্ডালের মাথা সংগ্রহ করিয়া দেন। হরিহরানন্দ জ্ঞানানন্দ স্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং মহানির্ব্বাণ মঠের অধিকারী শ্রীমৎ অবধূত কেশবানন্দ স্বামীর (নবদ্বীপের শ্রীনাথ গোস্বামী) নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চারিধাম ভ্রমণ করিবার পর উক্ত পঞ্চরত্ন নামক স্বাভাবিক গুফায় ৭ বৎসর নির্জ্জন সাধনা করিয়াছিলেন। গোয়ালপাড়া শ্মশান ঘাটের অবধূত-যোগাশ্রম ১৩২২ সালে নানা স্থানের বাঙ্গালী অসমিয়া ও নাদিয়া মন্ত্র-শিষ্যবর্গের সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের বহু শিষ্য রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করেন। গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত বোটেমারী কাজীপাড়া প্রভৃতি স্থানে নাদীয়া জাতীয় শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। ইঁহাদের মধ্যে

রাজবংশীও অল্প নহে এবং অধিকাংশই শিক্ষিত। তুরা পর্ব্বতস্থ গারো জাতীয় বহু নরনারী এই সম্প্রদায় ভুক্ত ও অবধূতদিগের শিষ্য। ময়মনসিংহের পশ্চিমে মুক্তাগাছার নিকট মধুপুরের শালবনস্থ গারোরা স্ত্রী পুরুষ সকলে হরিহরানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া উন্নত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হরিসভারও প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এখানকার হরিসভার অধ্যক্ষ মহেন্দ্রনাথ গারোর পিতা। এই গারোরা এক্ষণে কৃষিজীবী। পূর্ব্বে ইহারা দুর্দ্দান্ত এবং দস্যুবৃত্তিতে নিরত ছিল। অধুনা বাঙ্গালা লেখাপড়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শালবন নাটোরের রাজার জমিদারী ভুক্ত। অবধূত ব্রহ্মানন্দ স্বামী হিন্দুস্থানী বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার শিষ্য শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল ৺নিত্যগোপাল বসু। ইনি পানিহাটির জন্মেজয় বসুর পুত্র। পানিহাটির ঘোষ পরিবারে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম। সন্ন্যাস লইয়া পরিব্রজন কালে তিনি হিংলাজ তীর্থে স্বীয় গুরু পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর গুহাশ্রমে ৫।৬ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের মাঘ মাসে হুগলী চক বাজারের নিকট পুরাতন হাঁসপাতালের মধ্যস্থ নিত্যমঠ নামক মঠে দেহরক্ষা করেন। দেহরক্ষার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি হিংলাজে ছিলেন। পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেব হিংলাজের বিখ্যাত সন্ন্যাসী ছিলেন। সাধনার জন্য এখানে অবধূত জ্ঞানানন্দদেব একটি গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার অবধূত আশ্রম নিত্য মঠ বা মহানির্ব্বাণ মঠ হুগলী, নবদ্বীপ, (রাম-পুলিয়ায়), কলিকাতা (মনোহর পুকুর) প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেবের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ এক্ষণে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য তাহার জন্মস্থান পানিহাটিতে সম্প্রতি কৈবল্যমঠ নামে এক অবধূত সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত গৌরীপুর নামে একটি এষ্টেট আছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর হইবে ৺চন্দ্রমোহন রায় গৌরীপুরের রাজার দেওয়ান হইয়া এ অঞ্চলে আগমন করেন। ১৩০৪ সালে চন্দ্রমোহন বাবুর মৃত্যু হইলে কুচবিহারের অবসর প্রাপ্ত সেসন্স্ জজ রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এই ষ্টেটের ম্যানেজার হন। চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্র পৌত্রাদি প্রায় সকলেই গৌরীপুর ষ্টেট সংক্রান্ত কর্ম্মে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীরামপুরনিবাসী বাবু শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী গৌরীপুরের রাজার মন্ত্রী হন। ১৮৫৪ অব্দের ভুটান যুদ্ধে ইনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে রসদ সরবরাহাদি কার্য্যে সাহায্য করিয়া প্রভুত সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করেন।

গোয়ালপাড়ায় অতি প্রাচীন উপনিবেশিক রাঢ়ী শ্রেণীয় জয়নারায়ণ শর্ম্মা। বহুদিন হইল ইনি ময়মনসিং হইতে আসিয়া বিলাসী পাড়ায় (জমিদার চাপড় এষ্টেট) জমিদারী করেন। ইঁহাদের বিশেষত্ব এই যে ইঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই কয়েকটি বিষয় ব্যতীত সকল বিষয়েই অসমীয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন;* কিন্তু ইঁহারা অদ্যাবধি বাঙ্গালী নৈষ্টিক আচারব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ আহার ভাষা প্রভৃতি বজায় রাখিয়াছেন। এখনও ইঁহারা বিবাহাদি কার্য্য বঙ্গদেশেই করিয়া থাকেন। গৌরীপুরের ৺চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্র বাবু হিমাংশু মোহন রায় বিলাসী পাড়ার বর্ত্তমান নাবালক জমিদারের শিক্ষক। এই ষ্টেটের বর্ত্তমান দেওয়ান, হুগলী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামলনাথ চট্টোপাধ্যায়—

জনাই নিবাসী বাঙ্গালী মুসলমান গোলাম হায়দার সাহেব গোলাম হায়দার এণ্ড সন্স নামে গৌহাটী হইতে শিলং পর্য্যন্ত টাঙ্গা সার্ব্বিস্ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বাঙ্গালী কোম্পানী অতঃপর মোটর সার্ব্বিস্ ও অয়েলম্যানস্ ষ্টোর্স খোলেন। গোলাম হায়দার পরে তাঁহার স্বগ্রামনিবাসী জমাআত উল্লাহ্ এণ্ড সন্সকে মোটর সার্ব্বিস্ বিক্রয় করেন। জমাআত উল্লা এক্ষণে ইহাকে লিমিটেড কোম্পানী করিয়াছেন। শিলং-পাহাড়ে এই দুইজন সর্ব্বপ্রধান

---

* "ব্রহ্মপুত্র নদের চরভূমিতে গো মহিষাদি চরাইবার উপযুক্ত পতিত জঙ্গলাজমির আধিক্য দেখিয়া, যে-সকল গোয়াল ময়মনসিংহ জেলা হইতে এই প্রদেশে আগমন করেন এবং যাঁহাদিগের উপনিবেশ হেতু "গোয়ালপাড়া" এই নামকরণ হইয়াছে, দীর্ঘকাল আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়াল পাড়াতে বাস করিলেও এই জাতীয় লোকের অসমীয়া ভাষা শিক্ষার কিছুমাত্র সুযোগ হয় নাই। কাজেই স্ত্রী পুরুষ সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে।" সেন্সাস রিপোর্টে তাঁহারা অসমীয়া বলিয়া সংখ্যাত হইলেও এখনও গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার সংখ্যা অসমীয়ার তিন গুণ—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২১।

দেশীয় ব্যবসায়ী। ইঁহাদের পরবর্ত্তী অন্যান্য প্রধান ব্যবসায়ীদের মধ্যে বি, এল্, দে এণ্ড কোং, ও রামনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন শিলং এবং গৌহাটীতে প্রতিষ্ঠিত। রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিলং ভ্রমণ পুস্তকে এই রামনাথ বাবুরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শুনা গিয়াছিল, কলিকাতার স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহযোগে ইনি শিলঙে Hydro-Electric Scheme work করিতেছিলেন।

পাবনা নগরবাড়ী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল, মহাশয় গৌহাটীর একজন বিশিষ্ট প্রবাসী। মহেন্দ্রবাবুর পিতা এতদঞ্চলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস্ ছিলেন। তাঁহার খুড়তুতো ভাই রায় সাহেব জগন্মোহন লাহিড়ী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আসামের ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী সমাজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে তেজপুর প্রবাসী হইয়াছেন। তেজপুরের water works ও elctric installation তাঁহারই কীর্ত্তি। এ প্রদেশে তিনি চা বাগান, বাড়ী-ঘর ও জমীদারী করিয়া স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন।

গৌহাটীর সরকারী উকীল বাবু কালীচরণ সেন এবং বাবু উপেন্দ্র নাথ সেন কামরূপ জেলায় বিস্তৃত জমিদারী করিয়াছেন। কালীবাবুর পিতা ৺দীননাথ সেন ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনিই উক্ত ভূসম্পত্তি করিয়া যান।

প্রায় ৪১ বৎসর পুর্ব্বে রায় সাহেব গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, এম-আই-ই, সি-ই, উত্তর আসামে আগমন করেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ বিক্রমপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। গোপাল বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন। তিনি রুড়কী টমেসন কলেজ হইতে এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়রী পাশ করিয়া মধ্যপ্রদেশের পূর্ত্ত বিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি জব্বলপুরের জলের কল, জব্বলপুর মাণ্ডলা রোড এবং ওয়ারোরা কলিয়ারীর (Colliery) কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পর ১৮৮০ অব্দে পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের ষ্টেট রেলওয়ে বিভাগে স্থায়ী ভাবে বদলি হন। এই সময় তিনি ওয়েনগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন এবং নাগপুর ছত্রিশগড় ষ্টেট রেলপথের বিস্তার করেন। তাহার পর ১৮৮২

খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর আসামে বদলি হন। এখানে তিনি জোরহাট ষ্টেট রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। সমগ্র আসামের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত রেলপথ। ১৮৮৫ অব্দে এই লাইন খোলা হয়। তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ১৮৮৭ অব্দে তিনি ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের দ্বারবঙ্গ-সীতামঢ়ি শাখা লাইন নির্ম্মাণ করেন এবং এক্‌জিকিউটিব পদে উন্নীত হন। তিনি তুই সহস্র মাইলের project প্রস্তুত করেন এবং পাঁচ শতাধিক মাইল ব্যাপী রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। তিনি আসাম বঙ্গ রেলপথের গৌহাটী শাখা, কলিকাতা-মেদিনীপুর কটক রেলের শাখা এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা লাইন নির্ম্মাণ করিয়া এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং গবর্ণমেণ্টের শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রায় বার বৎসর হইল ধুবড়ীর স্বনামখ্যাত উকীল, বাবু উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এল, পরলোক গমন করেন। স্থানীয় জন-হিতকর সকল কার্য্যেই তিনি অগ্রণী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, সমাজে, কি চরিত্র-নীতিতে—সকল বিষয়েই উপেন্দ্র বাবুর অসাধারণত্ব বা বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার ন্যায় জন-প্রিয় বাঙ্গালী এ অঞ্চলে ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উপেন্দ্রনাথ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দিগসুই গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন, কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে কোন অভাব জানিতে দেন নাই। সেই ভক্তিমতী, নিষ্ঠাবতী রমণী ধৈর্য্য বুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। এমন জননীর গর্ভে জন্ম লইয়াই মাতৃভক্ত পুত্র শৈশব হইতেই ধর্ম্ম-প্রাণ, সুচরিত্র এবং পরহিতাকাঙ্ক্ষী হইতে পারিয়াছিলেন। পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য মাতার কি আগ্রহ কি প্রচেষ্টা! উপেন্দ্রনাথ শিক্ষাবস্থা হইতেই স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা খুব বলবতী ছিল। তিনি রিপণ কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতে থাকেন এবং ১৮৯১ অব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসাম প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়ার হেড-কোয়ার্টার ধুবড়ীতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। শুনা যায় তিনি কলিকাতা হাইকোর্টেই ওকালতি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ নীলের কারবারে প্রায় ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি দিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, তিনি পূর্ব্ব সংকল্প ত্যাগ করিয়া এখানে আসেন। ধুবড়ীতে তখন তাঁহার স্বগ্রামস্থ প্রতিবেশী ৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদালতের প্রধান উকীল ছিলেন। তিনিও উপেন্দ্র বাবুকে এখানে ওকালতি করিতে উৎসাহ দেন। ইহাও তাঁহার ধুবড়ী প্রবাসের অন্যতম কারণ। প্রতিভা কখন চাপা থাকে না, সুযোগ পাইলেই তাহা প্রকাশ পায়। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার সত্যানুরাগ, আইন সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলি সরল সহজবোধ্য করিয়া দিবার ক্ষমতা, তাঁহার অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, তর্কশক্তি এবং অকাট্য যুক্তি অল্পদিনেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল এবং তিনি আসাম অঞ্চলে একজন শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন।

উপেন্দ্রবাবু যখন ধুবড়ীতে প্রথম আগমন করেন, তখন স্থানীয় এক বড় জমিদারের দেওয়ানের বিরুদ্ধে কয়েদ-খালাসী মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। জমিদার ধুবড়ী-বারের সকলকে এবং দেশ-প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জ্যাকসন্ সাহেবকে সপক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করেন। প্রতিপক্ষে একমাত্র নূতন উকীল উপেন্দ্রবাবুই দাঁড়ান। এই মোকদ্দমায় উপেন্দ্র-বাবুরই জয় হয়। জ্যাকসন সাহেব উপেন্দ্রবাবুর অসাধারণ তর্কশক্তি এবং আইনজ্ঞান দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলেন—উপেন্দ্রবাবুর ন্যায় অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন জুনিয়ার উকীল তিনি অনেক মফঃস্বলে দেখেন নাই। এই মোকদ্দমায় রায় প্রকাশ হইবার পর হইতে উপেন্দ্রবাবুর পসার খুব বাড়িয়া যায় এবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া সাধারণে পরিচিত হন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকৃতিও বড় মধুর ছিল। তিনি কি ধনী কি দরিদ্র সকলকেই সম দৃষ্টিতে দেখিতেন—সকলের প্রতিই তাঁহার সমান যত্ন ও

মনোযোগ ছিল। অর্থ-লালসা তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান, সৌজন্য এবং ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে বিচলিত করিত না। ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থাকিলে তিনি পুত্রদের জন্য অন্ততঃ দুই তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ সকলের জন্য কাঁদিত। তিনি দরিদ্র নর-নারী, পরিচিত ও অসমর্থ মক্কেলের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না, বরং স্থলবিশেষে স্বয়ং অর্থব্যয় ও তদ্বির করিয়া অসহায় এবং নির্য্যাতিতদিগের মোকদ্দমা পরিচালিত করিতেন। কেহ বিপন্ন হইয়াছে জানিতে পারিলেই তিনি তাহাকে সাহায্য দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বহু দরিদ্র বালক ও দুস্থ পরিবারের তিনি পিতামাতা স্বরূপ ছিলেন। নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ব্যতীত প্রায় চারি পাঁচ শত টাকা তাঁহার মাসিক দানের ব্যয় ছিল। সাধারণের কার্য্যেও তাঁহার দানের হস্ত সঙ্কুচিত ছিল না। আসামের বহু জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় গোয়ালপাড়া জেলায় Indian Science Association এর এক শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই সমিতির আজীবন সভাপতি ছিলেন। "All Indian Temperance Association"-এরও এক শাখা সভা তাঁহারই উদ্যোগে এখানে স্থাপিত হয়। এবং উপেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় ধুবড়ী-আর্য্য-নাট্য সমিতির জন্ম হয়। তাহার পূর্ব্বে এখানে হিন্দুদের শবদাহের কোন নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত স্থান ছিল না। উপেন্দ্র বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমে এক সুন্দর শ্মশান ঘাট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহারই উদ্যোগে ঘাটের উপর এক সুন্দর শিব মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ধুবড়ীতে হিন্দু সাধারণের ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মরক্ষা ও পূজার্চ্চনাদির কোন ব্যবস্থা না থাকায় উপেন্দ্র বাবু বহু চেষ্টায় এখানে "হিন্দু ধর্ম্মসভা"র প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে এখানে জনসাধারণের কল্যাণকর যাবতীয় সদনুষ্ঠানের মূলে উপেন্দ্র বাবুর উদার হৃদয়ের পরিচয় এবং তৎপর হস্তের চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়। তিনি নিজে একজন নৈষ্ঠিক হিন্দু এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সদাচারী ছিলেন। সাধারণানুষ্ঠান ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের সংস্রবেও তিনি নানা সৎকার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ধুবড়ীতে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে উপেন্দ্র-বাবু অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া প্রদর্শনীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়া-

ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইতে প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহাতে তাঁহার ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ছোটলাট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবু উপাধির কাঙ্গাল ছিলেন না, তিনি বরং রায় বাহাদুরী পাইবার সম্ভাবনায় সঙ্কুচিত হইয়া লাট বাহাদুরকে উহা না দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কৃতজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট পরবর্ত্তী সুযোগে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেকোৎসব উপলক্ষে সম্মানের নিদর্শন পত্র 'Certificate of Honour' দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য যে Executive Committee গঠিত হইয়াছিল, গোয়ালপাড়া হইতে উপেন্দ্রবাবুকেই তাহার সদস্য করা হইয়াছিল। সরকারী কার্য্যে যেরূপ, দেশের কার্য্যেও তদ্রূপ তাঁহার সহযোগিতা ছিল। ১৯১৯ অব্দে কলিকাতায় যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশন হয় তখন Reception Committeeতে গোয়ালপাড়া জেলা হইতে উপেন্দ্রবাবুই সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার চরিত্র এরূপ বিশুদ্ধ এবং প্রকৃতি এরূপ মধুর ছিল যে, এ পর্য্যন্ত কেহ কখন তাঁহার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পারেন নাই। জীবনে তাঁহার শত্রু ছিল না। তিনি শুদ্ধ ধুবড়ী নহে, সমস্ত আসামেই পরিচিত ছিলেন। সর্ব্ব-সাধারণের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা করিতেন।

১৯১৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে উপেন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিনীর মৃত্যু হইলে পর তিনি সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ হন এবং প্রায় বৎসর পরে ১৯১৯ অব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে ৫২ বৎসর বয়সে হঠাৎ ইনফ্লুএন্‌জা রোগে ইহধাম ত্যাগ করেন। উপেন্দ্র বাবুর পুত্রগণ ধুবড়ীতেই বাস করিতেছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, স্থানীয় আদালতেই ওকালতি করিতেছেন। উপেন্দ্র বাবুর অভাবে ধুবড়ীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কখন পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমন লোক এখানে নাই যিনি তাঁহার মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন নাই। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছিলেন তিনি ধুবড়ী-বারের সূর্য্য-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই জন্য ধুবড়ী-বারের নাম হইয়াছিল। তিনি এই জেলা ও সহরের জন্য যাহা করিয়া

গিয়াছেন তাহাতে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার ঋণ কখন ভুলিতে পারে না। আজ প্রায় বার বৎসর তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম এখানে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে। স্থানীয় উকীল রায় পিয়ারী-মোহন দত্ত বাহাদুর, বি-এল, সপরিবারে ধুবড়ীতে স্থায়ীবাস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহাদি বঙ্গদেশেই হইতেছে।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর চন্দ্রকান্ত সেন আসামের একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট্ কমিশনর ছিলেন। তিনি গোয়ালপাড়া জেলার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই কর্ম্মবীর মধ্যস্থ হইয়া গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত বিজনী, চাপড় (বিলাসী-পাড়া) মেচরাড়া পর্ব্বত এবং জোমায় প্রভৃতি ষ্টেটের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দেন। বিজনীরাজের কুলগুরু জনৈক বাঙ্গালী, তাঁহার আদিবাস নবদ্বীপ।

আসামের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশস্থ পাসীঘাট, রোহটাং প্রভৃতি স্থানে আবর অভিযানের পর হইতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালী প্রবাসী হন। উত্তর লখীমপুরের সদীয়া নামক স্থানে কয়েক ঘর বাঙ্গালী বাস করিতেছেন।

ডিব্রুগড়ের অতি প্রাচীন প্রবাসী ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহারই বিশেষ যত্নে এখানে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা সুসাধ্য হইয়াছে। এখানে কপিলামুখ ষ্টীমার ষ্টেশনের নিকট কপিলামুখ নামক স্থানে স্বামী নিগমানন্দ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরু প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এতদঞ্চলে ইঁহার শত শত শিষ্য আছেন। আর এক-জন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী মুক্তানন্দ ওরফে ওঁ স্বামী ডিব্রুগড়ে বাস করেন। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ইঁহার শিষ্য। স্বামীজীর বহু বাঙ্গালী ও আসামী শিষ্য আছেন। যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে তদ্দেশবাসীর সহিত সময়ে সময়ে বাঙ্গালীর যেরূপ বৈবাহিক আদান প্রদান হইয়াছে আসামেও তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্যার রমেশ-চন্দ্র দত্তের কন্যা মিস দত্তের জনৈক উচ্চবংশীয় বড়ুয়া ভদ্রলোকের সহিত বিবাহ হয় (See Sir R. Dutt's life by Mr. J. N. Gupta late Commissioner of Burdwan)। গৌহাটীর Earle Law Collegeএর অধ্যক্ষ ব্যারিষ্টার জে, বড়ুয়া, কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে বিবাহ করেন।

৺লেডি বসন্তকুমারী দেবী। পৃঃ ৪৫১

সূর্ম্মা উপত্যকা এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় জেলা। শ্রীহট্টের উত্তরে জয়ন্তীরাজ্য। জয়ন্তীর পার্ব্বত্য ভূমি খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এই জেলায় এইরূপ আখ্যা হইয়াছে। জয়ন্তীর অধিবাসীরা সিটোঙ্গ বংশসম্ভূত হইলেও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেবদেবীর পরম ভক্ত হইয়া উঠে এবং আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা মনিপুর ত্রিপুরা ও সন্নিহিত রাজবংশীয়দিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। জয়ন্তীপুর এই রাজ্যের রাজধানী। রাজা রামসিংহ জয়ন্তীর অধীশ্বর। জয়ন্তী রাজ্যের পৌরাণিক নাম "নারীদেশ"। মহাভারতের এই নারীদেশ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রামসিংহের পরবর্ত্তী রাজা রাজেন্দ্র সিংহের সময় ইংরেজাধিকৃত ও শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। জয়ন্তীর একদিকে নাগা পাহাড় অন্য দিকে খাসিয়ার শিলং পাহাড় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। খাসিয়া পাহাড় জেলা ভারতের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। শিলঙে কর্ম্মোপলক্ষে বাঙ্গালীর প্রবাস বাস আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা গৌহাটী হইতে মোটর করিয়া এই শৈল-নিবাস পাওয়া যায়। শিলঙের প্রাচীন নাম আলোসন্ধ। ইহা কিরাতদিগের অধিকৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।* লাবান পাহাড়ে বাঙ্গালীরা প্রায়ই বাস করিয়া থাকেন। এই পাহাড়ের নিম্নে শিলং বাজার। বাজারের মধ্যস্থলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কীর্ত্তি "কো-অপারেটিভ ষ্টোর"। গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য দপ্তরের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা এই যৌথকারবার খুলিয়া দেন। এখানকার অধিকাংশ বাঙ্গালীই ইহার অংশীদার।

গৌহাটী হইতে শিলং পাহাড় পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস্ সর্ব্ব প্রথমে একজন বাঙ্গালীই খুলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শিলং† যাওয়া বড়ই কষ্টকর ছিল। জনৈক মাড়য়ারী তাঁহার পথানুবর্ত্তী হন এবং এক্ষণে এক ইংরেজ কোম্পানী মোটর চালাইতেছেন। চা বাগানে ব্যবহৃত চায়ের গাছ-কাটা ছুরী বিলাত হইতে আসিত। তিনি খাসিয়া কারিগর সংগ্রহ করিয়া ছুরীর কারখানা খুলেন। অনেক চা-বাগানে এই ছুরী দ্বারা কার্য্য হয়। শিলং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক (Shillong Industrial Bank) এবং Beadon fall বা "সোনাপাণির"

---

* Progs. A.S. Bengal, January, 1874.

† ৬৪৫০ ফুট উচ্চ।

জলস্রোতের গতিরোধ করিয়া তাহার শক্তি চালিত আটা ময়দার কল পরিচালন উক্ত বাঙ্গালী রমানাথ বাবুরই অন্য দুই কীর্ত্তি।

শিলং পাহাড়ের দক্ষিণে সংলগ্ন চেরাপুঞ্জি পাহাড়। এখানেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। জেলার পূর্ব্বভাগ জয়ন্তীয়া হিল বিভাগ ও পশ্চিমভাগ খাসিয়া হিল বিভাগ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে খাসিয়ারা সভ্যতার খুব নিম্নস্তরে ও প্রায় অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় ছিল। তাহারা মঙ্গোলীয় জাতির মন-আনাম শাখার প্রশাখা। মোখার শিক্ষিত খাসিয়াদের একটি পল্লী। এখানে বহু নরনারী খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। তাহাদের Church, School প্রভৃতি আছে। ইহাদের মধ্যে বহু graduate হইয়াছে। ১৯০১ সালের লোক গণনায় ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৩৫০৬৯। খাসিয়াদের বর্ণ গৌর, মাথা চেপ্টা, ধূসর অথবা সবুজ বর্ণ চক্ষু, মুখশ্রী প্রায় চীনাদের মত, ওষ্ঠ স্থূল, গোঁপদাড়ী প্রায়ই নাই। ইহারা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি দৃঢ়কায় ও কষ্ট সহিষ্ণু। লিখিবার মত ভাষা ইহাদের ছিল না। ইংরেজ ইহাদের মধ্যে ইংরেজী বর্ণমালার প্রচলন করিয়াছেন। যে বাঙ্গালী ইহাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন তিনি চন্দ্রনগর বুড় গ্রামের লোক। তিনি মালপাড়ার গোঁসাই শিষ্য মুকুন্দচন্দ্র পালের পুত্র এবং স্বয়ং কর্ত্তাভজা দলের রামচরণ পালের শিষ্য। তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান হইয়া পাদরী মার্শম্যান সাহেবের সহিত প্রথমে কাশী যান, পরে আজমীর, বৈতুল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া শ্রীহট্টের জজ সাহেবের পরামর্শে খাসিয়া দেশে খৃষ্টালোক দান করিবার জন্য গমন করেন। এখানে থাকিয়া দুইজন খাসিয়া একজন অসমীয়া ও কতিপয় সিপাহীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পরে নানা স্থান ঘুরিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীরামপুরের মিশনরীরা খাসিয়াদের মধ্যে প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে খাসিয়া ভাষাকে লিখিত ভাষায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় অন্য মিশন রোমান অক্ষরের প্রচলন করেন। খাসিয়া ভাষায় এক্ষণে বহু বিদেশী শব্দ প্রবেশ করিলেও ইহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিভাগ ও দৈনন্দিন কথাবর্ত্তার মধ্যে শতকরা পঁচিশটি শব্দই শ্রীহট্টীয়া বাঙ্গালা অথবা তাহার অপভ্রংশ। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের

সহিত বহুদিন হইতে তাহাদের আদান প্রদান সম্বন্ধ থাকায় এরূপ ঘটিয়াছে। খাসিয়ারা বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করে এবং বাঙ্গালা স্কুল খুলিবার জন্য খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে মিশনের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ ও অনুরোধ করে। এখানে একটি বাঙ্গালা স্কুল ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃকও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু, ১৮৯৭ অব্দের ভূমিকম্পে তাহা ভগ্ন হইয়া যায়। খৃষ্টান মিশনরীদের প্রতিকুলতা না থাকিলে খাসিয়ারা বাঙ্গালা ভাষাকেই তাহাদের লিখিত ভাষায় পরিণত করিত, এবং বঙ্গীয় আদর্শ গ্রহণ করিত। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা খাসিয়াদের শিক্ষিত এবং তাহাদের জীবন গঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিত কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এবং জনৈক খাসিয়া ভদ্রলোক প্রথম একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু জীবনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। জীবন বাবু খাসিয়া ভাষায় বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের জীবনী ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ এবং কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক ও একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি শিলংএ একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেন। এবং মৌখরের ব্রাহ্মসমাজ হলে একটি বিদ্যালয় খুলিয়া বাঙ্গলা ইংরেজী ও খাসিয়া ভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর স্কুলটি উঠিয়া যায়। তাঁহার দুই পুত্র এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষা পাইয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া একটি মাসিক পত্র পরিচালন করিতে থাকেন। তিনি খাসিয়া ভাষায় ভগবদ্গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার ভাষায়, পোষাকে ও আচার-ব্যবহারে তাঁহাকে এখন বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়।

নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই খাসিয়াদের উন্নয়ন কল্পে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শিলঙের কয়েকজন বাঙ্গালী ব্রাহ্ম খাসিয়া ভাষায় ব্রাহ্মসমাজের মূলসূত্র সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শিলঙের তিন জন অধিবাসী তাহা পড়িয়া খাসিয়াদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য একজন প্রচারককে পাঠাইবার জন্য শিলঙের ব্রাহ্মদিগকে অনুরোধ করেন। সেই পত্র পড়িয়া স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের তৎকালীন

সহকারী শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় খাসিয়া পর্ব্বতে প্রচার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন এবং ঐ বৎসরই শিলং গমন করেন।

খাসিয়াদের সহিত মিশিয়া তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য তিনি শিলং ব্রহ্মদের মধ্যে না থাকিয়া মৌখর নামক খাসিয়া পল্লীতে বাস স্থাপন করিলেন। তখন খাসিয়া ভাষায় দুই তিনখানি মাত্র বই ছিল তাহাও বিদেশীদের দ্বারা লিখিত ও প্রমাদ-পূর্ণ। খৃষ্টান মিশনরীরা তখন তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মাদক দ্রব্যের খুব প্রচলন রহিয়াছে, গৃহেই তাহারা প্রত্যেকে মদ ইচ্ছামত চুয়াইতেছে; রোগের চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষার নাম নাই। ক্যালভিনিষ্টিক মিশনের দ্বারা কেবল খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারাত্মক পাঠ্য পড়ান হইতেছে। বিবাহের আদর্শ খুবই নিম্ন। পারিবারিক জীবনে কলহ ও বিচ্ছেদ লাগিয়াই আছে। লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার কোনই জ্ঞান নাই। অপরিচ্ছন্ন আবর্জ্জনাপূর্ণ দুর্গন্ধময় গৃহাদিতে বাস এবং শিক্ষাভাব, অর্থাভাব, জনসাধারণের অধিকাংশেরই হীনাবস্থা নীলমণি বাবুর অক্লান্ত চেষ্টায় এই সকল বিষয়ের বিহিত এবং উন্নতি ক্রমশঃ আরব্ধ হয়। মৌখরে প্রথম প্রথম তিনি যাহা ইংরেজীতে উপদেশ দিতেন তাহা আর একজন খাসিয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি চেরাপুঞ্জী, শেলা প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কার্য্য করিয়া আশান্বিত হন। শীঘ্রই তিনি খাসিয়া ভাষাতেই প্রচার কার্য্য পরিচালন করিতে সমর্থ হন। ক্রমে সমাজের মত, বিশ্বাস, ও মূল সূত্রগুলি খাসিয়া ভাষায় লিখিত হইয়া কলিকাতায় প্রকাশিত হইল। ১৮৮৯ অব্দে মসমই এবং শেলাতে দুটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়। ব্রহ্ম সংগীত গুলি খাসিয়া ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হয় এবং বাঙ্গলা সুরে ও দেশে প্রচলিত ঢোলের পরিবর্ত্তে খোল বাদ্য যোগে সংকীর্ত্তন হইতে থাকে। গান গুলিরও বাঙ্গলা সুর এক্ষণে বহু লোক প্রিয় হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া জনৈক খাসিয়া খৃষ্টান ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। নীলমণি বাবুর চেষ্টায় এখানে পাঁচটি স্কুল স্থাপিত হয় এবং পঞ্চাশ মাইল ক্ষেত্রের মধ্যে ১৪টি ব্রাহ্ম সমাজ ৪টি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, একটি হাসপাতাল, নারীসভা, সঙ্গীত সভা, নীতি বিদ্যালয়, বিতর্ক সভা, পারিবারিক উপাসনা সভা প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। বহু

বৎসর ধরিয়া খাসিয়াদের মধ্যে সুরাপান নিবারণার্থ উপদেশ, কথোপকথন এবং ডেপুটি কমিশনরদের সহিত পত্র ব্যবহার দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করায় বিলক্ষণ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মদ আমদানি ও চোয়ান হ্রাস পাইয়াছে এবং গাঁজার চাষ প্রায় বন্ধই হইয়া গিয়াছে।

অন্নহীন, বস্ত্রহীন, কর্ম্মহীন দরিদ্র নারীকে অন্ন বস্ত্র এবং অর্থ সাহায্য করিয়া দুর্ভিক্ষ যতবার খাসিয়া পর্ব্বতে দেখা দিয়া অধিবাসীদের পীড়িত করিয়াছে ততবারই তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই পরামর্শে ও উৎসাহ দানে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস গুপ্ত শিলঙে অনাথ বালক বালিকাদের আশ্রয়, অন্নবস্ত্র ও শিক্ষা দান করিতেছেন। দরিদ্রের বন্ধু আর অসহায়ের সহায় নীলমণি বাবু সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য দানে, এমন কষ্ট নাই, যাহা হাসিমুখে স্বীকার করিতে পশ্চাৎ-পদ হইতেন। তাহাতে তিনি বর্ণ-ধর্ম্ম ভেদ রাখিতেন না। যুরোপীয় মিশনরীদের আশ্রিত খৃষ্টানগণও বিপদে পড়িলে তাঁহারই নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থী হইয়া তাহা প্রাপ্ত হইত। তিনি প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য দুর্ব্বলের পক্ষে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতেন এবং সম্ভব হইলে অত্যাচারীকে বুঝাইয়া আপোষে মিটাইয়া দিতেন। তিনিই এই পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করেন। যাহারা মরিতে বসিয়াও ঔষধ স্পর্শ করিত না, সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রম, অক্লান্ত চেষ্টার ফলে লোকের ঔষধে বিশ্বাস জন্মে। দরিদ্র এবং অসমর্থদিগকে তিনি ঔষধ ও পথ্যদান করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই কিন্তু তিনি তাহাদের শুশ্রূষাও করিয়াছেন। ক্রমে ঔষধ-পথ্য-প্রার্থী খাসিয়া নরনারীতে তাঁহার আশ্রম প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া যাইতে থাকে।

তাঁহার প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধা এরূপ বিশ্বাস যে লোক আত্মীয় স্বজনের নিকট টাকাকড়ি না রাখিয়া তাঁহার নিকট রাখিতে আসিত। স্বামী স্ত্রীতে বিবাদ হইলে অন্যের নিকট তাহা বলিতে না পারিয়া মীমাংসার জন্য তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইত। একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে দুই দলের বহু বর্ষব্যাপী বিবাদ, ৭।৮ জন ডেপুটি কমিশনরের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, নীলমণি

বাবু মিটাইয়া দেন। বহুবর্ষব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় বাবু বিনোদবিহারী রায়ের হস্তে খাসিয়াদের উন্নয়নের ভার দিয়া নীলমণি বাবু অবসর গ্রহণ করেন। শিলঙের বাঙ্গালী প্রবাসীদের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু, অল্প লোকেই তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন। বাবু শিবনাথ দত্ত (Upper Laban), বাবু সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জী (Supdt. Conservator of Forests, Jail Road), বাবু অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (Managing Proprietor, Bijoy Nephew & Sons, Shillong), মিষ্টার স্যামুয়েল রয় (Photographer) বর্ত্তমান শিলঙের পুরাতন প্রবাসীদের অন্যতম।

আসামের পূর্ব্বোত্তর সীমান্ত প্রদেশেও বাঙ্গালীর অসদ্ভাব নাই। যে সময় এই অংশ লিখিত হয় তখন জানা গিয়াছিল ডাক্তার সরোজবন্ধু সেন এল, এম, এস মহাশয় সদিয়া প্রবাসী ছিলেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

বহির্ভারত

ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অর্থাৎ আসামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, চীনের দক্ষিণ হইতে ভারতসমুদ্র এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ভারতসাগর এবং পূর্ব্বে টংকিং উপসাগর ও চীন সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিরাজিত, তাহার নাম ইংরেজীতে Farther India বা বহির্ভারত। সমস্ত উত্তর ব্রহ্ম দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। ইরাবতী নদী এই পর্ব্বতময় ভূমির মধ্যভাগে প্রবাহিত। ইরাবতীর উপত্যকা, ইরাবতীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ ও উত্তর দিকে শানদেশের পাহাড়; পশ্চিমে যোমাগিরি; যোমাগিরি ও সমুদ্রমধ্যস্থ বিস্তীর্ণ সমভূমি—আরাকান; শানপাহাড় ও সাগরমধ্যস্থ অন্য সমভূমি তেনাসরিম—ব্রহ্মদেশের এই চারিটি পৃথক অঞ্চল। ইরাবতীর উপত্যকা, আরাকান ও তেনাসেরিম—মিলিয়া একখণ্ড বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। ব্রহ্মদেশ, টংকিং, শ্যামদেশ, আনাম বা অনামা, কাম্বোজ বা ক্যাম্বোডিয়া, ও মালয় উপদ্বীপ ইহার অন্তর্গত। এককালে ভারত সাম্রাজ্য এই বিশাল ভূখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কারণে আজিও ইহা অতিরিক্ত ভারত বা বহির্ভারত নামেই প্রসিদ্ধ। বুদ্ধ জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এখানে ভারতের তথা বঙ্গের দ্রাবিড় শাসন ও সভ্যতা প্রচলিত ছিল। কর্ণেল গেরিণী রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে ইহার ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রধানতঃ সেই সকল অবলম্বন করিয়া এবং স্যর আর্থার ফেয়ার ও প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসাদির প্রমাণ সহ "নব্যভারত" (১৩১৭) এবং প্রবাসী (১৩১৮) পত্রে বহির্ভারত সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেলেন তাহা হইতে

আমরা ভারতের এবং বঙ্গের সহিত ব্রহ্ম, শ্যাম, চীনপ্রভৃতির সম্বন্ধ এবং প্রাচীন বঙ্গের গৌরবময় অতীতের কথা অবগত হই। ইতিপূর্ব্বে আমরা বহির্ভারতে বঙ্গের পরিচয় অতিশয় বিক্ষিপ্ত এবং সামান্য ভাবেই পাইয়াছিলাম, কিন্তু কর্ণেল গেরিনির অনুসন্ধানের ফলে এক্ষণে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস লোকলোচনের গোচর হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের পৌরাণিক নাম প্লক্ষদ্বীপ। আয়তনে ইহা ফ্রান্সদেশের তুল্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে ত্রিকলিঙ্গের দ্রবিড়জাতি তেনাসেরিম, আরাকান, পেগু প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব আটশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ বুদ্ধজন্মের সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গাঙ্গেয় প্রদেশ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া আসামে কৃতোপনিবেশ জনৈক শাক্য নৃপতি ব্রহ্মে আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।* বঙ্গের বাহির হইতে বহু নৃপতি ও ভাগ্যান্বেষী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বঙ্গে আসিয়া নানা প্রদেশে রাজ্য বা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কালে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। যাঁহাদের বংশধরগণকে এখন আর অবাঙ্গালী বলিবার যো নাই, তদ্রূপ উক্ত শাক্য বংশীয় রাজা গৃহ বিবাদ হেতু রাজ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গের নানাস্থানে ও আসামে বাস করিবার পর ক্রমে ব্রহ্মে গমন করেন। আর্য্যগণ মণিপুরের মধ্য দিয়া যে পথে ব্রহ্মে আসিয়াছিলেন আজিও সেই পথের নাম "মূর্য্য" বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায় ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজাকে মৌর্য্যবংশীয় এবং মগধ হইতে আগত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।† বঙ্গদেশ তখন মগধের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বাঙ্গালাদেশও মগধ নামে পরিচিত ছিল এবং ত্রিহুত তখন গৌড়ের উত্তর পশ্চিম অংশ ছিল। সুতরাং সেই প্রাচীন সময়ের মগধ ও ত্রিহুত বলিলে সাবধানতার সহিত তাহার অর্থগ্রহণ করিতে হইবে। আবার গ্রীক ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ হইতে জানা যায় ব্রহ্মবাসীরা ব্রহ্মের পশ্চিম সীমা হইতে উৎকলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে কলিঙ্গী বা কালেন বলিত। সুতরাং

---

* ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস—"মহারাজ ওয়েঙ্গ"— Sir Arthur phyare's History of Burma, P, 3.

† Sir A. Phayre's History of Burma P, 4, ; Jour. As. So. Beng, Vol, XLVIII, N s, P, 253,

ত্রিকলিঙ্গ, কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ উৎকলিঙ্গ ইত্যাদি শব্দের প্রকৃত অর্থগ্রহণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

বহিভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে পূর্ব্বে বঙ্গীয় দ্রাবিড় জাতি এবং পরে উত্তর পশ্চিম ভারতীয় ও বঙ্গীয় আর্য্য শাসন ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, ক্রমে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম "ধর্ম্মসাথ" মনুসংহিতার নামই ধর্ম্মশাস্ত্র। এখানে আইন সমূহের সাধারণ নাম "ধর্ম্মসাথ" দ্রবিড়গণ ব্রহ্মদেশ অধিকারে করিয়া তথায় ত্রিকলিঙ্গ প্রভৃতি যে সকল নাম স্থাপন করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী আর্য্যগণ তাহার অনেক বিলোপসাধন ও নূতন নূতন অধিকারে আর্য্য নাম স্থাপন করেন। পুরাণ-বর্ণিত সর্পী সাগর বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপ আরাকানের নিকটস্থ ব্রহ্মদেশের নিম্নভাগের নাম ছিল। পর্ত্তুগীজরা ষোড়শ শতাব্দীতেও নিম্নব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী সাগরকে Mare di Serpe অর্থাৎ সর্প সাগর বলিয়া দেশ প্রবাদ অনুসারে নাম দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও আরাকান তখন দ্রবিড়দিগের ত্রিকলিঙ্গ রাষ্ট্রের যে এক উপবিভাগ ছিল তাহা জানা গিয়াছে। ৯২৩ অব্দে জনৈক রাজা হস্তিনাপুর হইতে আসিয়া উত্তর ব্রহ্মের ভামো নগরে রাজ্য স্থাপন করেন। উহা উত্তর সীমা হইতে ইরাবতী তীরস্থ পাগান নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর্য্যগণ শ্যাম-দেশের উত্তর ভাগকে মালব, তাহার রাজধানীকে দশার্ণ, দক্ষীণ চীনের য়ুন্নান প্রদেশকে গান্ধার, পেগুর দ্রবিড়রাজ-দত্ত ত্রিকলিঙ্গ রাষ্ট্রের নাম লোপ করিয়া উহাকে প্রথমে 'সুবর্ণভূমি' পরে 'রামন্যদেশ' নামে অভিহিত করেন। যে স্থানের কলিঙ্গরট্ট (কলিঙ্গরাষ্ট্র) নাম ছিল তথায় আজিও বহু তেলেগু নামের বিকৃতরূপ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পেগু হইতে তেনাসেরিম পর্য্যন্ত ভূভাগ "সুবর্ণভূমি" নামে অভিহিত ছিল। ব্রহ্মদেশের কল্যাণী খোদিত লিপিতে সুবর্ণভূমিকেই রামন্যদেশ* এবং তাহার এক উপবিভাগকে কুসিম

* "It seems, however, most probable that this practice was introduced with Buddhism. Yet even at the period of the first Buddhistic mission to this reigion at the conclusion of the third great Synod, B. C, 241, it was known in India as Suvarnabhumi, the Golden Lands. * * * * Like the term Ramannadesa, the appelation Suvarnabhumi appears to have been applied to the basin of the Sittang and the Salween rivers, which are noted for gold washing on their upper reaches.

মণ্ডল (Bassein) বলিয়া লিখিত আছে। পেগু তখন ছিল হংসবতী মণ্ডল, মার্ত্তাবান (Martaban) ছিল মুত্তিমণ্ডল। ১৪৭৬ অব্দেও পেগুরাজ ধম্মচেতার খোদিত লিপিতে ঐ নাম গুলি লিখিত হইয়াছিল। এই স্বর্ণ ভূমি হইতে সংগৃহীত স্বর্ণ ভারতে যাইত। স্বর্ণের অপর নাম জম্বুনদ। মালয় উপদ্বীপের স্বর্ণরেণুবাহী নদীবিধৌত উত্তর ভাগের নাম জম্বী।† সে যাহা হউক খৃষ্টজন্মের কত শত বৎসর পূর্ব্বে যে 'স্বর্বর্ণভূমি'র পত্তন হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন সংঘর্ষের সময় বৌদ্ধগণই তথায় গৌড়ীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পালি নাম "স্বুবন্নভূমি" রাখিয়াছিলেন। তাহার পরবর্ত্তী কালে খৃষ্ট জন্মের ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে (241 B.C.) বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসম্মিলনীর পর তাঁহারা স্বজাতীয় প্রাচীনগণের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তথায় ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্মোপদেশকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত স্বুবর্ণভূমির অন্তর্গত প্রাচীন 'তিকুল' (আধুনিক এথেমা) এবং 'গোলামাট্টিকা নগর' নামক দুইটী গ্রাম বাঙ্গালীর প্রাচীন গৌরবের

---

* * * Gold is certainly found in most of the affluents of the Shwegyin (gold washing) river, and has been more than once worked but the quantity obtained is so small as not to repay the labour. This river and the mountains at its source have been examined by Mr. Theobold of the Geological survey and by a practical miner, and the reports of both point generally of the same conclusions. * * * * * * * * * * * * Gold washing in the Sittang valley was a remunerative industry in ancient times, but as, in course of time gold could not be worked in paying quantities the energies of the people were directed to other channels and, evidently to commerce. Still the glammer of the name remained, and its currency was maintained by the fact of the Sittang valley containing seaport towns, namely Golamattika or Takkala, and subsequently Thaton itself, which were great emooria of the trade between India and the Far East till the middle ages.

In the kalyani Inscriptions Suvarnabhumi is identified with Ramannadesa. This identification appears to rest on plausible grounds, as goldwashing is still carried on most of the districts comprising the ancient Talaing kingdom of Ramannadesa. * * * * * * —Taw-Sein Ko., The Indian antiquary 1894, Vol. XXIII, P. 224.

† ভাষাতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন এই স্বর্ণপ্রদা জম্বী নদী হইতে স্বর্ণের নাম হইয়াছে জাম্বুনদ।
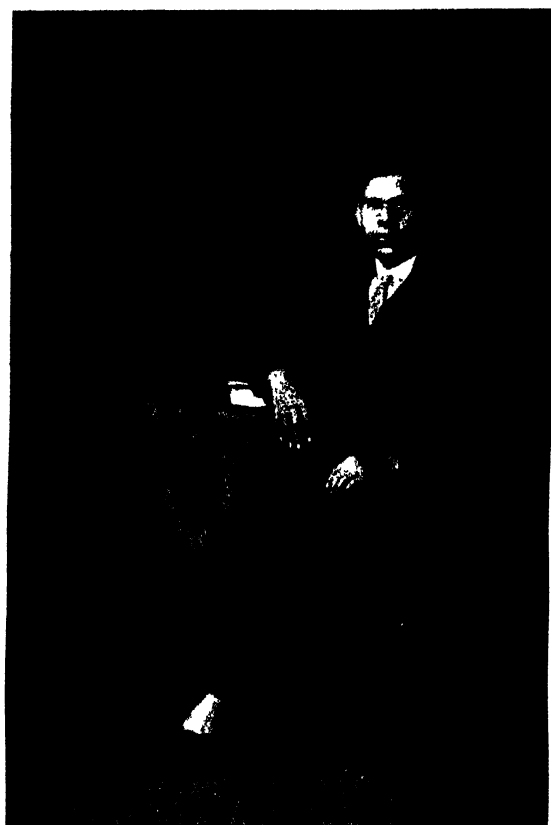
ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।   পৃঃ ৪৫৮

নিদর্শন বহন করিতেছে। এই দুইটী নগর সমুদ্রের উপকূলে ব্যবসা বাণিজ্যের দুই প্রধান বন্দর ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও এই দুই বন্দর বিস্তৃত বাণিজ্যের স্থান ছিল। গোলামাট্টিকা নগর অর্থাৎ গৌড়-মট্টিকা-নগর এবং তৈক্কুল এখন সমুদ্র হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে। গৌড়ীয়দের মাটির বাংলা ঘরের মত গৃহ পরিবৃত ছিল বলিয়া নগরের ঐরূপ নাম হয়।*

---

* "Under instructions from the Government of Burma, I left Rangoon for Moulmein on the 5 December, 1891. As it was my intention to explore the whole of the country, which constituted the ancient Talaing kingdom of Ramannadesa, with special reference to the elucidation of the history of the places mentioned in the Kalyan inscriptions, I went down to Amherst by boat and returned to Moulmin by land, and the notes now published are those that I was enabled to make by the way" * * * * * * * * * * "On the same day, the village of Ayethema, which is four miles off, was visited. It is the ancient Taikkula and the Gola-mattikanagara of the Kalyan Inscriptions. Dr. Forchhammer in his notes on the Early History and Geography of British Burma II. P. 7. says: though the seashore is now about twelve miles to the west [of late the sea has been encroaching on the land. At the time of my visit, the sites of many villages, which derived their wealth and prosperity from the rice trade, were under water] this place was still an important seaport in the 16th and 17th centuries ; it is marked on the map of professer Lassen as Taikkula, but erroneously placed a few miles north of Tavoy. Cables and ropes and other vestiges of seagoing vessels are still frequently dug up about Taikkula. [The subject of the identification of this place with the Takala of Ptolemy and the Kalab of Arabian Geographers is discussed—pages 198 & 199 of McCrindles' Ancient India described by Ptolemy].

"As to Gola-mattikanagara (for Gola read Skr. Gauda) if the evidence afforded by the Kalyani Inscriptions can be relied on, the settlement in Suvannabhumi was apparently colonized from Bengal during one of the struggles for supremacy between Buddhism and Brahmanism and possibly Jainism also. At the conclusion of the third Buddhist council it was remembered by the mother country and missionaries were sent to it in order to re-establish community of faith."

[The Kalyani Inscriptions (1476 A. D.) obverse of first stone, say. "This town is called to this day Gola-mattikanagara (গৌড়মাট্টিকানগর ?) because it contains many mud and wattle houses resembling those of the Gola people"]

—Notes on an Archaeological tour through Ramannadesa (the Talaing country of Burma) by Taw-Sein-ko. The Indian Antiquary, 1892, Vol. XXI, Pp. 377-383. See also ibid 1894, Vol XXIII. P. 255.

কোন্ সুদূর অতীতে বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রমাণ প্রয়োগে নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব। তবে ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা দেখিলে মনে হয়, খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালী এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মদেশবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দীতে শাক্যসিংহ বা সিদ্ধার্থ পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবিতকালেই বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার স্বদেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। মহাত্মা অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য সুদূর সিংহলে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। অশোক যে বর্ম্মায় প্রচারক প্রেরণ করেন নাই ইহা সম্ভবপর নয়। যদিও অনেকে মনে করেন সিংহল হইতে ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহার চেয়ে বাঙ্গলা দেশ হইতেই যে এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়াছে ইহাই সঙ্গত। কারণ এদেশে আর্য্য সভ্যতা বৌদ্ধযুগেরও বহুপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী এদেশে আগমন করিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে বাঙ্গলার কোন কোন রাজকুমারের সহিত ব্রহ্ম কুমারীর পরিণয় বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহাতে মনে হয় সুদূর অতীতে বাঙ্গালী এদেশে আসিয়াছিল। এই রাজকুমারেরা বিবাহ সূত্রে রাজ সিংহাসনেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের সঙ্গে আরও লোকজন আনিয়াছিলেন ইহা এক রকম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের "স্বাবলম্বী" পত্রিকা কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলেন, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে একদল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আরাকানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেন। এখন তাঁহারা মান্দালা নগরের উপকণ্ঠে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেশী ভাষায় ইয়াকেইং পোন্না বলে। তাঁহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মতই দশকর্ম্মান্বিত। তাঁহারা বাঙ্গালীদের মতই উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। এ ছাড়া আরও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা মণিপুর বংশ-জাত বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহারাও নিরামিষাশী ও উপবীতধারী। ব্রহ্মে বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে। তাহাদের মধ্যে যাহারা বর্ম্মা

স্ত্রী বিবাহ করেন তাঁহাদের বংশ দুই এক পুরুষ পরেই বাঙ্গালীত্ব হারাইয়া বসে। বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশে যত বাঙ্গালী, সম্ভবতঃ বাঙ্গলা দেশের বাহিরে আর কোথাও এত বাঙ্গালী নাই। ১৯২১ সালের আদম সুমারী অনুসারে ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। এখানে পঞ্জাবী, গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী উড়িয়া, তেলুগু ও তামিল প্রভৃতি বহু ভারতীয় জাতির বাস। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দী-ভাষীই সমধিক এবং সংখ্যায় ১৫৮৩৯৯। কিন্তু বাঙ্গালীর সংখ্যা ৩০১০৩৯।*

স্বাবলম্বী বলেন বাঙ্গালীর সংখ্যা এদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ হইবে। তিনি বলেন বর্ম্মীরা নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীকে কুরুঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তাহা এই সংখ্যার অন্তর্গত নহে। এদেশে বাঙ্গালী কুলি আসিবার পূর্ব্বে অনেক কুরুঙ্গী কুলী আসিয়াছিল। এখনও বাঙ্গালী কুলীর সংখ্যা কম বলিয়া বর্ম্মীরা এই শ্রেণীর লোককে কুরুঙ্গী বলিয়াই মনে করে। বর্ত্তমান ব্রহ্মে বর্ম্মা ভাষার পরই সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গলা ভাষার স্থান।

কেরেন ভাষার জন সংখ্যা এগার লক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কেরেন ভাষীর সংখ্যা এক লক্ষেরও কম। ইহার শাখা প্রশাখা অনেক। এই শাখা প্রশাখা লইয়াই কেরেন ভাষার লোক সংখ্যা এগার লক্ষ ধরা হয়। আরাকানী ভাষীর সংখ্যা ১৯২১ সালে ২৪৭৬৯১ দাঁড়াইয়াছে।

সুবর্ণভূমিতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ খৃষ্ট পূর্ব্ব যুগের হইলেও চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী আরাকানের সহিত বঙ্গের সংস্রব আরও পুরাতন। প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানা যায়, আরাকানীরা বহু পূর্ব্বকাল হইতে দক্ষিণ বঙ্গের লোকজন ধরিয়া লইয়া যাইত। সেই সকল বাঙ্গালী আরকানীদের সংখ্যা ও বংশ বৃদ্ধি

---

* ১৯০১ সালে—২০৪,৯৭৩ (C. R. P. ৯২। কিন্তু Vol 1A. Pt II. ১৭৬ পৃষ্ঠায় আছে ২০৮০৭৮)

১৯১১......২৪৮,৩১০।

১৯২১......৩০১,০৩৯ }
১৯২১-২৪... ২০০০০ } অর্থাৎ ৩২০০০০ এর উপর। সকলেই ঔপনিবেশিক নহেন।

কারণ, ব্রহ্মের আরাকান ও আকিয়াব এই দুই দেশের কোন কোন অংশের অন্যতম প্রচলিত ভাষা বাঙ্গলা—Indian Census Paper, P. 32.

করিয়া আসিয়াছে। আরাকানের নাম ছিল রেখেং। রেখেঙের পূর্ব্বাঞ্চলে এক জাতির বাস ছিল তাহাদের বলিত খেং। রেখেংদের সহিত তাহাদের শত্রুতা ছিল। খেং দিগের আকার প্রকার বাঙ্গালীদেরই মত ছিল। ব্রহ্মের ঐতিহাসিকেরা বলেন, বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পুর্ব্বে আরকান রাজ্য কাশীরাজ্যের করদ ছিল। আরকানীরাই মগ নামে অভিহিত। এই নাম তাহারা কোথা হইতে পাইল তাহা লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Eastern Indiaর লেখক মার্টিন সাহেব চট্টগ্রামের মগ দিগকে চট্টগ্রাম বিজেতা আরাকানী বংশের অনুচর বর্গের ঔরসে তাহাদের বঙ্গীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু সেই রাজা সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। মগ নাম বহু পুরাতন। ডাঃ ফ্রান্সিস্ বুকানন ও স্যর ডবল্যু, ডবল্যু, হাণ্টারের মতে তাহারা মগধের আদিম নিবাসী।* মগধ হইতে তাহাদের 'মগ' নাম ও রাজগৃহ হইতে তাহাদের রাজবংশী কুলোৎপত্তি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বঙ্গও মগধের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বাঙ্গালীদিগকে তখন মগধের লোক বলিত। বঙ্গের উত্তর পশ্চিমস্থ মাগধিগণ যে প্রথমে বঙ্গে এবং আসামে উপনিবেশবাসী হইয়া আরাকানে যাইবার পূর্ব্বে বঙ্গবাসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ ইতিহাসে আছে। মগদিগের বিশেষতঃ তাহাদিগের ধর্ম্মযাজকদিগের বেশভূষা আচারানুষ্ঠান মাগধী অপেক্ষা ব্রহ্মদেশীয়ের ন্যায়। বঙ্গের ভিতর দিয়া মগধের সহিত আরাকানের সংস্রব ও বহু পুরাতন। ৮২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে জনৈক নৃপতি ব্রহ্মের দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া আরাকানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইনিই প্রথম আরাকানী রাজা†। এই রাজার শাসন কালে বঙ্গের আর্য্যগণ যে আরাকানে উপনিবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পরও পাটলিপুত্র হইতে সময়ে সময়ে আর্য্যগণ ব্রহ্মে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহাতেই মগধ হইতে মগ ‡ নাম হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

---

* Statistical Account of Bengal, Vol XI, Pp. 41 & 79.

† Phayre's History of Burma, P. 8.

‡ Sir A. Phayre's History of Burma P. 45.

বিশেষতঃ যখন ব্রহ্মের ইতিহাসে দেখা যায় যে মগধ ও বঙ্গদেশের রাজবংশীয়েরা উচ্চব্রহ্মে বহুদিন রাজত্ব করায় মাগধী প্রাকৃত ব্রহ্মের ভাষায় এত অধিক প্রবেশ করিয়াছে যে, ব্রহ্ম পণ্ডিতগণের ধারনাই জন্মিয়াছে যে মাগধী প্রাকৃত হইতে সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে বঙ্গ হইতে মঙ্গ, পরে মং শেষে মগ এইরূপ শব্দ বিকার অসম্ভবও নহে। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আরাকানে ওয়াথালি (বৈশালী) রাজ্য স্থাপিত হয়। এই ওয়াথালির শাসন কর্ত্তারা পূর্ব্ববঙ্গের সেন রাজন্যগণের বংশধর ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। * ইঁহাদেরই সময়ে সম্ভবতঃ আরাকান বিভাগের বর্ত্তমান সান্দোবের (Sandway) নাম হইয়াছিল 'রাম্যবতী'। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যে আরাকান রাজের বঙ্গদেশ জয় করিতে যাওয়ার কথা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, খুব সম্ভব সেই অভিযান এই রাজার সময়ে হইয়াছিল। তিনি চট্টগ্রামে একটি বৃহৎ স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান। বুদ্ধ গয়ায় প্রাপ্ত খোদিত লিপিতে আরাকান রাজের আধিপত্য ব্রহ্ম ভাষার অক্ষরে লিখিত। তাহা হইতে জানা যায় খৃঃ ১১৩৩ হইতে ১১৫৩ খৃঃ মধ্যে বঙ্গ, পেগু, শ্যাম প্রভৃতি দেশের রাজারা ব্রহ্মরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরাকান-রাজ সুবর্ণগ্রামের বাঙ্গালী রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানা যায়, ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে মগরাজ মেঙ্গসৌমুন বঙ্গে পলাইয়া আসেন এবং বঙ্গাধিপতি কংসের সহায়তায় আরাকান রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন। রাজা কংস প্রথমে নাটোরের অন্তর্গত ভাতুরিয়া পরগণায় একজন প্রবল প্রতাপ ভূম্যধিকারী এবং বঙ্গের নবাব সামসুদ্দীনের একজন অমাত্য ছিলেন। নবাবের মৃত্যুর পর তিনি রাজকোষ এবং সমস্ত রাজকর হস্তগত করিয়া বাহুবলে বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৪৫০ অব্দে আরাকান রাজ গাওলায়ার প্রভাব সান্দোবে হইতে আকিয়াব হইয়া চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণে মালয় দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৫৬০ অব্দে আরাকানীরা চট্টগ্রাম জয় করেন এবং আরাকানের রাজপুত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা হন।

* Paper by Dr. Rajendra Lala Mittra in the Jour. As. So. Beng. Vol. XLVII, P. 38V.

১৭৭৭ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মগেরা দক্ষিণ বঙ্গ হইতে প্রায় দুই সহস্র লোক (স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু) ধরিয়া লইয়া আরাকানে পলায়ন করে। আরাকান-রাজ দাপ্‌পাঙ তাহাদের মধ্যে সমস্ত শিল্পীকে দাসরূপে আপনার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট বন্দীগণকে দাস-ব্যবসায়ী ধৃতকারীদের নিকট বিক্রয়ার্থ ফিরাইয়া দেন। অল্পদিন পরেই রাজা বিদ্রোহী কোতোয়ালের হস্তে নিহত হইলে, সেই গোলমালে বহু বন্দী পলায়ন করে। এই ঘটনার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে বাদল খাঁ নামে জনৈক বাঙ্গালী মুসলমানকে আরাকানীরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই বৃদ্ধকে আরকানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ১৭৮৪ অব্দে ব্রহ্মদেশের রাজারা প্রাচীন আরাকান রাজ্য ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিলে আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে পলাইয়া বাস করিতে থাকে। বৌদ্ধ নিপীড়ন কালে আরাকানই বহু বৌদ্ধ বাঙ্গালীর আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। কল্যাণী লিপি হইতে জানা যায় আরাকানের মগ দিগের সম্বন্ধে ১৭৮৭ অব্দের ২৪ জুন তারিখ ব্রহ্মরাজ চট্টগ্রামের সর্দ্দারকে এক পত্র লেখেন। তাহা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বাঙ্গালীর সহিত আরাকান ও ব্রহ্মের রাজার যে সংস্রব ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

ব্রহ্মের দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় রাজের রাজ্য টলঙ্গে নামক স্থানে স্থাপিত হয়। ইঁহার আগমন বৃত্তান্তের সহিত মূর্য্য শব্দ সংস্পৃষ্ট আছে। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়রাজের রাণী নাগসিনের বংশীয় প্রোমে এক রাজ্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মরাজ খিব এই বংশীয় ছিলেন বলিয়া উক্ত। * খৃষ্ট-জন্মের দুই তিন শত বৎসর পর পর্য্যন্ত প্রোম ও পাগানের রাজবংশীয়েরা মৌর্য্য বলিয়া দাবি করিতেন। ১৩২০ সালের ব্রহ্মদেশের যে Archaeological Report বাহির হইয়াছে তাহাতে পাগানে যে এককালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মদুরা, কলিঙ্গ নগর ও তমলুক ভারতের পূর্ব্ব উপকূলের প্রধান বন্দর ছিল। তন্মধ্যে তমলুকই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ ছিল। মগধের বণিক্‌ ও নাবিকগণ তখন যব, বলী, মলয় উপদ্বীপ এবং ব্রহ্মদেশের পাগান নামক স্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

* Sir A. Phayre's History of Burma, P. 10.

মুসলমান অধিকারের পর ১২৭৬ অব্দেও তমলুকের কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু পাগানে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছিলেন।

বহু পূর্ব্ব হইতে বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্র ব্যবসায় উপলক্ষ্যে ব্রহ্মের সহিত বঙ্গের ঘনিষ্টতা ছিল।* শান ইতিহাস হইতে জানা যায়, ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের এক রাজা আসাম, মণিপুর, কাছাড় ও ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই সময়ে বঙ্গের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হয়। উত্তর ব্রহ্মদেশের নাম ছিল 'ডবাক' রাজ্য। কর্ণেল গেরিণী দেখাইয়াছেন যে পাগান নগরের খোদিত লিপিতে ১৬৩ গুপ্ত সংবৎ ব্যবহৃত আছে। এলাহাবাদে সমুদ্র গুপ্তের শিলালেখ হইতে জানা গিয়াছে সমুদ্রগুপ্ত ডবাক্ রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন।

পেগুর অন্তর্গত সুধর্ম্ম বা সদ্ধর্ম্ম নগর আধুনিক থাতোঁ (Theyton) পূর্ব্বে বৌদ্ধ বিদ্যার পীঠস্থান এবং বাঙ্গালী-বৌদ্ধ-উপনিবেশ ছিল। দশম শতাব্দীতে এশিয়া-বিখ্যাত বঙ্গের গৌরব শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর এখানে আসিয়া ছিলেন। তিনি তমলুক হইতে দেশীয় জাহাজে করিয়া কয়েক মাস জলপথ অতিক্রম করিয়া থাতোঁতে আসিয়া ১০১১ হইতে ১০২৩ অব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষ কাল বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত মূল ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১০৫৫ অব্দে ব্রমটন লিখিত অতীশের জীবনীতে আছে, "Owing to the degeneracy of the Sravaka institutions some of the intelligent members of the Mahayan Sanghika school had to proceed to Suvarnadwip, a country beyond the sea for their education in the Sravak literature." সুতরাং এখানে যে আরও অনেকে ভারত হইতে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে পালবংশীয় কোন বৌদ্ধ বাঙ্গালী রাজা পেগুর রাজকন্তার পণি প্রার্থী হন। তিনি পালকরাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই বাঙ্গালী রাজার ঔরসজাত রাজার দৌহিত্র অলঙ্গসিতু যথা সময়ে পেগু রাজসিংহাসনে অধিরোহন করিবার পর ১০৮৫ অব্দে আরাকান ও বঙ্গদেশ পরিদর্শন করেন। তিনি স্বীয় পিতৃকুল পালবংশেই বিবাহ করেন। †

---

* Monograph on the Cotton Fabrics of Bengal by Mr. N. N. Banerji, P. 4.

† Jour. As. So. Beng. Vol XLVII (N. S.) P. 384.

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ইংরেজ বণিক্ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় এবং বঙ্গদেশের সহিত ব্রহ্মের আধুনিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। ক্রমে তথায় ইংরেজাধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের বাঙ্গালীদের নিকট ব্রহ্মের দ্বার উন্মুক্ত হয়।*

বহির্ভারতের মধ্যে ব্রহ্মদেশই প্রধান ও বৃহৎ। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী এবং ইরাবতীর বেলাভূমি ব্যাপী এই দেশের উত্তরে শানপাহাড়, শানপাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তেনাসেরিম, পশ্চিমে যোমাগিরি, এই গিরি ও সমুদ্রের মধ্যস্থ সমভূমি আরাকান প্রদেশ, ইরাবতী নদীর উপকূলবর্ত্তী শৈলমালা ও তাহার উপর গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ অরণ্য ভূমি এবং ইরাবতীর পার্ব্বত্য প্রদেশের উপত্যকা ভূমি। ইহার উত্তরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রথমে এবং ক্রমে দক্ষিণ ব্রহ্মে তিব্বতী-চীনা জাতি বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ব্রহ্ম এক রাজার শাসনাধীন হয় এবং আভাতে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই দেশ গ্রীক ঐতিহাসিক প্তোলেমায়ের "সুবর্ণময় চেরোনীজ" (the Golden Cheronese of Ptolemy)। প্রায় ১৭৫০ অব্দে এক নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ঐ বংশপ্রতিষ্ঠাতা অলঙ্গপায়া বা আলম্প্রার উত্তরাধিকারীরা ১৭৮৪ অব্দে আরাকান এবং ১৮০০ অব্দে আসাম জয় করিয়াছিলেন। এদিকে ইংরেজ বাহাদুর হিন্দু কালা পল্টন ও দেশীয় কর্ম্মচারীবর্গ সঙ্গে লইয়া ভারতের চতুর্দ্দিকেই রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মের রাজা প্রজা সকলেই পার্শ্ববর্ত্তী বাঙ্গালীদের সাহসহীন খর্ব্বদেহ কালা বিদেশী জাতগানার দল বলিয়া ঘৃণা করে ও ইংরেজকে সাত সমুদ্র তের নদী পারের মুষ্টিমেয় দ্বীপের লোক, অতদূর হইতে পরের দেশে আসিয়া রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করিবার এবং যাহাতে তাহাদের কোনই হাত নাই সে সব রাজ্য অধিকার

* ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম প্রবাসী হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের উল্লেখ করা সম্ভবপরও নহে এবং এক সময়ে সংগৃহীত তালিকা সম্পূর্ণও হইতে পারে না। সমগ্র ব্রহ্মে কোন এক সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী কি ভাবে বিস্তৃত হইয়াছেন, সেই সমসাময়িকগণের প্রবাসের আভাস এবং দেশের সর্ব্বত্রই যে বাঙ্গালীর গতিবিধি আছে তাহাই জানাইবার জন্ম ডাইরেক্টরী হইতে একটি নামের তালিকা এই বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

করিবার তাহাদের কিসের মাথা ব্যাথা' ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিতে থাকে। এবং ইংরেজও ব্রহ্মরাজ দরবারে অনাদর পাইয়া তাহাদের প্রজা ও স্বজাতীয় বণিক্‌গণ ব্রহ্মবাসীদের নিকট অপদস্ত উৎপীড়িত হইলেও ব্রহ্মরাজের নিকট সুবিচার না পাইয়া রুষ্ট হন। ইংরেজ ঐতিহাসিক মিঃ ড্যাভেন-পোর্ট এড্যামস্ তাঁহার প্রণীত "The Makers of British India" নামক ইতিহাসে লিখিয়াছেন ;—"The English, they said, are the inhabitant of a small and remote island. What business had they to come in ships from so great a distance to dethrone kings and take possession of countries to which they have no right! They contrive to conquer and govern the black foreigner, the people of castes, who have puny frames and no courage. They have never yet fought with so strong and brave a people as the Burmese, skilled in the use of the sword and spear. If they once fight with us, and we have an opportunity of displaying our bravery, it will be an example to the black nations, now slaves to the English, and will encourge them to throw off the yoke." ব্রহ্ম দেশীয়দের এবম্প্রকার দম্ভের কথা শুনিতেই ইংরেজের রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ঐতিহাসিক আডামস্ তাহার পরই লিখিতেছেন,—"Such being the spirit in which the Burmese ('A people of extraordinary arrogance, ignorant of British resources,' p. 202) regarded us, war became inevitable" *। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিলে লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৪ অব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রহ্মের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে ২০,০০০ ইংরেজ পক্ষে নিহত এবং এখনকার মূল্যে একুশ কোটি (২১০,০০০,০০০) টাকা ব্যয় হইল। ফলে য়ান্দাবুর (Yandubu) সন্ধিতে ব্রহ্মরাজ পনের কোটি (১৫০,০০০,০০০) টাকা খেসারৎ সহ আরাকান ও তেনাসেরিম

* "The Makers of British India," by W. H. Davenport Adams, P. 203.

ইংরেজকে দিয়া আত্মবল পরীক্ষা করিলেন। ১৮৩৭ অব্দে রাজভ্রাতা থারাবাডী (Tharawadi) সন্ধিবদ্ধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরেজের সহিত সদ্ভাব নষ্ট করেন। তাঁহার পুত্র পাগান মিং ইংরেজের সহিত দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে লিপ্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতা মিংডুন মিং তাঁহাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং রাজা হন এবং ১৮৫৩ অব্দে প্রোম নগরে ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সন্ধি করেন। তাহার ফলে পেগু ও মার্তাবান প্রদেশ ইংরেজের হস্তগত হয়। লর্ড ডালহৌসী তখন ভারতের ও বহির্ভারতের ভাগ্যবিধাতা। আশপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য "rulers exist only for the good of the ruled" এবং "good rulers should everywhere be substituted for bad" এই অছিলায় অধিকৃত রাজ্যের সহিত জুড়িতে জুড়িতে সাম্রাজ্যে পরিণত করাই তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল।* সুতরাং ১৮৬২ অব্দে সন্ধি অনুসারে প্রাপ্ত চারিটি প্রদেশ লইয়া তিনি "ব্রিটিশ বর্ম্মা" নামে নূতন রাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত করিলেন এবং মেজর পরে সার্ আর্থার ফেয়ারকে চীফ কমিশনর করিয়া তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দিলেন। এইরূপে নিম্নব্রহ্ম সমস্তই ইংরেজাধিকৃত হইল। উচ্চ ব্রহ্ম কোন প্রকারে ১৮৮৬ অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসর টংকিঙের ফরাসীদের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার পরই ব্রহ্মরাজ থিবো সিংহাসনচ্যুত ও রাজধানী মান্দালাতে ধৃত হইয়া ভারতে বন্দীজীবন যাপন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। সমগ্র ব্রহ্মদেশ তখন "ব্রিটিশ বর্ম্মা" নামে অভিহিত হইল; এবং উত্তরের শানরাজ্য (Shan States—উত্তর শান, দক্ষিণ শান), চিন পাহাড় (Chin Hills) ব্যতীত ব্রহ্মদেশ—উচ্চ (Upper) ও নিম্ন (Lower) এই দুই খণ্ডে, আটটি

---

* "It was the fundamental maxim of Lord Dalhousie's system of Government and the guiding principle of his administrative career, that rulers exist only for the good of the ruled. The natural corollary was that good rulers should every where be substituted for bad, and hence as, the native Indian princes were unjust and tyrannical rulers, that, whenever and wherever possible, they should be replaced by the mild and equitable sway of the British Government. * * morally whatever is right is expedient; but the converse does not hold good in the judgment of the Statesman."—The Makers of British India, Pp. 334-5.

বিভাগে ও ৩৮ জেলায় বিভক্ত হইয়া* একজন ছোট লাটের শাসনাধীন হইল। ব্রহ্মের পূর্ব্ব রাজধানী ছিল মান্দালে। উহা উচ্চ ব্রহ্মে (Upper Burma) অবস্থিত। রেঙ্গুনের ন্যায় এখানে বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত কালী বাড়ী আছে। তথায় প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। "মান্দালে ব্রহ্মময়ী সেবক সমিতি" নামে বাঙ্গালীদের একটি সেবা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্মদেশ ইংরেজাধিকৃত হইবার পূর্ব্বেও আধুনিক বাঙ্গালীর বাস এখানে ছিল। তন্মধ্যে যিনি শেষ ব্রহ্মরাজ ও তাঁহার পিতার রাজসভায় সভাপণ্ডিত ও রাজগুরুর দুর্লভ সম্মানে সম্মানিত হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম উল্লেখ-যোগ্য। ১২৬২ সালে শান্তিপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আচার্য্য শ্রীমদদ্বৈত গোঁসাই হইতে দশম পুরুষ, বৃন্দাবনের স্বনামধন্য পরমহংস সন্ন্যাসী ৺রাধিকা নাথ গোস্বামী। তাঁহার বিস্তারিত জীবনী প্রথম খণ্ডের বৃন্দাবনের ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী অংশে দ্রষ্টব্য। তিনি তাঁহার স্বরচিত "যতি দর্পণ" পুস্তকে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা তাঁহার ব্রহ্ম প্রবাসের বিবরণ জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি জন্মাবধি সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত শোক দুঃখ কাহাকে বলে জানিতে পারি নাই, * * সপ্তদশ বর্ষ বয়সে আমি একবারে পিতৃ মাতৃহীন হইলাম। শিশু দুইটি ভাই ও দুইটি ভগিনীর প্রতিপালনের ভার আমার উপর পড়িল। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাকে অক্ষম দেখিয়া একে একে একটি ভ্রাতা ও দুইটি ভগিনী পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে কোনরূপে প্রতিপালন করিয়া দুঃখ ভোগার্থ

---

* UPPER BURMA:—4 Divisions—I. Magwe [4 Distts:—1. Thayetmo, 2. Pokokku, 3. Minbu, 4. Magwe]; II. Mandalay [6 Distts :—1. Mandalay (Sub. Divisions—(a) Eastern Mandalay, (b) Western Mandalay, (c) Amarpura, (d) Madaya, (e) Maymyo), 2. Bhamo, 3. Myitkyina, 4. Putao, 5. Katha, 6. Ruby mines (Magok)]; III. Sagaing [4 Distts :—1. Shwebs, 2. Sagaing, 3. Lower Chindwin, 4. Upper Chindwin]; IV. Meiktila [4 Distts :—1. Kyaukse, 2. Meiktila, 3. Yamethin, 4. Mymgyan]

LOWER BURMA—4 Divisions :—I. Arakan [4 Distts :—1. Akayab, 2. Hill district of Arakan (Paletwa), 3. Kyaukpyu, 4. Sandway]; II, Pegu [6 Distts—1. Rangoon Town, 2. Insein, 3. Hanthawaddy, 4. Prome, 5. Tharawaddy, 6. Pegu]; III. Irrawady [5 Distts:—1. Bassein, 2. Henzada, 3. Myaungmya, 4. Ma-ubin, 5. Pyapon]; IV. Tenasserim [6. Distts—1. Toungoo, 2. Salween, 3. Thaton, 4. Amherst (Moulmein), 5. Tavoy, 6 Mergui]

বাঁচিয়া থাকিলাম। এই অবস্থায় ৺মদন গোপাল গোস্বামী প্রভুজীউর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় এক ব্রাহ্মণ আমার পিতৃদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া যান, ইতিমধ্যে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া আমাকে তদবস্থ দেখিয়া শোকে কাঁদিতে লাগিলেন, এবং ৪।৫ মাসের জন্য তাঁহাদের দেশে আমাকে লইয়া গিয়া দুই শত টাকা প্রণামী দিতে স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার পত্নী প্রভৃতিকে দীক্ষা গ্রহণ করাইয়া পুনরায় শান্তিপুরের বাটীতে রাখিয়া যাইতে অঙ্গীকৃত হইলেন। এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে ছোট ভাইটীকে লইয়া চলিয়া গেলাম। আমার পিতৃদেবের পূর্ব্বোক্ত শিষ্যের নাম রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী। তিনি ব্রহ্মদেশের রাজসভায় একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, আমাকে স্বদেশে লইয়া গিয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করাইলেন। কিছুদিন পরে আমাকে রাজপণ্ডিত করাইলেন। পরে, ব্রহ্মদেশাধীশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সভা করিয়া "শ্রীগোস্বামি পণ্ডিত রাজগুরু" এই উপাধি স্বর্ণের পত্রে লিখিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আমাদের আর্য্য ধর্ম্মের অবান্তর, রাজাও আপনাকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাপন করিতেন। সুতরাং আমার সদৃশ একজন ব্রাহ্মণের বৌদ্ধ নৃপতির নিকট রাজগুরু উপাধি লাভ আশ্চর্য্য নহে।* উক্ত উপাধি লিখিত স্বর্ণপত্র আমাদের গৃহে অদ্যাপিও আছে। কিছুদিন পরে ২০ ভরি স্বর্ণের মুকুট ও ৪০ ভরি স্বর্ণের যজ্ঞোপবীত আমাকে প্রদান করেন। এইরূপে এক-জন সম্ভ্রান্ত রাজসভাসদ হইয়া ব্রহ্মদেশে কালাতিপাত করিতেছি। ইতিমধ্যে তথায় অতি ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হইল। * * * তখন আমার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর। বাঙ্গলা ১২৮৪ সালে দেশে আসিলাম দারপরিগ্রহ করিলাম। পুনরায় ব্রহ্মদেশে যাইলাম, যাইয়াই দেখি রাজার মৃত্যু হইয়াছে, * * রাষ্ট্রবিপ্লব হইবার ভয়ে সকল প্রজা কাতর। আমি পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিলাম।"

---

* বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্বাধীন বৌদ্ধ রাজার নিকট হইতে "রাজগুরু" উপাধিলাভ বোধ হয় ইহাই প্রথম ও ইহাই শেষ। * * এই রাজার নাম মিণ্ডোং। ইনি ব্রহ্মের শেষ রাজা থিবোর পিতা।

গোস্বামী মহাশয় দ্বিতীয়বার যখন ব্রহ্মদেশে গমন করেন তখন রাজা মিণ্ডোংএর পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র থিবো সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। থিবোর রাজত্ব কালেও তিনি কিছুকাল তাঁহার সভায় থাকিবার পর নানা গোলমাল ও বিদ্রোহ হওয়ায় বর্ম্মা ত্যাগ করিয়া দেশে আসেন এবং শেষজীবন বৃন্দাবনবাসে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্রহ্মরাজ-সভার পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও অনেক বৃদ্ধ জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি খুব প্রসিদ্ধ ও সম্মানী তাঁহার নাম "উ-চিন্দা রাজগুরু।"* তাঁহার এবং মান্দালয়ের বৃদ্ধগণের নিকট অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের নাম প্রীতি সহকারে উচ্চারণ করেন। মান্দালতে গোস্বামী মহাশয়ের অনেক শিষ্য ছিলেন এবং আছেন। তাঁহাদের প্রত্যেক বাড়ীতেই গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি (ফটো) পূজিত হয়। মান্দালয় সাউথ পোনা বস্তির সকলেই এই রাজসম্মান প্রাপ্ত বঙ্গের সুসন্তানকে শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেন। তিনি এবং পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যতীত প্রাচীন ব্রহ্ম প্রবাসী আর একজন বাঙ্গালীর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার নাম জানা যায় নাই। শুনা গিয়াছে তিনি জাহাজের মিস্ত্রীর কাজ লইয়া ব্রহ্মদেশে বাস করিতেন।

উচ্চ ব্রহ্মের (Upper Burma) ও প্রায় সকল জেলার সদরে অল্পাধিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাস আছে। বাবু কামাখ্যানাথ গুপ্ত লিখিত "Six years in Burma" নামক পুস্তক হইতে জানা যায় গ্রন্থকার হুগলী ভাঙ্গামোড়া-নিবাসী। তিনি ১৮৯০ অব্দে উচ্চ ব্রহ্মে ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। মগওয়েতে (Magwe) একজন বাঙ্গালী পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বি. বি, চট্টোপাধ্যায়। মিনচুতে সদর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও হেল্‌থ অফিসর ডাক্তার জে, ব্যানার্জ্জী, এল-এম-এস। পোকক্কুর সিবিল সার্জ্জনও একজন বাঙ্গালী। তাঁহার নাম ডাক্তার এফ, আর সেন গুপ্ত, এল-এম-এস। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ার-ম্যান এবং হেল্‌থ অফিসর। থেয়েটমোতে (Thaytmo) আছেন মিঃ এম, ব্যানার্জ্জী, এডভোকেট। মীকটিলা এই বিভাগের ঐ নামের জেলা। শ্রীযুক্ত

* U. Chinda Rajguru, South Pouna wasti, Mandalay.

কে, বি, মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এল, এখানকার আদালতের উকিল। মিংগিয়ানে আছেন শ্রীযুক্ত কে, সি, চক্রবর্ত্তী, পোষ্টমাষ্টার। পাগান উপ-বিভাগের জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী। আদালতে শ্রীযুক্ত এচ, গুহ, বি-এ, বি-এল ওকালতি করেন। য়ামেথিন (Yamethin) জেলায় সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার এম, এল, বসু, আই-এম-এস। তিনিই আবার এখানকার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মিউনিসি-প্যালাটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও হেল্‌থ অফিসর। আদালতে আছেন এস্‌, সি গুহ, বি, এ, বি, এল, এডভোকেট এবং উকীল শ্রীযুক্ত বি, কে হালদার। সাগায়েং বিভাগের দক্ষিণ চিন্দুইনের পোষ্টমাষ্টার বাঙ্গালী। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত এস, পি, ঘোষাল। শোয়েবো জেলার পূর্ব্ববিভাগের সবডিবিসনাল অফিসর রায় সাহেব এন্‌, বি, রায় এবং চীফ জেলার মিষ্টার মুখার্জ্জী। শ্রীযুক্ত বি, বি, মুখার্জ্জী জেনারেল কণ্ট্রাক্টর শোয়েবোতে বাস করেন। সাগায়েং জেলা-আদালতের উকীল সরকার (Government Prosecutor and Notary Public) শ্রীযুক্ত এস্‌ মুখার্জ্জী, এডভোকেট। মান্দালে বিভাগের জেলা মান্দালের সহর ইরাবতী নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। ইহা প্রাচীন রাজধানী আভা হইতে ৬৪ মাইল পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে। ইহা ইংরেজাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বাধীন ব্রহ্মের রাজধানী ছিল। এখানকার ভাষা বর্ম্মী, তামিল, হিন্দুস্থানী, শান ও চীনা। মান্দালে, অমরপুর পাথিজ্জী, মাঙ্গাইয়া, সিঙ্গ ও মেমিও এই কয়েটি উপবিভাগ। ১৮৮৫ অব্দে ব্রহ্মরাজ থিব স্বীয় রাজধানী মান্দালে সহরে বন্দী হন এবং উচ্চ ব্রহ্ম ইংরেজদের করায়ত্ত হয়। তখন কয়েকজন বাঙ্গালী আপার বর্ম্মা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট রেল ও অপরাপর বিভাগে ঠিকাদারী করিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী হইয়া যান। মান্দালের জরীপ বিভাগে শ্রীযুক্ত ডি, এল, বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সট্রা এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং শ্রীযুক্ত পি, সি, সেনগুপ্ত সব এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আইন বিভাগে আছেন এডভোকেট শ্রীযুক্ত শরৎশশি মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, এস্‌ মুখার্জ্জী, এ, সি, মুখার্জ্জী, এল, কে, মিত্র, পি, এন, বোস, কে, ব্যানার্জ্জী এবং এল, এম, মুখার্জ্জী। কারবারী বাঙ্গালীও কয়েকজন আছেন, তন্মধ্যে জে, এল, নন্দী এণ্ড সন্স এর এঞ্জিনীয়রিং, চাউল

ছাঁটাই, ঠিকাদারী প্রভৃতির কারবার উল্লেখযোগ্য। মান্দালে সহরের স্থানীয় বাঙ্গালী রেঙ্গুনের প্রবাসীদের ন্যায় চাঁদা করিয়া প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। মিটকীনায় মিচিনার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত জি, সি, ঘোষ। এখানকার আদালতে আছেন এডভোকেট জি, সি, ব্যানার্জ্জী, বি-এ, বি এল। মিটকীনা সামরিক পুলিশের (Military Police Battalion) নায়েব কমাণ্ডাণ্ট শ্রীযুক্ত নির্ম্মল রায়; এবং চিকিৎসা বিভাগে লেপটেনাণ্ট কিরণচন্দ্র সেন, এম-বি, আই এম-এস। সদর জেলা কাঠা ভামোর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে বর্ম্মা, শান, কাচু ও কাচিন ভাষা প্রচলিত। এখানে পোষ্টমাষ্টার ও সিগনালার দুইজনই বাঙ্গালী। শ্রীযুক্ত পি, মুখার্জ্জী ও জে, এল মিত্র। আদালতে আছেন এডভোকেট ইউ, এন, মিত্র; বি, দত্ত; আর, বি, মুখার্জ্জী। "কাঠা" নগরই ব্রহ্মদেশের অকৃত্রিম বন্ধু স্বর্গীয় শ্যামাচরণ রায়ের প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র।

উচ্চ ব্রহ্মের সেই জনহিতব্রতী প্রবাসী বাঙ্গালী চিরকুমার শ্যামচরণ রায় মহাশয়ের জীবন কাহিনী না লিখিলে বাঙ্গালী প্রবাসের কথা কিছুই বলা হইবে না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এ প্রদেশে তাঁহার আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের নানা স্থানে Relief Fraternity নামক রোগী ও দীন দুঃখীর ক্লেশ নিবারিণী সমিতির ও শান্তি সম্প্রদায়ের স্থষ্টিকর্ত্তা যশোহর খুলনা ইউনিয়নের অক্লান্ত কর্ম্মী বালকবন্ধু, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অন্যতম এবং বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা এই আজীবন কর্ম্মী খুলনা বাগেরহাটের নিকট কাড়ানবড়া গ্রামে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম তের চৌদ্দ বৎসর তিনি দেশে স্বীয় পরিজন মধ্যে ছিলেন এবং বাগেরহাট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পরে বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন হইতে ১৮৮৭ অব্দে প্রথমভাগে এণ্ট্রান্স পাশ দিয়া কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৯০ অব্দে এখান হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ফ্রী-চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বাবু নলিনাক্ষ রায় ব্যতীত প্রকৃত আপনার আর কেহ ছিলেন না। তিনি তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় ছাত্রাবাসে থাকিতেন এবং যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে উভয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার অভিভাবকের

অভাব ও আর্থিক অস্বচ্ছন্দতাই তাঁহার বি-এ পাশের প্রতিবন্ধক হয়। তিনি দারিদ্র্যের সহিত তীব্রভাবে সংগ্রাম করিতে করিতে জীবনের পথে অগ্রসর হন। তাঁহার আপনার বিদ্যা শিক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি ভ্রাতার ভবিষ্যৎ উন্নতির কামনায় কাহাকেও না জানাইয়া ১৮৯১ অব্দের ১১ই জুন রওনা হইয়া ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হন এবং ঐ বৎসর উচ্চ ব্রহ্মের কাঠা নামক স্থানে সামরিক পুলিশ (Military Police) বিভাগে কেরানীর কর্ম্মে প্রবেশ করেন। জ্ঞান পিপাসা তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি যখনই যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না, সদ্‌গ্রন্থ তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইত। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নিজে শিক্ষা করিতে ও অন্যকে শিক্ষা দিতে কাতর হইতেন না। তিনি স্থানীয় অশিক্ষিতদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে যত্নশীল হইয়া একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে সমস্তদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর শ্যামা চরণ বাবু তাঁহার ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন এবং তাহাদের নানাবিধ উপদেশ দিয়া অজ্ঞানতা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। কি প্রকারের ছাত্র তাঁহার জুটিত তৎসম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"One two or more of the native officers, noncommissioned officers, sepoys, shop keepers, contractors, hospital assistants, the mosque priests, steamer seraings, and crews, elephant-mahoots, peons and coolies, either have been or are attendants of the class * * * very rarely could I at that early time get young boys as my pupils. As time went on * * * * * I got some little friends to attend the class * * * and I have now got a small school in my room—18 boys and 14 men (not a pice I am taking from any of them as school fees) and to all of the boys as well as some men I have given books paid for by me"

তিনি ব্রহ্মদেশে কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাঁহার একদিনের ডায়রী হইতে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দীপ জেলে পড়ি। পূর্ব্বে ফরসা হইলে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রন্ধন

পানার্থ দুই টিন জল আনিতে যাই। পরে হাত মুখ ধুই। প্রার্থনা ও পিতৃপাদোদক। Fort হইতে ration একজন লোক দ্বারা লইয়া আসি, কিছুকাল পড়াই। নিজে পড়িয়া সুখ, পরকে পড়াইয়াও সুখ। আফিসে আমি একা একটা পর্য্যন্ত কাজ করি—পূজার ছুটী—এক জনকে মাত্র যেতে হয়। বাসায় আসিয়া স্নান, গৃহ ধৌত ও বাগানের flower and vegitable garden বন্দোবস্ত করি। এখানে মনে করিয়াছি, এই একটী বিশ্রামের কাজ হইবে—এখনকার অভ্যাসে ভবিষ্যৎ জীবনেও কাজ হইতে পারে। পড়ি—R. F. চিঠি—লোক আসেন, নানা কথা। রাত্রে নিমন্ত্রণ, অধ্যয়ন। সন্ধ্যায় তাঁহার নাম।"

শ্যামাচরণ বাবু কেরাণীগিরিতে দেড় দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু নিজের যৎ-সামান্য ও ভ্রাতার শিক্ষার ব্যয় ব্যতীত সমস্ত উপার্জ্জনের অর্থ পরহিতার্থে অকাতরে ব্যয় করিতেন। তাঁহার প্রবল পরহিতৈষণা ও বন্ধুবৎসলতা একটি সামান্য দৃষ্টান্ত হইতে পরিস্ফুট হইবে। তিনি বহুদিন গবর্ণমেণ্টের চাকরি করেন, কিছুদিন ব্যবসায় বাণিজ্যেও লিপ্ত হন, এবং জীবনের শেষ ভাগে চীফ কোর্টের advocate হন। এই আইন পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে শ্যামাচরণ বাবু চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি advocateship পরীক্ষার ফী যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না এমন সময়, তাঁহার এক বন্ধুও ঐরূপ শঙ্কটে পড়িয়া তাঁহাকে জানান। শ্যামবাবু নিজের পরীক্ষার যে ২৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা প্রাপ্তি মাত্র বন্ধুকে দিয়া বলেন যে তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে একটি ষ্টীলের বাক্স আছে, প্রয়োজন হইলে তাহাও বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। যাহা হউক এডভোকেট হইয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, কিন্তু জনসেবা ব্রতেই সমস্ত ব্যয় করেন। সঞ্চয় কিছুই করেন নাই। বঙ্গদেশে Relief Fraternity স্থাপন করিয়া প্রথম জীবনে যেমন তিনি নানা স্থানের রোগীর সেবা ও দুঃখীর দুঃখমোচন চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম প্রবাসে আসিয়াও তিনি নানা স্থানে সেইরূপ দশবারটি ফ্রেটারনিটি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যহ বৈকালে ফ্রেটারনিটির ভ্রাতারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া কোন স্থানে সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা দেখিতেন এবং Frater Major কে সংবাদ দিতেন। ফ্রেটার মেজর কোন্ স্থানে কোন ভাবে

কাহার দ্বারা সেবা ও সাহায্য হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিতেন। তাঁহার আদেশ ভ্রাতাদের অলঙ্ঘনীয় ছিল। তাঁহার জীবনী লেখক মহাশয় শ্যামবাবুকে অনাহারে অনিদ্রায় ৩।৪ দিবস সমভাবে কলেরা রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে দেখিয়াছেন। এই জীবন্ত আদর্শ তাঁহার ফ্রেটারনিটির কর্ম্মীদিগের কর্ত্তব্য পালনে অদ্বিতীয় সহায়স্বরূপ হইত।

সম্ভবতঃ ১৮৯৪ অব্দে শ্যামাচরণ বাবু মিচিনা উপত্যকায় ছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং স্বয়ং তথায় শিক্ষা দিতেন। এই নৈশ বিদ্যালয়ের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করেন এবং তাহার ফলে ইহা Day Schoolএ পরিণত হয়। তিনি এই স্কুলের উন্নতির জন্য কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন সরকারী রিপোর্টে তাহা বাহির হইয়াছিল। তাঁহার ব্রহ্ম-প্রবাসবাসের কালে ভারতময় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। শ্যামবাবু ব্রহ্মবাসী ও প্রবাসীদের নিকট হইতে আট শত টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং তাহা বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থ সমান অংশে চারি স্থানে পাঠাইয়া দেন।

ব্রহ্মদেশে অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং তজ্জন্য অগ্নির আশঙ্কাও অত্যন্ত অধিক। তাঁহার সময়ে রাজধানী রেঙ্গুনের অবস্থাও এইরূপই ছিল। গৃহদাহে কত নরনারী যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিত তাহার নির্ণয় নাই। সে আর্ত্তনাদ প্রবাসী বাঙ্গালী শ্যামাচরণ রায়ের হৃদয়ে বাজে। তিনি তাহার বিহিত করিবার জন্য "Fire-band" নামক অগ্নি নির্ব্বাপক দল গঠন করেন। কোন স্থানে অগ্নিদাহের সংবাদ পাইলে, তাঁহার লোকেরা তথায় গিয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতেন। উক্ত হইয়াছে একবার এইরূপ অন্য বাটীর অগ্নি নির্ব্বাপন করিতে গিয়া শ্যাম বাবুর যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া যায়। তিনি ব্রহ্মবাসীদের জন্য আর কি কি করিয়াছিলেন তাহার সকল সংবাদ জীবনীলেখক মহাশয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাঁহার লিখিত সকল দিন লিপিও তাঁহার হস্তগত হয় নাই। শ্যামবাবু বর্ম্মী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং আপামর সাধারণ সকলের সহিতই মিশিতেন। ব্রহ্মদেশীয় বালকদিগকে পড়াইতেন এবং দরিদ্র রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। ব্রহ্মদেশবাসীরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত। খৃঃ ১৯০২ অব্দের

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত।　　পৃঃ ৪৫৯

১১ই মে এই চিরকুমার ধর্ম্মপ্রাণ মানবসেবক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার অনন্য সাধারণ কর্ম্মশক্তি, চরিত্রবল এবং বিবিধ সদ্‌গুণের বলে ব্রহ্মবাসীদের হৃদয় যেরূপ অধিকার করিয়া এবং কঠিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিবারাত্র পর দুঃখ মোচনের জন্য যেরূপ আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া ব্রহ্মপ্রবাসে বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসী তদ্রূপ এই স্ত্রীপুত্রহীন মানবসেবী কর্ম্ম-সন্ন্যাসীকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মরিতে দিয়া দুরপণেয় কলঙ্কের ভাগী হইয়াছেন। *

উচ্চ ব্রহ্মের মীকটিলা বিভাগের অন্তর্গত কাইউকসি (Kyukse) হইতে তথাকার সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের ওভরসীয়র বাবু নিকুঞ্জ বিহারী রায় আমাদের অনুরোধে ২৮ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার সমসাময়িক প্রবাসী বাঙ্গালীদের যে তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে রায় মহাশয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। ঐ পত্র (Letter dated Kyukse, 23. 3. 03) হইতে অবগত হওয়া যায়, আকবর বাদশাহের বহুপূর্ব্বে সম্রাট আলাউদ্দীনের সময়ে বাঙ্গালী মুসলমানগণ যে এদেশে আসিত তাহার বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। বহু পুরাতন মুসলমান-প্রধান গ্রাম ও মসজিদ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। হাতী-ঘোড়া-ব্যবসায়িগণ ও অন্যান্য বণিক্‌গণ স্থলপথে মনিপুর হইয়া কোহিমাপাশ দিয়া বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করিত। বাঙ্গালি হিন্দু বোধ হয় ১০২৫ সালে প্রথম এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ১৮৫২ সালের দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর রেঙ্গুনে অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী চাকুরি লইয়া এদেশে আসেন। ১৮৮৫ সালের তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী উচ্চব্রহ্মে আসেন†, কিন্তু বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার না করায় অনেকে চলিয়া যান। অধিকাংশ তখন চাকুরিরই জন্য এদেশে থাকেন। তাঁহাদেরই মধ্যে কতক এদেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা এদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন তাঁহারা

---

* ১৩০৯ কার্ত্তিকের "নব্যভারত" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত সংকলিত।—জ্ঞ।

† তন্মধ্যে ৭।৮ জন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল, বি.-এ, এম,-বি, এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের অন্যতম।

অধিকাংশ এদেশেই বিবাহাদি করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তানাদি বাঙ্গালী না হইয়া কতক য়ুরোপীয়ানএবং কতক বর্ম্মীদের মত হইয়া-গিয়াছেন। ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট অনুসারে ব্রহ্মে স্ত্রীপুরুষ লইয়া বাঙ্গালী ছিলেন ১৫,৭০৩৪ (পুঃ ১৩২২২৫, স্ত্রী, ২৪৮০৯)। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম-বাসী ছিলেন ৭৯২৬৩ জন। আরাকান সহরে ছিলেন ৬৯৮৭৮; তন্মধ্যে চট্টগ্রামী ছিলেন ৫৪৮৪৩। রেঙ্গুন সহরে বাঙ্গালী ছিলেন ২৩৪২৫; তন্মধ্যে চট্টগ্রামী ছিলেন ১১৮০১। পেগুতে ৬১২৪ জন, বেসিনে ৪৫৭৩, হংসাবতী (Hanthawady)তে ৪৩৫০ এবং মান্দালায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৯১০০। অন্যান্য সহরে কম। এই গণনা হইতে দৃষ্ট হইবে যে চট্টগ্রাম হইতেই সর্ব্বাধিক এবং চট্টগ্রামের পরই নোয়াখালির লোক বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ব্রহ্মবাসী হইয়াছেন। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাবাসী বাঙ্গালীরা প্রায়ই ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানীয় বাঙ্গালীদের চাকরিই প্রধান পেশা। ১৮৭২ সালে লেফটেনাণ্টকর্ণেল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সামরিক ডাক্তার (Military Surgeon) হইয়া এদেশে আসেন। তিনি বিলাতে পাশ করিয়া তথা হইতে কমিশন লইয়া আসিয়া-ছিলেন এবং ক্রিশ্চান ছিলেন। তাঁহার স্বদেশভক্তি ও দেশহিতৈষণার প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় ২৪।২৫ বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। যাঁহারা ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মপ্রবাসে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে Executive Engineer মিষ্টার প্রিয়নাথ সেন ও Executive Engineer মিষ্টার এম, এল, মুখার্জ্জী (মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) অন্যতম। প্রিয়নাথ সেন মহাশয় বিলাতী ধরণে থাকেন। কুর্পাসহিল এর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এবং য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উকীলদিগের মধ্যে অনেকেই বেশ প্রভাবশালী হইয়াছেন এবং বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দোপাধ্যায় নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার বাসায় যে কোন নবাগত ভদ্রলোক উপস্থিত হইতেন তিনিই আশ্রয় পাইতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার ও ব্যারিষ্টার পি, সি, সেন মহাশয়ের যত্নে সোশ্যাল ক্লবে নবাগত ভদ্রলোকের ১০ দিন পর্য্যন্ত থাকিবার ব্যবস্থা হয়। তথায় সকল বাঙ্গালী সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পর বিশুদ্ধ

আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। সর্ব্বজন হিতৈষী পরদুঃখে সহানুভূতি পরায়ণ রেঙ্গুন চীফ কোর্টের অন্যতম আইন ব্যবসায়ী কুঞ্জবাবুর পূর্ব্ববাস ছিল কলিকাতার উত্তরস্থ এড়িয়াদহ গ্রামে (আর্য্যদহ)। এখানে তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পরে এড়িয়াদহ সখের বাজারের নিকট নিজস্ব ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। তিনি ১৮৮২ অব্দে ব্রহ্মপ্রবাসে আসিয়া কিছুদিন লাটদপ্তরে কেরাণীগিরি করিবার পর ওকালতী পাশ দিয়া রেঙ্গুন চীফ কোর্টে প্রবেশ করেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার সহোদর বাবু অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ও এখানে ওকালতী করিতেছেন। ব্রহ্মের বহু জেলায় চট্টগ্রামবাসীদিগের কালীবাড়ী আছে। প্রবাসীদিগের সকলেই প্রায় স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন। তবে বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলি এখানেও যায় নাই। নৈতিক অবস্থা তেমন ভাল না থাকিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার গুপ্ত Six years in Burma নামে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহাতে এদেশের বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। Surgeon Col. Mukerjce এখানে বাড়ীঘর করিয়া বাস করিতেছিলেন কিন্তু তিনি বিবাহাদি করেন নাই। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বিপুল সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন।

মান্দালে বিভাগের সর্ব্বোত্তরস্থ জেলা ভামো সহর ইরাবতীর পূর্ব্ব তটে অবস্থিত। এখানে বর্ম্মী, সান, কাচীন ও চীনা ভাষা প্রচলিত। এখানকার পুরাতন প্রবাসীদের মধ্যে ছিলেন পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত আর, সি, ধর এবং উকীল শ্রীযুক্ত কে, এল, সেন। চীন প্রবাসী ডাক্তার রামলাল সরকারের জীবনের কতকাংশ ভামোর সহিত জড়িত আছে। এই জেলা চীন সীমান্তে অবস্থিত। ভামো নগর হইতে ৫২ মাইল পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর কুলীখা নামক গ্রাম প্রান্তে কুলি নদীর তীর পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের সীমা।

কুলীখা বা কুলী নদীর পর পার হইতে চীন সাম্রাজ্যের সীমা আরম্ভ। চীনারা এই নদী ট-পেইং নদীর এক শাখা বলিয়া থাকে। ভামো হইতে টেঙ্গিয়ে যাইবার একটি অতি পুরাতন পথ আছে। তাহা অতি দুরারোহ ও বর্ষায় দুর্গম হইয়া পড়ে বলিয়া বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট চীনা গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া একটি সুগম পথ নির্ম্মাণে উদ্যোগী হন। ১৯০৯ সালে সুতরাং বর্ম্মা

গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রেরিত হইয়া দুই জন ইংরেজ এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার একজন পাঞ্জাবী সুপারভাইজার ও দুইজন বাঙ্গালী ওভারসীয়র চীন সীমান্তে প্রেরিত হন। বাঙ্গালী দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন বাঙ্গালী মুসলমান। এই সার্ভে পার্টি কুলীখা নদীর অপর পারে পাহাড়ের নিম্নে জঙ্গল পরিবৃত স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ডাক্তার রামলাল সরকার টেঙ্গিয়ে হইতে আসিয়া ইঁহাদের সহিত কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় আরও একজন বাঙ্গালী এখানে আসিয়া উক্ত সার্ভে পার্টীর বাঙ্গালী বাবুর আতিথ্য স্বীকার করেন এবং ইঁহাদের বিষয় সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইঁহারা কয়েকমাস জঙ্গল কাটাইয়া জরীপ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পথ প্রস্তুত করণের বিশেষ সুবিধা করিতে না পারায় ১৯২৯ সালের প্রারম্ভেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৩১১ সালে গবর্ণমেণ্ট কুলীখা হইতে কাচীন পাহাড়ের উপর দিয়া টাপেইং নদীর বেলা ভূমিস্থ মালসের সমতল ভূমি পর্য্যন্ত রাস্তা করিবার জন্য ব্রিটিশ কন্‌সাল মিঃ লিটনের সহিত পরামর্শ করিয়া এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের জন্য অনারারি এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়র অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মনোনীত করেন। গবর্ণমেণ্ট এবার আর সুপারভাইজার বা ওভারসীয়র প্রেরণ করেন নাই। অশ্বিনী বাবুর সহিত একমাত্র সব-ওভারসীয়র বাবু রোহিণীকুমার সেন গিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের এবং সঙ্গের অন্যান্য লোক সমূহের রক্ষক স্বরূপ (Escort) কাপ্তেন চাং এবং লেফ্‌টেনাণ্ট মার অধীনে ৩০ জন চীনা সিপাহী নিযুক্ত ছিল।

২৪শে জানুয়ারী হইতে দুরারোহ কাচীন পাহাড়ের সানুদেশ দিয়া রাস্তার লাইন কাটা আরম্ভ হয়। কুলীখা হইতে নান-সা হো নামক গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত পাহাড় শিলাময় এবং বন্ধুর। এই সকল দুর্গম স্থানের লাইন তৈয়ার হইতে দেখিয়া লিটন সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং যত শীঘ্র সম্ভব পথ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন। ১০ই মার্চ্চ হইতে রাস্তাকাটা আরম্ভ হয় এবং এত দ্রুত কার্য্য হইতে থাকে যে, এপ্রেলের শেষাশেষি নান-সা-হো পর্য্যন্তই পথ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। নান-সা-হো নদীর উভয় তীরই শিলাময়। এই নদীর দুইটী জল প্রপাত, একটি ৯৩ ফুট এবং অন্যটি ৪২ ফুট উচ্চ হইতে পতিত হইতেছে। এই

প্রপাতদ্বয় মধ্যে নান-সা-হো নদীর তীরে একটি ডাক বাঙ্গালা নির্ম্মিত হইয়াছে। কুলীখা হইতে পথ ক্রমে ১১০০ ফুট উচ্চে উঠিয়া পরে ক্রমে নিম্ন হইয়া সমতলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহার প্রথম আট মাইল পথ রোহিণী বাবুর তত্ত্বাবধানে হয়। এই পথ অনেকগুলি খাল ও নালায় পরিপূর্ণ এবং পাহাড়ের উচ্চতা ও নিম্নতায় কার্য্য অতিশয় দুরূহ ছিল। এই সকল পাহাড় অতিক্রম করিয়া রাস্তা "মানসে" নামক সমতল ভূমিতে আসিয়াছে এবং তথা হইতে পথটি ধান্য ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া ও পাহাড়ের নিম্নদেশ দিয়া কিছুদূর গিয়াছে। এই রাস্তার কয়েকটী ক্ষুদ্র বৃহৎ সেতু ও লৌহময় কালভার্ট নির্ম্মাণ করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যে যে সকল ঠিকাদার ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী, হিন্দু ও মুসলমান। ব্রহ্ম দেশের সীমান্তে যত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে তাহার মধ্যে এই রাস্তার কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অথচ আর সকল হইতে ব্যয় অত্যন্ত অল্প হইয়াছে।

মিঃ লিটন কার্য্য পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং চীন প্রবাসী ডাক্তার রামলাল সরকার মহাশয়কে বলেন—"Mr. Mukerjee has done very well. Will the Burma Government reward him for his excellent work?" গবর্ণমেণ্ট অশ্বিনী বাবুকে কি ভাবে পুরস্কৃত করেন আমাদের বিশেষ জানা নাই, কিন্তু লাট সাহেব যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন এবং "রায় সাহেব উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন তাহা জানা গিয়াছে"। ডাক্তার সরকার মহাশয়ের নিকট উক্তরূপ প্রশংসা করিবার পর লিটন সাহেব বলেন স্থানীয় চীনা কর্ম্মচারিগণ মিঃ মুখার্জ্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে তার করিয়াছি, আশা করি তিনি সত্বরই এখানে আসিবেন। অশ্বিনী বাবু লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন বলিয়া এখানে আসিতে তাঁহার কয়েকদিন বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে ডাঃ রামলাল বাবু লিটন সাহেবকে বলেন মিঃ মুখার্জ্জী টেঙ্গিয়ে আসিয়া যত দিন এখানে থাকেন, আমি আশা করি ততদিন তিনি আমার অতিথি হইবেন। কন্‌সাল সাহেব তাহাতে বলেন "বেশ! আমি যে চাই তিনি আমার অতিথি হন (Well! I want him to stop

with me)।" রামলাল বাবু ইহাতে মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়া আর আপত্তি করিলেন না।

চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত প্রদেশে কাচীন পাহাড় অবস্থিত। শীত প্রধান মংখার কাচীন বস্তিগুলি চীন রাজ্য-ভুক্ত। ব্রহ্ম সীমান্ত ভামোর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিকের পর্ব্বতেই কাথা ও মিচিনা জেলায় এবং টাপেইং নদীর উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বস্থ চীন সীমান্তে বিরাজিত শৈল শ্রেণীতে দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য কাচীন জাতির বাস। এই জাতির অনেক শাখা প্রশাখা আছে। পূর্ব্বে কাচীন পর্ব্বতে ভ্রমণ ভীষণ বিপৎসঙ্কুল ছিল। ইংরেজদিগের কঠোর শাসনে কাচীনগণ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। চীন গবর্ণমেণ্টও ইহাদের উপর কড়া শাসন জারি করিয়াছেন। কাচীনদিগের কোন লিখিত ভাষা ছিল না। ব্রহ্মদেশের কাচীনদিগকে এমেরিকার ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের পাদ্রিগণ খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এবং স্কুলে পড়াইয়া অনেককে সভ্য করিয়াছেন। ভামোর প্রসিদ্ধ পাদ্রি রবার্ট সাহেব কাচীনগণের লিখিত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশী ভাষার অক্ষর ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাষায় পুস্তকাদিও লিখিত হইয়াছে। কাচীন বালক বালিকা যুবক যুবতীরা ইংরেজী ও বর্ম্মী ভাষা শিখিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত মংখার কাচীন পাহাড়ের উপর একটি পুরাতন পাষাণ মন্দির আছে। ঐ মন্দির প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা একটি সমাধি। পর্ব্বতের নিম্নে লোয়েলিং নামক কাচীন বস্তি। ১৮৯৪ অব্দে চীন ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণ চুক্তি হয়। তাহাতে যে চীন ব্রহ্ম সীমান্ত অভিযান ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে প্রেরিত হয় তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল। চারিজন বাঙ্গালী তিন জন হিন্দুস্থানী একজন পঞ্জাবী ও একজন মহারাষ্ট্রী সে অভিযানে ছিলেন। তাঁহারা এখানের পাহাড় পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়া টপোগ্রাফিকাল সার্ভে আরম্ভ করেন। ডাক্তার রামলাল সরকার মহাশয় "চীন ব্রহ্ম সীমান্তের অসভ্য জাতি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে প্রবাসীতে লেখেন তাহাতে কাচীনদের বিস্তারিত বিবরণ আছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি একজন বাঙ্গালী মুসলমানের সংবাদ দিয়াছেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল দীনমহম্মদ। মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়ী ছিল।

দীনমহম্মদ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন দেশবাসীর সহিত বাণিজ্য করিতে ব্রহ্ম দেশে আসিয়াছিলেন। টংগু সহরে কিছুদিন থাকিয়া পরে মান্দালে হইয়া এই বণিক্‌দল ভামো গিয়া উপস্থিত হয়। একদিন হঠাৎ একদল কাচীন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের তুইজনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের গোলাম করিয়া রাখে। দীনমহম্মদ এই তুজনের মধ্যে একজন। কিছুদিন পরে তাহার কাচীন প্রভু দীনমহম্মদকে একটি মহিষের বিনিময়ে অন্য এক কাচীনের নিকট বিক্রয় করে। তাহার তিন বৎসর পরে এক কাচীন রমণীর সহিত দীনমহম্মদের বিবাহ হয়। ডাক্তার এণ্ডার্সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে মোমিনে বাণিজ্যাভিযান কালে ভামো সহরে অবস্থান করেন। সেই সময় তাঁহার দোভাষী সহরের বাহিরে এক কাচীন আড্ডায় কাচীন বেশধারী এক ভারতীয়কে দেখিতে পায়। সেই ব্যক্তি এই দোভাষীকে লইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নিজের উদ্ধার প্রার্থনা করে। সে মাতৃভাষা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। সে বলে আমি ভারতবাসী, আমার বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়, নাম দীনমহম্মদ। পরে সে সাহেবদিগের ঘোড়ার সহিস ও দোভাষী হইয়াছিল।

অশ্বিনী বাবু মে মাসের মধ্যভাগে টেঙ্গিয়ে আসিয়া উপনীত হন এবং তিন দিন অবস্থিতির পর বর্মায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি আসিলে পর চীন রাজকর্ম্মচারিগণ, চীন সেনাপতি এবং স্থানীয় সাহেবগণ তাঁহার যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালী জাতির গৌরবজনক সন্দেহ নাই। ভারতীয়ের ভাগ্যে বিদেশে স্বাধীন জাতির নিকট এরূপ সম্মান লাভ অল্পই হইয়া থাকে।

অশ্বিনী বাবু বর্দ্ধমান কাটোয়ার নিকট এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বেলুচিস্থানে কর্ম্ম লইয়া যান, তথায় Sindh Pishin Railway এর কার্য্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়া পাটনা গমন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সিকিম অভিযানের সঙ্গে গিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। পরে ব্রহ্মদেশে আসিয়া চীন হিলের যুদ্ধে পূর্ত্ত বিভাগে সবডিবিজন্যাল অভিসারের কর্ম্ম করিয়া যশস্বী হন। এই চীন সীমান্তের পথ প্রস্তুতকরণ রূপ অতি তুরূহ কার্য্য সুসম্পন্ন করায় তাঁহার যশঃ বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন শান রাজ্য (Shan State) উচ্চ ব্রহ্মের

পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে চীন দেশ। উত্তর শানের সদর—লাশিওতে পোষ্টমাষ্টারের ন্যায় প্রায় অল্পদিন স্থায়ী ও সর্ব্বত্রগামী কর্ম্মচারী ব্যতীত বাঙ্গালী প্রবাসীর বাস এখানে বড় দেখা যায় না। এখানকার চলিত ভাষা বর্ম্মী, শান পালৌং, কাচিন ও চীন। দক্ষিণ শানের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত উ, সি, চৌধুরী। এখানে বর্ম্মী শান ও তৌংযু ভাষা প্রচলিত। ইহার হেড কোয়াটার টেঙ্গিয়ে (Taungyi), চীন পাহাড়ের (Chin Hills) সদর—ফালম। এখানে সেইন তাশোঁ ও হাকাচিন ভাষা প্রচলিত। এখানকার পূর্ত্ত বিভাগে ছিলেন শ্রীযুক্ত কে, কে, মুখার্জ্জী, সবডিবিজনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (Sub Divisional officer in charge)।

রেঙ্গুন ব্রহ্মের বর্ত্তমান রাজধানী এবং পেগু বিভাগের অন্তর্গত। ইহার দেশীয় উচ্চারণ 'ইয়াঙ্গুন'। ইহা ভারতবর্ষ হইতে ২১ মাইল দূরে ইরাবতী নদীর এক বিস্তীর্ণ শাখা রেঙ্গুন নদীর মুখে অবস্থিত। রেঙ্গুন বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং ভারতীয় বাণিজ্য বন্দরগুলির মধ্যে তৃতীয়। এখানে দেশদেশান্তরের বিবিধ জাতির বাস। এই স্থান পূর্ব্বে একটি সামান্য বন্দর মাত্র ছিল। কিন্তু ইংরেজাধিকারে আসিবার পর হইতে ইহার লোক সংখ্যা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পনের গুণ বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত হয়। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের অধিবাসীর সংস্রব অল্প। রাজধানীতে তাঁহাদের অতি অল্প লোকেরই বাস। ব্রহ্মের বাঙ্গালীবহুল স্থান সমূহের মধ্যে রাজধানী রেঙ্গুনেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা সমধিক। রেঙ্গুন সহরে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২৬৯৩২। তাহার সন্নিহিত ইন্‌সিনে ৫৯২৭, হাস্তাউড়িতে ৭৮৬৬, থারাউড়িতে ২৫৬০, পেগুতে ৬১৬৭ ও প্রোমে ১১৩৬ জন বাঙ্গালীর বাস। বেসিনেও ৫২৫৩ জনের বসতি আছে। তাহাদের মধ্যে আইনজীব, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ব্যবসায় উপলক্ষে বহু বাঙ্গালী মুসলমান রেঙ্গুন প্রবাসী হইয়াছেন। এখানে তাঁহাদের দেড়শতাধিক ব্যক্তি সপরিবারে এবং প্রায় আট নয় শত মেসে বাস করিতেছেন। কিন্তু অল্প বাঙ্গালীই এখানে স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন। এক সময় স্বনামখ্যাত মহেশচন্দ্র ন্যায় রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের পদে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম প্রবাসী হইয়াছিলেন। এখানে বহু বাঙ্গালী তাঁহার আশ্রয়ে

থাকিয়া পরে স্বাবলম্বী হইয়াছেন। স্বাধীন ব্রহ্মের রাজধানী ছিল মান্দালে। তখন রেঙ্গুনে বাঙ্গালীর বাস ছিলই না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ অধিকৃত ব্রহ্মের রাজধানী হইবার পর হইতে রেঙ্গুনে বাঙ্গালীর অভ্যুদয়। সেই সময়ই পূর্ব্বোক্ত মাদ্রাজ সেনাদলের ডাক্তার স্বনামখ্যাত কর্ণেল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, আই, এম, এস মাদ্রাজ হইতে বদলি হইয়া এখানে আগমন করেন।* তিনি এক ব্রহ্ম মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হন এবং এই দেশেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সন্তানেরা বর্ম্মী হইলেও তাঁহাদের নামের শেষে মুখার্জ্জী উপাধি যুক্ত আছে। তাঁহারা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন এবং মুখার্জ্জী পরিবার বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রিয়নাথ বাবু তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এই ব্রহ্ম কন্যা গর্ভজ সন্তানদিগকেই দিয়া গিয়াছেন। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ বাগ্‌চি কোম্পানীর † মিষ্টার রোজার বাগছি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবাসী হন। তিনি বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক পূর্ত্ত বিদ্যা এবং স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ব্রহ্ম দেশকে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিতে মনস্থ করেন এবং ঐ বৎসর উচ্চ ব্রহ্ম ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইলে তিনি মান্দালে রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। এক বৎসর এক মাস মধ্যে উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তিনি মান্দালে মিউনিসিপালিটির জন্য কণ্ট্রাক্টারের কাজ গ্রহণ করেন এবং জেনারেল হাঁসপাতাল, রাস্তা, সাঁকো, সেতু ও মিউনিসিপালিটির গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। প্রকৃত পক্ষে মান্দালে সহরের যাবতীয় ইমারত সম্পূর্ণ তাঁহারই কার্য্য। এই সময় তিনি মু উপত্যকা রেলপথ নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু কলেরা তখন মহামারির আকার ধারণ করিয়া তাঁহার ৮ শত লোকের প্রাণসংহার করিলে তাঁহার কার্য্যে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটে; তথাপি মিষ্টার বাগচি অদম্য উৎসাহ ও দক্ষতা সহকারে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন এবং ইঞ্জিনীয়র ব্যাগ্‌লী সাহেবের সন্তোষ উৎপাদন করেন। এই কার্য্যে অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ভগ্ন হয়, যে এক বৎসরের জন্য তাঁহাকে সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য

---

* Madras Army List 1877.

† Bagchi & Co, Engineers & Contractors.

হইতে বিরত হইতে হয়। অতঃপর মান্দালাতে ফিরিয়া তিনি তাহার চতুর্দ্দিকের বাঁধ (Embankment) নির্ম্মাণের জন্য কণ্ট্রাক্ট পান। ভামোতে যে Viceroy's Ghat Road নামক পথ আছে তাহা তাঁহারই কীর্ত্তি। এই কার্য্যের জন্য দুই বৎসর সময় মঞ্জুর হইলেও বাগচি মহাশয় তাহা মাত্র নয় মাসের মধ্যেই সমাধা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার ষ্টীমার থাকায় কার্য্যে অনেক সুবিধা হইয়াছিল। রেঙ্গুনের ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চান এসোসিয়েশন (Y. M. C. A.) এর হর্ম্ম্যাবলী, ব্রহ্মের চীফকোর্ট, রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতাল প্রভৃতিও এই ব্রহ্মদেশবাসী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। তিনি নিজের ইটখোলায় প্রতি বৎসর কোটি সংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মাণ এবং আঠার শত লোকের উদরান্নের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি কোন অংশীদার না লইয়া একাকী এই বিস্তৃত ব্যবসায় পরিচালন এবং স্বয়ং সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গালীর অদ্ভুত কর্ম্মশক্তির সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশের জনসাধারণের হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানেই তাঁহার সহযোগিতা ও কৃতিত্ব বিদ্যমান। আধুনিক মান্দালে সহর বলিতে গেলে তাঁহারই হাতে গড়া।

মার্টিন কোম্পানীর রেঙ্গুনের কারবারের অংশীদার, রেঙ্গুনের ইঞ্জিনীয়র ও কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত শশিপদ দাস মহাশয় রুড়কী কলেজ হইতে ইঞ্জিনীয়রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে আসেন এবং ১৯০৪ অব্দে অবসর গ্রহণ করিবার দুই বৎসর পরে মিষ্টার এ, সি, মার্টিনের সহিত যোগ দিয়া মার্টিন কোম্পানীর অনুরূপ কারবার স্থাপন করেন।

বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রেঙ্গুন চীফকোর্ট স্থাপিত হয়। তখন হইতে বহু বাঙ্গালী উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার ব্রহ্ম প্রবাসী হন এবং কেহ কেহ জজিয়তিও করিতে থাকেন। ১৩০৯ অব্দে স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় এস আর দাশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ব্যারিষ্টার যতীশ রঞ্জন দাশ মহাশয় ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হন। রেঙ্গুনের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ প্রবাসীদের মধ্যে স্বনাম খ্যাত ব্যারিষ্টার পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্ম প্রবাসী বাঙ্গালীদের নেতৃগণের অন্যতম, এবং স্বীয় অনন্যসাধারণ গুণাবলীর জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। ব্রহ্মদেশীয় জনহিতকর সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁহার নাম আছে। সৎকার্য্যে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সাহায্য

করিতে তাঁহার কুণ্ঠা নাই। তিনি পূর্ব্বে মৌলমীনের জজ ছিলেন। সেখানেও তাঁহার প্রসিদ্ধি অল্প ছিল না। সেন মহাশয় স্থানীয় বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লবের সভাপতি এবং য়ুনিয়ান সেমিনেরির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। উক্ত ক্লব তাঁহারই তত্ত্বাবধানে এবং বাবু গিরিন্দ্রনাথ সরকারের পরিশ্রমে ও যত্নে ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মাননীয় এস, আর দাশ মহাশয়ের প্রথম পক্ষের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বিবাহ হয়, কিন্তু সেই সাধ্বী ১৯০০ অব্দেই পরলোক গমন করেন। একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিসের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কুঞ্জবিহারী দত্ত প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। স্বর্গীয় লক্ষ্মীচন্দ্র সেন মহাশয় রেঙ্গুনের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যারিষ্টার ছিলেন। স্বনামধন্য স্বর্গীয় কবিবর নীলকান্ত সেন মহাশয়ের পুত্র, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন মহাশয় স্বকীয় স্বভাবসুলভ গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্ম প্রবাসী জন-নায়কগণের অন্যতম। ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে জাপান যাত্রাকালে বঙ্গ গৌরব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন রেঙ্গুন হইয়া যান, তখন বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সুযোগ পাইয়া ব্রহ্মবাসীরা বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে রেঙ্গুন চীফকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ইউ-বা-সিন ব্রহ্মবাসীদের পক্ষ হইতে ইংরেজীতে অভিনন্দন পাঠ করিলে, ব্যারিষ্টার সেন মহাশয় ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আর একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সভা ব্রহ্মপ্রবাসী বহু বাঙ্গালী কবিবরকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। রেঙ্গুনের চ্‌কাইমৌং তান্‌লে ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায়, চীফ কোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল বাবু দেবেন্দ্রনাথ পালিত, এম-এ, বি-এল, রেঙ্গুনের জনপ্রিয় প্রবাসী বাবু অক্ষয়কুমার দে, উদারচেতা এবং জনহিতৈষী ইঞ্জিনীয়ার বাবু অহীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টাণ্ট জেনারেল স্বনাম খ্যাত স্বর্গীয় মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এবং বাবু উপেন্দ্রলাল মজুমদার, বাবু অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, এডওয়ার্ড ষ্ট্রীট নিবাসী রেঙ্গুনের সুপরিচিত ব্যবসায়ী বাবু শশিভূষণ নিয়োগী এবং প্রসিদ্ধ এটর্ণী মিষ্টার এ, সি, ধর স্থানীয় পুরাতন

প্রসিদ্ধ প্রবাসীদের অন্যতম। মিষ্টার ধর ব্রহ্মদেশীয় মহিলা বিবাহ করিয়া এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্রের একজনের নাম মিষ্টার উইলিয়ম ধর। বিলাত হইতে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারী শিক্ষা করিয়া আসিয়া বাবু হরিসুন্দর রায় বহুদিন হইতে রেঙ্গুন প্রবাসী হইয়াছেন। যাঁহারা এদেশে কণ্ট্রাক্টারী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, বাবু শিবনাথ রক্ষিত, বাবু জয়চন্দ্র দত্ত, বাবু শশিকুমার ঘোষ এবং বাবু জি, এন, সরকার তাঁহাদের অন্যতম। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গিরিশচন্দ্র বসু ১৮৯৫ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ "রেঙ্গুন বিদ্যাসাগর রিডিং রুম" নামে সাধারণের জন্য এক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রায় দুই সহস্র টাকা মূল্যের বাঙ্গালা পুস্তক এবং অনেক ইংরেজী পুস্তক এই রিডিং রুমের গ্রন্থভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। এখানে বাঙ্গালী বালকদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাবু যশোদানন্দন সেন এম, এ মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ও স্থানীয় বাঙ্গালীদের সহায়তায় ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে "ইণ্ডিয়ান সেমিনারী নামে" একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয়। "বেঙ্গল একাডেমী" এখানকার আর একটি গৌরব জনক প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমান রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দুর্গাবাড়ী,* রেঙ্গুন ব্রাহ্ম সমাজ †, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,‡ বেঙ্গল মেহমিডান

---

* চট্টগ্রামের জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কর্ত্তৃক এই দুর্গাবাড়ী স্থাপিত। শুনা গিয়াছে ১২৯৬ সালের ১লা বৈশাখ রেঙ্গুনের একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিসের পেন্সন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী চট্টগ্রামবাসী বাবু নিমাইচরণ সিংহের বিশেষ যত্ন ও অর্থ সাহায্যে এই দুর্গাবাড়ী ও অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা হয়। দুর্গার ধাতুময়ী দশভুজা মূর্ত্তি বারাণসী হইতে আনান হইয়াছিল। ইহা ব্রহ্মবাসী বাঙ্গালীদের নিত্য উৎসবের স্থান। এখানে হিন্দু সন্ন্যাসী ও পর্য্যটকগণ দুই তিন দিন বিনা ব্যয়ে অন্ন ও আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এইরূপ পরহিতব্রতে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহাকে যৎসামান্য পেন্সনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

† বাঙ্গালী ব্রাহ্মদের দ্বারা ১১৩ নং বিগ্যানডেট্ ষ্ট্রীটে স্থাপিত।

‡ বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত। অধ্যক্ষ স্বামী শ্যামানন্দ। ১৩৩৩ সালে "প্রবাসী" "মডার্ণরিভিউ" প্রভৃতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালীদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম সেবাকর্ম্ম দেখিয়া আসিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সর্ব্বানন্দের চেষ্টায় রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি ও রামকৃষ্ণ সোসাইটি "শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটী" নামে মিলিত হয়। তিনি অতঃপর এখানে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনে উদ্যোগী হন। এই সোসাইটী সদনুষ্ঠান ও সৎভাবের আলোচনার দ্বারা রেঙ্গুনবাসীদিগকে আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত করিতে সচেষ্ট আছেন।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ। পৃঃ ৪৬৪

এসোসিএশন*, খাদিম-উল-ইস্‌লাম স্কুল, চট্টগ্রাম মোস্‌লেম সমিতি, বর্ম্মা প্রভিন্সিয়াল খেলাফৎ কমিটি, রেঙ্গুন ডিষ্ট্রীক্ট খেলাফৎ কমিটি, মোস্‌লেম পুস্তকালয়*, বর্ম্মা লেবার এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ক্লাব, বাঙ্গালী যুবক সমিতি, বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব, চট্টল সমিতি, চট্টল বৌদ্ধসমিতি, বর্ম্মা প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি, বেঙ্গল সুহৃদ্ সম্মিলনী, বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি†, চট্টল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, রেঙ্গুন মইয়ত সাহায্য তহবিল, রেঙ্গুন মহিলা সমিতি, বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয়, বাঙ্গালী সমবায় ঋণদান সমিতি, আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, আর্য্য সঙ্গীতালয়, বঙ্গনাট্য সমাজ ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলনী‡, উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রেঙ্গুন হইতে যে তিনখানি বাঙ্গালা মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইতেছে তাহাও ব্রহ্ম প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ। এখানে বাঙ্গালীর ঔষধালয়ও§ কয়েকটি আছে, বাঙ্গালীদের মুদ্রাযন্ত্রও রেঙ্গুনে অনেকগুলি আছে।

রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমীর পুরাতন ছাত্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং

---

* সেখ মহম্মদ ইস্‌রাইল খাঁ, বি, এল মহাশয় প্রমুখ শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানগণ এই ক্লবটি ও পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন, ইহার সম্পাদক মৌলবী মোয়াজ্জিম আলী খাঁ, বি, এ, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ। তিনি ঢাকা, মাণিকগঞ্জের অধিবাসী।

† ১৯১০।১১ সালে শ্রীযুক্ত জে, সি, চট্টোপাধ্যায় কে, এম, বসু কর্ত্তৃক স্থাপিত।

‡ ১৩৩৫ সালের ৫ই ফাল্গুন হিন্দু মুসলমানের মিলিত চেষ্টায় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী সাধারণের সহানুভূতিতে "বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠা। ১৩৩১ সালের ১৫ই শ্রাবণ সর্ব্বজনমান্য নেতৃস্থানীয় 'রেঙ্গুন মেল' সম্পাদক অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, কর্ত্তৃক সম্মিলনীর সাধারণ পাঠাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ও তাহার দুই দিন পরে (১৭ই শ্রাবণ) সাপ্তাহিক "সম্মিলনী" প্রবর্ত্তিত। এই সভার প্রতিষ্ঠাতা ও কার্য্য পরিচালক সদস্যগণের মধ্যে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, টি, জষ্টিস্ জ্যোতীশরঞ্জন দাশ, ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র সেন, জনাব আবদুল বারী চৌধুরী এম, এল, সি, জনাব আবদুল বারী মিঞা ও হাজী আবদুল রহমান মিঞা প্রমুখ ৪০ জন বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের নাম সম্মিলনী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সংবাদে ৬৬ জন মুসলমান ও ৩৬ জন হিন্দু অর্থাৎ ১০২ জন সদস্য ও পরিচালকের নাম প্রকাশিত হয়।

§ ডাক্তার ঘোষের হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী সুলতান মেডিকেল হল ইত্যাদি।

ত্রৈমাসিক হইতে মাসিকে পরিণত "দ্বীপালী"র সম্পাদক বাবু পরেশচন্দ্র দেব। বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী "স্বাবলম্বী" নামক আর একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলনী সভার মুখপত্র সপ্তাহিক "সম্মিলনীর" সম্পাদক মৌলবী মুহম্মদ আবদুল মোনএম। "বেঙ্গল মেল" নামক ত্র্যাহিক ইংরেজী পত্রিকা রেঙ্গুনের আর একখানি জাতীয় পত্র। যুগের 'আলো' নামক একখানি মাসিক পত্র জনৈক বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক সম্পাদিত। তাঁহার নাম মৌলবী দীদার উল্-আলম্। ব্রহ্মদেশের প্রবাসী এবং ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই সকল সদনুষ্ঠান এখানে শিক্ষা নীতি, সাহিত্য ও সমাজ ক্ষেত্রে যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মবাসী অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের সংশ্রবে আসিয়া ভারতবাসীর নৈতিক জীবনে যে বিলাস, আবিলতা ও বহু কুসংস্কার প্রবেশ করিতেছিল, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মিলিত চেষ্টায় সৃষ্ট এই নূতন আবহাওয়ায় তাহা ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে। কি ব্রহ্মবাসী কি প্রবাসী ভারতবাসী সকলের হৃদয়ে এক নূতন উদ্যম, নবীন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিবার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যে ব্রহ্মদেশে অবরোধ প্রথার নাম গন্ধও ছিল না, তথায় উত্তর ভারতীয় ও বাঙ্গালীর দ্বারা অবরোধ প্রথার আমদানী হইয়াছে। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষা এই প্রথা পুনরায় শিথিল করিয়া দিবে।

রেঙ্গুনে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে মেয়েদের স্কুল ও কলেজের শিক্ষাও আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম গোসম্মৎ আসিয়া খাতুন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃতিত্বের সহিত সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। তিনি চট্টগ্রাম হালি সহরের অধিবাসী বর্ত্তমান আকিয়াবের গবর্ণমেণ্ট ইণ্টারপ্রেটার, এম, আবদুল মজিদ সাহেবের কন্যা। রেঙ্গুন বোতাতাং মসজিদের উপর তলায় একটি নৈশ মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার সন্নিহিত পল্লীতে বহু চট্টগ্রামী মুসলমান শ্রমজীবীর বাস। ফটিক ছড়ির অনেকগুলি ধনী মুসলমান কণ্ট্রাক্টরও এখানে আছেন। মুসলমানদিগের নেতৃস্থানীয় জনাব আবদুল বারী চৌধুরী সাহেব, এম, এল, সি, বহু মোক্তব, মাদ্রাসা, বিদ্যালয় ও মসজিদাদির পরিচালক এবং মুসলমান সমাজের পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গ এবং ব্রহ্মদেশে তাঁহার

জমীদারী আছে। তিনি ব্রহ্মের বহুনিন্দিত "পোনা নাচ," জুয়া খেলা, মাদক বিক্রয় প্রভৃতি দুর্নীতি রহিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা বহু আন্দোলন করিয়া বহুলাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

উত্তর আরাকান পার্ব্বত্য প্রদেশ নিম্ন ব্রহ্মের আরাকান বিভাগের উত্তরস্থ জেলা। ইহার পশ্চিমে চট্টগ্রাম। ইহার সদরের নাম পালেতোয়া। এখানে বর্ম্মা, কামিচিন ও মেচ ভাষা প্রচলিত। শ্রীযুক্ত এস, সি, সেন এখানকার মেডিকেল অফিসার। ইহার দক্ষিণে আকিয়াব আরাকান বিভাগের আর একটি জেলা, ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ, দক্ষিণে বামরী দ্বীপ, পূর্ব্বে যোমা পর্ব্বতমালা ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ইহার ভূপরিমাণ ৫৫৩৫ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। আকিয়াবে আরাকানী, বর্ম্মী, বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলিত। সদরের নামও আকিয়াব। চট্টগ্রামী বাঙ্গালীর সংখ্যাই এখানে অধিক। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ এস্, সি, গুহ, এম-এ, বি-এল, এখানে উকালতী ব্যবসায় করেন। তিনি বর্ম্মা চীফ কোর্টের এডভোকেট এবং স্থানীয় হাউটন রিডিং রুম ও লাইব্রেরীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট, আকিয়াবের পোষ্টমাষ্টার বাঙ্গালী (মিঃ এন্ ব্যানার্জ্জী)। চট্টগ্রামের সনাতন নিত্যানন্দ রায় কোম্পানীর এক শাখা এখানেও স্থাপিত হইয়াছে। আকিয়াবের বাঙ্গালীদের বিস্তৃত চাউলের কারবার আছে। তন্মধ্যে "Rice & Paddy Merchants & Commission Agents" অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার বিখ্যাত কর্ম্মী ও দেশনায়ক স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয় ব্রহ্মপ্রবাসী হন। তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কেল্সাল সাহেবের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে যোগ দিয়া তাঁহাদের মিলিত কোম্পানীর নাম দেন কেল্সাল ঘোষ এণ্ড কোম্পানী। কিন্তু সাহেবের সহিত বনিবনাও না হওয়ায় তিনি দুই লক্ষ টাকার স্বীয় অংশ বিক্রয় করিয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আকিয়াবে আসিয়া চাউলের বৃহৎ কারবার খুলেন। ঘোষ মহাশয়ের পর কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺জগবন্ধু বসু এম, ডি, মহাশয় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এনাটমীর অধ্যাপক হওয়ার পূর্ব্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "Seamen's Hospitalএর ভার প্রাপ্ত হইয়া আকিয়াবে আসেন। এই হাঁসপাতালের কার্য্যভার গুরুতর। এখানে তিনি সাতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ

প্রসংশিত এবং সুচিকিৎসকের গুণে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। সান্দোবে (Sandway) আরাকান বিভাগের এক জেলা। ইহার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বাসীন। শ্রীযুক্ত এস, সি, দাস এখানকার ওভারসীয়ার। ইন্‌সীন্ নিম্ন ব্রহ্মের পেগু বিভাগের এক জেলা। এখানকার ভাষা বর্ম্মী। রায় সাহেব এস্, সি, মুখোপাধ্যায় এখানকার পূর্ত্ত বিভাগীয় সাব ইঞ্জিনীয়র। এডভোকেট এম, এম, বসু বি-এ, ব্যারিষ্টার অ্যাট্-ল স্থানীয় আদালতে আইন ব্যবসায় করেন এবং শ্রীযুক্ত কে, সি, বসু এখানকার উকীল। পেগু এই বিভাগের এক জেলা। এই আকিয়াবের রাথে ডৌং নামক স্থানে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সেবী শ্রী লক্ষ্মণ মজুমদার মহাশয় ১৩১০ সালে "সটীক আর্য্য অনার্য্যের যুদ্ধ মহাকাব্য" রচনা করিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এখানকার ভাষা বর্ম্মী। এখানে সাত আট জন বাঙ্গালী উকীল* আছেন। পেগু বিভাগের আর এক জেলা প্রোম। ইহার পশ্চিমে আরাকান পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে হেনজাদা ও থারাবাডী জেলা। এখানে বর্ম্মী ভাষা প্রচলিত শ্রীযুক্ত আর, সি, চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এল, এবং শ্রীযুক্ত এ, কে, সেন এখানে ওকালতি করেন। থারাবাডীতে (Tharrawaddy) দুই জন বাঙ্গালী (এস্, সি, গুহ ইউ, এন, সেনগুপ্ত) ওকালতী করেন। এখানকার পোষ্ট মাষ্টার বাঙ্গালী (ইউ, এন, চক্রবর্ত্তী)। পেগু সহরের উত্তরে সিটাং (Sittang) পাহাড়ে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন। পরে তিনি স্বদেশে শান্তিপুরে বাস করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ব্রহ্ম প্রবাসীর পত্র" নামক পুস্তক লেখক শান্তিপুর নিবাসী বাবু কালাচাঁদ দালাল তাঁহার বিষয় উল্লেখ করেন। কালাচাঁদ বাবুও বহুদিন ব্রহ্মপ্রবাসে ছিলেন। তিনি আর একজন ভদ্র লোকের সন্ধান দিয়াছেন। ইনি নদীয়া জেলার লোক, ব্রহ্মদেশে গিয়া রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন। ইনি আবিয়া চাঙের "চৌধুরী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। চৌধুরী মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং এক ব্রহ্ম রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি সন্তানও হইয়াছে। সাইটোতে কয়েক জন

* M. L. Gosain, M.A., B.L. B. K. Basu B.A. B.L., N. K. Mitra, H. B. Dey, K. C. Sen, L. M. Ghose, J. P. Auddy, P. N. Sanyal.

শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রবাস বাসের সংবাদ ব্রহ্ম প্রবাসীর পত্রে পাওয়া যায়। সাইটো হইতে কয়েক মাইল দূরে মার্ত্তাবান উপসাগরের নিকট লবণ প্রস্তুত হয়। নিম্ন ব্রহ্মের ইরাবতী বিভাগে বাসীন (Bassein) একটি জেলা ইহার উত্তরে হেনজাদা ও সান্দোবে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। সদরের নামও বাসীন। এখানের বার এসোসিয়েশনে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন।* ডাক্তার এস, সি, মুখোপাধ্যায় এখানকার সান, সি, পো কোম্পানীর (San C. Po. & Co.) ঔষধালয়ের ডাক্তার। এই বিভাগে প্রোমের দক্ষিণে ও বাসীনের উত্তরে হেনজাদা আর একটি জেলা। শ্রীযুক্ত বি, এম, কুণ্ডু পূর্ত্ত বিভাগের সব ওভারসীয়ার। হেনজাদা আদালতে কয়েকজন বাঙ্গালী উকীল আছেন।† হেনজাদায় বাঙ্গালীর একটি ঔষধালয় আছে। তাহার নাম ষ্টার ফার্ম্মেসী (Star Pharmacy, Chemists, Druggists and Opticians)। ইহার স্বত্তাধীকারী শ্রীযুক্ত কে, সি, মিত্র।

হেনজাদার দক্ষিণে মৌবিন জেলা। এখানে বর্ম্মী ও কারেন ভাষা প্রচলিত। এখানকার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার কে, কে, চট্টোপাধ্যায়, এল, এম, এস। তিনি এখানকার জেলের ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। প্রধান জেলরক্ষক ও একজন বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত জে, কে, সেন। আদালতে আছেন এডভোকেট টি, সি, বসু এবং উকীল এচ, এল, চট্টোপাধ্যায়। মিয়াউংমিয়া জেলার দুই জন বাঙ্গালী উকীল আছেন—এডভোকেট এল, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ, বি-এল এবং এডভোকেট পি, এল, ঘোষ। পেয়াপো জেলাও ইরাবতী বিভাগের অন্তর্গত। মার্ত্তাবান উপসাগরের উত্তরে ইরাবতী নদী ইহার পশ্চিমে প্রবাহিতা। এখানে পাবলিক

---

* R. P. Sen, Bar-at-Law, President, Bar Association,
B. N. Das B. A. B. L. Hony. Secretary.
K. L. Mukerjee. Bar at-Law
P. N. Chowdhury B.A. B.L.
K. C. Banerjee B.A. B.L. } Members.

† D. N. Roy, B.A , Bar-at-Law (Govt. Prosecutor), President, Bar Association.
S. C. Lahiri, Bar-at Law, Secretary
N. D. Mukerjee
S. N. Roy Chaudhury
B. K. Sen
H. L. Chatterjee } Members.

ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটির কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত এম, এল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিন চারি জন বাঙ্গালী উকীলের বাস।*

টেনাসেরিম বিভাগের ছয়টি জেলাতেই বাঙ্গালী আছেন। মাগু´ই ডিষ্ট্রিক্ট জেলের প্রধান জেলার শ্রীযুক্ত এস, সি, লাহিড়ী। মাগু´ই জেলা যোমা পর্ব্বতমালা ও শ্যামের পশ্চিমে। ইহার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। আমহার্ষ্ট জেলার সহর মৌলমীন। ইহা কলিকাতা হইতে ৯২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে বর্ম্মী, কারেন, তৌঙ্গলু ও তালায়েং ভাষা প্রচলিত। মৌলমীনের বাঙ্গালী প্রবাসীদের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটরী এবং এসেসর শ্রীযুক্ত এস, মুখার্জ্জী, এবং এডভোকেট এস, সি, দাসগুপ্ত প্রসিদ্ধ। এখানকার পোষ্টমাষ্টারও বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত এস, এন, দাসগুপ্ত। এমহার্ষ্ট জেলার উত্তরে সালউইন জেলা। এখানে সিবিল মেডিকেল অফিসর একজন বাঙ্গালী, নাম—শ্রীযুক্ত এল, ভট্টাচার্য্য এম, বি। এমহার্ষ্ট জেলার দক্ষিণে টাভয় জেলা, তাহার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। এখানকার পোষ্টমাষ্টার বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত এল, এম, রায় চৌধুরী। থাতোঁ জেলার মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারি ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বি, পি, চক্রবর্ত্তী এবং উকীল শ্রীযুক্ত এস, সি, দাস, এম, এ বি-এল। টৌঙ্গু টেনাসেরিমের উত্তরস্থ জেলা। ইহার উত্তরে উচ্চ ব্রহ্ম (Upper Burma) ইহার পশ্চিমে পেগু। এখানে পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত জে, সি, সেন। আদালতেও কয়েকজন বাঙ্গালী উকীল আছেন।†

শান রাজ্যের (Shan States) দক্ষিণে ও নিম্ন ব্রহ্মের পূর্ব্বে বহির্ভারতের অন্তর্গত শ্যাম (Siam) দেশ অবস্থিত। ইহার পৌরাণিক নাম শাকদ্বীপ।§ ঐতিহাসিক যুগে ক্ষত্রিয় ভূপতিদের আমলে ইহার নাম ছিল শ্যামরাষ্ট্র বা পালি সামরট্ট। এই দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহার রাজধানী ব্যাঙ্কক একটি বৃহৎ সহর। এই দেশের পশ্চিমে ইংরেজ রাজ্য ব্রহ্ম এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ফরাসী রাজ্য আনাম ও কাম্বোডিয়া থাকায় শ্যামের রাজকর্ম্মচারীদিগকে ইংরেজী ও ফরাসী উভয় ভাষাই শিখিতে হয়। এখানে ফরাসী প্রভাবই

* Messrs. K. K. Roy, P. N. Banerji, P. C. Chatterji, A. C. Chaudhury, Pleaders.

† P. C. Some, B.A., B.L., U. C. Majumdar, B.L., R. L. Chatterji, B.A., B.L., Advocates, S. Banerji, R. Chatterji, B.L., N. N. Guha.

§ ইহা বঙ্গের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আবাসভূমি ছিল।

অধিক। শ্যামের সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলি ফরাসীর অধিকৃত এবং নিম্নপদগুলি পঞ্জাবীদের একচেটিয়া।

খৃঃ পূঃ ৬৪৪ অব্দে শ্যামদেশের সমস্ত উত্তর ভাগ "মালব" নামে অভিহিত হইয়াছিল। তাহার প্রধান নগরের নাম হইয়াছিল দশার্ণ। এখন আর মালব নাম নাই; তাহার স্থলে হইয়াছে মালাপ্রাথেট" (মালব প্রদেশ)। পুরাতন "দশার্ণ" এখনও প্রধান নগরই আছে কিন্তু উচ্চারণ বিকারে হইয়াছে "দোয়াণ"। কথিত আছে সুনন্দকুমার কর্ত্তৃক এই মালবরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্য বিস্তৃত হইতে হইতে চীনের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল এবং সুনন্দ-কুমারের বংশধরগণ দক্ষিণ চীনের য়ুন্নান প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। খাস ভারতের উত্তর পশ্চিমস্থ রাজ্যের ন্যায় বহির্ভারতের এই উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত রাজ্যের নামও "গান্ধার" হইয়াছিল। শ্যাম দেশের পূর্ব্বভাগে চম্পা নামে এক নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। সে নাম এখন উচ্চারণ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্যামের এক প্রাচীন বিবরণী হইতে জানা যায়, খৃঃ পূঃ ১২২ অব্দে শ্যামদেশে বা সামরট্টে মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৯৩৭ খৃঃ অব্দে শ্যামদেশে "সম্বোর" নামক স্থানে রাজা জয়বর্ম্মণ শম্ভুপুর নগর স্থাপন করেন। "সম্বোর" তাহারই অপভ্রংশ। শ্যামের রাজবংশীয়েরা আপনাদিগকে আজিও ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

শ্যাম ও আনামের সীমা নির্দ্দেশক মেথং নদীর উত্তর ভাগ হিন্দু রাজত্ব কালে যমুনা নদী এবং অপরাংশ গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছিল। এখানের এক পর্ব্বতের নাম উদৈ, আর এক পর্ব্বতের নাম লেস্তে, অন্য পর্ব্বতের নাম শ্যামগিরি। নদীর নাম সুকুমারী, কুমারী ও নলিনী। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন এই শাকদ্বীপের রাজার পুত্রগণের নামে দেশের বর্ষবিভাগ হইয়া থাকিবে। এবং উদৈ ও লেস্তে উদয় ও অস্তগিরির উচ্চারণ বিকার মাত্র। বর্ত্তমান শ্যাম ও কাম্বোজের দক্ষিণ ভাগে কুমারী নদী ও কুমারী অন্তরীপ আছে। আরবদিগের প্রাচীন বিবরণে ঐ প্রদেশের "কোমর" এই নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাম্বোজের দক্ষিণে কুমারবর্ষ। শ্যামদেশের পূর্ব্বদিকে প্রাচীন সরযূ নদী প্রবাহিতা। শ্যামের তিনটি প্রাচীন প্রধান নগরের নাম ছিল সুখদ (সুখকৈ), দ্বারবতী এবং আয়ুথিয়া (সুখোদয়, দ্বারাবতী ও

অযোধ্যা)। বিষ্ণুপুরাণে সুখোদয় নামক স্থানকে প্লক্ষদ্বীপ বা ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য হইতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে এক সময় এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। শ্যাম দেশ যে পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দুরাজ্য ছিল তাহার বহু প্রমাণ বৈদেশিক ভ্রমণকারী এবং ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিগত অষ্টম বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনীর বর্দ্ধমান অধিবেশনে ইতিহাসাচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত গণপতি রায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত পঠিত এবং পরে "প্রবাসী" (আশ্বিন, ১৩২২) পত্রে প্রকাশিত "শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম" নামক বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ হইতে জানা যায় শ্যামভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা কতদূর পুষ্ট; শ্যামের প্রাচীন ধর্ম্ম কতদূর বেদ ("ত্রৈইফেৎ-ত্রয়ী-ঋক্, সাম, যজুঃ) বিহিত; ও আচার, অনুষ্ঠান, পূজার্চ্চনা কতদূর ব্রাহ্মণাচার-সঙ্গত; দেব মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বীণাপাণি, যম, নাগ, গরুড়াদি কত হিন্দু দেবদেবী "দেওদা" নামে পূজিত; দৈবজ্ঞ নির্দ্ধারিত শুভ-দিনক্ষণ ও মাহেন্দ্রযোগে এবং শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ-চালিত হইয়া রাজকার্য্য কিরূপ নির্ব্বাহিত হয়; ব্রামণ (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্রিয় ও কাহাবদি (গৃহপতি) এই জাতিত্রয়ের প্রাধান্য তথায় কিরূপ প্রতিষ্ঠিত; শৈবের সংখ্যা তখন কত অধিক ছিল; এবং সন্ন্যাসীগণ কিরূপ নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবণধারণ করেন; রাজা প্রজা অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও একাদশী তিথি কিরূপ পালন করেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের রীতি, শবদাহ, মস্তকে শিখা রাখিবার প্রথা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারও কতদূর হিন্দু সাদৃশ্য বহন করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত শ্যামের ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-যুগে নদীর গঙ্গা যমুনাদি নামকরণের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল উক্ত প্রবন্ধ হইতে তাহা এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে। শ্যামদেশে তখন কেহ পাপানুষ্ঠান করিলে তাহাকে গঙ্গা স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত এবং মৃত্যুকালে গঙ্গা বা যমুনাদি নদীতীরে লইয়া গিয়া অন্তর্জলির মত তাহার মুখে জল দিতে হইত। পাপস্খালের জন্য বা অন্তর্জলির জন্য সদা সর্ব্বদা ভারতের গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। শ্যামদেশের পৌরোহিত্য কার্য্যকারী ব্রাহ্মণেরা আমাদের দেশের আচার্য্যদিগের ন্যায় "আচান্" নামে পরিচিত। আচান্ আচার্য্যর অপভ্রংশ। বঙ্গের

আচার্য্য ব্রাহ্মণেরা বলেন তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এবং পূর্ব্বে সরযূ তীরবাসী ছিলেন ও তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালীরও শ্যামদেশে অসদ্ভাব নাই। কেহ কেহ শ্যামী স্ত্রী বিবাহ করিয়া এখানের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন। একজনের সন্ধান আমরা ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টের পূর্ব্ব প্রবাসী বাবু সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট পাইয়াছি। তাঁহার নাম মিষ্টার জি, দত্ত। শ্যামের রাজার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি শ্যাম রাজ্যের স্থায়ী সার্ভেয়ার। জনৈক শ্যাম দেশীয়া মহিলা তাঁহার সহধর্ম্মিণী। শ্যামের পুরাতন প্রবাসী মিষ্টার ভট্টাচার্য্য এখানে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী (General merchant)। তাঁহার আদি নিবাস চট্টগ্রাম। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাবু রাম স্বামী পলতার শ্যামরাজ-পরিবারের সন্তানদিগের শিক্ষকতা করিতেন। ছাত্রদিগকে বিলাত পাঠাই-বার তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। শ্যাম রাজ্যে ইংরেজী স্কুল খুলিবার চেষ্টা প্রথমে তাঁহারই ছিল। বর্ত্তমান শ্যামরাজ অক্স্ফোর্ড (Oxford) বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত স্বাধীন নরপতি। শ্যামরাজ রামস্বামীর কার্য্যে পরম সন্তুষ্ট। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৮৫, মার্চ্চ) সন্ধান দিয়াছিলেন তিনি বাঙ্গালী! বহু বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমাজের নেতা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতির জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে লঙ্কাদ্বীপও ম্যালেশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া শ্যাম দেশেও আসিয়াছিলেন। ১৩০৫ সালে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে।

শ্যামে অনেক বাঙ্গালী মুসলমান দর্জ্জী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমু ওস্তাগরের নাম তথায় প্রসিদ্ধ। তাঁহার আদিবাস কলিকাতা কড়েয়া। ওস্তাগর শ্যামের রাজ দর্জ্জী এবং তথাকার এক বড় ফারমের হেড মিস্ত্রী ছিলেন। আমু ওস্তাগর তথায় বিষয় আশয় করিয়া বিলক্ষণ উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং শ্যামদেশেরই এক মহিলাকে বিবাহ করিয়া এবং বাড়ী ঘর করিয়া তথাকার স্থায়ী অধিবাসী হন। তাঁহার শ্যামী স্ত্রী ও পুত্রাদি শ্যামেই বাস করেন। তাঁহার প্রথম সংসার কড়েয়ায় বর্ত্তমান। ১৩।১৪ বৎসর হইল, ওস্তাগরজী কলিকাতার বাড়ীতে বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্যামদেশ-প্রবাসী বাঙ্গালী মুসলমানগণের তিনিই পথ প্রদর্শক।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্যাম রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি তথাকার বহু কৌতূহলজনক কাহিনীপূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৩১৩ সালে "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি শ্যামে ইংরেজ-বিদ্বেষের ভাব দেখিয়া আসেন। তিনি বলেন শ্যাম ভাষায় ইংরেজের নাম "কঙ্গ"। ইহার অর্থ বিশ্বাসঘাতক। সেইজন্য শ্যামরাজ্যে যে দুই এক জন বাঙ্গালী ইংরেজের অধীনে কর্ম্ম করেন ইংরেজের আইনে তাঁহারা শ্যামের কোন জাতীয় পর্ব্বে যোগদান করিতে পারেন না।" শৈলেন্দ্রবাবু তজ্জন্য ইংরেজের পাসপোর্ট না লইয়া শ্যামে যান। তাঁহার অনুমান সেই জন্যই সম্ভবতঃ তাঁহার উপর ইংরেজের কোন জোর চলিত না। তিনি নিঃসহায় হইয়া শ্যাম রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তথাকার ভদ্র সমাজের অসামান্য সৌজন্যে আপ্যায়িত হন ও দেশীয় সকল জাতীয় পর্ব্বেই যোগদান করিতে পান।

শ্যামের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া। ইহা ফরাসীদিগের অধিকৃত কাম্বোডিয়ার প্রাচীন নাম ছিল কম্বোজ। পালি ভাষায় এই দেশ কম্পজ নামে উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলরাজ পরাক্রমবাহুর সহিত সংগ্রামে কম্বোজরাজ নিহত হন। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে শ্যাম ও অনিমার রাজারা কম্বোজের বহু অংশ স্ব স্ব রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। শ্যামে ৯৪৭ খৃঃ অব্দে শম্ভুপুর স্থাপনকর্ত্তা রাজা জয় বর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রুত বর্ম্মণ কম্বোজে কম্বুনামে মহাদেব বা শম্ভু স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই দেশ ফরাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং তদবধি এখানে য়ুরোপীয় শাসন প্রণালী প্রচলিত হয়। ইঁহারাই ইহার নাম দিয়াছেন ক্যাম্বোডিয়া। কম্বোজে চাউল, তুলা, তামাক, কর্পূর ও শুষ্ক মৎস্যের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। এদেশে এক প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায় তাহা পরিষ্কার ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে শর্করার ন্যায় আহারীয়ে পরিণত হয়। এই মৃত্তিকা লোকে খাইয়া থাকে এবং বিবাহাদি উৎসবের ভোজে ব্যবহৃত হয়। অনেকে এই মাটির তরলাবস্থায় গুড়ের ন্যায় রুটির সহিত খাইয়া থাকে। কুকুর শূকর প্রভৃতি পশুও এই কর্দ্দমে উদর পূর্ণ করে। ম্যালেশিয়ার অনেক দ্বীপাবসীও এই রূপ মৃত্তিকা ভোজন করে। এ দেশের বহুস্থানে হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু, বি-এস্-সি (এডিনবরা)। পৃঃ ৪৬৫

ডাঃ প্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, (সস্ত্রীক)। পৃঃ ৩৪৮

ডাঃ ভানুভূষণ দাসগুপ্ত, পি-এচ্-ডি বি-এস্-সি (লণ্ডন), সস্ত্রীক। পৃঃ ৪৬৫

পাওয়া গিয়াছে। কম্বোজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তি-চিহ্ন বিদ্যমান * আছে। প্রবাসীর † প্রবন্ধ লেখক মহাশয় শ্যাম ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, প্রাচীর-বেষ্টিত পুরী, প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু, হিন্দু দেবদেবীর চিত্রাঙ্কিত উপাসনালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম।"

এখানে ইন্দ্রপ্রস্থপুরীর ৫ ক্রোশ পরিধি বেষ্টিত ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। কাম্বোডিয়ার রাজধানী "সেইগন" হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে এক প্রাচীন হিন্দু মন্দির আছে। উহার নির্ম্মাণ-কৌশল, উপকরণাদির অবিকৃত অবস্থা এবং স্তম্ভের সংখ্যা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ‡ এই মন্দির-বেষ্টনকারী প্রাচীরের পরিধি তিন মাইলের উপর হইবে। ইহার স্তম্ভ সংখ্যা ১৫৩২। এই মন্দিরগাত্রে চুণ, সুর্কি, ইট, কাঠ বা কোন ধাতু-চিহ্ন অথবা নির্ম্মাতার যন্ত্র ব্যবহারের চিহ্ন মাত্র নাই। ইহা যেন এক অখণ্ড মসৃণ মর্ম্মর পাষাণে নির্ম্মিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া শিল্প জগতের বিস্ময় স্বরূপ এই হিন্দু মন্দির কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত তাহা জানিবার জন্য উৎসুক পূর্ত্ত পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার প্রবেশ-দ্বার-শীর্ষে কিয়দংশ দেবনাগরী, কিয়দংশ পালী এবং কিয়দংশ বাঙ্গালা অক্ষরে কয়েকটি শ্লোক খোদিত আছে। প্রাচীন কম্বোজের রাজধানীর নাম ছিল "অঙ্কুর"। বর্ত্তমান 'তালিসপ' উপকূল হইতে দশ ক্রোশ দূরে এই নগর অবস্থিত। ইহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে আজিও পাঁচটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বার, কয়েকটি কূপ ও সরোবর, তিনটি বিজয়-স্তম্ভ এবং একটী কৃত্রিম হ্রদ প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই প্রাচীন রাজধানীর উপকণ্ঠে যাহারা বাস করে, হিন্দু বাঙ্গালীর ন্যায় তাহাদের মুখশ্রী। শ্যামদেশের নরনারীর নাম শুনিলে মনে হয় এদেশ বাঙ্গালীরই উপনিবেশ। ভাষায় বাঙ্গলা শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আচার ব্যবহার ও চালচলনেও শ্যামীরা কতকটা বাঙ্গালী ধরণের। যাঁহারা শ্যামরাজ চূড়ালঙ্করণের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন

* The Indian Mirror, 2nd. Sept. 1882 ; also Syme's Embassy to Ava.

† ৩য় ভাগ ৫ম সংখ্যা।

‡ "It is one of the most extraordinary architectural relics in the world.", "It is an overwhelming spectacle."—Bowring's Siam.

তাঁহারা তাঁহাকে বাঙ্গালীর অনুরাগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে শ্যামরাজের বিবাহ যাঁহার সহিত হইয়াছিল তাঁহার নাম "রাজকুমারী লক্ষ্মী"। শ্যামবাসীরা বাঙ্গালীদের মতই অনাবৃত মস্তকে থাকে এবং সাধারণতঃ নগ্নপদে গমনাগমন করে। দরবার সভাদিতে যাইতে হইলে পাগড়ী পাদুকা ব্যবহার করে। শ্যামদেশের ইতিহাস লেখক বাউরিং সাহেব বলেন—

"Their forefathers came from the Ganges valley, and probably they were the people of Bengal. * * * The cut of the face is that of a Bengalee. * * * At one time Cambodia was a powerful Hindoo kingdom and the Bengalee merchants and traders used to frequent the land. * * * The descendants of the Bengalee Baniks (traders and navigators) are found in Ceylon, Siam, Anam and Borneo,"—Siam, Vol. II.

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের যে প্রত্ন বিবরণ (Archœological Report) প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, বাঙ্গালীদের দ্বারা ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, আনাম, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ এমন কি সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মগধ দেশ তখন বহু বিস্তৃত ছিল, বাঙ্গালা তখন মগধের অন্তর্গত ছিল। কাম্বোডিয়া এবং আনামে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে তথায় ব্রাহ্মণ রাজত্ব ছিল।

শ্যামের পূর্ব্বে এবং টংকিংএর দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে অনামা, বা অণিমা বা আনাম Anam রাজ্য। টংকিং আনাম ও ক্যাম্বোডিয়া এই তিনটিই ফরাসী অধিকৃত এবং ইন্দোচীন ও কোচিন চায়না নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাচীন নাম অনামা বা অণিমা। এ দেশের রেশমের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; রেশমী বস্ত্রও সর্ব্বসাধারণে ব্যবহৃত হয়। কম্বোজ অপেক্ষা আনামের লোকেরা উন্নততর, অধিক বলবান, বুদ্ধিমান ও সাহসী। এ দেশও পূর্ব্বে হিন্দু-রাজ্য ছিল এবং কম্বোজের ন্যায় ইহারাও বাঙ্গালীদের বংশধর। পুরুষদিগের অনেকটা এবং স্ত্রীলোকদিগের মুখশ্রী ঠিক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরই মত। অনামায় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষত্ব এই যে তাহারা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ও

সাহসী। প্রত্যেকেই তীর ছুঁড়িতে বা তলবার চালাইতে শিক্ষা করে ও দক্ষতা লাভ করে। এখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া যুদ্ধ করে। প্রায় তিন সহস্র আনামী নারী সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলেই তাহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অনামাদেশে ব্রাহ্মণ রাজত্ব কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ সহস্র বৎসরের কথা, কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বে বুদ্ধপূর্ব্ব যুগে অনামার উত্তর পূর্ব্ব ভাগ অর্থাৎ টংকিং "মিথিলা" নাম পাইয়াছিল। তাহার পার্শ্বে "বিদেহ" বলিয়া আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। আনাম দেশের প্রাচীন চম্পা নগরীতে প্রাপ্ত খোদিত লিপি ১৫০ খৃষ্টাব্দে গির্ণারের খোদিত লিপির অক্ষরে লিখিত। তাহা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ভারত হইতে অনেক লোক ব্রহ্মদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বৌদ্ধ, শৈব ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডবাদী হিন্দু সেকালে সমুদ্র যাত্রা করিয়া যে এই সকল প্রদেশে স্ব স্ব ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন, অধ্যাপক ভোগেল তাহার প্রমাণ নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন। *

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় শ্যামদেশ পরিভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন "অণিমা বা আনাম রাজ্যের একটা অংশের ফরাসী নাম বরোঁ পরোঁ Boront Poront অর্থাৎ ব্রহ্মপুর, একটি গ্রাম কপাঁপরোঁ অর্থাৎ কমলপুর। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী এখনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের ভাষা, বেশভূষা, আহারের প্রণালী, প্রকৃতি এবং মুখের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীর মত। ইঁহারা রামোপাসক। অনেকের গৃহে পালি ও সংস্কৃত রামায়ণ আছে। কতকগুলি ব্রাহ্মণের নাম অবিকল বাঙ্গালী হিন্দুর মত—মনোরঞ্জন, শিখিধর, নারদ, তরুরাজ, গোলকচন্দ্র, কানাই, সতীশা ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের নাম—সুন্দরী, মোহিনী, ভবরাণী, ভবানী, গিরিরাণী, শিখরী, কমলা, তট্‌নী (তটিনী,) কাবেরী, কাঞ্চনী ইতাদি। এখানে বৈদ্য-বদা, শর্ম্মা-শিরমাই; ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি দিউতা (দেবতা)।"†

* The Yupa Inscriptions of king Mulavarman, pp. 167-232, by Prof. J. Ph, Vogel, late of the Archæological Survey of India.

† প্রবাসী, ১৩১০।

টেনাসেরিমের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ। মালয় (Malay Peninsula) বহির্ভারতের অন্তর্গত আর একটি দেশ। ইহার পশ্চিমে ভারত মহাসাগর এবং পূর্ব্বে চীন সমুদ্র। মালয় উপদ্বীপের অধিবাসী তাম্র ও কৃষ্ণবর্ণ জাতি। পুরাণে বর্ণিত সুরা সাগর বেষ্টিত শাল্মলী দ্বীপই এই মালয় উপদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে শাল্মলী বৃক্ষেরও প্রাচুর্য্য আছে। পেগুর একখানি খোদিত লিপিতে মালয় উপদ্বীপকেই শাল্মলী দ্বীপ ও সুবর্ণমালী দ্বীপ বলা হইয়াছে। পুরাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন রামায়ণে সুরা সাগরের নাম শ্রীলোহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চীন ভাষার যে শব্দ সুরা সাগরের দ্যোতক তাহারও অর্থ লোহিত। আরবরা ইহার নাম দিয়াছেন 'সেলাহেট'। উহাও শ্রীলোহিতেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

ম্যালে উপদ্বীপ এবং ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট দ্বীপ সমূহ লইয়া যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, তাহা ম্যালেশিয়া নামে অভিহিত। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন এই সমুদয় এশিয়ার সহিত যুক্ত ছিল। কর্ণেল গেরিণি দেখাইয়াছেন যে হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ভারতের বাহিরের অনেকগুলি দ্বীপ বহির্ভারতের কতকগুলি দেশের সহিত অভিন্ন। এই উপদ্বীপের সহরগুলিতে কতিপয় বাঙ্গালী মুসলমানের বাস আছে কেহ কেহ স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন।

মালয় উপদ্বীপে বাঙ্গালীর উপনিবেশ এবং বঙ্গের সহিত তথাকার বাণিজ্য ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার উক্ত হইয়াছে। ব্রিটিশাধিকৃত পেনাঙ দ্বীপ, মালাক্কা দ্বীপ ও সিঙ্গাপুর দ্বীপ ইহার অন্তর্গত। মালাক্কাদ্বীপের পুরাতন প্রবাসীদের মধ্যে ডাক্তার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি রবার ফ্যাক্টরীর ডাক্তার হইয়া মালাক্কা প্রবাসী হন।

আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ।

বঙ্গোপসাগর বক্ষে ব্রহ্মদেশের নিগ্রেস্ অন্তরীপ (Cape Negrais) হইতে ১৬০ মাইল দক্ষিণে, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ আছে তাহাদের সাধারণ নাম আন্দামান ও নিকোবর দ্বিপপুঞ্জ। আন্দামান ২০৪টি ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি। গঙ্গানদীর মহানা হইতে এই স্থান ৫৯০ মাইল, রেঙ্গুন হইতে ৩৮৭ মাইল, মাদ্রাজ হইতে ৭৮০ এবং কলিকাতা হইতে ৮০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জ উত্তর হইতে দক্ষিণে ২১৯ মাইল এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৩২ মাইল বিস্তৃত। তাহাদের মোট ভূপরিমাণ ২,৫০৮ বর্গ মাইল। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন এগুলি সাগর গর্ভস্থ পর্ব্বতমালার চূড়া শ্রেণী এবং ব্রহ্মদেশের আরাকান যোমার বিস্তার। আন্দামানপুঞ্জে সরু সরু প্রণালী দ্বারা পৃথক্‌কৃত উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান, বারাতাং ও রাট্‌ল্যাণ্ড এই পঞ্চাংশে খণ্ডিত বড় আন্দামান (Great-Andaman) এবং তাহার ৩২ মাইল দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল, প্রস্থে ১৭ মাইল ছোট আন্দামান (Little Andaman) এই দুই ভাগে বিভক্ত। আন্দামানের বিস্তৃতি বলিয়া কথিত, দক্ষিণ আন্দামান হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত, নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ। এই পুঞ্জের দক্ষিণতম দ্বীপ সুমাত্রার ৯০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই পুঞ্জ ১৯টি দ্বীপের সমষ্টি, তন্মধ্যে ৭টি দ্বীপ জনশূন্য। ইহাও বড় নিকোবার (Great Nicobar) ও ছোট নিকোবার এই দুই ভাগে বিভক্ত। এইখানে দ্বীপ শৈলময় ও ঘন বনাবৃত। নিকোবর নারিকেলবহুল স্থান। আন্দামানের উচ্চতম শৈল চূড়া সাগর পৃষ্ঠ হইতে ২৩৩০ ফিট এবং বড় নিকোবারের উচ্চতম শৈলচূড়া ২০০০ ফিট। আন্দামানের মত নিকোবার পুঞ্জে ভাল বন্দর বড় নাই। কিন্তু এখানকার নন্‌কৌরীর বন্দর যাহা আছে তাহা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। এ অঞ্চলে বর্ষা আট মাস থাকে এবং বাকী গ্রীষ্মই প্রবল। অন্যান্য ঋতু ক্ষণস্থায়ী। পূর্ব্বে এই দ্বীপপুঞ্জ ম্যালেরিয়াবাহী এবং মাকড়শার মত বড় বড় মশা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং এক হাত-অবধি লম্বা ও এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত মোটা বিছা এবং ভাইপার নামক তীব্র বিষধর সর্পসঙ্কুল অত্যন্ত

অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহার জঙ্গল কাটিয়া ইহার কিয়দংশ ভূখণ্ড বাসের ও চাষের যোগ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা প্রকৃতই রাক্ষসাবাস ছিল। ইহার আদিম অধিবাসীরা খর্ব্বাকৃতি, ঘন কৃষ্ণবর্ণ, নিগ্রোদের ন্যায় ঘন কোঁকড়া চুল, গোল মাথা, বিরল শ্মশ্রু, উলঙ্গ, সাদা ও লাল মাটির উল্কীধারী, বুনো এবং ভীষণ নরখাদক। তাহারা জীবজন্তু পোষে না, চাষও করে না। তাহারা বাঁশের চোঙ্গে জল রাখে ও মাটির পাত্র হাতে গড়িয়া লয়। তাহারা অব্যর্থ তীরন্দাজ। তীর ধনুক তাহাদের প্রধান অস্ত্র, কাঁ্যাচাও রাখে। তাহারা মৃত আত্মীয়দের মাথার খুলির মালা গলায় পরে। বিধবারা স্বামীর মাথার খুলি গলায় ধারণ করে। তাহারা সাগরের দেবতা ও অরণ্যের দেবতায় বিশ্বাস করে। তাহারা অত্যন্ত সাঁতারপটু এবং এক ডুবে দুই হাতে দুই মাছ ধরিয়া জল হইতে উঠিয়া আসে, শাল্‌তি চালাইতে অসাধারণ দক্ষ এবং বনের পশুর মত অলক্ষ্যে ও নিঃশব্দে বনের মধ্যে চলাফেরা করিতে পারে। নিকোবারীরা ইহাদের অপেক্ষা সামান্য উন্নত। তাহারা কতকটা তাম্রবর্ণ। আদিম আন্দামানীদের আজিও স্থানে স্থানে দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন তাহারা প্রাচীন ভারত ও পূর্ব্ব সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত। অনেকে অনুমান করেন এই দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে আফ্রিকা মহাদেশের সহিত যুক্ত ও মাদাগাস্কার হইতে একই শৃঙ্খলে বহির্ভারতের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আদিম আন্দামানীরা বিশুদ্ধ নিগ্রো (কাফ্রী) বংশীয়, কেবল খর্ব্বাকৃতি বলিয়া ইহাদের নিগ্রিটো (ছোট নিগো) বলে। কথিত আছে কোন জাহাজ উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইলে অথবা ভগ্ন হইলে এই রাক্ষসগণ জাহাজের লোক দিগকে ধরিয়া ধরিয়া ভক্ষণ করিত। পূর্ব্বে মালয়গণ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত ও মালয় উপদ্বীপ, চীন ও লঙ্কায় ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিত। এই নরখাদকদের প্রধান খাদ্য সামুদ্রিক মৎস্য, ঝিনুক, কাঁকড়া, কচ্ছপ, বন্য শূকর, ফলমূল ও মধু। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ক্লডিয়াস টলেমী এই দ্বীপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক ইৎসিং ইহার কথা লিখিয়াছেন। ১২৯০ অব্দে স্বনামখ্যাত মার্কোপোলো ও নিকোলো কন্‌টি প্রভৃতি আন্দামানের নাম করিয়াছেন। এখানকার আরব ভ্রমণ-কারীগণ ৯ম শতাব্দীতে ইহা নরখাদকের দেশ বলিয়া আন্দামানের

ও ভীষণ দর্শন রাক্ষসদিগের নরমাংস ভক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমীর গ্রন্থে এই দ্বীপপুঞ্জের নাম "আগডাইমোনোস নিডোস্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে আগডামা, পরে আংডামান, শেষে ইংরেজদিগের উচ্চারণে এণ্ডামান (Andaman) হইয়াছে। ১৭৮৮ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তর উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী স্থান দেখিবার জন্য কাপ্তেন আর্চ্চিবল্ড ব্লেয়ারকে পাঠাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিনেমারেরা (Danes) একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সকলেই মরিয়া যায়। ব্লেয়ার ১৮৯৯ অব্দে দক্ষিণের দ্বীপে একটি স্থানে ২০০ শত লোক লইয়া বসতি স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠাতার নামে উক্ত স্থানের নাম হয় "পোর্ট ব্লেয়ার"। তাহার পর দ্বীপের মধ্যে আর একটি জঙ্গল কাটিয়া চ্যাটহাম নামক স্থানে, পরে পোর্ট কর্ণওয়ালিসে এক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। বঙ্গীয় পূর্ত্ত বিভাগের লেফটেনাণ্ট্ কোলব্রুক যিনি ব্লেয়ার সাহেবের সহযোগী ছিলেন, এখানকার কয়েকজন আদিম অধিবাসীর সহিত বন্ধুত্ব করিয়া দেশভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। তখন জানা যায় দেশবাসীরা জার্রাওয়ালা নামে অভিহিত। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ৫৫০ জন স্বাধীন ঔপনিবেশিক ও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রেরিত নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ২৭০ জন ছিল। কিন্তু ১৭৯৬ অব্দের মহামারীতে এখানকার দ্বীপ নিবাস পরিত্যক্ত হয় এবং অপরাধীদিগকে পেনাঙের দণ্ডভোগস্থানে পাঠাইয়া রক্ষিসৈন্য ও স্বাধীন ঔপনিবেশিকগণ বঙ্গদেশে ফিরিয়া যায়। পূর্ব্বে উত্তর আণ্ডামানে দ্বীপান্তরনিবাস ছিল কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ অব্দের মাঘ মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই দ্বীপপুঞ্জে দণ্ডিতদের নির্ব্বাসনোপযোগী স্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ডাক্তার ওয়াকারকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন একজন বাঙ্গালী ওভারসীয়র, দুইজন বাঙ্গালী ডাক্তার, ও নৌবাহিনীর জনৈক কর্ম্মচারীর পরিচালনাধীন পঞ্চাশ জন রক্ষিসেনা। ইহারা কাপ্তেন ব্লেয়ার প্রতিষ্ঠিত পুরাতন উপনিবেশ স্থানেই নূতন উপনিবেশ স্থাপিত করিয়া পুনরায় তাহার নাম রাখেন পোর্ট ব্লেয়ার। পরে রস দ্বীপের জঙ্গল কাটিয়া আন্দামান

নির্ব্বাসন দ্বীপের হেড কোয়ার্টার করা হয়। এখানে কয়েদীরা ওয়াকার সাহেবের কঠোর শাসনে উত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। কিন্তু তপ্ত খোলা হইতে আগুনে পড়ার মত তাহারা ওয়াকারের হাত হইতে পলাইতে গিয়া রাক্ষসদিগের দ্বারা কবলিত হয়। আন্দামানীরা মধ্যে মধ্যেই বিদেশীদের আক্রমণ করিয়া রক্ষী ও কর্ম্মচারীদের ধরিয়া লইয়া যাইত। ১৮৫৯ অব্দে তাহাদের সহিত ইংরেজের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এখনও তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে নাই। কাপ্তেন হাউটন ওয়াকার সাহেবের নিকট হইতে কার্য্যভার লইয়া আদিম অধিবাসীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে থাকেন। তাহাতে তাহারা উগ্রতা ত্যাগ করিয়া বন্ধুভাবে মিশিতে থাকে এবং আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হয়। কলিকাতা বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার দীননাথ দাস মহাশয় সিপাহী বিদ্রোহের পর আন্দামানে চিকিৎসা বিভাগে কর্ম্ম লইয়া যান। তাঁহার তথায় খুব হাত যশ হইয়াছিল এবং তিনি অমায়িক ব্যবহার ও চিকিৎসার গুণে দেশবাসীদের প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হইয়া তাহাদিগকে য়ুরোপীয় চিকিৎসার অনুকূলে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৬২ অব্দে পোর্ট ব্লেয়ারের ধর্ম্মযাজক এখানে "আন্দামান হোম্‌" প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতে জঙ্গল কাটিয়া নানাস্থান পরিষ্কার করা হইতেছে। নির্ব্বাসিতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিবাসী-দের সংখ্যা আট হাজার দশ হাজারের কম নহে। ক্রমে ক্রমে এখানে হাসপাতাল, লাইব্রেরী, স্কুল, কল-কারখানা, অনাথাশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে বড়লাট লর্ড মেও, পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শনে আসিয়া এক দণ্ডিত পাঠানের ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারান। ঐ বৎসর ইহার শাসনভার একজন চীফ্ কমিশনরের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। প্রায় ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ব্রহ্ম ইংরেজাধিকৃত হইলে পর রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর বি, এ, এম-বি, মহাশয় চিকিৎসা বিভাগে কর্ম্ম লইয়া প্রথমে উত্তর ব্রহ্মের ম্যান্দালা ও চীন সীমান্তস্থ জেলা ভামোতে ছিলেন। ব্রহ্মদেশ হইতে দেশে ফিরিবার পর কিছু-দিন বিহারের নানাস্থানে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পদে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। পরে প্রায় দশ বৎসর কাল পোর্ট ব্লেয়ারে গবর্ণমেণ্ট হস্পিটালে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের

কর্ম্ম করেন। আন্দামান হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তিনি পুনরায় বিহারে কর্ম্ম লইয়া যান এবং কর্ম্মদক্ষতা গুনে সিভিল সার্জ্জনের পদে উন্নীত হইয়া প্রথমে পালামৌ ও পরে বঙ্গের নানাস্থানে কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাতুর' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। তিনি সুসাহিত্যিক এবং মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ-বধাদি কাব্যের টীকাগ্রন্থ, কুমার সম্ভব কাব্যের বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত বঙ্গানুবাদ, রস সাহিত্য রচনা ও স্বাস্থ্য-গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। পোর্ট ব্লেয়ার প্রবাসেও তিনি অবসরকাল সাহিত্য সেবায় অতিবাহিত করিতেন। বহুদিন হইতে নিকোবারীদিগের সহিত ব্রহ্মের, বঙ্গের ও দক্ষিণ ভারতের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, প্রাচীন ভ্রমণকারীদের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমে এখানে রাজদ্রোহীদের নির্ব্বাসিত করা হইত। পরে, সকল রকম অপরাধে নির্ব্বাসনদণ্ডপ্রাপ্তরা আসিতে থাকে। ১৯০১ অব্দের সেন্সসে জানা যায় আন্দামান ও নিকোবরে ১৪৪১ (১২৯৯+১৪২) বাঙ্গালীর বাস ছিল। ১৯১১ অব্দের লোক গণনার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে আন্দামানে ১৬৪৮ (১৫৩৪+১১৪) জন এবং নিকোবরে ১৬৪৭ (৪৫৩৩+১১৪) জন বঙ্গভাষাভাষীর বাস ছিল। বহুদিন হইতে তিনজন বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ বি, চক্রবর্ত্তী, ডাঃ কে জি, মুখার্জ্জী, ও ডাঃ বি, মণ্ডল এখানে চিকিৎসা বিভাগে নিযুক্ত আছেন। ১৯০৮ অব্দে কলিকাতা বোমার মামলায় আলীপুর আদালতের বিচারে রাজনৈতিক অপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়া শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রমুখ সাত জন বঙ্গীয় যুবক ১৯০৯ সালে আন্দামান বাস করিতে যান। তখনও এই বাঙ্গালী চিকিৎসকগণ তথায় ছিলেন এবং ইঁহারা কেহ কেহ রুগ্ন হইয়া পড়িলে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক দশ বৎসব দণ্ডভোগাবাসে কাটাইবার পর মুক্তির আদেশ পাইয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেহ কেহ দ্বীপ নিবাসেই দেহত্যাগ করেন।

এই দ্বীপনিবাসে ভারতের সকল জাতি ও সকল কথ্য ভাষার নমুনাই পাওয়া যায়। এখানে আন্তর্জাতিক কুমারী ও বিধবা বিবাহের ফলে জাতিগত পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। শিক্ষাও ইহাদের মধ্যে খুব বিস্তার লাভ করিতেছে।

পরিশিষ্ট

মুদ্রণ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর সংগৃহীত তথ্য সমূহ নিম্নলিখিত নির্দ্দেশক্রমে গ্রন্থের যথাস্থানে যুক্ত করিয়া পাঠ করিতে হইবে—

ওড়িষ্যা

পৃষ্ঠা ২০, পংক্তি ২৩, "অবস্থিতির।"র পর—

এখানকার আর একটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য প্রতিষ্ঠান "পুরী বিধবাশ্রম।" এই আশ্রম পঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পরলোকগত স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দুঃখের বিষয়, আশ্রমটি খুলিবার অল্প দিন পরেই (১৯৩০ সালের ১১ই জুন) এই মহীয়সী মহিলা ইহলোক হইতে মহাপ্রয়ান করিয়াছেন কিন্তু বিধবাদের অশ্রু মুছাইবার, তাহাদের হতাশ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার গভীর সমবেদনা ও প্রচেষ্টা প্রসূত এই পবিত্র অনুষ্ঠানটি তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে লেডী বসন্তকুমারী দেবী স্বীয় জীবনের দিনগুলি সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে ইহা অনুভব করিয়া আশ্রমের কার্য্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি ভার গ্রহণ করায় তিনি শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই বিধবাশ্রম ইতিমধ্যেই বিধবা মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং ইহা শুধুই তাহাদের আশ্রয় স্থল হয় নাই, ইহা তাহাদের শিক্ষালয় এবং শোক দুঃখময় জীবনে শান্তিরও আগার স্বরূপ হইয়াছে। কারণ ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া যে শিশু বিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রী—সরল প্রাণ বালক বালিকাদের পঠনার সহিত তাহাদের ক্রীড়া কৌতুক

ও আনন্দ কোলাহল আশ্রমবাসিনীদের নিরানন্দ জীবনে সজীবতা আনিয়াছে এবং অবসাদময় জীবনকে কর্ম্মচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। চারি জন শিক্ষয়িত্রী আশ্রমেই বাস করেন, তাঁহারাও বিধবা। আশ্রমের বিস্তারিত বিবরণ কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাগণ প্রবাসী ১৩৩৮, ভাদ্র সংখ্যায় দেখিতে পারেন।

পৃষ্ঠা ৭৩, পংক্তি ২১—"উল্লেখযোগ্য"র পর—

তাঁহারা ৫ পুরুষ বালেশ্বরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের আদিবাস মেদিনীপুর। এখান হইতেই বাবু রসিকলাল দের উর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষ বালেশ্বরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বালেশ্বরের স্থায়ী অধিবাসী। বর্দ্ধমান বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর রায় বাহাদুর রাধানাথ দাসের উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ আদিস্থান হুগলীর বাস উঠাইয়া কটকে আসিয়া বাস করেন। এখন তাঁহারা কটকের স্থায়ী অধিবাসী। কটকের উকীল সরকার রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের প্রপিতামহ কলিকাতা হইতে গিয়া কটকে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কটকের বংশীধর রায় মহাশয়ের উর্দ্ধতন ১১শ পুরুষ আদিস্থান বাঁকুড়া হইতে আসিয়া কটকবাসী হন। তাঁহার বংশধরগণ কটকের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরও পূর্ব্বে আদিস্থান বর্দ্ধমান হইতে বাবু স্বর্ণকুমার চক্রবর্ত্তীর উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ ওড়িষ্যায় আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ কটকের সবডিবিসন যাজপুরের স্থায়ী অধিবাসী।

পৃষ্ঠা ২১০, পংক্তি ২৮—"উকীল" শব্দের পাদটীকাস্বরূপ—

ইনিই ৺সিদ্ধমোহন মিত্র, কোননগর নিবাসী ৺জ্ঞানচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র। ইনি স্বনামধন্যা স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের খুল্লতাত, ইনি প্রখ্যাত সিবিলিয়ন বি, দে'র জ্ঞাতিভ্রাতা ও স্বনাম প্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের দৌহিত্র। ইঁহার সহোদর সিদ্ধচরণ মিত্র মহাশয় কর্ণেল ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ডের সহিত তিব্বত গমন করিয়াছিলেন।

পৃঃ ২১২, পংক্তি ১৪—"মহারাষ্ট্র" শব্দের পাদটীকাস্বরূপ—

আরব সমুদ্র কূলে ৩৩০ মাইল বিস্তৃত অসমবাহু ত্রিকোণাকার প্রদেশ। এই প্রদেশের আদিম অধিবাসীর নাম মহর বা মাহার। মহর বা মাহারদিগের

দেশ বা রাষ্ট্র হইতে মহারাষ্ট্র নামের উৎপত্তি যেমন গুজরদের দেশ বুঝাইতে গুজরাষ্ট্র, পরে গুজরাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

পৃঃ ৮৬, নূতন প্যারা—

ইং ১৮৭৯ অব্দে স্বনামখ্যাত বাগ্মী এবং অন্যতম জননায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কটক একাডেমীর হেডমাষ্টারের পদ গ্রহণ করিয়া ওড়িষ্যা প্রবাসী হন। তখন রেল ছিল না, তাঁহাকে কতক স্থলপথে হাঁটিয়া, কতক গোশকটে এবং কতক জলপথে কটকের পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। "কটক একাডেমী" এণ্ট্রেন্স স্কুল। তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন আচার্য্য। পাল মহাশয় তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "সেকালে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজেদের অর্থ বা সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া স্কুল স্থাপন করিয়া নিজেরাই সেই স্কুল চালাইতেন। প্যারীবাবু যে খুব ধনী ছিলেন এমন নহে। তবে মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। চাকুরী-বাকুরী না করিয়া ভদ্রলোকের মতন সংসার করিবার ব্যবস্থা তাঁর ছিল। বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া (বোধ হয় পাশ করেন নাই) কলেজ ছাড়িয়া তিনি এই স্কুল স্থাপন করিয়া প্রধান শিক্ষকরূপে এই কাজেই জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর পদের নাম ছিল Rector, হেডমাষ্টার নহে। আমি হেডমাষ্টার হইয়া গেলে তিনি নিজে পড়াইবার কাজ ছাড়িয়া দিলেও Rectorএর পদ ছাড়িলেন না। মাঝে মাঝে আসিয়া স্কুলে পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথমে এই স্কুলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, সেদিনকার কথা এখনও মনে আছে। স্কুলে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তাঁরা কেহ বা আমার সমবয়স্ক কেহ বা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আমার বয়স তখন উনিশ মাত্র। দেখিতেও আমি কখনই লম্বাচওড়া ছিলাম না। তখনও কতকটা বালকের মতনই আমাকে দেখাইত। এই অজাতশ্মশ্রু বালক এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতে পারিবে কি না, আমাকে দেখিয়া প্যারী বাবুর মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয় * * * এ বিষয়ে কুতুহল পরবশ হইয়া আমি যখন ক্লাসে যাইয়া বসিলাম, প্যারীবাবু তখন পাশের ঘরে যাইয়া বসিয়াছিলেন। * * * প্যারীবাবু পরে কহিয়াছিলেন যে আমার এই প্রথম দিনের

পড়ান শুনিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, আমার উপর যে-ভার দিয়াছিলেন, সে ভার আমি বহন করিতে পারিব।

আমি যখন প্রথম কটকে যাই, ওড়িষ্যা যে তখন কেবল বাংলার শাসনতন্ত্রভুক্ত ছিল, তাহা নহে, বাংলার প্রাদেশিক সাধনার সঙ্গেও অতি ঘনিষ্ট ভাবে সংযুক্ত ছিল। মহাপ্রভুর সময়ে অর্থাৎ পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, ওড়িষ্যা ও বাঙ্গলা অনেক বিষয়ে এক ছিল। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন পুরী আর নবদ্বীপ "এ-ঘর ও-ঘর" বলিয়া বিবেচিত হইত। সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিত। আর যেখানেই এক স্থানের বহু লোক সর্ব্বদা অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে থাকে, তখনই সেই দুই স্থানের যাত্রিগণের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ভাব বিনিময় চলিয়া থাকে। এইরূপে বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই বাংলার সঙ্গে ওড়িষ্যার এবং ওড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার একটা গভীর ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। * * * সে সময়ের ওড়িষ্যার চিন্তা-নায়কেরা সকলে না হউন, অন্ততঃ অনেকেই বাংলা ভাষার অনুশীলন করিতেন এবং উড়িষ্যার স্কুলে অধিকাংশ স্থলে বাংলা ভাষাই শেখান হইত। আমি কটকে যাইয়া দেখিলাম, সেখানকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, কটক প্রিন্টিং হল। এটা একটা দোতালা পাকা বাড়ী ছিল। কটক প্রিন্টিং সোসাইটি নামে একটা যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কোম্পানীর মূলধন দিয়াই এই বাড়ীটা তৈয়ার হইয়াছিল। নীচের তলায় ছাপাখানা ছিল,—উড়িয়া, বাংলা ও ইংরাজী ছাপাখানা। এখান হইতে উৎকল-দর্পণ নামে একখানা উড়িয়া সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইত। এই কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায়। * বোধ হয় ইনি কায়স্থ ছিলেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাংলা হইতে যাইয়া উড়িষ্যায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ বহু বাঙ্গালী উড়িষ্যায় যাইয়া বসতি করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার লোকেরা ইহাদিগকে 'কেরা বাঙ্গালী' বলিত। যাঁহারা আধুনিক উড়িয়া সাহিত্য ও সাধনাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। গৌরীশঙ্কর ইহাদের মধ্যে একজন অন্যতম প্রধান ছিলেন। তাঁহারাই প্রিন্টিং আপিসের হলে তখনকার কটকের সর্ব্বপ্রকারের জনহিতকর অনুষ্ঠান হইত। এই হলেই সহরের সাধারণ সভা ও

* পৃষ্ঠা ৭০ দ্রষ্টব্য।

বক্তৃতাদি হইত। এইখানেই আমারও বাগ্মীতার মক্স আরম্ভ হয়। আমি কটকে যাইয়া আর একজন উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলাম। তিনি রাধানাথ রায়। * রাধানাথ বাবু সে-সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন; ক্রমে তিনি এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টরের এবং বোধ হয় শেষে ইন্‌স্‌পেক্টরের পদও লাভ করিয়াছিলেন। রাধানাথ বাবু কবি ছিলেন, এবং আমার যতদূর মনে পড়ে তাঁহার কবি-প্রতিভা প্রথমে বাঙ্গলা ভাষাকেই বাহন করিয়া আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করে। ক্রমে তিনি উড়িয়া ভাষাতেও কবিতা লিখিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। * * * * আমি যখন কটক একাডেমীর হেডমাষ্টার ছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় রেভেন্‌স কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া যান। আর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই কলেজের গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এঁরা দু'জনে অল্পদিন পরেই সরকারী বৃত্তি লইয়া কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য বিলাত গমন করেন। * * * "চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃষিবিদ্যার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন এবং কলিকাতার হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। গিরিশ বাবু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিন পরেই বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবন উৎসর্গ করেন।" বিপিনবাবু কটক একাডেমীতে প্রায় এক বৎসর কাজ করিয়া ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কটক ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। বিপিনবাবুর বাল্যজীবন শ্রীহট্টেই কাটিয়াছিল। ঐ অংশ পরিশিষ্ট ভাগে আসাম অংশে দ্রষ্টব্য।

বোম্বাই প্রদেশ ও গোয়া

পৃষ্ঠা ২২০, পংক্তি ৬—"হন"এর পর—

শ্রীযুক্ত প্রভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রুড়কী কলেজ হইতে ফিরিয়া স্যর চিনুভাই মিল্‌স্ এর ম্যানেজার হন। অহমদাবাদে লাল দরওয়াজা নামক

* পৃষ্ঠা ৭০ দ্রষ্টব্য।

পল্লীতে একজন বাঙ্গালী কয়লা ব্যবসায়ী (Coal Merchant) বাস করেন। তাঁহার নাম বাবু প্রভাতচন্দ্র মুখার্জ্জী, তিনি এলাহাবাদ নিবাসী প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র। গত বৎসর য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত বয়ন ও রঞ্জন শিল্পে বিশেষজ্ঞ ও ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অব টেকনোলজীর বি এস্ সি (টেক্‌নো) উপাধি প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইএর দিনশ পেটিট মিল্‌স্ ও আমেদাবাদ অশোক মিলস্‌-এ বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য কিছুকাল এ প্রদেশ প্রবাসী হইয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ২২০, পংক্তি ৭—"আমেদনগর"এর পাদটীকাস্বরূপ—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ মহাশয় আমেদনগর জেলার সব জজ হইয়া আসিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ২২৬, পংক্তি ১৯—"করিতেছিলেন,"এর পর—

১৩৩৮, আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সম্পাদক মহাশয় বোম্বাই চৌপাটী রোড হইতে সদ্য প্রকাশিত একখানি বাঙ্গালা ত্রৈমাসিক পত্রের সংবাদ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন বোম্বাইয়ে একটি বাঙালী যুবক 'নিবেদিতা' নামক প্রবাসী বাঙালীদের একটি ত্রৈমাসিক কাগজ আমাদের হাতে দেন। এটি ইহার প্রথম সংখ্যা। * * এই কাগজে দেখিলাম, বোম্বাইয়ে তিন হাজারের উপর বাঙ্গালী আছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা সকলে সপরিবারে থাকেন না। সুতরাং উপার্জ্জক বাঙ্গালী হাজার খানেক নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ে আছেন।"

পৃষ্ঠা ২৮৮, পংক্তি ১৬,—নূতন প্যারা—

স্বনাম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নগেন্দ্রবাবু দশ বৎসরাধিক হইল বোম্বায়ের ব্যাণ্ডা নামক স্থানে বাস করিতেছেন। বার্দ্ধক্যেও তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী," ২য় খণ্ড সিন্ধু অংশে দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ২২৯, পংক্তি, ১৯—"আছেন" এর পর—

সম্প্রতি প্রবাসীতে (১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় সংবাদ

দিয়াছেন—শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস মহাশয় প্রায় ৪৫ বৎসর যাবৎ বোম্বাই সহরে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নিবাস হুগলী জেলায়। তিনি এখানকার একজন প্রসিদ্ধ স্বর্ণকার। সোনার গহনাতে মণি মুক্তা প্রভৃতি বসানোর কার্য্যে তিনি যথেষ্ট নাম করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় তিন শত বাঙ্গালী এখানে স্বর্ণকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হীরা বসানোর কার্য্যে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় বাঙ্গালী কলের কাপড় চোপড়, ঢাকাই কাপড় ও বোতাম যশোহরের চিরুণী ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিষের এজেন্সী লইয়া ছোট খাট ব্যবসায় করিয়াছেন।”

পৃঃ ২৩৩, পংক্তি ২৭,—“করেন”এর পর—

পঁচিশ বৎসর বয়সে, ১৮৬৫ অব্দে মজুমদার মহাশয় বোম্বাই প্রদেশ স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইলেও তিনি ক্রমে মাদ্রাজ, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

পৃঃ ২৪০, পংক্তি ৬—“বাস করেন” এর পর—

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বাগাটী নামক গ্রাম। তিনি বর্দ্ধমান ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ফটক বালচাঁদ এণ্ড কোম্পানী নামক একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর সামান্য চাকরি লইয়া বোম্বাই প্রবাসী হন। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের বলেই তিনি বর্ত্তমান পদবী লাভ করিয়াছেন। তিনি এঞ্জিনীয়ারিং এষ্টিমেট সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত। এই কোম্পানী কর্ত্তৃক সম্প্রতি বোম্বাই সহর হইতে পুনা পর্য্যন্ত পাহাড় কাটিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া জি, আই পি রেল লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এখানে জনপ্রিয়, পরোপকারী এবং স্থানীয় বাঙ্গালীদের সকল সদনুষ্ঠানে সংস্রষ্ট আছেন। বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী জন ডিকিন্‌সনের ফার্মের ম্যানেজার কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী বাবু কালী চরণ ঘোষের পুত্র স্বর্গীয় বাবু বরেন্দ্রনাথ ঘোষ বহুদিন বোম্বাই বাস করিয়াছিলেন। নৈহাটী নিবাসী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের পুত্র রায়

বাহাপুর পি, এল, বসু, এম-এ এখানে পোষ্টমাষ্টার জেনরেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ পদে তিনি বাঙ্গালা প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব এবং আসামেও বাস করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ডি, ডি ব্যানার্জ্জী, এম-এ এম-আই-ই-ই ও পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। নাগপুরে স্বনাম ধন্য স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পুত্র ললিত মোহন বসু মহাশয় বোম্বায়ে ইঞ্জিনীয়র হইয়া আসেন। এখানে পূর্ত্ত বিভাগের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু শ্রীযুক্ত অম্বর নাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ত্রয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রথম দুইজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র পদে অভিষিক্ত। ঘোষ মহাশয় "হিটলী এণ্ড গ্রেশাম কোম্পানীর বৈদ্যুতিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি লণ্ডনের ফ্যারাডে হাউসে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তথাকার ডি-এফ্-এম্ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুস্পুত্রী-পুত্র।

শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী, এম-এ, বি-এল মহাশয় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী ফাইনানশ্যাল এডভাইসর হইয়া সম্প্রতি বোম্বাই প্রবাসী হইয়াছেন। তিনি ১৯১৫ অব্দে রাজস্ব বিভাগের নিখিল ভারত প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন। ডাক্তার সুবোধ মুখার্জ্জী, ডি-লিট (প্যারিস) এই বিভাগে কর্ম্ম লইয়া বোম্বাই প্রবাসে আছেন। সাহিত্য জগতে তিনি সুপরিচিত।

ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, পি-আর এস্, পি-এচ-ডি মহাশয় কোলাবা মান মন্দিরের ডিরেক্টর। ইনিই নাগপুর প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, বিএ, আই, সি, এস মহাশয় প্রায় ১৫ বৎসর বোম্বাই বাস করিতেছেন। তাঁহার আদি বাস খুলনা জেলার কালিয়া গ্রাম। সাহিত্যজগতে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

দি স্পোর্টস্ম্যান নামক ইংরেজী পাক্ষিক সম্পাদক, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের একমাত্র ভারতীয় সভ্য, শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মৈত্র মহাশয় বীমার দালালী কার্য্যে প্রায় বিশ বৎসর বোম্বাই

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, এম এ আই-সি-এস। পৃঃ ৪৫৮

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-ডি। পৃঃ ৪৫৯

প্রবাসে আছেন। চন্দ্রনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্-সি, বি-ই মহাশয় ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স্ বিভাগের বোম্বাই শাখার কণ্ট্রোলার অব ষ্টোর্স এর কর্ম্ম লইয়া অল্পদিন হইল বোম্বাই প্রবাসী হইয়াছেন।

স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লীগ অব নেসনস্ এর ভারতীয় প্রচার বিভাগে কার্য্য লইয়া সম্প্রতি জেনিভা গমনের পূর্ব্বে বহুদিন এসোসিয়েটেড প্রেসের বোম্বাই বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষা বিভাগেও কর্ম্মসূত্রে কয়েকজন বাঙ্গালী বোম্বাই বাসী হইয়াছেন। বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত রেণুপদ কর, এম-এ, আই-ই-এস্ মহাশয় বর্ত্তমান সেকেণ্ডারী ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ। স্বনাম ধন্য স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডি-এস্-সি মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় বিএ স্থানীয় নিউ হাইস্কুল ফর গার্লস্ নামক বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারতীয় নারীদের সাহিত্য, সূক্ষ্মশিল্প ও নৃত্যগীতাদি বিষয়ে অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার [illegible] হইতেছে। তিনি মাদ্রাজের "শ্যামা" পত্রিকার সম্পাদিকা।

শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ শীল এম-এ (ক্যাণ্ট্যাব), আই-ই-এস্ এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজের দর্শনাধ্যাপক। তিনি স্বনামখ্যাত আচার্য্য স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের পুত্র। কটন রিসার্চ্চ ইন্‌স্টিটিউটের সুযোগ্য রাসায়ণিক, ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের এম, এস সি উপাধি প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র সেন মহাশয় দশ বৎসর কাল বোম্বাই প্রবাসে আছেন। ফেলোশিপ স্কুলের আর্ট শিক্ষক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় বোম্বাই প্রবাসে থাকিয়া পশ্চিম ভারতে ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এখানে "রসমণ্ডল" নামে একটি শিল্পীসঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন।

ফরিদপুর, মাদারীপুর নিবাসী ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস এম-ডি মহাশয় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রায় ৮ বৎসর বোম্বাই প্রবাসী হইয়াছেন। গুজরাটী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে ডাঃ সত্যেন্দ্র প্রসাদ নিয়োগী, এম-এস্-সি, এম বি মহাশয় "গোবর্দ্ধনদাস-সুন্দরদাস কলেজের ফিজিওলজির" অধ্যাপকতা করিতেছেন।

১৯২২ অব্দে জি-আই পি, রেলওয়ে লেবরেটরীর কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সেন, বি-এস-সি প্রমুখ কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় বোম্বায়ের পারেল নামক স্থানে "বেঙ্গল ক্লব" নামে বাঙ্গালীদের একটি মিলন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্লবে একটি লাইব্রেরী আছে এবং সম্প্রতি ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীদের অনেকেই এই ক্লবে যোগ দিয়া থাকেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ বীমা কোম্পানীর বোম্বাই বিভাগের ম্যানেজার বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ মহাশয় ইহার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দেব মহাশয় ইহার একজন উৎসাহী এবং হিতৈষী কর্ম্মী। বোম্বাই মিণ্টের ডেপুটি এসে মাষ্টার ঢাকা মহেশ্বর-দি নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈড়েশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এস্-সি মহাশয়। তিনি পূর্ব্বে রেঙ্গুন ক্লবের সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

জনহিতকর কার্য্যে নিরত রামকৃষ্ণমিশন এখানে বহুদিন হইতেই বিদ্যমান আছে। সম্প্রতি মিশনটি সহর হইতে প্রায় সাত মাইল উত্তরে খার নামক উপনগরে নবনির্ম্মিত নিজ গৃহে উঠিয়া আসিয়াছে। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ মহারাজ এই মিশন হইতে নানা হিতব্রত সাধন করিতেছেন। * (প্রবাসী, ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ)।

মৈসুর

পৃঃ ২৭০, পংক্তি ২১—নূতন প্যারা—

আচার্য্য শীল মহাশয় স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ১৮৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করিলে, তিনি মৈসুর রাজ্যের যে বহুতর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া রাজকীয় ইস্তিহারে মৈসুর গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন—"মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার রাজতন্ত্রপ্রবীণ স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কে-টি, এম-এ, পি এইচ ডি, ডি-এস-সি, মহাশয়কে ২৩শে তারিখ হইতে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অনুমতি দিবার প্রাক্কালে মহারাজা বাহাদুর তাঁহার বহুবিধ সেবাকার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ

শীলকে তাঁহার অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি এবং শিক্ষাবিদরূপে তাঁহার বহুবিধ অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষভাবে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদের জন্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। তিনি ৯ বৎসরকাল কাজ করিয়াছেন—ইহার মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী অতি প্রকৃষ্ট এবং উন্নতিমূলক পথে পরিচালিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি সময় সময় কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা পরামর্শ দাতা এবং শিক্ষা বোর্ড ও অন্যান্য কমিটির সভাপতি রূপেও রাজ্যের নানা সেবা করিয়াছেন। তিনি আগাগোড়াই অদম্য উৎসাহ এবং অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সহকাবে কাজ করিয়াছেন। শুধু মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নহে, রাজ্যের সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষার উন্নতি-সাধনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ৬ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজার ইচ্ছানুসারে মহীশূর রাজ্যের শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে তাহার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।

তিনি রাজ্যের যে প্রভূত সেবা করিয়াছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ মহারাজা তাঁহাকে "রাজতন্ত্রপ্রবীণ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া তাঁহাদের গুণগ্রাহিতাব পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজা প্রার্থনা করেন, স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অবসব গ্রহণ করাব পর শান্তিতে কালযাপন করিবেন।—বঙ্গবাণী,—২৬-২-১৯৩০।

মাদ্রাজ প্রদেশ

পৃঃ ২৯৬, পংক্তি ২৬—"আছেন"এব পর—

মাদ্রাজ মেডিক্যাল সার্ভিস বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ কর্ম্মচারী ছিলেন, স্বনামধন্য স্বর্গীয় মাননীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতা লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এম, এন চৌধুরী। তিনি প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের সার্জ্জন জেনারেলের পদে উন্নীত হন।

পৃঃ ৩০৭, পংক্তি ১৯—"করেন।" এর পর—

স্বনাম প্রসিদ্ধ প্রবীণ সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ ও মাঘ সংখ্যা "সাহিত্য" পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে মাতৃভাষা শিখাইবার জন্য বরোদায় যাই। তিনি আবাল্য ইংলণ্ড-প্রবাসী, মাতৃভাষা শিক্ষার বড় সুযোগ পান নাই। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগবশতঃ তাঁহার বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। অরবিন্দের মাতুল স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুরোধে আমি দেওঘরে অরবিন্দের মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভবনে গমন করি। অরবিন্দ তখন ছুটি লইয়া অবসর যাপন করিবার জন্য মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন।......তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইলাম। পায়ে শুঁড়-ওয়ালা নাগরা জুতা, পরিধানে আমেদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়-ওয়ালা ধুতি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা বাবরিকাটা চুল, মুখে বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতা পূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, ক্ষীণদেহধারী, এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, গ্রীকে ফোয়ারা অরবিন্দ ঘোষ! রাজমহলের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত 'ঐ হিমালয়' তাহা হইলে এত দূর বিস্মিত হইতাম না! দুই এক দিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মত সরল ও সুকোমল। মানবের দুঃখে আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে অন্য উচ্চাভিলাষের বা স্বার্থপরতার লেশ মাত্র নাই। অরবিন্দ তখনও বাঙ্গালা কথা কহিতে পারিতেন না, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতাই দেখিয়াছিলাম!"

"অরবিন্দ প্রতি রাত্রিজাগরণ করিয়া ইউরোপের নানাভাষায় কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা নাই। অরবিন্দের পাঠাগারে ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি নানা ভাষার নানা প্রকারের গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। হোমারের ইলিয়ড্, দান্তের মহাকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী, সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। তিনি কোনও সপ্তাহে দুই এক দিন বাঙ্গালা পড়িতেন, আবার দশ পনের দিন বাঙ্গালা পুস্তক খুলিতেন

না।……বাঙ্গালা একটু ভাল রকম শিখিয়া, অরবিন্দ তারকনাথের "স্বর্ণলতা," ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" এবং দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" প্রভৃতি নাটক পাঠে মনঃসংযোগ করেন। কথোপকথনের বাঙ্গালা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া, অনেক স্থলে আমাকে ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইত। যেখানে আমার বিদ্যায় কুলাইত না, সেখানে ভাবভঙ্গীর দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। দীনবন্ধুর "লীলাবতী" পড়াইবার সময় একটা ছড়ার ব্যাখ্যা করিতে আমাকে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল।

পৃঃ ২৯৮, পংক্তি ২৫—"মুসলমান।"এর পর—

বাবা প্রেমানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ" মান্দ্রাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহা মাউণ্ট রোড কোমলশ্বরণ পেট মহল্লায় অবস্থিত। এই সমাজে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অর্চ্চনা ও হরিসভা হইয়া থাকে। উৎসব দিবসে সংকীর্ত্তন, অন্ন-বিতরণ, বৈষ্ণব ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা, হরি-কথা ও ভগবদ্গীতাদি পাঠ হয়। সমাজের সভাপতি অমৃতেশ্বরানন্দজী এবং সম্পাদকদ্বয় টি, এস্, কুমারস্বামী মুদলিয়র ও কে, আর, সুব্রহ্মণ্যম্ পিল্লে। ভারতী মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার বিস্তারিত জীবনকথা আমেরিকা অংশে দ্রষ্টব্য।

সিংহলদ্বীপ বা লঙ্কা

পৃঃ ৩৪৩, পংক্তি ২২—"করিতেছেন।"এর পর—

"ভূদেব চরিত", ৩য় খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সিংহল গমন প্রসঙ্গে লিখিত আছে "বরদাবাবু (বি, ব্যানার্জ্জী কোং)র ভাগিনেয় শশিপদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া আমাদের সহরে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। বরদা বাবুর প্রকাণ্ড চাউলের গুদামে গেলাম। তিনি মেকিনন মেকেঞ্জির আফিসে কার্য্য করার উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়া কারবারটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * * * ভারতবর্ষ হইতে

অনেক চাউল লইয়া গিয়া সিংহলের অভাব পূরণ করিতে হয়। "বর্ত্তমান সিংহলীরা দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালীর মত।"

পৃঃ ৩৪৭, পংক্তি ৭,—"এম, এ",র পর—

ইনিই শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বনামধন্যা স্বর্গীয়া ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত বিখ্যাতা কন্যা। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জননী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্রাজুএট এবং বিলাত ফেরত প্রথম লেডী ডাক্তার। "অবলা বান্ধবের" সম্পাদক পিতা যেমন স্ত্রীশিক্ষার অসাধারণ পক্ষপাতী ছিলেন, বিদুষী কন্যাও তদ্রূপ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বিশেষ অগ্রণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি বেথুন কলেজে কিছুদিন কাজ করিবার পর একমাত্র নারী শিক্ষয়িত্রী রূপে কটক র‍্যাভেনশ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহলের এই বৌদ্ধ বালিকা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৯২০ অব্দে তিনি জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিতে যান এবং দুই বৎসর পঞ্জাব প্রবাস করিবার পর কলিকাতা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর বাণীভবনের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদিকা ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী রূপে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ফ্রি প্রাইমারী স্কুল কমিটিতে একমাত্র মহিলা সভ্যরূপে প্রশংসনীয় কার্য্য করেন এবং অনাথ বালকবালিকাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, নারীশিক্ষা সমিতি, দীপালী সমিতি, ও নারী ব্যায়াম শাখায় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি বিক্রমপুর যুবক-সম্মিলনীর নেত্রীরূপে পল্লীগ্রামের নরনারীর মধ্যে নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়া এবং মাদ্রাজের দ্বিতীয় প্রাদেশিক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্মিলনের সভানেত্রী হইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালন দ্বারা নরনারী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজন-বরেণ্যা হইয়াছেন। ১৯২৯ সালে তিনি মাতালে বৌদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় সিংহল প্রবাসিনী হইয়াছেন। দেশ সেবায় এবং সমাজের কল্যাণ সাধন ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কলম্বোতে থাকিতে প্রাধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় দ্বাদশ বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকবালিকার শ্রমিকের কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ হয়। কলম্বো প্রবাসেই তিনি

বৃহত্তর ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার 'মিলন পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহারই আহ্বানে বৃহত্তর ভারত পরিষদের কর্ম্মসচিব ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট্ মহাশয় সিংহলে আসেন এবং উভয়ে সমবেত চেষ্টায় কলম্বোতে ভারতীয় কলা ও সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন।

১৯২২ অব্দে ডাঃ নাগ সিংহল প্রবাসী হইয়া গল্ মাহিন্দ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তিনি এখানে ভারতীয় বহু বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা দান করিয়া এবং সিংহলে জাতীয়তার উদ্বোধনে সাহায্য করিয়া যশোলাভ করেন।

প্রবাসী ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যায় "সিংহল প্রবাসী বাঙালী" শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধে কলম্বো য়ুনিভার্সিটি কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানাধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ডি-এস্ সি (এডিনবরা) মহাশয় সিংহলের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের পূর্ব্ব সংগ্রহের মধ্যে যাঁহাদের উল্লেখ ছিল না তাঁহাদেব কথা সঙ্কলিত হইল। খাস্তগীর মহাশয় ১৯২৮ সালে সিংহলে আগমন করেন। ঐ বৎসর 'সিংহল স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী'তে বয়ন শিক্ষাদাতা বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কয়েক বৎসর সিংহল বাস করিয়া ইন্দোরে চলিয়া যান। তাহার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৭ অব্দে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু, বি, এস্ সি (এডিনবরা) মহাশয় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়র হইয়া সিংহল প্রবাসী হন। তিনি সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ও গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক প্রাপ্ত হন এবং যশোলাভ করেন। তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্র অনুরুদ্ধপুর। ঐ বৎসর ঐ কলেজে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্র বিলাত ফেরত শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দে, এম-এ ইতিহাসের অধ্যাপক, এবং বিলাত ফেরত ডাঃ শ্রীযুক্ত ভানুভূষণ দাস গুপ্ত, পি-এচ্-ডি, বি-এস্সি অর্থনীতির অধ্যাপক হইয়া আসেন। তাঁহাদের আগমনের চার বৎসর পুর্ব্বে কলম্বো গবর্ণমেণ্ট টেক্নিক্যাল কলেজে বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপক হইয়া আসেন। খাস্তগীর মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে প্রায় দশ বার জন চট্টগ্রামী বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু সিংহলের বিভিন্ন বিহারে স্থায়িভাবে

বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে বহুদিন হইতেই বহু বাঙ্গালী ছাত্র সিংহলে আসিতেন, এক্ষণে এখান হইতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার সুযোগে অনেকেই সিংহল প্রবাসী হন এবং ছাত্র ব্যতীত ব্যবসায় সূত্রেও দুই চারিজন বাঙ্গালী প্রতি বৎসরই সিংহলে আগমন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী সংস্রবের ফলে প্রতীচ্য সভ্যতানুকরণকারী সিংহলে নবজাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কয়েক বার সিংহল আগমনের ফলে বাঙ্গালীদের সহিত শিক্ষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে আদান প্রদানেরও সূত্রপাত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল ১৮ জন বৌদ্ধ যুবক পাঁচ বৎসরের জন্য বোলপুর শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নার্থ সিংহলের বৌদ্ধ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিদুষী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ডাক্তার কালিদাস নাগ এবং বর্ত্তমান সিংহল প্রবাসী কৃতী বঙ্গসন্তানদের প্রচেষ্টা ও প্রভাবে পাশ্চাত্য কৃষ্টির ভক্ত সিংহলী সমাজে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে, শিক্ষিত সিংহলীদের মধ্যে দেশীয় সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্প কলার প্রতি অনুরাগ দেখা দিয়াছে।

আসাম প্রদেশ

পৃঃ ৩৬৮, পংক্তি ৫—"শঙ্করদেব" এই শব্দের পাদটীকাস্বরূপ—

আসামের ইতিহাসে আছে সেনবংশীয় রাজা নীলধ্বজ প্রাগজ্যোতিষপুর হইতে রাজধানী উঠাইয়া স্বীয় রাজ্যের পশ্চিমাংশ কমতাপুরে স্থাপন করেন। কমতেশ্বর দুর্ল্লভনারায়ণ গৌড়রাজ্য হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়াছিলেন। কায়স্থ চণ্ডীবর তাঁহাদের অন্যতম। তিনি প্রথমে লেঙামাগুরী ও পরে বরদোয়ায় বাস স্থাপন করেন। কমতেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'শিরোমণি ভূঞা' পদ প্রদানে সম্মানিত করেন। শঙ্করদেব এই চণ্ডীবরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। বৈষ্ণব গোস্বামিগণ আসামের হিন্দু সমাজের পরিচালক। কিন্তু শঙ্করদেবই এই বৈষ্ণব প্রভাবের স্রষ্টা। তিনিই আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রোত বহাইয়াছিলেন। তাঁহারই পবিত্র লেখনী দ্বারা অসমীয়া সাহিত্য পুষ্ট ও গৌরবান্বিত। তিনি আজ আসামের সর্ব্বত্রই ভগবদবতাররূপে পূজ্য।

তিনি আসামের শিরোমণি ভূঞা কুলপাবন হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালী ছিলেন।

পৃঃ ৩৭২, পংক্তি ৮—"করেন।" এর পর—

"৺ রামকৃষ্ণ বাচস্পতি শ্রীহট্টের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে টোল খুলিলে বয়োবৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় নিজের টোল উঠাইয়া দিলেন এবং ছাত্রদিগকে বলিলেন "তোমরা অন্য গুরু খুঁজিয়া লও। আমি নিজের গুরুর সন্ধান পাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি নবদ্বীপে ছাত্রের ন্যায় পড়িতে গেলেন (সদালাপ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ, ৩৭)।

পৃঃ ৩৭৪, পংক্তি ১২—নূতন প্যারা—

ইন্দোর মেডিক্যাল হল স্কুলের শারীর বিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার রুদ্রেন্দুকুমার পাল, ডি-এস্ সি মহাশয়ের জন্ম শ্রীহট্টে। তিনি শ্রীহট্টের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন পাল, বি-এল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার সম্বন্ধে মধ্যভারতের ইন্দোর অংশ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৭৪,—নূতন প্যারা—

স্বনামখ্যাত বাগ্মী এবং অন্যতম জননায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাল্যজীবন শ্রীহট্টেই কাটিয়াছিল। ১৭৭৯ শকাব্দের ১২ কার্ত্তিকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পৈল গ্রামে তাঁহাদের পৈতৃক বসত বাটীতে বিপিন বাবুর জন্ম। তাঁহার পিতা ৺রামচন্দ্র পাল মহাশয় পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে তাঁহাদের বংশ ২৫ পুরুষ বাস করিয়াছেন। ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে "সত্তর বৎসর (১৮৫৭-১৯২৭)" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যে আত্মজীবনী ও সমসাময়িক শ্রীহট্টবাসীদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় তাঁহার পিতা ১৮৬৬ অব্দে যখন ঢাকা হইতে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ফেঁচুগঞ্জ মহকুমার মুন্সেফ হইয়া যান এবং অল্পদিন পরেই হাকিমী ছাড়িয়া সদর আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন সেই সময় হইতেই বিপিন বাবু শ্রীহট্টে তাঁহার বাল্যজীবন আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতার এক মাতুল রাজমোহন মুন্সী মহাশয় সে সময় শ্রীহট্টের জজ আদালতে ওকালতি করিতেন। শ্রীহট্টে আসিয়া বিপিন বাবুরা যে বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন সেই বাড়ীর অর্দ্ধেকে তদানীন্তন স্কুল ডেপুটী

ইন্‌স্‌পেক্টর ৺নবকিশোর সেন মহাশয় আসিয়া বাস করেন। তিনি সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন। কিছুদিন পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুলালচাঁদ দেব মহাশয় শ্রীহট্টে আসিয়া ওকালতী করিতে থাকেন। শ্রীহট্টে তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রথমাবস্থা, নবকিশোর বাবু তাঁহার বন্ধু দেব মহাশয়ের সহযোগে এদেশে তাহার প্রচারে যত্নবান্ হন। শিক্ষার ইতিহাসে কলিকাতার মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মত শ্রীহট্টে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন রেভারেণ্ড ডবল্যু প্রাইজ। তিনি ছিলেন তৎকালীন নব্য শিক্ষিতদের গুরু। তাঁহার বার্দ্ধক্যে তাঁহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বন্ধুদ্বয় স্থানীয় সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষানবীশ দিগের প্রথম পথপ্রদর্শক ও সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা হইয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, ইণ্ডিয়ান হেরল্ড পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ সোম মহাশয়ও শ্রীহট্টবাসী এবং উক্ত প্রাইজ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। তিনি পরে ডফ সাহেবের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই কন্যা কুমারী মায়ালতা সোম কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ট্রেনিং বিভাগের শিক্ষয়িত্রীর কাজ অতিশয় দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিতেছিলেন। এক্ষণে ডাঃ কুমারী মন্তেসরীর শিক্ষা প্রণালীব ডিপ্লোমা লইবার জন্য ইনিই প্রথম লণ্ডনে যাইতে-ছেন। সুতরাং এ বিভাগে কুমারী সোমই পথপ্রদর্শিকা হইলেন।

অধুনা শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস, বি-এল মহাশয়ের নামও তাঁহার বিদুষী কন্যা শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দত্তের কৃতিত্বের জন্য বিশেষিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এই সুকন্যা প্রাইভেট ছাত্রীরূপে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যা-লয়ের বিএ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম হইয়াছিলেন বলিয়াই নহে, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষা দিয়া প্রাইভেট ছাত্রী রূপেই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বিবাহের পরও অধ্যয়নে বিরত না হইয়া প্রাইভেট ছাত্রী রূপেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ভারতনারীর পথ প্রদর্শিকাদের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীহট্টে আসিয়া পাল মহাশয় যখন মিশনরীদের সেখঘাট স্কুলে ভর্ত্তি হন, প্রাইজ সাহেব তখন বার্দ্ধক্যবশতঃ শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়া ছিলেন এবং জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় একই বৎসরে বিএ ও এম-এ পাশ করিয়া ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পদিন পরেই

বি-এল পরীক্ষা দিবার জন্য শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বাস করিতে থাকেন এবং তাঁহার স্থলে ৺দুর্গাকুমার বসু মহাশয় নিযুক্ত হন। বিপিন বাবুর প্রাথমিক শিক্ষা এই স্কুলেই হয়। পরে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রবেশ করেন। তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে তিনি যাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কে তাঁহার মাতুল, শ্রীহট্টের মুন্সিফী আদালতের উকীল ৺রুক্মিণীমোহন কর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি ১৩৩৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে লিখিয়াছেন "এই অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীহট্টে আজিও * শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী মাড়োয়াড়ী, ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আছেন। প্রাচীন অর্থে ও প্রাচীন আদর্শে শ্রীহট্টে যদি এমন কোনও লোকনায়ক বা সমাজপতি থাকেন যাঁহার সে দিকে কোনও লোভের লেশ মাত্র নাই বলিয়া, সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে রুক্মিনী বাবুই সেই পদ ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন।"

শ্রীহট্টের জমীদার দিগের মধ্যে তখন দুই জন বড় জমীদার ছিলেন দুর্গাচরণ চৌধুরী ও ব্রজনাথ চৌধুরী। তাঁহারা দুইজনেই সদর আদালতের উকীল ছিলেন। সমস্ত শ্রীহট্টের মধ্যে দুইখানি মাত্র গাড়ী ছিল। এবং সেই গাড়ী দুখানি ঐ দুই উকীল জমীদারেরই ছিল। ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রায় সুখময় চৌধুরী বাহাদুর শ্রীহট্টের একজন বিশিষ্ট নাগরিক অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনর। ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের এক পৌত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী এক সময় আসাম ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের নেতা ছিলেন। সে সময় শ্রীহট্টের বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মজুমদার বংশই অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও অগ্রণী ছিলেন। সৈয়দবখৎ মজুমদার মহাশয় ছিলেন সেই পরিবারের কর্ত্তা। সহরের মধ্যে তাঁহাদেরই বাড়ী ছিল রাজপ্রাসাদ তুল্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিলাতীধরণে সুসজ্জিত। প্রাদেশিক লাটেরা সহরে বাহির হইয়া শ্রীহট্টে আসিলে মজুমদার গৃহে অভ্যর্থিত হইতেন। ১৮৭৩ অব্দে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক একবার শ্রীহট্টে আসিয়া ইঁহাদেরই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহাদের উপাধি ছিল দাস দস্তিদার। মুসলমান হইবার পর এই শাখা স্বতন্ত্র হইয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন।

* এই লেখার অল্পদিন পরেই কর মহাশয় পরলোক গমন করেন।

এই মুসলমান মজুমদাররা যে হিন্দু দস্তিদারদের জ্ঞাতি ছিলেন তাহা পরস্পর স্বীকার করিয়া থাকেন। দস্তিদার পরিবারের এক বংশধর আসামের বিচার বিভাগে কর্ম্ম করেন এবং অন্য একজন একবার নূতন আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বিপিন বাবুর পঠদ্দশায় ১৮৬৮-৯ অব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় কলিকাতার স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এবং শ্রীহট্টের অন্যতম জমীদার বংশীয় সন্তান শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী * তাঁহার সতীর্থ হন। সীতানাথ বাবুর উদ্যোগে এখানে একটি ছাত্রসমাজ গঠিত হয় এবং স্থানীয় বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের যে গৃহে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা হইত তথায় এই ছাত্র সমাজেরও সাপ্তাহিক অধিবেশন হইতে থাকে। পাল মহাশয় অনুমান করেন কুচবিহারের দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত মহাশয় প্রথম যৌবনে যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শ্রীহট্টে যান সেই সময় তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ছিলেন। ১৮৭১ অব্দের শেষ ভাগে স্বনামধন্য স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া আসিয়া শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তিন বৎসর পরে বিপিন বাবু এখান হইতে এণ্ট্রাস পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষার জন্য শ্রীহট্টের ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা যান, ত্বদীয় সহপাঠী তারাকিশোর বাবু তাঁহার কলিকাতার সঙ্গী হন। এক বৎসর পূর্ব্বেই সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় আসিয়া ১৮৭৫ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিপিন বাবুও ঐ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কলিকাতায় তখন নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব খুব প্রবল। বিপিন বাবু সে প্রভাব এড়াইতে না পারিয়া ১৮৭৭ অব্দে ছাত্রাবস্থাতেই স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রকাশ্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর হইতে তাঁহার পিতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং অসুস্থতা নিবন্ধন এফ এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার ব্যয় আর চালাইতে না পারিয়া তিনি উপার্জ্জনের দিকে মননিবেশ করেন। প্রথমে কিছুদিন ব্রাহ্ম

---

* ইনিই এক্ষণে বৃন্দাবনের স্বনামপ্রসিদ্ধ মোহন্ত ব্রজবিদেহী শান্তদাস বাবাজী।

৺শশিভূষণ নিয়োগী । পৃঃ ৪৭১

সমাজের কাজ করিয়া ১৮৭৯ অব্দের প্রারম্ভে বিপিন বাবু কটক একাডেমী নামক এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ পাইয়া ওড়িশ্যা প্রবাসী হন।*

বহির্ভারত

পৃঃ ৪২০, পংক্তি ১৩—"পেশা"র পর—

চট্টগ্রামের জামাল বাদার্স কাষ্ঠ ও ধান্য চাউলের বিস্তৃত ব্যবসায়ে কোটিপতি হইয়াছেন।

পৃঃ ৪৩০, পংক্তি ৬—"রক্ষিত," এর পাদটীকা স্বরূপ—

রক্ষিত মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ অঞ্চল নিবাসী। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের অব্যবহিত পরে উচ্চ ব্রহ্মে আসিয়া কণ্ট্রাক্টরীদ্বারা সামান্য অবস্থা হইতে তিনি প্রভূত ধনশালী হন। প্রবাসে অভাবগ্রস্ত স্বদেশীয়দের সাহায্য ও অন্যরূপে ধনের সদ্ব্যয়ের জন্য ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই তিনি সুপরিচিত। মান্দালায় তাঁহার নিজস্ব ভদ্রাসন আছে।

পৃঃ ৪২৮, পংক্তি ২০—নূতন প্যারা—

প্রবাসের স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসিদ্ধ বঙ্গ সন্তানদের মধ্যে রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের কৃতিত্বের কথা ১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রবাসী সম্পাদক মহোদয় সাধারণের গোচরে আনিয়াছিলেন। শশি-ভূষণ বাবু অল্প বয়সে রেঙ্গুনের একটি সওদাগরী আফিসে সামান্য চাকরীতে নিযুক্ত হন। তাহার পর তিনি নিজের একটি দোকান খুলেন। বুদ্ধিমত্তা, সততা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া চালের কল, তেলের কল, ময়দার কল, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও ব্রহ্মদেশে তাঁহার ময়দার কলই বৃহত্তম। তিনি নানা রকম লোকহিতকর কাজে বহু লক্ষ টাকা জীবিত কালেই দান করেন। কলিকাতায় তাঁহার বাসগৃহ তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত করিবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। রেঙ্গুনে বঙালী ছেলে মেয়েদের

* এই অংশ পরিশিষ্ট ভাগে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার জন্য দুই বিদ্যালয়ে অনেক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বালকদের নির্ম্মিত 'বেঙ্গল একাডেমী' বিদ্যালয়ের হলের নামকরণ তাঁহার নামে করা হইয়াছে। রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন, দুর্গাবাড়ী, হনুমান মন্দির, কোন কোন মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিল। তিনি সাদাসিধা মানুষ ছিলেন। সরকারী খেতাব বা জনতার বাহবার ভিখারী ছিলেন না। গরীবকে গরীব বলিয়াই তিনি দয়া করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এই কারণে যে ট্রাষ্টডীড দ্বারা তিনি দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, এটর্নীকৃত তাহার মুসাবিদায় হিন্দু বিধবা কথাদ্বয়ের হিন্দু শব্দটি তিনি কাটিয়া দিয়াছিলেন।

পৃঃ ৪২৯, পংক্তি ৯,—"ছিলেন" এর পর—

১৮৮৯ অব্দের প্রারম্ভে বঙ্গের একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিসের অডিটর হুগলী পাটুল গ্রাম নিবাসী কে, এল, দত্ত মহাশয় বর্ম্মার একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের দপ্তরে বদলি হইয়া রেঙ্গুন প্রবাসী হইয়াছিলেন। পরে এখানে তিনি বুক ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত হন এবং সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯৭ অব্দে বঙ্গে পূর্ব্ব কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসেন। ১৯০৫ অব্দ হইতে তিনি অফিসের চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। *

পৃঃ ৪৩০, পংক্তি ১৫,—"প্রতিষ্ঠান" এর পর—

প্রবাসী, ১৩৩৬, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ব্রহ্ম প্রবাসিনী শ্রীমৃণালবালা দেবী, "ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর একটি কীর্ত্তি" শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধে এবং শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে বেঙ্গল একাডেমীর যে গৌরবজনক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকটিত হইয়াছে। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"র পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য আমরা উক্ত প্রবন্ধদ্বয় হইতে জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ৫৫ বৎসর (১৮৭৬) পূর্ব্বে এলাহাবাদে যেমন পাঁচটি মাত্র বাঙ্গালী বালক লইয়া ৺শীতল প্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে এংগ্লো-বেঙ্গলী স্কুলের (অধুনা কলেজিএট স্কুল) সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্রূপ ২২ বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৯) ডাঃ প্রসন্নকুমার

---

* The cyclopædia of India, 1907.

মজুমদার ও শিক্ষানুরাগী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে, রেঙ্গুন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার (পরে বিচারপতি শ্রীযুক্ত যতীশরঞ্জন দাস * মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্যে, এবং রেঙ্গুন প্রবাসী হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোকগণের প্রচেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে আট দশ জন বাঙ্গালী বালক লইয়া ইষ্টার্ণ লাইফ ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটরী মিঃ জে, এন্, ঘোষাল মহাশয়ের গৃহে বেঙ্গল একাডেমী নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিক্ষকতায় তাহার কার্য্যের সূত্রপাত হয় এবং ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রথম বৎসর ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। পরে ব্যারিষ্টার দাস মহাশয় চার বৎসর এবং ব্যারিষ্টার মিঃ এস্, এন্, সেন আট বৎসর ইহার সম্পাদকতা করেন। তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ডাঃ পি, কে, দে মহাশয় ইহার সম্পাদক আছেন। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালীদের যে ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা তাহা নহে, কারণ বহু পূর্ব্বে চীফ কোর্টের প্রতিপত্তিশালী এডভোকেট স্বনামখ্যাত ও সর্ব্বজনপ্রিয় বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধুগণের সহযোগিতায় যেমন বালক দিগের শিক্ষার অভাব দূর করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বালকদিগের সহিত বালিকাদেরও একত্র শিক্ষা দিবার জন্য তদ্রূপ শ্রীযুক্ত হারাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে তাঁহার সহধর্ম্মিণী একটা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দিকে সরকারী বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী ছেলেদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় ও অন্য দিকে শিক্ষাদান এখানে বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া এবং অল্প বেতনভুক্ শিক্ষকের একান্ত অভাব হেতু ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানই অল্পদিন পরে উঠিয়া যায়। পরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারই ফলে একাডেমীর জন্ম হয় এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরের মধ্যে তিনবার বিদ্যালয়টিকে অপেক্ষাকৃত বড় বড় বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। ১৯১৩ অব্দে ইহা মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হইলে বাবু সুশীলকুমার গুপ্ত হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন ও দুই বৎসর সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া

---

* স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পুত্র ও স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় এস্, আর, দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর।

কর্ম্ম ত্যাগ করেন তৎপূর্ব্বে বাবু নিশিভূষণ মিত্র ও তাঁহার পর বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দশ বৎসর প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পর বৎসর বাঙ্গালী সাধারণের দান এগার হাজার অবাঙ্গালীদের দান এক হাজার এবং সরকারী সাহায্য বার হাজার এই চব্বিশ হাজার টাকায় বিদ্যালয়ের একটি বাড়ী খরিদ করা হয়। এই বাড়ীতে বার বৎসরাধিক কাল থাকিয়া বিদ্যালয় প্রভূত উন্নতি লাভ করে। তখন বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল না থাকায় বেঙ্গল একাডেমী খুলিবার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯১০ সালে ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয় একাডেমীর গৃহে একটি প্রাভাতিক বিদ্যালয় (morning school) খুলিয়া বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পদিন পরে ইহা উঠিয়া যাইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজেই ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য রামমোহন একাডেমী নাম দিয়া একটি পাঠশালা খোলেন। ইহাও কিছুদিন চলিবার পর উঠিয়া যায়। বেঙ্গল একাডেমীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তখন মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং রামমোহন একাডেমী বেঙ্গল একাডেমীর বালিকা বিভাগ রূপে গণ্য হয়। ১৯১৮ অব্দে একাডেমীর অন্যতম সভ্য ডাঃ মণিলাল কুণ্ডু প্রমুখ কয়েকজন বিদ্যানুরাগীর প্রচেষ্টায় একাডেমীর নূতন খরিদ করা বাড়ীতে একটি বালিকা শিক্ষাবিভাগ সংযুক্ত হয় এবং জ্যোতির্ম্ময়ী মুখার্জ্জী বি-এ, মহোদয়া প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে একাডেমী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত এবং ছাত্রসংখ্যা চারিশতাধিক হইলে প্রশস্ততর স্থানের প্রয়োজন হয় এবং তখন হইতে প্রয়োজন মত বৃহত্তর অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ হইতে থাকে। প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়া সুবৃহৎ স্কুলবাড়ী নির্ম্মিত হয়।* ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিষ্টার জে, আর, দাস ব্যারিষ্টার ইহার ভিত্তি নিহিত করেন এবং ১৯২৯ অব্দের মার্চ্চ মাসে ব্রহ্মদেশের গবর্ণর স্যর চার্লস্ ইনিস্ কর্ত্তৃক মহাসমারোহের সহিত নবনির্ম্মিত গৃহ উন্মুক্ত হয়। এই সুদৃশ্য

* এই টাকার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত এবং অপর অর্দ্ধেক জনসাধারণের দান। তন্মধ্যে এককালীন হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ দান করিয়াছেন ৺শশিভূষণ নিয়োগী (১৭০০০৲); মিঃ জষ্টিস্ যতীশরঞ্জন দাস (১৩৯০৭৲), মিঃ পি, সি, সেন, ব্যারিষ্টার (২০০০৲), শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসু, কণ্ট্রাক্টর (১২০০৲), মিঃ কে, বসু ব্যারিষ্টার (১০০০), মিঃ এস্, পি, দাস, কণ্ট্রাক্টর (১০০০), শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার, উকীল, পিন্‌মিনা (১০০০)।

সুবৃহৎ সৌধ নির্ম্মাণে ও অর্থ সংগ্রহে যাঁহারা প্রধান উদ্যোক্তা ও যত্নশীল ছিলেন; তন্মধ্যে ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার, সবইঞ্জিনীয়র ৺সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর, অধ্যাপক মৌলবী গোলাম অকবর, এম-এ, শ্রীযুক্ত শচীন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চৌধুরী, এম-এ, পি-আর-এস, শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, বি-এল মহাশয় দিগের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯১৭ সালে মধ্য ইংরেজী অবস্থায় একাডেমীর কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া উহা উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত হওয়াবধি হেড মাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শিক্ষকগণের কৃতিত্ব বলে একাডেমী এক্ষণে প্রতি বৎসর সরকারী চরম পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। মিঃ জষ্টিস্ জে, আর, দাস, এই অনুষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাবধি অদ্য পর্য্যন্ত সম্পাদক রূপে সভাপতি রূপে অর্থ সঙ্কটে এবং সকল প্রকার অবস্থায় স্বীয় অর্থ সময় শক্তি ও সুপরামর্শ দানে একাডেমীর জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। রেঙ্গুনের স্বনামখ্যাত দানবীর স্বর্গীয় শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয় দানের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ও এই অনুষ্ঠানটির অর্থ সঙ্কটকালে বহু অর্থ বিনাসুদে ধার দিয়া এবং যখনই বিদ্যালয়ের অর্থের অনটন হয় তখনি অর্থ সাহায্য করিয়া এই সর্ব্বজন হিতকর প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। রেঙ্গুনের অন্যতম কণ্ট্রাক্টর নূরবক্স সাহেব, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষাল, ডাঃ মণিলাল কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অদম্য উৎসাহ সহানুভূতি ও প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব্বোক্ত রূপে সংগৃহীত চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একাডেমীর প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত ত্রিতল অট্টালিকায় বালিকা বিদ্যালয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এক্ষণে শতাধিক বালিকাকে শিক্ষাদান করিতেছে।

স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের ক্ষুদ্র বৃহৎ কারবারের মধ্যে পুরাতন প্রবাসী ডাঃ বীরচাঁদ দে, এম বি মহাশয়ের বৃহৎ ডিস্পেন্সারী, দি ইন্টারন্যাসান্যাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এম্, কে, ঘোষ, এম-ডি মহাশয়ের "ফার্মেসী," কলিকাতার প্রসিদ্ধ নরসিংহ প্রসাদ দত্ত কোম্পানীর শাখা ঔষধালয়, বাবু গোপাল চন্দ্র দের "জেনারেল ফার্মেসী," এম্ সি, সরকার

কোম্পানীর ঔষধালয়, দত্ত কোম্পানীর বর্ম্মা মেডিক্যাল ষ্টোর্স, রেঙ্গুন মোগল ষ্ট্রীটস্থ মিঃ জে, এন, মুখার্জ্জীর "ইম্পীরিয়াল ফার্মেসী" নামক সুবৃহৎ ঔষধালয় এবং ডালহৌসী ষ্ট্রীটে ইহারই শাখা ঔষধালয়। (যাহার ম্যানেজার ও অন্যান্য সকল কর্ম্মচারী বাঙ্গালী), সরকার কোম্পানীর সৌখীন দ্রব্যাদির দোকান, জনতিকিনমন কোম্পানীর এজেন্ট বাবু অতুলকৃষ্ণ চৌধুরীর "ষ্টেশনারী মার্ট", চন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী কোম্পানীর ও বাবু শশিভূষণ নন্দীর চাউল ঘৃত ইত্যাদির আড়ত, বিশ্বাস কোম্পানীর পুস্তকের ও ষ্টেশনারী দোকান, চট্টগ্রামের সনাতন নিত্যানন্দ রায়ের তেজারতি বানিজ্যাদি ব্যাবসায়ের রেঙ্গুন শাখা, স্থানীয় হিন্দুস্থান কো। অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স্ কোম্পানীর চীফ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এস্ কে, বসু মহাশয়ের এজেন্সী, পেগু মৌলমীন, হেনজাদা, বাসীন, থাটোঁ, ট্যাভয় মান্দালে ও মেমিওতে স্থাপিত তাহার শাখা এজেন্সী, রেঙ্গুন ও ব্রহ্মের প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত চট্টগ্রামী অশিক্ষিত সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর দধি দুগ্ধাদির কারবার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদির দোকান, আব্দুল সোভান খাঁ সাহেবের জুবিলী ষ্টোর ও জুবিলী প্রেস, সেগুনকাঠ ব্যবসায়ী এবং মকসুদ সাহেবের বর্ম্মা স্বদেশী ষ্টোর্স লিমিটেড, এবং সেন কোম্পানীর মনিহারি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদির দোকান উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বাণিজ্যের দ্বারা ধনী হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই বড় বড় সেগুন কাঠের কারবার আছে। তাঁহারা বড় বড় গুঁড়ি চিরিয়া তক্তা করিবার জন্য এখানে বড় বড় করাত কল (Saw mill) বসাইয়াছেন।

পৃঃ ৪৪৪, পংক্তি ২১,—"হন" এর পর—

ত্রিপুরা জেলায় বিরামপুর গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার রায় সরোজিনী বর্দ্ধন বাহাদুর বহুদিন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা ব্যবসায়দ্বারা সুযশ ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে তাঁহার নিজস্ব ভদ্রাসন আছে এবং তথায় তাঁহার বংশধরগণ আজিও বাস করিতেছেন। *

পৃঃ ৪৪৪,—নূতন প্যারা স্বরূপ—

ম্যালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে এক কালে ভারতীয় উপনিবেশ,

* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩।

সভ্যতা ও কৃষ্টি বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধানে এবং বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার উদ্দেশ্যে বিশ্বকবি এবং তাঁহার সহিত বিশ্বভারতীর কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কর, উক্ত কলাভবনের শিক্ষক ও ত্রিপুরার রাজগোষ্ঠীর আত্মীয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্ম্মা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, ডি-লিট্ মহাশয় ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে যব, বলী সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ ভ্রমণে গমন করেন এবং যব দ্বীপের পথে প্রথমেই মালয় দেশের প্রধান প্রধান স্থান দেখিয়া যান। ২০ এ জুলাই তাঁহারা প্রথমে সিঙ্গাপুরে পৌছেন। মালয় দেশের লাটসাহেব Sir Hugh Clifford লাট বাড়ীর মোটর গাড়ী দিয়া কবিকে লাটপ্রাসাদে গিয়া উঠিতে এবং তিন দিবস তাঁহার অতিথি হইয়া থাকিয়া পরে অন্য স্থানে অতিথি হইবেন বলিয়া সাদরে আহ্বান করেন। সঙ্গী তিন জন সিঙ্গাপুরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযুক্ত মোহম্মদ আলী নামাজী মহাশয়ের অতিথি হন। তাঁহারা সিঙ্গাপুরের পূর্ব্বে ৮ মাইল দূরে সিগ্‌লাপ নামক এক প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনীয় অতি রমণীয় উদ্যান বাটীতে কবির সহিত বাস করেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে চীন যাত্রাকালে কবি রেঙ্গুন ও পিনাঙে নামেন, এবার যবদ্বীপ যাত্রাকালে মালাই দেশ হইয়া যান। * * * সিঙ্গাপুরে অতি অল্পই বাঙ্গালী হিন্দুর বাস, তাঁহারা এখানে ডাক্তারি, ওভারসিয়ারী ইত্যাদি কাজ করেন। বলা বাহুল্য এখানকার সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতীয় লোক উচ্ছ্বসিত ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত কবির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুরে সাত দিন অবস্থিতির পর এই বিশিষ্ট ভ্রমণকারীর দল মালাক্কা গমন করেন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার মালাই দেশ ভ্রমণ বিবরণে লিখিয়াছেন, ২৭ জুলাই বুধবার আমাদের জাহাজ সকল সাড়ে ছটা সাতটার মধ্যে মালাক্কা সহরের সামনে এসে দাঁড়াল * * * সরকারী লঞ্চ-এ ক'রে কবিকে স্বাগত ক'রতে একটু পরেই এলেন স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ডড্‌স (Dodds), আর মালাক্কার অধিবাসীদের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ, মালাক্কার ব্যারিষ্টার আর একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন অধিবাসী। শিষ্টাচারের পরে আমরা কবির অনুগমন ক'রে লঞ্চ-এ চড়লুম। মালাক্কা নদীর মোহনায় এই সহর, লঞ্চ এই নদীর মুখে ঢুকে শহরের একটী ঘাটে আমাদের হাজির করলে, সেখানে স্থানীয় গণ্যমান্য লোকেরা কবির অভ্যর্থনার জন্য

উপস্থিত ছিলেন, অন্য লোকেরও ভীড় খুব ছিল। অভিনন্দন পাঠ হ'ল, তারপর জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে মোটরে করে আমরা আমাদের বাসার দিকে রওনা হলুম। * * * মালাক্কার পশ্চিমে Tanjong kling তাঞ্জং-ক্লিং (কলিঙ্গ বাসীদের অন্তরীপ) নামে বেশ ঘন নারিকেল কুঞ্জের মাঝে অতি মনোরম একটি বাঙ্গলা বাড়ীতে এসে পৌঁছলুম। * * * মালাক্কা শহরের সঙ্গে সমস্ত স্থানে মালাই-দেশের ইতিহাস জড়িত র'য়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষের দিকে এই সহুরের বাড় বাড়ন্ত হয়—সিঙ্গাপুর শহর যবদ্বীপের লোকেরা মালাই-দের কাছ থেকে কেড়ে নেয় ১৩৭৭ সালে, তারপর থেকে মালাই জাতের একটা বড়ো কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায় এই শহর। সুমাত্রা দ্বীপ নিকটেই, আর দ্বীপময় ভারত, ইন্দোচীন, আর চীনদেশ এদিকে আর ওদিকে ভারতবর্ষ, আরব, আর পশ্চিমের জগৎ—এর মধ্যকার বাণিজ্যের গতিপথেই এই শহরের অবস্থান। * * * ১৫১১ সালে পর্ত্তুগীসেরা দ্বীপময় ভারতের পথস্বরূপ এই শহরটীকে করায়ত্ত করে ও মালাক্কার নামেই সারা দেশটীর নামকরণ হ'তে থাকে; এখনও ডচেরা Malaka ব'ললে সমগ্র Malaya Peninsula কেই বোঝে। পোর্ত্তুগীজদের কাছ থেকে ১৬৪১ সালে ডচেরা মালাক্কা কেড়ে নেয়। আর তার পরে শহরটী ১৭৯৫ সালে ইংরেজদের হাতে আসে। সেই থেকে মালাক্কা ইংরেজদের দখলে আছে। পেনাঙ, মালাক্কা, শিঙ্গাপুর বহুদিন ধরে ভারত থেকেই ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক শাসিত হ'ত; কলিকাতা থেকে লাটসাহেব এইসব দেশের চরম ব্যবস্থা ক'রতেন। * * * ক'লকাতার তখনকার যুগের (অর্থাৎ ১০০ বছর আগেকার) অনেক কায়দা-কারণ এখনও ও অঞ্চলের রাজশাসনের অঙ্গ হ'য়ে আছে। * * * মালাক্কায় এসে একটী জিনিস দেখে মনটা একটু বিশেষ খুশী হ'ল—এই জায়গাটীতে জনকতক বাঙালী একটু প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। এত বড়ো মালাই দেশটায় বাঙালীর সংখ্যা একে তো বড়ো কম, তারপর বড়ো কাজ করেন এ রকম লোকও কম—কেরাণীগিরি চাকরী নিয়ে জনকতক আছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ওভার্সিয়ার কিছু কিছু আছেন, ডাক্তারও বাঙালী কচিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙালী এখানে তেমন ভালো ক'রে জমিয়ে নিয়ে ব'সতে পারে নি। কিন্তু মালাক্কায় প্রথম দেখলুম, কতকগুলি বাঙালী ব্যারিষ্টার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চারিত্র্যে স্থানীয় তামিল-চীনা মালাই-ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশ

সম্মানজনক স্থান একটু ক'রে নিতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ কলিকাতার বিখ্যাত গুহ পরিবারের বংশধর; এঁরই এক ভ্রাতুষ্পুত্র হ'চ্ছেন স্বনাম-ধন্য বিখ্যাত বলী গোবর গুহ। এঁরা নিজ পদবী ইংরিজিতে Goho রূপে লেখেন। এখানে ইনি একটী এটর্নী আর ব্যারিষ্টারের আপিসের মালিক; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি এক চীনা ব্যবহারাজীবের কাজে অংশীদার হ'য়ে এদেশে আসেন। এখন তাঁর অংশীদারের অবর্ত্তমানে সমস্ত ব্যবসায় এঁর হাতে এসেছে। চীনা আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে এঁর কাজ চ'লছে, বেশ সদ্ভাবের সঙ্গেই মালাক্কার আশেপাশে আরও কতকগুলি ছোটোছোটো শহরে এঁর আফিস আছে, যখন জজেরা সহর থেকে সহরে ঘুরে ঘুরে বিচার ক'রে বেড়ান, তখন ৬০।৭০।১০০। ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত দিনে মোটরে ঘুরে ঘুরে এঁকেও কেস করে বেড়াতে হয়। শ্রীশবাবুর কাছে শুনলুম, খাটতে ডরায় না, একটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে এমন বাঙালী ব্যারিষ্টারের প্রতিষ্ঠা ক'রে নেবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ এখনও মালাই দেশে আছে; কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা হ'চ্ছে এই যে, সহজে দেশ ছেড়ে কেউ বাইরে আসতে চায় না। ইনি নিজে আরও কতকগুলি বাঙালী ব্যারিষ্টারকে দেশ থেকে আনিয়ে এই অঞ্চলে বসিয়েছেন—সুশিক্ষিত, সদালাপী, প্রিয়দর্শন এই স্বজাতীয় যুবক কয়টীকে এখানে দেখে মনটা বেশ পুলকিত হ'ল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত, আর শ্রীযুক্ত সুধীর দাস—এঁরা আমাদের মালাক্কায় অবস্থান কালে যে হৃদ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার জিনিস। শ্রীশবাবু আর শচীন বাবু মালাক্কাতে সপরিবারে অবস্থান করছেন, * * * তিন দিবস মালাক্কায় থাকিয়া ইহাঁরা কুআলালুমপুরে গমন করেন। মধ্য পথে তাম্পিন ষ্টেশনে জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কবি এই পথে গমন করিবেন শুনিয়া দেখা করিতে আসেন। তিনি এখানে একটী কাঠের কারবারে কেরাণীর কাজ করেন।

কুআলালুম্পুরে সহরের মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে কবির অভিনন্দন স্থানীয় টাউন হলে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা দেশের নানা জাতীয় লোকে এত অধিক সমাগম হইয়াছিল যে হলের মধ্যে অনেকেরই স্থান হয় নাই। সেলাঙের-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, লয়নী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা-সভানায়ক শ্রীযুক্ত লোক্-চাউ-থাই কবির

প্রশস্তি পাঠ করিলে কবিকে মাল্যদান ও একটী সুন্দর রৌপ্যাধারে অভিনন্দন-সূচক মানপত্র দান করা হয় * * *। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় বলেন "সভাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল। এর নাম স্বামী আত্মানন্দ। এঁর কাছে শুনলুম যে কুআলালুম্পুর সহরের বাইরে শহরতলীতে মিশনের একটি শাখা আছে। তার সংলগ্ন পাঠাগার আছে, স্থানীয় তামিল হিন্দু যুবকেরা সেখানে গিয়ে থাকে। বাইরে থেকে আগত হিন্দু জনসাধারণ এসে ২।৪ দিনের মতন সেখানে আশ্রয় পায়—কতকটা ধর্ম্মশালার ভাব। বৎসরে কতকগুলি উৎসব হয়। পরমহংস দেবের জন্ম দিনে প্রচুর আহার্য্য ভাত তরকারী বিতরণ হয়, তামিল কুলি আর অন্য গরীব লোক আর ভদ্র হিন্দুরাও এই মহোৎসবে যোগ দেন। চীনাদের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব আছে। এই জন্মোৎসবে তারা স্বেচ্ছায় টাকা দিয়ে সাহায্য করে, সৎকার্য্যে সরীক হয়, * * * রাত্রে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোজ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে কবির নিমন্ত্রণ ছিল, সঙ্গে আমরাও বাদ পড়ি নি। কবির কুআলালুম্পুরে আগমন উপলক্ষে মনোজ বাবুর বাড়ীতে যেন কুটুম্ব সমাগম হ'য়েছে, সেরেম্বানের শ্রীযুক্ত নন্দী, মালাক্কার গুহরা, আর অন্য বাঙ্গালী সপরিবারে এঁর অতিথি। বাঙ্গালী ছাড়া স্থানীয় ভারতীয় অন্য কতকগুলি ভদ্র সজ্জনও নিমন্ত্রিত হ'য়ে ছিলেন * * * একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করলুম। আর সে সম্বন্ধে কবিও আমাদের কাছে সাধুবাদ করেছিলেন, যে এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী অন্য ভারতীয়দের মধ্যে কেমন জমিয়ে নিয়ে বসেছেন—প্রাদেশিক অভিমান বর্জ্জিত হয়ে, অকৃত্রিম হৃদ্যতার সঙ্গে এঁরা যে মেলামেশা ক'রছেন—বাঙ্গালী, তামিল, তেলুগু, সিংহলী, পাঞ্জাবী—এটা দেখে খুবই আনন্দ হল। মল্লিক মহাশয় যে সকলেরই শ্রদ্ধা আর ভালবাসার পাত্র হ'য়ে এখানে আছেন, এঠা দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হলুম।

* * * *

কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এলেন। দূর দূর জায়গা থেকে এসেছেন, এঁদের কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেই উঠেছেন। এখানে ফেডারেটেড্ মালাই ষ্টেট্স্ এর সরকারে চাকুরী করেন, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। এদেশে কারু কারু অনেক বৎসরের

রেঙ্গুন "বেঙ্গল একাডেমী"র শিক্ষক ও ছাত্রগণ। পৃঃ ৪৭৪

বাস। এঁদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে প্রতিবেশী এক গুজরাটী ভদ্রলোকের স্ত্রীও এসেছেন। ছেলে-পুলে এখানেই বড় হয়েছে। দেশে যাওয়া কচিৎ ঘটে, এক বছর দু বছর অন্তর। ছোটো বড় ছেলে মেয়ে কতকগুলি দেখলুম। খোঁজ নিলুম এদের অনেকে ভাল করে বাঙলা ব'ল্‌তে পারে না। খেলুড়ীদের সঙ্গে মালাই বলে, অন্য লোকেদের সঙ্গে মালাই, এমন কি কখনো কখনো বাপ-মারও সঙ্গে ছেলেরা মালাই বলে। ইস্কুলে লেখে আর বলে খালি ইংরিজী। এক্ষেত্রে তারা যদি বাঙলা না লেখে, বা ভুলে যায়, তাদের দোষ কি? এঁদেরই একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ছেলেকে দেখলুম খাসা বুদ্ধি-শ্রীমণ্ডিত চেহারা, চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি, এই দেশেই বড়ো হ'য়েছে, এখানকার ইস্কুলে বরাবর প'ড়ে পাস ক'রে এখানেই একটি সরকারী ইস্কুলে মাষ্টারী করছে, এর ছাত্রেরা তামিল, চীনে, পাঞ্জাবী, মালাই; এ কিন্তু বাঙ্গলা কইতে পারে না। ছোকরা বাঙলায় আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে না ব'লে কি যে দুঃখিত আর লজ্জিত হ'ল, তবে প্রতিশ্রুতি দিলে যে মাতৃভাষার চর্চ্চা ক'রবে। এর দিন কয়েক পরে আবার যখন অন্যত্র তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন সে আমার সঙ্গে দু চারটে কথা বাঙলাতেই ক'য়ে ছিল।

কুআলালুম্পুরে একটি তামিলদের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ বিদ্যালয় আছে তাহার নাম "বিবেকানন্দ তামিল স্কুল"। এই স্কুল দেখিয়া কুআলালুম্পুরের এবং আসপাশে অল্পাধিক দূরে যে সকল প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান ছিল, ইপো (পেরা রাজ্যের বৃহত্তম সহর) সেরেম্বান, ক্লাঙ্, কাজাং, কুআলা-কাংসার, প্রভৃতি দর্শন করিয়া এই বিশিষ্ট ভ্রমণকারির দল পেনাং যাত্রা করেন। ইপোতে টাউনহলে নগরবাসীদের পক্ষ হইতে কবিকে অভ্যর্থনা করিবার কালে তথায় চার পাঁচ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে ইঁহাদের আলাপ হয়। তাঁহাদের এক জন ডাক্তার, এক জন স্থানিয় ব্যারিষ্টার এবং অবশিষ্ট সরকারী দপ্তরে কাজ করেন। এক দিন মালাই দেশের শিক্ষকেরা স্থানীয় একটি চীনা স্কুলের হাতায় কবি ও তাঁহার সঙ্গীত্রয়ের ছবি তুলেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন তামিল, চীনা, দুএকটি মালাই ও এক জন বাঙ্গালী। ইপো হইতে ইঁহারা তাইপিং যান। তথায় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া ও এক দিন স্থিতি করিয়া পর দিন অপরাহ্ণে (১৩ই অগষ্ট) পিনাঙ্ যাত্রা করেন। তাইপিংএ শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র দাস নামে

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত ইঁহাদের দেখা হয়। তিনি ইপোর ডাক বিভাগে কাজ করেন। পিনাঙের পথে ইঁহারা 'পারিত বন্তর' (Parit Buntar)-এ এ কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবারকে দেখিতে পান। ইঁহারা কুআলালুম্পুরে গিয়াছিলেন। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—পিনাঙ্ শহর একটি ছোট দ্বীপে * *। শহরের জেটিতে কবির অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হ'য়ে ছিলেন অনেকে। কবির পূর্ব্ব পরিচিত অনারেবল্ মিষ্টার পি, কে, নাম্বিয়ার এসেছিলেন। ইনি পিনাঙেব এক জন প্রধান ব্যক্তি। মলোয়ালীভাষী নায়র। এখানে ব্যারিষ্টারী করেন। ষ্টেটস্ সেটল্‌মেণ্টস্ কাউনসিলের মেম্বার। * * * * পেনাঙ শহরে আগে একবার আমি এসে ছিলুম, ১৯১২ সালে, পনেরো বৎসর আগেকার কথা। তখন এখানে দুদিন মাত্র ছিলুম। * * * পূর্ব্বপরিচিত বিষ্ণুমন্দিরে গেলুম—এই মন্দির অনেক দিনের—পিনাং যখন ভারতসরকারের অধিন ছিল। আর দ্বীপান্তরের আসামীদের যখন "পুলি পোলাও" অর্থাৎ "পুলো পিনাং" বা পিনাং দ্বীপে পাঠান হ'ত, আন্দামানে যখন পাঠানোর ব্যবস্থা হয়নি, তখন এখানকার কেরাণী আর পাহারাওয়ালারা মিলে এই মন্দিরটি করে। জমি তখন সস্তা ছিল; মন্দিরে কিছু ভূসম্পত্তি আছে। এখন সেই জমির উপসত্ব থেকে মন্দির চলে। মন্দিরের পুরোহিত চট্টগ্রাম থেকে আগত, এঁর নাম শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। পিনাংএর হিন্দুদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সম্মান আছে। মালয় দেশে শ্যাম দেশে যে সব ভোজপুরিয়া আর অন্য হিন্দু চাকরির জন্য যায়, তাঁরা পথে পিনাঙে এই মন্দিরেই আশ্রয় নিয়ে থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে মন্দিরে দেখা হ'ল না, পথেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। * * * পিনাঙে এক জন বাঙালী ডাক্তার আছেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার মিত্র।" * * * * * মঙ্গলবার ১৬ই আগষ্ট।— * * * আজ পিনাং থেকে সুমাত্রা যাত্রা ক'রবো।"

কুঞ্জিকা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় | পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় পৃষ্ঠা

নাম ও বিষয় — পৃষ্ঠা

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, প্রথম খণ্ড, উত্তর ভারত

সম্বন্ধে

সংবাদ ও সাময়িক পত্র এবং বিশিষ্ট সুধীবর্গের

অভিমত

["বাঙ্গালীর" স্বনামখ্যাত সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত]

'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।'

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গলা ক্ষুদ্র নহে। তাহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের লীলাভূমি—আমাদের জ্ঞান-ধর্ম্মের কর্ম্মভূমি,—আমাদের আচার, আদর্শ, অবদানের জন্মভূমি—সোনার বাঙ্গালাকে আমরা মা বলিয়া চিনিয়াছি। অনেক দিন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। এখন জাগিয়াছি।—মাকে আবার মা বলিয়া চিনিয়াছি; 'মা' বলিয়া ডাকিয়া মানব-জন্ম সফল করিতেছি। বাঙ্গালার কেন্দ্রে এখন আমরা আত্মশক্তি সঞ্চয় করিতেছি। বাঙ্গালার চতুঃসীমার মধ্যে আমাদের জাতীয়তার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের দেশভক্তির উচ্ছ্বাস সাগরোচ্ছ্বাসের মত সীমার বেলা অতিক্রম করিয়া হিমাচলের পদপ্রান্তে ও কন্যাকুমারীর অঞ্চলে লুণ্ঠিত হইতেছে। বাঙ্গালীর জাতীয়তা বাঙ্গালার চতুঃসীমার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মবিকাশ করিতেছে।

কিন্তু বাঙ্গালার চতুঃসীমার মধ্যেই বাঙ্গালীর প্রভাব, বাঙ্গালীর শক্তি, বাঙ্গালীর জীবন আবদ্ধ নহে। বঙ্গের বাহিরেও 'বৃহদ্বঙ্গে'র—'বৃহত্তর বঙ্গে'র অস্তিত্ব আছে। যে জাতির আদিপুরুষ সুদূর অতীতে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া কলিঙ্গের সাগরতীর্থ হইতে সমুদ্রবক্ষে তরী ভাসাইয়া সুদূর প্রাচীরাজ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন; যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে, সুমাত্রায়, শ্যামে, কাম্বোজে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গ-সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন, সে জাতির বংশধরেরা কূপমণ্ডুক নহে। স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এখনকার বাঙ্গালীও বিচ্ছিন্ন ভাবে বাঙ্গালার বাহিরে যাত্রা করিয়াছিলেন; ভারতের নানা প্রদেশে বাঙ্গালীর মনীষার, প্রতিভার, প্রভাবের

---

* বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। ৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—তিন টাকা।

শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন ; ভারতবাসীর জীবনে বাঙ্গালীর ভাব প্রতিফলিত করিয়াছিলেন ; বিভিন্ন ও বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে নানাবিষয়িণী প্রতিভার পরিচয় দিয়া সমাজ-সমবায়ে বাঙ্গালী কর্ম্মশক্তি অনুস্যূত করিয়া, ভারতের বাহিরে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর অগ্রগতি বিবিধ অবসাদেও রুদ্ধ হয় নাই। সংঘবদ্ধ না হইয়াও বাঙ্গালী একাকী ভারতের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন। একজন কর্ম্মী দশ জনকে পথ দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালী যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই সাফল্যে ধন্য হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী স্বদেশবাসীকে পথ দেখাইয়াছেন ; যে দেশে গিয়াছেন, সে দেশের অধিবাসীদিগকেও মুক্তি-তীর্থের পথ নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালীর জীবন বাঙ্গালার মানচিত্রের সীমাবদ্ধ নহে। বাঙ্গালী ভারতের মানচিত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।—বাঙ্গালার বাহিরে 'বৃহদ্বঙ্গে'—বৃহত্তর বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস গৌরবের, সে ইতিহাস আদরের। সে ইতিহাস আমাদের চিরস্মরণীয়।

জাতীয়তার পাঠশালে এই সে দিন আমাদের হাতে খড়ি হইয়াছে। এখনও আমরা 'বর্ণপরিচয়' লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছি। সে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ,—খাস বাঙ্গালা। তাহার দ্বিতীয় ভাগ—'বৃহদ্বঙ্গ'। এই দুই ভাগ বর্ণপরিচয় আয়ত্ত করিতে না পারিলে, আমরা জাতীয়তার প্রথম পাঠও আরম্ভ করিতে পারিব না। আপনাকে না জানিলে, আপনাকে না বুঝিলে, বিবিধ ও বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মশক্তির বিচিত্র বিপুল বিকাশ না দেখিলে, আমরা আত্ম-জীবনের—আত্ম-ভাবের সমগ্র রূপ কখনও অধিগত করিতে পারিব না। জাতীয়তার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য আমার জাতীয় জীবনের সমগ্র ভাবের উপলব্ধি যে অপরিহার্য্য। আধখানায় সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না। বাঙ্গালার ইতিহাস,—আধখানা। বাঙ্গালার বাহিরের 'বৃহদ্বঙ্গের ইতিহাস—আর আধখানা। উভয় অর্দ্ধ না মিলেলে পূর্ণ বাঙ্গালার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিবে না। হরি ও হরের মত, খাস বাঙ্গালা ও বাহিরের বাঙ্গালা এক দেহে অর্দ্ধে অর্দ্ধ মিলিত করিয়া পূর্ণ না হইলে, আমার ধ্যানের দেবতা পাইব না।

বাঙ্গালী এখন ধ্যানে বসিয়েছে। বাঙ্গালী এখন দেশ-মাতৃকার পূজা করিতেছে। বাঙ্গালী এখন বাধ্য হইয়া—ভক্তিতে, প্রয়োজনে, কালধর্ম্মে, প্রতিবেশ-প্রভাবে, আত্মরক্ষার সহজাত-সংস্কারের প্রেরণায় মাতৃপূজা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য দেশে বিদেশে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। যে যাহা পাইতেছে, মা'র মন্দিরে কুড়াইয়া আনিতেছে। ইঁটের টুকরা, পাথরের মূর্ত্তি, সোনা রূপা তামার টাকা পয়সা, শিলা-লিপি, তাম্র-শাসন, পুরাতন দলীল, প্রাচীন পুঁথি কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, উপকথা, গল্প,—যে যাহা পাইতেছে, তাহাই দেশ-মাতৃকার প্রাঙ্গনে পুঞ্জীভূত করিতেছে। জাতীয় জীবনের উদ্যোগ-পর্ব্বে বাঙ্গালীর উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিয়া আশা হয়, আনন্দ হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বুক ফুলিয়া উঠে।

বাঙ্গালার একজন সুসন্তান কর্ম্মসূত্রে 'বাঙ্গালার বাহিরে বাস

করিতেছিলেন। এই মাতৃভক্ত বাঙ্গালী নিষ্ঠাসহকারে মাতৃপূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর নূতন বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের উপাদান অতি সন্তর্পণে সঙ্কলন করিতেছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর চিরজীবনের পরিশ্রমের ফল, অনুসন্ধানের ফল,—বাঙ্গালীর কীর্ত্তি; বাঙ্গালার বাহিরের বাঙ্গালীর অবদান। বিদেশে প্রবাসে প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষে বাঙ্গালীর মনীষা কেমন ফুটিয়াছিল, বাঙ্গালীর প্রতিভা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি কোন কোন খাতে প্রবাহিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন সমবায়ে কেমন বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; বাঙ্গালী ভগীরথের মত কোটী কোটী ভস্মসার ভারতসন্তানকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে জ্ঞান গঙ্গাকে কি তপস্যাবলে উজানে বহাইয়া আবার হিন্দুস্থানের মানদণ্ড হিমাচলের শিখরে লইয়া গিয়াছিল; মনীষী, দেশবৎসল, জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাহার কাহিনী সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন, স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নবযুগের জীবন বেদ। নূতন বাঙ্গালীর নবপুরাণ। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নূতন পঞ্জিকার মত বিরাজ করুক। ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাস, কিন্তু শুষ্ক তালিকা বা গুরুপাক নামাবলী নহে। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" সত্য ঘটনার রত্নমঞ্জুষা। কিন্তু ইহা মানব-জীবনের উপন্যাস। স্বনামধন্য পুরুষশ্রেষ্ঠগণ জীবনের বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত ও অবস্থা-বিপর্য্যয় প্রতিহত করিয়া কোন তপস্যার বলে সাফল্যে চরিতার্থ হইয়াছেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই নূতন পুরাণে 'কান্তাসম্মিততয়া' তাহার রহস্য নিবেদন করিয়াছেন। Truth is stronger than fiction—এই গ্রন্থে তাহা গ্রন্থকার এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বাঙ্গালী, আমার স্বদেশবাসী, প্রবাসে—বৃহত্তর বঙ্গের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে কত কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়িয়াছেন; দেশে দেশে কত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন; ভীষণ জীবন-যুদ্ধে আত্মশক্তিবলে বিজয়কে আয়ত্ত করিয়া সাফল্যের গৌরবমুকুটে মণ্ডিত হইয়া মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার কাহিনী পড়িতে পড়িতে রোমাঞ্চিত হই,—ভাবের উচ্ছ্বাসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। যে কর্ম্মী বাঙ্গালী এই আত্ম-প্রসাদের—আত্মশিক্ষার এই অবকাশ দিলেন, বাঙ্গালী তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি উপহার দাও।

পড়িয়া দেখ.—কাশীধামে, গোরক্ষপুরে, প্রবাসে, ব্রজমণ্ডলে, আগ্রায়, এলাহাবাদে, বুন্দেলখণ্ডে মীরটে, কুমায়ুণ ও উত্তরখণ্ডে, অযোধ্যা প্রদেশে, পঞ্চনদে, রাজপুতানায়, মধ্যভারতে, মালবে, উত্তর পশ্চিমে, কাশ্মীরে, সিকিমে, ভুটানে, নেপালে, বাঙ্গালী বঙ্গ-মনীষার—গৌড়-প্রতিভার পরিচয় দিয়া কি 'বৃহত্তর বাঙ্গালার' সৃষ্টি করিয়াছে! প্রবাসী বাঙ্গালী ভারতের বিশাল ক্ষেত্রে যে কর্ম্মধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, বাঙ্গালী! তুমিই তাহার উত্তরাধিকারী। আপনার ইতিহাসের অনুশীলন কর, আত্ম-গৌরবে অনুপ্রাণিত হও, পূর্ব্বগামী মহাজনগণের পদাঙ্কপূত পদবীর অনুসরণ কর, মার প্রসাদে অচিরে তাহার ফল ফলিবে।

ক্ষুদ্র পরিসরে এই তথ্যপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিবারও অবকাশ নাই। তাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর নূতন পুরাণের সন্ধান দিলাম। দেশাত্মবোধের আলোকে গ্রন্থখানির অনুশীলন কর; আনন্দ, শিক্ষা ও ভক্তি লাভ করিতে পারিবে।—**বাঙ্গালী**—কলিকাতা, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

[কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনামধন্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র]

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
২৩এ শ্রাবণ ১৩২২
৮ই আগষ্ট, ১৯২৫।

মহাশয়,

আপনার প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক যে গ্রন্থখানি আপনি আমাকে দিয়াছেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

পুস্তকখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থের বিষয় অতি উচ্চ, ইহার উদ্দেশ্য অতি সাধু। যে সকল ক্ষণজন্মা বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে নানা দেশে নিজ নিজ প্রতিভাবলে চিন্তা ক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রভূত যশ লাভ করিয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত ও কীর্ত্তি কলাপ এই পুস্তকে সরল ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত মনোজ্ঞভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা বঙ্গভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ, ভারতের ইতিহাসের একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়, বাঙ্গালা

সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন, এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই একখানি অবশ্য পাঠ্য পুস্তক।

গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের চরিত্র ইহাতে বর্ণিত, তাঁহাদের চিত্রদ্বারা ইহা শোভিত হইয়াছে। ইতি।

আপনারই
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীসদাশিবো জয়তি

বঙ্গভাষাতে কাব্য ও নাটক নভেলের যেরূপ ছড়াছড়ি ঘটিয়াছে এবং যথার্থ ঘটনার ইতিহাস লেখার যেরূপ অভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অপ্রকৃত ও অতিরঞ্জিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে যেন বঙ্গীয় লেখকগণের প্রতি মাথার দিব্য রহিয়াছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" এর পরে দেখিলাম, "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থকার অতি সন্তর্পণে সত্য ঘটনা সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে যত্ন করিয়া বঙ্গভাষাতে একখানা নূতন ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে এরূপ সত্য প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি দিন দিন এইভাবে বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, আমাদের প্রকৃত মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, কারণ "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" এই পুস্তকখানা এমন মনোমুগ্ধকর ভাষায় ও ভঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে যে আমি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িতে পারি নাই। তবে আধুনিক সাধু সন্ন্যাসী নামে পরিচিত লোকদিগের প্রতি "যোগী" "ঋষি" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় আখ্যা দেওয়া আমি ভাষার নূতন অপপ্রয়োগ মনে করি। ইতি ১৩২৩ সন ১৪ই শ্রাবণ।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী
শক্তি আশ্রম—ঢাকা

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল স্বর্গীয় পশুপতিনাথ শাস্ত্রি এম, এ, মহাশয়ের অভিমত :—

"বাঙ্গালীর একটা অপবাদ আছে যে বাঙ্গালী নিজের অনিষ্ট নিজে করে। এ অপবাদ কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন, তবে এ কথা ধ্রুবসত্য যে বাঙ্গালী পরের উপকার অনেক

করিয়াছে, এবং তাহাতে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালী কবে কাহার কি উপকার করিয়াছে তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ—"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"। ইহা উপন্যাস নহে অসংখ্য সত্য ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক বৃহৎ অংশ। অধুনা ভারতের অনেক স্থানের লোকে বাঙ্গালীকে যেন আততায়ী বলিয়া মনে করিতেছে ; এ অবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালীর বিশেষ উপকার করিলেন। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালী মাত্রেরই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিবে, হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইবে, এবং ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইবে। এই পুস্তককে বাঙ্গালী বালকগণের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।"

'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী',—শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ। * * * জ্ঞানেন্দ্রবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। এই গ্রন্থের রচনা সরল, প্রাঞ্জল, সুললিত, সুমধুর ও অক্লিষ্ট, ইহা উপন্যাসের ন্যায় মধুর অথচ খাঁটি জীবন-চরিতের ব্যবহারিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণ প্রশংসার্হ। ইহার উপরে বহু সংখ্যক অতি সুন্দর হাফটোন প্রতিকৃতিতে গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্যের হিসাবে এই সকল গুণ অবশ্যই অতীব আদরণীয়। কিন্তু "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থের প্রকৃত সম্মান—প্রকৃত আদর—প্রকৃত পরিচয় লিপিনৈপুণ্যে নহে, কেবল চিত্তবিনোদন সাহিত্য সৃষ্টিতেই নহে। যাঁহারা মানবচরিত্রের বীরভাব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারের ন্যায় আবির্ভূত হন, যাঁহারা কর্ম্মময় জীবনের আলোক-বর্ত্তিকা প্রদর্শন করিতে করিতে মানবসমাজকে কর্ম্মবীরত্বের পথ-প্রদর্শন করেন, নিজেরা ধন্য হন, সমাজকেও ধন্য করেন, তাঁহাদের চরিতামৃত প্রকাশ করার ন্যায় পবিত্র ও হিতকর কার্য্য অতি অল্প বলিয়াই প্রতিভাত হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু গ্রন্থখানিতে এই শ্রেণীর শত শত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সুললিত ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার উপরে বাঙ্গালীদের পক্ষে আরও গৌরবের কথা আছে। এই গ্রন্থে যে সকল মহাত্মার জীবনবৃত্ত রচিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী। শক্তিশালী বাঙ্গালী মহাপুরুষগণের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া জ্ঞানেন্দ্রবাবু জগতের সমক্ষে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশ প্রকৃতপক্ষেই ভগবদবতরণের বিশুদ্ধ লীলাক্ষেত্র, বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষেই

কর্ম্মবীর, রণবীর, জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর ও ভক্তিবীরগণের সুচিহ্নিত প্রিয়নিকেতন—এবং তাদৃশ প্রিয়নিকেতন বলিয়াই এদেশে শত শত অবতার ও প্রধানতম অবতারী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যাঁহারা মনে করেন বাঙ্গালী বঙ্গদেশের বাহিরে গিয়া সম্মানকর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেই বাঙ্গলার জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি হয়—এই গ্রন্থে তাঁহাদের সে আদর্শ প্রচুর পরিমাণেই দেখিতে পাইবেন। যাঁহাদের বিশ্বাস,—বাঙ্গালী রণতরী পরিচালনে সমর্থ হইলেই বাঙ্গালী যোদ্ধা হইলেই বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে তাদৃশ ব্যক্তিগণের চিত্তোন্মাদক জীবনবৃত্তেরও অভাব নাই। এমন কি বাঙ্গালী যে কামান বন্দুক নির্ম্মাণ কৌশলেও সুপটু, তাহা রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকারের জীবনবৃত্তে উজ্জ্বলরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যে কর্ম্মবীর, জগতের হিতকর প্রত্যেক কর্ম্মেই যে বাঙ্গালীর অধিকার, শক্তিবিকাশ ও পূর্ণ সাফল্য-সম্পাদন ক্ষমতা আছে, এই গ্রন্থোক্ত জীবনচরিত সম্পূর্ণ তাহার সজীব ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। বাঙ্গালী আপন জন্মভুমি ছাড়িয়া—আপনার প্রিয় পরিজনবর্গের স্নেহকোমল আদরযত্ন ত্যাগ করিয়া দূরদূরান্তরে দেশদেশান্তরে যাইয়া কি প্রকারে স্বীয় অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তির স্ফুরণ, বিকাশ ও সাফল্যসম্পাদন করিয়া বাঙ্গালীর গৌরববিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন জ্ঞানবাবুর এই গ্রন্থখানি তাহারই চির গৌরবার্হ সমুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ।

এই গ্রন্থপাঠে মনে হইল, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যেন জ্ঞানেন্দ্রবাবুর জীবনের একনিষ্ঠময়ী মহাসাধনা। প্রগাঢ়প্রযত্ন অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে, অপরিমিত পরিশ্রমে এবং সর্ব্বোপরি উদ্যমময় হৃদয়ের ঐকান্তিক অনুরাগে তিনি বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীগণের যে জীবনবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বাঙ্গালীর চারিত্রিক ইতিহাসের বিশুদ্ধ উপাদান। তিনি লিখিয়াছেন—যেখানেই (বঙ্গের বাহিরে) গিয়াছি, তথায় বাঙ্গালী আছেন কি কিনা, কি ভাবে আছেন, কোন্ সময় হইতে কি সূত্রে তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, জন্মস্থানের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, প্রবাসে তাঁহাদের জাতীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কীর্ত্তি কি ছিল এবং আজিও বিদ্যমান আছে, তাহা আমার ক্ষুদ্র শক্তি কিন্তু প্রবল আশা ও কৌতূহল লইয়া যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়াছি সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালীর তথ্যসংগ্রহের পরিসর সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত "উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে বাঙ্গালী" প্রবন্ধের সীমা অতিক্রম করিয়া বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করিয়াছে। আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর মাসিকপত্রে "প্রবাসী বাঙ্গালী" বঙ্গের বাহিরে "বঙ্গ-সাহিত্য" "প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা" "বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বাঙ্গালী" "রাজপুতনায় বাঙ্গালী" "কাশ্মীরে বাঙ্গালী" প্রভৃতি নাম দিয়া বঙ্গের বাহিরে যে বৃহৎ বঙ্গ গঠিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি। তাহারই প্রথম খণ্ড "উত্তর ভারত" অদ্য প্রকাশিত হইল।

এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু কি বিপুল ও গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র কত প্রসর এবং তাঁহার গবেষণা ও লিপিশ্রমই বা কত বিপুল। বর্ত্তমান খণ্ডে কাশী, বারাণসী ও গোরক্ষপুর বিভাগ, প্রয়াগ ব্রজমণ্ডল, আগ্রাবিভাগ, এলাহাবাদ বিভাগ ও বুন্দেলখণ্ড, রোহিলখণ্ড, মীরাট বিভাগ, কুমায়ুঁ বিভাগ ও উত্তরাখণ্ড, অযোধ্যাপ্রদেশ; পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও মালব, উত্তর পশ্চিম ভারত, কাশ্মীর, সিকিম, ভুটান ও নেপাল এই কয়েক স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এই প্রথম খণ্ডে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সুতরাং এই খণ্ড পাইয়া আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের স্মরণ হয় কোনও সময়ে জনৈক গ্রন্থসঙ্কলয়িতা সেক্সপিয়ারের গ্রন্থ হইতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থান উদ্ধৃত করিয়া এক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং সুবিখ্যাত সেরিডনকে উহার একখানি বই প্রীতি-উপহার প্রদান করেন। সেরিডন একখানি হাতে লইয়া বলেন Very nice, very nice! But where are other Seven Volumes? জ্ঞানেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ পাইয়া আমাদেরও সেরিডনের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালীজাতি জগতের নেতা ও জগদ্‌গুরু হইবার উপযুক্ত। কোন আত্মস্বার্থের অনুসন্ধান ও তৎসাফল্য বাঙ্গালীর কৃতীত্বের পরিচায়ক নহে। যাহাতে জ্ঞানবিজ্ঞান নীতি ও ধর্ম্ম এবং প্রেমভক্তি প্রচার দ্বারা মানবসমাজের হিত সাধিত হয় বাঙ্গালী চরিত্রের তাহাই প্রধানতম গৌরব। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী কোথায় কি পরিমাণে এই সকল ভাবের প্রভাব প্রদর্শন করিয়া মানবসমাজের ঐহিক পারমার্থিক কল্যানসাধন করিয়াছেন গ্রন্থকার তাহারও বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী চরিতের প্রকৃত কীর্ত্তি গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্য তিনি সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।—

আনন্দ বাজার— ২।৩।১৩২২

শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের প্রবাসী বাঙ্গালীর বৃত্তান্ত যে কিরূপ উপাদেয় ও বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ তাহা প্রবাসীর পাঠক মাত্রেই জানেন। প্রবাসীর প্রথম বৎসর হইতে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রবাসী বাঙ্গালীদের কীর্ত্তি, সাহস, উৎসাহ, কর্ম্মপটুতা, মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব দেশবাসী বাঙ্গালীদের পরিচিত করিবার জন্য যতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহারই মধ্যে উত্তর-ভারতের * * * এত পুরুষ ও স্ত্রীর জীবনকাহিনী আলোচিত হইয়াছে যে শুধু তাঁহাদের নামের তালিকাই বর্জ্জাইস অক্ষরে ছাপিয়াও এই প্রকাণ্ড আকারের পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে। এই পুস্তকের প্রশংসা

কয়া যে "প্রবাসী"র পক্ষে অনেকটা আত্মপ্রশংসারই সামিল। তবে বাঁচোয়া এই যে প্রবাসীর সকল পাঠক পাঠিকারই এই পুস্তকের গুণপনা কিছু না কিছু জানা আছে। সুতরাং যাহা বলিব তাহার সত্য মিথ্যা প্রত্যেকেই কতকটা নিজের মনে যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

বইখানি উত্তর ভারতে বাঙ্গালীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পঞ্জী হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে যে সমস্ত বাঙ্গালীর গৌরব আলোচিত হইয়াছে তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরদের ত ইহা আদরের সামগ্রী হইয়াছেই, সেই সঙ্গে ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই সমাদরের যোগ্য। বহু অনুসন্ধান ও কষ্ট স্বীকার করিয়া জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই সমস্ত জীবনের কাহিনী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। পাঠকসাধারণ, এবং বিশেষ করিয়া যাঁহাদের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরেরা এই বহুবৎসরব্যাপী চেষ্টার ও পরিশ্রমের ফলকে সাদরে ঘরে ঘরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করি। Greater Bengal বা বিস্তৃততর বঙ্গের কাহিনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর জানা উচিত।

গ্রন্থের ভূমিকা ও সূচী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভূমিকায় বাঙ্গালীর কৃতিত্বের একটী মোটামুটি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয় আত্মসম্মান আত্মবোধ বাড়িবে।

গ্রন্থমুখে উপনিবেশ স্থাপনের কারণাবলীর যে অনুক্রম-চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও মৌলিক।

গ্রন্থখানি কিনিয়া ঘরে রাখিবার উপযুক্ত।—প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩২২।

অধুনা বাঙ্গালা ছাড়িয়া অনেক বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন। অনেকে প্রবাসী, আবার অনেকেই চিরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ বাস ও প্রবাস প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেক বাঙ্গালী ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট কার্য্যসূত্রে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন। অনেক বাঙ্গালী আত্মশক্তিসামর্থ্যে বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য স্থানে বাস করিয়া নানা কার্য্যানুষ্ঠানে বাঙ্গালী জাতির গৌরব সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এরূপ বহু বাঙ্গালীর পরিচয় অবগত আছেন এবং অনেকের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি "প্রবাসী" পত্রে অনেকের পরিচয়-প্রকটনে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং "প্রবাসীর" স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সে প্রবন্ধ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইত। তাহা এখন গ্রন্থে নিবদ্ধ। * * *

প্রবাসীর প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ সংবর্দ্ধন করিয়াছে;

তাহা বলিতেই হইবে। যাহাতে বাঙ্গালীর গৌরব বিকাশ তাহা যে বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। বিশিষ্ট স্থানের ও বিশিষ্ট ব্যক্তির বিশিষ্ট পরিচয়ে এ গ্রন্থ যে সম্পূর্ণ ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। ভূমিকায় অনেক তথ্যের সমাবেশ হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের অসাধারণ অধ্যবসায় ও অনুসন্ধান-শক্তির প্রমাণ-নিদর্শন; তবে অবশ্য কোথাও কোথাও মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বহু প্রবাসী বাঙ্গালীর চরিত্রাখ্যান পড়িতে পড়িতে নানা রসভাবের আবির্ভাব হয়। অনেকের চরিত্র-চর্চ্চা বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমার স্মৃতি উন্মেষণ করিয়া তুলে। সে সব চরিত্র-কাহিনী এরূপ চিত্তাকর্ষক যে, তাহার পঠনায় উপন্যাসপাঠ তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অবশ্য কোন স্থলে একই ভাবের চরিত্রচর্চ্চা একটু একঘেঁয়ে হইয়া উঠে বটে; কিন্তু আবার চরিত্র-বৈচিত্র্যে বা চরিত্র-সামঞ্জস্যে বাঙ্গালী জাতির চরিত্র নিদর্শন সম্বন্ধে একটু বেশ সুযোগ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার যেখানে সুযোগ-ক্রমে ভক্ত চরিতাখ্যানে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, সেখানে তিনি ভক্তিভাবপ্রকটনে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। ব্রজমণ্ডলের লালা বাবু সম্বন্ধে বৈরাগ্য-কীর্ত্তি-কাহিনী তাহার একটা প্রমাণ। লালা বাবুর বৈরাগ্য-প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আখ্যান পড়িলে মনে হয় শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়া উঠে।—**বঙ্গবাসী**—১১।৩।১৩২২

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক রচিত। ৫৫৫ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। মূল্য ৩৲ টাকা। ইহা একখানি অপূর্ব্ব পুস্তক। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীকে আপনার শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাসী করিবে। সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে নেপাল, সিকিম, ভুটান, মধ্যভারত, মালব ও বরোদার বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও হৃদয় যাহা করিয়াছে সে উপন্যাসবৎ আশ্চর্য্য কাহিনী পাঠ করিলে বাঙ্গালীর হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, সমস্ত ভারতে বাঙ্গালীশক্তি প্রতিষ্ঠার আশা জাগিয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থে প্রায় ৮০০ প্রবাসী বাঙ্গালীর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।—

সঞ্জীবনী—৯ই আষাঢ় ১৩২২।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁহার প্রণীত ভক্তি ও চরিত্রগঠন সাহিত্যসংসারে তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার প্রণীত

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী নামক গ্রন্থখানি তাঁহার সেই যশোভাতি ভারতের নানা স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। "ঘরমুখো বাঙ্গালী" এই অপবাদ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই যেন লেখক এই সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী বিদেশে যাইয়া কিরূপ ভাবে আপনাদিগের কৃতিত্বের মনস্বিতার প্রতিভার ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন,—আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর ভারতে যে সমস্ত বাঙ্গালী আপনাদের কীর্ত্তি বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহাদের চরিত্র অতি সুন্দর সরল ও চিত্ত হারিণী ভাষায় বর্ণিত করিয়াছেন। ইহাতে অনেকগুলি চিত্র এই গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা সকলকেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—**বসুমতী**—আশ্বিন ১৩২২।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। পুস্তকের নাম দেখিলেই পুস্তকের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনেক বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে যাইয়া নানারূপে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—তাহার সংবাদ অনেকেই রাখেন না। চেষ্টা করিলেও জানিবার উপায় ছিল না। এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালার একটা অভাব দূর হইল। কোন্ বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে কোন্ দেশে যাইয়া কিরূপ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন এই পুস্তকে তাহা দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি চিত্র দেওয়ায় পুস্তকখানি মনোহর হইয়াছে, কাগজ, কালি, ছাপা সবই ভাল। বঙ্গের বাহিরের কীর্ত্তিমান বাঙ্গালীর নাম সন্নিবেশ করিতে এখনও বাকী আছে। অনুসন্ধান করিলে গ্রন্থকার আরও নাম পাইবেন। এরূপ পুস্তকের আদর হওয়া উচিত।—**হিতবাদী**—৩১শে ভাদ্র ১৩২২।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।"—আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় বাঙ্গালীর গৌরবাত্মক। এই গ্রন্থখানির ভাষা এবং রচনা-কৌশল ও বিষয় সন্নিবেশ সুন্দর হইয়াছে। এখানি যে কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে তাহা নহে। ইহাতে ভেতো বাঙ্গালী, ঘরমুখো বাঙ্গালী শতবর্ষ পূর্ব্বেও বঙ্গের বাহিরে গিয়া কিরূপে আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল তাহার ইতিবৃত্ত

বিস্তারিত সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি বাঙ্গালীর গর্ব্বের জিনিষ হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।

যখন সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া দেশে মহামারি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, যখন অল্পসংখ্যক ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহীগণের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইয়াছিল, সেই সময়ে নিরস্ত্র মসীজীবী বাঙ্গালী কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়া সেই বিপদ সময়ে মনিবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া বিদ্রোহীগণের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা রাজকর্ম্মচারীগণের গোচর করিয়াছিলেন, কিরূপে সরকারী কর্ম্মচারী-গণকে সাহায্য করিবার জন্য বিদ্রোহীগণের বিষ নজরে পতিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দু যাহার নিমক খায় প্রাণ দিয়াও কিরূপে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হয় তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সামান্য কেরাণী সরকারী কার্য্য করিবার জন্য বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক নগর অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হইলেও কিরূপে দুর্জ্জয় সাহসে সেই আক্রান্ত স্থানে থাকিয়া তথাকার সকল সংবাদ বিশস্ত কর্ম্মচারীদ্বারা দূরদেশে প্রেরণ করিতেন কিরূপে বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহাদের নেতার সমক্ষে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়া বুদ্ধিবলে তথা হইতে দূরদেশে পলায়ন করিয়া পুনরায় দৌত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই সকলের ঐতিহাসিক সত্য তথ্যগুলিও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিরূপে স্বীয় ধৈর্য্য শৌর্য্য বীর্য্যবলে আবশ্যক মত বিদ্রোহীগণের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া বহু শ্বেতাঙ্গ রাজ-কর্ম্মচারী নরনারীর ও শিশু-গণের জীবনরক্ষা করিয়াছিল এবং এই সকল সম্বন্ধে উচ্চ রাজপুরুষগণ লিখিত ইতিবৃত্তও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানি প্রকৃতই বাঙ্গালীর গৌরবাত্মক।

বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে গিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীগণের ভবিষ্যতে সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করিবার জন্য কত আয়াস স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, কত দেবালয় ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালীর কীর্ত্তি সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহারও বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালী ভেতো বাঙ্গালী কিরূপে পশ্চিমাঞ্চলে ও অন্যান্য দূরদেশে আপনার যশ ও মান্য রক্ষা করিয়াছিলেন কিরূপে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ জানিতে হইলে এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। যখন ঐ সকল দেশের লোকেরা কুসংস্কারবশে ইংরাজী শিক্ষায় বঞ্চিত ছিল তখন বাঙ্গালী কত আয়াস স্বীকার করিয়া ঐ জাতির সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যাহার বলে আজ ঐ সকল দেশে ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য লোকের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার প্রমাণ জানিতে হইলে পাঠক পাঠ করুন বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

এই গ্রন্থে যে সকল মহাত্মা বাঙ্গালীর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে

অধুনা তাহা দুর্ল্লভ সুতরাং এগুলি সংগ্রহ করিতে ও গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ও আবাস স্বীকার করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর বঙ্গের বাহিরের জীবনী এতদিন বাঙ্গালা ভাষায় দুর্ল্লভ ছিল, গ্রন্থকারের যত্নে বাঙ্গালীর সে অভাব পূরণ হইয়াছে।

গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত আরও বাঙ্গালী মহাত্মার কীর্ত্তি এখনও ভারতের নানাস্থানে বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের নাম এবং সম্ভব হইলে তাঁহাদের চিত্র ও কীর্ত্তি কাহিনী পরবর্ত্তী সংস্করণে এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর জীবনগাথা সম্পূর্ণ হইবে। আশা করি এবিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি পতিত হইবে।—

দর্শক, ১০ই ভাদ্র, ১৩৩২ সাল।

বাঙ্গালাদেশে যে সমস্ত বাঙ্গালী বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল নাম উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিবরণ সকলেই অল্প-বিস্তর জানেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা দেশের ও দশের উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই নাম ও কার্য্যের কথা বাঙ্গালা-দেশবাসী অনেক বাঙ্গালীই জানিতেন না। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় সেই অনভিজ্ঞতা দূর করিয়া সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীদিগের সুকীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীই গৌরব অনুভব করিবেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সুন্দর পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে এই পুস্তকের প্রশংসা করিতেছি। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীই এই পুস্তক ক্রয় করিবেন, আমরা এ আশা নিশ্চয়ই করিতে পারি।"—ভারতবর্ষ।

আমরা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এরূপ পুস্তক বঙ্গ ভাষায় এই নূতন; ইহার জন্য সমস্ত বঙ্গবাসী জ্ঞানেন্দ্র বাবুর নিকট চিরবাধিত এবং জ্ঞানেন্দ্রবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থখানির প্রতি পত্রে বাঙালীর গৌরব-কাহিনী মালার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে, যাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীই পবিত্রভাবে এবং শ্লাঘার সহিত গলায় ধারণ করিবেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কীর্ত্তি যাহা এত দিন ছিন্ন ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, যাহা কোনো দিন এরূপ ভাবে

লোকচক্ষুর গোচরে আসিবে বা বাঙালী ইহা পাঠ করিয়া আপন জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবে, ইহা কেহ কল্পনাও করে নাই, জ্ঞানেন্দ্রবাবু সেই লুপ্ত স্মৃতি, সেই সেই প্রদেশের রাজকীয় সংগ্রহ-ভাণ্ডার হইতে, তৎকালীন সংবাদপত্র হইতে, তদীয় বংশধরদিগের নিকট হইতে দশ বারো বৎসর যাবত অতি ধীরভাবে অথচ অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষা-ভাষী বাঙালীকে উপহার দিয়াছেন। যিনি বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে ভীত বা যাঁহারা বঙ্গের সুদূর বাহিরে একাকী স্বীয় কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহারা আগ্রহের সহিত এই পুস্তকখানি পড়িলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকাটি অতি সারবান জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

বইখানির ছাপা ও কাগজ সুন্দর, অনেকগুলি হাফ্‌টোন ছবি দ্বারা ইহার শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। * * আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পড়িতে অনুরোধ করি।"—**কুশদহ**—কার্ত্তিক, ১৩২২।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। ৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রকাশক নিবেদনে বলিয়াছেন যে, বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধান, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থকার এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে। উত্তর এবং মধ্য ভারতে যে সকল বাঙ্গালী স্বকীয় উদ্যম, অধ্যবসায় ও চরিত্রবলে স্বনামধন্য হইয়াছেন, প্রবাসভূমে লোকহিতকর কার্য্য সাধন করিয়া স্বীয় নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্মিগণের চরিত্র এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। কেবল তাহাই নহে, উত্তর ও মধ্য ভারতের যে যে বিভাগ এই সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষগণের রঙ্গভূমি সেই সকল স্থানের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বিবরণও এই পুস্তকে অতি সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু চিত্রে ভূষিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ, এবং চরিত্রচিত্রণে গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ পাঠকই উপন্যাস নাটকের ভক্ত; কাল্পনিক চরিত্রে যাঁহারা বিস্ময়রসে অভিভূত হন, এই পুস্তকের জীবন্ত চরিত্রগুলির আলোচনায় তাঁহাদিগের উপলব্ধি হইবে যে, বাস্তব অবাস্তব হইতে অধিকতর

বিস্ময়কর। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে ইহার যথার্থ গুণগ্রহণ করা যায় না। পুস্তকখানি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর কর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্বোধনে অশেষ সহায়তা করিবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।—**উদ্বোধন**—ভাদ্র, ১৩২২

* * * বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই পুস্তক শোভা পাইবার উপযুক্ত। প্রত্যেক বাঙ্গালী ইহা পাঠ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। গ্রন্থকারের নিকট সকলেই ইহার নিমিত্ত ঋণী। প্রকাশক মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার পরিশ্রম সফল হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা।—**তত্ত্বমঞ্জরী**।—শ্রাবণ, ১৩২২।

* * * বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে বিরচিত হয় নাই। ভাষা যেমন সরল, সুখবোধ ও প্রাঞ্জল, তেমনই বিশুদ্ধ ও পাঠকের ক্লেশহারিণী ও আরামপ্রদ। আর্য্যাবর্ত্তের প্রবাসী বাঙ্গালী সুসন্তানগণের সচিত্র জীবনী লইয়া ইহা গঠিত। সুতরাং এতৎপাঠে সামাজিকগণ যে জীবনচরিত পাঠের প্রকৃত ফল লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। অধিকন্তু তাঁহারা বহু নূতন তত্ত্ব ও ভৌগোলিক বিষয়েরও সংবাদ পাইতে পারিবেন। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে, প্রত্যেক পুস্তকালয়ে, প্রত্যেক সারস্বত মন্দিরে ইহার অধিষ্ঠান হইলে গুণীর প্রকৃত সপর্য্যা করা হইবে। এবম্বিধ পুস্তকের মূল্য দশ টাকা হইলেও অধিক হইত না। * * *

—**মন্দারমালা**।

"**Bengalees** Outside Bengal" is the unpretending and unassuming title of **a book of deep and abiding interest, and if we may be permitted to look somewhat ahead, is destined to occupy a high place in the history of modern Bengalee Prose Literature.** Mr. Jnanendra Mohun Dass is no stranger in the walks of Bengalee literature. Of the early years of the present century his annotated edition of that Bengalee classic "Meghnad Badh" is an intellectual treat and has specially placed in the hands of Bengalee students critical views, that have thrown more light on many passages of the book and are calculated to brighten the fame of that immortal poet, Michael

Madhusudan Datt. Every production that has, up till now, proceeded from his gifted pen, marks him out as a literary craftsman of no mean order, and gives abundant promise of literary genius of striking vitality. **No son of Bengal, we feel sure, can rise from a perusal of the volume under review, without feeling a legitimate pride in the achievments of his race in various parts of the great Indian peninsula. We must confess, we felt a thrill through every fibre of our being as we turned over the fascinating pages of this remarkable production.** It will teach future generations of Bengalee youths not only what their forefathers did in disseminating the seeds of education and culture among their less favourably circumstanced brethern of other provinces, but it will impress them as well, with a sense of what a rich harvest of reward may be gleaned by those who take upon themselves to help forward a good and deserving cause, by bringing to bear upon its fruition their untiring energy, the intellectual and moral equipment which they possess, their genuine enthusiasm in behalf of every high and noble undertaking on which their conscience sets its seal, in a spirit of self less devotion and true martyrdom. * * * *

"The book we have undertaken to review, is the fruit of long years of patient and steady industry, during which the indefatigable and observant author collected, in the course of his extensive travels, a rich store of varied materials, which, after much sifting has been placed before the public. **It is a book which will not only "eminently repay perusal,"** as it is usual to say in ordinary critical parlance, **but it will, at the same time, serve to furnish an excellent incentive to enthusiatic toilers in unexplored mines of solid erudition.** The author wields a facile pen, and possesses a genius for narration. **In reading the book we feel as though we were being shown round a unique gallery of rare portraits from the inspired pencils of the great Italian masters. The style is a model of its kind, full of 'nerve' and strong in colloquial vigour.** It is just such a style as our young aspirants should set before them-selves neither too "Sanscritised," nor too provincial. Once more we must congratulate the author on the measure of success that has attended his efforts in a most laudable direction."—**The "Behar Herald,"** *31st July 1915* :—

Bangar Bahira Bangali, (Bengalis outside Bengal) by MR. GANENDRA MOHUN DAS.

This is the title **of a readable volume** in the Bengali language **full of interesting information.** Besides giving a succinct

account of the Bengali colonies in various parts of India and short biographical sketches of more distinguished Bengalis in those parts, the book also supplies interesting particulars about the early Hindu settlements in Java, Sumatra and Cambodia, which, we are told, were colonised by the people of Bengal and Orissa. It also treats of the achievements of Bengalis in various branches of the arts and sciences. Mr. Das tells us on the authority of various authors, both mediæval and modern, that the Bengalis were once a great fighting race and supplied soldiers to the Emperor Augustus, and they were so popular with him that he built a marble pillar in commemoration of their brave deeds in his birthplace at Mantua. This will probably be news to most classical scholars, who, it is to be feared, may be somewhat sceptical on the point. Coming down to the events of the 18th and 19th century, the author, quoting Malleson's *Decisive Battles of India*, Williams' *Bengal Native Infantry* and other books, says that though natives of Bengal were generally stigmatised as pusillanimous and cowardly, yet it should not be forgotten that at an early period of English military history in India they almost entirely formed several of the battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers. There is a good deal of evidence produced purporting to show that the Bengalees undertook sea voyages on an extensive scale and that in the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and the west. Coming to the biographical sketches of Bengalees of the past and of the present generation, we find many prominent and familiar names, such as Justice Sir Pramoda Churn Banerjee, Sir Protul Chandra Chatterjee, the late Dr. Satish Chandra Banerjee, Rai Bahadur Srish Chandra Basu, Major B. D. Basu, Mr. Raj Krishna Kurmakar, the late Mr. Peary Mohun Banerjee and numerous others. The last named gentleman was described by Lord Canning in his despatch as a 'fighting munsiff,' and rendered conspicuous services to the Government during the Sepoy Mutiny. He not only held his own defiantly, but he planned attacks, burnt villages, wrote English despatches thanking his subordinates and displayed a capacity for rule and a fertility of resource." The author has spared no pains in collecting materials for his book.—**The Pioneer**—*Sunday, November 21, 1915.*

"Where is the Bengali who does not derive keen pleasure from reading authentic accounts of the achievements of Bengalis, whether in this country or elsewhere,—whether within the precincts of this presidency or outside its limits? Where, again, is the Bengali who does not feel equally keenly,—nay, poignantly the fiction so sedulously built up by a certain re-actionary section of the ruling class of the Macaulay school, of Bengali cowardice, Bengali chicanery

and so forth ? During half-a-century it has been one of the self-imposed tasks of this journal to combat by incontrovertible array of facts and figures and not by mere malicious diatribe, this monumental myth which tradition does not uphold nor does History support. Here we shall indulge in a little self-glorification for which our Indian brethren outside Bengal will pardon us. What province is there, in the Indian Empire, which is not richer to-day by virtue of the humble toil and zeal of the children of Bengal ? And where is the Indian, we ask, who has done as much for the establishment and consolidation of the British Empire in the East as the Bengali has done ? But marvellous as it may appear, it is yet a fact that the Bengalis to-day, whose grand-fathers and fathers did so much for the rulers, are such an eyesore to a growing section of "Babu-phobists' among the latter that they will not tolerate their presence in all other provinces. All the same, the Bengali has outlived all the mean slander that has been heaped upon him and the race-antagonism of which he has for some time been the victim ; and what is more, like Johnie Walker, he still goes strong.

Now that the Bengalis have carried the torch of English education, enlightenment and public spirit to the various provinces of India, it may be argued that their work is done and their usefulness is at an end, but it is not always a wise practice to kick down the ladder that gives one access to the upper storey, for the simple reason that there may be occasion to come down again, and then a leap, in the absence of the accommodating ladder may mean the breaking of the neck. It is high time, therefore for the responsible rulers of India to revise their attitude towards the Bengalis and cure themselves of the malignant "Babu-phobia" that has taken possession of them. The genious and intellect of the giant builders of the British Indian empire enabled them to win the love and secure the services of the Bengalis to help them in the work of the buildings but now that the fabric is complete it is the dread of Bengali competition and keenness of Bengali intellect which seems to operate on their successors. We do not know if it is a compliment, but it is perhaps the fact.

We are led into these speculations by a glance into the pages of **a very interesting and valuable work in Bengali** that has been lying on our table for some time. We mean "Banglar Bahire Bangali" or "The Bengali outside Bengal." **The work is a bold attempt at chronicling the career and useful works of Bengalis beyond the limits of their province. We say it is a bold attempt, because the task strikes us as herculean from the daily accummulating evidence of tradition, mythology and history, of the greatness of the Bengalis from the remotest ages in all fields of human activity—scientific and literary, religious and social, military and naval, industrial and commercial.**

The book before us does not pretend to be a complete comependium It deals only with a limited number of characters figuring in the political, educational, legal, medical and religious annals of northern India. Still **it is good beginning and contains much valuable information which speaks to the zeal, labour and researches of its author, Babu Ganendra Mohan Das who certainly deserves the respect and gtatitude of his countrymen.**

As we have strong faith in the inherent love of justice and fairness in the British character, we believe it is time for the bulk of the rulers to outgrow the erroneous impressions born of the malicious myth inculcated by the Macaulayan school and not only to treat the Bengalis better than they are admittedly treated now but to admit them to closer confidence. Poor Lord Mocaulay, though he is regarded as a great historian of his own country at least, and though he drew no small sustenance from the rich soil of India, evidently lacked the opportunity and inclination perhaps to study deeply the annals and traditions of the people among whom he lived and thrived for several years of his life. But since his time many European and Indian scholars have devoted close study to and undertaken deep researches in the subject, with the result that there have been considerable additions to our stock of knowledge into the past history of our country and race. Indeed, we now know it to be a positive fact that though the Bengali race has been made up of different races of both Aryan and non-Aryan stock, yet they have never, in the long course of their existence, been behind any other in all those qualities and qualifications which are summed up in the one word civilization.. And as no modern race retains its purity of origin—as witness the present-day British nation—this composition can never be accounted a deficiency. Of course, it is not possible in a few news-paper articles to discuss fully the origin and achievements of an ancient people or to establish their superiority ; but in subsequent articles we will try to present an intelligible epitome of the researches that have been made as much for the information of our own countrymen as for the education of the reactionary section of the rulers so as to enable them to view things in a better light than they have hitherto done. In the meantime we thank Babu Ganendra Mohun Das for his **excellent work which ought to be in the hands of every educated Bengalee,** and particulars about which will be found in an advertisement published elsewhere.—**Amrita Bazar Patrika**—*Calcutta, September 14, 1915.*

We have been presented with a copy of a Bengali book entitled "Bengalees outside Bengal." we have risen from its study with a quickened and multiplied consciousness. The full meaning of

Bengal has begun to dawn on us. Bengal suddenly discovered herself in the flesh of the Swadeshi movement and the consciousness thus obtained is being deepened and intensified by the various time forces at work.

The most valuable revelation of the book under review is that Bengal has always possessed a will—the greatest of spiritual assets. Whose pulse is not quickened to hear that it was our forefathers that once settled in Romé and impressed the Romans so much with their prowess in the battle of Actium in which Augustus Caesar defeated Mark Antony that Virgil in an impassioned verse in Georgicus III expressed the desire that on getting back to his birth-place he would erect a marble temple and emblazon on a tablet on its gate the military achievements of the "Gangaridae" (গঙ্গা রাঢ়ী) in gold and ivory ? We are further told in **this admirable book** that in the yard where stands the Kutab Minar of delhi, there is a solid iron pillar erected by one of the Gupta Kings in 415 A. D., which describes the wars he had to engage in, with the Kings of Bengal. Coming to more recent times we hear of a large number of Bengalees who spread themselves to the different parts of India in the pre-Mutiny days, some of whom took a part in quelling that great rising and saving the lives and properties both of Europeans, and the Bengali emigrants. Wherever the Bengalees have been, there they have raised aloft the torch of knowledge and culture. Wherever the Bengalees have been there they have set public life athrobbing. Even under the limitations of their political condition they have given a sufficient indication of the height to which Bengali manhood can climb when liberated from all restraints and afforded a suitable opportunity...Modern Benares and Brindaban are, not to an inconsiderable extent, the handi-work of the Bengalees. **The book contains illustrations which at once tell us of the splendid physique of the Bengalees of old**. Far away from home they have forced their way up through difficulties and disappointments which would have paralysed the efforts of a less determined people. We wish we could reproduce here the life of Captain Raj Kissen Karmakar as told in this inspiring book. A native of Howrah, the son of a simple agriculturist and mechanic of humble means, he cherished from his boyhood the ambition of mastering the secrets of higher engineering. After passing through the vicissitudes incidental to such a strenuous life he went first to Nepal and introduced modern methods in the armament factory of the Maharaja of Nepal. Here he utilized the water of a neighbouring fountain to obtain the necessary power for the working of the factory. After distinguishing himself in Nepal for a time as a mechanical engineer, he placed his services at the disposal of the Amir of Kabul and with thirteen other Bengalees. Both their travel to Kabul and their stay in the place

were marked by incidents which provided a suitable outlet for their spirit of adventure and enterprise. Raj Kissen was placed in charge of the Amir's gun factory where he initiated the local artisans in the secret of using machinery for the manufacture of guns. He came back to his country loaded with honours from Nepal and Kabul. It was not in his line to make money but he displayed the capacity of the Bengalee in novel spheres of activity where it is regarded with some misgivings in certain quarters. Thus he extended and widened the potentialities of the race.

The book in short is a thorough vindicator of the claims to all sorts of higher activities adavanced by our race. If words that nerve a nations heart are also deeds, the book deserves to rank as a glorious deed of those engaged in its publication.—The Bengalee—*5-6-1915.*

"BENGALEES OUTSIDE BENGAL."

This is the name of an eminently readable and profoundly interesting volume which has just been added to Bengal's biographical literature. Fourteen years ago the author, Babu Gnanendra Mohan Das, contributed the first of a series of articles to the well-known Bengali monthly "Prabasi" on Bengalees in the United Provinces and the Punjab in response to a general appeal made by the patriotic editor of that magazine, and was awarded a gold medal. Since then he has been steadily engaged in collecting materials for the present book. **The volume before us,** a considerable part of which originaly appeared in the form of articles in the "Prabashi", **bears testimony to the indefatigable industry which the author has brought to bear on his work.** There are Bengalee colonies in every Province and in almost every important Indian city and in many cases the colonies are by no means recent. To give a general account of these colonies and a more or less detailed account of the more prominent individuals is by no means an easy task. To make this account comprehensive, exhaustive and free from errors and inccuracies of the grosser sort is an even more difficult task. **It is no small credit to our author that in both these tasks his success has been remarkable.** He has laid not merely Bengalees both in and outside Bengal but all who can read Bengali under a debt of obligation. The author has the gift of narration, and he tells his story with prefect ease. **We have no hesitation in commending the book to all who can read Bengali.'—The "Panjabee,"** *25th June 1915* ;—

"BENGALEES OUTSIDE BENGAL"

It is a publication as beautiful in get-up as valuable in its contents rich with evidence of profound scholarship and painstaking research.

The author is too well-known as the editor of "Meghnadbadh" to require new introduction but the genesis of his present work is well worth re-capitulation. Fourteen years ago, when the "Probashi" was first published from Allahabad four medals were offered by its editor for the four best brochures on (a) Bengalees in Behar (b) in the N.-W. Provinces (c) in Central India and (d) with a thesis. Since then he has been working at the subject steadly for years and publishing articles on allied subjects in the "Probashi" with steady regularity, and the present work is the outcome of all these supplements and elaborated corrected and brought up to date in the light of his experience of up-countries now extending over nearly a quarter of a century. The publication in question deals with Northern India and the author promises to deal with the Bengalis in the other parts of India later on." "............**his work.** .... **We would fain see** in the publisher's language, **as an almanac or calendar in every Bengali household.**"—"**The star of Utkal,**" *5th July 1915* :—

It is a remarkable book from the pen of a distinguished author. Having had rare opportunities in life, for which perhaps Mr. Das was able to collect facts for this rather voluminous work no other Bengali could be able to collaborate. With a drop of ink on a mirror the Egyptain sorcerer could reveal the dark mysteries of the past and with a drop of ink at the point of his facile pen, Mr. Das, a sorcerer forsooth, has revealed unto us the glorious past that had been bedimmed by the palpable darkness of 'Yugas'—the searchlight from his phantom ship, for it is even so, in the shape of penetrative intelligence has shown to us the unexploited treasures that India preserved, in all sanctity, in her capacious hold"

It is simply impossible within the short compass of a news-paper review to do adeqtate justice to the persons of whom the author has given historical biographies. The book has only to be read to be appreciated."

"**It only remains for us to ask our countrymen to make it a point to purchase at least one copy to preserve it as a rare, heir-loom. This book is as it were, a modern 'Mohabharat' or a 'Ramayana.'** To understand the solidarity of the Bengali race, to fathom the depth of the many-sided activities of the Bengalis to grasp to what extent modern India is indebted to the Bengalis, for her making, to build the character

of young Bengalis, to once more guide the talents of Bengal is in the paths chalked out by their fore-fathers, to imbibe the altruistic activities of the old generation of Bengalis, to enable other peoples residing in India who for the time being may be prejudiced against the Bengalees for their superior talents, to take into account the debt of their gratitute to the Bengalis, to serve as an eve-opener of the national acumen, **this book stands as a grand monument from which through the modern intellectual telescope the varied panorama of events of the past may once more be realised, to give us light hope and insight into the true state of affairs—The "Indian Mirror,"** *5th July 1915.*

"BANGER BAHIRAY BANGALI."

(BENGALEES OUTSIDE BENGAL.)

We have read this book with great interest and no little pleasure. It recounted the achievements of generations of Bengalees in Provinces outside Bengal.—It shows that the Bengalee has been the pioneer of education and enlightenment from end of Upper India to the other. It makes us, Bengalees, feel proud of our departed progenitors. The reader will learn from this book that in the days when the last century was yet young, when the school-master was *not* abroad and orthodoxy and superstition had combined to make the population of Upper India look upon English education with distrust and suspicion, it was reserved for the Bengalee, and for no other, to carry the torch of light into regions which had long remained enveloped in darkness. All honour to that noble band, the fairest and earliest blossoms of English education ! The book reveals the Bengalee in another aspect It shows how the Bengalee remained true to the Company's salt in the dark days of the Sepoy revolt of fifty-seven. Even the threat, which was executed in not a few cases, of being blown off the cannon's mouth, failed to make the Bengalee falter for a moment in his devotion to the British cause. Nothing will ever be known of the Bengalees who lost their lives at the hands of the Sepoy rebels. No memorial marks the spot where they were slain—their very names have been forgotten. But of those few, who were fortunate enough to escape with their lives and had lived to render invaluable services to the British authorities, some at least have left an imperishable record which their grateful countrymen will not willingly let perish.

We hope to resume our notice of this **informing book** at an early opportunity.—**The Hindoo Patriot**—*July 26, 1915.*